আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

CALCUTTA

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

আমি ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হ'লে স্বয়ং আত্মমায়ার দ্বারা আমাকে সৃজন করি।

আমি অনিত্য বস্তুসকলের নিত্য শাশ্বত, আমি সংজ্ঞেয়গণের জ্ঞেয়, এক, অদ্বিতীয় হ'য়েও আমি বহু লোকের কাম্য বস্তু বিধান করি, যারা আত্মস্থিত আমাকে দর্শন করেন, তাঁদের শাশ্বত শান্তি হয়,—অপরের নয়। অনির্দ্দেশ্য পরম আনন্দ আমাকে নিত্যকাম ভক্তগণ প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করেন, অন্য কেহ আমার দর্শন পায় না। আমাকে সূর্য্য প্রকাশ করে না, চন্দ্র ও তারকা আমাকে প্রকাশ ক'র্‌তে সমর্থ হয় না, বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ ক'র্‌তে পারে না এই অগ্নি কিরূপে আমাকে প্রকাশ ক'র্‌বে? আমি প্রকাশমান আছি ব'লেই আমার দীপ্তিতে এই বস্তুসমূহ বিবিধরূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে অনাদি সংসারবৃক্ষের মূল আমি, ঊর্দ্ধে অবস্থান করি শাখাগুলি নিয়ে থাকে। অবিনাশী আমাতে সমস্ত লোক

১৩শ বর্ষ, আষাঢ়মাস, ১৩৮১] [প্রথমসংখ্যা রথযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্-

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

মুখ্য-সম্পাদক

শ্রীশ্রীভারতাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক দ্বয়

শ্রীশ্যামাসুন্দর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রকাশিকাত্রী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(বরাহনগর)

মুদ্রক-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সে, এম্ বি,
ডি, ও, এম্, এস্, ডি.পি.এইচ,
ডি.টি.এম্, এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৬৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৫৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থের মাসিক পত্র। প্রতিমাসে উহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে উহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১৮·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম মেঃ মিঃ ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৩৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরে দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

২। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮ মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্ট-ভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, সি, চক্রিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা নিশ্চই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, সি, চক্রিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১।	মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা—	২৭·০০
২।	শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ—	৪০·০০
৩।	শ্রীবিষ্ণুপুরাণ—	৯·০০
৪।	শ্রীমদ্ভাগবত—	৬০·০০

দীর্ঘকালেন তপসা সেবিতেন মহাব্রতে।
ধর্মনিধূতপাপানাং সাসিধ্যন্তে মনোরথাঃ ॥ ১৮
অদৃশ্যমানমিবাকাশে বৎসানামিব চোদকে।
পদং যথা ন দৃশ্যেত তথা পুণ্যকৃতাং গতিঃ ॥ ১৯

অনলস্যৈরুপালব্ধৈঃ কীর্তিভিস্তু ব্যতিক্রমৈঃ।
শেষণং চানুরূপঞ্চ কর্তব্যং হিতমাত্মনঃ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি ধর্মমূলিকো নাম
দ্বাত্রিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২২

মহাব্রতে। দীর্ঘকাল ধরিয়া কৃত তপস্যার দ্বারা এবং ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা যাঁহাদের পাপ এই হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১৮

যেরূপ আকাশে পক্ষিগণের এবং জলে মৎস্যগণের চরণচিহ্ন দেখা যায় না, সেইরূপ পুণ্যাত্মা জ্ঞানীদিগেরও গতি জানিতে পারা যায় না। ১৯

অলস ব্যক্তিগণকে তিরস্কার করা এবং মনুষ্যগণের অন্যান্য অপরাধ চর্চা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। যাহা সুন্দর, অনুরূপ এবং নিজের পক্ষে হিতকর বলিয়া মনে হইবে, সেই কার্যই করা কর্তব্য। ২০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে ধর্মমূলিকাখ্যান দ্বাত্রিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ত্রয়োবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পুত্রপ্রাপ্তয়ে ব্যাসদেবস্য তপস্যা, তপসঃ শঙ্করাদ্ বরপ্রাপ্তিশ্চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং ব্যাসস্য ধর্মাত্মা শুকো জজ্ঞে মহাতপাঃ
সিদ্ধিঞ্চ পরমাং প্রাপ্তস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১
কস্যাং চোৎপাদয়ামাস শুকং ব্যাসস্তপোধনঃ
ন হ্যস্য জননীং বিদ্ম কুতশ্চায়ং মহাত্মনঃ ॥ ২
কথঞ্চ বালসা সতঃ সূক্ষ্মজ্ঞানে গতা মতিঃ।
যথা নাস্যা লোকেঽস্মিন্ দ্বিতীয়সোম কদাচিৎ ॥ ৩

ত্রয়োবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[পুত্রপ্রাপ্তির জন্য ব্যাসদেবের তপস্যা এবং তপঃপ্রভাবে শঙ্কর হইতে বর প্রাপ্তি]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! ব্যাসদেবের পুত্র মহাতপস্বী ও ধর্মাত্মা শুকদেব কি কারণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? এবং তিনি পরম সিদ্ধিই বা কি ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলুন। ১

তপোধন ব্যাসদেব কোন্ রমণীর গর্ভে শুকদেবের জন্মদান করিয়াছিলেন? আমরা শুকদেবের মাতার নাম জানিনা এবং আমরা তাঁহার শ্রেষ্ঠ জন্মের বৃত্তান্ত জানি না। ২

শুকদেব ত' বালক ছিলেন, তথাপি তাঁহার বুদ্ধি সূক্ষ্ম জ্ঞানে কিরূপে নিবিষ্ট হইল? এ জগতে তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও এরূপ বুদ্ধি দেখা যায় না। ৩

এতন্নিদর্শনাদ্যং শ্রোতুং বিস্তরেণ মহামতে।
ন হি মে তৃপ্তিরস্তীহ শৃণ্বতোঽমৃতমুত্তমম্ ॥ ৪
মাহাত্ম্যাদ্যানযোগঞ্চ বিজ্ঞানঞ্চ শুকস্য হ।
যথাবদনুপূর্বেণ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ৫

ভীষ্ম উবাচ।

ন হ্যত্রৈবং পরিত্যক্তৈর্ন বিত্তৈর্ন চ বন্ধুভিঃ
অমরত্বমবাপ্নোতি ধর্মঃ সোঽনুচানঃ স নো মহান্ ॥ ৬

মহামতে! আমি এই প্রশ্ন সম্বন্ধে তুমিতে ব্যাসদেব করি। আপনার এই অমৃততুল্য উত্তম ও মধুর প্রবচন শুনিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না। ৪

পিতামহ! আপনি আমাকে শুকদেবের মাহাত্ম্য, আত্মযোগ ও বিজ্ঞান যথার্থরীতিতে ক্রমশঃ বর্ণনা করুন। ৫

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! অধিক ধন হইলে পর, কেবল পক্ষ হইলে পর, অধিক ধন জুটিলে পর এবং ভাই—বন্ধুগণের সংখ্যা অধিক হইলেও কেহ অজর হইতে পারে না। তথাপি এই নিয়ম স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের মধ্যে যিনি বেদের প্রবচন করিতে পারিবেন, তিনিই মহান্ বলিয়া পরিগণিত হইবেন। ৬

তপোমূলমিদং সর্বং যন্মাং পৃচ্ছসি পাণ্ডব
তদিন্দ্রিয়াণি সংযম্য তপো ভবতি নান্যথা ॥ ৭
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব সিদ্ধিমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৮
অশ্বমেধসহস্রস্য রাজসূয়শতস্য চ
যোগস্য ফলয়া তাত ন তুল্যং বিদ্যতে ফলম্ ॥ ৯
অত্র তে বর্তয়িষ্যামি ব্রহ্মযোগফলং তথা
শুকস্যাত্র্যাঃ গতিঃ চৈব দুর্বিজ্ঞানকৃতাত্মভিঃ ॥ ১০
মেরুপৃষ্ঠে কিল পুরা কর্ণিকারবনাবৃতে।
বিজহার মহাদেবো ভীমৈর্ভূতগণৈর্বৃতঃ ॥ ১১
শৈলরাজসুতা চৈব দেবী তত্রাভবৎ পুরা।
তত্র দিব্যং তপস্তেপে কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা ॥ ১২
যোগেনাত্মানমাবিশ্য যোগধর্মপরায়ণঃ
ধারয়ন্ স তপস্তেপে পুত্রার্থং কুরুনন্দন ॥ ১৩
অগ্নের্ভূমেরপাং বায়োরন্তরিক্ষস্য বা বিভো।
বৈর্যোগ সম্মিতঃ পুত্রো মম ভূয়াদিতি প্রভু ॥ ১৪
সঙ্কল্পেনাথ যোগেন দুষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ।
বরয়ামাস দেবেশমাত্মিতস্তপ উত্তমম্ ॥ ১৫
অতিষ্ঠন্নাকৃতাহারঃ শতং কিল সমাঃ প্রভুঃ।
আরাধয়ন্মহাদেবং বহুরূপমুমাপতিম্ ॥ ১৬
তত্র ব্রহ্মর্ষয়শ্চৈব সর্বে রাজর্ষয়স্তথা।
লোকপালাশ্চ লোকেশং সাধ্যাশ্চ বহুভিঃ সহ ॥ ১৭
আদিত্যাশ্চৈব রুদ্রাশ্চ দিবাকর-নিশাকরৌ।
বসবো মরুতশ্চৈব সাগরাঃ সরিতস্তথা ॥ ১৮
অশ্বিনৌ দেব-গন্ধর্বাস্তথা নারদ-পর্বতৌ।
বিশ্বাবসুশ্চ গন্ধর্বঃ সিদ্ধাশ্চাপ্সরসস্তথা ॥ ১৯
তত্র রুদ্রো মহাদেবঃ কর্ণিকারময়ীং স্রজম্
ধারয়াণঃ প্রভং ভাতি জ্যোৎস্নামিব নিশাকরঃ ॥ ২০
তস্মিন্ দিব্যে বনে রম্যে দেবদেববিসঙ্কুলে।
আত্মিতং পরমং যোগমৃষিঃ পুত্রার্থমচ্যুতঃ ॥ ২১

পাণ্ডুনন্দন ! তুমি আমাকে যে সব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই সবের মূল হইল তপস্যা। ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিলেই তপস্যায় সিদ্ধি হয়, অন্যথা নহে। ৭

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, মানুষ ইন্দ্রিয়গণের বিষয়াসক্তি যতই দোষ প্রাপ্ত হয় এবং সেই ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া রাখিতে পারিলে মানুষ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ৮

তাত ! সহস্র অশ্বমেধ এবং শত রাজসূয় যজ্ঞের যে ফল, উহা যোগের ষোল ভাগের একভাগ সমানও নহে। ৯

রাজন্ ! আমি তোমাকে শুকদেবের অদ্ভুতকর্ম, যোগফল ও অবিজ্ঞাত্মা পুরুষগণের দুর্বোধ্য সেই উৎকৃষ্ট গতির কথা এখন বলিব। ১০

পুরাকালে কর্ণিকার বনসুশোভিত মেরুপর্বতের শিখরে ভগবান্ শঙ্কর ভয়ানক ভূতগণের সহিত বিহার করিতেছিলেন। ১১

সেখানে গিরিরাজসুতা উমাদেবীও তাঁহার সহিত বাস করিতেছিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব সেই পর্বতের উপরে দিব্য তপস্যা করিতেছিলেন। ১২

কুরুশ্রেষ্ঠ ! যোগধর্মপরায়ণ বেদব্যাস যোগের দ্বারা নিজের মনকে পরমাত্মায় সংযুক্ত করিয়া ধারণা সহকারে তপস্যায় নিরত ছিলেন। তাঁহার তপস্যার উদ্দেশ্য ছিল পুত্রলাভ করা। ১৩

তিনি এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, অগ্নি, ভূমি, জল, বায়ু ও আকাশসদৃশ ধৈর্যশালী এক পুত্র আমার লাভ হউক। ১৪

উক্ত সঙ্কল্প গ্রহণ করত যোগের দ্বারা উত্তম তপস্যায় নিরত বেদব্যাস অবিজ্ঞাত্মা পুরুষগণের পক্ষে দুর্লভ দেবেশ্বর মহাদেবের নিকট হইতে বর প্রার্থনা করিলেন। ১৫

শক্তিশালী ব্যাসদেব শতবর্ষকাল কেবল বায়ু ভক্ষণ করিতে করিতে বহুরূপধারী উমাপতি মহাদেবের আরাধনায় মগ্ন হইলেন। ১৬

সেখানে সমস্ত ব্রহ্মর্ষি, সকল রাজর্ষি, লোকপাল, বহুসংখ্যক সাধ্যদেবের সহিত সাধ্য, আদিত্য, রুদ্র, সূর্য, চন্দ্র, বসুগণ, মরুদ্গণ, সমুদ্র, নদী, অশ্বিনীকুমারযুগল, দেবতা, গন্ধর্ব, নারদ, পর্বত, গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু, সিদ্ধ এবং অপ্সরাগণও লোকেশ্বর মহাদেবের আরাধনা করিতেছিলেন। ১৭-১৯

সেখানে মহাদেব রুদ্র কর্ণিকাপুষ্পনির্মিত মনোহর মালা ধারণকরিয়া জ্যোৎস্না সহ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। দেবতা এবং দেবর্ষিগণে পরিপূর্ণ সেই দিব্য রমণীয় বনে পুত্র-লাভের জন্য উত্তম যোগ অবলম্বন করিয়া মুনিবর ব্যাসদেব তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাহা হইতে কোনরূপেই বিচলিত হইলেন না। ২০-২১

ন চাস্য হীয়তে প্রাণো ন চ ব্যথতি কশ্চন
ত্রয়াণামপি লোকানাং তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ২২
জটাশ্চ তেজসা তস্য বৈশ্বানরশিখোপমাঃ
প্রজজ্বলুঃ স দৃষ্ট্বৈতে মুক্তস্তামিততেজসঃ ॥ ২৩
মার্কণ্ডেয়ো হি ভগবানেতদাখ্যাতবান্ মম
স দেবচরিতানীহ কথয়ামাস যে সদা ॥ ২৪
এতা অদ্যাপি কৃষ্ণস্য তপসা বেন দীপিতাঃ।
অগ্নিবর্ণা জটাস্তাত প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ২৫
এবংবিধেন তপসা তস্য তস্যাং চ ভারত
মহেশ্বরঃ প্রসন্নাত্মা চকার মনসা মতিম্ ॥ ২৬

ঊর্ধ্বাঙ্গ বৈবঃ ভগবাংস্ত্র্যম্বকঃ প্রহসন্নিব।
এবংবিধস্তে তনয়ো বৈপায়ন ভবিষ্যতি ॥ ২৭
যথা হ্যগ্নির্যথা বায়ুর্যথা ভূমির্যথা জলম্।
যথা চ খং তথা শুদ্ধো ভবিতা তে সুতো মহান্ ॥ ২৮
তল্লাবভাবী তদ্বুদ্ধিস্তদাত্মা তদপাশ্রয়ঃ।
তেজসাঽঽবৃত্য লোকাংস্ত্রীন্ যশঃ প্রাপ্স্যতি তে সুতঃ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকোৎপত্তৌ
ত্রয়োবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২৩

এরূপ কঠোর তপস্যা করিলে পরে তাঁহার প্রাণ নষ্ট হইল না এবং তিনি পরিশ্রান্তও হইলেন না। ইহা তিন লোকের মধ্যে যেন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ২২

যোগযুক্ত অমিততেজস্বী ব্যাসদেবের জটাসমূহ তাঁহার তেজে অগ্নির শিখার ন্যায় প্রজ্বলিত দেখাইতেছিল ॥ ২৩

এই বৃত্তান্ত আমাকে ভগবান্ মার্কণ্ডেয় শুনাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে সর্বদাই দেবতাগণের নানাবিধ চরিত্র বলিয়া শুনাইতেন ॥ ২৪

তাত! সেই তপস্যার দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া মহাত্মা ব্যাসদেবের এই জটাসমূহ আজও অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে ॥ ২৫

ভারত! তাঁহার সেরূপ তপস্যা ও ভক্তি দেখিয়া মহাদেব অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং তিনি মনে মনে তাঁহাকে অভীষ্ট বরদান করিতে স্থির করিলেন ॥ ২৬

ভগবান্ ত্রিলোচন শঙ্কর ব্যাসদেবের সম্মুখে আসিলেন এবং যেন হাস্য করিতে করিতে বলিলেন—বৈপায়ন! তুমি যেরূপ বাসনা করিতেছ, সেইরূপ পুত্রই তোমার লাভ হইবে ॥ ২৭

যেরূপ অগ্নি, যেরূপ বায়ু, যেরূপ পৃথিবী, যেরূপ জল এবং যেরূপ আকাশ শুদ্ধ, সেইরূপ তোমার পুত্রও শুদ্ধ ও মহান্ হইবে ॥ ২৮

সে ভগবদ্ভাবেই ভাবিত থাকিবে, ভগবানেই তাহার বুদ্ধি নিবিষ্ট থাকিবে, ভগবানেই তাহার মন আসক্ত রহিবে এবং এবং একমাত্র ভগবান্‌কেই সে নিজের আশ্রয় বলিয়া মনে করিবে। তাহার তেজে তিন লোক আলো হইয়া যাইবে ও তোমার এই পুত্র জগতে খ্যাতি লাভ করিবে ॥ ২৯

শ্রীমদ্ভারতী বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের উৎপত্তিবিষয়ক ত্রয়োবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শুকদেবস্য জন্মগ্রহণম্, তস্য যজ্ঞোপবীত-বেদাধ্যয়ন-সমাবর্তনসংস্কারবৃত্তান্তশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

স লব্ধ্বা পরমং দেবাদ্ বরং সত্যবতীসুতঃ
অরণী সহিতে গৃহ্য মন্থনায়াভিচক্রমে ॥ ১

অথ রূপং পরং রাজন্ বিভ্রতীঃ শ্বেন তেজসা
ঘৃতাচীং নাম্নাপ্সরসমপশ্যদ্ ভগবানৃষিঃ ॥ ২

ঋষিরপ্সরসং দৃষ্ট্বা সহসা কামমোহিতঃ।
অভবদ্ ভগবান্ ব্যাসো বনে তস্মিন্ যুধিষ্ঠির ॥ ৩

সা চ দৃষ্ট্বা তথা ব্যাসং কামসংবিগ্নমানসম্।
শুকী ভূত্বা মহারাজ ঘৃতাচী সমুপাগমৎ ॥ ৪

স তামপ্সরসং দৃষ্ট্বা রূপেণানোপমাং ভুবি
মন্থনাদ্ভেজসাবিষ্টঃ সর্বমাত্রাতিগেন হ ॥ ৫

স তু ধৈর্যেণ মহতা নিগৃহ্যন্ কামজং মুনিঃ
ন শশাক নিগৃহ্যং তদ্ ব্যাসঃ প্রবিশতা মনঃ ॥ ৬

ভাবিতাচ্চৈব ভাবস্য ঘৃতাচ্যা বপুষা ভৃশম্
যস্যাগ্নিমন্থতপসা দুনোরস্রিচিকীর্ষয়া ॥ ৭

অরণ্যামেব সহসা তস্য শুক্রমবাপতৎ।
সোঽবিশদ্ভেন মনসা তথৈব দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৮

অরণী মন্থমানস্য ব্রহ্মর্ষিস্তস্য জজ্ঞে শুকো নৃপ
শুক্রে নিমথ্যমানে স শুকো জজ্ঞে মহাতপাঃ ॥ ৯

পরমর্ষির্মহাযোগী অরণীগর্ভসম্ভবঃ।
যথাকালে সমিদ্ধোঽগ্নির্ভাতি হব্যাভুদাবহন্ ॥ ১০

তথারূপঃ শুকো জজ্ঞে প্রজ্বলন্নিব তেজসা
বিভ্রৎ পিতুশ্চ কৌরব্য রূপবর্ণমনুত্তমম্ ॥ ১১

যতো জাতা তাবিতাত্মা বিধূম ইব পাবকঃ
তং গত্বা সরিতাং শ্রেষ্ঠা মেরুপৃষ্ঠে জনেশ্বর ॥ ১২

চতুর্বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[শুকদেবের জন্মগ্রহণ, তাঁহার যজ্ঞোপবীত, বেদাধ্যয়ন এবং সমাবর্তনসংস্কারের বৃত্তান্ত]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! মহাদেবের উত্তম বর প্রাপ্ত হইয়া একদিন সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব অগ্নি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করিয়া দুইটি অরণী কাষ্ঠ গ্রহণ করত তাহাকে মন্থন করিতে লাগিলেন। ১

হে রাজন্! সেই সময় এই ভগবান্ ঋষি ব্যাসদেব সেস্থানে উপস্থিত ঘৃতাচী নাম্নী এক অপ্সরাকে দেখিলেন। এই অপ্সরা নিজ তেজে পরম মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ২

যুধিষ্ঠির! সেই বনে উক্ত অপ্সরাকে দেখিয়া ঋষি ভগবান্ ব্যাসদেব সহসা কামে মোহিত হইয়া উঠিলেন। মহারাজ! সেই সময় ব্যাসদেবের হৃদয় কামে ব্যাকুল হইতে দেখিয়া সেই অপ্সরা ঘৃতাচী শুকী হইয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিলেন। ৩-৪

সেই অপ্সরাকে অনুপম রূপে আত্মপ্রকাশন করিতে দেখিয়া তাঁহার সমস্ত শরীরে কামবেদনা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ৫

মুনিবর ব্যাসদেব অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত নিজের কামবেগকে সংযত করিতে লাগিলেন; কিন্তু অপ্সরার দিকে অনুধাবিত মনকে নিবৃত্ত করিতে তিনি কোনক্রমেই সমর্থ হইলেন না। ৬

তিনি ওদ্ভাবে ভাবিত হইয়াই অবস্থান করিতে লাগিলেন; সেইজন্য ব্যাসদেব ঘৃতাচীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। অগ্নি উৎপাদন করিবার জন্য নিজের কামবেগকে বলপূর্বক নিরুদ্ধ করিতে থাকিলেও যদি দেবব্যাসের বীর্য্য স্খলন সেই অরণীকাষ্ঠের উপর যাইয়া পড়িত হইল। ৭-৯

তুপর এই সময়েও শুকদেবের উৎপত্তি দেবব্যাস নিঃসন্দিগ্ধে দুই অরণী কাষ্ঠ মন্থনে ব্যাপৃত রহিলেন। সেই সময় অরণী কাষ্ঠ হইতেই শুকদেব উৎপন্ন হইলেন। ৮-৯

অরণীর সহিত শুকের জন্ম হইতে যাঁহার মহাতপস্বী ও হব্যবাহী পরমর্ষি শুকদেবের জন্ম হইল তিনি অরণীর গর্ভ হইতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১০

যেরূপ যজ্ঞে হবিঃপ্রদানকারী প্রজ্বলিত অগ্নি প্রকাশিত হইতে থাকে; সেইরূপ শুকদেবও প্রকটিত হইলেন। তিনি নিজ তেজে যেন জাজ্বল্যমান হইতেছিলেন। ১১-১

কুরুনন্দন! নিজের পিতার সমানই অতিশয় উত্তম রূপ ও কান্তিধারী পরিত্রাতা শুকদেব ধূমহীন অগ্নির ন্যায় প্রকাশমান হইতেছিলেন। ১২

জনেশ্বর! সেই সময় নদীসকলের শ্রেষ্ঠা শ্রীপর্বতদেবী মূর্তিমতী হইয়া মেরুপর্বতে আসিলেন এবং তিনি নিজ জলে শুকদেবের তৃপ্তিসাধন করিলেন। ১২-১

স্বস্ত্যয়নী তদাত্তোক্তা তর্পয়ামাস বারিণা
অন্তরিক্ষাচ্চ কৌরব্য পপাত কৃষ্ণাজিনঞ্চ হ ॥ ১৫
পপাত ভূমিং রাজেন্দ্র শুকস্যার্থে মহাত্মনঃ
জেগীয়ন্তে স্ম গন্ধর্বা মনুষ্যাশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ১৬
দেবদুন্দুভয়শ্চৈব প্রাবাদ্যন্ত মহাস্বনাঃ
বিশ্বাবসুশ্চ গন্ধর্বস্তথা তুম্বুরু-নারদৌ ॥ ১৭
হাহা হুহুশ্চ গন্ধর্বৌ তুষ্টুবুঃ শুকসম্ভবম্।
তত্র শুক্রপুরোগাশ্চ লোকপালাঃ সমাগতাঃ ॥ ১৮
দেবা দেবর্ষয়শ্চৈব তথা ব্রহ্মর্ষয়োঽপি চ
দিব্যানি সর্বপুষ্পাণি প্রববর্ষ চ মারুতঃ ॥ ১৯
জজল্পাজগ্মতুশ্চৈব প্রহৃষ্টমতবজ্জগৎ।
তং মহাত্মা স্বয়ং প্রীত্যা দেবা সহ মহাত্মভিঃ ॥ ২০
জাতমাত্রং মুনেঃ পুত্রং বিধিনোপানয়ৎ তদা
তস্য দেবেশ্বরঃ শক্রো দিব্যমদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ২১
দদৌ কমণ্ডলুং প্রীত্যা দেবযানাংশ্চ যা বিদুঃ
হংসাংশ্চ শতপত্রাংশ্চ সারসাংশ্চ সহস্রশঃ ॥ ২২
প্রদক্ষিণমথর্তস্য শুকাশ্চাষাশ্চ ভারত।
আরণেয়স্ততো দিব্যঃ প্রাপ্য জন্ম মহাদ্যুতিঃ ॥ ২৩
ভরদ্বাজোবাস মেধাবী ব্রতচারী সমাহিতঃ।
উৎপন্নমাত্রং তং বেদাঃ সরহস্যাঃ সসংগ্রহাঃ ॥ ২৪
উপতস্থুর্মহারাজ যথাস্য পিতরং তথা।
বৃহস্পতিশ্চ যত্রে স বেদবেদাঙ্গভাগ্বিভুঃ ॥ ২৫
উপাধ্যায়ঃ মহারাজ ধর্মমেবানুচিন্তয়ন্
সোঽধীত্য নিখিলান্ বেদান্ সরহস্যান্ সসংগ্রহান্ ॥ ২৬
ইতিহাসঞ্চ কার্ৎস্ন্যেন রাজশাস্ত্রাণি যা বিদুঃ
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা সমাবৃত্তো মহামুনিঃ ॥ ২৭
উগ্রং তপঃ সমারেভে ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ
দেবতানামৃষীণাঞ্চ বালোঽপি স মহাতপাঃ ॥
সম্মতশ্চীরো মাতুশ্চ জ্ঞানেন তপসা তথা ॥ ২৯

ভুজঙ্গম। রাজেন্দ্র। আকাশ হইতে মহাত্মা শুকদেবের উদ্দেশে প্রদত্ত ও কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্ম—এই দুইটি বস্তু পৃথিবীতে পতিত হইল ॥ ১৫॥

এই সময় গন্ধর্বগণ গান করিতে এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেবতাদিগের দুন্দুভিসমূহ ভীম শব্দে বাজিয়া উঠিল। বিশ্বাবসু, তুম্বুরু, নারদ, হাহা ও হুহু প্রভৃতি গন্ধর্বগণ শুকদেবের জয়গাথা গান করিতে লাগিলেন ॥ ১৬-১৯॥

ইন্দ্রাদি সমস্ত লোকপাল, দেবতা, দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮॥

বায়ুদেব সর্বপ্রকার দিব্য পুষ্পসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চর ও অচর সমস্ত জগৎ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ॥ ১৯॥

তখন মহাতেজস্বী মহাত্মা ভগবান্ শঙ্কর দেবী পার্বতীর সহিত স্বয়ং প্রসন্নচিত্তসহকারে উপস্থিত হইয়া মহর্ষি ব্যাসদেবের সেই নবজাত পুত্রের বিধিপূর্বক উপনয়ন সংস্কার করিলেন ॥ ২০॥

প্রভো! সেই সময় দেবেশ্বর ইন্দ্র তাঁহাকে প্রীতি সহকারে দিব্য ও অদ্ভুত কমণ্ডলু এবং দেবোচিত যজ্ঞ প্রদান করিলেন ॥ ২১॥

ভারত! সহস্র হংস, শতপত্র, সারস, শুক ও নীলকণ্ঠাদি পক্ষীরা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল ॥ ২২॥

তদনন্তর মহাতেজস্বী অরণীসম্ভূত শুক এই দিব্য জন্ম লাভ করত ব্রহ্মচর্য্যের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান্, ব্রতপালক এবং একাগ্রচিত্ত ছিলেন ॥ ২৩॥

মহারাজ! শুকদেবের জন্ম হইবা মাত্র রহস্য ও সংগ্রহ সহ সমস্ত বেদ তাঁহার সেবায় সেইভাবে উপস্থিত হইলেন, যেরূপ তিনি তাঁহার পিতা বেদব্যাসের সেবায় উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ২৪॥

মহারাজ! বেদ-বেদাঙ্গসমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ শুকদেব বর্ষের জন্য পর্যালোচনা করিয়া বৃহস্পতিকে নিজের গুরু করিলেন ॥ ২৫॥

প্রভো! মহামুনি শুকদেব তাঁহার নিকটে রহস্য ও সংগ্রহ সহ সম্পূর্ণ বেদ, সমস্ত ইতিহাস এবং রাজশাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান পূর্বক সমাবর্তন সংস্কারের পর গৃহ অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন ॥ ২৬-২৭॥

তিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে করিতে উগ্র তপস্যা আরম্ভ করিলেন। মহাতপস্বী শুকদেব জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা বাল্যকালেও দেবতা এবং ঋষিগণের আদরণীয় ও তাঁহাদের পরামর্শদাতার যোগ্য হইয়াছিলেন ॥ ২৮॥

স তস্য মনসে বুদ্ধিরাশ্রমেষু নরাধিপ
ত্রিষু গার্হস্থ্যমূলেষু মোক্ষধর্মানুদর্শিনঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকোৎপত্তৌ
চতুর্বিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২৪

নরনাথ! তিনি মোক্ষপথের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, অতএব তাঁহার বুদ্ধি গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন করিতে অসম্মত হইল ॥ ১৭

শ্রীমহাভারত বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের উৎপত্তিবিষয়ক চতুর্বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

পঞ্চবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পিতৃআজ্ঞায় শুকদেবের মিথিলায়াং গমনম্, তত্র দ্বারপাল-মন্ত্রি-যুবতীস্তুতিভি সংকৃতানন্তরং তস্য ধ্যানাবস্থানঞ্চ ;]

ভীষ্ম উবাচ

স মোক্ষমনুচিন্ত্যৈব শুকঃ পিতরমত্যগাৎ।
প্রাঞ্জলিবাদ্য চ গুরুং জ্ঞেয়োঽথৌ বিনতাধিতঃ ॥ ১
মোক্ষধর্মেষু কুশলো ভগবান্ প্রব্রবীতু মে
যথা মে মনসঃ শান্তিঃ পরমা সম্ভবেৎ প্রভো
শ্রুত্বা পুত্রস্য তু বচঃ পরমর্ষিরুবাচ তম্।
অবীহ পুত্র মোক্ষং বৈ ধর্মাংশ্চ বিবিধানপি ॥ ৩
পিতুর্নিয়োগাচ্ছ্রুত্বা শুকো ধর্মভৃতাং বরঃ।
যোগশাস্ত্রঞ্চ নিখিলং কাপিলং চৈব ভারত ॥ ৪
স তং ব্রাহ্ম্যা শ্রিয়া যুক্তং ব্রহ্মতুল্যপরাক্রমম্।
মেনে পুত্রং যদা ব্যাসো মোক্ষধর্মবিশারদম্ ॥ ৫
উবাচ গচ্ছেতি তদা জনকং মিথিলেশ্বরম্।
স তে যক্ষ্যতি মোক্ষার্থং নিখিলং মিথিলেশ্বরঃ
পিতুর্নিয়োগমাদায় জগাম মিথিলাং নৃপ
প্রষ্টুং ধর্মস্য নিষ্ঠাং বৈ মোক্ষস্য চ পরায়ণম্ ॥ ৭
উক্তশ্চ মানুষেণ ত্বং পথা গচ্ছেত্যবিস্মিতঃ।
ন প্রস্থাবেণ গন্তব্যমন্তরিক্ষচরেণ বৈ ॥ ৮
আর্জবেনৈব গন্তব্যং ন সুখাবেষিণা তথা।
নাবেষ্টব্যা বিশেষাস্তু বিশেষা হি প্রসঙ্গিনঃ ॥ ৯

পঞ্চবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[পিতার আজ্ঞায় শুকদেবের মিথিলায় গমন এবং সেখানে দ্বারপাল, মন্ত্রী ও যুবতীস্ত্রীগণের দ্বারা সংকৃত হওয়ার পর তাঁহার ধ্যানে অবস্থান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! শুকদেব মোক্ষের বিষয় চিন্তা করিয়া নিজের পিতা ও গুরু বেদব্যাসের নিকট গমন করিলেন এবং বিনীতভাবে তাঁহার চরণে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলিপুটে বসিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

প্রভো! আপনি মোক্ষধর্মে কুশল; অতএব আপনি আমাকে এরূপ উপদেশ প্রদান করুন, যাহাতে আমার চিত্তের পরম শান্তি লাভ হয় ॥ ২

পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বেদব্যাস বলিলেন,—পুত্র! তুমি মোক্ষ ও অন্যান্য বিবিধ ধর্মশাস্ত্রসকল অধ্যয়ন কর ॥ ৩

তাহার পর পিতার আদেশে ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শুকদেব সমস্ত যোগশাস্ত্র এবং কপিলপ্রোক্ত সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন ॥ ৪

যখন ব্যাসদেব ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, আমার পুত্র ব্রহ্মতেজসম্পন্ন ও মোক্ষধর্মে কুশল হইয়াছে এবং সমস্ত শাস্ত্রেই তাঁহার ব্রহ্মার ন্যায় গতি হইয়াছে, তখন তিনি বলিলেন—পুত্র! এক্ষণে তুমি মিথিলাধিপতি জনকের নিকট গমন কর। সেই মিথিলাপতি জনক তোমাকে সম্পূর্ণ মোক্ষশাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত উপদেশ করিবেন ॥ ৫-৬

হে নৃপ! পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া শুকদেব ধর্মের নিষ্ঠা ও মোক্ষের পরম আশ্রয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য মিথিলাধিপতির নিকট গমন করিলেন ॥ ৭

যাইবার সময় ব্যাসদেব পুনরায় বিস্মিত না হইয়া বলিলেন,—পুত্র! যে পথ দিয়া সাধারণ মানুষ গমন করে, তুমিও সেই পথ দিয়াই গমন করিবে, নিজের যোগশক্তি অবলম্বন করিয়া আকাশমার্গে কদাপি গমন করিও না ॥ ৮

সরলভাবেই গমন করিবে। পথে সুখ ও সুবিধার অন্বেষণ করিবে না। বিশেষ বিশেষ বস্তু অথবা স্থানসমূহের অনুসন্ধান করা উচিত হইবে না; কারণ, তাহাতে উহাদের প্রতি আসক্তি আসিয়া উপস্থিত হইবে ॥ ৯

অহঙ্কারো ন কর্তব্যো রাজ্যে তস্মিন্ নরাধিপে
স্থাতব্যঞ্চ বশে তস্য স বো হেৎস্যতি সংশয়ঃ ॥ ১০
স ধর্মকুশলো রাজা মোক্ষশাস্ত্রবিশারদঃ
রাজ্যো মম স যদ্ ব্রূয়াদ্ ন হি কার্যাম্যবিশঙ্কয়া ॥ ১১
এবমুক্তঃ স ধর্মাত্মা জগাম মিথিলাং মুনিঃ
পদ্ভ্যাং শক্রোঽন্তরিক্ষেণ ক্রান্ত্বা পৃথ্বীং সসাগরাম্ ॥ ১২
স গিরীংশ্চাপ্যতিক্রম্য নদী-তীর্থ-সরাংসি চ
বহুব্যালমৃগাকীর্ণা ঘটীশ্চ বনানি চ ॥ ১৩
মেরোর্হৈরেণ্ড যে সর্গে বর্ষঃ হৈমবতঃ ততঃ।
ক্রমেণৈবং ব্যতিক্রম্য ভারতং বর্ষমাসদৎ ॥ ১৪
স দেশান্ বিবিধান্ পশ্যংশ্চীন-হূণ-নিষেবিতান্
আর্যাবর্তমিমং দেশমাজগাম মহামুনিঃ ॥ ১৫

পিতুর্বচনমাজ্ঞায় তমেবার্থং বিচিন্তয়ন্
অব্রজান্ সোঽন্তিকক্রাম খেচরঃ খে চরন্নিব ॥ ১৬
পত্তনানি চ রম্যাণি স্ফীতানি নগরাণি চ
রত্নানি চ বিচিত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ ১৭
উদ্যানানি চ রম্যাণি তথৈবাপ্তবনানি চ
পুণ্যানি চৈব বস্তূনি সোঽতিক্রামদবাঙ্মনাঃ ॥ ১৮
সোঽচিরেণৈব কালেন বিদেহানাসসাদ হ
রক্ষিতান্ ধর্মরাজেন জনকেন মহাত্মনা ॥ ১৯
তত্র গ্রামান্ বহূন্ পশ্যন্ বহ্বন্নরসভোজনান্
পল্লীযোধান্ সমৃদ্ধাংশ্চ বহুগোকুলসঙ্কুলান্ ॥ ২০
স্ফীতাংশ্চ শালি-যবসৈর্ইক্ষু-সারসসেবিতান্
পদ্মিনীশ্চিহ্ন শতশঃ শ্রীমত্তীভিরলঙ্কৃতান্ ॥ ২১

রাজা জনক আমার যজমান, এরূপ বোধ করিয়া তাঁহার প্রতি অহঙ্কার প্রদর্শন করিবে না এবং সর্বতোভাবে তাঁহার আজ্ঞার অধীনে থাকিবে। তিনি তোমার সমস্ত সংশয় ছেদন করিয়া দিবেন।

আমার যজমান রাজা
তিনি তোমাকে যাহা
অবশ্যই পালন করিবে।

পিতা এই কথা বলিলে পর ধর্মাত্মা মুনি শুকদেব মিথিলার দিকে গমন করিলেন। যদিও তিনি আকাশপথে সমগ্র পৃথিবীকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে সমর্থ ছিলেন, তথাপি তিনি পদব্রজেই গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১১

পথিমধ্যে তিনি বহু পর্বত, নদী, তীর্থ ও সরোবর পার হইয়াছিলেন। বহু সংখ্যক সর্প ও বনজন্তু পশুগণে পরিপূর্ণ গভীর বন অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। এই সব লঙ্ঘন করিয়া তিনি ক্রমশঃ মেরু (ইলাবৃত) বর্ষ, হরিবর্ষ ও হৈমবত (কিম্পুরুষ) বর্ষ পার হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৩-১৪

চীন ও হূণ জাতির বহুজনসেবিত নানাপ্রকার দেশসমূহ দর্শন করিতে করিতে মহামুনি শুকদেব এই আর্যাবর্ত দেশে উপনীত হইলেন ॥ ১৫

পিতার আজ্ঞা স্মরিয়া সেই জ্ঞাতব্য বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি পদব্রজেই সমস্ত পথ অতিক্রম করিলেন। যেরূপ আকাশচারী পক্ষীরা আকাশে বিচরণ করে, সেইরূপ তিনি ভূতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

পথে সুন্দর সুন্দর বহু ক্ষুদ্র নগর এবং সমৃদ্ধিশালী ও জনপূর্ণ বহু বিশাল নগর দৃষ্টিগোচর হইল। নানাবিধ বিচিত্র রত্নসকলও দেখা যাইল, কিন্তু শুকদেব সেই সবের দিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না ॥ ১৭

পথিক শুকদেব বহুসংখ্যক মনোহর উদ্যান, গৃহ ও বণিক্‌দিগের সেই সবকে উপেক্ষা করিয়া চলিলেন। কত যে পবিত্র গৃহ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সেই সব গৃহকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ১৮

এই ভাবে গমন করিতে করিতে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই ধর্মরাজ মহাত্মা জনকদ্বারা রক্ষিত বিদেহদেশের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৯

সেখানে বহু গ্রাম তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল; এই সব গ্রামে অন্ন, জল ও নানাপ্রকার খাদ্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোপল্লী এবং গোষ্ঠ (গোচারণের স্থান)-ও তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এই সব স্থান অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ও বহুসংখ্যক গোপজনেতে পূর্ণ ছিল। সমস্ত বিদেহ রাজ্যে সর্বদিকে শালিধান্যের ক্ষেত্রসমূহ যাহে পরিপূর্ণ ছিল। এখানের অধিবাসীরা সকলে ধনধান্যসম্পন্ন ছিল। এই দেশের চারিদিকে হাঁস ও সারস পক্ষিগণ বাস করিত। পদ্মসমূহে সুশোভিত শত শত সুন্দর সরোবর বিদেহ রাজ্যের শোভাবর্ধন করিতেছিল ॥ ২০-২১

স বিদেহানতিক্রম্য সমৃদ্ধান্ সেবিতান্
মিথিলোপবনং রম্যমাসসাদ সমৃদ্ধিমৎ ॥ ২২
হস্ত্যশ্বরথসঙ্কীর্ণং নরনারীসমাকুলম্
পক্ষিসঙ্ঘপরিক্ষিপ্তং সমন্তাদ্রমণীয়কম্ ॥ ২৩
মনসা তং বহন্ ভারং কার্যার্থং বিচিন্তয়ন্।
আত্মারামঃ প্রসন্নাত্মা মিথিলামাসসাদ হ ॥ ২৪
তস্যা দ্বারং সমাসাদ্য নিঃশঙ্কঃ প্রবিবেশ হ।
তত্রাপি দ্বারপালাস্তমুপ্রবাচা ত্বরেত্বরন্ ॥ ২৫
তত্রৈব চ গুরুস্তত্র নির্মুক্তঃ সমবিষ্ঠত।
ন চাতপাভিসন্তপ্তঃ ক্ষুৎপিপাসাশ্রমান্বিতঃ ॥ ২৬
প্রতীয়ায়তি দ্বারতি বা নাপৈতি চ তথাঽতপাৎ
তেষাং তু দ্বারপালানামেকঃ শোকসমন্বিতঃ ॥ ২৭

মধ্যং গতমিবাদিত্যং দৃষ্ট্বা শুক্রমবস্থিতম্
পূজয়িত্বা যথান্যায়মভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২৮
প্রাবেশয়ৎ ততঃ কক্ষ্যাং দ্বিতীয়াং রাজবেশ্মনঃ
তত্রাসীনঃ শুকস্তাত মোক্ষমেবাচিন্তয়ৎ ॥ ২৯
দ্বারারামাত্মপে চৈব সমদর্শী মহাদ্যুতিঃ।
তং মুহূর্তাদিবাসাদ্য রাজ্ঞো মন্ত্রী কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩০
প্রাবেশয়ৎ ততো কক্ষ্যাং তৃতীয়াং রাজবেশ্মনঃ।
তত্রান্তঃপুরসম্বন্ধং মহচ্চৈত্ররথোপমম্ ॥ ৩১
সুবিভক্তজলাক্রীড়ং রম্যং পুষ্পিতপাদপম্।
শুকং প্রাবেশয়ন্মন্ত্রী প্রমদাবনমুত্তমম্ ॥ ৩২
স তস্যাসনমাদিশ্য নিষ্ক্রম্য ততঃ পুনঃ।
তং চারুবেশাঃ সুশ্রোণ্যস্তরুণাঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৩৩

এইরূপ সমৃদ্ধিশালী বহুজনপদের দ্বারা সেবিত বিদেহদেশকে অতিক্রম করিয়া তিনি মিথিলার সমৃদ্ধিসম্পন্ন রমণীয় উপবনের পার্শ্বে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২২

সেই স্থান হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে পূর্ণ ছিল। অনেক নরনারীকে সেখানে যাতায়াত করিতে দেখা যাইতেছিল। পক্ষীর ঝঙ্কার হইতে অনুমিত শুকদেব এই সব দেখিয়াও যেন দেখেন নাই এইভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ২৩

মনের দ্বারা জিজ্ঞাসার ভার বহন করিতে করিতে ও সেই জ্ঞেয় বস্তুরই চিন্তা করিতে করিতে আত্মারাম প্রসন্নচিত্ত শুকদেব মিথিলায় প্রবেশ করিলেন ॥ ২৪

নগরদ্বারে উপস্থিত হইয়া তিনি নির্ভয়ে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তখন সেখানে দ্বারপালগণ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়া অন্তঃপুরে যাইতে নিষেধ করিল ॥ ২৫

শুকদেব সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন কিন্তু তাঁহার মনে কোনরূপ ক্রোধ উপস্থিত হইল না। পথের পরিশ্রম এবং সূর্যোতাপ তাঁহাকে সন্তাপিত করিতে পারিল না। ক্ষুধা ও পিপাসাও তাঁহাকে কষ্ট দিতে সমর্থ হইল না ॥ ২৬

তিনি সূর্যাতাপে তাপিত হইতেছিলেন না, কোনরূপ গ্লানিও অনুভব করিতেছিলেন না এবং সূর্য্যের দিকে তাপিত হইয়া ছায়াতেও যাইতেছিলেন না। সেই সময় দ্বারপালগণের মধ্যে একজন নিজের ব্যবহারে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিল ॥ ২৭

মধ্যাহ্নকালীন তেজস্বী সূর্য্যের ন্যায় শুকদেবকে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করত শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তাঁহার যথোচিত পূজা করিয়া তাঁহাকে রাজভবনের অন্য এক কক্ষে লইয়া যাইল ॥২৮½

তাত! সেখানে বসিয়া মহাতেজস্বী শুকদেব মোক্ষেরই চিন্তা করিতে লাগিলেন। মৌন ও ধ্যান—এই উভয়ে তাঁহার সমান দৃষ্টি ছিল ॥ ২৯½

অল্পকালের মধ্যেই রাজমন্ত্রী কৃতাঞ্জলি হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নিজের সঙ্গে তৃতীয় কক্ষে লইয়া যাইলেন ॥ ৩০½

সেখানে অন্তঃপুরের সহিত সংযুক্ত এক অত্যন্ত সুন্দর ও বিশাল উপবন ছিল। উহা চিত্ররথ বনের ন্যায় মনোহর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। উহার মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ জলক্রীড়া করিবার জন্য সুন্দর অনেক জলাশয় ছিল। এই রমণীয় উপবন বিকসিত পুষ্পবৃক্ষসমূহে সুশোভিত ছিল। এই উত্তম উদ্যানের নাম ছিল প্রমদাবন। মন্ত্রী শুকদেবকে সেই বনের মধ্যে লইয়া যাইলেন ॥ ৩১-৩২

সেখানে তাঁহার জন্য উত্তম আসনদানের আদেশ করিয়া রাজমন্ত্রী পুনরায় বাহিরে আসিলেন। মন্ত্রী যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চাশ জন প্রধান বারাঙ্গনা শুকদেবের নিকট লইয়া আসিল। ইহাদের সকলেরই বেশভূষা অতিশয় মনোহারিণী ছিল। ইহারা সকলেই দেখিতে পরমা সুন্দরী ও নব যুবতী ছিল। সুরম্য কটিদেশে সুশোভিত এই সব রমণীগণ শুকদেবের

সুন্দরক্ষাম্বরধরাস্তত্রকাঞ্চনভূষণাঃ
সংলাপোল্লাপকুশলা নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥ ৩৭
স্মিতপূর্বাভিভাষিণ্যো রূপেণাপ্সরসাং সমাঃ
কামোপচারকুশলা ভাবজ্ঞাঃ সর্বকোবিদাঃ ॥ ৩৫
পরং পঞ্চাশতঃ নার্যো বারমুখ্যাঃ সমাদধন্
পাদ্যাদীনি প্রতিগ্রাহ্য পূজয়া পরয়ার্চয়ন্ ॥ ৩৬
কালোপপন্নেন তদা স্বাদুনেষ্টান্নপানতর্পয়ন্ ।
ততঃ ভুক্তবতস্তাত তদন্তঃপুরজাননম্ ॥ ৩৭
সুরম্যং দর্শয়ামাসুরেকৈকস্যেন তাবত ।
ক্রীড়ন্ত্যস্ত হসন্ত্যস্ত গায়ন্ত্যশ্চাপি তাঃ শুভম্ ॥ ৩৮
উদারসত্ত্বাঃ সর্বজ্ঞাঃ স্ত্রিয়ঃ পর্য্যচরংস্তথা
আরেভেরন্ত শুদ্ধাত্মা নিঃসন্দেহঃ স্বকর্মকৃৎ ॥ ৩৯
যস্যেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধো ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি

তস্মৈ শয়্যাসনং দিব্যং দেবার্হং রত্নভূষিতম্ ॥ ৪০
স্পর্দ্ধান্তরপসন্তীর্ণং বহুশস্তাঃ পরস্ত্রিয়ঃ
পাদশৌচং তু কৃত্বৈব শুকঃ সন্ধ্যামুপাস্ত ৬ ॥ ৪১
নিয়তাদাসনে পুণ্যে ত্রয়েবার্থং বিচিন্তয়ন্
পূর্বরাত্রে তু তত্রাসৌ কৃত্বা ধ্যানপরায়ণঃ ॥ ৪২
মধ্যরাত্রে মধ্যমায়াং নিদ্রামাদায়তৎ প্রভুঃ
তস্যো মুহূর্তাচ্চায় কৃত্বা শৌচমনন্তরম্ ॥ ৪৩
স্তুতিঃ পরিবৃতো ধীমান্ ধ্যানমেবান্বপদ্যত । ৪৪
অনেন বিধিনা তাস্তিস্তদন্তঃশেষমচ্যুতঃ
তাঞ্চ রাত্রিং নৃপকুলে বর্তয়ামাস ভারত ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকোৎপত্তৌ পঞ্চবিংশত্যধিক ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২৫

সুখ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল। তত্র সুবর্ণের অলঙ্কারে ইহাদের সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। ইহারা সকলেই আলাপ-আলোচনা করিতে কুশল এবং নৃত্যে ও গানে প্রবীণা ছিল। ইহাদের সকলেরই রূপ অপ্সরাগণের ন্যায় ছিল এবং ইহারা মন্দ ঈষৎ হাস্য সহকারে কথা বলিত এবং অপরের মনের ভাব সহজেই বুঝিতে পারিত. কামচর্য্যায় নিপুণ ছিল এবং সর্ব্ব বিষয়েই তাহাদের অভিজ্ঞতা ছিল। ৩৩-৩৪½

ইহারা পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি নিবেদন করত উত্তম বিধিতে শুকদেবের পূজা করিল এবং তাঁহাকে সময়ানুকূল উত্তম খাদ্যাদি অন্ন ভোজন করাইয়া পূর্বভাগে তৃপ্ত করিল। ৩৫½

তাত। তদনন্তর। যখন তিনি ভোজন শেষ করিলেন, তখন সেই রাজাঙ্গনাগণ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরের সেই সুরম্য কানন প্রমদাবনের এক একটি বস্তুকে দেখাইতে লাগিল। ৩৭½

সেই সময় তাহারা হাস্য করিতে, গান করিতে এবং নানা-বিধ সুন্দর ক্রীড়া করিতেছিল। মনের ভাব বুঝিতে সমর্থ এই সুন্দরীগণ সেই উদারচরিত শুকদেবকে সর্ব্বপ্রকারে সেবা করিতে লাগিল। ৩৮½

কিন্তু অরণিজাত শুকদেবের অন্তঃকরণ পূর্বরূপে শুদ্ধ ছিল। তিনি ইন্দ্রিয়গণ ও ক্রোধকে জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন বিষয়ের প্রতি হর্ষ ও কোন বিষয়ের উপর ক্রোধ হইত না। তাঁহার মনে কোনরূপ সন্দেহই ছিল না এবং তিনি স্বকীয় নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেন। ৩৯½

সেই সুন্দরী রমণীগণ দেবতাদিগের সদিচ্ছার যোগ্য এক দিব্য পালঙ্ক শুকদেবের শয়নের জন্য প্রদান করিল। এই পালঙ্ক রত্নখচিত ও বহুমূল্য শয্যায় সুশোভিত ছিল। ৪০½

কিন্তু শুকদেব প্রথমে হস্ত পদ ধৌত করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিলেন। তাহার পর পবিত্র আসনে উপবেশন করত তিনি মোক্ষতত্ত্বের বিচার করিতে লাগিলেন। রাত্রির প্রথম ভাগে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর রাত্রির মধ্যভাগে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে) প্রভাবশালী শুকদেব যথোচিত নিদ্রা আস্বাদন করিলেন। ৪১-৪২½

তারপর যখন মুহূর্তকাল রাত্রির আর অবশিষ্ট আছে, সেই সময় ব্রহ্ম বেলায় পুনরায় উঠিয়া শৌচ ও স্নানের পর বুদ্ধিমান্ শুকদেব পুনরায় পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। এই সময়েও সেই সুন্দরী রমণীগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া বসিয়া রহিল। ৪৩-৪৪

হে তাত। এই নিত্যকর্ত্তব্যের বিধি অনুসারে নিজের ধ্যান হইতে অবিচ্যুত ধ্যানমগ্ন শুকদেব দিনের শেষ ভাগ ও সম্পূর্ণ রাত্রি সেই রাজভবনে থাকিয়া অতিবাহিত করিলেন। ৪৫

শ্রীব্রহ্মর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের উৎপত্তিবিষয়ক পঞ্চবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ষড়্‌বিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজা জনকেন শুকদেবস্য পূজা, তস্য প্রশ্নস্য সমাধানং কুর্বতা জনকেন পরমাত্মজ্ঞানস্যোত্তরং ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনানামনাবশ্যকতায়াঃ প্রতিপাদনম্, মুক্তপুরুষস্য লক্ষণানাং বর্ণনঞ্চ]

ভীষ্ম উবাচ

ততঃ স রাজা জনকো মন্ত্রিভিঃ সহ ভারত
পুরঃ পুরোহিতং কৃত্বা সর্বাণ্যস্ত্রাণি চ প্রভুঃ ১
আসনঞ্চ পুরস্কৃত্য রত্নানি বিবিধানি চ
শিরসা চাধ্যুপাধায় গুরুপুত্রঃ সমাগাৎ
স তত্রাভ্যর্চনমাদায় বহুরত্নবিভূষিতম্
সর্বতোভদ্রমাসীনং সর্বতোভদ্রমৃদ্ধিমৎ ৩
পুরোধসা সংগৃহীতং হস্তেনালভ্য পার্থিবঃ
প্রদদৌ গুরুপুত্রায় শুকায় পরমার্চিতম্ ৪
তত্রোপবিষ্টং তং কাশ্যিঃ শাস্ত্রতঃ প্রত্যপূজয়ৎ
পাদ্যং নিবেদ্য প্রথমমর্ঘ্যং গাঞ্চ শুচেদয়ৎ ৫
স চ তাং মন্ত্রবৎপূজাং প্রত্যগৃহ্ণাদ্ যথাবিধি।
প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং জনকায় দ্বিজসত্তমঃ ৬
গাং চৈব সমনুজ্ঞায় রাজানমনুমান্য চ।
পর্যাপৃচ্ছন্মহাতেজা রাজঃ কুশলমব্যয়ম্ ৭
অনাময়ঞ্চ রাজেন্দ্র গুরুঃ সাধুচরস্য হ
অনুশিষ্টস্তু তেনাসৌ নিষসাদ মহামুনিঃ ৮
উদারসত্ত্বাভিজনো ভূমৌ রাজা কৃতাঞ্জলিঃ।
কুশলং চাব্যয়ং চৈব পৃষ্ট্বা বৈয়াসকিং নৃপঃ
বিনয়াসনমিত্যেবং পর্যপৃচ্ছত পার্থিবঃ ৯

শুক উবাচ

পিত্রাহমুক্তো ভগবন্ যে মোক্ষধর্মার্থকোবিদঃ
বিদেহরাজো ধার্ম্যো যে জনকো নাম বিশ্রুতঃ ১০
তত্র গচ্ছস্ব বৈ তূর্ণং যদি তে হৃদি সংশয়ঃ।
প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা স তে ছেৎস্যতি সংশয়ম্ ১১
সোঽহং পিতুর্নিয়োগাৎ ত্বামুপপ্রাপ্তোঽস্মি হাগতঃ
তন্মে ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ যথাবদ্ বক্তুমর্হসি ১২

ষড়্‌বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[রাজা জনক কর্তৃক শুকদেবের পূজা, তাঁহার প্রশ্নের সমাধান করিতে করিতে জনক কর্তৃক এষণাত্যাগদ্বারে পরমাত্মাকে লাভ করিবার পর অন্য তিন আশ্রমের অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন এবং মুক্তপুরুষের লক্ষণসকল বর্ণন]

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! তদনন্তর মন্ত্রিগণের সহিত রাজা জনক অন্তঃপুরের সমস্ত রমণীবৃন্দ ও পুরোহিতকে অগ্রে করিয়া আসন এবং নানাবিধ রত্নসম্ভার উপহার লইয়া অর্ঘপাত্র মস্তকে ধারণ করিয়া গুরুপুত্র শুকদেবের নিকটে আসিলেন। ১।

সেই সময় যাহা পুরোহিত লইয়া আসিয়া ছিলেন, সেই সর্বতোভদ্র নামক বহুরত্নবিভূষিত আসন, যাহার মধ্যে মূল্যবান্ শয্যা পাতিত আছে, সেই আসন তাঁহার হস্ত হইতে নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া রাজা জনক গুরুপুত্র শুকদেবকে সমর্পিত করিলেন এই আসন অতিশয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। ৩-৪।

ব্যাসপুত্র শুকদেব যখন সেই আসনে উপবেশন করিলেন তখন রাজা জনক শাস্ত্রানুসারে তাঁহার পূজা আরম্ভ করিলেন। প্রথমে পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি নিবেদন করত রাজা জনক তাঁহাকে একটী গরু প্রদান করিলেন। ৫।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ শুকদেব রাজা জনকের দ্বারা কৃত সেই যথাবিধি মন্ত্রপূত পূজা গ্রহণ করিলেন। সেই পূজা গ্রহণের পর গোদান গ্রহণ করত রাজাকে সম্মান করিতে করিতে মহাতেজস্বী শুকদেব তাঁহার অক্ষয় কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ৬-৭।

রাজেন্দ্র! সেবকগণের সহিত রাজার আরোগ্যবার্তাও জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর তাঁহার অনুমতি লইয়া রাজা নিজের অনুচরবর্গের সহিত সেখানে ভূমিতে উপবিষ্ট হইলেন। রাজার হৃদয় উদার ছিল এবং তাঁহার কুলও উদার ছিল। সেই নৃপতি নরেশ ব্যাসনন্দন শুকদেবকে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করত বলিলেন—ব্রহ্মন্! কি নিমিত্ত আপনি এখানে শুভাগমন করিয়াছেন? ৮-৯

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! আপনার কল্যাণ হউক। আমার পিতা আমাকে বলিয়াছেন যে, আমার যজমান লোকপ্রসিদ্ধ বিদেহরাজ জনক মোক্ষধর্মে বিশেষজ্ঞ। যদি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম বিষয়ে তোমার হৃদয়ে কোন সন্দেহ থাকে, তবে অতি সত্বর তাঁহার নিকট গমন কর। তিনি তোমার সমস্ত সংশয় নিরাকরণ করিয়া দিবেন। ১০-১১

ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরেশ! পিতার সেই আজ্ঞায় আমি এখানে আপনার নিকটে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আসিয়াছি। আপনি আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করুন। ১২

কিং কার্য্যং ব্রাহ্মণেনেহ মোক্ষার্থশ্চ কিমাত্মকঃ।
কথঞ্চ মোক্ষঃ প্রাপ্তব্যো জ্ঞানেন তপসাথবা ॥ ১৩

জনক উবাচ।

যৎ কার্য্যং ব্রাহ্মণেনেহ জন্মপ্রভৃতি তচ্ছৃণু
কৃতোপনয়নস্যাস্য ভবেদ্ বেদপরায়ণঃ ॥ ১৪
তপসা গুরুবৃত্ত্যা চ ব্রহ্মচর্য্যেণ বা দ্বিজো।
দেবতানাং পিতৃণাং চাপ্যানৃণ্যো জনমুচ্যতে ॥ ১৫
বেদানধীত্য নিয়তো দক্ষিণামপসর্জ্য চ।
অভ্যনুজ্ঞামথ প্রাপ্য সমাবর্ত্তেত বৈ দ্বিজঃ ॥ ১৬
সমাবৃত্তশ্চ গার্হস্থ্যে স্বদারনিরতো বসেৎ।
অনসূয়ুর্যথান্যায়মাহিতাগ্নিস্তথৈব চ ॥ ১৭
উৎপাদ্য পুত্র-পৌত্রং তু বন্যাশ্রমপদে বসেৎ
জ্ঞানেষ্বাত্মীন্ যথান্যায়মনুচর্য্যাভিধিপ্রিয়ঃ ॥ ১৮

এ জগতে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি? মোক্ষনামক পুরুষার্থের স্বরূপ কি? সেই মোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অথবা তপস্যার দ্বারা কিভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়? ১৩

জনক বলিলেন,—তাত! ব্রাহ্মণের জন্ম হইতে যে যে কর্ম করা উচিত, তাহা শ্রবণ করুন—যজ্ঞোপবীত সংস্কার হইবার পর ব্রাহ্মণ বালক বেদাধ্যয়নে নিরত হইবেন। ১৪

প্রজ্ঞা, তপস্যা, গুরুসেবা ও ব্রহ্মচর্য্যপালন—এই তিন কর্ম্মের সহিত বেদাধ্যয়ন কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। যজ্ঞের দ্বারা দেবগণের এবং তর্পণের দ্বারা পিতৃগণের ঋণ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিবেন। কাহারও দোষ দর্শন করিবেন না, সংযম পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিবার পর গুরুদক্ষিণা দান করিবেন এবং তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সমাবর্ত্তন সংস্কারের পর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ১৫-১৬

গৃহে আসিবার পর বিবাহ করত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিবেন এবং নিজের স্ত্রীতেই অনুরক্ত থাকিবেন। অপরের দোষ না দেখিয়া সকলের সহিত যথোচিত ব্যবহার করিবেন ও অগ্নি স্থাপনা করিয়া প্রতিদিন অগ্নিহোত্র কার্য্য সমাধা করিবেন। ১৭

সেখানে পুত্র-পৌত্রাদি উৎপন্ন করত পুত্রকে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ভার সমর্পণ করিয়া বনে গমন পূর্ব্বক বানপ্রস্থ আশ্রমে বাস করিবেন। সেই সময়েও শাস্ত্রবিধি অনুসারে সেই গার্হপত্যাদি অগ্নিসকলের আরাধনা করিতে করিতে প্রীতিসহকারে অতিথিগণের সৎকার করিবেন। ১৮

স বনেঽপ্যেবমগ্ন্যাগারমাত্মন্যারোপ্য ধর্ম্মবিৎ।
নির্দ্বন্দ্বো বীতরাগাত্মা ব্রহ্মাশ্রমপদে বসেৎ ॥ ১৯

শুক উবাচ।

উৎপন্নে জ্ঞানবিজ্ঞানে নির্দ্বন্দ্বে হৃদি শাশ্বতে
কিমবস্থঃ নিবসত্যাশ্রমেষু ভবেৎ ত্রিষু ॥ ২০
এতন্ মে ভগবন্ পৃচ্ছামি তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি
যথা বেদার্থতত্ত্বেন ব্রূহি মে ত্বং জনাধিপ ॥ ২১

জনক উবাচ।

ন বিনা জ্ঞান-বিজ্ঞানে মোক্ষস্যাধিগমো ভবেৎ।
ন বিনা গুরুসম্বন্ধং জ্ঞানস্যাধিগমঃ স্মৃতঃ ॥ ২২
গুরুঃ প্রাবয়িতা তস্য জ্ঞানং শ্রব ইহোচ্যতে।
বিজ্ঞায় কৃতকৃত্যস্তু তীর্ণস্তদ্ভবতি ত্যজেৎ ॥ ২৩
অনুচ্ছেদায় লোকানামনুচ্ছেদায় কর্ম্মণাম্।
পূর্ব্বৈরাচরিতো ধর্ম্মস্তাভ্যাশ্রম্যসঙ্কটঃ ॥ ২৪

ইহার পর বৎস পুত্র শাস্ত্রবিধি অনুসারে অগ্নিহোত্রের অগ্নিসকলকে আত্মাতে আরোপিত করিয়া নির্দ্বন্দ্ব ও বীতরাগ হইয়া ব্রহ্মচিন্তার সহিত সম্বন্ধযুক্ত সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন। ১৯

শুকদেব বলিলেন,—তাত! যাঁহার হৃদয়ে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমেই সনাতন জ্ঞান বিজ্ঞান উদ্ভাসিত হয় এবং হৃদয়ের রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্বসকল নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাঁহার পক্ষে কি অবস্থিতি তিন আশ্রমে বাস করিবার কোন আবশ্যকতা আছে? ২০

জনকাত্মজ! আমি এই বিষয় আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি আমাকে এই কথা বলুন। বেদের বাস্তবিক সিদ্ধান্ত অনুসারে কি করা উচিত? ইহা আপনি আমাকে বলুন। ২১

জনক বলিলেন,—ব্রহ্মন্! যেরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ লাভ হয় না, সেইরূপ সদ্গুরুসম্বন্ধ ব্যতীত জ্ঞান লাভ হয় না। ২২

গুরু এই সংসার-সাগর হইতে উদ্ধারকারী এবং তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞান এই সংসারে নৌকা স্বরূপ। মানুষ এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ভবসাগর পার ও কৃতকৃত্য হইয়া যায়। যেরূপ মানুষ নদী পার হইলে পর নৌকা ও নাবিক উভয়কে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ মুক্ত পুরুষ গুরু ও জ্ঞান এই উভয়কেই ত্যাগ করিয়া যান। ২৩

পূর্ব্বাচার্য্যগণ লোকযাত্রা ও কর্ম্মপরম্পরা রক্ষা করিবার জন্য অর্থাৎ লোকাচারের উচ্ছেদ না হয় এবং বিহিত কর্ম্মসকলের উৎসাদন না হয়, সেইজন্য কষ্টসাধ্য হইলেও আশ্রমসঙ্কট ধর্ম্মধর্ম্মপালন করিয়া গিয়াছেন। ২৪

অনেন ক্রমযোগেন যস্তজাতিষু কর্মণাম্
হিত্বা শুভাশুভং কর্ম মোক্ষো নামেহ জায়তে ॥ ১৫
ভাবিতৈঃ করণৈশ্চাবং বস্তুসংসারযোনিষু
আসাদয়তি শুদ্ধাত্মা মোক্ষং বৈ প্রথমাশ্রমে ॥ ১৬
তমাসাদ্য তু মুক্তস্য দৃষ্টার্থস্য বিপশ্চিতঃ
দ্বিতীয়াশ্রমেষু কো যত্নো ভবেৎ পরমতীক্ষতঃ ॥ ১৭
রাজসাংস্তামসাংশ্চৈব নিত্যং দোষান্ বিসর্জয়েৎ
সাত্ত্বিকং মার্গমাস্থায় পশ্যেদাত্মানমাত্মনা ॥ ১৮
সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।
সম্পশ্যন্নোপলিপ্যেত জলে বারিচরো যথা ॥ ১৯
পক্ষিবৎ প্রবণাদ্ভূর্ম্যমুত্রানন্ত্যমশ্নুতে ।
বিদ্বান্ দেহাদ্বিমুক্তো নির্দ্বন্দ্বঃ প্রশমং গতঃ ॥ ৩০
অত্র গাথাঃ পুরা গীতাঃ শৃণু রাজা যযাতিনা

এইরূপ ক্রমশঃ নানাপ্রকার কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিতে করিতে শুভাশুভ কর্মসমূহের আসক্তি পরিত্যাগ করিলে পর এ সংসারে মোক্ষ লাভ হয় ॥ ১৫

অনেক জন্ম ধরিয়া কর্ম করিতে করিতে যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ পবিত্র হইয়া যায়, তখন শুদ্ধচিত্ত মনুষ্যমাত্রই প্রথম আশ্রমেই অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই মোক্ষরূপ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ১৬

সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া যখন ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইয়া যায়, তখন পরমাত্মাকে দর্শন করিতে অভিলাষী জীবন্মুক্ত বিদ্বানের পক্ষে দ্বিতীয় আশ্রমের আর কি আবশ্যকতা আছে ? ১৭

বিদ্বান্ পুরুষ রাজস ও তামস দোষসকল সর্বদা পরিত্যাগ করিবেন এবং সাত্ত্বিক মার্গ অবলম্বন করিয়া বুদ্ধির দ্বারা আত্মা সাক্ষাৎকার করিবেন ॥ ১৮

যিনি সকল ভূতমধ্যে আত্মাকে এবং নিজের আত্মার মধ্যে সম্পূর্ণ ভূতগণকে দর্শন করেন, তিনি আর সংসারে সেইভাবে আসক্ত হন না, যেরূপ কলচর পক্ষী জলে থাকিয়াও উহার দ্বারা লিপ্ত হয় না ॥ ১৯

তিনি ত' বায়ুপথ ত্যাগ করিয়া উড্ডীয়মান পক্ষীর ন্যায় এই দেহ হইতে পৃথক্ থাকিয়া নির্দ্বন্দ্ব ও শান্ত হইয়া পরলোকে অক্ষয় পদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন ॥ ৩০

আচ্ছা ! এ বিষয়ে পুরাকালে রাজা যযাতি কর্তৃক গীত-গাথাসমূহ শ্রবণ করুন, যে সব গাথা মোক্ষশাস্ত্রবিশারদ-গণ ধার্য্যতে যা দ্বিজৈস্তাত মোক্ষশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ৩১
জ্যোতিরাত্মনি নাক্ষত্রং সর্বভূতেষু যৎ সমম্
যুক্তঃ পশ্যতে ভূষ্টা সুসমাহিতচেতসা ॥ ৩২
ন বিভেতি পরো যস্মান্ন বিভেতি পরাচ্চ যঃ ।
হর্ষ নেচ্ছতি ন দ্বেষ্টি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩৩
যদা ভাবং ন কুরুতে সর্বভূতেষু পাপকম্
কর্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩৪
সংযোজ্য মনসাত্মানমীর্ষ্যামুৎসৃজ্য মোহিনীম্ ।
তাক্ত্বা কামঞ্চ মোহঞ্চ তদা ব্রহ্মত্বমশ্নুতে ॥ ৩৫
যদা ন্যায়ে চ দণ্ডে চ সর্বভূতেষু চাপ্যয়ম্
সমো ভবতি নির্দ্বন্দ্বো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩৬
যদা স্তুতিঞ্চ নিন্দাঞ্চ সমত্বেনৈব পশ্যতি
কাঞ্চনং চাশ্মনং চৈব সুখং দুঃখং তথৈব চ

দর্শন করেন ॥ ৩১

নিজের অন্তঃকরণেই আত্মজ্যোতির প্রকাশ হয়, অন্যত্র নহে। এই জ্যোতি সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান আছে যে ব্যক্তি নিজের চিত্তকে সর্বভূতাত্মায় একাগ্র করিতে সমর্থ হন, তিনি উহাকে স্বয়ং দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৩২

যাঁহার নিকট হইতে অন্যের কোন ভীতি হয় না, যিনি স্বয়ং অন্য কাহারও নিকট হইতে ভীত হন না এবং যিনি কোন বস্তুর ইচ্ছা করেন না ও যিনি কাহারও সহিত দ্বেষ করেন না তিনিই তৎকালে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ॥ ৩৩

যখন মানুষ মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা কোনও প্রাণীর প্রতি পাপভাব রাখেন না অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর প্রতিই দ্বেষহীন হইয়া যান, সেই সময় তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪

যখন মোহকারিণী ঈর্ষ্যা, কাম ও মোহ ত্যাগ করত সাধক নিজের মনকে আত্মায় সংযোজিত করেন, সেই সময় তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ॥ ৩৫

যখন সেই সাধক প্রলয় করিবার ও দর্শন করিবার যোগ্য পদার্থসমূহে এবং সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি সমানভাবে বিশিষ্ট হইয়া যান ও সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত হন, সেই সময় তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ॥ ৩৬

যে সময় মানুষ নিন্দা ও স্তুতিকে সমান ভাবে দেখিয়া থাকেন, স্বর্ণ-লোষ্ট্র, সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ, অর্থ-অনর্থ, প্রিয়-অপ্রিয়

জীবিতং মরণং চৈব ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা। ৩৮

প্রসার্যোহ যথাঙ্গানি কূর্মঃ সংহরতে পুনঃ
স্বেন্দ্রিয়াণি মনসা সংসক্তবানি ভিক্ষুণা

তত্ত্বঃপরিগতঃ নেশ্ম যথা দীপেন দৃশ্যতে
তথা বুদ্ধিপ্রদীপেন শক্যা আত্মা নিরীক্ষিতুম্। ৪০

এতৎ সর্বঞ্চ পশ্যামি ত্বয়ি বুদ্ধিমতাং বর।
যচ্চান্যদপি বেদ্যং তত্তত্তো বেদ তদ্ ভবান্। ৪১

ব্রহ্মর্ষে বিদিতস্তাদি বিমলাস্তমুপাগতঃ।
গুরোস্তব প্রসাদেন তব চৈবোপশিক্ষয়া

তস্যৈব চ প্রসাদেন প্রাদুর্ভূতং মহামুনে
জ্ঞানং দিব্যং মমাপীদং তেনাস্মি বিদিতো মম

অধিকং তব বিজ্ঞানমধিকা চ গতিস্তব
অধিকং তব চৈশ্বর্যং তচ্চ ত্বং নাববুধ্যসে। ৪৫

বাল্যাদ্ বা সংশয়াদ্ বাপি ভয়াদ্ বাপ্যবিভোজ্ঞতাৎ।
উৎপন্নে চাপি বিজ্ঞানে নাবিগচ্ছতি তাং গতিম্। ৪৬

ব্যবসায়েন শুদ্ধেন মধ্যবৈচ্ছিন্নসংশয়ঃ।
সিষৃক্ষা হৃদয়গ্রন্থীনাসাদয়তি তাং গতিম্। ৪৭

ভবাংস্তোৎপন্নবিজ্ঞানঃ স্থিরবুদ্ধিরলোলুপঃ
ব্যবসাচ্যাদৃতে ব্রহ্মন্নাসাদয়তি তৎপরম্। ৪৭

নাস্তি তে সুখ-দুঃখেষু বিশেষো নাস্তি লোলুপঃ
নৌৎসুক্যং নৃত্য-গীতেষু ন রাগ উপজায়তে ৪৮

ন বন্ধুষ্বনুবধ্যন্তে ন ভয়েষ্বস্তি তে ভয়ম
পশ্যামি ত্বাং মহাভাগ লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনম্। ৪৯

অহং ত্বামনুপশ্যামি যে চ পক্ষে মনীষিণঃ।
আস্থিতং পরমং মার্গমক্ষরং ভবনাশনম্। ৫০

এবং জীবন-মরণেও সমদৃষ্টি সম্পন্ন হন, সেই সময় তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ৩৭-৩৮

যেরূপ কচ্ছপ নিজে অঙ্গসকল বিস্তীর্ণ করিয়া পুনরায় নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া থাকে, সেইরূপ সন্ন্যাসীও নিজের মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রণকরা কর্তব্য। ৩৯

যেরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহ দীপের প্রকাশে দেখা যায়, সেই অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত আত্মাকে বিশুদ্ধ বুদ্ধিরূপী দীপের দ্বারা সাক্ষাৎকার করা যায়। ৪০

ব্রহ্মর্ষে! বুদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুরুদেব! পূর্বোক্ত সকল বিষয় আমি আপনার মধ্যে দেখিতে পাইতেছি। এই সবের অতিরিক্ত যে সমস্ত জানিবার তত্ত্ব আছে, তৎসমস্তই আপনি যথাযথভাবে জানেন। ৪১

আমি আপনাকে তত্ত্বভাবেই জানিতে পারিয়াছি। আপনি নিজের পিতার কৃপায় এবং তাঁহারই নিকট হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা দ্বারা বিষয়সমূহের পরপারে যাইতে সমর্থ হইয়াছেন। ৪২

মহামুনে! এই গুরুদেবেরই কৃপায় আমিও এই দিব্য জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছি, যাহার দ্বারা আমি আপনার অন্তরাত্মাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। ৪৩

আপনার বিজ্ঞান, আপনার গতি ও আপনার ঐশ্বর্য এ সমস্তই অধিক, কিন্তু আপনি ইহা জানিতে পারিতেছেন না। ৪৪

বাল্যবশতঃ, সংশয়বশতঃ কিংবা ভয়বশতঃ কিংবা মোক্ষলাভ হইবে কি না এতাদৃশ ভয়ে বিজ্ঞানলাভ হইলেও আপনি আপনার উত্তম যোগাবস্থা বৃদ্ধিতে পারিতেছেন না। ৪৫

আমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের দ্বারা যাহার সংশয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই সাধক বিশুদ্ধ নিশ্চয়ের দ্বারা হৃদয়ের গ্রন্থি উন্মুক্ত করিয়া সেই পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। ৪৬

ব্রহ্মন্! আপনার জ্ঞান লাভ হইয়াছে। বুদ্ধিও স্থির। আপনার মধ্যে বিষয়লোলুপতা নাই। কিন্তু বিশুদ্ধ নিশ্চয়তা ব্যতীত কেহ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন না। ৪৭

সুখ-দুঃখের কোনও পার্থক্য আপনার মধ্যে নাই। আপনার মনে লোভ নাই। নৃত্য দেখিবার ও গান শুনিবারও আপনার কোনও উৎসুক্য নাই। কোনও বিষয়ের প্রতি আপনার মনে রাগও উৎপন্ন হয় না। ৪৮

মহাভাগ! বন্ধুগণের উপর আপনার আসক্তি নাই, ভয়-দায়ক পদার্থসমূহের নিকট হইতেও আপনার কোনও ভয় হয় না। আমি দেখিতেছি—আপনার নিকট মৃত্তিকাখণ্ড, প্রস্তর ও সুবর্ণ—এ সবই সমান। ৪৯

আমি ও অন্যান্য মনীষী পুরুষগণ আপনাকে অক্ষর এবং অনাময় পরম মার্গে (মোক্ষে) স্থিত বলিয়া মনে করি এবং মনে করেন। ৫০

যৎ ফলং ব্রাহ্মণস্যেহ মোক্ষার্থস্য যথাত্মকঃ
তন্মিন্ মে বর্ত্তসে ব্রহ্মন্ কিমন্যৎ পরিপৃচ্ছসি ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি শুকোৎপত্তৌ
ষড়্বিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২৬ ॥

ব্রহ্মন্ ! এ জগতে ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রহ্মস্বরূপের যে ফল এবং মোক্ষের যে স্বরূপ, তাহাতেই আপনি অবস্থিত আছেন এখন আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? ৫১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে শুকদেবের উৎপত্তিবিষয়ক ষড়্বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[পিতৃসমীপে শুকদেবস্য প্রত্যাবর্ত্তনম্, ব্যাসদেবেন শিষ্যেভ্যঃ স্বাধ্যায়বিধিকথনঞ্চ

ভীষ্ম উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং কৃতাত্মা কৃতনিশ্চয়ঃ
আত্মনাঽঽত্মানমাস্থায় দৃষ্ট্বা চাত্মানমাত্মনা ॥ ১
কৃতকার্য্যঃ সুখী শান্তস্তূষ্ণীং প্রাঞ্জলিরুদ্যতঃ ।
শৈশিরঃ শিরিবৃদ্ধিস্থ সমাসীনো বাগুত্তমম্ ॥ ২
এতস্মিন্নেব কালে তু দেবর্ষির্নারদস্তথা ।
দিব্যবস্তুমিয়াদ্ দ্রষ্টুং সিদ্ধচারণসেবিতম্
তমশ্চারোগশোকার্ত্তিঃ শান্তধ্বননিনাদিতম্ ।
কিন্নরাণাং সহস্রৈশ্চ ভূঙ্গরাজৈস্তথৈব চ ॥ ৪
মৃগৈশ্চ খড়্গরীটৈশ্চ বিচিত্রৈর্জীবজীবকৈঃ ॥ ৫

বিচিত্রবর্হৈর্বিহগৈশ্চ কেকাশব্দবিরাজিতৈঃ ।
রাজহংসসমূহৈশ্চ কৃজৈঃ পরভৃতৈস্তথা ॥ ৬
পক্ষিরাজো গরুত্মাংশ্চ যং নিত্যমধিতিষ্ঠতি
চত্বারো লোকপালাশ্চ দেবাঃ সর্ষিগণস্তথা ॥ ৭
তত্র নিত্যং সমায়ান্তি লোকস্য হিতকাম্যয়া
বিষ্ণুনা যত্র পুত্রার্থে তপস্তপ্তং মহাত্মনা ॥ ৮
স্তোত্রেণ চ কুমারেণ সাক্ষাৎ ক্ষিপ্তা দিবৌকসঃ ।
শক্তির্নিক্ষিপ্তা ক্ষিতিতলে ত্রৈলোক্যদমনশ্চ যৈঃ ॥ ৯
তত্রোপযাচে জগৎ স্রষ্টঃ ক্ষিপন্ বাক্যামিদং তদা
যোঽস্মাদ্যোঽস্তি মতোঽস্মাভির্যো বিপ্রো বলবাধিকঃ
প্রিয়ঃ ॥ ১০

সপ্তবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[পিতার নিকটে শুকদেবের প্রত্যাবর্ত্তন এবং ব্যাসদেব কর্ত্তৃক শিষ্যদিগকে স্বাধ্যায়ের বিধি কথন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! রাজা জনকের এই কথা শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত শুকদেব এক দৃঢ়নিশ্চয়ে উপনীত হইলেন এবং বুদ্ধির দ্বারা আত্মাতে অবস্থান করত স্বয়ং নিজের আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করত কৃতার্থ হইয়া বসিলেন। সুখী হইয়া শান্তি অনুভব করিতে করিতে তিনি হিমালয় পর্ব্বত লক্ষ্য করত বায়ুবেগে নীরবে উত্তর দিক অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ১-২

এই সময় দেবর্ষি নারদ সিদ্ধ ও চারণগণ সেবিত হিমালয় পর্ব্বতকে দর্শন করিবার জন্য সেখানে আসিলেন। ৩

এই পর্ব্বতে সর্ব্বদিকে অপ্সরাগণ বিচরণ করিতেছিলেন। চারিদিক হইতে বিবিধ প্রাণিবর্গের শান্তিময়ী ধ্বনিতে সেখানের সমস্ত প্রদেশ ব্যাপ্ত ছিল। সমস্ত কিন্নর, ময়ূর, মৃগ, শারঙ্গপক্ষি বিচিত্র পক্ষযুক্ত, চঞ্চুযুক্ত, শব্দ করিতে সমর্থ বিচিত্র বর্হবিশিষ্ট ময়ূর, রাজহংসগণের সমূহ এবং কৃষ্ণকোকিলগণ সেখানে শান্ত মধুর ধ্বনি বিস্তার করিতে ছিল। ৪-৬

পক্ষিরাজ গরুড় সেই পর্ব্বতে নিত্য বিরাজমান থাকেন। চার লোকপাল, দেবতা ও ঋষিগণ সমস্ত জগতের হিতকামনায় সেখানে সর্ব্বদা শুভাগমন করেন। ৭

এখানে মহাত্মা বিষ্ণু (শ্রীকৃষ্ণ) পুত্রের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। এখানেই কৃপায় কার্ত্তিকের বাল্যকালে দেবগণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং ত্রিলোকের অপমান করত পৃথিবীতে নিজের শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ৮-৯

সেই সময় এ স্থানে স্থিত সমস্ত জগৎকে আক্রমণ করিতে করিতে এই কথা বলিয়াছিলেন—যে কেহ আমা অপেক্ষা অধিক বলবান্ হইবেন, যাঁহার ব্রাহ্মণগণ অধিক প্রিয়, যে আমা ব্যক্তি আমা অপেক্ষাও অধিক ব্রাহ্মণভক্ত এবং ত্রিলোকে

যো ব্রহ্মণ্যো দ্বিতীয়োঽস্তি ত্রিষু লোকেষু বীর্যবান্।
সোঽস্ত্যুদ্ধরৎ দ্বিষাং শক্তিমথবা কম্পয়িষ্যতি ॥ ১১
তদ্দৃষ্ট্বা ব্যথিতা লোকাঃ ক ইমামুদ্ধরেদিতি
অথ দেবগণাঃ সর্বে সম্ভ্রান্তেন্দ্রিয়মানসম্ ॥ ১২
অপশ্যদ্ ভগবান্ বিষ্ণুঃ ক্ষিপ্তং সাসুর-রাক্ষসম্।
কিং তত্র সুকৃতং কার্যং ভবেদিতি বিচিন্তয়ন্ ॥ ১৩
অনামুষ্য ততঃ ক্ষেপমবৈক্ষত চ পাবকিম্
সম্ভ্রাতৃষ্য বিতর্কাত্মা শক্তিং প্রজ্বলিতাং তদা ॥ ১৪
কম্পয়ামাস সংযোগ পাণিনা পুরুষোত্তমঃ
শক্ত্যাং তু কম্পমানায়াং বিষ্ণুনা বলিনা তদা ॥ ১৫
মেদিনী কম্পিতা সর্বা সশৈল-বন-কাননা
শক্রেণাপি সমুদ্ধর্তুং কম্পিতা সাম্ভবৎ তদা ॥ ১৬
রক্ষিতা রুদ্ররাজস্য ধর্ষণা প্রভবিষ্ণুনা
তাং কম্পয়িত্বা ভগবান্ প্রহ্লাদমিদমব্রবীৎ ॥ ১৭

পক্ষ বীর্যাং কুমারস্য নৈতদ্বক্তঃ করিষ্যতি
সোঽমুঞ্চমাণস্তদ্বাক্যং সমুদ্ধরণনিশ্চিতঃ ॥ ১৮
জগ্রাহ তাং তদা শক্তিং ন চৈনাং স ব্যকম্পয়ৎ।
নাদং মহান্তং মুক্ত্বা স মূর্ছিতো গিরিমূর্ধনি ॥ ১৯
বিহ্বলঃ প্রাপতদ্ ভূমৌ বিরলাকশিপোঃ সুতঃ
তত্রোত্তরাং দিশং গত্বা শৈলরাজস্য পার্শ্বতঃ ॥ ২০
রূপোঽতপাত দুর্ধর্ষঃ তাত নিত্যং বৃষধ্বজঃ
পাবকেন পরিক্ষিপ্তঃ দীপ্যতা যস্য ধামনম্
আদিত্যপর্বত নাম দুর্ধর্ষমকৃতাত্মভিঃ
ন তত্র শক্যতে গন্তুং যক্ষ-রাক্ষস-দানবৈঃ ॥ ২১
দশযোজনবিস্তারমগ্নিজ্বালাসমাবৃতম্
ভগবান্ পাবকস্তত্র স্বয়ং তিষ্ঠতি বীর্যবান্ ॥ ২২
সর্বান্ বিদ্বান্ প্রশমনং সহাদেবস্য ধীমতঃ
বিদ্যা সর্বসহঃ হি পাদেনৈকেন তিষ্ঠতঃ ॥ ২৩

পরাক্রমশালী হইবেন, তিনি আমার এই শক্তিকে উৎপাটন করুন অথবা কম্পিত করুন। ১০

তাঁহার এই তিরস্কারপূর্ণ ঘোষণা শ্রবণ করত সমস্ত লোক ব্যথিত হইয়া উঠিল এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল,—আচ্ছা, কোন বীর এই শক্তিকে উৎপাটন করিতে সমর্থ হইবেন। সেই সময় ভগবান্ বিষ্ণু দেখিলেন যে, সমস্ত দেবতাগণের ইন্দ্রিয়বর্গ ও চিত্ত ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে এবং অসুর এবং রাক্ষসগণের সহিত সম্পূর্ণ জগৎ অস্ত্রের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছে ইহা দেখিয়া তিনি চিন্তা করিলেন—এখনে কি দ্বারা সম্ভব হইবে? ১১-১৩

তখন সেই তিরস্কার সহ্য করিতে না পারিয়া বিতর্কাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু অগ্নিপুত্র স্কন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তারপর সেই পুরুষোত্তম সেই সময় উক্ত প্রজ্বলিত শক্তিকে বাম হস্তের দ্বারা কম্পিত করিয়া দিলেন। ১৪½

বলশালী ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক সেই শক্তি কম্পিত হইলে পর পর্বত, বন ও কাননের সহ সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল ॥ ১৫½

যদিও প্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণু সেই শক্তিকে উৎপাটিত করিতে সমর্থ ছিলেন, তথাপি তিনি ইন্দ্রের অস্ত্রের তিরস্কার হইতে দিলেন না। তিনি তাঁহাকে অপমান হইতে রক্ষা করিলেন ॥ ১৬½

সেই শক্তিকে কম্পিত করিয়া ভগবান্ প্রহ্লাদকে বলিলেন—দেখ, কুমারের বল কত? এই কার্য অপরে কেহ করিতে সমর্থ নহে। ১৭½

ভগবানের এই কথা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রহ্লাদ স্বয়ং সেই শক্তিকে উৎপাটিত করিতে দৃঢ় নিশ্চয় করিলেন এবং সেই শক্তিকে ধারণ করিলেন, কিন্তু তিনি উহাকে সঞ্চালিত করিতে পারিলেন না। ১৮½

হিরণ্যকশিপুপুত্র প্রহ্লাদ ভীষণরবে চীৎকার করত মূর্ছিত ও ব্যাকুল হইয়া সেই পর্বতশিখরের কৃষিতলে পতিত হইলেন ১৯½

তাত সেই গিরিরাজ হিমালয়ের পার্শ্বভাগে উত্তর দিক্ অভিমুখে গমন করত ভগবান্ বৃষধ্বজ শিব নিত্য নিয়ত দুর্ধর্ষ তপস্যা করেন। ২০½

ভগবান্ শঙ্করের সেই আশ্রমকে প্রজ্বলিত অগ্নি চারিদিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই পর্বতশিখরের নাম আদিত্যগিরি। এই শিখরে অজিতাত্মা পুরুষ আরোহণ করিতে পারে না যক্ষ, রাক্ষস ও দানবগণের পক্ষেও এখানে গমন করা অসম্ভব ছিল ॥ ২১-২২

এই দশযোজন বিস্তৃত শিখর অগ্নিশিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। শক্তিশালী ভগবান্ অগ্নিদেব এখানে স্বয়ং বিরাজমান আছেন ॥ ২৩

পরম বুদ্ধিমান্ মহাদেব সহস্র দিব্য বর্ষ পর্যন্ত সেখানে এক পদে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং তাঁহার তপস্যার সময়ে বিশ্ব

দেবান্ সন্তাপয়ংস্তত্র মহাদেবো মহাব্রতঃ
ঐন্দ্রীং তু বিমদাম্বায় শৈলরাজসুতাং বীমতঃ ॥ ২৫
বিবিক্তে পর্বততটে পারাশর্য্যো মহাতপাঃ
বেদানধ্যাপয়ামাস ব্যাসঃ শিষ্যান্ মহামতিঃ ২৬
সুমন্তুঞ্চ মহাত্মানং বৈশম্পায়নমেব চ।
জৈমিনিঞ্চ মহাপ্রাজ্ঞং পৈলং চাপি তপস্বিনম্ ॥ ২৭
যত্র শিষ্যৈঃ পরিবৃতো ব্যাস আস্তে মহাতপাঃ
যত্রাশ্রমপদং রম্যং দদর্শ পিতুরুত্তমম্ । ২৮
আয়তৈরো বিশুদ্ধাত্মা নক্তমীব দিবাকরঃ
অথ ব্যাসঃ পরিক্ষিপ্তঃ অগস্ত্যমিব পাবকম্ । ২৯
দদৃশে সুব্রতায়ান্তঃ দিবাকরসমপ্রভম্
অসজ্জমানং বৃক্ষেষু শৈলেষু বিষয়েষু চ
যোগযুক্তং মহাত্মানং যথা বাযুং তপচ্যুতম্
সোঽভিগম্য পিতুঃ পাদাবগৃহ্ণাদ্বরণীসুতঃ
যথোপজোষং তৈস্তাপি সমাগচ্ছন্মহামুনিঃ । ৩১

নির্বাহণ করিতে করিতে অত্রিবংশ সেখানেই বিরাজমান ছিলেন। মহান্ ব্রতধারী মহাদেব সেখানে দেবতাগণকে সন্তপ্ত করিতে করিতে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ২৪

সেই বুদ্ধিমান্ সিদ্ধিলাভের পূর্ব্ব দিকে আশ্রম গ্রহণ করত পর্ব্বতের নির্জ্জন তটপ্রান্তে মহাতপস্বী মহামুনিবান্ পরাশরনন্দন ব্যাসদেব নিজের শিষ্য মহাভাগ সুমন্তু, মহামতিমান্ জৈমিনি, তপস্বী পৈল এবং বৈশম্পায়ন—এই চার শিষ্যকে বেদাধ্যয়ন করাইতে ছিলেন ॥ ২৫-২৭

যেখানে মহাতপস্বী ব্যাস নিজের শিষ্যগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, সেখানে গুরুদেব নিজের পিতার সেই রমণীয় ও উত্তম আশ্রম দেখিলেন। ২৮

সেই সময় বিশুদ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট আয়তনয়ন গুরুদেব আকাশে স্থিত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিলেন, এই সময় ব্যাসদেবও প্রজ্বলিত অগ্নি এবং সূর্য্যতুল্য তেজস্বী পুত্রকে সর্ব্বদিকে নিজের প্রভা বিস্তীর্ণ করিতে করিতে আসিতে দেখিলেন ॥ ২৯-৩০

যোগযুক্ত মহাত্মা গুরুদেব বায়ুর ন্যায় তপ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই ॥ ৩০

নিকটে আসিয়া ধরণীপুত্র মহামুনি গুরুদেব পিতার দুই পদ ধরিয়া প্রণাম করিলেন এবং শাস্ত্রভাবে তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণের সহিত মিলিত হইলেন ॥ ৩১

ততো নিবেদয়ামাস পিত্রে সর্ব্বমশেষতঃ।
গুরুঃ জনকরাজেন সংবাদং প্রীতমানসঃ ॥ ৩২
এবমধ্যাপয়ন্ শিষ্যান্ ব্যাসঃ পুত্রঞ্চ বীর্য্যবান্।
উষাস হিমবৎপৃষ্ঠে পারাশর্য্যো মহামুনিঃ ॥ ৩৩
ততঃ কদাচিচ্ছিষ্যাস্তে পরিবার্য্যোপতস্থিরে।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নাঃ শান্তাত্মানো জিতেন্দ্রিয়াঃ
বেদেষু নিষ্ঠাং সম্প্রাপ্য সর্ব্বেঽপি তপস্বিনঃ।
অথোচুস্তে তদা ব্যাসং শিষ্যাঃ প্রাঞ্জলয়ো গুরুম্ ॥ ৩৫

শিষ্যা উচুঃ।

মহতা তেজসা যুক্তা যশসা চাপি বর্দ্ধিতাঃ
একঃ ত্বিদানীমিচ্ছামো গুরুণাত্মপ্রদং কৃতম্ ॥ ৩৬
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মর্ষিস্তানুবাচ হ।
উচ্যতামিতি তদ্ বৎসা যদ্ বঃ কার্য্যং প্রিয়ং ময়া ॥ ৩৭
এতদ্ বাক্যং গুরোঃ শ্রুত্বা শিষ্যাস্তে হৃষ্টমানসাঃ।
পুনঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা প্রণম্য শিরসা গুরুম্ ॥ ৩৮

তদনন্তর প্রসন্নচিত্ত হইয়া গুরুদেব রাজা জনকের সহিত যে বার্ত্তালাপ হইয়াছিল, সেই সমস্ত বৃত্তান্তই যথাযথভাবে নিজের পিতাকে নিবেদন করিলেন ॥ ৩২

এইরূপ শক্তিশালী মহামুনি পরাশরনন্দন ব্যাসদেব নিজের শিষ্যগণকে ও পুত্রকে অধ্যয়ন করাইতে করাইতে হিমালয়ের শিখরে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

তদনন্তর কোন এক সময়ে বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, শান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, সাধুবেশে পারদর্শী ও তপস্বী শিষ্যগণ গুরুবর ব্যাসদেবকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে কৃতাঞ্জলি হইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩৪-৩৫

শিষ্যগণ বলিলেন,—ভগবন্! আমরা আপনার কৃপায় মহাতেজস্বী হইয়াছি। আমাদের যশও চারিদিকে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখন এই সময় আমাদের এই বাসনা হইয়াছে যে, আপনি আমাদের একবার আমাদের উপর অনুগ্রহ করুন ॥ ৩৬

শিষ্যগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেব তাঁহাদিগকে বলিলেন—বৎসগণ! বল, তোমরা কি বাসনা করিতেছ? আমি তোমাদের কি প্রিয় কার্য্য করিব? ৩৭

গুরুদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণের হৃদয় হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিল। রাজন্! তাঁহারা পুনরায় কৃতাঞ্জলি হইয়া মস্তক নত করত গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া একসঙ্গে এই

উচুস্তে সহিতা রাজন্নিদং বচনমুত্তমম্।
যদি প্রীত উপাধ্যায়ো ব্রূতাঃ সো মুনিসত্তম ৩৩
কামমস্তু বরং সর্বে বরং দাতুং মহর্ষিণা।
ষষ্ঠঃ শিষ্যো ন তে খ্যাতিং গচ্ছেদত্র প্রসীদ নঃ ৩৪
চত্বারস্তে বরাঃ শিষ্যা গুরুপুত্রশ্চ পঞ্চমঃ।
ইহ বেদাঃ প্রতিষ্ঠেরন্নেষ নঃ কাঙ্ক্ষিতো বরঃ ৩৫
শিষ্যাণাং বচনং শ্রুত্বা ব্যাসো বেদার্থতত্ত্ববিৎ।
পরাশরাত্মজো ধীমান্ পরলোকার্থচিন্তকঃ ৩৬
উবাচ শিষ্যান্ ধর্মাত্মা ধর্ম্যং নৈঃশ্রেয়সং বচঃ।
ব্রাহ্মণায় সদা দেয়ং ব্রহ্ম শুশ্রূষবে তথা ৩৭
ব্রহ্মলোকে নিবাসং যো ধ্রুবং সমভিকাঙ্ক্ষতে
ভবদ্ভো বহবঃ সন্তু বেদো বিস্তার্যতাময়ম্ ৩৮
নাশিষ্যে সম্প্রদাতব্যো নাব্রতে নাকৃতাত্মনি
এতে শিষ্যগুণাঃ সর্বে বিজ্ঞাতব্যা যথার্থতঃ ৩৯
নাপরীক্ষিতচারিত্রে বিদ্যা দেয়া কথঞ্চন
যথা হি কনকং শুদ্ধং তাপচ্ছেদনিকর্ষণৈঃ ৪৬
পরীক্ষেত তথা শিষ্যানীক্ষেৎ কুলগুণাদিভিঃ।
ন নিযোজ্যাশ্চ বঃ শিষ্যা অনিয়োগে মহান্তরে ৪৭
যথাশক্তি যথাপাঠং তথা বিদ্যা ফলিষ্যতি।
সর্বস্তরন্তু দুর্গাণি সর্বো ভদ্রাণি পশ্যতু ৪৮
ব্রূয়াচ্চতুরো বর্ণান্ কৃৎস্নো ব্রাহ্মণসত্রতঃ।
বেদস্যাধ্যয়নং হীদং তচ্চ কার্যং মহৎ স্মৃতম্ ৪৯
কৃত্যার্থমিহ দেবানাং বেদাঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা
যো নির্বপেত সম্মোহাদ্ ব্রাহ্মণং বেদপারগম্
সোঽস্তিধ্যানাদ্ ব্রাহ্মণস্য পরাভূয়াদসংশয়ম্।
যস্তাবর্ষেণ বিক্রয়াদ্ যস্তাদ্যেন পৃচ্ছতি। ৫১

উত্তম বাক্য বলিলেন—মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাদের উপাধ্যায়। যদি আপনি প্রসন্ন হন, তবে আমরা বর লইয়া দিয়াছি। ৩৩-৩৫

আমরা সকলে এই কামনা করি যে, মহর্ষি আপনি আমাদের এরূপ এক বরদান করুন যে, আপনার কোন ষষ্ঠ শিষ্য যেন আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়। এখন আমাদের উপর এই অনুগ্রহ করুন। ৩৫

আমরা চার আপনার শিষ্য (সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল ও বৈশম্পায়ন) এবং পঞ্চম শিষ্য গুরুপুত্র শুকদেব। এই পাঁচজনের দ্বারা আপনার অধ্যাপিত সমগ্র বেদ প্রতিষ্ঠিত হউক, ইহাই আমাদের পক্ষে মনোবাঞ্ছিত বর। ৩৬

শিষ্যগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বেদার্থের তত্ত্বজ্ঞ, পারলৌকিক অর্থচিন্তাকারী, ধর্মাত্মা, পরাশরনন্দন বুদ্ধিমান্ ব্যাসদেব নিজের সমস্ত শিষ্যদিগকে এই যথানুকূল কল্যাণকারী বাক্য বলিলেন। ৩৭।

শিষ্যগণ! যে ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে নিত্য বাস করিতে অভিলাষী, তাঁহার কর্তব্য হইল—তিনি পড়িবার ইচ্ছায় আগত ব্রাহ্মণকে সর্বদা বেদ পড়াইবেন। ৩৮।

তোমরা বহুসংখ্যক হইয়া যাও এবং এই বেদের বিস্তার কর। যাহার মন বশীভূত নয়, যে ব্রহ্মচর্যব্রত পালন না করিবে এবং যে শিষ্যভাবে পড়িতে না আসিবে, তাহাকে বেদাধ্যয়ন করান উচিত নয়। ৩৯।

এ সমস্তই শিষ্যের গুণ। কাহাকেও শিষ্য করিবার পূর্বে তাহার গুণকে যথাযথভাবে পরীক্ষা করিয়া লইবে। যাহার সদাচারের পরীক্ষা না লওয়া হইবে, তাহাকে কোনরূপেই বিদ্যাদান করা উচিত হইবে না। ৪৬।

যেরূপে অগ্নিতে তপ্ত করিলে, ছেদ করিলে এবং নিকষ প্রস্তরে ঘর্ষণ করিলে স্বর্ণের পরীক্ষা করা যাইতে পারে, সেইরূপ কুল ও গুণাদির দ্বারা শিষ্যগণের পরীক্ষা করিবে। ৪৭।

তোমরা নিজের শিষ্যদিগকে কোন অনুচিত পথে বা গুরুতর ভয়াবহ পথে নিযুক্ত করিবে না। তোমরা পাঠদান করিলেও তাহার যেরূপ বৃদ্ধি হইবে এবং যে পাঠকালে যেরূপ পরিশ্রম করিবে, তদনুসারেই তাহার বিদ্যা সফল হইবে। সকল মানুষ দুর্গম সঙ্কট উত্তীর্ণ হউক এবং সকলেই নিজের কল্যাণ দর্শন করুক। ৪৭-৪৮

ব্রাহ্মণকে অগ্রে রাখিয়া চারি বর্ণের মানুষকেই বেদের উপদেশ করা কর্তব্য। এই বেদাধ্যয়ন মহৎ কার্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহা অবশ্যই করা উচিত।

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা এ সংসারে দেবতাগণের কার্যের জন্য এই বেদসমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বেদের পারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের নিন্দা করে, সে তাঁহার অভিসম্পাতে নিঃসন্দেহে পরাভবগ্রস্ত হয়। ৫০।

যে ব্যক্তি ধনীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করে এবং যে অর্থ সহকারে উহার উত্তর দেয়, ইহাদের উভয়ের মধ্যে একের মৃত্যু হয় অথবা একে অন্যের দোষের পাত্র হইয়া থাকে ॥৫১॥

ওরোরন্তরঃ প্রৈতি বিদ্বেষঃ চাবিগচ্ছতি
এতদ্ বঃ সর্ববাখ্যাতঃ ব্যাখ্যায়স্য বিধিঃ প্রতি
উপপূর্বাচ্চ নিষ্ঠাপাদেরচ্চ হৃদি বো ভবেৎ । ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি সপ্তবিংশত্যধিক-
ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২৭ ॥

আমি তোমাদের নিকট এই সব ব্যাখ্যানের বিধি বলিলাম ইহা তোমাদের হৃদয়ে সর্বদা স্থান থাকুক , কারণ, ইহা শিষ্যগণের উপকার সাধন করিতে সমর্থ ॥ ৫১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে সপ্তবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

অষ্টাবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

[শিষ্যেষু গতেষু ব্যাসদেবসমীপে নারদস্যাগমনম্, তস্মৈ বেদপাঠে প্রেরণাদানম্, অনধ্যায়কারণং বদতা ব্যাসদেবেন শুকদেবায় 'প্রবহা'দিসপ্তবায়ূনাং পরিচয়দানঞ্চ ।]

ভীষ্ম উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং ব্যাসশিষ্যা মহৌজসঃ
অভ্যেত্য হৃষ্টমনসঃ পরিষস্বজিরে তদা । ১
উক্ত্বা তে যদ্ ভগবতা তদাত্মাভিসংহিতম্
তস্মৈ মনসি সংরূঢ়ং চক্রিরে তথা চ তৎ । ২
অভ্যেত্য সংবিভাজ্যৈবং সুপ্রীতমনসঃ পুনঃ
বিজ্ঞাপয়ন্তি স্ম গুরুং পুনর্বাক্যবিশারদাঃ । ৩
শৈলাদস্মাদ্বহোঃ গন্তুং কাঙ্ক্ষিতং নো মহামুনে
বেদানধ্যেতুমিচ্ছন্তো যদি তে রুচিতঃ প্রভো । ৪

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! গুরু ব্যাসদেবের এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার মহাত্মেজস্বী শিষ্যগণ মনে মনে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১

পুনরায় ব্যাসদেবকে তাঁহারা বলিলেন,—আপনি ভবিষ্যতে আমাদের হিতের কথা বিচার করিয়া যে কথা বলিলেন, উহা আমাদের মনে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে . আমরা অবশ্যই উহা পালন করিব ॥ ২

এইভাবে পরস্পর বার্তালাপ করত গুরু ও শিষ্যগণ সকলেই মনে মনে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। তদনন্তর প্রবচনকুশল শিষ্যগণ গুরুকে এইরূপ নিবেদন করিলেন ॥ ৩

মহামুনে ! এখন আমরা এই পর্বত হইতে পৃথিবীতে গমন করিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছি বেদসমূহের বিভাগ করত তাহার প্রচার করাই আমাদের এই যাত্রার উদ্দেশ্য প্রভো ! যদি আপনার ইহা রুচিকর হয় তবে আমাদের যাইতে অনুমতি করুন ॥ ৪

শিষ্যদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া পরাশরনন্দন ভগবান্ ব্যাসদেব এই ধর্ম ও অর্থযুক্ত হিতকর বাক্য বলিলেন ॥ ৫

শিষ্যগণ ! যদি তোমাদের এই ইচ্ছা ভাল লাগে, তবে তোমরা পৃথিবীতে কিংবা দেবলোকে যেখানে তোমাদের ইচ্ছা, সেখানে যাইতে পার ! কিন্তু তোমরা সর্বদা সাবধানে থাকিবে ; কারণ, বেদে বহু সংখ্যক প্রয়োজনাত্মক শ্রুতি আছে, যাহা ছলের দ্বারা (ফলের লোভ দেখাইয়া) ধর্মের প্রতিপাদন করে ॥ ৬

সত্যবাদী গুরুদেবের এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সকল শিষ্যগণ তাঁহার চরণে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন। তাহারা ব্যাসদেবকে প্রদক্ষিণ করত সেস্থান হইতে চলিয়া যাইলেন ॥ ৭

পৃথিবীতে আসিয়া তাঁহারা চাতুর্হোত্র কর্ম (অগ্নিহোত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সোমযাগ পর্যন্ত) প্রচার করিলেন এবং বৃদ্ধাজ্ঞায় শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণকে যজ্ঞ

পূজ্যমানা দ্বিজৈর্নিত্যং মোদমানা গৃহে গৃহে।
যাজনাধ্যাপনরতাঃ শ্রীমন্তো লোকবিশ্রুতাঃ ॥ ৯
অবতীর্ণেষু শিষ্যেষু ব্যাসঃ পুত্রসহায়বান্
তূষ্ণীং ধ্যানপরো ধীমানেকান্তে সমুপাবিশৎ ॥ ১০
তং সদর্শাশ্রমপদে নারদঃ সুমহাতপাঃ
অথৈনমব্রবীৎ কালে মধুরাক্ষরয়া গিরা ॥ ১১
তপো তপো ব্রহ্মর্ষিবাসিষ্ঠ ব্রহ্মঘোষো ন বর্ততে।
একো ধ্যানপরস্তূষ্ণীং কিমাসূসে চিন্তয়ন্নিব ॥ ১২
ব্রহ্মঘোষৈর্বিরহিতঃ পর্বতোঽয়ং ন শোভতে
রজসা তমসা চৈব সোমঃ সোপপ্লবো যথা ॥ ১৩
ন ভ্রাজতে যথাপূর্বং নিষাদানামিবালয়ঃ
দেবর্ষিগণভূয়ৌঽপি বেদধ্বানবিরাকৃতঃ ॥ ১৪
অমরাশ্চ হি দেবাস্ত গন্ধর্বাশ্চ মহৌজসঃ।
বিযুক্তা ব্রহ্মঘোষেণ ন ভ্রাজন্তে যথা পুরা ॥ ১৫

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ
যদর্থং যৎ ত্বয়া প্রোক্তং বেদব্যাসবিচক্ষণ ॥ ১৬
এতন্মনোঽনুকূলং মে ভবানর্হতি ভাষিতুম্।
সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শী চ সর্বত্র চ কৃতশ্রমী ॥ ১৭
ত্রিষু লোকেষু যদ্ ভূতং সর্বং তব মতে স্থিতম্
তদাজ্ঞাপয় বিপ্রর্ষে ব্রূহি কিং করবাণি তে ॥ ১৮
তচ্ছ্রুত্বা সমুদুষ্টেয়ঃ ব্রহ্মর্ষে তত্ত্বদর্শিন
বিমুক্তস্তেহ নির্বোষো নাভিপ্রীণয়তি মনঃ ॥ ১৯

নারদ উবাচ।

অনাম্নায়মলা বেদা ব্রাহ্মণস্যাব্রতং মলম্।
মলং পৃথিব্যা বাহীকাঃ স্ত্রীণাং কৌতূহলং মলম্ ॥ ২০
অধীয়তাং ভবান্ বেদান্ সার্ধং পুত্রেণ ধীমতা
বিধুন্বন্ ব্রহ্মঘোষেণ রংক্ষোঽন্তরকৃতং তমঃ ॥ ২১

করাইতে করাইতে তাঁহারা বিদ্যাতপসের দ্বারা পূর্ণিত হইয়া অতিশয় আনন্দসহকারে বাস করিতে লাগিলেন। যজ্ঞ করাইতে ও বেদের শিক্ষাদান করিতেই তাঁহারা তৎপর ছিলেন। এই সব কর্মের দ্বারা তাঁহারা শ্রীসম্পন্ন ও লোকবিখ্যাত হইয়া যাইলেন ॥ ৮-৯

শিষ্যগণ পর্বত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইলে পর ব্যাসদেবের নিকট তাঁহার পুত্র শুকদেব ব্যতীত আর কেহ ছিলেন না। সেই বুদ্ধিমান্ ব্যাসদেব একান্ত নির্জন স্থানে ধ্যানমগ্ন হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন ॥ ১০

সেই সময় মহাতেজস্বী নারদ সেই আশ্রমের স্থানে আসিয়া এই ব্যাসদেবকে দর্শন করিলেন এবং মধুর অক্ষরযুক্ত বিষ্ট ভাষায় তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১১

হে ব্রহ্মর্ষিবাসিষ্ঠ! আজ তোমার এই আশ্রমে বেদধ্বনি-সমূহের ধ্বনি হইতেছে না কেন? তুমি একাকী ধ্যানমগ্ন হইয়া নীরবে বসিয়া আছ কেন? মনে হইতেছে, তুমি কোন চিন্তা করিতেছ? ১২

বেদধ্বনি না হওয়ায় এই পর্বতের আর পূর্বের ন্যায় শোভা হইতেছে না। রজ ও তমে আচ্ছন্ন হইয়া রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে। দেবর্ষিগণের দ্বারা সেবিত হইলে পরও এই শৈলশিখর ব্রহ্মঘোষ (বেদধ্বনি) ব্যতীত নিষাদদিগের (চাণ্ডাল দিগের) গৃহের ন্যায় শ্রীহীন বলিয়া প্রতীত হইতেছে ॥ ১৩-১৪

এখানের ঋষি, দেবতা ও মহাবল গন্ধর্বগণও ব্রহ্মঘোষ রহিত হওয়ায় এখন পূর্বের ন্যায় শোভা পাইতেছে না ॥ ১৫

নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বলিলেন—বেদবিদ্যায় বিদ্বান্ মহর্ষে! আপনি যাহা কিছু বলিলেন, তৎসমস্তই আমার মনেরই অনুকূল। আপনিই এই কথা বলিতে পারেন। আপনি সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও সর্বত্র সব কিছু জানিবার জন্য আপনি কৌতূহল করিয়া থাকেন ॥ ১৬-১৭

ত্রিলোকে যাহা কিছু হইতেছে বা হইয়াছে, সেই সমস্ত আপনি জানেন। ব্রহ্মর্ষে! বলুন, আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি সেবা করিব? ১৮

ব্রহ্মর্ষি নারদ! এই সময় আমার যাহা কর্তব্য, তাহাও বলুন। বিদ্বেষের প্রিয় শিষ্যগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া আমার মন বিশেষ প্রসন্ন নয় ॥ ১৯

নারদ বলিলেন,- বেদ অধ্যয়ন করিয়া তাহার অভ্যাস (পুনরাবৃত্তি) না করা বেদাধ্যয়নের দোষ। ব্রতপালন (শাস্ত্রবিহিত নিয়মপালন) না করা ব্রাহ্মণের অপরাধ। বাহীক দেশের মনুষ্যগণ পৃথিবীর মল এবং কৌতূহল স্ত্রীলোকের দোষ ॥ ২০

তুমি নিজের বেদোচ্চারণের ধ্বনিতে ব্রাহ্মণ-অযোগ্য অন্ধকারকে নাশ করিতে করিতে বুদ্ধিমান্ পুত্র শুকদেবের সহিত বেদের স্বাধ্যায় করিয়া যাও ॥ ২১

ভীষ্ম উবাচ

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্যাসঃ পরমধর্মবিৎ।
তথেত্যুবাচ সংহৃষ্টো বেদাভ্যাসধৃতব্রতঃ ॥ ২২
শুকেন সহ পুত্রেণ বেদাভ্যাসমথাকরোৎ
ঋগ্বেদোচ্চৈঃ স শৈক্ষেণ লোকানাপূরয়ন্নিব ॥ ২৩
অরোরভ্যাসতোরেব নানাধর্মপ্রবাদিনোঃ
বায়োঃ স্বভিমাত্রা প্রবৃদ্ধৌ সমুদ্রানিলবেজিতঃ ॥ ২৪
ততোঽনধ্যায় ইতি তং ব্যাসঃ পুত্রমবারয়ৎ।
শুকো বারিতমাত্রস্তু কৌতূহলসমন্বিতঃ ॥ ২৫
অপৃচ্ছৎ পিতরং ব্রহ্মন্ কুতো বায়ুরুদীরিতঃ
আখ্যাতুমর্হসি ভবান্ বায়োঃ সর্বং বিচেষ্টিতম্ ॥ ২৬
শুকস্যৈতদ্ বচঃ শ্রুত্বা ব্যাসঃ পরমবিস্মিতঃ।
অনধ্যায়নিমিত্তেঽস্মিন্নিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৭

দিব্যং তে চক্ষুরুৎপন্নং যতঃ তে নির্মলং মনঃ
তমসা রজসা চাপি ত্যক্তঃ সত্ত্বে ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৮
আদর্শে স্বামিব ছায়াং পশ্যস্যাত্মানমাত্মনা
ব্যস্যাত্মনি যতঃ বেদান্ বুদ্ধ্যা সমনুচিন্তয় ॥ ২৯
দেবযানশ্চরো বিষ্ণোঃ পিতৃযানশ্চ তামসঃ।
দ্বাবেতৌ প্রেত্য পন্থানৌ দিবং চাবশ্চ গচ্ছতঃ ॥ ৩০
পৃথিব্যামন্তরিক্ষে চ যত্র সংবাস্তি বায়বঃ।
সর্বতস্তে বায়ুমার্গা বৈ তান্ বিদ্যাদ্বায়ুপূর্বশঃ ॥ ৩১
তত্র দেবগণাঃ সাধ্যা মহাভূতা মহাবলাঃ।
তেষামপ্যভবৎ পুত্রঃ সমানো নাম দুর্জয়ঃ ॥ ৩২
উদানস্তস্য পুত্রোঽভূদ্ ব্যানস্তস্যাভবৎ সুতঃ।
অপানস্তু ততো জ্ঞেয়ঃ প্রাণশ্চাপি ততোঽপরঃ ॥ ৩৩
অনপত্যোঽভবৎ প্রাণো দুর্ধর্ষঃ শত্রুতাপনঃ
পৃথক্ কর্মাণি তেষাং তে প্রবক্ষ্যামি যথাতথম্ ॥৩৪

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! নারদের কথা শ্রবণ করিয়া পরম ধর্মজ্ঞ ব্যাসদেব 'আচ্ছা তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা শীকার করিয়া লইলেন এবং অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া তিনি বেদাভ্যাস-রূপ ব্রত দৃঢ়ভাবসহকারে পালন করিতে লাগিলেন ॥ ২২

তিনি নিজের পুত্র শুকদেবের সহিত শিক্ষাশাস্ত্রের নিয়মানুসারে উচ্চৈঃস্বরে তিন লোক যেন পরিপূর্ণ করিতে করিতে বেদের আবৃত্তি আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ২৩

নানাপ্রকার ধর্মের প্রতিপাদনকারী এই পিতা-পুত্র উভয় বিষয়ে বেদের অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এই সময় সমুদ্রের বায়ু বায়ু প্রেরিত হইয়া তত্রত্য বায়ু তীব্রবেগে প্রবাহিত হইতে থাকিল ॥ ২৪

তখন 'অনধ্যায়-কাল' এই কথা বলিয়া ব্যাসদেব নিজের পুত্রকে বেদপাঠ হইতে সেই সময় নিবৃত্ত করিলেন। তিনি নিষেধ করিলে পর শুকদেবের মনে তাহার কারণ জানিবার জন্য কৌতূহল উপস্থিত হইল ॥ ২৫

তিনি তখন নিজের পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মন্! এই বায়ুর উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? আপনি বায়ুর সমস্ত কার্যপদ্ধতি সবিস্তরে বর্ণনা করুন ॥ ২৬

শুকদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্যাসদেব অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং অনধ্যায়ের কারণ বিষয়ে বলিতে যাইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ২৭

পুত্র শুক! তোমার চক্ষু দিব্যদৃষ্টি লাভ হইয়াছে। তোমার হৃদয় অত্যন্ত নির্মল। তুমি রজোগুণ ও তমোগুণ রহিত হইয়া সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ ॥ ২৮

যেরূপ মানুষ দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করে, সেইরূপ তুমি বুদ্ধির দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করিতেছ; অতএব স্বয়ংই বেদকে নিজের মধ্যে স্থাপিত করিয়া বুদ্ধির দ্বারা অনধ্যায়ের কারণভূত বায়ুর বিষয়ে চিন্তা কর ॥ ২৯

মৃত্যুর পর ঊর্ধ্বলোকে গমনকারী এবং নিম্নলোকে গমনকারী মনুষ্যের দুইটি মার্গ আছে; এক দেবযান—ইহা বিষ্ণুলোকের মার্গ, অতএব সাত্ত্বিক, দুই পিতৃযান—ইহা তামস ॥ ৩০

পৃথিবী বা আকাশ যেখানেই বায়ু প্রবাহিত হউক না কেন, তাহার প্রবাহিত হইবার সাতটি মার্গ আছে। তুমি ক্রমশঃ উহার বর্ণনা শ্রবণ কর ॥ ৩১

পৃথিবী ও আকাশে যে মহাবল ও মহাভূতস্বরূপ সাধ্যনামক দেবগণ অবস্থিতভাবে থাকেন, তাঁহাদের দুর্জয় পুত্রের নাম হইল 'সমান' ॥ ৩২

সমানের পুত্র 'উদান', উদানের পুত্র 'ব্যান', তাহার পুত্রের নাম 'অপান' বলিয়া জানিবে এবং অপান হইতেই 'প্রাণ' বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৩৩

প্রাণের কোন সন্তান হয় নাই। এই প্রাণ শত্রুসন্তাপক ও দুর্ধর্ষ। ইহাদের সকলেরই কর্ম পৃথক্ পৃথক্। আমি তৎসমস্তই তোমার নিকট যথাযথভাবে বর্ণনা করিব ॥ ৩৪

প্রাণিনাং সর্বতো বায়ুশ্চেষ্টাং বর্তয়তে পৃথক্
প্রাণনাচ্চৈব ভূতানাং প্রাণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৩৫
প্রেরয়ত্যভ্রসঙ্ঘাতান্ ধূমজ্যোতিঃসলিলাংশ্চ যঃ
প্রথমঃ প্রথনে মার্গে প্রবহো নাম সোঽনিলঃ ॥ ৩৬
অম্বরে স্নেহমাতন্বন্ বিদ্যুদ্ভাংশ্চ মহাদ্যুতিঃ
আবহো নাম সংবাতি দ্বিতীয়ঃ পবনো নভঃ ॥ ৩৭
উদয়ং জ্যোতিষাং শশ্বৎ সোমাদীনাং করোতি যঃ
অস্তমেষু চোদ্বাহং যং বদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৩৮
যশ্চতুর্ভ্যঃ সমুদ্রেভ্যো বায়ুর্বারমুদ্বহতে জলম্ ।
উদ্ধূতাদদতে চাপো যমুদ্বেজ্যোঽম্বরেঽনিলঃ ॥ ৩৯
যোঽদ্ভিঃ সংযোজ্য জীমূতান্ পর্জন্যায় প্রযচ্ছতি
ঈরয়ো নাম বংশিষ্ঠস্তৃতীয়ঃ স সদাগতিঃ ॥ ৪০
সমূহমানা বহুধা যেন নীতাঃ পৃথগ্ ঘনাঃ
বর্ষমোক্ষকৃতারম্ভাস্তে ভবন্তি ঘনাঘনাঃ ॥ ৪১
সংহত্য যেন চাবিদ্ধা ভবন্তি নদতাং নদাঃ ।
রক্ষণার্থায় সম্ভূতা মেঘবর্ষমুপঘ্নতি চ ॥ ৪২
সোঽম্বরে বহতি ভূতানাং বিমানানি বিহায়সা
চতুর্থঃ সংবহো নাম বায়ুঃ স গিরিমর্দনঃ ॥ ৪৩
যেন বেগবতা রুদ্ধা ক্ষিপ্তেন রুধতা নগান্
বায়ুনা সহিতা মেঘাস্তে ভবন্তি বলাহকাঃ ॥ ৪৪
দারুণোৎপাতসঙ্কারো নভসঃ গুনরিষ্ণুমান্ ।
পঞ্চমঃ স মহাবেগো বিবহো নাম মারুতঃ ॥ ৪৫
যস্মিন্ পারিপ্লবা দিব্যা বহন্ত্যাপো বিহায়সা
পুণ্যাঃ চাকাশগঙ্গায়াস্তোয়ং বিষ্টভ্য তিষ্ঠতি ॥ ৪৬
দূরাৎ প্রবিহতো যস্মিন্নেকরশ্মির্দিবাকরঃ ।
যোনিরংশুসহস্রস্য যেন ভাতি বসুন্ধরা ॥ ৪৭
যস্মাদাপ্যায়তে সোমো নিধির্দিব্যোঽমৃতস্য চ
ষষ্ঠঃ পরিবহো নাম স বায়ুর্জগতাং বরঃ ॥ ৪৮

বায়ুদেব প্রাণিগণের পৃথক্ পৃথক্ সমস্ত চেষ্টা সম্পাদন করেন এবং সকল ভূতকে অন্নপ্রাপ্তি (জীবিত রাখেন সেইজন্য তাঁহাকে 'প্রাণ' বলা হয়। ৩৫

যে বায়ু ধূম ও উষ্ণ তেজ হইতে উৎপন্ন মেঘমণ্ডলকে আকাশের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায়। সেই প্রথম মার্গে প্রবাহিত বায়ুর নাম হইল 'প্রবহ'॥ ৩৬

যে বায়ু আকাশে রসের মাত্রাসকল এবং বিদ্যুৎ প্রভৃতির উৎপত্তির জন্য উদ্যত হয়, সেই মহাতেজস্বী দ্বিতীয় বায়ু 'আবহ' নামে প্রসিদ্ধ। এই বায়ু অতিশয় শব্দ সহকারে প্রবাহিত হয়॥ ৩৭

যে বায়ু সর্বদা সোম-সূর্যাদি গ্রহগণের উদয় ও উদ্বহ করে, মনীষী পুরুষগণ যাঁহাকে সতীগণের মতো 'উদ্বাহ' বলিয়া অভিহিত করেন, যে বায়ু চারি সমুদ্রের জল উপরে উত্থাপিত করিয়া জীমূত নামক মেঘমধ্যে স্থাপিত করে এবং জীমূতনামক মেঘকে জলের দ্বারা সংযুক্ত করিয়া তাহাকে পর্জন্যের হস্তে পরিণত করে, সেই মহান্ বায়ুকে 'ঈরয়' বলা হয়। এই বায়ু তৃতীয় পথ দিয়া প্রবাহিত হয় বলিয়া তৃতীয় বায়ুরূপে কথিত হয়॥ ৩৮-৪০

যাঁহার দ্বারা এদিক্ ওদিকে পরিচালিত হইয়া অনেক প্রকারের মেঘদের একত্রে ঘন হইয়া জলবর্ষণে আরম্ভ করে, মেঘরূপে ঘনীভূত হইয়াও যাঁহার প্রেরণায় সম্পূর্ণ মেঘমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়া যায়, ইন্দ্রাদি দেবতাদের ন্যায় শব্দ করে বলিয়া 'নদ' রূপে অভিহিত হয় এবং প্রাণিগণের রক্ষার জন্য পুনরায় জল সংগ্রহ করিয়া ঘনীভূত হইয়া যায়, যে বায়ু দেবতাগণের আকাশমার্গে গমনকারী বিমানসমূহকে স্বয়ং বহন করিয়া লইয়া যায়, পর্বতসকলের মানমর্দনকারী এই চতুর্থ বায়ু 'সংবহ' নামে প্রসিদ্ধ॥ ৪১-৪৩

যে বায়ু রুদ্ধভাবে বেগসহকারে প্রচণ্ড শব্দের সহিত প্রবাহিত হইয়া বড় বড় বৃক্ষসকলকে উৎপাটিত করে এবং যাহার দ্বারা সংগঠিত হইয়া প্রলয়কালীন মেঘ 'বলাহক' নামে ধারণ করে, যে বায়ুর সঞ্চারণ ভয়ানক উৎপাত আনয়ন করে এবং যে বায়ু আকাশ হইতে নিজের সহিত মেঘমণ্ডলের উদ্ভবের জন্য প্রবাহিত হয়, সেই অত্যন্ত বেগশালী পঞ্চম বায়ু 'বিবহ' নামে কথিত হয়॥ ৪৪-৪৫

যে বায়ুকে আশ্রয় করিয়া আকাশে দিব্য জলরাশি উপরে উপরে প্রবাহিত হয়, যে বায়ু আকাশ গঙ্গার পবিত্র জলকে ধারণ করিয়া অবস্থিত, যাহার দ্বারা দূর হইতেই প্রতিহত হইয়া সহস্র কিরণাবলির উৎপত্তি স্থান সূর্যদেব, যাহার দ্বারা এই পৃথিবী প্রকাশিত হয়, একই কিরণে যুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং যাহার দ্বারা অমৃতের দিব্য নিধি চন্দ্রদেবও পোষণ হয়, বিবহশীলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ষষ্ঠ বায়ুতত্ত্ব 'পরিবহ' নামে প্রসিদ্ধ॥ ৪৬-৪৮

সর্বপ্রাণভৃতাং প্রাণান্ যোঽন্তকালে নিয়চ্ছতি
যস্ত বর্ত্মানুবর্তন্তে মৃত্যু-বৈবস্বতাবুভৌ ॥৪৯
সম্যগ্বীক্ষ্যতা বৃত্ত্যা শাস্ত্রব্যাখ্যাননিষ্ঠয়া।
ধ্যানাভ্যাসাভিযোগাংশ্চ যোঽনুতিষ্ঠতি কর্হচিৎ ॥৫০
যং সমাসাদ্য বেদেন দিশোঽন্তঃ প্রতিপেদিরে
যস্যস্য দশপুত্রাণাং সহস্রাণি প্রজাপতেঃ ॥৫১
যেন স্পৃষ্টঃ পরাভূতো যাত্যেব ন নিবর্ততে।
পরাবহো নাম পরো বায়ুঃ স দুরতিক্রমঃ ॥৫২
এবমেতে দিশঃ পুত্রা যাক্তাঃ পরমমদ্ভুতাঃ
অনায়ত্তাঃ যে সংযান্তি সর্বগাঃ সর্বধারিণঃ ॥৫৩
এতৎ তু মহদাশ্চর্যং যদয়ং পর্বতোত্তমঃ।
কম্পিতঃ সহসা তেন বায়ুনাভিপ্রবায়তা ॥৫৪
বিক্ষোর্নিঃশ্বাসবাতোঽয়ং যদা বেগসমীরিতঃ।
সহসোদীর্যতে তাত জগৎ প্রব্যথতে তদা ॥৫৫
তস্মাদ্ ব্রহ্মবিদো বেদান্ বাধীয়ন্তেঽভিবায়তি।
বায়োর্বায়ুভূতা হ্যুক্তং ব্রহ্ম তৎপীড়িতা শ্রুবেৎ ॥৫৬
এতাবদুক্ত্বা বচনং পরাশরসুতঃ প্রভুঃ।
উক্ত্বা পুত্রমথীয়েতি সোমরশ্মামগাৎ তদা ॥৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি অনধ্যায়নিমিত্তকথনং-নামাষ্টা-বিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২৮

যে বায়ু বিনাশকালে সমস্ত প্রাণিগণের প্রাণকে শরীর হইতে নিষ্কাশন করে, যাহার এই প্রাণনিষ্কাশনরূপ মার্গকে মৃত্যু ও বৈবস্বত যম ইঁহারা উভয়ে অনুসরণ করেন, সর্বদা অব্যাকুলচিত্তে নিয়ত শাস্ত্র বুদ্ধির দ্বারা সম্যগ্‌ভাবে অনুসন্ধানকারী ও ধ্যানের অভ্যাসেই যাহাদের আনন্দ হয় এবং যাহাকে যে বায়ু অনুভব দান করিতে সমর্থ, যাহার মধ্যে স্থিত হইয়া প্রজাপতি দক্ষের দশ হাজার পুত্র সমস্ত দিকের শেষে উপস্থিত হইয়াছিল এবং যাহার দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া বিলীন প্রাণী প্রস্থান হইতে কেবল চলিয়া যায়, আর ফিরিয়া আসে না, সেই সর্বলোকে সঞ্চরণশীল বায়ুর নাম 'পরাবহ'। ইহাকে অতিক্রম করা সকলের পক্ষেই অত্যন্ত কঠিন কার্য। ৪৯-৫২

এইরূপ এই সমস্ত দিগ্‌বিদিক্ অত্যন্ত অদ্ভুত পুত্র ইহাদের সর্বত্র গতি আছে ইহারা নিয়তই প্রবাহিত হয় এবং সকলকে ধারণ করিয়া আছে ॥ ৫৩

ইহা অতিশয় আশ্চর্যের বিষয় যে, অত্যন্ত বেগে প্রবাহিত এই বায়ুর দ্বারা এই পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ও সহসা কম্পিত হইয়া উঠে ॥ ৫৪

তাত এই বায়ু ভগবান্ বিষ্ণুর নিশ্বাস। যখন কোন সময়ে সহসা সেই নিশ্বাস তীব্রবেগে নিষ্কান্ত হয়, সেই সময় এই সম্পূর্ণ জগৎ অতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠে ॥ ৫৫

সেইজন্য ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ প্রচণ্ড বায়ু (প্রবল ঝঞ্ঝাবাত) প্রবাহিত হইলে পর বেদপাঠ করেন না। বেদও ভগবান্ বিষ্ণুর নিশ্বাসবায়ু। সেই সময় বেদপাঠ করিলে পর বায়ু বায়ুদ্বারা তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সেই বেদকে পীড়া দেয় ॥ ৫৬

অনধ্যায় বিষয়ে এই কথা বলিয়া পরাশরনন্দন ভগবান্ ব্যাসদেব নিজের পুত্র শুকদেবকে বলিলেন—এখন তুমি বেদপাঠ কর। ইহা বলিয়া তিনি আকাশগঙ্গার তীরে গমন করিলেন ॥৫৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে অনধ্যায়নিমিত্তকথননামক
অষ্টাবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

(শুকদেবায় নারদস্য জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োরুপদেশদানম্)

ভীষ্ম উবাচ

এতস্মিন্নন্তরে শুভ্রে নারদঃ সমুপাগমৎ ।
শুকং স্বাধ্যায়নিরতং বেদার্থান্ বক্তুমীপ্সিতান্ ॥ ১
দেবর্ষিং তু শুকো দৃষ্ট্বা নারদং সমুপস্থিতম্
অর্ঘ্যপূর্বেণ বিধিনা বেদোক্তেনা-পূজয়ৎ ॥ ২
নারদোঽথাব্রবীৎ প্রীতো ব্রূহি ধর্মভৃতাং বর
কেন ত্বাং শ্রেয়সা বৎস যোজয়ামীতি শুশ্রুম ॥ ৩
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা শুকঃ প্রোবাচ ভারত
অস্মিঁল্লোকে হিতং যৎ স্যাৎ তেন মাং যোক্তুমর্হসি ॥ ৪

নারদ উবাচ

তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানাঃ পূর্বমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্
সনৎকুমারো ভগবানিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫
নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ

একোনত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

[শুকদেবকে নারদের বৈরাগ্য এবং জ্ঞানের উপদেশদান]

ভীষ্ম বলিলেন—যুধিষ্ঠির ! নারদের চলিয়া যাইলে পর সেই শুভ্র আশ্রমে স্বাধ্যায়পরায়ণ শুকদেবকে নিজের অভিপ্রেত বেদের অর্থ বলিবার জন্য দেবর্ষি নারদ উপস্থিত হইলেন । ১

দেবর্ষি নারদকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া শুকদেব বেদোক্ত বিধি-অনুসারে অর্ঘ্যাদি নিবেদন করত তাঁহার পূজা করিলেন । ২

সেই সময় নারদ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন বৎস ! তুমি ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । বল, তোমাকে কোন্ মঙ্গলের সহিত যুক্ত করাইব ? এই কথা তিনি অতিশয় হর্ষ সহকারে বলিলেন । ৩

যে ভারত ! নারদের এই কথা শ্রবণ করত শুকদেব বলিলেন,—এ জগতে যাহা পরম কল্যাণের সাধন, আপনি উহাই আমাকে উপদেশ করুন । ৪

নারদ বলিলেন,—বৎস ! পুরাকালের ঘটনা, পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট ঋষিগণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছায় প্রশ্ন করিলেন এবং তাঁহার উত্তরচ্ছলে ভগবান্ সনৎকুমার এই কথা বলিলেন । ৫

বিদ্যাতুল্য কোন চক্ষু নাই সত্যতুল্য কোন তপস্যা নাই রাগের সমান কোন দুঃখ নাই এবং ত্যাগের সমান কোন সুখ নাই । ৬

নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্ ॥ ৬
নিবৃত্তিঃ কর্মণঃ পাপাৎ সততং পুণ্যশীলতা
সদ্বৃত্তিঃ সমুদাচারঃ শ্রেয় এতদনুত্তমম্ ॥ ৭
মানুষ্যমসুখং প্রাপ্য যঃ সজ্জতি ন মুচ্যতি
বালঃ স দুঃখমোক্ষায় সংযোগো দুঃখলক্ষণম্ ॥ ৮
সকৃদ্ যস্য বুদ্ধিশ্চলতি মোহজালবিবর্ধিনী
মোহজালাবৃতো দুঃখমিহ চামুত্র সোঽশ্নুতে ॥ ৯
সর্বোপায়াৎ তু কামস্য ক্রোধস্য চ বিনিগ্রহঃ
কার্যঃ শ্রেয়োঽন্বিনা হি শ্রেয়োঘাতার্থমুদ্যতৌ ॥ ১০
বিদ্যাং ক্রোধাৎ তপো রক্ষেচ্ছ্রিয়ং রক্ষেচ্চ মৎসরাৎ
বিদ্যাং মানাবমানাভ্যামাত্মানং তু প্রমাদতঃ
আনৃশংস্যাৎ পরো ধর্মঃ ক্ষমা চ পরমং বলম্
আত্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং ন সত্যাদ্ বিদ্যতে পরম্ ॥ ১১

রাগ হইতে নিবৃত্ত হওয়া, সর্বদা পুণ্যশীলতার অনুষ্ঠান করা, সৎপুরুষের ন্যায় আচরণ করা এবং সদাচার পালন করা—ইহাই সর্বোত্তম শ্রেয়ের (কল্যাণের) সাধন ।

যাহার মধ্যে সুখের লেশমাত্র নাই, এরূপ সেই মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি বিষয়সমূহে আসক্ত হয়, সেই বালক মোহ পায় না বিষয়সমূহের সংযোগ হইল দুঃখ, অতএব উহা দুঃখ হইতে মুক্ত করিতে পারে না । ৮

যে বিষয়াসক্ত মন মানুষের বুদ্ধি চঞ্চল হয় এবং মোহজালে বর্ধিত করে মোহজালে আবদ্ধ মানুষ ইহলোক ও পরলোকে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । ৯

যাহার কল্যাণ-লাভের ইচ্ছা থাকে, সে সর্বোপায়ে কাম ও ক্রোধকে সংযত করিয়া রাখিবে, কারণ, এই উভয় দোষই কল্যাণকে নাশ করিবার জন্য উদ্যত থাকে । ১০

মানুষের কর্তব্য হইল—সর্বদা তপস্যাকে ক্রোধ হইতে, লক্ষ্মীকে পরশ্রীকাতরতা হইতে, বিদ্যাকে মানাপমান হইতে এবং নিজেকে নিজে প্রমাদ (অসাবধানতা) হইতে সে রক্ষা করিতে থাকিবে । ১১

ক্রূরস্বভাব পরিত্যাগ করা হইল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম কথা হইল সর্বোত্তম বল । আত্মজ্ঞানই সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান এবং সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই । ১২

সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যাদপি হিতং বদেৎ
যদ্ ভূতহিতমত্যন্তমেতৎ সত্যং মতং মম ॥ ১৩
সর্বারম্ভপরিত্যাগী নিরাশীর্নিষ্পরিগ্রহঃ
যেন সর্বং পরিত্যক্তং স বিদ্বান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ১৪
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ সন্ত্যজ্যাত্মবশৈরিহ
অসজ্জমানঃ শান্তাত্মা নির্বিকারঃ সমাহিতঃ ॥ ১৫
আত্মভূতৈরভূতাংশ্চ সহ চৈব বিনৈব চ।
স বিমুক্তঃ পরং শ্রেয়ো নচিরেণাধিতিষ্ঠতি ॥ ১৬
অদর্শনমসংস্পর্শস্তথা সম্ভাষণং সদা
সদা তুষ্টেঃ সহ মুনে স শ্রেয়ো বিন্দতে পরম্ ॥ ১৭
ন হিংস্যাৎ সর্বভূতানি মৈত্রায়ণগতশ্চরেৎ
নেদং জন্ম সমাসাদ্য বৈরং কুর্বীত কেনচিৎ ॥ ১৮
আকিঞ্চন্যং সুসন্তোষো নিরাশীত্বমচাপলম্

সত্য কথা বলা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিন্তু সত্য হইতেও শ্রেষ্ঠ হইল হিতকারী বাক্য বলা। যাহার দ্বারা প্রাণিগণের অত্যন্ত হিত হইয়া থাকে, তাহাই আমার মতে সত্য ॥ ১৩

যিনি কার্য আরম্ভ করিবার সমস্ত সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া দিয়াছেন, যাঁহার মনে কোনও বাসনা নাই, যিনি কোনও বস্তুরই সংগ্রহ করেন না এবং যিনি সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছেন, তিনিই বিদ্বান্ এবং তিনিই পণ্ডিত ॥ ১৪

যিনি নিজের বশীভূত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা এ সংসারে অনাসক্তভাবে বিষয়সমূহ অনুভব করেন, যাঁহার চিত্ত শান্ত, নির্বিকার ও একাগ্র এবং যিনি আত্মরূপে প্রতীত দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত থাকিয়াও ইহাদের দ্বারা তদ্রূপ না হইয়া পৃথক্‌রূপে অবস্থান করেন, তিনিই মুক্ত এবং তিনি অতি শীঘ্র পরম কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৫-১৬

মুনে! যাঁহার কোনও প্রার্থীর প্রতি দৃষ্টি যায় না, যিনি তাহাদের স্পর্শ ও কাহারও সহিত বার্তালাপ করেন না, তিনি পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হন ॥

কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে না। সকলের প্রতি মিত্রভাব রাখিয়া বিচরণ করিবে এবং মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না ॥ ১৮

যিনি আত্মতত্ত্ব জানেন ও যাঁহার মন বশীভূত, তাঁহার পক্ষে এই পরম কল্যাণসাধন কঠিন হইবার কি যে, তিনি কোনও বস্তু সংগ্রহ করিবেন না, সকলই ত্যাগ করিবেন এবং কামনা ও চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া দিবেন ॥ ১৯

একগ্রাহঃ পরং শ্রেয় আত্মজস্য জিতাত্মনঃ ॥ ১৯
পরিগ্রহং পরিত্যজ্য শুভ ভাত জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অশোকং স্থানমাতিষ্ঠ ইহ চামুত্র চাভয়ম্ ॥ ২০
নিরাশিষো ন শোচন্তি ত্যক্তেষ্বাশিষমাত্মনঃ
পরিত্যজ্যাশিষঃ সৌম্য দুঃখপ্রাপ্তাদ্ বিমোক্ষসে ॥ ২১
তপোনিত্যেন দান্তেন মুনিনা সাধুবর্তিনা
অজিহ্মং জেতুকামেন ভাব্যং সজ্ঞেষসঞ্জিনা ॥ ২২
তপসজ্ঞেষনাসক্ত একচর্যারতঃ সদা।
ব্রাহ্মণো নচিরাদেব পুরুষঃ রাত্যনুত্তমম্ ॥ ২৩
ন্যস্তারামেষু ভূতেষু য একো রমতে মুনিঃ
বিদ্ধি প্রজ্ঞানতৃপ্তং তা জ্ঞানতৃপ্তো ন শোচতি ॥ ২৪
শুভৈর্ভবতি দেবত্বং ব্যামিশ্রৈর্জন্ম মানুষম্
অশুভৈশ্চাপ্যধো জন্ম কর্মভির্ভবতেঽবশঃ ॥ ২৫

ভাত শুকদেব! তুমি সংগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া যাও এবং সেই পদ লাভ কর, যাহা ইহলোক ও পরলোকের নির্ভয় এবং সর্বথা শোকরহিত ॥ ২০

যাঁহারা ভোগসমূহ পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা কখনও শোকগ্রস্ত হন না। সেই কারণে প্রত্যেক মানুষের ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করা উচিত। সৌম্য! ভোগসমূহ পরিত্যাগ করিয়া দিলে পর তুমি দুঃখ ও সন্তাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে ॥ ২১

যিনি অভিজিৎকে (পরমাত্মাকে) জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তপস্বী, জিতেন্দ্রিয়, মননশীল, সাধুচরিত ও বিষয়সমূহে অনাসক্ত হইবেন ॥ ২২

যে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসাত্মক বিষয়সমূহে আসক্ত না হইয়া সদা একান্তবাসী হন, তিনি অতিশীঘ্র সর্বোত্তম পুরুষরূপ মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৩

বৈষয়িক সুখ বলিয়া গণ্যকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে থাকিয়াও যে মুনি একাকী থাকারই ন্যায় আনন্দভোগ করেন, তাঁহাকে বিজ্ঞানের দ্বারা তৃপ্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। যিনি জ্ঞানের দ্বারা তৃপ্ত হন, তিনি কখনও শোক করেন না ॥ ২৪

জীব সর্বদা কর্মের অধীনস্থ থাকে। সে শুভ কর্মফলের অনুষ্ঠানে দেবত্ব লাভ করে, শুভ ও অশুভ উভয় কর্মের সংমিশ্রণে মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং কেবল অশুভ কর্মসমূহের দ্বারা পশু পক্ষী আদি নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ ২৫

তত্র মৃত্যুজরাদুঃখৈঃ সততং সমভিদ্রুতঃ।
সংসারে পচ্যতে জন্তুস্তৎকথং নাববুধ্যসে ॥ ২৬
অহিতে হিতসংজ্ঞস্ত্বমপ্রবে ধ্রুবসংজ্ঞিকঃ
অনর্থে চার্থসংজ্ঞস্ত্বং কিমর্থং নাববুধ্যসে ॥ ২৭
সংবেষ্ট্যমানং বহুভির্মোহাৎ তন্তুভিরাত্মকৈঃ।
কোষকার ইবাত্মানং বেষ্টয়ন্ নাববুধ্যসে ॥ ২৮
অলং পরিগ্রহেণেহ দোষবান্ হি পরিগ্রহঃ।
কৃমিহি কোষকারস্তু বধ্যতে স পরিগ্রহাৎ ॥ ২৯
পুত্রদারকুটুম্বেষু সক্তাঃ সীদন্তি জন্তবঃ।
পঙ্কার্ণবে মগ্না জীর্ণা বনগজা ইব ॥ ৩০
মহাজালসমাকীর্ণান্ স্থলে মৎস্যানিবোদ্ধৃতান্।
স্নেহজালসমাকীর্ণান্ পশ্য জন্তূন্ সুদুঃখিতান্ ॥ ৩১

সেই সেই যোনিতে জীবকে সর্বদা জন্ম-মৃত্যু ও নানাপ্রকার দুঃখে সন্তপ্ত হইতে হয়। এইভাবে সংসারে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রাণী সন্তাপের অগ্নিতে পক্ক হইতে থাকে—এই বিষয় তুমি কেন বুঝিতেছ না? ২৬

তুমি অহিতে হিতবুদ্ধি করিয়াছ, যাহা অধ্রুব (বিনাশশীল) বস্তু, উহাকেই তুমি ধ্রুব (অবিনাশী) আখ্যা দিয়াছ এবং অনর্থে তুমি অর্থবোধ করিতেছ। এই কথা তুমি কেন বুঝিতে পারিতেছ না? ২৭

যেরূপ রেশমে কীট (গুটিপোকা) নিজের শরীর হইতে উৎপন্ন তন্তুসমূহের দ্বারা নিজেকে নিজে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ তুমিও মোহবশতঃ নিজ হইতে উৎপন্ন সম্বন্ধের বন্ধনের দ্বারা নিজেকে নিজে বদ্ধ করিতে যাইতেছ, ইহাও তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। ২৮

এ জগতে নিষ্প্রয়োজন বস্তুসমূহের সংগ্রহের কোন আবশ্যকতা নাই; সংগ্রহ হইতেই দোষের উদ্ভব হয়। রেশমের কীট নিজের সংগ্রহ দোষের জন্যই বন্ধনগ্রস্ত হইয়াছে। ২৯

স্ত্রী-পুত্র ও কুটুম্বাদিতে আসক্ত প্রাণীরা সেইভাবে কষ্টভোগ করে, যেরূপ বনমধ্যে বৃদ্ধ হস্তীরা সরোবরের পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া কষ্টভোগ করিয়া থাকে। ৩০

যেরূপ বৃহৎ জালে আবদ্ধ হইয়া জলের মধ্য হইতে স্থলে উত্থাপিত মৎস্যগণ ছটফট করে, সেইরূপ স্নেহজালে আবদ্ধ হইয়া অত্যন্ত কষ্টভোগকারী এই প্রাণিদিগের প্রতি তুমি দৃষ্টিপাত কর। ৩১

কুটুম্বং পুত্রদারাংশ্চ শরীরং সকলাংশ্চ মে
পারক্যমধ্রুবং সর্বং কিং মাং দুষ্কৃতদুষ্কৃতম্
যদা সর্বং পরিত্যজ্য গন্তব্যমবশেন তে
অনর্থে কিং প্রসক্তস্ত্বং স্বমর্থং নানুতিষ্ঠসি
অবিজ্ঞাস্তমনালম্বমপ্রমেয়মহৈশিকম্
তমঃকান্তারমধ্বানং কথমেকো গমিষ্যসি ॥ ৩৪
ন হি ত্বাং প্রস্থিতং কশ্চিৎ পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যতি
সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চ ত্বাং যাস্যমনুযাস্যতি ॥ ৩৫
বিত্তং ত্বয়া চ শৌচঞ্চ জ্ঞানঞ্চ বহুবিস্তরম্
অর্থার্থমনুসার্যান্তে সন্ধার্যন্তি বিমুচ্যতে ॥ ৩৬
নিবন্ধনী রজ্জুরেষা যা গ্রামে বসতো রতিঃ।
ছিন্ধ্যেতাং সুকৃতো যান্তু নৈনাং ছিন্দন্তি দুষ্কৃতঃ ॥ ৩৭

সংসারে কুটুম্ব, স্ত্রী, পুত্র, শরীর ও সংগ্রহ—এ সব অধ্রুব পরদ্রব্য এবং নাশবান্। ইহার মধ্যে নিত্য কি আছে? কেবল পাপ ও পুণ্যই বিদ্যমান আছে।

সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। তখন এই অনর্থময় জগতে কেন আসক্ত হইতেছ? নিজের বাস্তবিক অর্থ—মোক্ষের সাধন তুমি কেন করিতেছ না? ৩৩

যেখানে থাকিবার কোন স্থান নাই, কেহ আশ্রয়দাতা নাই এবং নিজের দেহের কোন সঙ্গী বা পথনির্দেশক কেহ নাই, যাহা অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সেই পথ দিয়া তুমি একাকী কিভাবে গমন করিতে সমর্থ হইবে? ৩৪

যখন তুমি পরলোকের পথে গমন করিতে থাকিবে, তখন কেহই তোমার পশ্চাতে যাইবে না। কেবল তোমার কৃত পুণ্য বা পাপই পরলোকপথে গমনকারী তোমার অনুগমন করিবে। ৩৫

অর্থের (পরমাত্মার) প্রাপ্তির জন্যই বিদ্যা, কর্ম, পবিত্রতা ও অন্যান্য বিস্তৃত জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যখন কার্যের সিদ্ধি (পরমাত্মার প্রাপ্তি) হইয়া যায়, তখন মানুষ মুক্ত হইয়া থাকে। ৩৬

গ্রামে বাসকারী মানুষের বিষয়সমূহের প্রতি যে আসক্তি হয়, উহাই তাহার বন্ধনের পক্ষে রজ্জুর সমান। পুণ্যাত্মা পুরুষগণ উহাকে ছেদন করিয়া অগ্রসর—পরমাত্মার পথের দিকে গমন করেন; কিন্তু যাহারা পাপী, উহারা সেই বন্ধনকে ছেদন করিতে পারে না। ৩৭

রূপকূলাং মনঃস্রোতাং স্পর্শদ্বীপাং রসাবহাম্ ।
গন্ধপঙ্কাং শব্দজলাং ধর্মমার্গসুরাবহাম্ ৩৮
ক্ষমাবিত্রাং সত্যময়ীং হৃষ্টৈশ্বর্যবটাবৃতাম্
ত্রিবর্গাভাগযোগাং স্ত্রীয়াং নৌভার্যাং তাং নদীং তরেৎ ৩৯
ত্যজ ধর্মমধর্মঞ্চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তৎ ত্যজ
ত্যজ ধর্মমসুখোদর্কং চাপ্যনিত্যসুখং ত্যজ
উভে সত্যানৃতে বুদ্ধ্বা বুদ্ধিং পরমনিশ্চয়ে ৪১
অস্থিস্নায়ু-সুসংযুক্তং মাংসশোণিতলেপনম্
চর্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধং পূর্ণং মূত্র-পুরীষয়োঃ ৪২
জরাশোকসমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরম্
রজস্বলমনিত্যঞ্চ ভূতাবাসমিমং ত্যজ ৪৩
ইদং বিশ্বং জগৎ সর্বমজস্রঞ্চাপি যদ্ ভবেৎ
মহাভূতাত্মকং সর্বং মহদ্ যৎ পরমাত্মায়ং ৪৪

এই সংসার এক নদীর সমান। যাহার উপাদান বা উৎপত্তি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ, যাহার তীর, মন স্রোত, স্পর্শ দ্বীপ এবং রস প্রবাহ। গন্ধ সেই নদীর কর্দম, শব্দ, জল ও ধর্ম তাহার সুখময় ঘাট। শরীর-রূপ নৌকার সহায়তায় উহা পার হওয়া যায়। ক্ষমা ইহাকে সহজে যাইবার উপযোগী এবং ধৈর্য তাহাকে স্থির করিবার রজ্জু। যদি ত্যাগরূপ অনুকূল বায়ুর সহায়তা পাওয়া যায়, তবে এই শীঘ্রগামিনী নদী সহজে পার হওয়া যায়। ইহাকে পার হইবার জন্য অবশ্যই যত্ন করিবে। ৩৮-৩৯

ধর্ম ও অধর্ম পরিত্যাগ কর। সত্য ও অসত্যকেও পরিহার কর এবং এই উভয়কে যাহা দ্বারা ত্যাগ করিবে, তুমি উহাকেও পরিত্যাগ করিয়া দিবে। ৪০

সত্যত্যাগের দ্বারা ধর্মকে এবং নিষ্কাম্যত্যাগের দ্বারা অধর্মকে পরিত্যাগ কর। ঐ প্রকার বুদ্ধির দ্বারা অসত্যকে ত্যাগ করত পরমতত্ত্বের নিশ্চয়ের দ্বারা বুদ্ধিকে ত্যাগ করিয়া যাও। ৪১

এই শরীর পঞ্চভূতের গৃহ। ইহা অস্থির তন্তুতে বিযুক্ত আছে। ইহা নাড়িসকলের দ্বারা বদ্ধ, ত্বক-মাংসে লিপ্ত এবং চর্মের দ্বারা আবৃত আছে। ইহাতে মল-মূত্র পূর্ণ আছে, সেইজন্য ইহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। ইহা বার্দ্ধক্য ও শোকে ব্যাপ্ত, রোগসকলের গৃহ, দুঃখভরণ, রজোগুণময়ী মূর্তিতে আবৃত এবং অনিত্য; অতএব তোমার ইহাতে আসক্তি ত্যাগ করা উচিত। ৪২-৪৩

এই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ পঞ্চমহাভূতের দ্বারা উৎপন্ন, সেইজন্য মহাভূতস্বরূপ। যাহা শরীরের পরে স্থিত, মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা
ইত্যেষ সপ্তদশকো রাশির্ব্যক্তসমাত্মকঃ ৪৫
সর্বৈরিন্দ্রিয়ার্থৈশ্চ ব্যক্তাব্যক্তৈরিহ স্মৃতিঃ
চতুর্বিংশক ইত্যেষ ব্যক্তাব্যক্তময়ো গণঃ ৪৬
এতৈঃ সর্বৈঃ সমাযুক্তঃ পুমানিত্যভিধীয়তে
ত্রিবর্গং তু সুখং দুঃখং জীবিতং মরণং তথা ৪৭
য ইমং বেদ তত্ত্বেন স বেদ প্রভবাপ্যয়ৌ
পারম্পর্যেণ বোদ্ধব্যা জ্ঞানাগার ষড় ত্বিমে ৪৮
ইন্দ্রিয়ৈর্যদ্ গৃহ্যতে যদ্ যৎ তত্ত্ব তাত্ত্বমিতি স্থিতিঃ
অব্যক্তমিতি বিজ্ঞেয়ং লিঙ্গগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ৪৯
ইন্দ্রিয়ৈর্নিয়তৈর্যৌগী যাবাত্তিষ্ঠিব তর্প্যতে
লোকে বিতত্তমাত্মানং লোকাংশ্চাত্মনি পশ্যতি ৫০
পরাবরজ্ঞঃ শক্তির্জ্ঞানমূলা ন সংশয়তি
পশ্যন্ত: সর্বভূতানি সর্বাবস্থাসু সর্বদা ৫১

বুদ্ধি, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ সূক্ষ্মমহাভূত অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ প্রাণ ও মনাদি গুণ—এই সপ্তদশ তত্ত্বসমূহের নাম অব্যক্ত। ৪৪-৪৫

ইহাদের সহিতই পঞ্চ বিষয় অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং মন ও অহঙ্কার—এই সম্পূর্ণ ব্যক্তাব্যক্ত মিলিত করিলে পর যে চব্বিশটি তত্ত্ব হয়, উহাকে ব্যক্তাব্যক্তময়সমূহ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ৪৬

এই সব তত্ত্বের দ্বারা যে সংযুক্ত থাকে, উহাকে পুরুষ বলে। যে পুরুষ ধর্ম, অর্থ, কাম, সুখ-দুঃখ ও জীবন-মরণের তত্ত্বকে যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন, তিনি উৎপত্তি ও প্রলয়ের তত্ত্বও যথার্থরূপে জানেন। ৪৭।

জ্ঞানসমূহে যাহা বিদ্যু আছে, উহা পরম্পরাক্রমে জানা উচিত। যে পদার্থ ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা গ্রহণ করা যায়, উহাকে ব্যক্ত বলে এবং যাহা ইন্দ্রিয়গণের অগোচর বলিয়া অনুমানের দ্বারা জানা যায়, উহাকে অব্যক্ত বলা হয়। ৪৮-৪৯

যাহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত, সেই যোগবান্ জীব সেইরূপে তৃপ্ত হইয়া যান, যেরূপ যথার্থ ধারণা দ্বারা শিক্ষিত ব্যক্তি তৃপ্ত হয়। জ্ঞানী পুরুষ নিজেকে প্রাণিগণের দ্বারা ব্যাপ্ত এবং প্রাণিগণকে নিজের মধ্যে স্থিত দেখিয়া থাকেন। ৫০

সেই পরাবরজ্ঞানী পুরুষের জ্ঞানমূলক শক্তি কখনও নষ্ট হয় না। যিনি সমস্ত ভূতগণকে সকল অবস্থাতেই সর্বদা দর্শন করেন, তিনি সমস্ত প্রাণিগণের সহবাসে থাকিয়াও কখনও অজ্ঞত

সর্বভূতস্য সংযোগো নাত্মজ্ঞেনোপপদ্যতে
জ্ঞানেন বিবিধান্ ক্লেশানতিবৃত্তস্য মোহজান্ ॥ ৫২
লোকে বুদ্ধিপ্রকাশেন লোকমার্গো ন রিষ্যতে
অনাদিনিধনং জন্তুমাত্মানি স্থিতমব্যয়ম্ ৫৩
অকর্তারমমূর্তঞ্চ ভগবানাহ তীর্থবিৎ
যো জন্তুঃ স্বকৃতৈস্তৈস্তৈঃ কর্মভির্নিত্যদুঃখিতঃ ॥ ৫৪
স দুঃখপ্রতিঘাতার্থং হৃষ্যতি জন্তুরনেকধা
ততঃ কর্ম সমাদত্তে পুনরন্যন্নবং বহু ॥৫৫
তপ্যতেঽথ পুনস্তেন ভুক্তপূর্বমিবাতুরঃ
অজস্রমেব মোহাদ্যো দুঃখেষু সুখসংজ্ঞিতঃ ॥ ৫৬
যদ্যদ্ধি মন্যতে চৈব কর্মভির্মন্যবৎ সদা
ততো নিবদ্ধঃ স্বাং যোনিং কর্মণানুপরাধিহ ৫৭
পরিভ্রমতি সংসারে চক্রবদ্ বহুবেদনঃ।
স ত্বং নিবৃত্তবন্ধস্ত নিবৃত্তশ্চাপি কর্মতঃ ॥ ৫৮
সর্ববিৎ সর্বজিৎ সিদ্ধো ভব ত্যাগবিজৃম্ভিতঃ।
সংযমেন নয়ং বন্ধঃ নিবর্ত্য তপসো বলাৎ
লব্ধ্বাত্মা লঘুঃ সিদ্ধিমুপায়াদ্যাং সুখোদয়াম্ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকোৎপত্তৌ
একোনত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২৯

কর্মফলের দ্বারা বদ্ধ হন না অর্থাৎ তিনি কোন অশুভ কর্ম করেন না। ৫১॥

যিনি জ্ঞানের বলে মোহজনিত নানাপ্রকার ক্লেশ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে জগতে বুদ্ধির প্রকাশে কোনও লোক ব্যবহারের পথ অবরুদ্ধ হয় না ॥ ৫২॥

মোক্ষের উপায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ভগবান্ নারায়ণ বলেন—আদি-অন্তরহিত, অবিনাশী, অকর্তা এবং নিরাকার জীবাত্মা এই শরীরে অবস্থিত থাকেন ॥ ৫৩॥

যে জীব নিজেরই কৃত বিভিন্ন কর্মসমূহের দ্বারা সর্বদা দুঃখিত থাকে, সে এই দুঃখের নিবারণের জন্য নানা প্রকার প্রাণিগণকে হত্যা করে ॥ ৫৪॥

তদনন্তর সে আরও নব নব বহু কর্ম করিতে থাকে এবং যেরূপ রোগী অপথ্য খাইয়া দুঃখ পায়, সেইরূপ ঐ কর্মের দ্বারা সে অধিক কষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৫॥

যে ব্যক্তি মোহে অন্ধ (বিবেকশূন্য) হইয়া নিয়তে, সে সদাই দুঃখপ্রদ ভোগসমূহেই সুখবুদ্ধি করিয়া থাকে এবং অনবরত কর্মফলে বদ্ধ ও মণ্ডিত হয় ॥ ৫৬॥

তারপর প্রারব্ধ কর্মের উদয় হইলে পর সেই বদ্ধ প্রাণী কর্মানুসারে জন্মলাভ করিয়া সংসারে নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করিতে করিতে এ স্থানে চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকে ॥ ৫৭॥

সেইজন্য তুমি কর্মসমূহ হইতে নিবৃত্ত, সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত, সর্বজ্ঞ, সর্ববিজয়ী, সিদ্ধ ও সাংসারিক আসক্তিরহিত হইয়া যাও ॥ ৫৮॥

বহুজ্ঞানী পুরুষ সংযম ও তপস্যার বলে নূতন বন্ধনকে ছেদন করত অনন্ত সুখপ্রদ অবাধ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ॥ ৫৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে একোনত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শুকদেবায় নারদকর্তৃকঃ সদাচারাদ্যধ্যাত্মবিষয়কোপদেশপ্রদানম্]

নারদ উবাচ

অশোক্যং শোকনাশার্থং শাস্ত্রং যাতি করং দিবম্
নিয়ম্য লভতে বুদ্ধিং তাং লব্ধ্বা সুখমেধতে
শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্
তস্মাদনিষ্টনাশার্থমিতিহাসং নিবোধ মে
ভিদ্যতে চেদ্ যথে বুদ্ধির্লভতে শোকনাশনম্ ॥ ৩
অনিষ্টলাভপ্রাপ্তৌ বিপ্রয়োগে প্রিয়স্য চ
মনুষ্যা মানসৈর্দুঃখৈর্যুজ্যন্তে ভরবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪
ভব্যেষু সমতীতেষু যে গুণাংস্তান্ ন চিন্তয়েৎ
ন তানাত্মিন্নমাণস্য স্নেহবন্ধঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫
মোহধর্মী ভবেৎ তত্র যত্র রাগঃ প্রবর্ততে
অনিষ্টবিত্তিঃ শস্তেৎ তথা ক্ষিপ্রং বিরজ্যতে ॥ ৬

নার্থো ন যত্নো ন ধনং মেহতীতমনুশোচতি
অপাতাবেন যুক্তেত তচ্চান্ত ন নিবর্ততে ॥ ৭
গুণৈর্যুক্তানি যুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথৈব চ
সর্বাণি নৈতদেকস্য শোকস্থানং হি বিদ্যতে ॥ ৮
মৃতং বা যদি বা নষ্টং যোঽতীতমনুশোচতি
দুঃখেন লভতে দুঃখং যাবন্নার্থো প্রপদ্যতে ॥ ৯
নাশ্রু কুর্বন্তি যে মূঢ়া দৃষ্ট্বা লোকেষু সম্ভতিম্
সম্যক্ প্রপশ্যতঃ সর্বং নাশ্রুকর্মোপশাম্যতে ॥ ১০
দুঃখোপঘাতে শারীরে মানসে চাপ্যুপস্থিতে
যস্মিন্ ন শক্যতে কর্তুং যত্নস্তত্রানুচিন্তয়েৎ ॥ ১১
তৈষজ্যমেতদ্ দুঃখস্য যদেতদনুচিন্তয়েৎ
চিন্ত্যমানং হি ন বোধি ভূয়শ্চাপি প্রবর্ধতে ॥১২

ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[শুকদেবকে নারদের সদাচার ও অধ্যাত্মবিষয়ক উপদেশদান।]

নারদ বলিলেন,—শুকদেব! শাস্ত্র শোক নাশ করেন, শান্তিকর ও কল্যাণকর। যিনি নিজের শোক নাশ করিবার জন্য শাস্ত্র শ্রবণ করেন, তিনি উত্তম বুদ্ধি লাভ করত সুখী হন। ১

শোকের সহস্র এবং ভয়ের শত স্থান আছে। ইহারা মূর্খ পুরুষের উপরই নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে, বিদ্বান্ ব্যক্তির উপর নহে। ২

সেইহেতু নিজের অনিষ্ট নাশ করিবার জন্য আমার এই উপদেশ শ্রবণ কর,—যদি বুদ্ধি শক্তা নিজের বশীভূত থাকে, তবে চিরকালের জন্য শোক নষ্ট হইয়া যায়। ৩

মনুষ্যমাত্রই অনিষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রিয় বস্তুর বিয়োগ হইলে পরই মনে মনে দুঃখিত হইয়া থাকে ॥ ৪

যে বস্তু অতীত কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহার গুণসকলের স্মরণ করা উচিত নহে; কারণ, যে ব্যক্তি আবার সহজভাবে তাহার গুণসকল চিন্তা করে, তাহার উহার প্রতি আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হয় না। ৫

যেখানে চিত্তের আসক্তি বর্ধিত হইতে থাকে, সেখানে মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত এবং উহা অনিষ্টবর্ধক বলিয়া বুঝা উচিত। এরূপ করিলে পর তাহার শীঘ্রই বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। ৬

যে ব্যক্তি অতীত কোন বস্তুর জন্য শোক করে, তাহার অর্থপ্রাপ্তি হয় না, ধর্মলাভ হয় না এবং যশোলাভও হয় না। সে কেবল অভাব অনুভব করিতে থাকিয়া দুঃখ ভোগ করে। তাহার অভাব আদৌ নষ্ট হয় না ॥ ৭

সকল প্রাণীরই উত্তম পদার্থসমূহের সহিত সংযোগ ও বিয়োগ হইতে থাকে। কোন একজনের উপর যে কেবল সে কষ্ট আসে, তাহা নহে ॥ ৮

যে মানুষ অতীতকালে মৃত কোন ব্যক্তির জন্য অথবা নষ্ট কোনও বস্তুর জন্য নিরন্তর শোক করে, সে কেবল এক দুঃখ হইতে অন্য এক দুঃখই লাভ করে। এইভাবে তাহার দুইটি অনর্থ ভোগ হইয়া থাকে ॥ ৯

যে মানুষ সংসারে নিজের সন্তানের মৃত্যু হইতে দেখিয়াও অশ্রুপাত করেন না, তিনিই ধীর। সমস্ত বস্তুর উপরেই ভাবে দৃষ্টিপাত বা বিচার করিলে পর কাহারও অশ্রুপাত করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ১০

যদি কোন শারীরিক বা মানসিক দুঃখ উপস্থিত হয় এবং উহাকে নষ্ট করিবার জন্য যদি কোন যত্ন করা হয় অথবা কৃত যত্ন যদি সফল না হয়, তবে তাহার জন্য কোনও চিন্তা করা উচিত নয়। ১১

দুঃখ নাশ করিবার সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ হইল - উহার বারংবার

প্রজ্ঞয়া মানসং দুঃখং হন্যাচ্ছারীরমৌষধৈঃ
এতদ্ বিজ্ঞানসামর্থ্যং ন বালৈঃ সমতাম্বিয়াৎ ॥ ১৩
অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং দ্রব্যসঞ্চয়ঃ
আরোগ্যং প্রিয়সংবাসো গৃধ্যেৎ তত্র ন পণ্ডিতঃ ॥ ১৪
ন জ্ঞানপরিকং দুঃখমেকঃ শোচিতুমর্হতি
অশোচন্ প্রতিকুর্বীত যদি পশ্যেদুপক্রমম্ ॥ ১৫
সুখাদ্ বহুতরং দুঃখং জীবিতে নাত্র সংশয়ঃ
সিদ্ধ্যৈ চেন্দ্রিয়ার্থেষু মোহাদ্ভরতমপ্রিয়ম্ ॥ ১৬
পরিত্যজতি যো দুঃখং সুখং বাপ্যুভয়ং নরঃ
অত্যেতি ব্রহ্ম সোঽত্যন্তং ন তং শোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১৭
ত্যাগাদ্ধি দুঃখমর্থানাং হি পালনে ন চ তে সুখাঃ
দুঃখেন চাধিগম্যন্তে নাশয়েদ্যাং ন চিন্তয়েৎ ॥ ১৮
অল্পামেধা ধনাবাপ্তাং প্রাপ্য বৈশেষিকীং নরাঃ

অতৃপ্তা যান্তি বিনাশং সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১৯
সর্বে ক্ষযান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং হি জীবিতম্ ॥ ২০
অস্তো নাস্তি পিপাসায়াস্তুষ্টিস্তু পরমং সুখম্
তস্মাদ্ ধনসমুদ্যমেহং ধনং পঙ্কস্যি পণ্ডিতাঃ ॥ ২১
নিমেষমাত্রমপি হি সর্বো গচ্ছন্ন তিষ্ঠতি
ধনরত্নেষ্বনিত্যেষু নিত্যং কিমনুচিন্তয়েৎ ॥ ২২
ভূতেষু ভাবং সঞ্চিন্ত্য যে বুদ্ধ্যন্তে মনসঃ পরম্
ন শোচন্তি গতাত্মানং পশ্যন্তঃ পরমাং গতিম্ ॥ ২৩
সংচিন্ত্যানক্ষমেবৈনং কামানামবিতৃপ্তকম্
ব্যাঘ্রঃ পশুমিবাসাদ্য মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি ॥ ২৪
তথাপ্যুপায়ঃ সম্পশ্যেদ্ দুঃখস্য পরিমোক্ষণম্
অশোচন্ মারভেচ্চৈব মুক্তশ্চাধ্যসনী ভবেৎ ॥ ২৫

চিন্তা না করা। চিন্তা করিলে উহা নষ্ট হয় না, বরং আরও বাড়িয়া যায়।

সেইজন্য মানসিক দুঃখকে বুদ্ধির দ্বারা বিচারে এবং শারীরিক কষ্ট ঔষধ সেবনে নষ্ট করিবে। শাস্ত্রজ্ঞানের প্রভাবেই এরূপ হওয়া সম্ভব। দুঃখ আসিলে পর পালকগণের ন্যায় শোক করা উচিত নহে। ১২

যৌবন, জীবন, ধন-সংগ্রহ, আরোগ্য এবং প্রিয় জনগণের সহবাস—এ সবই অনিত্য। বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহাতে আসক্ত হইবেন না। ১৩

সমস্ত স্নেহের উপর সন্তপ্ত সন্তটের জন্য কোন এক ব্যক্তির শোক করা উচিত নহে। যদি সেই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইবার কোন উপায় থাকে, তবে শোক ত্যাগ করিয়া উহাই নিষ্পন্ন করিবে। ১৪

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, জীবনে সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিক হয়। কিন্তু সকলেরই মোহবশতঃ বিষয়সমূহের প্রতিই অনুরাগ হয় এবং মৃত্যুকে অপ্রিয় লাগে। ১৫

যে মানুষ সুখ ও দুঃখ উভয়েরই চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া দেন, তিনি অক্ষয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিদ্বান্ পুরুষগণ ইহার জন্য শোক করেন না। ১৭

ধন ব্যয় করিবার সময় দুঃখ হয়। উহার রক্ষার সময়েও সুখ নাই এবং উহার প্রাপ্তিও অতিশয় কষ্টসাধ্যই হয়; অতএব ধনকে প্রত্যেক অনর্থেরই দুঃখদায়ক বোধ করিয়া তাহা নষ্ট হইয়া যাইলে চিন্তা করা উচিত নহে। ১৮

মানুষগণ ধন সংগ্রহ করিতে করিতে প্রথম অবস্থা অপেক্ষা বিশেষ ধনসম্পত্তি লাভ করিয়াও কখনও তৃপ্ত হয় না; তাহারা আরও অধিক আশা লইয়া মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু বিদ্বান্ পুরুষগণ সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁহারা ধনের তৃষ্ণায় পতিত হন না। ১৯

সমস্ত সংগ্রহের অন্ত হইল বিনাশ। উচ্চস্থানে আরোহণের শেষ হইল পতন। সংযোগের অন্ত হইল বিয়োগ এবং জীবনের শেষ হইল মৃত্যু। ২০

কিন্তু তৃষ্ণার কোন অন্ত নাই। সন্তোষই পরম সুখ, সেই জন্য পণ্ডিতগণ এ জগতে সন্তোষকেই উত্তম ধন বলিয়া মনে করেন। ২১

আয়ু নিরন্তর অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছে। সে নিমেষকাল-মাত্রও অপেক্ষা করে না। যখন নিজের দেহই অনিত্য, তখন এই সংসারের কোন্ বস্তুকে নিত্য বলিয়া গণ্য করিবে? ২২

যে মানুষ সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মনের অতীত পরমাত্মার স্থিতি জানিয়া তাঁহারই চিন্তা করেন, তিনি সংসারযাত্রা সম্বন্ধে হইতে পর পর সাক্ষাৎকার করিতে করিতে শোকের দ্বারা আক্রান্ত হন না। ২৩

যেরূপ ধনলোভী নর নব নব ভোগের অন্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে অতৃপ্ত পশুকে সহসা ব্যাঘ্র আসিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ ভোগসমূহের অন্বেষণে রত অথচ অতৃপ্ত মনুষ্যকে সহসা মৃত্যু উঠাইয়া লইয়া যায়। ২৪

অতএব সকলের দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের উপায় অবশ্যই চিন্তা করা উচিত। যে ব্যক্তি শোক ত্যাগ করিয়া সাধন

শব্দে স্পর্শে চ রূপে চ গন্ধেষু চ রসেষু চ
নোপভোগাৎ পরা কিঞ্চিদ্ বসিনো ধারণস্য চ ॥ ২৬
প্রাক্‌সম্প্রয়োগাদ্ তৃপ্তানাং নাস্তি দুঃখং পরাবরম্,
বিপ্রয়োগাৎ তু সর্বস্য ন শোচেৎ প্রকৃতিস্থিতঃ ॥২৭
তৃষ্ণাং বিরোধয়ন্ রক্ষেৎ পাণিপাদচক্ষুষা।
চক্ষুঃশ্রোত্রে চ মনসা মনো বাচঞ্চ বিদ্বান্ ॥ ২৮
প্রণয়ঞ্চ প্রসঙ্গাংশ্চ সাঙ্গতেষ্বিতরেষু চ।

আরম্ভ করে এবং কোনও স্থানে আসক্ত হয় না, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ২৫

ধনী হউক নির্ধন হউক, সকলেরই উপভোগকালেই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও উত্তম গন্ধাদি বিষয়সমূহের কিঞ্চিৎ সুখের প্রতীতি হয়, উপভোগের পর নহে। ২৬

প্রাণিগণের পরস্পরের সংযোগ হইবার পূর্বে কোনও দুঃখ থাকে না। যখন সংযোগের পর বিয়োগ হয়, তখনই সকলের দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব নিজের স্বরূপে অবস্থিত বিবেকী পুরুষের কাহারও বিয়োগে কখনও শোক করা উচিত নহে। ২৭

বিচরেদসমুদ্ধতঃ স সুখী স চ পণ্ডিতঃ। ২৯
অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ
আত্মনৈব সহায়েন যশ্চরেৎ স সুখী ভবেৎ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকানুশাসনে
ত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩০

মানুষের কর্তব্য এই—তিনি বৈর্য্যের দ্বারা জিহ্বা ও উপস্থকে, চক্ষুর দ্বারা হস্ত ও পদদ্বয়কে, মনের দ্বারা চক্ষু ও কর্ণকে এবং বাক্‌শক্তির দ্বারা মন ও বাক্যকে রক্ষা করিবেন। ২৮

যে ব্যক্তি পুত্রগণ ও অন্য বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে আসক্তি পরিহার করিয়া বিনীতভাবে বিচরণ করেন, তিনিই সুখী ও তিনিই পণ্ডিত। ২৯

যিনি অধ্যাত্মচিন্তায় অনুরক্ত, কামনাশূন্য ও ভোগাসক্তিহীন এবং যিনি একাকীই বিচরণ করেন, তিনিই সুখী হন। ৩০

ঐবরহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের ঊর্দ্ধগমনবিষয়ক ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারদের শুকদেবকে কর্মফলপ্রাপ্তি পরমতত্ত্বতায় উপদেশদানম্, সূর্য লোকাৎ গচ্ছতঃ শুকদেবস্য -সিদ্ধানুগ্রহণঞ্চ]

নারদ উবাচ

সুখদুঃখবিপর্য্যাসো যদা সমনুপশ্যতে
নৈনং প্রজ্ঞা সুচীর্ণং বা ত্রায়তে নাপি পৌরুষম্ ॥ ১
স্বভাবাদ্ বন্ধমাপিষ্টৈর্ বন্ধনান্ নাবসীদতি
জরা-মরণ-রোগেভ্যঃ প্রিয়মাত্মানমুদ্ধরেৎ।
ক্ষরন্তি হি শরীরাণি রোগাঃ শারীরমানসাঃ
সায়কা ইব তীক্ষ্ণাগ্রাঃ প্রযুক্তা দূরবর্ত্তিভিঃ ॥ ৩
ব্যাধিভ্যো বিবিধেভ্যস্তু ভীতো ভীবিতৈষিণঃ
অবশস্য বিনাশায় শরীরমপকৃষ্যতে ॥ ৪
প্রবন্তি ন নিবর্তন্তে স্রোতাংসি সরিতামিব
আয়ুরাদায় মর্ত্যানাং রাত্র্যহানি পুনঃ পুনঃ ॥ ৫

একত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়

[নারদ কর্তৃক শুকদেবকে কর্মফল প্রাপ্তিবিষয়ে পরমতত্ত্বতার উপদেশদান এবং শুকদেবের সূর্যলোকে গমন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

নারদ বলিলেন, শুকদেব! যখন মানুষ সুখকে দুঃখ এবং দুঃখকে সুখ বলিয়া বোধ করিতে থাকে, সেই সময় বুদ্ধি, উত্তম নীতি ও পুরুষকার তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। ১

অতএব মানুষের স্বভাবতই এ বিষয়ের জন্য যত্ন করা উচিত; কারণ, যত্নপরায়ণ মানুষ কখনও দুঃখে অবসন্ন হয় না। আত্মাই সকলের পরাপেক্ষা অধিক প্রিয়, সেইজন্য জরা, মৃত্যু ও রোগসমূহের কবল হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবে। ২

শারীরিক ও মানসিক রোগসমূহ বহুপ্রকারী বীর পুরুষগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণসকলের ন্যায় শরীরকে বিদ্ধ করিয়া থাকে। ৩

তৃষ্ণায় ব্যথিত, দুঃখিত ও বিবশ হইয়া জীবিত থাকিবার বাসনাকারী মনুষ্যের শরীর বিনাশের দিকেই আকৃষ্ট হইতে থাকে। ৪

যেরূপ নদীসকলের স্রোত অগ্রভাগের দিকেই প্রবাহিত হয়, পশ্চাদ্‌ভাগের দিকে নহে, সেইরূপ রাত্রি-ও দিবসও মনুষ্য-

বাতাপ্যো জরয়ত্যন্তং পক্ষয়োঃ শুক্ল-কৃষ্ণয়োঃ।
জাতান্ মর্ত্যান্ জরয়তি নিমেষান্নাবতিষ্ঠতে ॥৬
সুখ-দুঃখানি ভূতানামজস্রং জরয়ত্যসৌ।
আদিত্যো হ্যুদয়ন্নেতি পুনঃ পুনরুদেতি চ ॥ ৭
অদৃষ্টপূর্বানাদায় ভাবানপরিশঙ্কিতান্।
ইষ্টানিষ্টান্ মনুষ্যাণামন্তং গচ্ছন্তি রাত্রয়ঃ ॥ ৮
দোহদমিচ্ছেদ্ যথাকামং কামানাং তদবাপ্তয়ে
যদি স্যাৎ পরাধীনং পুরুষস্য ক্রিয়াফলম্ ॥ ৯
সাধবস্তান্ হি দক্ষাংশ্চ মতিমন্তশ্চ মানবাঃ
পশ্যন্তে নিষ্ফলাঃ সন্তঃ প্রহীণাঃ সর্বকর্মভিঃ ॥ ১০
অপরে বালিশাঃ সন্তো নির্গুণাঃ পুরুষাধমাঃ
আশীর্ভিরপ্রযুক্তাশ্চ দৃশ্যন্তে সর্বকামিনঃ ॥ ১১
ভূতানামপরঃ কশ্চিদ্ধিংসায়াং সততোত্থিতঃ।
সুখানি অনুভবন্নেব ন তৃপ্যতি চিরাদপি ॥ ১২
অচেষ্টমানমাসীনং শ্রীঃ কঞ্চিদুপতিষ্ঠতে।
কঞ্চিৎ কর্মানুসন্ত্যাজ্য ন প্রাপ্যমধিগচ্ছতি ॥ ১৩
অপরাধং সমাচষ্ট পুরুষস্য স্বভাবতঃ
শুক্রমস্যাত্র সম্ভূতং পুনরস্মিন্ন গচ্ছতি ॥ ১৪
তস্য যোনৌ প্রযুক্তস্য গর্ভো ভবতি বা ন বা
আম্রপুষ্পোপমা নাস্য নিবৃত্তিরুপলভ্যতে ॥ ১৫
কেষাঞ্চিৎ পুত্রকামানামনুসন্তানমিচ্ছতাম্
সিদ্ধৌ প্রযত্নমানানাং ন চাপ্যুপজায়তে ॥ ১৬
গর্ভাজ্যোদ্বিজমানানাং ক্রুদ্ধাশীবিষাদিব
আয়ুষ্মান্ জায়তে পুত্রঃ কৃপণং প্রেত ইবাতুরঃ ॥ ১৭
দেবানিষ্ট্বা তপস্তপ্ত্বা কৃপণৈঃ পুত্রগৃদ্ধিভিঃ
দশ মাসান্ পরিধৃতা, জায়ন্তে কুলপাংসনাঃ ॥ ১৮

---

৫ পলের আয়ুকে অপহরণ করিতে করিতে বারংবার আসে ও অতিক্রান্ত হইয়া চলিয়া যায়। ৫

শুক্ল ও কৃষ্ণ—এই দুই পক্ষের নিরন্তর পরিবর্তন মনুষ্যগণকে জরাজীর্ণ করিয়া দিতেছে। ইহারা কিছুকালের জন্যও বিশ্রাম করে না। ৬

সূর্য প্রতিদিন অস্তগমন করেন এবং পুনরায় উদিত হন। তিনি স্বয়ং অক্ষয় হইয়াও প্রতিদিন প্রাণিগণের সুখ এবং দুঃখকে জীর্ণ করিয়া চলিতেছেন। ৭

এই রাত্রিসকল মানুষগণের জন্য অপূর্ব ও অসম্ভাবিত শুভ-অশুভ ঘটনাসমূহ লইয়া আসে এবং চলিয়া যায়। ৮

যদি জীবের কর্মসমূহের ফল পরাধীন না হইত, তবে যে যে বস্তুর বাসনা করে, সে নিজের কামনার ইচ্ছানুসারে সেই সব বস্তু লাভ করিত। ৯

অভিজ্ঞ সাধবী, বুদ্ধিমান্ ও নিপুণ মনুষ্যগণকেও সমস্ত কর্মসমূহের দ্বারা শ্রান্ত হইয়া অফল হইতে দেখা যায়। ১০

কিন্তু অজ্ঞ মূর্খ, গুণহীন ও অধম মনুষ্যগণকেও কামনার আশীর্বাদ না পাইলেও সমস্ত কামনাসম্পন্ন হইতে দেখা যায়। ১১

কোন কোন মানুষ তো সর্বদা প্রাণিগণের হিংসাতেই রত থাকে এবং সকল মানুষকে প্রতারণা করে, তথাপি সে সুখভোগ করিতে করিতেই বৃদ্ধ হইয়া যায়। ১২

আবার এরূপ মানুষও আছে যে, সে কোন কামনা করিয়াই নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকে, আর লক্ষ্মী তাহার নিকট স্বয়ংই আসিয়া উপস্থিত হন এবং কেহ পুনরায় কর্ম করিয়াও নিজের প্রাপ্য বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ১৩

ইহাতে পুরুষের কি অপরাধ আছে বল? কারণ বীর্য স্বভাবতঃ একস্থানে উৎপন্ন হয় এবং সন্তানোৎপাদনের জন্য অন্যত্র গমন করে। ১৪

কখনও সে যোনিতে যাইয়া গর্ভধারণ করাইতে সমর্থ হয়, কখনও আবার সমর্থ হয় না এবং কখনও কখনও সে আবার আম্রপুষ্পের ন্যায় বৃথা নিঃসৃত হয়। ১৫

যে মানুষ পুত্র কামনা করে ও সেই পুত্রেরও পুত্র আকাঙ্ক্ষা করে এবং ইহার সফলতার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টাও করে, তথাপি তাহার একটি অজ্ঞ (সন্তানও) উৎপন্ন হয় না। ১৬

যে মানুষ গর্ভ হইতে সেইভাবে উদ্বিগ্ন হয়, যেরূপ ক্রুদ্ধ বিষধর সর্প হইতে মানুষ ভীত হয়, তথাপি তাহার গৃহে দীর্ঘজীবী পুত্র উৎপন্ন হয় এবং সে কখনও কোনভাবে রোগাদিতে মৃত্যুমুখেও হইয়া যায় না। ১৭

পুত্রাভিলাষী হীন স্ত্রী-পুরুষগণ দেবতাদিগের পূজা এবং তপস্যাদ্বারা দশ মাস পর্যন্ত গর্ভধারণ করে, তথাপি তাহাদের কুলাঙ্গার যে পুত্র উৎপন্ন হয়। ১৮

অন্য এরূপ যে আছে, যাহারা আমোদ-প্রমোদেই জন্মাবধি নিজের সঞ্চিত অপার ধন-ধান্য এবং বিপুল ভোগ-সামগ্রীর অধিকারী হয়। ১৯

অপরে ধনধান্যানি ভোগাংশ্চ পিতৃসঞ্চিতান্ ;
বিপুলানভিজায়ন্তে লব্ধাস্তৈরেব মঙ্গলৈঃ ॥ ১৯

অজ্ঞাতঃ সর্বজিপ্রেত্য মৈথুনস্য সমাগমে ।
উপক্লব ইবাবিষ্টো যোনিং গর্ভঃ প্রপদ্যতে ॥ ২০

শীঘ্রং পরাসরীরাপি দ্বিতবীজং সরীসৃপম্
প্রাণিনঃ প্রাণসংরোধে মাংসক্লেদবিবেষ্টিতম্ ॥ ২১

নির্দগ্ধং পরদেহেঽপি পরদেহং চলাচলম্ ;
বিনশ্যন্তং বিনাশান্তে নাবি নাবমিবাহিতম্ ॥ ২২

সঙ্গত্যা জঠরে ন্যস্তং রেতোবিন্দুমচেতনম্ ।
কেন যত্নেন জীবন্তং গর্ভং ত্বমিহ পশ্যসি ॥ ২৩

অন্নপানানি জীর্যান্তে যত্র তৎক্ষান্ত ভক্ষিতাঃ
তস্মিন্নেবোদরে গর্ভঃ কিং নান্নমিব জীর্যতে ॥ ২৪

গর্ভে মূত্র-পুরীষাণাং স্বভাবনিয়তা গতিঃ ।
ধারণে বা বিসর্গে বা ন কর্তা বিদ্যতে বশঃ ॥ ২৫

প্রবর্তি হ্যাদয়াদ্ গর্ভো জায়মানস্তথা পরে ।
আগমেন তথান্যেষাং বিনাশ উপপদ্যতে ॥ ২৬

এতস্মাদ্ যোনিসম্বন্ধাদ্ যো জীবন্ পরিমুচ্যতে
প্রজাঃ লভতে কাশ্চিৎ পুনর্জন্মসু সজ্জতি ॥ ২৭

ন তস্য সহজাতস্য সপ্তমীং নবমীং দশাম্
প্রাপ্নুবন্তি ততঃ পঞ্চ ন ভবন্তি গতায়ুষঃ ॥ ২৮

নাত্যুত্থানে মনুষ্যাণাং যোগাঃ সূর্যাত্র সংশয়ঃ ।
ব্যাধিভিশ্চ বিমথ্যন্তে ব্যালৈঃ ক্ষুদ্রমৃগা ইব ॥ ২৯

ব্যাধিভির্মথ্যমানানাং ত্যজতাং বিপুলং ধনম্ ;
বেদানাং নাপকর্ষন্তি যজমানাশ্চিকিৎসকাঃ ॥৩০

তে চাপি নিপুণা বৈদ্যাঃ কুশলাঃ সম্মতো ভিষগ্ :
ব্যাধিভিঃ পরিকৃষ্যন্তে মৃগা ব্যালৈরিবার্দিতাঃ ॥ ৩১

পতি-পত্নীর পারস্পরিক ইচ্ছানুসারে মৈথুনের জন্য যখন তাহাদের সমাগম হয়, সেই সময় কোন এক উপদ্রবের ন্যায় গর্ভ যোনিতে প্রবেশ করে ॥ ২০

যাহার স্থূল শরীর ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে এবং যাহা কফ ও মাংসময় শরীরে আবৃত, সেই দেহধারী প্রাণীর মৃত্যুর পর শীঘ্রই অন্য শরীর লাভ হয় ॥ ২১

যেরূপ এক নৌকা নিম্ন হইয়া যাইলে পর তাহাতে উপবিষ্ট লোকসকলের উদ্ধারের জন্য অন্য নৌকা প্রস্তুত থাকে, সেইরূপ এক দেহে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইতে থাকিলে জীবকে লক্ষ্য করত মৃত্যুর পর উহার কর্মফল ভোগের জন্য অন্য নাশবান্ দেহ উপস্থিত করিয়া দেওয়া হয় ॥ ২২

ভগবন্! পুরুষ স্ত্রীর সহিত সমাগম করিয়া তাহার উদরে যে অচেতন শুক্রবিন্দু স্থাপিত করে, তাহাই গর্ভরূপে পরিণত হয়। তারপর সেই গর্ভ কিরূপে যত্নের দ্বারা এ সংসারে জীবিত থাকে, তুমি কি উহা লক্ষ্য করিতেছ ? ২৩

যেস্থানে ভক্ষিত অন্ন ও জল পাক হইয়া যায় এবং সর্বপ্রকার ভক্ষ্য পদার্থ জীর্ণ হইয়া যায়, সেই উদরে পতিত গর্ভ অন্নের ন্যায় কেন পরিপাক হইয়া যায় না ? ২৪

গর্ভে মল ও মূত্র ধারণ করিতে এবং ত্যাগ করিতে কোন স্বভাবনিয়ত গতি থাকে, কিন্তু কোন স্বাধীন কর্তা নাই। সব গর্ভ মাতার উদর হইতে নিষ্পন্ন হইয়া যায়, বহু গর্ভ অন্নগ্রহণ করে এবং কত গর্ভ আবার অন্নের পর মৃত্যুবরণ করে ॥ ২৫-২৬

এই যোনিসম্বন্ধ হইতে কেহ যখন কুশলে জীবিত থাকিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়, তখন কেহ সন্তান প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় গর্ভসম্বন্ধের সময়ে সংসক্ত হয় ॥ ২৭

অনাদিকাল হইতে উৎপন্ন শরীরের সহিত জীবাত্মা নিজের সম্বন্ধ স্থাপিত করেন। এই শরীরের গর্ভবাস, জন্ম, বাল্য, কৌমার, যৌবন, বৃদ্ধত্ব, জরা, প্রাণরোধ ও নাশ এই দশটি দশা হয়। ইহাদের মধ্যে সপ্তমী ও নবমী দশাকে অর্থাৎ জরা ও প্রাণরোধ-দশাকে শরীরগত পঞ্চভূতই প্রাপ্ত হয়, আত্মা নহেন। আয়ু সমাপ্ত হইলে পর শরীরের নবমী দশা উপস্থিত হইলে এই পঞ্চভূত থাকে না অর্থাৎ দশমী দশা (নাশ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৮

যেরূপ ব্যাধগণ ক্ষুদ্র মৃগাদিকে কষ্ট দিয়া থাকে, সেইরূপ নানা-প্রকার রোগ মনুষ্যগণকে ব্যথিত করে। তখন তাহাদের উঠিবার ও বসিবার শক্তি থাকে না, ইহাতে কোনও সংশয় থাকে না ॥ ২৯

রোগসমূহে পীড়িত মনুষ্যগণ বৈদ্যদিগকে বহু ধন দিয়া থাকে এবং বৈদ্যেরাও রোগ দূর করিবার বহু চেষ্টা করেন, তথাপি তাঁহারা রোগিদিগের পীড়া দূর করিতে পারেন না ॥ ৩০

বহুবিধ ঔষধ সংগ্রহকারী, চিকিৎসায় অভিজ্ঞ নিপুণ ও দক্ষ বৈদ্যগণও ব্যাধকর্তৃক নিহত মৃগসকলের ন্যায় রোগসমূহের দ্বারা আকৃষ্টই হন ॥ ৩১

তে শিবস্তুঃ কষায়াংশ্চ সর্পীংষি বিবিধানি চ।
দৃশ্যন্তে জরয়া তত্র নগা নাগৈরিবোত্তমৈঃ ॥ ৩২
কে বা ভূবি চিকিৎসন্তে রোগার্তান্ মৃগপক্ষিণঃ
শ্বাপদানি দরিদ্রাংশ্চ প্রায়ো নার্তা ভবন্তি তে ॥ ৩৩
ঘোরানপি দুরাধর্ষান্ নৃপতীন্নুগ্রতেজসঃ।
আক্রম্যাদদতে রোগাঃ পশূন্ পশুগণা ইব ॥ ৩৪
ইতি লোকমনাক্রন্দং মোহশোকপরিপ্লুতম্
প্রোক্ষ্য সহসাঽঽক্ষিপ্তং ক্রিয়মাণং বলীয়সা ॥ ৩৫
ন ধনেন ন রাজ্যেন নোগ্রেণ তপসা তথা।
স্বভাবমতিবর্তন্তে যে নিযুক্তাঃ শরীরিণঃ ॥ ৩৬
ন ম্রিয়েরন্ ন জীর্যেরন্ সর্বে স্যুঃ সর্বকামিনঃ
নাপ্রিয়ং প্রতি পশ্যেয়ুরুত্থানস্য ফলে সতি ॥ ৩৭
উপর্যুপরি লোকস্য সর্বো গন্তুং সমীহতে।
যততে চ যথাশক্তি ন চ তদ্ বর্ততে তথা ॥ ৩৮
ঐশ্বর্যমদমত্তাংশ্চ মত্তান্ মদনমর্দনেন চ।
অপ্রমত্তাঃ শঠান্ শূরা বিক্রান্তাঃ পর্যুপাসতে ॥৩৯
ক্লেশাঃ পরিনিবর্তন্তে কেষাঞ্চিদসমীক্ষিতাঃ।
স্বং স্বং পুনরন্যেষাং ন কিঞ্চিদধিগচ্ছতি ॥ ৪০
মহচ্চ ফলবৈষম্যং দৃশ্যতে কর্মসন্ধিষু
বহন্তি শিবিকামন্যে যান্ত্যন্যে শিবিকাগতাঃ ॥ ৪১
সর্বেষামৃদ্ধিকামানামন্যে যশপুরঃসরাঃ
মনুষ্যাশ্চ গতশ্রীকাঃ শতশো বিবিধস্ত্রিয়ঃ ॥ ৪২
ঘন্যান্যেষু ভূতেষু গচ্ছন্ত্যেকৈকশো নরাঃ
ইদমন্যৎ পরং পশ্য মাত্র মোহং কৃথাসি
ত্যজ ধর্মমধর্মঞ্চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তৎ ত্যজ ॥ ৪৪

তাঁহারা নানাবিধ ঔষধ ও নানাপ্রকার ঘৃত পান করিতে থাকেন, তথাপি হস্তিগণের দ্বারা যেরূপ বৃক্ষসকল ভগ্ন হয়, সেইরূপ বৃদ্ধাবস্থা তাঁহাদিগকে ভগ্ন অথবা করিয়া দেয়, ইহা দেখা যায় ॥ ৩১

এই পৃথিবীতে মৃগ, পক্ষী, হিংসক পশু ও দরিদ্র মনুষ্যগণকে যখন রোগ পীড়িত করে, তখন কে তাহার চিকিৎসা করিবে? কিন্তু প্রায়শঃ তাহাদের রোগ হয় না ॥ ৩২

কিন্তু বড় বড় পশুগণ যেরূপ ক্ষুদ্র পশুসকলের উপর আক্রমণ করত তাহাদিগকে খাইয়া ফেলে, সেইরূপ প্রভূত তেজস্বী, ঘোর ও দুর্ধর্ষ রাজাদিগের উপরেও বহু রোগ আসিয়া আক্রমণ করত তাঁহাদিগকে বশীভূত করিয়া থাকে ॥ ৩৩

এইভাবে সকল লোক ভবসাগরের প্রবল প্রবাহে সহসা পতিত হইয়া এদিক্ ওদিকে প্রবাহিত হইতে থাকিয়া মোহ ও শোকে নিমগ্ন হইয়া যায় এবং আর্তনাদ পর্যন্ত করিতে পারে না ॥ ৩৪

বিধাতা কর্তৃক কর্মফলভোগে নিযুক্ত দেহধারী মনুষ্যগণ ধন, রাজ্য ও কঠোর তপস্যার প্রভাবে প্রকৃতিকে উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩৫

যদি প্রযত্নের ফল নিজের হাতে থাকিত, তবে মনুষ্যগণ মৃত হইত না এবং মৃত্যুযন্ত্রণাও করিত না। সকলের সমস্ত কামনাপূর্ণ হইত এবং কাহাকেও অপ্রিয় দেখিতে হইত না ॥ ৩৭

সকল মানুষই লোকসমূহের উপরের স্থানে যাইতে বাসনা করে এবং যথাশক্তি তাহার জন্য চেষ্টাও করে, কিন্তু তাদৃশ ফল তাহাদের লাভ হয় না ॥ ৩৮

অপ্রমত্ত পরাক্রমশালী বীরগণও ঐশ্বর্য মদে ও মত্তের মদে উন্মত্ত শঠ মনুষ্যদের সেবা করেন ॥ ৩৯

কত লোকের আবার ক্লেশ চিন্তা না করিয়াই নিষ্ফল হইয়া যায় এবং অপর ব্যক্তিগণের নিজেরই কর্মের মধ্যে যথাসময়ে কিছুই লাভ হয় না ॥ ৪০

কর্মফলের ফলেও অত্যন্ত বিষমতা দেখা যায়। কিছু লোক শিবিকা বহন করে এবং অন্যান্য লোক আবার সেই শিবিকায় আরোহণ করিয়া যায় ॥ ৪১

সকল মানুষই ধন ও সমৃদ্ধি কামনা করে কিন্তু তাহাদের মধ্যে অল্প এমন লোক আছে, যাহারা রথে আরোহণ করিয়া অন্যত্র গমন করে। বহু মানুষ শ্রী-হীন হইয়া গিয়াছে এবং শত শত মানুষের আবার বিবিধ শ্রী আছে ॥ ৪২

সকল প্রাণীই সুখ-দুঃখাদি কর্মেই আনন্দে থাকে। মানুষ তাহাদের মধ্যে এক একটি অনুভব করে অর্থাৎ কেহ সুখ অনুভব করে এবং কেহ দুঃখভোগ করে। এই যে ব্রহ্ম নামক বস্তু, ইনি সব হইতেই ভিন্ন এবং বিলক্ষণ বলিয়া জানিবে। ইহার বিষয়ে তোমার মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত নহে ॥৪৩

ধর্ম ও অধর্মকে ত্যাগ কর। সত্য ও অনৃত উভয়কেই ত্যাগ করিয়া যাও। যাহার দ্বারা এই সব ত্যাগ করিবে, সেই অহঙ্কারকেও তুমি পরে ত্যাগ করিয়া দিবে ॥ ৪৪

এতৎ তে পরমং গুহ্যমাখ্যাতমৃষিসত্তম
যেন দেবাঃ পরিত্যজ্য মর্ত্যলোকং দিবং গতাঃ ॥ ৪৪
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা শুকঃ পরমবুদ্ধিমান্ ।
সঞ্চিন্ত্য মনসা ধীরো নিশ্চয়ং নাধ্যগচ্ছত ॥ ৪৬
পুত্রদারৈর্মহান্ ক্লেশো বিদ্যাভ্যাসে মহান্ শ্রমঃ
কিং নু স্যাদ্যাবতা স্থানমব্রণেশং অবোদয়ম্ ॥ ৪৭
ততো মুহূর্তা সঞ্চিন্ত্য নিশ্চিতাং গতিমাত্মনঃ
পরাবরজ্ঞো ধর্মজ্ঞ পরাং নিঃশ্রেয়সীং গতিম্ ॥ ৪৮
তথা তদমসাশ্লিষ্টো সঞ্চেষ্টঃ গতিমুত্তমাম্
নাবর্তেয়ং যথা ভূয়ো যোনিসঙ্করসাগরে
পরং ভাবং হি কাঙ্ক্ষামি যত্র নাবর্ততে পুনঃ
সর্বসঙ্গান্ পরিত্যজ্য নিশ্চিতো মনসা গতিম্ ॥ ৫০

তত্র যাস্যামি যত্রাত্মা নাশং নেষ্যতি সর্বতঃ
অক্ষরক্ষায়হীনশ্চ যত্র স্থাস্যামি শাশ্বতঃ ॥ ৫১
ন তু যোগমৃতে শক্যা প্রাপ্তুং সা পরমা গতিঃ
অবরুদ্ধো হি বৃদ্ধস্য কর্মভির্নোপপদ্যতে ॥ ৫২
তস্মাদ্ যোগং সমাস্থায় ত্যক্ত্বা গৃহকলেবরম্ ।
বায়ুভূতঃ প্রবেক্ষ্যামি তেজোরাশিং দিবাকরম্ ॥ ৫৩
ন হ্যেষ ক্ষয়তাং যাতি সোমঃ সুরগণৈর্যথা
কল্পান্তে পততে ভূমিঃ পুনশ্চৈবাভিরোহতি ॥ ৫৪
ক্ষীয়তে হি সদা সোমঃ পুনশ্চৈবাভিপূর্যতে
নেচ্ছাযোগং বিদিত্বৈতে হ্রাস-বৃদ্ধী পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৫
রবিস্তু সন্তাপয়তে লোকান্ রশ্মিভিরুত্তমৈঃ
সর্বতস্তেজ আদত্তে নিত্যমক্ষয়মণ্ডলঃ ॥ ৫৬

বলিলেন। এই আমি তোমাকে অতিগুহ্য গূঢ় কথা বলিলাম যাহার দ্বারা দেবতাগণ মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন। ৪৪

নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া পরম বুদ্ধিমান্ ও ধীরচিত্ত শুকদেব মনে মনে সর্বতোভাবে চিন্তা করিয়াও সহসা কোন এক নিশ্চয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেন না ॥৪৬

তিনি চিন্তা করিলেন—স্ত্রী-পুত্রগণের সংসর্গে অত্যন্ত ক্লেশ হইবে এবং বিদ্যাভ্যাসেও অতিশয় পরিশ্রম হইবে। এখন কি উপায় আছে, যাহার দ্বারা সনাতন পদ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। সেই সাধনে অল্প ক্লেশ থাকিবে অথচ মহান্ অভ্যুদয় লাভ হইবে। ৪৭

তদনন্তর তিনি মুহূর্ত কাল নিজের গতির বিষয় চিন্তা করিলেন, তারপর ভূত ও ভবিষ্যতের অভিজ্ঞ শুকদেবের নিজের ধর্মের কল্যাণকারী পরম গতির নিশ্চয় হইয়া গেল ॥৪৮

পুনরায় তিনি চিন্তা করিলেন,—আমি সর্বপ্রকার উপাধি হইতে মুক্ত হইয়া কোন এক উত্তম গতি লাভ করিব, যেখান হইতে পুনরায় আর এ সংসারে আসিতে হইবে না ॥ ৪৯

যেখানে যাইলে জীবের পুনরাবৃত্তি হয় না, আমি সেই পরম পদ লাভ করিতে অভিলাষী। সর্বপ্রকারের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আমি মনের দ্বারা উত্তম গতি প্রাপ্ত হইতে নিশ্চয় করিয়াছি ॥ ৫০

এখন আমি যেখানে যাইব, সেখানে আমার আত্মার শান্তি লাভ হইবে এবং যেখানে আমি অক্ষয়, অবিনাশী ও সনাতনরূপে বিদ্যমান থাকিব ॥ ৫১

কিন্তু যোগ ব্যতীত সেই পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হইব না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্মফলের নিকট বন্ধনে আবদ্ধ থাকা উচিত নয় ॥ ৫২

অতএব যোগের আশ্রয় অবলম্বন করিয়া এই দেহ পরিত্যাগ করত বায়ুরূপ হইয়া তেজোরাশিরূপ সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করিব ॥ ৫৩

দেবতাগণ চন্দ্রের অমৃত পান করিয়া যেভাবে তাহাকে ক্ষীণ করিয়া যেন, সেইভাবে সূর্যদেবের ক্ষয় হয় না। সূর্যদেব চন্দ্রমণ্ডলে গত জীব কর্মভোগ সমাপ্ত হইলে পর কম্পিত হইয়া পুনরায় এ-পৃথিবীতে পতিত হয়। এইরূপ নূতন কর্মফল ভোগ করিবার জন্য সে পুনরায় চন্দ্রলোকে গমন করে অর্থাৎ চন্দ্রলোকে গমনকারী জীব যাতায়াত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৫৪

ইহা ব্যতীত চন্দ্র সর্বদা ক্ষীণ হয় এবং পুনরায় বর্ধিতও হয়। তাহার হ্রাস বৃদ্ধির ক্রম কখনও নিবৃত্ত হয় না। এই সব বিষয় জানিয়া আবার চন্দ্রলোকে যাইবার বা হ্রাস-বৃদ্ধির চক্রে পতিত হইবার ইচ্ছা নাই ॥ ৫৫

সূর্যদেব নিজের প্রচণ্ড কিরণসমূহে সমস্ত জগৎকে সন্তপ্ত করেন। তিনি সর্ব স্থান হইতে তেজ গ্রহণ করেন (তাঁহার কখনও হ্রাস হয় না), সেইজন্য তাঁহার মণ্ডল সর্বদা অক্ষয় থাকে ॥ ৫৬

অতো মে রোচতে গন্তুমাদিত্যং দীপ্ততেজসম্।
অত্র বৎস্যামি দুর্ধর্ষো নিঃসঙ্গেনান্তরাত্মনা ॥ ৫৭
সূর্যাস্ত সদনে চাহং নিক্ষিপ্যেদং কলেবরম্।
ঋষিভিঃ সহ যাস্যামি সৌরং তেজোঽতিদুঃসহম্ ॥ ৫৮
আপৃচ্ছামি নগান্ নাগান্ গিরিদুর্গাং দিশো দিশম্
দেব-দানব-গন্ধর্বান্ পিশাচোরগ-রাক্ষসান্ ॥ ৫৯
লোকেষু সর্বভূতানি প্রবেক্ষ্যামি ন সংশয়ঃ
পন্থানং যোগবীর্যাং যে সর্বে দেবাঃ সহর্ষিভিঃ ॥৬০
অথানুজ্ঞাপ্য তত্রস্থং নারদং লোকবিশ্রুতম্।
তস্মাদনুজ্ঞাং সম্প্রাপ্য জগাম পিতরং প্রতি ॥ ৬১
সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং মুনিম্
শুকঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা কৃষ্ণমাপৃষ্টবান্ মুনিম্ ॥ ৬২

শ্রুত্বা চরিতং বচনং শুকস্য
প্রীতো মহাত্মা পুনরাহ চৈনম্।
ভো ভো পুত্র স্বীয়তাং তাবদদ্য
যাবচ্চক্ষুঃ প্রীণয়ামি ত্বদর্থে ॥ ৬৩
নিরপেক্ষঃ শুকো ভূত্বা নিঃস্নেহো মুক্তসংশয়ঃ।
মোক্ষমেবানুচিন্ত্যাথ গমনায় মনো দধে ॥ ৬৪
পিতরং সম্পরিত্যজ্য জগাম মুনিসত্তমঃ।
কৈলাসপৃষ্ঠং বিপুলং সিদ্ধসঙ্ঘনিষেবিতম্ ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকাভিগমনে
একত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩১ ॥

অতএব উদীয়মানতেজস্বী আদিত্যমণ্ডলে গমন করাই আমার উত্তম বলিয়া বোধ হইতেছে। এখানে আমি নির্ভীকচিত্ত হইয়া নিবাস করিব। কেহই আমাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৫৭

এই শরীরকে মৃত্যুলোকে পরিত্যাগ করিয়া আমি ঋষিগণের সহিত সূর্যদেবের অত্যন্ত দুঃসহ তেজে প্রবেশ করিব ॥ ৫৮

সেইজন্য আমি নগ-নাগ, পর্বত, পৃথিবী, দিক্‌সমূহ, দ্যুলোক, দেব, দানব, গন্ধর্ব, পিশাচ, সর্প ও রাক্ষসগণের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৫৯

আজ নিঃসন্দেহে জগতের সমস্ত প্রাণীর মধ্যে প্রবেশ করিব। সকল দেবগণ ঋষিবৃন্দের সহিত আমার যোগশক্তির প্রভাব দর্শন করুন ॥ ৬০

এরূপ নিশ্চয় করত শুকদেব বিশ্ববিখ্যাত দেবর্ষি নারদের নিকট আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তিনি নিজের পিতা ব্যাসদেবের নিকট গমন করিলেন ॥ ৬১

সেখানে নিজের পিতা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নমুনিকে প্রণাম করত শুকদেব তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন ॥ ৬২

শুকদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন মহাত্মা ব্যাসদেব তাঁহাকে বলিলেন—পুত্র! পুত্র! আজ এখানেই থাক, যাহাতে তোমাকে প্রাণভরে দেখিয়া নিজের চক্ষুকে তৃপ্ত করিতে পারি ॥ ৬৩

কিন্তু শুকদেব স্নেহবন্ধন ছেদন করিয়া নিরপেক্ষ হইয়া গিয়াছিলেন। তত্ত্ববিষয়ে তাঁহার কোনও আর সংশয় ছিল না, অতএব বারংবার মোক্ষেরই চিন্তা করিতে করিতে তিনি সেখান হইতে চলিয়া যাইবার মনস্থির করিলেন ॥ ৬৪

পিতাকে সেখানে ত্যাগ করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ শুকদেব সিদ্ধসঙ্ঘ কর্তৃক সেবিত বিশাল কৈলাসশিখরের দিকে গমন করিলেন ॥ ৬৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের প্রস্থানবিষয়ক একত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শুকদেবসোর্দ্ধগতি-বর্ণনম্]

ভীষ্ম উবাচ

গিরিপৃষ্ঠং সমারুহ্য সুতো ব্যাসস্য ভারত
মনো যেগে বিধিবৎ স নিঃশলাক উপাবিশৎ ॥১
ধারয়ামাস চাত্মানং যথাশাস্ত্রং যথাবিধি
পাদপ্রভৃতিগাত্রেষু ক্রমেণ ক্রমযোগবিৎ ॥ ২
ততঃ স প্রাঙ্মুখো বিদ্বানাদিতো বহ্নিরোদিতে
পাণিপাদং সমাদায় বিনীতবদুপাবিশৎ ॥ ৩
ন তত্র পক্ষিসঙ্ঘাতো ন শব্দো বাপ্যভবন্নরম্
যত্র বৈয়াসকির্যোগান্ যোক্তুঃ সমুপচক্রমে ॥ ৪
স দদর্শ তদাত্মানং সর্বসঙ্গবিনিঃসৃতম্
প্রজহাস ততো হাসং শুকঃ সম্প্রেক্ষ্য তৎপরম্ ॥ ৫
স পুনর্যোগমাস্থায় যোক্ষমাণোপলব্ধয়ে
মহাযোগেশ্বরো ভূত্বা সোঽন্তরাক্রামদ্ বিহায়সম্ ॥ ৬
ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা দেবর্ষিং নারদং ততঃ
নিবেদয়ামাস চ তং যোগং পরমর্ষয়ে ॥ ৭

শুক উবাচ

দৃষ্টো মার্গঃ প্রযুক্তোঽস্মি অস্তি তেঽন্তু তপোধন
তৎপ্রসাদাদ্ গমিষ্যামি গতিমিষ্টাং মহাত্মনে ॥ ৮
নারদেনাভ্যনুজ্ঞাতঃ শুকো দ্বৈপায়নাত্মজঃ
অভিবাদ্য পুনর্যোগমাস্থায়াকাশমাবিশৎ ॥ ৯
কৈলাসপৃষ্ঠাদুৎপত্য স পপাত দিবং তদা
অন্তরিক্ষচরঃ শ্রীমান্ বায়ুভূতঃ সুনিশ্চিতঃ ॥ ১০
তমুদ্যন্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং বৈনতেয়সমদ্যুতিম্
দদৃশুঃ সর্বভূতানি মনোমারুতরংহসম্ ॥ ১১
ব্যবসায়েন লোকাংস্ত্রীন্ সর্বান্ সোঽথ বিচিন্তয়ন্
আস্থিতো দীর্ঘমধ্বানং পাবকার্কসমপ্রভঃ ॥১২

দ্বাত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়

[শুকদেবের ঊর্দ্ধগতি বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! কৈলাসশিখরে আরোহণ করিয়া ব্যাসপুত্র শুকদেব নির্জনস্থানে তৃণহীন সমতল ভূমিতে উপবিষ্ট হইলেন এবং শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অঙ্গসমূহে ক্রমশঃ আত্মার ধারণা করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমযোগে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ১-২

অল্পক্ষণ পরে যখন সূর্য্যোদয় হইল, তখন জ্ঞানী শুকদেব হস্তদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া বিনীতভাবে পূর্ব্বদিক্ অভিমুখে মুখ করত উপবেশন করিলেন এবং যোগযুক্ত হইলেন। সেই সময় ব্যাসনন্দন শুকদেব যেখানে যোগযুক্ত হইয়াছিলেন, সেখানে পক্ষিগণ ছিল না, কোন শব্দও শুনা যাইতেছিল না এবং দৃষ্টিআকর্ষণকারী কোন বৃক্ষও ছিল না ॥ ৩-৪

সেই সময় তিনি সর্ব্বপ্রকার সঙ্গরহিত আত্মাকে দর্শন করিলেন। সেই পরমতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করত শুকদেব উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৫

তাহার যোগমার্গের উপলব্ধির জন্য যোগের আশ্রয় গ্রহণ করত মহাযোগের অধীশ্বর হইয়া তিনি আকাশে উড়িয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ৬

তদনন্তর দেবর্ষি নারদের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং সেই মহর্ষিকে নিজের যোগের সম্বন্ধে এইরূপ নিবেদন করিলেন ॥ ৭

শুকদেব বলিলেন,—মহাতেজস্বী তপোধন! আপনার কল্যাণ হউক। এখন আমার মোক্ষপথ দর্শন হইয়াছে। আমি সেখানে যাইতে উদ্যত হইয়াছি। আপনার কৃপায় আমি অভীষ্ট গতি প্রাপ্ত হইব ॥ ৮

নারদের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ব্যাসপুত্র শুকদেব তাঁহাকে প্রণাম করত পুনরায় যোগ অবলম্বন করিয়া আকাশে প্রবিষ্ট হইলেন। কৈলাসশিখর হইতে উড়িয়া গিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আকাশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করত বায়ুর রূপ ধারণ করিয়া শ্রীমান্ শুকদেব অন্তরিক্ষে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯-১০

সেই সময় সমস্ত প্রাণিগণ উপর দিয়া গমনকারী দ্বিজশ্রেষ্ঠ শুকদেবকে বিনতানন্দন গরুড়ের ন্যায় কান্তিমান্ এবং মন ও বায়ুতুল্য বেগশালী বলিয়া দেখিতে লাগিল ॥ ১১

তিনি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা সম্পূর্ণ ত্রিলোককে আত্মভাবে দর্শন করিতে করিতে বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। সেই সময় তাঁহার তেজ সূর্য্য ও অগ্নির সমান প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ১২

তমেকমনসং রাজন্নবাগ্রমকুতোভয়ম্
দদৃশুঃ সর্বভূতানি জঙ্গমানি চরাণি চ ॥ ১৩
যথাশক্তি যথান্যায়ং পূজাং চৈব চক্রিরে তদা
পুষ্পবর্ষৈশ্চ দিব্যৈস্তমবচক্রুর্দিবৌকসঃ ॥ ১৪
তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতাঃ সর্বে গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ
ঋষয়শ্চৈব সংসিদ্ধাঃ পরং বিস্ময়মাগতাঃ ॥ ১৫
অন্তরিক্ষগতঃ কোঽয়ং তপসা সিদ্ধিমাগতঃ।
অধঃকায়োর্ধ্বরক্তশ্চ নেত্রৈঃ সমভিরাজতে ॥ ১৬
ততঃ পরমধর্মাত্মা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ
তাস্তরং সমুদীক্ষন্ স প্রাঙ্মুখো বাগ্যতোঽগমৎ। ১৭
শব্দেনাকাশমখিলং পূরয়ন্নিব সর্বশঃ
তমাপতন্তং সহসা দৃষ্ট্বা সর্বাপ্সরোগণাঃ ॥ ১৮
সম্ভ্রান্তমনসো রাজন্নাসন্ পরমবিস্মিতাঃ
পঞ্চচূড়াপ্রভৃতয়ো ভৃশমুদ্ভূতলোচনাঃ ॥ ১৯

দৈবতং কতমং হ্যেতদ্যুত্তমাং গতিমাস্থিতম্
সুনিশ্চিতমিহায়াতি বিমুক্তমিব নিঃস্পৃহম্ ॥ ২০
ততঃ সমভিচক্রাম মলয়ং নাম পর্বতম্
ঊর্ণশ্চী পূর্বচিত্তিশ্চ যং নিত্যমুপসেবতে ॥ ২১
তস্য ব্রহ্মর্ষিপুত্রস্য বিস্ময়ঃ সমজায়ত পরম্
অহো বুদ্ধিসমাধানং বেদাভ্যাসরতে দ্বিজে ॥ ২২
অচিরেণৈব কালেন নভশ্চরতি চন্দ্রবৎ।
পিতৃশুশ্রূষয়া বুদ্ধিঃ সম্প্রাপ্তোঽয়মনুত্তমাম্ ॥ ২৩
পিতৃভক্তো দৃঢ়তপাঃ পিতুঃ সুদয়িতঃ সুতঃ
অনন্যমনসা তেন কথং পিত্রা বিসর্জিতঃ ॥ ২৪
ঊর্ণস্যা বচনং শ্রুত্বা শুকঃ পরমধর্মবিৎ
ঔদ্বৈক্ষত দিশঃ সর্বা বচনে গতমানসঃ ॥ ২৫
সোঽবতস্থেঽম্বরে মহ্যাং চৈব সশৈল-বন-কাননাম্
বিলোকয়ামাস তদা সর্বাংসি সরিতস্তথা ॥ ২৬

নির্ভয় হইয়া শান্ত ও একাগ্রচিত্তে উপরে গিয়া গমন করিবার সময় তাঁহাকে সমস্ত চরাচর প্রাণিগণ দর্শন করিতে লাগিল এবং নিজেদের শক্তি ও রীতি অনুসারে তাঁহার যথোচিত পূজা করিল। দেবতারা তাঁহার উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥১৩-১৪

তাঁহাকে সেইভাবে যাইতে দেখিয়া সমস্ত গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ এবং সিদ্ধ ও মুনি-ঋষিরা অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ১৫

তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন—তপস্যার দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এই কোন্ মহাত্মা আকাশমার্গে গমন করিতেছেন, যাঁহার মুখমণ্ডল উপরের দিকে এবং শরীরের নিম্নভাগ নীচের দিকে রহিয়াছে? আমাদের দৃষ্টি বারংবার তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতেছে ॥ ১৬

ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ পরম ধর্মাত্মা শুকদেব পূর্বদিক্ অভিমুখে মুখ করিয়া সূর্যকে দর্শন করিতে করিতে মৌনভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ১৭

তিনি নিজের শব্দের দ্বারা সম্পূর্ণ আকাশকে যেন পূর্ণ করিতেছিলেন। রাজন্! তাঁহাকে সহসা আসিতে দেখিয়া সমস্ত অপ্সরাগণ মনে মনে বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ১৮-১৯

পঞ্চচূড়া প্রভৃতি অপ্সরাগণের নেত্র বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন—উত্তম গতি আশ্রয় করিয়া যিনি কোন্ দেবতা এখানে আসিতেছেন? ইহাঁর নিশ্চয় অত্যন্ত দৃঢ়, ইনি সর্বপ্রকার বন্ধন ও সংশয় হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছেন এবং ইহাঁর অন্তরে কোন বস্তুর কামনা নাই ॥ ২০-২১

কিছুকালের মধ্যেই ইনি মলয় নামে সেই পর্বতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে ঊর্ণশ্চী ও পূর্বচিত্তি—এই দুই অপ্সরা সর্বদা বাস করিয়া থাকেন ॥ ২১

ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেবের পুত্রের এই উত্তম গতি দর্শন করিয়া তাঁহাদের উভয়ের অত্যন্ত বিস্ময় উপস্থিত হইল। তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—অহো! এই বেদাভ্যাসপরায়ণ ব্রাহ্মণের বুদ্ধিতে কিরূপ অদ্ভুত একাগ্রতা আছে? পিতার সেবায় অল্প সময়ের মধ্যেই উত্তম বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রের ন্যায় আকাশে বিচরণ করিতেছেন ॥ ২২-২৩

ইনি অতিশয় তপস্বী ও পিতৃভক্ত ছিলেন এবং পিতা ব্যাসদেবের অত্যন্ত প্রিয় পুত্র এই শুকদেবে তাঁহার মন সর্বদা আসক্ত ছিল, তথাপি তিনি কিভাবে ইহাঁকে যাইবার অনুমতি দিলেন? ২৪

ঊর্ণশ্চীর বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম ধর্মজ্ঞ শুকদেব সমস্ত দিঙ্-মণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই সময় তাঁহার চিত্ত সেই কথার দিকে চলিয়া গিয়াছিল ॥ ২৫

আকাশ, পর্বত, বন ও কাননের সহিত পৃথিবী, সরোবর ও নদীসমূহের দিকেও তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল ॥ ২৬

ততো দ্বৈপায়নসুতং বহমানাং সমন্ততঃ
কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সর্বা নিরীক্ষন্তে স্ম দেবতাঃ । ১৭
অব্রবীৎ তাস্তদা বাক্যং শুকঃ পরমধর্মবিৎ
পিতা মমানুগচ্ছেতাঃ ক্রোশমানঃ শুকেতি বৈ । ১৮
ততঃ প্রতিবচো দেয়ঃ সর্বৈরেব সমাহিতৈঃ
একত্বে স্নেহতঃ সর্বে বচনং কর্তুমর্হথ । ১৯
শুকস্য বচনং শ্রুত্বা দিশঃ সর্বাঃ সকাননাঃ ।

সমুদ্রাঃ সরিতঃ শৈলাঃ প্রত্যুচুস্তং সমন্ততঃ । ৩০
যথাঽঽজ্ঞাপয়সে বিপ্র বাচ্যমেবং ভবিষ্যতি
ঊর্ধ্বমাহরতো বাক্যং প্রতিবক্ষ্যামহে বয়ম্ । ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকাভিগমনে
দ্বাত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ । ৩৩২

সেই সময় এই সবের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ সঙ্গচিত চিত্তা অভিগম সমারম্ভের সহিত দ্বৈপায়নকুমার শুকদেবের দিকে লক্ষ্যপাত করিলেন ইঁহারা সকলেই তখন অঞ্জলিবদ্ধ ছিলেন । ১৭

এই সময় পরম ধর্মজ্ঞ শুকদেব তাঁহাদের সকলকে বলিলেন—দেবীগণ! যদি আমার পিতা 'শুক' এই আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে এদিকে আসিয়া থাকেন, তখন আপনারা সকলে সাবধান হইয়া আমার পক্ষ হইতে তাঁহাকে উত্তর দিবেন আমার উপর আপনাদের অত্যন্ত স্নেহ আছে ; সেইজন্য আপনারা সকলে আমার এই কথা পালন করুন ।১৮-১৯

শুকদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া কাননের সহিত সম্পূর্ণ দিঙ্মণ্ডল, সমুদ্র, নদী, পর্বত ও পর্বতসকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ সঙ্গচিত হইয়া এই উত্তর দিলেন

ব্রহ্মন্! আপনি যেরূপ আজ্ঞা দিলেন, নিশ্চয়ই সেরূপ পালিত হইবে। যখন আমাদের আপনাকে আহ্বান করিবেন, তখন আমরা সকলে তাঁহাকে উত্তর দান করিব । ৩১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের ঊর্ধ্বগমনবিষয়ক দ্বাত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[শুকদেবস্য পরমপদপ্রাপ্তিঃ, পুত্রশোকব্যাকুলচিত্তায় ব্যাসদেবায় মহাদেবস্যাশ্বাসপ্রদানঞ্চ]

ভীষ্ম উবাচ ।

ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং ব্রহ্মর্ষিঃ সুমহাতপাঃ
প্রাতিষ্ঠত শুকঃ সিদ্ধিং বিদ্বা লোকাংস্তথৈবিধান্ । ১
ঊর্ধ্বো হ্যুদীচীং দিশং বিদ্বা জহৌ পঞ্চবিধং রজঃ

ততঃ সত্ত্বং জহৌ ধীমাংস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ । ২
ততস্তস্মিন্ পদে নিত্যে নির্গুণে লিঙ্গবর্জিতে
ব্রহ্মণি প্রত্যতিষ্ঠৎ স বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্ । ৩

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[শুকদেবের পরমপদপ্রাপ্তি এবং পুত্রশোকে ব্যাকুল ব্যাসদেবকে মহাদেবের আশ্বাসদান ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই কথা বলিয়া মহাতপস্বী শুকদেব সিদ্ধিলাভ করিবার উদ্দেশে অগ্রসর হইতে লাগিলেন বুদ্ধিমান্ শুকদেব মদ, মান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য—এই চারি প্রকার দোষ, অষ্টবিধ তমোগুণ এবং পঞ্চ প্রকার রজোগুণ(১), পরিত্যাগ করত সত্ত্বগুণকেও পরিত্যাগ করিয়া দিলেন ;(২) ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল । ১-২

তাহার পর তিনি নিত্য, নির্গুণ এবং লিঙ্গরহিত ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সেই সময় তাঁহার দেহ ধূমবর্জিত অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান হইতেছিল । ৩

---

(১) প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র—এই আট তত্ত্ব আত্মা হইতে ভিন্ন ; সুতরাং এই আট তত্ত্বে যে আত্মজ্ঞান, তাহারই নাম তম। এই আটবিধ তত্ত্বেই আত্মজ্ঞান হয় এবং উহা তমোগুণসম্ভূত বলিয়া তমোগুণ আটবিধ বলা হইয়াছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চ বিষয় উৎপন্ন করায় রজোগুণকে পঞ্চবিধ বলা হইয়াছে।

(২) সত্ত্বগুণ সুখ এবং জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ আনয়ন করে। 'আমি সুখী' 'আমি জ্ঞানী' এরূপ যে অভিমান হয়, উহা জ্ঞানীকে প্রশংসীয় অবস্থা হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকে। সেইজন্য এখানে সত্ত্বগুণের ত্যাগ করিবার বিধি শুকদেব অবলম্বন করিলেন।

উদ্ভাপাতা দিশাং দাহো ভূমিকম্পস্তথৈব চ
প্রাদুর্ভূতঃ ক্ষণে তস্মিংস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৪
দ্রুমাঃ শাখাশ্চ মুমুচুঃ শিখরাণি চ পর্বতাঃ।
নির্ঘাতশব্দৈশ্চ গিরিহিমবান্ দীর্ণাভীব চ ॥ ৫
ন চ তত্রাসে মহাপ্রাংশুর্ জজ্বাল চ পাবকঃ
হ্রদাশ্চ সরিতশ্চৈব চুক্ষুভুঃ সাগরাস্তথা ॥ ৬
ববর্ষ বাসবস্তোয়ং রসবচ্চ সুগন্ধি চ
ননৌ সমীরণশ্চাপি দিব্যগন্ধবহঃ শুচিঃ ॥ ৭
স শৃঙ্গে প্রথমে দিব্যে হিমবন্মেরুসম্ভবে
সাংকাশ্যে শ্বেতশীর্ষে বৈ রুক্মরত্নশতায়তে শুভে ॥ ৮
শতযোজনবিস্তারে ত্রিগুণপূর্ণে চ ভারত।
উদীচীং দিশমাস্থায় রুচিরে সন্দদর্শ হ ॥ ৯
সোঽবিশদ্ভেন মনসা তদৈবাভাগতঞ্জুকঃ।

সেই ক্ষণে বহু উল্কাপাত হইল, ভিত্তিমূল হইতে পর্বত সকল বিচলিত হইতে লাগিল এবং ভূমিকম্প হইতে থাকিল। তখন এই সব যেন অদ্ভুত বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। ৪

বৃক্ষসকল বিহঙ্গমের আশ্রয়সমূহকে বিহঙ্গকে বিহঙ্গই ত্যাগ করিতে লাগিল। সমস্ত পর্বতই বিহঙ্গমের শিখরসমূহকে যত্ন শিথিল করিতে লাগিল। মন্ত্রপাতের মতন শব্দে গিরিরাজ হিমালয় যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ৫

সূর্য আর পূর্বের ন্যায় প্রভা বিস্তীর্ণ করিতে পারিলেন না অগ্নি প্রজ্বলিত হইলেন না। সরোবর নদী ও সমুদ্রসকল বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ৬

ইন্দ্র সরস ও সুগন্ধিত জলের বর্ষণ আরম্ভ করিলেন এবং দিব্য গন্ধ বহনকারী বায়ু চারিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ৭

হে ভারত! অগ্রসর হইয়া শুকদেব পর্বতের দুই শিখর এবং সুন্দর শিখর দর্শন করিলেন। এই দুই শিখর পরস্পর সংলগ্ন ছিল। ইহাদের মধ্যে একটি হিমালয়ের শিখর ছিল এবং দ্বিতীয়টি ছিল মেরু পর্বতের। হিমালয়ের শিখর রজতময় হওয়ায় শ্বেতবর্ণ ছিল এবং সুমেরুর স্বর্ণময় শিখর পীতবর্ণ ছিল এই দুইটি শিখরই দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে শতযোজন বিস্তৃত। উত্তরদিক্ অভিমুখে গমন করিবার সময় এই দুই সুরম্য শিখর শুকদেবের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ৮-৯

ইহাদের দেখিয়া তিনি পূর্ববৎ নিঃসঙ্গ মনে তাহাদের উপর

ততঃ পর্বতশৃঙ্গে দ্বে সহসৈব বিধাকৃতে
অদৃশ্যেতাং মহারাজ তদদ্ভুতমিবাভবৎ
ততঃ পর্বতশৃঙ্গাভ্যাং সহসৈব বিনিঃসৃতঃ ॥ ১১
ন চ প্রতিহতঞ্চাসীত্ স গতিঃ পর্বতোত্তমঃ
ততো মহানভূচ্ছব্দো দিবি সর্বদিবৌকসাম্ ॥ ১২
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চাপি যে চ শৈলনিবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা শুকমতিক্রান্তং পর্বতঞ্চ দ্বিধাকৃতম্ ॥ ১৩
সাধু সাধ্বিতি তত্রাসীদ্বাদঃ সর্বত্র ভারত
স পূজ্যমানো দেবৈশ্চ গন্ধর্বৈর্মিশ্রিতস্তথা ॥ ১৪
যক্ষ-রাক্ষসসঙ্ঘৈশ্চ বিদ্যাধরগণৈস্তথা
দিব্যৈঃ পুষ্পৈঃ সমাকীর্ণমন্তরীক্ষং সমন্ততঃ ॥ ১৫
আসীৎ কিল মহারাজ শুকাভিগমনে তদা
ততো মন্দাকিনীং রম্যামুপবিষ্টাদভিস্রুতাম্ ॥ ১৬

আরোহণ করিলেন। তারপর সেই দুই পর্বতশিখর সহসা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল এবং মধ্যভাগে যেন বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মহারাজ! ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ১০-১১

তাহার পর সেই দুই পর্বতশিখর হইতে তিনি সহসা বাহির হইয়া আসিলেন। তখন সেই শ্রেষ্ঠ পর্বত তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। ১১

ইহা দেখিয়া সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব এবং ঋষিগণ ও যাহারা সেই পর্বতে বাস করেন, সেই সব অন্য প্রাণিগণ অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই জয়ধ্বনি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ১২

হে ভারত! শুকদেবকে পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া অগ্রসর হইতে এবং সেই পর্বতকে দুই খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইতে দেখিয়া সেখানে সকলদিকে 'সাধু সাধু' শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। ১৩

মহারাজ! দেবতা, গন্ধর্ব, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস ও বিদ্যাধরগণ তাঁহার পূজা করিলেন। সেখান হইতে শুকদেবের উপরে উত্থিত হইবার সময়ে তাঁহার উপর দিব্য পুষ্পসমূহের বর্ষণে চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ১৪-১৫

রাজন্! কথিত শুকদেব উত্তরলোকে যাইবার সময়ে বিকসিত বৃক্ষ ও বনসমূহে সুশোভিত রমণীয় মন্দাকিনী (আকাশগঙ্গা)-কে দর্শন করিলেন। ১৬

শুকো দদর্শ বর্ষীয়া পুণ্ডিতক্রমকাননম্
তস্যাং ক্রীড়ন্তাপ্সরস্যস্তে চৈবাপ্সরসঃ পৃথক্ । ১৭
শূন্যাকারং নিরাকারং শুকং দৃষ্ট্বা বিবাসসঃ ।
তা প্রক্রামন্তমাজ্ঞায় পিতা স্নেহসমন্বিতঃ । ১৮
উত্তমাং গতিমাস্থায় পৃষ্ঠতোঽনুসসার হ
শুকস্তু মারুতাভূর্বং গতিং কৃত্বাসৃণিগ্নগাম্ ॥ ১৯
দর্শয়িত্বা প্রভাবং স্বং ব্রহ্মকৃত্তোঽভবৎ তদা
মহাসাগরগতিং কৃষ্ণাং ব্যাসোঽথাহ মহাতপাঃ । ২০
নিমেষান্তরমাত্রেণ শুকাভিপদবঃ ধরো
স দদর্শ দ্বিধা কৃত্বা পর্বতাগ্রং শুকংগতম । ২১
শশাংসুর্ঘবস্তত্র কর্ম পুত্রস্য তৎ তদা ।
ততঃ শুকেতি শব্দেন শব্দেনাক্রন্দিতস্তদা । ২২
স্বয়ং পিতা স্বরেণোচ্চৈস্ত্রীন্ লোকানন্বনাদ বৈ ।
শুকঃ সর্বগতো ভূত্বা সর্বাত্মা সর্বতোমুখঃ । ২৩

প্রত্যাহরত্তদা বর্ষীয়া তোঃ শব্দেনানুনাদয়ন্ ।
হত একাক্ষরং নাম্না তোয়িতোয় সমীরয়ন্ । ২৪
প্রত্যাহরজ্জগৎ সর্বমুচ্চৈঃ স্থাবর-জঙ্গমম্ ।
ততঃ প্রভৃতি চাদ্যাপি শব্দানুচ্চারিতান্ পৃথক্ । ২৫
গিরিসহ্বরপৃষ্ঠেষু ব্যাহরন্তি শুকং প্রতি
অন্তর্হিতঃ প্রভাবং তু দর্শয়িত্বা শুকস্তদা । ২৬
গুণান্ সন্ত্যজ্য সন্ত্যাদীন্ পদমব্যয়মগমৎ পরম্
মহিমানং তু তং দৃষ্ট্বা পুত্রস্যামিততেজসঃ । ২৭
নিজগাদ গিরিপ্রস্থে পুত্রমেবানুচিন্তয়ন্
ততো হ্রদাকিনীতীরে ক্রীড়ন্ত্যোঽপ্সরসাং গণাঃ । ২৮
আসাদ্য তমৃষিং সর্বা: সম্ভ্রান্তা গতচেতসঃ
জলে নিলিলিলারে কাশ্চিৎ
কাশ্চিদ্ গুহান্ প্রপেদিরে । ২৯
বসনান্যাদদুঃ কাশ্চিৎ তং দৃষ্ট্বা মুনিসত্তমম্
তাং মুক্তাং তু বিজ্ঞায় মুনিঃ পুত্রস্য বৈ তদা । ৩০

এই ঘটনাস্থলে তখন বহু অপ্সরা স্নান ও জলক্রীড়া করিতেছিলেন। যদিও তাঁহারা নগ্না ছিলেন, তথাপি শুকদেবকে মূর্তাকার বাহ্যজ্ঞানরহিত (ও আত্মনিষ্ঠ) দর্শন করিয়া নিজেদের দেহকে আবৃত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন না। ১৭।

তাঁহাকে এইভাবে নিধির ন্যায় উৎক্রমণ করিতে জানিয়া তাঁহার পিতা স্নেহবশতঃ স্নেহবশতঃ উত্তম গতি অবলম্বন করত তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। ১৮।

অন্তরিক্ষে শুকদেব বায়ুর ন্যায় আকাশগামিনী ঊর্ধ্বগতির আশ্রয় গ্রহণ করত নিজের প্রভাব দর্শন করাইয়া তখন প্রস্থান করিয়া যাইলেন। ১৯।

মহাতপস্বী ব্যাসদেব অন্যপ্রকার মহাযোগসম্বন্ধিনী গতি অবলম্বন করত উপরের দিকে উত্থিত হইলেন এবং চক্ষুর নিমেষকালের মধ্যেই সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখান হইতে সেই পর্বতশিখরস্থকে দুইভাগে বিদীর্ণ করিয়া শুকদেব অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। এই স্থান 'শুকাভিপতন' নামে সেই সময় হইতেই প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি সেই স্থান দর্শন করিলেন। ২০-২১।

সেখানে নিবাসকারী ঋষিগণ আসিয়া ব্যাসদেবকে তাঁহার পুত্রের সেই অলৌকিক কর্মের কথা বলিলেন। তখন ব্যাসদেব শুকদেবের নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ২২।

যখন পিতা উচ্চৈঃস্বরে ত্রিলোকীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, তখন সর্বব্যাপী, সর্বাত্মা ও সর্বতোমুখ হইয়া সর্বাত্মা শুকদেব 'তোঃ' শব্দের দ্বারা সম্পূর্ণ জগৎ নিনাদিত করিতে করিতে পিতাকে উত্তরদান করিলেন। ২৩-২৪।

সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত পর্বতের শিখরে অথবা গুহার নিকটে কেহ যখন যখন শব্দ করিবে, তখন তখনই সেখানের সেই সেই প্রতিধ্বনিরূপে উহার-উত্তর দিয়া থাকে, যেরূপ শব্দ শুকদেবের জন্য উচ্চারিত হইয়াছিল। ২৫।

এইভাবে নিজের প্রভাব দেখাইয়া শুকদেব অন্তর্হিত হইলেন এবং সমাধি গুণসমূহ পরিত্যাগ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। ২৬।

নিজের অমিততেজস্বী পুত্রের সেই মহিমা দর্শন করিয়া তাঁহার চিন্তা করিতে করিতে সেখানে সেই পর্বতের শিখরে ব্যাসদেব উপবেশন করিলেন। ২৭।

সেই সময় হ্রদাকিনীর তীরে ক্রীড়াপরায়ণা সমস্ত অপ্সরাগণ মহর্ষি ব্যাসদেবকে নিজেদের নিকটে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং যেন অচেতন হইয়া যাইলেন। তখন কেহ জলে আত্মগোপন করিলেন এবং কেহ লতাসমূহের মধ্যে লুকাইয়া পড়িলেন। ২৮-২৯।

এই অপ্সরা মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেবকে দেখিয়া নিজেদের বস্ত্র পরিধান করিলেন। সেই সময় নিজের পুত্রের মুক্তির বিষয়

সন্তত্যাশ্চাত্মনশ্চৈব প্রীতোঽভূদ্ ভ্রীড়িতস্তদা ৮ ২৫
তং দেব-গন্ধর্বনুতো মহর্ষিগণপূজিতঃ।
পিনাকহস্তো ভগবানভ্যাগচ্ছত শঙ্করঃ ৷ ৩১
তমুবাচ মহাদেবঃ সান্ত্বপূর্বমিদং বচঃ
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং তদা ৷ ৩০
অগ্নেঃ পৃথিব্যাঃ বায়োশ্চ তথৈবাকাশতস্য চ
বীর্যেণ সদৃশঃ পুত্রঃ পুত্রা মত্তস্তথা বৃতঃ ৷ ৩৪
স তথাভিপ্রসাদো মে তপসা তব সম্ভৃতঃ।
মম চৈব প্রসাদেন ব্রহ্মভূয়োময়ঃ শুচিঃ ৷ ৩৫
স গতিং পরমাং প্রাপ্তো দুষ্প্রাপামজিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
দৈবতৈরপি বিপ্রর্ষে তং কিমনুশোচসি ৷ ৩৬
যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ো যাবৎ স্থাস্যন্তি সাগরাঃ
তাবৎ তবাক্ষয়া কীর্তিঃ সপুত্রস্য ভবিষ্যতি ৷ ৩৭

দ্বারাঃ স্বপুত্রসদৃশীঃ সর্বতোঽনুগতাঃ সদা
ত্বমাসে ভুবি লোকেঽস্মিন্ মৎপ্রসাদাদ্ধরামুনে ৷ ৩৮
সোঽনুজ্ঞাতো ভগবতা স্বয়ং রুদ্রেণ ভারত।
দ্বারাং পশ্যন্ সমাবৃত্তঃ স মুনিঃ পরয়া মুদা ৷ ৩৯
ইতি তস্য গতিশ্চৈব শুকস্য ভরতর্ষভ।
বিস্তরেণ সমাখ্যাতো যস্যাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ৷ ৪০
এতদাহ স মে রাজন্ দেবর্ষিনারদঃ পুরা।
ব্যাসশ্চৈব মহাযোগী সজয়েষু পদে পদে ৷ ৪১
ইতিহাসমিমং পুণ্যং মোক্ষধর্মোপসংহিতম্
যঃ শ্রাবয়েদ্ যঃ শৃণুয়াৎ স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ৷ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকোৎপত্তনসমাপ্তির্নাম
ত্রয়স্ত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ৷ ৩৩৩

---

৮ জানিয়া মুনি প্রীত হইলেন এবং নিজের আসক্তির বিষয় জানিতে পারিয়া তিনি লজ্জিত হইলেন ৷ ৩০-৩১

এই সময় দেবতা ও গন্ধর্বগণের দ্বারা পরিবৃত এবং মহর্ষি সঙ্ঘের দ্বারা পূজিত পিনাকধারী ভগবান্ শঙ্কর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুত্রশোকে সন্তপ্ত বেদব্যাসকে সান্ত্বনাদান করিতে করিতে তিনি বলিলেন ৷৩২-৩৩

ব্রহ্মন্! তুমি পূর্বে অগ্নি, ভূমি, জল, বায়ু ও আকাশের তুল্য শক্তিশালী পুত্রলাভের জন্য বর প্রার্থনা করিয়াছিলে, অতএব তোমার নিজের তপস্যার প্রভাব এবং আমার কৃপায় পালিত সেরূপ পুত্রই লাভ হইয়াছে। সে ব্রহ্মতেজসম্পন্ন ও অতিশয় পবিত্র ছিল ৷ ৩৪-৩৫

ব্রহ্মর্ষে! এই সময় সে এরূপ উত্তম গতি লাভ করিয়াছে, যাহা অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ ও দেবতাগণের পক্ষে অতিশয় দুর্লভ; তবে তুমি কেন তাহার জন্য শোক করিতেছ? ৩৬

যতকাল এই সংসারে পর্বতসমূহ থাকিবে এবং যতকাল সমুদ্র অবস্থান করিবে, ততকাল তোমার ও তোমার পুত্রের অক্ষয় কীর্তি জগতে বিদ্যমান থাকিবে ৷ ৩৭

ধরামুনে! তুমি আমার প্রসাদে এ জগতে সর্বদা নিজের পুত্র সদৃশ দ্বারায় (প্রতিবিম্বের) দর্শন করিতে থাকিবে। সে সর্বদিকে তোমাকে দেখা দিবে, কখনও তোমার চক্ষুর অগোচর হইবে না ৷৩৮

হে ভারত! সাক্ষাৎ ভগবান্ শঙ্করের এইরূপ আশ্বাস প্রাপ্ত হইলে পর সর্বত্র নিজের পুত্রের ছায়া দেখিতে দেখিতে মুনিবর ব্যাসদেব অতিশয় প্রসন্নতার সহিত নিজের আশ্রমের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন ৷ ৩৯

ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! তুমি আমাকে যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই শুকদেবের জন্ম ও পরমপদপ্রাপ্তির কথা আমি তোমাকে বলিলাম ৷ ৪০

রাজন্! পূর্বকালে দেবর্ষি নারদ এই বৃত্তান্ত আমাকে বলিয়াছিলেন। মহাযোগী ব্যাসদেবও কথা প্রসঙ্গে বারংবার এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছিলেন ৷৷ ৪১

যে ব্যক্তি মোক্ষধর্ম যুক্ত এই পরম পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করিয়া বা পাঠ করিয়া নিজের হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিবেন, সেই ব্যক্তি শান্তিপরায়ণ হইয়া পরমগতি (মোক্ষ) লাভ করিতে সমর্থ হইবেন ৷৷ ৪২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের উৎপত্তিবিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

[বদরিকাশ্রমে ভগবতা নারায়ণেন প্রশ্নকারি-দেবর্ষি-নারদসমীপে "পরমাত্মৈব পূজ্যতমঃ" ইতি প্রতিপাদনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ
ন ইচ্ছেৎ সিদ্ধিমাস্থাতুং দেবতাঃ কাং যজেত সঃ ॥ ১

কুতো জপ্ত ধ্রুবঃ স্বর্গঃ কুতো নৈঃশ্রেয়সঃ পরম্ ।
বিধিনা কেন জুহ্বদ্ধি দৈবা পিত্র্যাং তথৈব চ ॥ ২

মুক্তশ্চ কাং গতিং গচ্ছেন্মোক্ষশ্চৈব কিমাত্মকঃ
স্বর্গতশ্চৈব কিং কুর্যাদ্ যেন ন চ্যবতে দিবঃ ॥ ৩

দেবতাভ্যশ্চ কো দেবঃ পিতৃভ্যশ্চ পিতা তথা
তস্মাৎ পরতরং যচ্চ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ ।

মূঢ়ঃ খল্বসি প্রশ্নবিৎ প্রশ্নং পৃচ্ছসে দুর্বিজ্ঞানম্ ।
ন হ্যেতৎ তর্কয়া শক্যং বক্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ৫

ঋতে দেবপ্রসাদাদ্ বা রাজন্ জ্ঞানাগমেন বা
গমনং হ্যেতদাখ্যানং ব্যাখ্যাতব্যং তবাধিকম্ ॥ ৬

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
নারদস্য চ সংবাদমৃষের্নারায়ণস্য চ ॥ ৭

নারায়ণো হি বিশ্বাত্মা চতুর্মূর্তিঃ সনাতনঃ
যজ্ঞাঙ্গঃ সত্যভূব পিতৈষ মেহভ্যুপাগতঃ ॥ ৮

কৃতে যুগে মহারাজ পুত্রা ব্রাহ্মভুবেঽন্তরে
নরো নারায়ণশ্চৈব হরিঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ৯

তেষাং নারায়ণ নরৌ তপস্তেপতুরব্যয়ৌ
বদর্যাশ্রমমাসাদ্য শকটে ফলকাময়ে ॥ ১০

অষ্টচক্রং হি তদ্ যানং ভূতযুক্তং মনোরমম্
উত্রাভৌ লোকনাথৌ তৌ কৃষ্ণৌ বপুষি সপ্ততৌ ॥ ১১

তপসা তেজসা চৈব দুর্নিরীক্ষ্যৌ সুরৈরপি ।
যস্য প্রসাদং কুর্যাতাং স দেবো দ্রষ্টুমর্হতি ॥ ১২

চতুস্ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

বদরিকাশ্রমে জিজ্ঞাসাকারী দেবর্ষি নারদের নিকট ভগবান্ নারায়ণ কর্তৃক পরব্রহ্মের পরমাত্মাকেই সর্ব্বপ্রেষ্ঠ পূজনীয় বলিয়া প্রতিপাদন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী যে কেহও যদি সিদ্ধিলাভ করিতে অভিলাষ করেন, তবে তিনি কোন্ দেবতার পূজা করিবেন? ১

মানুষ কিভাবে অক্ষয় স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন? তাঁহার পরম কল্যাণ কোন্ সাধনায় সুলভ হয়? তিনি কোন্ বিধিতে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে হোম করিবেন? ২

মুক্ত পুরুষ কোন্ গতি প্রাপ্ত হন্? মোক্ষের স্বরূপ কি? স্বর্গে গমন করিয়া মানুষের কি করা কর্ত্তব্য, যাহাতে তিনি স্বর্গ হইতে চ্যুত না হন্? ৩

দেবতাগণেরও দেবতা এবং পিতৃগণেরও দেবতা কে? অথবা উহা হইতেও শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব কি? পিতামহ! এই সব বিষয় আপনি আমাকে বলুন ॥ ৪

ভীষ্ম বলিলেন,—নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! তুমি প্রশ্ন করিতে জান। এই সমস্ত তুমি আমাকে অতিশয় সূক্ষ্ম প্রশ্ন করিয়াছ। মানুষ! তপস্যার বলে অথবা জ্ঞানপ্রভাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যা কেবল তর্কের দ্বারা শতবর্ষেও এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। মহারাজ! যদিও এই বিষয় বুঝাই অত্যন্ত কঠিন, তথাপি তোমার জন্য আমি ইহার ব্যাখ্যা করিব ॥ ৫-৬

এই বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ দেবর্ষি নারদ ও নারায়ণ ঋষির সংবাদরূপ প্রাচীন ইতিহাস এস্থলে উদাহরণ দিয়া থাকেন

আমার পিতা পরম আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ভগবান্ নারায়ণ বিশ্বের আত্মা, চতুর্মূর্তিধারী ও সনাতন দেবতা। তিনিই এক সময় যজ্ঞের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৮

মহারাজ! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সত্যযুগে সেই যজ্ঞ ভগবান্ ব্রাহ্মদেবের চারিটি অবতার হইয়াছিল। তাঁহাদের নাম—নর নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ ॥ ৯

তাঁহাদের মধ্যে অবিনাশী নারায়ণ ও নর বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া সেখানে অবস্থান করত তপস্যা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের নিকট একটি শকট ছিল ॥ ১০

তাঁহাদের সেই মনোহর শকট আট চক্রযুক্ত এবং তাহাতে বহু ভূত (দেবযোনিবিশেষ) সংযোজিত ছিল। এই দুই আদিপুরুষ জগদীশ্বর তপস্যা করিতে করিতে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া যাইলেন। তাঁহাদের দেহের নাড়ীসকল দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু তপস্যার তাঁহাদের তেজ এরূপ বর্দ্ধিত হইল যে, দেবতাগণেরও তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা কঠিন হইয়া পড়িল। যাঁহার প্রতি তাঁহারা কৃপা করেন, তিনিই ইঁহাদের দর্শন করিতে সমর্থ হন ॥ ১১-১২

নূনং তয়োরনুমতে হৃদি স্বয়মচোদিতঃ।
মহাদেবোগিরেঃ শৃঙ্গাৎ প্রচুক্রোশ মহামনাঃ ॥ ১৩

নারদঃ সুমহদ্ভূতং সর্বলোকানচীচরৎ
তং দেশমগমদ্ রাজন্ যদর্ষ্যাশ্রমমণ্ডলম্ ॥১৪

তয়োরাহ্নিকবেলায়াং তস্য কৌতূহলং মহৎ
ইমং তদাশ্রমং কৃৎস্নং ঋষিলোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৫

সদেবাসুরগন্ধর্বাঃ সকিন্নর-মহোরগাঃ।
একা মূর্তিরিয়ং পূর্বং জাতা ভুবনভূষিতা ॥১৬

ধর্মস্য কুলসন্তানে ধর্মাদেস্তিবিধৈর্বিভোঃ
অহো নুনুগৃহীতোঽস্মি ধর্ম এভিঃ সুরৈরিহ ॥ ১৭

নর-নারায়ণাভ্যাং চ কৃষ্ণেন হরিণা তথা
অত্র কৃষ্ণো হরিশ্চৈব কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে ॥ ১৮

স্তিতৌ ধর্মোত্তরৌ জ্ঞেতৌ তথা তপসি নিষ্ঠিতৌ।

নিশ্চয়ই ইহাদের উভয়ের ইচ্ছানুসারে নিজের হৃদয়ে অন্তর্যামীর প্রেরণা হইলে পর দেবর্ষি নারদ মহাদেব পর্বতের শিখর হইতে গন্ধমাদন পর্বতে নামিয়া আসিলেন ॥ ১৩

রাজন্! নারদ সমস্ত লোকেই বিচরণ করিতেছিলেন, অতএব এই শীঘ্রগামী মুনি বদরিকাশ্রমের সেই বিশাল প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এই স্থান মহৎ প্রাণিগণের দ্বারা যুক্ত ছিল ॥ ১৪

যখন সেখানে ভগবান্ নর ও নারায়ণের নিত্য কথা সমাপ্ত হইল, সেই সময়ে নারদের মনে তাঁহাদের দর্শন করিবার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠা জাগিল তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—অহো! ইহাই সেই ভগবানের স্থান, যাঁহার মধ্যে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, কিন্নর ও মহানাগগণের সহিত সকল লোক নিবাস করিয়া আছে ॥ ১৫½

প্রথমে ইনি একই রূপে বিদ্যমান ছিলেন, তারপর ধর্মের বংশপরম্পরা বিস্তার করিবার জন্য এই চারি মূর্তিতে (নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ) আবির্ভূত হইয়াছেন। এই চার অবতার নিজেদের উপার্জিত ধর্মের দ্বারা ধর্মদেবের বংশপরম্পরা বর্ধিত করিতেছেন। অহো! এই সময় নর, নারায়ণ, কৃষ্ণ ও হরি—এই চার দেবতা ধর্মের উপর অতিশয় অনুগ্রহ করিয়াছেন ॥ ১৬-১৭½

ইহাদের মধ্যে হরি ও কৃষ্ণ অন্য কোন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন;

এতৌ হি পরমং ধাম কালত্রয়োর্ধ্বিকর্ত্রিকা ॥ ১৯
পিতরৌ সর্বভূতানাং দৈবতঞ্চ যশস্বিনৌ।
কাং দেবতাং তু যজতঃ পিতৄন্ বা জ্ঞাং মহামতী ॥২০
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ভক্ত্যা নারায়ণস্য তু
সহসা প্রাদুরভবৎ সমীপে দেবরোত্তমা ॥ ২১
কৃতে দৈবে চ পিত্র্যে চ তত্তদাত্ম্যাং নিরীক্ষিতঃ
পূজিতশ্চৈব বিধিনা যথাপ্রোক্তেন শাস্ত্রতঃ ॥ ২২
তম্ দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্যমপূর্বং বিধিবিস্তরম্।
উপোপবিষ্টঃ পুপ্রীতো নারদো ভগবানৃষিঃ ॥ ২৩
নারায়ণং সানিরীক্ষ্য প্রসন্নেনান্তরাত্মনা
নমস্কৃত্য মহাদেবমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৪

নারদ উবাচ।

বেদেষু সপুরাণেষু সাঙ্গোপাঙ্গেষু শীয়তে
যমজঃ শাশ্বতো ধাতা সাত্ত্বামূর্তমকুণ্ঠিতম্ ॥ ২৫

কিন্তু এই দুই ভ্রাতা নর ও নারায়ণ ধর্মকেই প্রধান মনে করিয়া তপস্যায় যুক্ত থাকিলেন ॥ ১৮½

ইহারা উভয়ে পরমধামস্বরূপ। ইহাদের আবার নিত্য কর্ম কি আছে? এই দুই ধর্মজ্ঞ দেবতা সমস্ত প্রাণিগণের পিতা ও দেবতা। এই শান্তমন বুদ্ধিমান্ দুই ভ্রাতা কোন্ দেবতার যজন ও কোন্ পিতৃগণের পূজা করিবেন? ১৯-২০

মনে মনে এই ভাবে বিশেষ চিন্তা করিয়া ভগবান নারায়ণের প্রতি ভক্তির দ্বারা প্রেরিত হইয়া নারদ সহসা সেই দেবতাদ্বয়ের সমীপে প্রাদুর্ভূত হইলেন

ভগবান্ নর ও নারায়ণ যখন দেবতা এবং পিতৃগণের পূজা সমাধা করিলেন, তখন তাঁহারা নারদকে দেখিতে পাইলেন এবং শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ২১

তাঁহাদের দ্বারা শাস্ত্র বিধির এই অপূর্ব বিস্তার এবং অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাদের পার্শ্বে উপবিষ্ট দেবর্ষি ভগবান্ নারদ অত্যন্ত প্রীত হইলেন ॥ ২৩

প্রসন্নচিত্তে মহাদেব ভগবান্ নারায়ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ২৪

নারদ বলিলেন,—ভগবন্! অঙ্গ ও উপাঙ্গ সহ সম্পূর্ণ বেদ এবং পুরাণসমূহে আপনারই মহিমা গীত হইয়াছে আপনি অজন্মা, সনাতন, সকলের ধাতা-পিতা ও সর্বোত্তম অমৃত-স্বরূপ ॥ ২৫

প্রতিষ্ঠিতা ভূতভব্যং ত্বয়ি সর্বমিদং জগৎ।
চত্বারো ভ্রাতরো দেব সর্বে গার্হস্থ্যমূলকাঃ ॥ ২৬
যজন্তে ত্বাময়রূপৈর্নানামূর্তিসমান্বিতম্।
পিতা ধাতা চ সর্বস্য জগতঃ শাশ্বতো গুরুঃ
কা ত্বন্ত যজসে দেবং পিতরং কা ন বিদ্মহে ॥২৭
(জগর্চসি যথান্যায়ং তন্মে ব্রূহীহ পৃচ্ছতঃ)

শ্রীভগবানুবাচ

অব্যক্তাদেবতু ব্যক্তমব্যাকৃতগুণং সনাতনম্।
তব তদ্ভক্তিমতো ব্রহ্মন্ বক্ষ্যামি তু যথাতথম্ ॥ ২৮
যৎ তৎ সূক্ষ্মমবিজ্ঞেয়মব্যক্তমচলং ধ্রুবম্
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থৈশ্চ সর্বভূতৈশ্চ বর্জিতম্ ॥ ২৯
ন তদ্ভূতাত্মা ভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি কথ্যতে।
ত্রিগুণব্যতিরিক্তো বৈ পুরুষশ্চেতি কথ্যতে ॥ ৩০
তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম
অব্যক্তা ব্যক্তভাবস্থা যা সা প্রকৃতিরব্যয়া ॥ ৩১
তাং যোনিমাবয়োর্বিদ্ধি যোঽসৌ সদসদাত্মকঃ

দেব! আপনার দ্বারাই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালীন এই সম্পূর্ণ জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। গার্হস্থ্যমূলক চারিআশ্রমের সকল মানুষ নানারূপে স্থিত আপনাকেই প্রতিদিন পূজা করেন ॥ ২৬-২৭

আপনিই সমস্ত জগতের ধাতা, পিতা ও সনাতন গুরু, তথাপি আমি আপনি কোন্ দেবতা ও কোন্ পিতার পূজা করিতেছেন? ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না ব্রহ্মন্! অতএব আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে বলুন, আপনি কোন্ দেবতার পূজা করিতেছেন? ২৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন.—ব্রহ্মন্! তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করিলে, ইহা নিজের পক্ষে গোপনীয় বিষয়। যদিও এই সনাতন রহস্য কাহারও নিকট বলিবার যোগ্য না, তথাপি তোমার ন্যায় ভক্তের নিকট বলা উচিত; অতএব আমি যথাযথভাবে ইহার বর্ণনা করিব ॥২৯

যিনি সূক্ষ্ম, অজ্ঞেয়, অব্যক্ত, অচল ও ধ্রুব, যিনি ইন্দ্রিয়গণ, বিষয়সমূহ ও সমস্ত ভূতবর্গেরও পরে, তিনি সকল প্রাণিগণের ভূতাত্মা, অতএব ইনি ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন, ইনি ত্রিগুণাতীত ও পুরুষ পদবাচ্য। ইহা হইতে ত্রিগুণময় অব্যক্তের উৎপত্তি হইয়াছে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! উহাকেই ব্যক্তভাবে স্থিত অবিনাশিনী অব্যক্তা প্রকৃতি নামে অভিহিত করা হয় ॥ ২৯-৩১

আবাভ্যাং পূজ্যতেঽসৌ হি দৈবে পিত্র্যে চ কল্পতে ॥৩২
নাস্তি তস্মাৎ পরোঽন্যো হি
পিতা দেবোঽথ বা দ্বিজ।
আত্মা হি নঃ স বিজ্ঞেয়স্তস্মাৎ পূজ্যাবহে ॥ ৩৩
তেনৈষা প্রথিতা ব্রহ্মন্ মর্যাদা লোকভাবিনী।
দৈবং পিত্র্যঞ্চ কর্তব্যমিতি তস্যানুশাসনম্ ॥ ৩৪
ব্রহ্মা স্থাণুর্মনুর্দক্ষো ভৃগুর্ধর্মস্তপো যমঃ
মরীচিরঙ্গিরাঽত্রিশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ॥ ৩৫
বশিষ্ঠঃ পরমেষ্ঠী চ বিবস্বান্ সোম এব চ।
কর্দমশ্চাপি যঃ প্রোক্তঃ ক্রোধো বিক্রীত এব চ ॥৩৬
একবিংশতিরুৎপন্নাস্তে প্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ
তস্য দেবস্য মর্যাদাঃ পূজয়ন্তঃ সনাতনীম্ ॥ ৩৭
দৈবং পিত্র্যঞ্চ সন্তত্যং তথা বিদ্যায় তত্ত্বতঃ
আত্মপ্রাপ্তানি চ ততঃ প্রাপ্নুবন্তি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৮
যে স্বর্গস্থা অপি যে কেচিৎ তান্ নমস্যন্তি দেহিনঃ
তে তৎপ্রসাদাদ্ গচ্ছন্তি তেনাদিষ্টফলাং গতিম্ ॥ ৩৯

সেই পরমাত্মাই আমাদের উভয়ের উৎপত্তির কারণ, তুমি ইহা অবগত হও আমরা উভয়ে তাঁহারই পূজা করি এবং তাঁহাকে দেবতা ও পিতা বলিয়াই মনে করি ॥৩২

ব্রহ্মন্! তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন দেবতা বা পিতা নাই। তিনিই আমাদের আত্মা, ইহা তুমি জানিও, অতএব আমরা তাঁহার পূজা করিতেছি ॥ ৩৩

ব্রহ্মন্! তিনিই লোকসকলকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবার হেতুস্বরূপ এই ধর্মের মর্যাদা স্থাপিত করিয়াছেন। দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করা কর্তব্য, ইহা তাঁহারই আজ্ঞা ॥ ৩৪

ব্রহ্মা, স্থাণু, মনু, দক্ষ, ভৃগু, ধর্ম, তপ, যম, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, সূর্য, সোম, কর্দম, ক্রোধ ও বিক্রীত—এই একুশ জন প্রজাপতি সেই পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং সেই পরমাত্মার প্রবর্তিত সনাতন ধর্মমর্যাদার পালন ও পূজা করেন ॥ ৩৫-৩৭

শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ তাঁহারই প্রবর্তিত দেবতা ও পিতৃসম্বন্ধী কার্যসমূহ যথাযথভাবে জানিয়া নিজেদের মনোনীত সেই সকল কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ৩৮

স্বর্গে অবস্থিত প্রাণিগণের মধ্যে যে কেহ সেই পরমাত্মাকে প্রণাম করেন, তিনি তাঁহার কৃপাপ্রসাদে তাঁহারই আজ্ঞানুসারে ফলপ্রদ উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৯

যে হীনাঃ সপ্তদশভির্গুণৈঃ কর্মভিরেব চ।
কলাঃ পঞ্চদশ ত্যক্ত্বা তে মুক্তা ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪০
মুক্তানাং তু গতির্ব্রহ্মন্ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি কথ্যতে
স হি সর্বগুণৈশ্চৈব নির্গুণৈশ্চৈব কথ্যতে ॥ ৪১
দৃশ্যতে জ্ঞানযোগেন আত্মা হ্যত্র প্রসূতয়ে তত্ত্বঃ।
এষ আত্মা তমাত্মানং পূজয়াধঃ সনাতনম্ ॥ ৪২
তং বেদাশ্চাশ্রমাশ্চৈব নানামতসমাশ্রিতাঃ
তস্ত্যা সম্পূজয়ন্ত্যাশু গতিং বৈদ্যাং দদাতি সঃ ॥ ৪৩

যে তু তদ্ভাবিতা লোকে ভেদাস্তিত্বং সমাশ্রিতাঃ।
এতদত্যধিকং তেষাং যৎ তে তং প্রবিশন্ত্যুত ॥ ৪৪

ইতি শুভসমুদ্দেশস্তব নারদ কীর্তিতঃ।
তস্ত্যা প্রেত্য চ বিপ্রর্ষে অশ্নুতে চ যে শ্রুতঃ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি চতুস্ত্রিংশদধিক-
ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩৪

যিনি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধিরূপ এই সপ্তদশ পদার্থের সঙ্গ, রজ এবং তম এই তিন গুণরহিত এবং পান-ভোজনাদি সর্বপ্রকার কর্মহীন হইয়া পঞ্চদশ কলা* ত্যাগ করিয়া অবস্থিত, তিনিই মুক্ত, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ॥৩০

ব্রহ্মন্! মুক্ত পুরুষগণের গতি ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা নিশ্চিত করিয়া দিয়াছেন। তিনিই সর্বগুণসম্পন্ন ও নির্গুণ বলিয়া কথিত হন ॥৩১

জ্ঞানযোগের দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। আমাদের উভয়ের আবির্ভাব তাঁহারই দ্বারা হইয়াছে, ইহা জানিয়া আমরা উভয়ে সেই সনাতন পরম দেবতার পূজা করিতেছি ॥৩২

চারি বেদ, চারি আশ্রম ও নানাবিধ মতসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মনুষ্যগণ ভক্তিসহকারে তাঁহারই পূজা করেন এবং তিনিও ইহাদের সকলকে অভিলষিত উত্তম গতি প্রদান করেন ॥৩৩

যাহারা সর্বদা তাঁহাকে স্মরণ করেন এবং অনন্যভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা এই শ্রেষ্ঠ লাভ হয় যে, তাঁহারা ইঁহার স্বরূপে প্রবেশ করেন ॥৩৪

নারদ! ব্রহ্মর্ষে! তোমার ভগবানের প্রতি ভক্তি ও প্রেম আছে। আমাদের উপরেও তোমার ভক্তিভাব রহিয়াছে। সেইজন্য আমরা তোমার সম্মুখে এই শোভনীয় বিষয় বর্ণনা করিলাম এবং তোমারও ইহা শ্রবণ করিবার উত্তম অবসর লাভ হইয়াছে ॥৩৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে চতুস্ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নারদস্য শ্বেতদ্বীপদর্শনম্, তত্রত্যবাসিনাং স্বরূপবর্ণনম্, হরেঃ উপরিচরবসোশ্চরিতকথনম্, পাঞ্চরাত্রস্যোৎপত্তি প্রসঙ্গশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ

স এবমুক্তো দ্বিপদাং বরিষ্ঠো
নারায়ণেনোত্তমপূরুষেণ।
জগাদ বাক্যং দ্বিপদাং বরিষ্ঠং
নারায়ণং লোকহিতাধিবাসম্ ॥ ১

নারদ উবাচ।

যদর্থমাত্রপ্রভবেণ ভূম্ন
কৃতং ত্বয়া ধর্মগৃহে চতুর্ধা
তৎ সাধ্যতাং লোকহিতার্থমদ্য
গচ্ছামি দ্রষ্টুং প্রকৃতিং ভবত্যাম্ ॥২

পঞ্চত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[নারদের শ্বেতদ্বীপদর্শন, সেখানকার নিবাসীদিগের স্বরূপ বর্ণন, হরির উপরিচরবসুর চরিতকথন এবং পাঞ্চরাত্রের উৎপত্তি প্রসঙ্গ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণ যখন পুরুষপ্রবর নারদকে এই কথা বলিলেন, তখন তিনি লোকহিতের আশ্রয়ভূত পুরুষাগ্রগণ্য ভগবান্ নারায়ণকে এই কথা বলিলেন ॥১

নারদ বলিলেন,—প্রভো! আপনি সমস্ত পদার্থের উৎপত্তির কারণ। আপনি যাহার জন্য ধর্মের গৃহে চারি স্বরূপে (নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ) অবতীর্ণ হইয়াছেন, লোকহিতের জন্য সেই প্রয়োজন সাধন করুন এখন আমি (শ্বেতদ্বীপে স্থিত) আপনার আবির্ভাবিগ্রহ বর্ণন করিতে যাইতেছি ॥২

* গর্ভে পতন, গর্ভে বাস, জন্ম, শৈশব, কৌমার, পৌগণ্ড, বৈশেষ্য, যৌবন, প্রৌঢ়তা, বার্দ্ধক্য, জরা, অবিরতা, মৈথুন, বৃত্তিলোপ ও মৃত্যু—পঞ্চদশ কলা (অবস্থা)।

সর্বভাবেন ভক্তঃ স দেবদেবং জনার্দনম্ ।
অনাদিমধ্যনিধনং লোককর্তারমব্যয়ম্ ॥ ১১
তস্য নারায়ণে ভক্তিঃ যতোঽনিত্রভবিষ্যতি ।
একপর্য্যাসনং দেবো দত্তবান্ দেবরাট্ স্বয়ম্ ॥ ১২
আত্মরাজ্যং ধনং চৈব কলত্রং বাহনং তথা ।
যত্তদ্ভাসযতঃ সর্বমিতি যৎ প্রোক্ষিতং সদা ॥ ১৩
কামা-নৈমিত্তিকা রাজন্ যাবন্ত্যঃ সত্রক্রিয়াঃ ।
সর্বাঃ সাত্বতমাস্থায় বিধিং চক্রে সমাহিতঃ ॥ ১৪
পঞ্চরাত্রবিদো মুখ্যাংস্তস্য দেবে মহাত্মনঃ ।
প্রায়শঃ তদ্ভবৎপ্রোক্তং ভুঙ্ক্তে বাগ্রতোজনম্ ॥ ১৫
তস্য প্রশাসতো রাজ্যং ধর্মেণানিত্রঘাতিনঃ ।
নানৃতা বাক্ সমুদ্ভাসনো দুষ্টং ন চাভবৎ ॥ ১৬
ন চ কামেন কৃতবান্ স পাপং কুরুসত্তম
যে হি তে অন্বয়ঃ খ্যাতাঃ সপ্ত চিত্রশিখণ্ডিনঃ ॥ ১৭

ত্রিনি আদি, মধ্য ও অবসানের, অবিনাশী, লোককর্তা দেবদেব জনার্দনের ভজনে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত থাকেন ॥ ১১

ভগবান্ নারায়ণে ভক্তিপরায়ণ সেই শত্রুসূদন নরপতির উপর প্রসন্ন হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে নিজের সহিত এক শয্যায় ও এক আসনে উপবেশন করাইতেন ॥ ১২

রাজা উপরিচর নিজের রাজ্য, ধন, স্ত্রী ও বাহনাদি সব উপকরণ ভগবানেরই বস্তু বুঝিয়া সব তাঁহাতেই সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ১৩

রাজন্! তিনি সদা সাবধানে থাকিয়া সকাম ও নৈমিত্তিক যজ্ঞসকলের সমস্ত ক্রিয়াই বৈষ্ণব-শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সম্পন্ন করিতেন ॥ ১৪

সেই মহাত্মা নরপতির গৃহে পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের মুখ্য মুখ্য বিদ্বান্‌গণ সর্বদা অবস্থান করিতেন এবং শ্রীভগবান্‌কে সমর্পিত প্রসাদ অথবা ভোজ্যপদার্থ সর্বপ্রথমে তাঁহারাই ভোজন করিতেন ॥ ১৫

ধর্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতে করিতে অবস্থিত শত্রুঘাতী নরপতি উপরিচরের কখনও অসত্যভাষণ করিতেন না এবং কখনও তাঁহার মন দুষ্ট ভাবনায় দূষিত হইত না। নিজের শরীরের দ্বারা তিনি কখনও অন্য পাপও করেন নাই ॥ ১৬½

(এখন আমি বেতসের জন্ম, বৃদ্ধি ও আদিবরাহের উৎপত্তি

বৈরেকবতিভির্ভূত্বা যৎ প্রোক্তং শাস্ত্রমুত্তমম্
বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সমিতং কৃতং মোক্ষে মহাগিরৌ ॥ ১৮
আত্রেঃ সপ্তর্ষিকল্পস্য লোকধর্মমনুত্তমম্
মরীচিরত্রাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ
বশিষ্ঠশ্চ মহাতেজাস্তে হি চিত্রশিখণ্ডিনঃ ॥ ১৯
সপ্ত প্রকৃতয়ো হ্যেতাস্তথা দ্বাবসুরাবাদিমৌ
এতাভির্ধার্যতে লোকস্তাভ্যঃ শাস্ত্রং বিনিঃসৃতম্ ॥ ৩০
একাগ্রমনসো দান্তা মুনয়ঃ সংশয়ে কৃতাঃ
ভূত-ভব্য-ভবিষ্যজ্ঞাঃ সত্যধর্মপরায়ণাঃ ॥ ৩১
ইদং জ্ঞেয় ইদং ব্রহ্ম ইদং হিতমনুত্তমম্
লোকান্ সঞ্চিন্ত্য মনসা ততঃ শাস্ত্রং প্রচক্রিরে ॥ ৩২
তত্র ধর্মার্থকামা হি মোক্ষঃ পশ্চাচ্চ কীর্তিতঃ ।
মর্য্যাদা বিবিধাশ্চৈব বিধি ভূমৌ চ সংস্থিতাঃ ॥ ৩৩

হইয়াছে, উহা বলিতেছি, তুমি জান কর) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাতেজস্বী বশিষ্ঠ—এই সপ্ত ঋষি চিত্রশিখণ্ডী নামে কথিত হন এই যে চিত্রশিখণ্ডী নামে বিখ্যাত সপ্ত ঋষি, ইঁহারা মহামিরি মেরুপর্বতের উপর একত্রিত হইয়া সর্বসম্মত যে উত্তম শাস্ত্র প্রণয়ন ও নির্দেশ করিয়াছেন, উহা চারিবেদতুল্য আদরণীয় ও প্রমাণভূত ইঁহাদের মধ্যে সপ্তর্ষির মুখ হইতে নিঃসৃত উত্তম লোকধর্মের শাস্ত্র ইহা ॥ ১৭-১৯

এই সপ্ত ঋষি প্রকৃতির সপ্ত গুণ অর্থাৎ প্রজাসকলের স্রষ্টা। আদিম দুইজন ব্রহ্মা। ইঁহারা সকলে মিলিত হইয়া এই সম্পূর্ণ জগৎকে ধারণ করেন। ইঁহাদেরই দ্বারা শাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছে ॥ ৩০

এই সব ঋষি একাগ্রচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, সংযমপরায়ণ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং সত্যধর্মে তৎপর ॥ ৩১

ইঁহারা মনে মনে এই চিন্তা করিলেন যে, অমুক সাধনের দ্বারা জগতের কল্যাণ হইবে, অমুক সাধনের দ্বারা পরমাত্মার প্রাপ্তি হইবে এবং অমুক উপায়ে সংসারের সর্বোত্তম হিতসাধন হইবে, এই ভাবিয়া তাঁহারা শাস্ত্র রচনা করিলেন ॥ ৩২

ইঁহার মধ্যে প্রথমে ধর্ম, অর্থ ও কাম এবং পরে মোক্ষের বর্ণনা রহিয়াছে। ধর্ম ও ধর্মালোকে প্রচলিত নানাপ্রকার মর্য্যাদা (নিয়মবিধি) ইহার মধ্যে প্রতিপাদিত আছে ॥ ৩৩

আরাধ্য তপসা দেবং হরিং নারায়ণং প্রভুম্ ।
দিব্যং বর্ষসহস্রং বৈ সর্বে তে ঋষিভিঃ সহ ॥ ৩৩

নারায়ণানুশাস্তা হি তদা দেবী সরস্বতী ।
বিবেশ তানৃষীন্ সর্বাল্লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৩৪

ততঃ প্রবর্তিতা সম্যক্ তপোঽর্থস্থিতিসিদ্ধিভিঃ ।
শব্দে চার্থে চ হেতৌ চ এষা প্রথমসর্গজা ॥ ৩৫

আদাবেব হি তচ্ছাস্ত্রমোঙ্কারস্বরপূর্বিতম্ ।
ঋষিভিঃ শ্রাবিতং সত্র তত্র কারুনিকো হরিঃ ॥ ৩৬

ততঃ প্রসন্নো ভগবানিদমিষ্টশরীরধৃক্ ।
ঋষীনুবাচ তান্ সর্বানদৃশ্যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩৭

কৃতং শতসহস্রং হি শ্লোকানামিদমুত্তমম্ ।
লোকত্রয়স্য কৃৎস্নস্য যস্মাদ্ ধর্মঃ প্রবর্ততে ॥ ৩৮

প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ যস্মাদেতদ্ ভবিষ্যতি ।
বহুর্ক্‌সামযজুর্ভির্হি মখৈর্বাজিরসৈস্তথা ॥ ৩৯

যস্মা প্রমাণং হি মহা কৃতো ব্রহ্মা প্রসাদতঃ ।
রুদ্রশ্চ ক্রোধতো বিপ্রা যুবং প্রকৃতয়স্তথা ॥ ৪১

সূর্যাচন্দ্রমসৌ বায়ুর্বিদ্যুদাপোঽগ্নিরেব চ ।
সর্বে চ নক্ষত্রগণা যচ্চ ভূতাভিশব্দিতম্ ॥ ৪২

অধিকারেষু বর্তধ্বে যথাস্বং ব্রহ্মবাদিনঃ
সর্বে প্রমাণং হি যথা তথা তচ্ছাস্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৪৩

ভবিষ্যন্তি প্রমাণং বৈ এতন্মন্বন্তরাসনম্ ।
তস্মাৎ প্রবক্ষ্যতে ধর্মান্ মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ স্বিয়ম্ ॥ ৪৪

উশনা বৃহস্পতিশ্চৈব যদোৎপত্তৌ ভবিষ্যতঃ
তদা প্রবক্ষ্যতঃ শাস্ত্রং যুবয়ো রক্তিরুত্তমম্ ॥ ৪৫

স্বায়ম্ভুবেষু বর্ষেষু শাস্ত্রে চৌশনসে কৃতে ।
বৃহস্পতিমতে চৈব লোকেষু প্রতিচারিতে ॥ ৪৬

যুবৎকৃতমিদং শাস্ত্রং প্রজাপালো যদুস্ততঃ ।
বৃহস্পতিসকাশাদ্ বৈ প্রাপ্স্যতে দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৪৭

স হি সন্ত্রাবিতো রাজা যদুক্রুশ্চ ভবিষ্যতি ।
তেন শাস্ত্রেণ লোকেষু ক্রিয়াঃ সর্বাঃ করিষ্যতি ॥ ৪৮

ইহারা সকলে অন্য ঋষিগণের সহিত এক হাজার দিব্য বর্ষ পর্যন্ত তপস্যা করিয়া ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিলে ইহাতে প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ সরস্বতীদেবীকে তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। নারায়ণের আজ্ঞায় সমস্ত লোকসকলের হিত করিবার বাসনায় সেই সময় সরস্বতীদেবী এই সপ্ত ঋষিগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ৩২-৩৪

তখন সেই তপস্বী ব্রাহ্মণগণ শব্দ (মন্ত্র), অর্থ (ভাষ্য) ও হেতু (যুক্তি) যুক্ত বাণীর প্রয়োগ করিয়া শাস্ত্রীয় মর্য্যাদা প্রচলন করিলেন। ইহাই তাঁহাদের প্রথম রচনা ছিল। ৩৫

এই শাস্ত্রের প্রারম্ভেই ওঙ্কার শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। ঋষিগণ সর্বপ্রথমে যেখানে এই শাস্ত্র শুনাইয়াছিলেন, সেখানে সেই করুণাময় ভগবান্ বিরাজমান ছিলেন। ৩৭

তদনন্তর অনির্বচনীয় শরীরবিশিষ্ট ভগবান্ পুরুষোত্তম প্রসন্ন হইয়া অদৃশ্য থাকিয়াই এই সব ঋষিগণকে বলিলেন। ৩৮

তোমরা এক লক্ষ শ্লোকযুক্ত এই উত্তম শাস্ত্র রচনা করিয়াছ। ইহার দ্বারা সম্পূর্ণ লোক-ত্রয়ের ধর্ম প্রচলিত হইবে। ৩৯

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে এই শাস্ত্র ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব বেদমন্ত্রসমূহের দ্বারা অনুমোদিত গ্রন্থের সমান প্রমাণভূত হইবে। ৪০

বিপ্রগণ! যেরূপ আমার প্রসাদে ব্রহ্মা প্রমাণভূত এবং যেরূপ ক্রোধ হইতে উৎপন্ন রুদ্র, তোমরা সকল প্রজাপতিগণ, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, বৃষ্টি, জল, অগ্নি, সম্পূর্ণ নক্ষত্রমণ্ডল, অন্যান্য ভূতনামধারী পদার্থসমূহ এবং ঋষিগণ নিজ নিজ অধিকার অনুসারে আচরণ করিতে করিতে প্রমাণভূত বলিয়া গণ্য হও, সেইরূপ তোমাদের দ্বারা রচিত এই উত্তম শাস্ত্রও প্রমাণিক বলিয়া পরিগণিত হইবে—ইহাই আমার আজ্ঞা। ৪১-৪৩

স্বায়ম্ভুব মনু যখন এই ব্যবস্থানুসারে ধর্মের উপদেশ করিবে। শুক্রাচার্য ও বৃহস্পতি যখন আবির্ভূত হইবে, তখন তাহারাও তোমাদের বুদ্ধির দ্বারা উদ্ভূত এই শাস্ত্রের প্রবচন করিবে ৪৪-৪৫

হিরণ্যগর্ভ! স্বায়ম্ভুব মনুর ধর্মশাস্ত্র, শুক্রাচার্যের ধর্মশাস্ত্র ও বৃহস্পতির মত অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র যখন লোকসমাজে প্রচারিত হইবে, তখন প্রজাপালক যদু (রাজা উপরিচর) বৃহস্পতির নিকট হইতে তোমাদের রচিত এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে। ৪৬-৪৭

সৎপুরুষগণের দ্বারা সম্মানিত সেই রাজা আমার অতিশয় ভক্ত হইবে এবং লোকসমাজে এই শাস্ত্রানুসারে সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিবে। ৪৮

এতদ্ধি মুখমধ্যাত্মানাং শাস্ত্রমুত্তমসংজ্ঞিতম্
এতদর্থাশ্চ বর্ণ্যন্তে হেতুহেতুমদ্ভিঃ । ৪৯
অস্য প্রবর্তনাচ্চৈব প্রজাবন্তো ভবিষ্যথ
স চ রাজশ্রিয়া যুক্তো ভবিষ্যতি মহান্ বসুঃ । ৫০
সংক্ষিপ্তে তু যুগে তস্মিন্ শাস্ত্রমেতৎ সনাতনম্
অন্তর্ধাস্যন্তি তৎ সর্বমেতদ্ যৎ কথিতং ময়া । ৫১
এতাবদুক্ত্বা বচনমৃষিঃ পুরুষোত্তমঃ
বিসৃজ্য তানৃষীন্ সর্বান্ কামপি প্রস্থতো দিশম্ । ৫২
তত্রস্তে লোকশিতরঃ সর্বলোকার্থচিন্তকাঃ:

প্রাবর্তয়ন্ত তচ্ছাস্ত্রং ধর্মযোনিং সনাতনম্ । ৫৩
উৎপন্নেঽঙ্গিরসে চৈব যুগে প্রথমকল্পিতে
সাঙ্গোপনিষদং শাস্ত্রং স্থাপয়িত্বা বৃহস্পতৌ । ৫৪
তস্মূর্ধ্বেলিতা দেশং তপসে কৃতনিশ্চয়াঃ ।
ধারণাঃ সর্বলোকানাং সর্বধর্মপ্রবর্তকাঃ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নারায়ণীয়ে
পঞ্চত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ । ৩৩৫

তোমাদের রচিত এই শাস্ত্র সমস্তশাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণিত হইবে তাহা ঋগ্বেদশাস্ত্র, অথর্বশাস্ত্র ও উত্তম যজুঃ শাস্ত্র। ৪৯

ইহার প্রচারে তোমরা সকলে সন্তানবান্ হইবে অর্থাৎ তোমাদের প্রজাগণের বৃদ্ধি হইবে এবং রাজা উপরিচরও রাজলক্ষ্মীসম্পন্ন এবং মহান্ পুরুষ হইবে। ৫০

সেই রাজা স্বর্গগত হইলে পর এই সনাতন শাস্ত্র সর্ব সাধারণের দৃষ্টি হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। এই শাস্ত্রসম্বন্ধে সকল কথা আমি তোমাদিগকে বলিলাম। ৫১

অনন্তভাবে এই পর্যন্ত কথা বলিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম সেই সমস্ত ঋষিগণকে সেস্থানেই ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত দিক্ অভিমুখে চলিয়া যাইলেন। ৫২

তাহার পর সকল লোকের হিতচিন্তাকারী এই সব লোকপিতা প্রজাপতিগণ বেদের মূলভূত সেই সনাতন শাস্ত্র জগতে প্রচার করিলেন। ৫৩

তারপর আঙ্গিরসের প্রাথমিক যুগে যখন বৃহস্পতি প্রাদুর্ভূত হইলেন, তখন যাঁহারা সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ ও উপনিষৎ সহ এই শাস্ত্র তাঁহাকে অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর সর্বধর্মের প্রবর্তক ও সমস্ত লোকসকলকে ধর্মমর্যাদায় মধ্যে স্থাপিতকারী সেই ঋষিগণ তপস্যা করিতে স্থির করিয়া উত্তরদিকে গমন করিলেন। ৫৪-৫৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা ভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে নারায়ণের ঋষিবিষয়ক পঞ্চত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজা উপরিচরবসোর্যজ্ঞে ভগবতো বৃহস্পতেঃ ক্রোধঃ, একতাদিমুনিভির্বৃহস্পতিসমীপে শ্বেতদ্বীপস্য ভগবতশ্চ আহ্বানং বর্ণয়িত্বা তস্য শান্তিবিধানম্]

ভীষ্ম উবাচ

অতোঽতীতে মহাকল্পে উৎপন্নেঽঙ্গিরসঃ সুতে
বভূবুর্নির্জিতা দেবা জ্ঞাতে দেবপুরোহিতে।
বৃহদ্ ব্রহ্ম মহচ্চেতি শব্দাঃ পর্যায়বাচকাঃ।

এভিঃ সমন্বিতো রাজন্ গুণৈর্বিদ্বান্ বৃহস্পতিঃ
তস্য শিষ্যো বভূবাগ্র্যো রাজোপরিচরো বসুঃ।
অধীতবাংস্তদা শাস্ত্রং সম্যক্ চিত্রশিখণ্ডিজম্। ৩

ষট্‌ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[রাজা উপরিচরবসুর যজ্ঞে ভগবানের উপর বৃহস্পতির ক্রোধ এবং একতাদি মুনিগণ কর্তৃক বৃহস্পতির নিকট শ্বেতদ্বীপ ও ভগবানের মহিমা বর্ণনা করিয়া তাঁহার শান্তিবিধান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তদনন্তর মহাকল্প অতীত হইয়া যাইলে পর যখন অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি উৎপন্ন হইয়াও দেবগণের পুরোহিত হইলেন, তখন দেবতারা অত্যন্ত সন্তোষপ্রাপ্ত করিলেন। ১

রাজন্! বৃহৎ, ব্রহ্ম ও মহৎ—এই তিনটি শব্দ একই অর্থের বাচক। এই তিন শব্দের গুণই দেবপুরোহিতের (বৃহস্পতির) মধ্যে বিদ্যমান ছিল; সেইজন্য এই বিদ্বান্ দেবগুরু 'বৃহস্পতি' বলিয়া অভিহিত হন। ২

তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্য রাজা উপরিচর বসু। এই রাজা তাঁহার

স রাজা ভাবিতঃ পূর্বং দৈবেন বিধিনা বসুঃ
পালয়ামাস পৃথিবীং দিবমাখণ্ডলো যথা ॥ ৪
তস্য যজ্ঞো মহানাসীদপ্রমেয়ো মহাত্মনঃ
বৃহস্পতিরুপাধ্যায়স্তত্র হোতা বভূব হ ॥ ৫
প্রজাপতিসুতাশ্চাত্র সদস্যাশ্চাভবংস্তদা
একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব ত্রিতশ্চৈব মহর্ষয়ঃ ॥ ৬
বসুষাখ্যোঽথ রৈভ্যশ্চ অর্বাবসু-পরাবসূ।
ঋষির্মেধাতিথিশ্চৈব তাণ্ডাশ্চৈব মহানৃষিঃ ॥ ৭
ঋষিঃ শান্তির্মহাভাগস্তথা বেদশিরাশ্চ যঃ
ঋষিশ্রেষ্ঠশ্চ কপিলঃ শালিহোত্রপিতা শুভঃ ॥ ৮
আত্রেয়ঃ কঠবৈতিশ্চ বৈশম্পায়নপূর্বজঃ
কণ্বোঽথ দেবহোত্রশ্চ এতে ষোড়শ কীর্তিতাঃ ॥ ৯
সম্ভূতাঃ সর্বসম্ভারাস্তস্মিন্ রাজন্ মহাক্রতৌ
ন তত্র পশুঘাতোঽভূৎ স রাজ্ঞেষ্টঃ স্থিতোঽভবৎ ॥ ১০

অহিংস্রঃ শুচিরক্লুব্ধো নিরাশীঃ কর্মসংস্তুতঃ।
আরণ্যকপদোদ্ভূতা ভাগস্তত্রোপকল্পিতাঃ ॥ ১১
প্রীতস্ততোঽভবদ্ভাগবান্ দেবদেবঃ পুরাতনঃ।
সাক্ষাৎ তং দর্শয়ামাস সোঽদৃশ্যোঽন্যেন কেনচিৎ ॥ ১২
স্বয়ং ভাগমুপাদায় পুরোডাশং গৃহীতবান্।
অদৃশ্যেন হৃতো ভাগো দেবেন হরিমেধসা ॥ ১৩
বৃহস্পতিস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ স্রুচমুদ্যম্য বেগিতঃ।
আকাশং ঘ্নন্ স্রুচঃ পাতে রোষাদজ্ঞানবর্তয়ৎ ॥ ১৪
উবাচ চোপরিচরং মহা ভাগোঽয়মুদ্যতঃ।
গ্রাহ্যঃ স্বয়ং হি দৈবেন মৎপ্রত্যক্ষং ন সংশয়ঃ ॥ ১৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উদ্যতা যজ্ঞভাগা হি সাক্ষাৎ প্রাপ্তাঃ সুরৈরিহ।
কিমর্থমিহ ন প্রাপ্তো দর্শনং স হরির্বিভুঃ ॥ ১৬

নিকট হইতে চিত্রশিখণ্ডিবরীচিপ্রভৃতি সপ্তর্ষিপ্রণীত ধর্মশাস্ত্র বিধি অনুসারে অধ্যয়ন করেন।৩

এই রাজা উপরিচর বসু পূর্বে দৈববিধানে ভাবিত হইয়া এই পৃথিবীকে সেইরূপে পালন করিয়াছিলেন, যেরূপ ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য পালন করেন। ৪

এক সময় সেই মহাত্মা নরপতি এক প্রকাণ্ড অপ্রমেয় যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে তাঁহার উপাধ্যায় বৃহস্পতি হোতা হইয়াছিলেন। ৫

প্রজাপতির তিন পুত্র একত, দ্বিত ও ত্রিত—এই তিন মহর্ষি সেই যজ্ঞে সদস্য হইয়াছিলেন। ৬

ইহা ব্যতীত (আরও যে সব সদস্য ছিলেন, তাঁহাদের নাম হইল—) বসুষ, রৈভ্য, অর্বাবসু, পরাবসু, মুনিবর মেধাতিথি, মহর্ষি তাণ্ড্য, মহাভাগ শান্তিমুনি, বেদশিরা, শালিহোত্রের পিতা ঋষিশ্রেষ্ঠ কপিল, আত্রেয়, কঠবৈতি, কণ্ব ও দেবহোত্র। এই সকলে মিলিয়া সেই যজ্ঞে ষোলজন সদস্য কল্পিত হইয়াছেন। ৭-৯

রাজন্! সেই মহাযজ্ঞে সমস্ত দ্রব্যসম্ভার একত্রে সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল; কিন্তু সেই যজ্ঞে কোনও পশুকে বধ করা হয় নাই। রাজা উপরিচর 'কোন পশুকে বধ করিব না' এইভাবে অবস্থিত ছিলেন। ১০

তিনি হিংসাভাবহীন, পবিত্র, উদার ও কামনাশূন্য হইয়া ছিলেন এবং সেইভাবেই তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বনে উৎপন্ন ফল-মূলসমূহের দ্বারাই সেই যজ্ঞে দেবতাগণের ভাগ নিশ্চিত করা হইয়াছিল। ১১

সেই সময় পুরাণপুরুষ দেবাদিদেব ভগবান্ নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া রাজাকে প্রত্যক্ষ দর্শনদান করিলেন; কিন্তু অন্য কাহাকেও তিনি দর্শনদান করিলেন না। ১২

ভগবান্ হৃষীকেশ স্বয়ং অদৃশ্য থাকিয়াই নিজের জন্য অর্পিত পুরোডাশকে গ্রহণ করিলেন এবং উহা আঘ্রাণ করিয়া নিজের অধীন করিয়া লইলেন। ১৩

ইহা দেখিয়া বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি তীব্রবেগে স্রুক্ উত্তোলিত করিয়া আকাশে উহা দিয়া আঘাত করিলেন এবং রোষবশতঃ নিজের চক্ষু দিয়া অজ্ঞ নির্গত করিতে থাকিলেন। ১৪

তারপর রাজা উপরিচরকে বলিলেন,—আমি যে এই ভাগ প্রস্তুত করিয়াছি, উহা ভগবান্‌কে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই ন্যায়; ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যখন সমস্ত দেবগণ প্রত্যক্ষ দর্শনদান করিয়াই নিজ নিজ ভাগ গ্রহণ করেন, তখন ভগবান্ বিষ্ণু সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াও কেন প্রত্যক্ষদর্শনদান করিলেন না? ১৬

ভীষ্ম উবাচ

তচ্ছ্রুত্বা তু তয়োঃ সম্যগ্ ভূমিপালো মহান্ বসুঃ।
প্রসাদয়ামাস মুনিং সমস্তাস্তে চ সর্বশঃ ॥ ১৭
উচুশ্চৈনমসম্ভ্রান্তা ন রোষং কর্তুমর্হসি।
নৈষ ধর্মঃ কৃতযুগে যস্মাৎ রোষশ্চতুর্বিধঃ ॥ ১৮
অরোষণো হ্যসৌ দেবো যস্ত তাপোঽনুভূয়তে।
ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে ॥ ১৯
যস্ত প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি।
একত-দ্বিত-ত্রিতাস্তোচুস্তস্মিন্নগ্নিশিখত্বিষঃ ॥ ২০
বয়ং হি ব্রহ্মণঃ পুত্রা মানসাঃ পরিকীর্তিতাঃ।
গতা নিঃশ্রেয়সার্থং হি কদাচিদ্ হিমমুত্তরাম্ ॥ ২১
তত্র বর্ষসহস্রাণি চরিত্বা তপ উত্তমম্
একপাদাঃ স্থিতাঃ সম্যক্ কাষ্ঠভূতাঃ সমাহিতাঃ ॥ ২২
মেরোরুত্তরতোভাগে তু ক্ষীরোদস্যানুকূলতঃ।
স দেশো যত্র নস্তত্র তপঃ পরমদারুণম্ ॥২৩

কথং পশ্যেম হি বয়ং দেবং নারায়ণাত্মকম্।
বরেণ্যং বরদং তং বৈ দেবদেবং সনাতনম্ ॥ ২৪
কথং পশ্যেম হি বয়ং দেবং নারায়ণং বিভুম্
অথ বৃত্তস্যাবসূত্রে বাগুবাচাশরীরিণী ॥ ২৫
স্নিগ্ধগম্ভীরয়া বাচা প্রহর্ষণকরী বিভো
শুশ্রুবুস্তে তপোনিষ্ঠা: প্রসন্নেনান্তরাত্মনা ॥ ২৬
যূয়ং জিজ্ঞাসবো ভক্তাঃ কথং দ্রক্ষ্যথ তং বিভুম্।
ক্ষীরোদস্যোত্তরতঃ শ্বেতদ্বীপো মহাপ্রভঃ ॥ ২৭
তত্র নারায়ণপরা মানবাশ্চন্দ্রবর্চসঃ
একান্তভাবোপগতাস্তে ভক্তাঃ পুরুষে সমম্ ॥ ২৮
তে সমস্তাচ্চিরং দেবং প্রবিশন্তি সনাতনম্
অনিদ্রিয়া নিরাহারা অনিষ্পন্দাঃ সুগন্ধিনঃ ॥ ২৯
একান্তিনস্তে পুরুষাঃ শ্বেতদ্বীপনিবাসিনঃ
গচ্ছধ্বং তত্র মুনয়স্তত্রাত্মা বঃ প্রকাশিতঃ ॥ ৩০

ভীষ্ম বলিলেন,—(যুধিষ্ঠির ! ঈহার কারণ আমি বলিতেছি —শ্রবণ কর।) সেই মহাকৃপতি উপরিচরবসু ও অন্যান্য সকল সমস্তগণ বিনিত হইয়া সেই সময় রোষাবিষ্ট মুনি বৃহস্পতিকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

সকলে শান্তচিত্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—মুনে ! আপনি রোষ করিবেন না। আপনি যে রোষ করিলেন, ইহা সত্যযুগের ধর্ম নহে ॥ ১৮

বৃহস্পতে ! যাঁহাকে এই তাপ সমর্পণ করা হইয়াছে, সেই ভগবান্ কখনও ক্রোধ করেন না। আমরা এবং আপনি স্বেচ্ছায় তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি না। যাঁহার প্রতি তিনি কৃপা করেন, তিনিই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন ॥ ১৯½

তদনন্তর একত, দ্বিত ও ত্রিত এবং অগ্নিশিখতুল্য নামধারী ঋষিগণ তাঁহাকে বলিলেন,—বৃহস্পতে ! আমাদিগকে ব্রহ্মার মানসপুত্র বলা হয়। একবার আমরা নিঃশ্রেয়স কামনায় উত্তর দিকে যাত্রা করিয়াছিলাম ॥ ২০-২১

সেখানে মেরুপর্বতের উত্তরভাগে ক্ষীরসাগরের তীরে এক পবিত্র স্থান আছে। এখানে আমরা হাজার বৎসর একাগ্রচিত্তে কাষ্ঠের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম। সেই উত্তম তপস্যা করিয়া আমরা এই বাসনা করিতেছিলাম যে, কি প্রকারে আমরা বরদায়ক সনাতন দেবাধিদেব ভগবান্ নারায়ণের দর্শন লাভ করিব ? ২২-২৪

আমরা যাহাতে এই চিন্তাই করিতেছিলাম যে, আমরা কিভাবে সেই নারায়ণের দর্শন প্রাপ্ত হইব ? তদনন্তর ব্রতের সমাপ্তি হইলে পর আমাদিগের মধ্যপ্রদেশবর্তিনী কোন এক অশরীরিণী বাণী স্নেহপূর্ণ গম্ভীর স্বরে এইরূপ বলিয়াছিল ॥ ২৫½

ব্রাহ্মণগণ ! তোমরা প্রসন্নচিত্তে অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছ। তোমরা ভগবানের ভক্ত এবং ইহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছ যে, সর্বব্যাপী পরমাত্মার দর্শন কিভাবে আমরা লাভ করিব ? ২৬½

ইহার উপায় শ্রবণ কর। ক্ষীরসাগরের উত্তরভাগে অত্যন্ত প্রকাশবান শ্বেতদ্বীপ আছে। সেখানে ভগবান্ নারায়ণের ভজনকারী চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ পুরুষগণ বিদ্যমান আছেন ॥ ২৭½

তাঁহারা ধূম ইন্দ্রিয়হীন, নিরাহার ও নিষ্চেষ্ট। তাঁহাদের দেহ হইতে মনোহর সুগন্ধ বাহির হইতেছে, তাঁহারা ভগবানের অনন্য ভক্ত এবং সহস্র কিরণবিশিষ্ট সেই সনাতনদেব ভগবান্ পুরুষোত্তমে তাঁহারা প্রবেশ করিতে যাইতেছেন ॥ ২৮-২৯

মুনিগণ ! এই শ্বেতদ্বীপনিবাসী পুরুষগণ আমার একান্ত ভক্ত। তোমরা সেখানে গমন কর ; কারণ, সেখানে আমার স্বরূপের প্রত্যক্ষ দর্শন হয় ॥ ৩০

অথ শ্রুত্বা বয়ঃ সর্বে বাচং তামশরীরিণীম্।
যথাখ্যাতেন মার্গেণ তাঃ দেশাঃ প্রবিপেদিরে ॥ ৩১
প্রাপ্য শ্বেতং মহাদ্বীপং তচ্চিত্তাস্তদ্গতেক্ষণাঃ
ততোঽহমদৃষ্টবিষয়স্তদা প্রতিহতোঽভবং ॥ ৩২
ন চ পশ্যাম পুরুষং তত্রস্থোঽস্মত্তদর্শনাঃ।
ততো নঃ প্রাদুরভবদ্ বিজ্ঞানং দেবযোগজম্ ॥ ৩৩
ন কিলাতপ্ততপসা শক্যতে দ্রষ্টুমঞ্জসা
ততঃ পুনর্বর্ষশতং তপ্তং তাৎকালিকং মহৎ ॥ ৩৪
ব্রতাবসানে চ শুভান্ নরান্ দদৃশিরে বয়ম্।
শ্বেতাংশ্চন্দ্রপ্রতীকাশান্ সর্বলক্ষণলক্ষিতান্ ॥ ৩৫
নিত্যাঞ্জলিকৃতান্ দৃষ্ট্বা জপতঃ প্রাগুদঙ্মুখান্।
মনসো নাম স জপো জপ্যতে দৈর্মহাত্মভিঃ। ৩৬
তেনৈকাগ্র্যমনস্কেন প্রীতো ভবতি বৈ হরিঃ
সাত্বতামুনিশার্দূল তাঃ পূর্যাসো যুগক্ষয়ে ॥ ৩৭

এষৈকদ্বা প্রভা তাদৃক্ সাত্বতানামবস্য হ।
শ্বেতোনিবাসঃ স দ্বীপ ইতি বৈ মেনিরে বয়ম্ ॥ ৩৮
ন তত্রাস্তাধিকঃ কশ্চিৎ সর্বে তে সমতেজসঃ।
অথ পূর্বাসহস্রস্য প্রভাং যুগপদুত্থিতাম্ ॥৩৯
সহসা দৃষ্টবন্তঃ স্ম পুনরেব বৃহস্পতে।
সহিতাশ্চাভাষাবস্ত তত্রস্তে মানবা ভৃশম্ ॥ ৪০
কৃতাঞ্জলিপুটা দ্রষ্টা নম ইত্যেব বাদিনঃ।
ততো হি বদতাং তেষামস্মাকং বিপুলা গিরিম্ ॥৪১
বলিঃ ক্ষিপ্তোপহিয়তে তস্য দেবস্য তৈর্নরঃ
বয়ং তু তেজসা তস্য সহসা হৃতচেতসঃ ॥ ৪২
ন কিঞ্চিদাপ পশ্যামো হতস্তব্ধেন্দ্রিয়াঃ।
একস্য শব্দো বিততঃ শ্রুতোঽস্মাভিরুদীরিতঃ ॥ ৪২
জিতা তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন।
নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ মহাপুরুষপূর্বজ ॥ ৪৪

এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া আমরা সকলে তাঁহারই কথিত পথ দিয়া সেই স্থানে গমন করিলাম। ৩১

শ্বেতনামক মহাদ্বীপে উপস্থিত হইয়া আমরা তদ্গতচিত্ত হইয়া গিয়াছিলাম এবং তাঁহার দর্শনের ইচ্ছা আমাদের জাগরিত হইল। সেখানে যাইয়াই আমাদের দৃষ্টিশক্তি প্রতিহত হইল। ৩২

সেখানে বাসকারী পুরুষগণের তেজে আমাদের দৃষ্টিশক্তি চলিয়া যাওয়ায় আমরা সেখানে কোন পুরুষকেই দেখিতে পাইলাম না। তদনন্তর দৈবযোগে আমাদের হৃদয়ে এই জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইল যে, তপস্যা না করিলে আমরা সহজে ভগবান্‌কে দর্শন করিতে সমর্থ হইব না। ৩৩।

তারপর আমরা পুনরায় তৎকালে শতবর্ষকাল কঠোর তপস্যা করিলাম। সেই তপোযজ্ঞ পূর্ণ হইলে পর আমাদের সেখানে শুভলক্ষণ পুরুষগণের দর্শন হইল। ইহারা চন্দ্রতুল্য গৌরবর্ণ এবং সর্বপ্রকার উত্তম লক্ষণসমূহে সম্পন্ন ছিলেন। ৩৪-৩৫

প্রতিদিন ঈশানকোণের দিকে মুখ করিয়া সেই সব মহাত্মাগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া ব্রহ্মের ধ্যানরূপ করিতেছিলেন। ৩৬

তাঁহাদের মনের সেই একাগ্রতায় ভগবান্ শ্রীহরি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ! প্রলয়কালে সূর্যের যেরূপ প্রভা হয়, সেই বীণধারী পুরুষের সেরূপ প্রভা ছিল। ৩৭।

আমরা ত' ইহাই মনে করিয়াছিলাম যে, এই বীণ তেজেরই নিবাস স্থান। সেখানে কেহই তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। সকলেরই তেজ সমান ছিল। ৩৮।

বৃহস্পতে! অল্পক্ষণ পরেই আমাদের সম্মুখে একই সঙ্গে হাজার সূর্যের ন্যায় প্রভা উদিত হইল। আমাদের দৃষ্টি সহসা তাঁহারই দিকে আকৃষ্ট হইল। ৩৯।

তদনন্তর সেখানবাসী পুরুষগণ হাইচিত্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া 'নমঃ নমঃ' এই কথা বলিতে বলিতে একসঙ্গে তীব্রগতিতে সেই তেজের দিকে ধাবিত হইলেন। ৪০।

ইহার পর যখন তাঁহারা স্তুতি করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের তুমুল ধ্বনি আমাদের শ্রুতিগোচর হইল। তাঁহারা সকলে সেই তেজোময় ভগবানের উদ্দেশে পূজাসামগ্রী সমর্পণ করিতে লাগিলেন। ৪১।

ভগবানের সেই অনির্বচনীয় তেজে আমাদের চিত্ত সহসা আকৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু আমাদের চক্ষু, বল ও ইন্দ্রিয়সকল প্রতিহত হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য আমরা স্পষ্টরূপে কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না। ৪২।

কিন্তু যে এক শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হইয়া বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইতেছিল, উহা আমরাও শুনিয়াছিলাম। তখন তাঁহারা সকলে বলিতেছিলেন—পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনার জয় হউক। বিশ্বভাবন! আপনাকে প্রণাম মহাপুরুষ প্রভারও পূর্বজ হৃষীকেশ! আপনাকে নমস্কার। ৪৩-৪৪

ইতি শঙ্খঃ শ্রুতোঽস্মাভিঃ শিক্ষাক্ষরসমন্বিতঃ
এতস্মিন্নন্তরে বায়ুঃ সর্বগন্ধবহঃ শুচিঃ ॥ ৪৫
দিব্যান্যুদ্বাহ্য পুষ্পাণি কর্মণ্যাস্মৌষধীস্তথা
তৈরিষ্টিঃ পঞ্চকালজ্ঞৈর্হরিরেকান্তিভির্নরৈঃ ॥ ৪৬
স্তুত্যা পরময়া যুক্তৈর্মনোবাক্কর্মভিস্তথা
নূনং তত্রাসতো দেবো যথা তৈর্ব্যাহৃতীরিতা ॥ ৪৭
বয়ং ত্বেন ন পশ্যামো মোহিতাস্তস্য মায়য়া
মারুতে সংনিবৃত্তে চ বলৌ চ প্রতিপাদিতে ॥৪৮
চিন্তাব্যাকুলিতাত্মানো জাতা স্মোঽস্মিন্নসাংবরে
মানবানাং সহস্রেষু তেষু বৈ শুদ্ধযোনিষু ॥ ৪৯
অস্মান্ ন কশ্চিন্মনসা চক্ষুষা বাপ্যপূজয়ৎ
তেঽপি বয়ং মুনিগণা একভাবমনুব্রতাঃ ॥ ৫০
নাস্মাসু হৃদিরে ভাবং ব্রহ্মভাবমনুষ্ঠিতাঃ
ততোঽস্মান্ সুপরিশ্রান্তাংস্তপসা চাতিকর্শিতান্ ॥ ৫১

উবাচ শঙ্খা কিমপি ভূতং তত্রাশরীরকম্

দেব উবাচ

দৃষ্টা বঃ পুরুষাঃ শ্বেতাঃ সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতাঃ ॥ ৫২
দৃষ্টো ভবতি দেবেশ এভির্দৃষ্টৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ
গচ্ছধ্বং মুনয়ঃ সর্বে যথাগতমিতোঽচিরাৎ ॥ ৫৩
ন স শক্যস্ত্বদৃষ্টেন দ্রষ্টুং দেবঃ কথঞ্চন
কালঃ কালেন মহতা এতস্মিন্যুগপর্যয়ে ॥ ৫৪
শ্বেতো দ্রষ্টুং স ভগবান্ প্রকাশস্তুলদূর্শনঃ
মহৎ কার্যঞ্চ কর্তব্যং যুষ্মাভিরিতিচিন্তনাঃ ॥ ৫৫
ইতঃ কৃতযুগেঽতীতে বিপর্যাসং গমিষ্যতি চ
বৈবস্বতেঽন্তরে বিপ্রাঃ প্রাপ্তে ত্রেতাযুগে পুনঃ ॥ ৫৬
সুরাণাং কার্যসিদ্ধ্যর্থং সহায়ো বৈ ভবিষ্যথ
ততস্তদদ্ভুতং বাক্যং নিশম্যৈবাযুতোপমম্ ॥ ৫৭
সর্ব প্রসাদাৎ প্রাপ্তাঃ স্মো দেবমীশিতমব্রতম্
এবং সুতপসা চৈব হ্যবাপ্তৈবাস্তথৈব চ ॥ ৫৮

শিক্ষাশাস্ত্রোক্ত সুতস্বরযুক্ত এই বাক্য আমাদের শ্রুতিগোচর হইতেছিল। এই সময়ে পবিত্র ও সুগন্ধযুক্ত বায়ু বহু সংখ্যক দিব্যপুষ্প ও কার্যোপযোগী ওষধিসকল বহন করিয়া আনিলেন, যাহাদের দ্বারা সেখানের প্রাজঃ, পূর্ণ হু, যথাহি, অনন্তায় ও নারায়ণরূপে পঞ্চপূজাকাল বিষয়ে অভিজ্ঞ পঞ্চকালজ্ঞ, অনন্য ভক্তিসম্পন্ন অভিনব ভক্তিসহকারে হরি, বাক্য ও ক্রিয়ার সহিত সেই হরির পূজা করিলেন। ৪৪-৪৬।

যেরূপ কথাবার্তা তাঁহারা বলিতেছিলেন, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস হইল যে, সেখানে নিশ্চয়ই ভগবান্ উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া আমরা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিলাম না। ৪৭।

বৃহস্পতে! যখন সেই সুগন্ধিত বায়ুর প্রবাহ বন্ধ হইয়া গেল এবং ভগবান্‌কে বলি (উপহার) সমর্পণের কার্য পূর্ণ হইল, তখন আমরা মনে মনে চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। ৪৮।

সেখানে ভক্তসমাজে সহস্র মানুষ ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই মনের দ্বারা অথবা দৃষ্টিপাত দ্বারা আমাদের সৎকার করিলেন না। ৪৯।

সেখানে যে সব স্বস্থচিত্ত মুনিগণ ছিলেন, তাঁহারাও অনন্যভাবে ভগবানেই মন সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মভাবে স্থিত মুনিগণও আমাদের দিকে মন দিলেন না। ৫০।

আমরা তপস্যায় ক্লান্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই সময় আকাশস্থ কোন অশরীরী প্রাণী (দেবতা) আমাদের বলিলেন। ৫১।

দেবতা বলিলেন,—তোমরা শ্বেতদ্বীপনিবাসী শ্বেতবর্ণ ইন্দ্রিয়-রহিত পুরুষগণকে দর্শন করিয়াছ। এই শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণের দর্শন লাভ হইলে পর সাক্ষাৎ দেবেশ্বর ভগবানেরই দর্শন লাভ হইয়া থাকে। ৫২।

মুনিগণ! তোমরা সকলে যেখানে আসিয়াছিলে, সেই স্থানে শীঘ্র ফিরিয়া যাও। ভগবানে অনন্য ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য কোনরূপেই তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন হয় না। ৫৩।

বহুকাল ধরিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিতে করিতে যখন পূর্ণ অন্যভক্তি আসিয়া যাইবে, তখন জ্যোতিঃপুঞ্জময় বলিয়া অভিনব দৃষ্টিশক্তির সহিত দর্শনীয় ভগবানের দর্শন লাভ হইবে। ৫৪।

বিপ্রগণ! এই সময় তোমাদের আরও বহু কার্য করিতে হইবে। এই সত্যযুগ অতিক্রান্ত হইলে পর যখন বর্ষের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম আসিবে এবং বৈবস্বত মন্বন্তরের ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইবে, সেই সময় দেবতাগণের কার্যসিদ্ধির জন্য তোমরাই সহায়ক হইবে। ৫৫-৫৬।

এই অমৃততুল্য মধুর ও অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা ভগবানের কৃপায় অনায়াসেই নিজেদের অভীষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ৫৭।

বৃহস্পতে! এইভাবে আমরা অভিনব কঠোর তপস্যা করিয়াছি, হব্য-কব্যের দ্বারা ভগবানের পূজাও করিয়াছি, তথাপি আমরা তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারি নাই। তবে

দেবোঽস্মাভির্ন দৃষ্টঃ স কথং তং দ্রষ্টুমর্হসি
নারায়ণো মহদ্ভূতং বিশ্বরূপত্বাদকথ্যমূক্ ॥ ৫৯
অনাদিনিধনোঽব্যক্তো দেবদানবপূজিতঃ
একমেকতরাকোন দ্বিত্ত-ত্রিত্তমতেন চ ॥ ৬০
অনুনীতঃ সদস্যৈশ্চ বৃহস্পতিপুরোগমৈঃ
সমাপয়ৎ ততো যজ্ঞং দৈবতৈঃ সমপূজয়ৎ ॥ ৬১
সমাপ্তযজ্ঞো রাজাপি প্রজাঃ পালিতবান্ বসুঃ
ব্রহ্মশাপাদ্ দিবো ভ্রষ্টঃ প্রবিবেশ মহীং ততঃ ॥ ৬২
স রাজা রাজশার্দূল সত্যধর্মপরায়ণঃ

তুমি কিরূপে অনায়াসেই তাঁহার দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইবে ? ৫৮-৫৯

ভগবান্ নারায়ণই মহান্ দেবতা। তিনিই বিশ্বের স্রষ্টা এবং হব্য-কব্যের ভোক্তা। তাঁহার আদি ও অন্ত নাই। এই অব্যক্ত পরমেশ্বরকে দেবতা ও দানবগণও পূজা করেন। ৬০½

এইভাবে একত্ব বলিলে পর দ্বিত্ব ও ত্রিত্বের সমাপ্ত অনুসারে এবং অন্যান্য সদস্যগণের অনুনয়ে উশনাবুদ্ধি বৃহস্পতি সেই যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন এবং ভগবানের পূজা করিলেন। ৬০-৬১

রাজা বসুও যজ্ঞ পূর্ণ হইলে প্রজাগণকে পালন করিতে

অন্তর্ভূমিগতস্তস্মৈ সত্যতঃ ধর্ম্মবৎসলঃ ॥ ৬৩
নারায়ণপরো ভূত্বা নারায়ণজপন্ জপন্
তপসোষ্ণ প্রসাদেন পুনরেবোত্থিতস্তু সঃ ॥ ৬৪
মহীতলাদ্ গতঃ স্থানং ব্রহ্মণঃ সনসন্তনম্
পরাং গতিমনুপ্রাপ্ত ইতি নৈষ্ঠিকমব্রসা ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নারায়ণীয়ে ষট্‌ত্রিংশদ-
ধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩৬

লাগিলেন একবার ব্রহ্মশাপে তিনি স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। সেই সময় তিনি পৃথিবীর মধ্যে চলাতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৬২

নৃপশ্রেষ্ঠ! সদা ধর্মে অনুরাগী সত্যপরায়ণ রাজা উপরিচর কৃপির মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিরন্তর নারায়ণ মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাঁহারই আরাধনায় নিরত ছিলেন। অতএব তাঁহারই কৃপায় তিনি পুনরায় উপরে উত্থিত হইলেন এবং তৃতল হইতে ব্রহ্মলোকে যাইয়া তিনি পরম গতি লাভ করিলেন। এইভাবে অনায়াসেই তাঁহার নিষ্ঠাবান্‌গণের প্রাপ্য উত্তম গতি লাভ হইয়াছিল। ৬৩-৬৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে নারায়ণের মহত্ত্ববিষয়ক ষট্‌ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

সপ্তত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

['যজ্ঞে আহুতির অজস্তার্থোঽস্তম্, ন ছাগঃ' ইতি জানতোঽপি রাজ্ঞ উপরিচরস্য পক্ষপাতকরণাদধঃপতনম্, ভগবৎকরুণয়া পুনরুত্থানবৃত্তান্তকথনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যদা ভাগবতোঽত্যর্থমাসীদ্ রাজা মহান্ বসুঃ।
কিমর্থং স পরিভ্রষ্টো বিবেশ বিবরং ভুবঃ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
ঋষীণাং চৈব সংবাদং ত্রিদশানাঞ্চ ভারত ॥ ২
অজেন যষ্টব্যমিতি প্রাহুর্দেবা দ্বিজোত্তমান্।
স চ চ্ছাগোঽপাজো জ্ঞেয়ো নাস্ত্র পশুরিতি স্থিতিঃ ॥ ৩

সপ্তত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[যজ্ঞে আহুতির অজ শব্দের অর্থ ছাগল নয়— এই কথা জানিয়াও পক্ষপাত করায় রাজা উপরিচরের অধঃপতন এবং ভগবানের করুণায় পুনরুত্থানের বৃত্তান্তকথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! রাজা বসু যখন ভগবানের অত্যন্ত ভক্ত ও মহান্ পুরুষ ছিলেন, তখন তিনি স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কেন পাতালে প্রবিষ্ট হইলেন?

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! এবিষয়ে জ্ঞানী পুরুষগণ ঋষি ও দেবতাদিগের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস এস্থলে উদাহরণ দিয়া থাকেন। ২

'অজের দ্বারা যজ্ঞ করা কর্তব্য'—এরূপ বিধান শাস্ত্রে আছে। এই কথা বলিয়া দেবতাগণ সমবেত শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিদিগকে বলিলেন, এস্থলে অজ-শব্দের অর্থ ছাগল বুঝিতে হইবে, অজ কোন পশু নহে, এরূপ ব্যবস্থা আছে। ৩

ঋষয় ঊচুঃ

যৈর্যজ্ঞেষু ষষ্টব্যমিতি বৈ বৈদিকী শ্রুতিঃ।
অজসংজ্ঞানি বীজানি ছাগং নো মন্যতে পশুম্ ॥ ৪
নৈষ ধর্মঃ সতাং দেবা যত্র মধ্যেত বৈ পশুঃ
ইদং কুরুধ্বং শ্রেষ্ঠং বঃ যথা মধ্যেত বৈ পশুঃ ॥ ৫

ভীষ্ম উবাচ

তেষাং সংবদতামেবমৃষীণাং বিবুধৈঃ সহ
মার্গমাগতো নৃপশ্রেষ্ঠস্তং দেশং প্রাহিণোদ্ বসুঃ ॥ ৬
অন্তরিক্ষচরঃ শ্রীমান্ সমগ্রবলবাহনঃ
তা দৃষ্ট্বা সহসাঽঽহূয়াস্তং বসুঃ তে ত্বন্তরিক্ষগম্ ॥ ৭
ঊচুর্বিজাতয়ো দেবানেষ জ্ঞেয়ঃসাক্ষি সংশয়ম্।
যষ্টব্যা ধানপতিঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বভূতহিতপ্রিয়ঃ ৮
ঋষয়শ্চিদমব্যগ্রা জগ্মুরেষ বাক্যং মহান্ বসুঃ
এবং তে সংবিদং কৃত্বা বিবুধা অবদন্নৃষীন্ ॥ ৯
অপৃচ্ছন্ সহিতাস্তোক্তা বসুঃ রাজানমন্তিকাৎ।

ঋষিগণ বলিলেন,— দেবগণ! যজ্ঞসূত্রে বীজসকলের দ্বারা যজ্ঞ করা উচিত, ইহাই বেদে শুনা যায় বীজসমূহেরই নাম অজ, অতএব আপনারা ছাগলকে বধ করিবেন না। ৪

দেবগণ! যে কোন স্থানে যজ্ঞে পশুকে বধ করা, উহা সৎপুরুষদিগের ধর্ম নহে এবং শ্রেষ্ঠ সত্যযুগ চলিতেছে ইহাতে পশুর বধ কিপ্রকারে করা যাইতে পারে? ৫

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এইপ্রকারে যখন ঋষিগণের সহিত দেবতাদের পরস্পর আলোচনা চলিতেছে, সেই সময় নৃপশ্রেষ্ঠ উপরিচরবসুও সেই পথে আসিলেন এবং সেস্থানে উপস্থিত হইলেন। ৬

শ্রীমান্ রাজা উপরিচর নিজের সৈন্য ও বাহনসকলের সহিত আকাশপথে গমন করিতেছিলেন সেই অন্তরিক্ষচারী বসুকে সহসা আসিতে দেখিয়া ঋষিগণ দেবতাদিগকে বলিলেন,—এই নরপতি আমাদের সন্দেহ দূর করিবেন কারণ, ইনি বিধি অনুসারে যজ্ঞ করেন, ধানপতি, শ্রেষ্ঠ ও সমস্ত ভূতগণের হিতৈষী এবং স্থির। ৭-৮

এই মহান্ পূজ্য বসু আমাদের দ্বিধাহীন বচন কিরূপ বলিতে পারেন? এরূপ স্থির করিয়া দেবতা ও ঋষিগণ একমনে রাজা বসুর নিকটে আগমন করত নিজেদের এই উপস্থাপিত করিলেন। ৯½

রাজন্! তাহার দ্বারা যজ্ঞ করা উচিত? ছাগলের দ্বারা বা শস্যের দ্বারা? আমাদের এই সন্দেহ আপনি অপনোদন করুন।

তো রাজন্ তেন যষ্টব্যমজেনাহোবিদোষবৈঃ ॥
এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি প্রমাণং নো ভবান্ মতঃ
স তান্ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা পরিপপ্রচ্ছ বৈ বসুঃ ॥ ১১
কল্পা বৈ বো মতঃ কামো ব্রূত সত্যং দ্বিজোত্তমাঃ।

ঋষয় ঊচুঃ

যাজৈর্যষ্টব্যমিত্যেব পক্ষোঽস্মাকং নরাধিপ ॥ ১২
দেবানাং তু পশুঃ পক্ষো মতো রাজন্ বরস্য বঃ

ভীষ্ম উবাচ

দেবানাং তু মতা জ্ঞাত্বা বসুনা পক্ষলাঘবাৎ ॥ ১৩
ছাগেনাজেন যষ্টব্যমেবমুক্তং বচস্তদা
তূষ্ণীম্ভূতাস্তু তে সর্বে মুনয়ঃ সূর্যবর্চসঃ ॥ ১৪
ঊচুর্বসুং বিমানস্থং দেবপক্ষার্থবাদিনম্।
সুরপক্ষো গৃহীতস্তে যস্মাৎ তস্মাদ্ ভিবঃ পত ॥ ১৫
অদ্যপ্রভৃতি তে রাজন্নাকাশে বিবৃতা গতিঃ
অস্মচ্ছাপাভিঘাতেন মহীং ভিত্ত্বা প্রবেক্ষ্যসি ॥ ১৬

আমাদের যজ্ঞে আপনিই প্রামাণিক ব্যক্তি। ১০½

তখন রাজা বসু কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—দ্বিজোত্তমগণ! আপনারা সত্য করিয়া বলুন, আপনাদের যজ্ঞে কোন পক্ষের কিরূপ মত অভীষ্ট? তাঁহারা অজের অর্থ ছাগল মনে করেন এবং তাঁহারা অজের অর্থ অন্য বলিয়া মনে করেন? ১১½

ঋষিগণ বলিলেন,—নরনাথ! আমাদের পক্ষ এই যে, যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ করা উচিত এবং দেবতাদিগের পক্ষ হইল ছাগলের দ্বারা যজ্ঞ করা উচিত রাজন্! এখন আপনি আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন। ১২½

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! দেবতাগণের মত জানিয়া রাজা বসু তাঁহাদেরই পক্ষ অবলম্বন করত বলিলেন অজের অর্থ ছাগল, অতএব উহারই দ্বারা যজ্ঞ করা কর্তব্য। ১৩½

ইহা শ্রবণ করিয়া সেই সব সূর্যতুল্য তেজস্বী ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং বিমানে বসিয়া দেবপক্ষের অভিমত ব্যক্তকারী উপরিচরবসুকে বলিলেন। ১৪½

রাজন্! আপনি জানেন যে, অজের অর্থ ছাগ, তথাপি দেবপক্ষ আপনি গ্রহণ করিয়াছেন, সেইজন্য আপনি স্বর্গ হইতে পতিত হউন। আজ হইতে আপনার আকাশে বিচরণ করিবার শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। আমাদের শাপের আঘাতে আপনি ভূমি ভেদ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিবেন। ১৫-১৬

(বিরুদ্ধং বেদসূত্রাণামুক্তং যদি ভবেন্নৃপ
বয়ং বিরুদ্ধবচনা যদি তত্র পতামহে ।)
ততস্তস্মিন্ মুহূর্তেঽথ রাজোপরিচরস্তদা
অধো বৈ সমভূদ্ব্যোম্ন ভূমের্বিবরগো নৃপ । ১৭
স্মৃতিশ্চেনং ন হি জহৌ তদা নারায়ণাজ্ঞয়া
দেবাশ্চ সহিতাঃ সর্বে যযুঃ শাপবিমোক্ষণম্ । ১৮
চিন্তয়ামাসুরব্যগ্রাঃ সুকৃতং হি নৃপস্য তৎ
অনেনাশ্বমখং কৃত্বা রাজা শাপং প্রাপ্তো মহাত্মনা । ১৯
অস্য প্রতিপ্রিয়ং কার্যং সহিতৈর্নো দিবৌকসঃ
ইতি বুদ্ধ্যা ব্যবসিতা গত্বা নিশ্চয়মীশ্বরাঃ । ২০
ঊচুঃ সংহৃষ্টমনসো রাজোপরিচরং তদা ।
ব্রহ্মণ্যদেবতস্ত্বং সুরাসুরগুরুর্হরিঃ । ২১
তমাশু ত্বং সমারাধ্য ভূর্যাজ্ঞাপবিমোক্ষণম্
যাজনা হ্যু দ্বিজাতীনাং কর্তব্যা বৈ মহাত্মনাম্ । ২২

অবস্থাং তপসা তেষাং কলিতব্যা নৃপোত্তম
ব্রজত্বা সহসা ভ্রষ্ট আকাশাদ্ধরণীতলম্ । ২৩
এবং ত্বনুগ্রহং কৃত্বা মমো বৈ নৃপসত্তম
যাবৎ ত্বং শাপদোষেণ কালমাসিষ্যসেঽনঘ । ২৪
ভূমের্বিবরগো কৃত্বা তাবৎ ত্বং কালমাপ্স্যসি
যজ্ঞেষু সুহুতা বিপ্রৈর্বসোর্ধারাঃ সমাহিতৈঃ । ২৫
প্রাপ্স্যসেঽক্ষয়সুখানাত্মা চ ত্বাং প্রানিরস্পৃশৎ
ন ক্ষুৎপিপাসে রাজেন্দ্র ভূমেস্ছিদ্রে ভবিষ্যতঃ । ২৬
বসোর্ধারাতিতীক্ষ্ণত্বাৎ তেজসাপ্যায়িতেন চ
ন দেহোঽক্ষয়ত্বরাৎ প্রীতো ব্রহ্মলোকং হি নেষ্যতি । ২৭
এবং দত্ত্বা বরং রাজ্ঞে সর্বে তে চ দিবৌকসঃ
গতাঃ স্বভবনং দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ । ২৮
চক্রে বসুমতঃ পূজাং বিষ্বক্সেনায় ভারত
জপ্যং জগৌ চ সততং নারায়ণমুখোদ্গতম্ । ২৯

(নৃপ ! আপনি বেদ ও সূত্রসকলের বিরুদ্ধে যাহা বলিয়া থাকেন, তবে আমাদের এই শাপ অবশ্যই সফল হইবে এবং আমরা যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা বলিয়া থাকি, তবে আমাদের অবশ্যই পতন হইবে)

রাজন্ ! ঋষিগণ এই কথা বলিলে পর সেই ক্ষণেই রাজা উপরিচর আকাশ হইতে অধঃপতিত হইলেন এবং সত্বর ভূ-বিবরে প্রবেশ করিলেন । ১৭

সেই সময়েও ভগবান্ নারায়ণের আজ্ঞায় তাঁহার স্মরণশক্তি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। এদিকে সকল দেবতা একত্র হইয়া রাজাকে শাপ হইতে মুক্ত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সাম্যভাবে পরস্পর বলিতে লাগিলেন— রাজা ত' কেবল পুণ্য কর্মই করিয়াছেন। এই মহাত্মা নরপতিকে আমাদের অগ্রই শাপমুক্ত হইতে হইল । ১৮-১৯

দেবতাগণ ! আমাদের একত্র হইয়া তাঁহার অভিমত প্রিয় কার্য করা উচিত। নিজেদের বুদ্ধির দ্বারা এরূপ নিশ্চয় করত সেই সব দেবতা রাজা উপরিচর বসুর নিকট গমন করিয়া বলিলেন । ২০-২১

রাজন্ ! তুমি ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত এবং সেই শ্রীহরি দেবতা ও অসুর সকলেরই গুরু। তাঁহার মন তোমার উপর সন্তুষ্ট, সেইজন্য তিনিই তোমার ইচ্ছানুসারে তোমাকে অবশ্যই শাপমুক্ত করিয়া দিবেন । ২২

নৃপশ্রেষ্ঠ ! মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে সর্বদা তোষায় আনয়ন করা উচিত। অবশ্যই ইঁহা তাঁহাদের তপস্যারই ফল যাহার দ্বারা তুমি আকাশ হইতে সহসা ভ্রষ্ট হইয়া পাতালে চলিয়া গিয়াছ । ২৩-২৪

নিষ্পাপ নৃপশিরোমণি ! আমরা তোমাকে এক অনুগ্রহপ্রদান করিব। তুমি শাপদোষের জন্য যতকাল ভূ-বিবরে বাস করিবে, ততকাল একাগ্রচিত্ত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা যজ্ঞসমূহে প্রদত্ত বসুধারার আহুতি তুমি লাভ করিতে থাকিবে । ২৫-২৬

রাজেন্দ্র ! আমাদের চিন্তায় তোমার বসুধারা প্রাপ্তি হইবে, যাহার দ্বারা কোন গ্লানি তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং এই পাতালে থাকিয়াও ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট হইবে না, কারণ, বসুধারা পান করিলে পর তোমার তেজের বৃদ্ধি হইবে আমাদের বরদানে ভগবান্ শ্রীহরি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবেন । ২৬-২৭

এইভাবে রাজা উপরিচরকে বরদান করত সেই সব দেবতা ও তপোধন ঋষিগণ নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গিয়াছেন । ২৮

ভারত ! তদনন্তর বসু ভগবান্ বিষ্বক্সেনের পূজা আরম্ভ করিলেন এবং ভগবান্ নারায়ণের মুখ হইতে নিঃসৃত জপনীয় মন্ত্র (ওঁ নমো নারায়ণায়) নিরন্তর জপ করিতে লাগিলেন । ২৯

তত্রাপি পক্ষতির্বৈজ্ঞঃ পক্ষকালানবস্থিতম্
অবজ্ঞায়ঃ সুরপতিঃ ভূমেবিবরযোঽপি সন্ ॥ ৩০
ততোঽস্য তুষ্টো ভগবান্ ভক্ত্যা নারায়ণো হরিঃ
অনন্যভক্তস্য সতস্তৎপরস্য জিতাত্মনঃ ॥ ৩১
বরদো ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমীপস্থঃ দ্বিজোত্তম
গরুত্মন্তং মহাবেগমাবভাষেঽমিতং তদা ॥ ৩২
দ্বিজোত্তম মহাভাগ পক্ষিতাং বচনান্মম
সম্রাড্ রাজা বসুর্নাম ময়াজ্ঞা সংশিতব্রতঃ ॥ ৩৩
ব্রাহ্মণানাং প্রকোপেন প্রবিষ্টো বসুধাতলম্
যানিতাস্তে ত্বয়া বিপ্রাস্তান্ তু গচ্ছ দ্বিজোত্তম ॥ ৩৪
ভূমেবিবরসংস্থস্য গরুড়েহ মহাত্মনঃ
অবস্থানং নৃপশ্রেষ্ঠঃ খেচরঃ কুরু মা চিরম্ ॥ ৩৫
গরুত্মানথ বিক্ষিপ্য পক্ষৌ মারুতবেগবান্
বিবেশ বিবরং ভূমের্যত্রাস্তে পার্থিবো বসুঃ ॥
ততঃ এনং সমুৎক্ষিপ্য সহসা বিনতাসুতঃ ।

ভূমিতে ; সেখানে পাতালের বিবরে বাস করিয়াও রাজা উপরিচর প্রভৃতি পুরুষোত্তম যজ্ঞ ও পাদাহ এই পঞ্চ সময়ে পঞ্চ যজ্ঞের দ্বারা দেবেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিতে থাকিলেন । ৩০

তিনি নিজের মতকে বশ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা ভগবানেরই ভজনে নিরত ছিলেন । নিজের সেই অনন্য ভক্তের ভক্তিতে ভগবান্ শ্রীনারায়ণ হরি তুষ্ট হইলেন । ৩১

তারপর সেই বরদায়ক ভগবান্ বিষ্ণু নিজেই নিকটে স্থিত মহা বেগশালী পক্ষিরাজ গরুড়কে নিজের অভীষ্ট এই কথা বলিলেন । ৩২

মহাভাগ পক্ষিপ্রবর ! তুমি আমার আজ্ঞায় ব্রতপালনকারী সম্রাট্ রাজা বসুর নিকট গমন করত তাঁহাকে দেখ । ৩৩

পক্ষিরাজ ! সে ব্রাহ্মণগণের কোপে পাতালে প্রবিষ্ট হইয়া আছে । তথাপি সে সেই ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদা সম্মান করিয়া থাকে ; অতএব তুমি তাহার নিকট গমন কর । ৩৪

গরুড় ! পৃথিবীর বিবরে সুরক্ষিতভাবে, অবস্থিত এই পাতালচারী নৃপশ্রেষ্ঠ বসুকে তুমি আমার আজ্ঞায় সত্বর আশ্বাসচারী করিয়া দাও । ৩৫

এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বায়ুতুল্য বেগশালী গরুড় নিজের

উৎপপাত ততস্তূর্ণং তত্র চৈনমযুক্ত ॥ ৩৭
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে সাজ্ঞেজ্ঞে রাজোপরিচরঃ পুনঃ ।
সশরীরো গতস্তস্য ব্রহ্মলোকং নৃপোত্তমঃ ॥ ৩৮
এষ তেনাপি কৌন্তেয় বাগ্‌দোষাদ্ দেবতাজ্ঞয়া ।
প্রাপ্তো গতিরবজ্ঞাং তু দ্বিজশাপাদ্বহাত্মনা ॥ ৩৯
কেবলং পুরুষব্যাঘ্রং সেবিতো হরিরীশ্বরঃ
ততঃ শীঘ্রং জহৌ শাপং ব্রহ্মলোকমবাপ চ ॥৪০

ভীষ্ম উবাচ

এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং সম্ভূতা মানবা যথা
নারদোঽপি যথা শ্বেতং দ্বীপং স গতবান্ হরিং ।
তৎ তে সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষৈকমনা নৃপ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি নারায়ণীয়ে
সপ্তত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩৭

দুই পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া চলিলেন এবং পাতালে যেখানে রাজা বসু বিরাজমান ছিলেন, সেখানে প্রবিষ্ট হইলেন । ৩৬

বিনতানন্দন গরুড় সহসা রাজা বসুকে সেখান হইতে উপরে উত্থাপিত করিয়া সত্বর আকাশে উড়িতে লাগিলেন এবং সেখানে তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিলেন । ৩৭

সেইক্ষণে রাজা বসু পুনরায় উপরিচর হইয়া যাইলেন তারপর এই নৃপশ্রেষ্ঠ স্বশরীরে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন । ৩৮

কুন্তীনন্দন ! এইভাবে সেই মহাত্মা নরপতিও দেবতাগণের আজ্ঞায় বাচিক অপরাধ করায় ব্রাহ্মণদিগের অভিশাপে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ৩৯

তারপর তিনি কেবল পুরুষপ্রবর ভগবান্ শ্রীহরিরই সেবা করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তিনি সেই শাপ হইতে সত্বর মুক্ত হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন । ৪০

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! শ্বেতদ্বীপের অধিবাসী পুরুষগণ যেরূপ, তাঁহাদের সম্পূর্ণ পরিস্থিতি আমি তোমাকে বলিলাম । এখন দেবর্ষি নারদ যেভাবে শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন, সেই সব প্রসঙ্গ আমি তোমাকে বলিব । তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর । ৪১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে নারায়ণের বহির্বাবিষয়ক সপ্তত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

অষ্টত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নারদেন শতদ্বয়নামভির্ভগবতঃ স্তুতিঃ]

ভীষ্ম উবাচ।

প্রাপ্য শ্বেতং মহাদ্বীপং নারদো ভগবানৃষিঃ
দদর্শ তানেব নরান্ শ্বেতাংশ্চন্দ্রসমপ্রভান্। ১
পূজয়ামাস শিরসা মনসা বৈষ্ণ পূজিতঃ
দিদৃক্ষুর্ভগবন্তং তে সর্বকৃচ্ছ্রগতঃ স্থিতঃ। ২
ভূত্বৈকাগ্রমনা বিপ্র ঊর্ধ্ববাহুঃ সমাহিতঃ
স্তোত্রৈঃ জগৌ স বিশ্বায় নির্গুণায় গুণাত্মনে। ৩

নারদ উবাচ

১ নমস্তে দেবদেবেশ ২ নিষ্ক্রিয় ৩ নির্গুণ ৪ লোকসাক্ষিন্ ৫ ক্ষেত্রজ্ঞ ৬ পুরুষোত্তম ৭ অনন্ত ৮ পুরুষ ৯ মহাপুরুষ ১০ পুরুষোত্তম ১১ ত্রিগুণ ১২ প্রধান ১৩ অমৃত ১৪ অমৃতাখ্য ১৫ অনন্তাখ্য ১৬ যোনি ১৭ সনাতন ১৮ সদসদ্ব্যক্তাব্যক্ত ১৯ স্তুতধামন্ ২০ আদিদেব ২১ ধনুপ্রব

অষ্টত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়

[নারদ কর্তৃক দুইশত নামের দ্বারা ভগবানের স্তুতি]

ভীষ্ম বলিলেন—যুধিষ্ঠির! সেই মহান্ শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ দেবর্ষি নারদ যখন সেখানে সেই চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ পুরুষগণকে দর্শন করিলেন, তখন মস্তক নত করিয়া প্রণাম করত মনে মনেই তাঁহাদের পূজা করিলেন তারপর শ্বেতদ্বীপবাসী পুরুষগণও নারদের সৎকার করিলেন। তদনন্তর ভগবান্‌কে দর্শন করিবার ইচ্ছায় তাঁহার নারায়ণ করিতে লাগিলেন এবং কঠোর নিয়ম পালন করিতে করিতে সেখানে বাস করিলেন। ১-১

নারদ সেখানে দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিয়া একাগ্রচিত্তে নির্গুণ সগুণ বিশ্বাত্মা ভগবান্ নারায়ণের এইভাবে দুইশত নামের স্তব করিলেন। ৩ ১ দেবদেবেশ! আপনাকে নমস্কার। আপনি ২। নিষ্ক্রিয় ৩। নির্গুণ ৪ সমস্ত জগতের সাক্ষী ৫ ক্ষেত্রজ্ঞ ৬। পুরুষোত্তম (ক্ষর-অক্ষর পুরুষ হইতে উত্তম), ৭। অনন্ত ৮। পুরুষ ৯। মহাপুরুষ। ১০ পুরুষোত্তম (পরমাত্মা), ১১। ত্রিগুণ ১২। প্রধান, ১৩ অমৃত ১৪ অমৃতাখ্য ১৫। অনন্তাখ্য (শেষ নাগরূপ) ১৬ যোনি (যথাকারণরূপ) ১৭। সনাতন। ১৮। সদসদ্ব্যক্তাব্যক্ত ১৯। স্তুতধামা (সত্তাধাম-স্বরূপ) ২০। আদিদেব ২১। ধনুপ্রব (কর্মফল ধাতা)

২১। প্রজাপতে ২২। সুপ্রজাপতে ২৩। বনস্পতে ২৪। মহাপ্রজাপতে (ব্রহ্মস্বরূপ) ২৫। ঊর্ধ্বস্পতে (মহাশক্তিশালী) ২৬। বাচস্পতে (বৃহস্পতি) ২৭। জগৎপতে ২৮। মনস্পতে ২৯। দিবস্পতে (সূর্য) ৩০। ধরুৎপতে (বায়ুদেবের অধিপতি) ৩১। সলিলপতে (জলের অধিপতি) ৩২। পৃথিবীপতে ৩৩। দিক্‌পতে ৩৪। পূর্বনিবাস— মহাপ্রলয়ের সময় জগতের আধারস্বরূপ ৩৫। স্বয়ম্ভুব ব্রহ্মপুরোহিত ৩৬। ব্রহ্মকায়িক ৩৭। মহারাজিক ৩৮। চাতুর্মহারাজিক ৩৯। তাম্বর (প্রকাশমান) ৪০ মহাতাম্বর (মহাপ্রকাশমান) ৪১ সপ্তমহাভাগ ৪২। যাম্য ৪৩। মহাযাম্য ৪৪। সংজ্ঞাসংজ্ঞ ৪৫। তুষিত ৪৬। মহাতুষিত ৪৭। প্রমর্দন (মৃত্যুস্বরূপ) ৪৮। পরিনির্মিত ৪৯। বশবর্তী ৫০। অপরিনির্মিত (শব্দ-স্পর্শাদি গুণসম্পন্ন) ৫১। অপরিমিত (অনন্ত) ৫২। বশবর্তী ৫৩। অবশবর্তী ৫৪। যজ্ঞ ৫৫। মহাযজ্ঞ ৫৬। যজ্ঞসম্ভব ৫৭। যজ্ঞযোনি (বেদস্বরূপ) ৫৮। যজ্ঞগর্ভ ৫৯। যজ্ঞসুত ৬০। যজ্ঞভৃত ৬১। যজ্ঞাগহর ৬২। পঞ্চযজ্ঞ ৬৩ পঞ্চকালকর্তৃপতে ৬৪ পাঞ্চরাত্রিক ৬৫ বৈকুণ্ঠ ৬৬ অপরাজিত ৬৭ মানসিক

৭১ মাধবাদিক ৭২ পরমর্ষিবৃ ৭৩ সুব্রত ৭৪ হংস ৭৫ পরমহংস ৭৬ মহাহংস ৭৭ পরমধার্মিক ৭৮ সাংখ্যযোগ ৭৯ সাংখ্যবুদ্ধি ৮০ অমৃতেশয় ৮১ হিরণ্যেশয় ৮২ ভেষেশয় ৮৩ ভূশেশয় ৮৪ ব্রহ্মেশয় ৮৫ পদ্মেশয় ৮৬ বিশ্বেশয় ৮৭ বিশ্বকৃসেন ৮৮ ত্বং জগদ্ধরঃ ৮৯ ত্বং জগৎপ্রকৃতিঃ ৯০ ভবায়িরাত্মভূ ৯১ যড়বাম্বুখোঽগ্নিঃ ৯২ ভূমাস্থতিঃ ৯৩ সাম্বধিঃ ৯৪ ত্বং ঘষ্টুকারঃ ৯৫ ভূমোত্তারঃ ৯৬ ত্বং তল; ত্বং মনঃ ৯৮ ত্বং চন্দ্রমাঃ ৯৯ ত্বং চক্ষুরাদিত্যঃ ১০০ ত্বং সূর্য্যঃ ১০১ ত্বং দিশাং পতিঃ ১০২ ত্বং দিগ্‌ভাবো ১০৩ বিদিগ্‌ভাবো ১০৪ ধরণিঃ ১০৫ প্রথমস্ত্রিসৌপর্ণঃ ১০৬ বর্ণধর ১০৭ পঞ্চাগ্নে ১০৮ ভূমাচিকেত ১০৯ যজ্ঞজ্ঞিবান ১১০ প্রাগ্‌জ্যোতিষ ১১১ জ্যেষ্ঠসাম ১১২ সামিক-ব্রতধর ১১৩ অথর্বশিরাঃ ১১৪ পঞ্চমহাযজ্ঞ ১১৫ কেনপাচার্য ১১৬ বালখিল্য ১১৭ বৈখানস ১১৮ অক্ষরযোগ ১১৯ অক্ষরপরিসংখ্যান ১২০ যুগাদে ১২১ যুগমধ্য ১২২ যুগ নিধন ১২৩ আবর্তন ১২৪ প্রাচীনগর্ভ ১২৫ কৌশিক ১২৬ পুরুষ্টুত ১২৭ পুরুহূত ১২৮ বিষক্সৎ ১২৯ বিষক্সেন ১৩০ অনন্তসত্ত্ব ১৩১ অনন্তভোগ ১৩২ অনন্ত ১৩৩ অনাদে ১৩৪ অমধ্য ১৩৫ অব্যক্তমধ্য ১৩৬ অব্যক্তনিধন ১৩৭ ব্রতাধার ১৩৮ মনুস্ত্রাবিধাস ১৩৯ যশোবাস ১৪০ তপোবাস ১৪১ দমবাস ১৪২ সন্ধ্যাবাস ১৪৩ বিদ্যাবাস ১৪৪ কীর্ত্যাবাস ১৪৫ শ্রীবাস ১৪৬ সর্বাবাস ১৪৭ বাসুদেব ১৪৮ সর্বঙ্কষক ১৪৯ হরিহর ১৫০ হরিদেব ১৫১ মহাযজ্ঞ ভাগহর ১৫২ বরপ্রদ ১৫৩ সুখপ্রদ ১৫৪ ধনপ্রদ ১৫৫ হরিদেব ১৫৬ যম ১৫৭ নিয়ম ১৫৮ মহানিয়ম ১৫৯ কৃচ্ছ্র ১৬০ অতিকৃচ্ছ্র ১৬১ মহাকৃচ্ছ্র ১৬২ সর্বকৃচ্ছ্র ১৬৩ নিয়তব্রত ১৬৪ নিবৃত্তস্নান ১৬৫ প্রবচনগত ১৬৬ পৃশ্নিগর্ভপ্রবৃত্ত ১৬৭

সব নামের সমাবেশ। ৭২ পরস্বামী (পরমেশ্বর) ৭৩ সুব্রত ৭৪। হংস ৭৫ পরমহংস ৭৬ মহাহংস ৭৭ পরমধার্মিক ৭৮ সাংখ্যযোগস্বরূপ ৭৯ সাংখ্যবুদ্ধি (জ্ঞানবুদ্ধি) ৮০ অমৃতেশয় (বিষ্ণু) ৮১ হিরণ্যেশয় ৮২ ভেষেশয় ৮৩ ভূশেশয় ৮৪ ব্রহ্মেশয় ৮৫। পদ্মেশয় (বিষ্ণু) ৮৬ বিশ্বেশয় এবং ৮৭। বিষক্সেনাদি আপনারই নাম ৮৮ আপনিই জগদ্ধর (জগতে ভক্তপ্রোক্ত) ৮৯। আপনি জগতের ভারণস্বরূপ ৯০। অগ্নি আপনার মুখ। ৯১ আপনি যড়বানল ৯২ আপনি আহুতি-স্বরূপ ৯৩। সাম্বধি ৯৪ ঘষ্টুকার ৯৫ ওঙ্কার ৯৬ তলস্বরূপ ৯৭। মনঃস্বরূপ ৯৮। চন্দ্রমাস্বরূপ ৯৯ চক্ষুর দেবতা সূর্য আপনি ১০০। সূর্য ১০১ দিগ্‌গজ ১০২ দিগ্‌ভাব (দিক্ সমূহের প্রকাশকারী ১০৩। বিদিগ্‌ভাব (বিদিকসমূহের প্রকাশকারী) ১০৪। ধরণীস্বরূপ ১০৫। আপনি প্রথম ত্রিসৌপর্ণ মন্ত্র ১০৬ ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকলের ধারণকারী ১০৭। পঞ্চাগ্নিরূপ ১০৮ নাচিকেত নামে প্রসিদ্ধ ত্রিবিধ অগ্নিও আপনিই ১০৯। আপনি শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ নামক ছয় অঙ্গের নিবাস ১১০। প্রাগ্‌জ্যোতিষস্বরূপ ১১১ জ্যেষ্ঠ সামস্বরূপ আপনিই ১১২। সামিক ব্রতধারী ১১৩। অথর্বশিরা ১১৪। পঞ্চমহাযজ্ঞরূপ। আপনিই সৌত্র, শাক্ত, পাশুপত, বৈখা ও বৈষ্ণব শাস্ত্রসকলের উপাস্যদেব ১১৫। কেনপাচার্য ১১৬। বালখিল্যমুনিরূপ ১১৭। বৈখানস মুনিরূপ আপনিই ১১৮। অক্ষরযোগ (অখণ্ডযোগ) ১১৯ অক্ষরপরিসংখ্যান (অখণ্ড বিচার)

যুগাদি (যুগের আদিরূপ) ১২১। যুগমধ্য (যুগের মধ্য রূপ) ১২২ যুগান্ত (যুগের অন্তরূপ আপনিই) ১২৩। আবর্তন (চক্র) ১২৪ আপনিই প্রাচীনগর্ভ ১২৫। কৌশিক মুনি ১২৬ পুরুষ্টুত (সকলের দ্বারা প্রচুর স্তুতি করিবার যোগ্য পুরুহূত ১২৮ বিষক্সৎ বিশ্বের ভরয়িতা) ১২৯। বিষক্সেন অনন্তসত্ত্বমূর্তি ১৩১। অনন্তভোগ ১৩২ আপনার অন্ত নাই ১৩৩। আপনার আদি নাই ১৩৪। আপনার মধ্যও নাই ১৩৫। অব্যক্তমধ্য ১৩৬। অব্যক্তনিধন ১৩৭ ব্রতাধার (ব্রতের আশ্রয়) ১৩৮ মনুস্ত্রাবাদী (স্ত্রীরূপাশ্রয়কারী) ১৩৯। যশোবাস (যশের নিবাসস্থান) ১৪০ তপোবাস (তপের নিবাসস্থান) ১৪১। দমবাস (সংযমের আধার) ১৪২ সন্ধ্যানিবাস ১৪৩। বিদ্যার আশ্রয় ১৪৪। কীর্তির আধার ১৪৫। সম্পত্তির আশ্রয় ১৪৬। সর্বাবাস (সকলের নিবাস) ১৪৭। বাসুদেব ১৪৮। সর্বঙ্কষক সকলের ইচ্ছা পূর্ণকারী) ১৪৯। হরিহর ১৫০। হরিদেব (অশ্বমেধযজ্ঞরূপ) ১৫১। যজ্ঞভাগহর ১৫২। বরপ্রদ (ভক্তগণকে বরপ্রদানকারী) ১৫৩। সুখপ্রদ ১৫৪। ধনপ্রদ ১৫৫। হরিদেব (ভগবদ্‌ভক্তও আপনি) ১৫৬ যম ১৫৭ নিয়ম ১৫৮। মহানিয়মাদি সাধনও আপনি ১৫৯। কৃচ্ছ্র ১৬০ অতিকৃচ্ছ্র ১৬১। মহাকৃচ্ছ্র ১৬২। সর্বকৃচ্ছ্রাদি চান্দ্রায়ণ ব্রতও আপনি ১৬৩। নিয়তব্রত ১৬৪ নিবৃত্তস্নান ১৬৫। প্রবচনগত (বেদবাক্যের বিষয়) ১৬৬। পৃশ্নিগর্ভপ্রবৃত্ত ১৬৭। প্রবৃত্তবেদরক্ষিত (বৈদিক কর্মসমূহের প্রবর্তক) ১৬৮।

প্রবৃত্তবেদক্রিয় ১৬৮ অজ ১৬৯ সর্বগতে ১৭০ সর্বদর্শিন্ ১৭১ অগ্রাহ্য ১৭২ অচল ১৭৩ মহাবিভূতে ১৭৪ মাহাত্ম্য-সহীয় ১৭৫ পবিত্র ১৭৬ মহাপবিত্র ১৭৭ গিরিশায়ন ১৭৮ বৃহৎ ১৭৯ অপ্রতর্ক্য ১৮০ অবিজ্ঞেয় ১৮১ ব্রহ্মাগ্র্য ১৮২ প্রজাসর্গকর ১৮৩ প্রজানিধনকর ১৮৪ মহামায়াধর ১৮৫ চিত্রশিখণ্ডিন্ ১৮৬ বরপ্রদ ১৮৭ পুরোডাশভাগধর ১৮৮ গভাধর ১৮৯ হিরণ্যকৃৎ ১৯০ হিরণ্যসংস্থ ১৯১ সর্বতোমুখ ১৯২ বিশ্বমূর্তি ১৯৩ ব্রাহ্মণপ্রিয় ১৯৪ ব্রাহ্মণপ্রিয় ১৯৫ বিশ্বমূর্তে ১৯৬ মহামূর্তে ১৯৭ বান্ধব ১৯৮ ভক্তবৎসল ১৯৯ ব্রহ্মণ্যদেব ভক্তোঽহং ত্বাং বিষ্ণুরেকান্তদর্শনাৎ নমো নমঃ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি অষ্টাত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ। ৩৫৮

অজ ১৬৯। সর্বগতি (সর্বব্যাপী) ১৭০। সর্বদর্শী ১৭১। অগ্রাহ্য ১৭২। অচল ১৭৩। মহাবিভূতি। মহৈশ্বর্য বিভূতিবিশিষ্ট) ১৭৪ মাহাত্ম্যসহীয় (অতুলিত প্রভাবশালী মহীয়বিশিষ্ট) ১৭৫ পবিত্র। ১৭৬। মহাপবিত্র (পবিত্রগণেরও পবিত্রকারক) ১৭৭ হিরণ্যগর্ভ ১৭৮ বৃহৎ (ব্রহ্ম) ১৭৯। অপ্রতর্ক্য (তর্কের দ্বারা জানিবার যোগ্য নহেন) ১৮০ অবিজ্ঞেয় ১৮১ ব্রহ্মাগ্র্য ১৮২ প্রজাসৃষ্টিকর্তা ১৮৩ প্রজাগণের অন্তকারী ১৮৪ মহামায়াধর ১৮৫। চিত্রশিখণ্ডী, ১৮৬ বরপ্রদ, ৮৭। পুরোডাশের ভাগগ্রহণকারী, ৮৮ গর্ভাধর গর্ভধারক) ১৮৯ হিরণ্যকৃৎ হিরণ্যদাতা) ১৯০ হিরণ্যসংস্থ ১৯১ সর্বতোমুখ সর্ব ব্যাপক ১৯২ বিশ্বমূর্তি ১৯৩ ব্রাহ্মণরূপ ১৯৪ ব্রাহ্মণপ্রিয় ১৯৫ বিশ্বমূর্তি ১৯৬ মহামূর্তি ১৯৭ বান্ধব ভক্তদের বন্ধু) ১৯৮ ভক্তবৎসল এবং ১৯৯। ব্রহ্মণ্যদেব। আমি আপনার ভক্ত আপনাকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় আমি এ স্থানে আসিয়াছি একান্ত দর্শনাভিলাষী পরমাত্মা আপনাকে বারংবার নমস্কার

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে অষ্টাত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্বেতদ্বীপে নারদস্য ভগবদ্দর্শনম্, ভগবতা নারদায় বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি-স্ব-ব্যূহস্বরূপাণাং পরিচয়দানম্, ভাবিকালাবতারাণাং নামদর্শনম্, অস্যাঃ কথায়াঃ শ্রবণ-পঠনয়োর্মাহাত্ম্যঞ্চ]

ভীষ্ম উবাচ

এবং স্তুত স ভগবান্ গুহ্যৈস্তত্ত্বৈশ্চ নামভিঃ।
তং মুনিং দর্শয়ামাস নারদং বিশ্বরূপধৃক্ ॥ ১
কিঞ্চিচ্ছ্বেতাদ্ বিশুদ্ধাত্মা কিঞ্চিচ্ছ্যামাদ্ বিশেষবান্
কৃষ্ণানুবর্ণঃ কিঞ্চিচ্চ কিঞ্চিদ্ধিক্যাকৃতিঃ প্রভুঃ ॥২
শুকপত্রনিভঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্ফটিকসংনিভঃ।
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যো জাতরূপপ্রভঃ ক্বচিৎ ॥ ৩
প্রবালাঙ্কুরবর্ণশ্চ শ্বেতবর্ণস্তথা ক্বচিৎ
ক্বচিৎ সুবর্ণবর্ণাভো বৈদূর্যসদৃশঃ ক্বচিৎ ॥ ৪
নীলবৈদূর্যসদৃশ ইন্দ্রনীলনিভঃ ক্বচিৎ।
মযূরগ্রীববর্ণাভো মুক্তাধারনিভঃ ক্বচিৎ ॥ ৫

একোনচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়

[শ্বেতদ্বীপে নারদের ভগবদ্দর্শন, ভগবান্ কর্তৃক নারদকে বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি নিজের ব্যূহস্বরূপের পরিচয়দান, ভবিষ্যতের অবতারগণের নাম বর্ণন এবং এই কথার শ্রবণ-পঠনের মাহাত্ম্য।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এইরূপ গুহ্য ও সত্য নাম-সমূহের দ্বারা যখন নারদ ভগবানের স্তুতি করিলেন, তখন তিনি বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে তত্ত্ব, দর্শনদান করিলেন। ১

তাঁহার এই স্বরূপ কাহার হইতে কিছু অধিক নির্মল এবং কিছু কাহার হইতেও বিমলতর ছিল। কিছু অধিকতর শ্বেতবর্ণবান এবং কিছু নক্ষত্রমণ্ডলের ন্যায় শ্যামবর্ণবান ছিল। ২

কিছু শুকপক্ষীর পক্ষ তুল্য হরিদ্বর্ণ, কিছু স্ফটিক মণির সদৃশ উজ্জ্বল, কোথাও অঞ্জনরাশির সমান কৃষ্ণবর্ণ ও কোথাও সুবর্ণ-সদৃশ কান্তিমান্ ছিল। ৩

কোথাও নবাঙ্কুরিত পল্লবতুল্য, কোথাও শ্বেতবর্ণ, কোথাও স্বর্ণবর্ণের ন্যায় আভাবিশিষ্ট এবং কোথাও বৈদূর্যমণিসদৃশ প্রভা বিস্তারিত হইতেছিল। ৪

কোথাও নীল বৈদূর্যমণি, কোথাও ইন্দ্র নীল মণি, কোথাও ময়ূরের গ্রীবাতুল্য বর্ণ ও কোথাও মুক্তাধারের ন্যায় কান্তি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ৫

এতান্ বহুবিধান্ বর্ণান্ স্রষ্টুমিচ্ছন্নজাদিভিঃ
সহস্রনয়নঃ শ্রীমান্ পরমেষ্ঠী মহাতপাঃ । ৬
দদর্শোদরবাহ্যস্থ অব্যক্ত ইতি চ ক্বচিৎ
ওঙ্কারমুদগীরন্ বক্ত্রাৎ সাবিত্রীঞ্চ তদন্বয়াম্ । ৭
শ্বেতাংশ্চতুর্মুখান্ দেবো যজ্ঞোপবীতাংশ্চতুর্বেদান্ সশিখান্ বহূন্
আরণ্যকং জগৌ দেবো হরির্নারায়ণো বশী । ৮
বেদিং কমণ্ডলুং স্রুচং স্রুবান্ মণীনুপানহৌ কুশান্
অগ্নিং দণ্ডকাষ্ঠঞ্চ আদিত্যঞ্চ হুতাশনম্ । ৯
ব্যাহরদ্ভাসয়ন্ দেবো হরির্যজ্ঞপতির্বিভুঃ
তং প্রসন্নং প্রসন্নাত্মা নারদো দ্বিজসত্তমঃ । ১০
বাগ্যতঃ প্রণতো ভূত্বা সংবন্ধে পরমেষ্ঠিনম্
তুষ্টুবাচ নতা মূর্ধ্না দেবানামাদিরব্যয়ঃ । ১১

শ্রীভগবানুবাচ

একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব ত্রিতশ্চৈব মহর্ষয়ঃ
ইমং বেদমনুপ্রাপ্তা মম দর্শনলালসাঃ । ১২

এইভাবে সেই সনাতন ভগবান্ শ্রীহরি নিজ স্বরূপে নানাবিধ বর্ণ ধারণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার সহস্র নেত্র, সহস্র (সহস্র) মস্তক, সহস্র পদ, সহস্র উরু ও সহস্র হস্ত ছিল। তিনি অপূর্ব তাজিসম্পন্ন ছিলেন এবং কোথাও কোথাও তাঁহার আকৃতি অব্যক্ত ছিল। ৬-৭

সকলকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ এই ভগবান্ নারায়ণ হরি এক মুখে ওঙ্কার এবং ইহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছিলেন ও অন্যান্য মুখসমূহে চারিবেদ ও তাঁহার আরণ্যকভাগ গান করিতেছিলেন। ৭-৮

যজ্ঞপতি সেই ভগবান্ দেবেশ্বর বিভু সেই সময় নিজ হস্তে বজ্রবেদি, কমণ্ডলু, উজ্জ্বল মণিবিভূষিত যুগ্ম উপানহ, কুশ, যুগচর্ম, দণ্ড-কাষ্ঠ এবং প্রজ্বলিত অগ্নি—এই সব ধারণ করিয়াছিলেন। ৮-৯

তাঁহাকে দর্শন করিবার পর প্রসন্নচিত্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ নারদ যৌনভাবে সংযতমুখ হইয়া সেই সদাপ্রসন্ন পরমেশ্বরকে বন্দনা করিলেন। মস্তক নত করিয়া হস্তে পবিত্র নারদকে দেবতাগণের আদিকারণ অবিনাশী শ্রীহরি এই কথা বলিলেন। ১০-১১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—দেবর্ষে! মহর্ষি একত, দ্বিত ও ত্রিত—ইহারা সকলে আমার দর্শন করিবার ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছিল।

ন চ মাং তে মহাত্মানো ন চ ব্রহ্মাণমব্যয়ম্ ।
ঋতে ত্বৈকান্তিকশ্রেষ্ঠাৎ তং চৈবৈকান্তিকোত্তমঃ ॥১৩

ত্বমেবাস্মন্মনঃ শ্রেষ্ঠো জাতো ধর্মগৃহে দ্বিজ
তাত্বং স্বতশ্চ সততং সাধয়স্ব যথাগতম্ । ১৪

বৃণীষ চ বরং বিপ্র মত্তস্ত্বং যদিচ্ছসি
প্রসন্নোঽহং তবাদ্যেহ বিদ্ধ্যমূর্তিরিহাব্যয়ঃ । ১৫

নারদ উবাচ ।

অস্তি মে তপসো দেব যদ্যনন্ত নিরন্তর চ
সদ্যঃ ফলমবাপ্তং বৈ দৃষ্টো যন্ ভগবান্ ময়া । ১৬

বর এষ মমাভাতঃ দৃষ্টস্ত্বং যৎ সনাতনঃ
ভগবান্ বিশ্বদৃক্ সিংহঃ সর্বমূর্তির্মহান্ প্রভুঃ । ১৭

ভীষ্ম উবাচ

এবং সংদর্শয়িত্বা তু নারদঃ পরমেষ্ঠিনম্
উবাচ বচনং ভূয়ো গচ্ছ নারদ মা চিরম্ । ১

কিন্তু তাহারা আমার দর্শন পায় নাই। আমার অনন্ত এক অতীত অন্য কেহই আমার দর্শন লাভ করিতে পারে না। তুমি আমার অনন্য ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; সেইজন্য তুমি আমার দর্শন লাভ করিলে। ১৩

দ্বিজ! ধর্মের গৃহে যাহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই সনকাদিগণ চারি ভ্রাতা আমাকেই স্মরণ করেন। অতএব তুমি সর্বদা তাঁহাদেরই ভজনা কর এবং যাহা কার্য আসিবে, তাহাই সাধন কর। ১৪

বিপ্র! অবিনাশী বিশ্বরূপ পরমেশ্বর আমি আজ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি অতএব তুমি যাহা ইচ্ছা কর, সেরূপ বর আমার নিকট হইতে প্রার্থনা কর। ১৫

নারদ বলিলেন,—দেব! যখন আমি ভগবান্ আপনার দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তখন আমি তপ, যজ্ঞ ও নিয়মের সকল ফল তৎক্ষণাৎই লাভ করিয়াছি। ১৬

ভগবন্! আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বের স্রষ্টা, সিংহতুল্য নির্ভয়, সর্বস্বরূপ, মহান্ ও সনাতন প্রভু। আপনার যে দর্শনলাভ হইয়াছে, ইহাই আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বরদান। ১৭

ভীষ্ম বলিলেন;—যুধিষ্ঠির! এইভাবে দর্শন দান করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মপুত্র নারদকে পুনরায় বলিলেন,—নারদ, যাও, বিলম্ব করিও না। ১৮

ইমে হ্যনিন্দ্রিয়াহারা নিত্যকোশ্চন্দ্রবর্চসঃ ।
একাগ্রশ্চিন্তয়েরুর্মাং নৈষাং বিদ্মো ভবেদিতি ॥ ১

সিদ্ধা হ্যেতে মহাভাগাঃ পুরা হ্যেকান্তিনোঽভবন্
তস্মোরজোজিনির্মুক্তা যাং প্রযেদ্যান্ত্যনাময়ম্ ॥ ২০

ন দৃশ্যশ্চক্ষুষা যোঽসৌ ন স্পৃশ্যঃ স্পর্শনেন চ
ন জেয়শ্চৈব গন্ধেন রসেন চ নিরুচ্যতে ॥ ২১

সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ন গুণাস্তং ভজন্তি বৈ ।
যস্ত সর্বগতঃ সাক্ষী লোকস্যাস্যেতি কথ্যতে ॥ ২২

কৃতঘ্নাশ্মশরীরেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতশ্চ নির্গুণো নিষ্কলস্তথা ॥ ২৩

বিংশদেভ্যস্তত্ত্বেভ্যঃ খ্যাতো যঃ পঞ্চবিংশকঃ
পুরুষো নিষ্ক্রিয়শ্চৈব জ্ঞানদৃশ্যশ্চ কথ্যতে ॥ ২৪

যং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা বৈ দ্বিজসত্তমাঃ ।
স বাসুদেবো বিজ্ঞেয়ঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ২৫

পশ্য দেবস্য মায়াত্বাং মহিমানঞ্চ নারদ
শুভাশুভৈঃ কর্মভির্যো ন লিপ্যতি কর্হিচিৎ ॥ ২৬

সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণানেতান্ প্রচক্ষতে ।
যস্তে সর্বশরীরেষু তিষ্ঠন্তি বিচরন্তি চ ॥ ২৭

এতান্ গুণান্তু ক্ষেত্রজ্ঞো ভুঙ্‌ক্তে নৈতৈঃ স যুজ্যতে ।
নির্গুণো গুণভুক্ চৈব গুণদ্রষ্টা গুণাধিকঃ ॥ ২৮

জগৎপ্রতিষ্ঠা দেবর্ষে পৃথিব্যাপ্যু প্রলীয়তে ।
জ্যোতিষ্যাপঃ প্রলীয়ন্তে জ্যোতির্বায়ৌ প্রলীয়তে ॥২৯

খে বায়ুঃ প্রলয়ং যাতি মনস্যাকাশমেব চ ।
মনো হি পরমং ভূতং তদব্যক্তে প্রলীয়তে ॥ ৩০

অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নিষ্ক্রিয়ে সম্প্রলীয়তে ।
নাস্তি তস্মাৎ পরতরঃ পুরুষাদ্ হ্যৈ সনাতনাৎ ॥ ৩১

নিত্যাঃ হ্যেতে ন সন্তীহ ভূতাঃ স্থাবর-জঙ্গমাঃ
অন্ত একঃ পুরুষো বাসুদেবঃ সনাতনঃ ॥ ৩২

সর্বভূতাত্মভূতো হি বাসুদেবো মহাবলঃ
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্ ॥৩৩

এই ইন্দ্রিয় ও আহার-শূন্য, চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ আমার ভক্তগণ একাগ্রভাবে যাহাতে আমার চিন্তা করিতে পারে এবং তাহাদের ধ্যানে যাহাতে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, সেইজন্য তোমার এস্থান হইতে চলিয়া যাওয়া আবশ্যক । ১৯

এস্থানে বসবাসকারী এই সকল মহাভাগগণ সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে । ইহারা পূর্বেও আমার অনন্য ভক্ত ছিল । ইহারা তমোগুণ ও রজোগুণ হইতে মুক্ত, অতএব নিঃসন্দেহে আমারই মধ্যেই প্রবেশ করিবে । ২০

যাঁহাকে নেত্রের দ্বারা দেখা যায় না, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করা যায় না, গন্ধগ্রহণকারী ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা আঘ্রাণ করা যায় না, রসনেন্দ্রিয় দ্বারা যাঁহার রস আস্বাদন করা যায় না, সত্ত্ব রজ, ও তমনামক গুণত্রয় যাঁহাকে প্রভাবিত করিতে পারে না, যিনি স্বয়ং নষ্ট হন না, যাঁহাকে অজ, নিত্য, সনাতন, নির্গুণ ও নিষ্কল বলিয়া বর্ণনা করা হয়, যিনি চতুর্বিংশতি তত্ত্বসমূহেরও পরে পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপে প্রখ্যাত, যাঁহাকে পুরুষ, নিষ্ক্রিয় ও জ্ঞানদৃশ্য নেত্রের দ্বারা বর্ণন করিবার যোগ্য বলিয়া বর্ণনা করা হয়, যাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণও জগতে মুক্ত হইয়া যান, তিনি হইলেন সনাতন পরমাত্মা বাসুদেব । ২১-২৫

নারদ ! সেই পরমাত্মার মাহাত্ম্য ও মহিমা অবলোকন কর । যিনি শুভাশুভ কর্মসমূহের দ্বারা কখনও লিপ্ত হন না । ২৬

সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণ কথিত হইয়াছে । ইহারা সম্পূর্ণ শরীরে অবস্থান করে এবং শরীরের সর্বত্র বিচরণ করে । ২৭

এই সকল গুণকে ক্ষেত্রজ্ঞ স্বয়ং ভোগ করেন, কিন্তু এই গুণসকলের দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা যুক্ত হন না ; কারণ, তিনি নির্গুণ গুণসমূহের ভোক্তা, গুণসকলের দ্রষ্টা ও গুণসমূহ হইতে উৎকৃষ্ট । ২৮

দেবর্ষে ! এই সম্পূর্ণ জগৎ যাঁহার উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই পৃথিবী জলে বিলীন হইয়া যায় । জল তেজে এবং তেজ বায়ুতে লয় হয় । ২৯

বায়ু আকাশে লয় হয়, আকাশ মনে বিলীন হয় । মন উৎকৃষ্ট ভূত (মহাভূত)। এই মন অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায় । ৩০

ব্রহ্মন্ ! অব্যক্ত নিষ্ক্রিয় পুরুষে লীন হয় । সেই সনাতন পুরুষ হইতে উৎকৃষ্ট কোন বস্তু নাই । ৩১

সংসারে সেই একমাত্র সনাতন পুরুষ বাসুদেব ব্যতীত কোনও চরাচর ভূতই নিত্য নহে । ৩২

তে সমেতা মহাত্মানঃ শরীরমিতি সংজ্ঞিতম্
তদা বিশন্তি যো ব্রহ্মন্নদৃশ্যো লঘুবিক্রমঃ ॥ ৩৪
উৎপন্ন এষ ভবতি শরীরং চেষ্টয়ন্ প্রভুঃ।
ন বিনা ধাতুসঙ্ঘাতং শরীরং ভবতি ক্বচিৎ ॥ ৩৫
ন চ জীবং বিনা ব্রহ্মন্ ধারয়ন্তেষ্টয়ন্ত্যুত
স জীবঃ পরিসংখ্যাতঃ সেষঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ ॥ ৩৬
তস্মাৎ সনৎকুমারত্বং যোগলব্ধং যেন কর্ষতি।
যস্মিংশ্চ সর্বভূতানি প্রলয়ং যান্তি সংক্ষয়ম্ ॥ ৩৭
স মনঃ সর্বভূতানাং প্রদ্যুম্নঃ পরিপঠ্যতে।
তস্মাৎ প্রদ্যুম্নতো যঃ কর্তা ভবতি কার্যতেষ চ ॥৩৮
তস্মাৎ সর্বং সম্ভবতি জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্।
সোঽনিরুদ্ধঃ স ঈশানো ধাতুঃ স সর্বগস্তু ॥ ৩৯
যো বাসুদেবো ভগবান্ ক্ষেত্রজ্ঞো নির্গুণাত্মকঃ।
জ্ঞেয়ঃ স এষ রাজেন্দ্র জীবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ ॥ ৪০

সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নো মনোভূতঃ স উচ্যতে।
প্রদ্যুম্নাদ্ যোঽনিরুদ্ধস্তু সোঽহঙ্কারঃ স ঈশ্বরঃ ॥ ৪১
মত্তঃ সর্বং সম্ভবতি জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্।
অক্ষরঞ্চ ক্ষরং চৈব সচ্চাসচ্চৈব নারদ ॥ ৪২
যাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মৃত্যুং ভুক্তাশু যে নর।
অহং হি পুরুষো জ্ঞেয়ো নিষ্ক্রিয়ঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৪৩
নির্গুণো নিষ্কলশ্চৈব নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ
এবং জ্ঞাত্বা ন বিক্ষেয়ঃ ক্ষেত্রমিতি বৃশ্যতে ॥ ৪৪
ইত্যুক্ত্বা মুহূর্তাদ্রাজেন্দ্রমৌশোঽহং ভগবো গুরুঃ।
যাত্রা তেষা ময়া সৃষ্টা তস্মাৎ পশ্যসি নারদ ॥ ৪৫
সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং ত্বা জ্ঞাতুমর্হসি
ময়ৈতৎ কথিতং সম্যক্ তব মুক্তিচতুষ্টয়ম্ ॥ ৪৬
অহং হি জীবসংজ্ঞাতো ময়ি জীবঃ সমাহিতঃ
নৈবং তে বুদ্ধিরত্রাভূদ্ দৃষ্টো জীবো ময়েতি বৈ ॥ ৪৭

মহাবল বাসুদেব সমস্ত ভূতগণের আত্মা। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত। ৩৩

এই সব মহাভূত একত্রে মিলিত হইলেই শরীর নাম ধারণ করে। ব্রহ্মন্! সেই সময় অলক্ষ্যভাবে যে শুভ্রবর্ণা ক্ষেত্রজ্ঞ উহার মধ্যে প্রবেশ করেন, তিনিই জীবাত্মা। ৩৪

এই সর্বসমর্থ জীবাত্মার শরীরে প্রবেশ করাতেই উৎপন্ন বলা হয়। ইনিই শরীরকে চেষ্টা শীল করেন; কারণ, ইনিই শরীর-সঞ্চালনে সমর্থ। কোথাও উক্ত পঞ্চমহাভূতের মিলিতসমূহ ব্যতীত কোনও শরীর হয় না ॥ ৩৫

ব্রহ্মন্! জীব ব্যতীত প্রাণবায়ু চেষ্টা করে না। এই জীবই শেষ বা ভগবান্ সঙ্কর্ষণ নামে বর্ণিত হন ॥ ৩৬

যে সেই সঙ্কর্ষণ অথবা জীবের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া নিজের তপস্যা (ধ্যান, পূজাদির) দ্বারা সনৎকুমারত্ব (জীবন্মুক্তি) লাভ করে, যাহার মধ্যে সমস্ত প্রাণী লয় হয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই সমস্ত ভূতগণের মনই 'প্রদ্যুম্ন' নামে উক্ত হয় ॥ ৩৭-৩৮

সেই প্রদ্যুম্ন হইতে যাহার উৎপত্তি হয়, সেই অবস্থাতই অহঙ্কার প্রভৃতির কর্তা, পরম্পরা সম্বন্ধে মহাভূতগণের কারণ এবং অবস্থাতের কার্য ॥ ৩৮

তাহা হইতেই সমস্ত চরাচর জগতের উৎপত্তি হয়। ইহাকেই 'অনিরুদ্ধ' এবং 'ঈশান' বলা হয়। এই অনিরুদ্ধই (কর্তৃত্বের অভিমান-রূপে) সম্পূর্ণ কর্তৃত্বযুক্ত ব্যক্ত হন ॥ ৩৯

রাজেন্দ্র! যে ভগবান্ বাসুদেব ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ ও নির্গুণরূপে জানিবার যোগ্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তিনিই প্রভাবশালী সঙ্কর্ষণরূপ জীবাত্মা। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, যাহা মনোময় বলিয়া উক্ত হয়। প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ আবির্ভূত হন, ইনিই অহঙ্কার বা ঈশ্বর ॥ ৪০-৪১

নারদ! আমা হইতেই সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমরূপ জগতের উৎপত্তি হয়। ক্ষর ও অক্ষর এবং সৎ ও অসৎ আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪২

এ সংসারে যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা আমার মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া মুক্ত হয়। আমিই পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপ নিষ্ক্রিয় পুরুষরূপে জানিবার যোগ্য ॥ ৪৩

আমি নির্গুণ, নিষ্কল, দ্বন্দ্বসমূহের অতীত এবং পরিগ্রহশূন্য। তুমি যেন এরূপ বুঝিও না যে, ইনি ভগবান্ সেইজন্য সৃষ্টিগোচর হইতেছেন; কারণ, আমি ইচ্ছা করিলেই তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া যাইতে পারি; যেহেতু, আমিই সমস্ত জগতের স্রষ্টা ও ঈশ্বর ॥৪৪-৪৫

নারদ! তুমি যে আমাকে দর্শন করিতেছ, এইরূপে আমি মায়া রচনা করিয়াছি। তুমি আমাকে সকল ভূতগণের গুণসমূহের দ্বারা যুক্ত বলিয়াও জানিও না ॥ ৪৬

আমি নিজের বাসুদেব, সঙ্কর্ষণাদি চারি স্বরূপের সম্যক্ বর্ণনা তোমার নিকট করিলাম। আমিই জীব নামে প্রসিদ্ধ, আমার মধ্যেই জীবের স্থিতি; কিন্তু তোমার মনে এরূপ বুদ্ধি যেন উদয় না হয় যে, আমি জীবকে দেখিয়াছি ॥ ৪৬-৪৭

অথবা সর্বত্রগো ব্রহ্মন্ ভূতগ্রামোত্তরাত্মকঃ ।
ভূতগ্রামশরীরেষু নষ্টেষ্বপি ন নশ্যাম্যহম্ ॥ ৪৮
সিদ্ধা হি তে মহাভাগা নরা হ্যেকান্তিনোঽভবন্ ।
তমোরজোভ্যাং নির্মুক্তাঃ প্রবেক্ষ্যন্তি চ মাং মুনে ॥ ৪৯
হিরণ্যগর্ভো লোকাদিশ্চতুর্বক্ত্রোঽনিরুক্তগঃ
ব্রহ্মা সনাতনো দেবো মম বহ্বর্থচিন্তকঃ ॥ ৫০
ললাটাচ্চৈব মে রুদ্রো দেবঃ ক্রোধাদ্ বিনিঃসৃতঃ ।
পঞ্চৈকাদশ মে রুদ্রান্ দক্ষিণং পার্শ্বমাশ্রিতান্ ॥ ৫১
দ্বাদশৈব তথাঽঽদিত্যান্ বামপার্শ্বে সমাশ্রিতান্ ।
অগ্রতশ্চৈব মে পুত্র বসূনষ্টৌ সুরোত্তমান্ ॥ ৫২
নাসত্যাং চৈব দস্রং চ ভিষজৌ পৃষ্ঠতঃ ।
সর্বান্ প্রজাপতীন্ পশ্য পশ্য সপ্ত মহর্ষীংস্তথা ॥ ৫৩
বেদান্ যজ্ঞাংশ্চ শতশঃ পশ্যামৃতমথৌষধীঃ ।
তপাংসি নিয়মাংশ্চৈব যমানপি পৃথগ্বিধান্ ॥ ৫৪
তথাঽঽত্মনমৈশ্বর্যাদেকস্থং পশ্য মূর্তিমৎ ।
শ্রিয়ং লক্ষ্মীং কীর্তিং চ পৃথিবীং চ কুরুস্তিনীম্ ॥ ৫৫
বেদানাং মাতরং পশ্য মৎস্থাং দেবীং সরস্বতীম্ ।
ধ্রুবং চ জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠং পশ্য নারদ খেচরম্ ॥ ৫৬
অম্ভোধরান্ সমুদ্রাংশ্চ সরাংসি সরিতস্তথা
ভূতিমন্তঃ পিতৃগণাংশ্চতুরঃ পশ্য সত্তম ॥ ৫৭
স্ত্রীংশ্চৈবান্ গুণান্ পশ্য মৎস্থান্ মূর্তিবিবর্জিতান্
দেবকার্যাদপি মুনে পিতৃকার্যং বিশিষ্যতে । ৫৮
দেবানাঞ্চ পিতৄণাঞ্চ পিতা হ্যেকোঽহমাদিতঃ
অহং হয়শিরা ভূত্বা সমুদ্রে পশ্চিমোত্তরে । ৫৯
পিবামি সুপ্তঃ হব্যং কব্যঞ্চ শ্রদ্ধয়ান্বিতম্
যদা সৃষ্টঃ পুরা ব্রহ্মা মাং যজ্ঞমযজৎ স্বয়ম্ ॥ ৬০
ততস্তস্মিন্ বরান্ প্রীতো দত্তবানস্মি পুষ্কলান্
মৎপুত্রত্বঞ্চ কল্পাদৌ লোকাধ্যক্ষত্বমেব চ ॥ ৬১

ব্রহ্মন্ ! আমি সর্বব্যাপী ও সমস্ত প্রাণিসমূহের অন্তরাত্মা। সম্পূর্ণ ভূতবর্গ ও শরীর নষ্ট হইয়া যাইলে পরও আমার নাশ হয় না ॥ ৪৮

মুনে ! এই সব মহাভাগ শ্বেতদ্বীপনিবাসীরা সিদ্ধ। ইঁহারা পূর্বে আমার অনন্য ভক্ত ছিল। ইঁহারা তমোগুণ ও রজোগুণ হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে ; সেইজন্য আমার মধ্যেই প্রবিষ্ট হইবে ॥ ৪৯

যিনি সম্পূর্ণ জগতের আদি, চতুর্মুখ, অনির্বচনীয়স্বরূপ, হিরণ্যগর্ভ ও সনাতন দেবতা, সেই ব্রহ্মা আমার বহুবিধ কার্যের চিন্তাকারী । ৫০

আমার ক্রোধবশতঃ আমারই ললাট হইতে রুদ্রদেবের আবির্ভাব হইয়াছে। দেখ, এই একাদশ রুদ্র আমারই দক্ষিণভাগে বিরাজমান আছে ॥ ৫১

এইরূপ আমারই বামভাগে দ্বাদশ আদিত্য বিরাজিত আছে। অগ্রভাগে সুরশ্রেষ্ঠ অষ্টবসু বিদ্যমান আছে। এই সকলকে তুমি প্রত্যক্ষ দর্শন কর ॥ ৫২

আমার পৃষ্ঠভাগেও দৃষ্টিপাত কর, যেখানে নাসত্য ও দস্র—এই দুই দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার অবস্থিত আছে। ইঁহা ব্যতীত আমার বিভিন্ন অঙ্গসমূহে সমস্ত প্রজাপতিগণ, সপ্তর্ষিগণ, সম্পূর্ণ বেদসমূহ, শত যজ্ঞ, ওষধিসকল ও অমৃত বিদ্যমান আছে দেখ। তপ ও নানাপ্রকারের যম-নিয়মও এখানে মূর্তিমান্ রহিয়াছে ॥ ৫৩-৫৪

এইরূপ ঐশ্বর্যও এখানে একই স্থানে সাকাররূপে বর্তমান আছে, ইঁহাদের দর্শন কর। শ্রী লক্ষ্মী, কীর্তি, সমস্তসকল সহ পৃথিবী এবং বেদমাতা সরস্বতীদেবীও আমার মধ্যে বিরাজমান আছে, তুমি ইঁহাদের সকলকেই দর্শন কর নারদ ! এই ব্রহ্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আকাশচারী ধ্রুবকেও দেখা যাইতেছে, তুমি ইহার দিকেও দৃষ্টিপাত কর। ৫৫-৫৬

সাধুশ্রেষ্ঠ ! মেঘ, সমুদ্র, সরোবর ও নদীসকলকেও তুমি আমার মধ্যে মূর্তিমান্ দর্শন কর। চারিপ্রকারের পিতৃগণও শরীরে বিদ্যমান আছে, ইঁহাদিগকেও অবলোকন কর। ৫৭

আমার শরীরে অবস্থিত মূর্তিরহিত এই তিন গুণকেও মূর্তিমান্ হইয়া থাকিতে দেখ। মুনে ! দেবকার্য হইতেও পিতৃকার্য শ্রেষ্ঠ। ৫৮

একমাত্র আমিই দেবগণের এবং পিতৃগণের পিতা। আমিই হয়গ্রীবরূপ ধারণ করত সমুদ্রে পশ্চিমোত্তর দিকে অবস্থান করি এবং বিধি অনুসারে হুত হব্য ও শ্রদ্ধাসহকারে সমর্পিত কব্যও পান করি। ৫৯½

পূর্বকালে আমার দ্বারা সৃষ্ট ব্রহ্মা যখন যজ্ঞপুরুষ আমার পূজা করিয়াছিল। ইহাতে প্রসন্ন হইয়া আমি তাহাকে উত্তম বর প্রদান করি। ৬০½

(সেই বর দান হইল এইরূপ :-) "ব্রহ্মন্ ! তুমি প্রত্যেক কল্পে আমিতে আমার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইবে এবং লোকাধ্যক্ষত্বও

অহঙ্কারকৃতং চৈব নাম পর্য্যায়বাচকম্
যয়া কৃতাঞ্চ মর্য্যাদাং নাতিক্রংস্যন্তি কর্হিচন ॥৬১
যং চৈব বরদো ব্রহ্মন্ বরেণ্যো নাং ভবিষ্যসি
সুরাসুরগণানাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ তপোধন ॥ ৬৩
পিতৃণাঞ্চ মহাভাগ সততং সংস্থিতস্তব
বিবিধানাঞ্চ ভূতানাং ত্বমুপাস্যো ভবিষ্যসি ॥ ৬৪
প্রাদুর্ভাবগতশ্চাহং সুরকার্য্যেষু নিত্যদা
অনুশাস্যস্ত্বয়া ব্রহ্মন্ নিয়োজ্যশ্চ মুহুর্মুহু যথা ॥ ৬৫
এতাংস্তাংশ্চ চরাচরান্ ব্রাহ্মং হৃদি নিবেশ্যতেজসে
অহং দত্ত্বা বরান্ প্রীতো নিবৃত্তিপরমোভবম্ ॥ ৬৬
নির্বাণঃ সর্ববধর্মাণাং নিবৃত্তিঃ পরমা স্মৃতা
তস্মান্নিবৃত্তিমাপন্নশ্চরেং সর্বাজনিবৃতঃ ॥ ৬৭
বিদ্যাসহায়বন্তঞ্চ আহিন্ত্যান্তঃ সমাহিতম্
কাপিলঃ প্রাহয়াচার্য্যাঃ সাংখ্যনিশ্চিতনিশ্চয়াঃ ॥৬৮

হিরণ্যগর্ভো ভগবানেষ স্কন্দসি সুষ্টুতঃ
সোঽহং যোগরতিস্ত্বঞ্চ যোগশাস্ত্রেষু শব্দিতঃ ॥ ৬৯
এষোঽহং ব্যক্তিমাপন্নো তিষ্ঠামি দিবি শাশ্বতঃ
ততো যুগসহস্রান্তে সংহরিষ্যে জগৎ পুনঃ ॥ ৭০
কৃত্বাত্মস্থানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ
একাকী বিভয়া সার্দ্ধং বিহরিষ্যে জগৎ পুনঃ ॥ ৭১
ততো ভূয়ো জগৎ সর্বং করিষ্যামীহ বিদ্যয়া
অস্মিন্ মূর্তিশ্চতুর্থী যা সাস্বতক্ষেত্রমধ্যগম্ ॥ ৭২
স চ সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্তঃ প্রদ্যুম্নঃ সোঽপ্যনিরুদ্ধজনঃ
প্রদ্যুম্নাদ্বানিরুদ্ধোঽহং সর্গো মম পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৩
অনিরুদ্ধাৎ তথা ব্রহ্মা তত্রাম্বিকমলোদ্ভবঃ
ব্রহ্মণঃ সর্বভূতানি চরাণি স্থাবরাণি চ ॥ ৭৪
এতাঃ সৃষ্টিঃ বিজানীহি কল্পাদিষু পুনঃ পুনঃ
যথা সূর্য্যস্য গগনাদুদয়াস্তমনে ইহ ॥৭৫

পদ লাভ করিবে। তোমার ব্যাখ্যাকারী নাম হইবে অবতার-কর্ত্তা। তোমার দ্বারা বিহিত মর্য্যাদা কেহই লঙ্ঘন করিবে না ॥ ৬০-৬২

ব্রহ্মন্! তুমি বরপ্রাপ্তি সাধকগণকে বরদান করিতে সমর্থ হইবে। কঠোর ব্রতপালনকারী মহাভাগ তপোধন তুমি দেবতা, অসুর, ঋষি, পিতৃগণ ও নানাপ্রকার প্রাণিবর্গের সর্ব্বদা উপাস্য হইবে ॥ ৬৩-৬৪

ব্রহ্মন্! আমি যখন দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্য অবতার গ্রহণ করিব, সেই সময় তুমি আমাকে সর্ব্বদা শাসন করিবে এবং পুত্রের ন্যায় প্রত্যেক কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিবে" ॥৬৫

নারদ! অমিততেজস্বী ব্রহ্মাকে এই সব এবং আরও বহু বরদান করত আমি প্রসন্নচিত্তে নিবৃত্তিপরায়ণ হইয়া যাইলাম ॥ ৬৬

সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে উপরত হওয়ার পরম নিবৃত্তি বলিয়া কথিত হয়; অতএব যে ব্যক্তি নিবৃত্তি লাভ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই সর্ব্বজনশ্রেষ্ঠ হইয়া বিচরণ করে ॥ ৬৭

সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্তবিষয়ে নিশ্চয়কারী আচার্য্যগণ আমাকেই বিদ্যার সহায়যুক্ত, সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত এবং সমাধিস্থচিত্ত কপিল বলিয়া বর্ণনা করেন ॥ ৬৮

যেহে যাঁহার স্তুতি করা হইয়াছে, সেই ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ আমারই স্বরূপ। ব্রহ্মন্! যোগীরা যাঁহাকে স্মরণ করে, সেই যোগশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরও আমিই ॥ ৬৯

এই সময় সনাতন পরমাত্মা আমিই ব্যক্তরূপ ধারণ করত আকাশে অবস্থিত আছি। তারপর এক সহস্র চতুর্যুগ অতিক্রান্ত হইলে আমিই এই জগৎকে সংহার করিব ॥ ৭০

সেই সময় সমস্ত চরাচর প্রাণিবর্গকে নিজের মধ্যে লীন করত আমি একাকীই নিজের বিদ্যা শক্তির দ্বারা পুনঃ সংসারে বিহার করিব ॥ ৭১

তারপরে সৃষ্টির সময় আসিলে পর সেই বিদ্যাশক্তিরই দ্বারা সংসারের সমস্ত চরাচর প্রাণিবর্গকে সৃষ্টি করিব। আমার যে চারি মূর্ত্তি (অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ (শেষ) ও বাসুদেব) উহাদের মধ্যে চতুর্থ বাসুদেব-মূর্ত্তি; এই মূর্ত্তিই অবিনাশী ক্ষেত্র মূর্ত্তিকে উৎপন্ন করে ॥ ৭২

এই ক্ষেত্রকেই সঙ্কর্ষণ বলা হয়। সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নকে উৎপন্ন করে এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের আবির্ভাব হয়। এ সব আমিই। বারংবার উৎপন্ন এই সৃষ্টি বিস্তার আমারই ॥ ৭৩

আমার অনিরুদ্ধ মূর্ত্তি হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন, যাঁহার আবির্ভাব আমার নাভিকমল হইতে হইয়াছে। এখা হইতেই সমস্ত চরাচর ভূত উদ্ভূত হয় ॥৭৪

ইহা তুমি জানিও যে, কল্পের আদিতে বারংবার এই সৃষ্টিকে আমি সৃষ্টি করি (এবং অন্তে ইহাকে সংহার করি)। যেরূপ আকাশে সূর্য্যের উদয় হয় এবং আকাশেই অস্ত যায়, এই উদয়-অস্তের ক্রম চলিতেই থাকে (সেইরূপ আমা হইতেই

নষ্টে পুনর্বলাৎ কালে আনয়ন্ত্যধিতস্থুষ্টিঃ
তথা বলাদহং পৃথ্বীং সর্বভূতহিতায় বৈ ॥৭৬

(ভীষ্ম উবাচ

নারদস্ত্বথ পপ্রচ্ছ ভগবন্তং জনার্দনম্
কেষু কেষু চ ভাবেষু ত্বং দ্রষ্টব্যো মহাপ্রভো ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

শৃণু নারদ তত্ত্বেন প্রাদুর্ভাবান্ মহামুনে
মৎস্যঃ কূর্মো বরাহশ্চ নরসিংহশ্চ বামনঃ ॥
রামো রামশ্চ রামশ্চ কৃষ্ণঃ কল্কী চ তে দশ
পূর্বং সৌম্যো ভবিষ্যামি স্থাপয়িষ্যামহং প্রজাঃ ।
লোকান্ বেদান্ বরিষ্যামি মজ্জমানান্ মহার্ণবে
দ্বিতীয়ং কূর্মরূপং মে হেমকূটনিভং শৃণু
মন্দরং ধারয়িষ্যামি অমৃতার্থে দ্বিজোত্তম
মথ্যমানে মহার্ণবে ঘোরে তারাক্রান্তামিমাং পুনঃ ॥

জগতের উৎপত্তি হয় এবং আমাতেই জগতের লয় হয় এই সৃষ্টি ও লয়ের ক্রম আদিকাল হইতেই চলিতেছে) ॥ ৭৫

যেরূপ অধিতত্তেজস্বী কাল মূর্খ অসুর হইতে পর পুনরায় বলপূর্বক উহাকে মৃত্তিপথে লইয়া যায়, সেইরূপ আমিও সমস্ত প্রাণিগণের হিতের জন্য এই পৃথিবীকে সমুদ্রের জল হইতে বলপূর্বক উপরে উঠাইয়া আনি । ৭৬

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! তদনন্তর নারদ ভগবান্ জনার্দনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাপ্রভো ! কোন্ কোন্ স্বরূপে আপনাকে দর্শন (ও স্মরণ) করা উচিত ?

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—মহামুনি নারদ ! তুমি আমার অবতারগণের নাম শ্রবণ কর মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও কল্কি—এই দশ অবতার ।

প্রথমে আমি মৎস্যরূপে আবির্ভূত হই এবং সমস্ত প্রজাগণকে নির্ভয় অবস্থায় স্থাপিত করি । মহাসাগরে নিমজ্জিত লোক ও বেদসমূহও আমি রক্ষা করি ।

বৎস ! আমার দ্বিতীয় অবতার হইল কূর্ম । সেই সময় আমি হেমকূট পর্বতের ন্যায় কচ্ছপ রূপ ধারণ করি । দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! যখন দেবতারা অমৃতের জন্য ক্ষীরসাগরকে মন্থন করে, তখন আমি নিজের পৃষ্ঠে কূর্মরূপে মন্দরাচলকে ধারণ করি ।)

যাহার সর্বাঙ্গ প্রাণিগণে পরিপূর্ণ এবং যে সমুদ্রের দ্বারা সর্বৈরাক্রান্তসর্বাঙ্গাং নষ্টাং সাগরমেখলাম্
আনয়িষ্যামি স্বস্থানং বরাহং রূপমাস্থিতঃ । ৭৭
হিরণ্যাক্ষং বধিষ্যামি দৈত্যেন্দ্রং বলগর্বিতম্
নারসিংহং বপুঃ কৃত্বা হিরণ্যকশিপুং পুনঃ । ৭৮
সুরকার্যে হনিষ্যামি বজ্রস্থং দিতিনন্দনম্
বিরোচনস্য বলবান্ বলিঃ পুত্রো মহাসুরঃ । ৭৯
অবধ্যঃ সর্বলোকানাং সদেবাসুররক্ষসাম্ ।
ভবিষ্যতি স শক্রং বা স্বরাজ্যাচ্চ্যাবয়িষ্যতি । ৮০
ত্রৈলোক্যেঽপহৃতে তেন বিমুখে চ শচীপতৌ ।
অদিত্যাং দ্বাদশাদিত্যঃ সম্ভবিষ্যামি কশ্যপাৎ । ৮১
(ভূত্বা গত্বা সভাং সদ্যঃ স্তূয়মানো দ্বিজোত্তম
যজ্ঞস্তবং করিষ্যামি শ্রুত্বা প্রীতো ভবেদ্ বলিঃ ।
কিমিচ্ছসি বটো ব্রূহীত্যুক্তো যাচে মহদ্ বরম্ ।
দীয়তাং ত্রিপদীমাত্রমিতি যাচে মহাসুরম্ ।

চারিদিকে পরিবেষ্টিত, সেই এই পৃথিবী যখন ভারবশতঃ ঘোর মহাসাগরে নিমজ্জিত হইয়া যায়, সেই সময় আমি বরাহরূপ ধারণ করত উহাকে পুনরায় স্বস্থানে লইয়া আসি । সেই সময় বলগর্বে গর্বিত হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্যেন্দ্রের বধ করিব । ৭৭-৭৮

তদনন্তর দেবতাগণের কার্যসিদ্ধির জন্য নরসিংহরূপ ধারণ করত বজ্রনাশক দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপুকেও আমি সংহার করিব । ৭৮-৭৯

বিরোচনের এক বলবান্ পুত্র, যে মহাসুর বলি নামে বিখ্যাত হইবে তাহাকে দেবতা, অসুর ও রাক্ষসগণের সহিত সমস্ত লোক-সকলও বধ করিতে সমর্থ হইবে না । সে ইন্দ্রকেও স্বর্গরাজ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দিবে । ৭৯-৮০

যখন বলি ত্রিলোকের রাজ্য অপহরণ করিবে এবং শচীপতি ইন্দ্র রণে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিবে, সেই সময় আমি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভ হইতে দ্বাদশ আদিত্য বামন রূপে আবির্ভূত হইব । ৮১

(দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! সেই সময় সকল লোক আমার স্তুতি করিবে এবং জটাধারী ব্রহ্মচারী রূপে আমি বলির যজ্ঞসভায় যাইয়া তাহার যজ্ঞের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিব, যাহা শুনিয়া বলি প্রীত হইবে ।

যখন সে বলিবে যে, 'ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ! বলুন, আপনি কি ইচ্ছা করেন ? তখন আমি তাহার নিকট হইতে এক মহৎ বর

৬১৯৬ আর্যাশাস্ত্র [পাঞ্চিসপ

স মন্ত্রাণাং সমস্তানাং প্রতিষিদ্ধশ্চ যন্ত্রিভিঃ
যাবজ্জলং হস্তলগ্নং ত্রিভিরিক্ষবশৈর্ধৃতম্ । ।
ততো রাজ্যং প্রদাস্যামি শক্রায়ামিততেজসে
দেবতাঃ স্থাপয়িষ্যামি স্বকস্থানেষু নারদ । ৮১
বলিং চৈব করিষ্যামি পাতালতলবাসিনম্ ।
দানবঞ্চ বলিং শ্রেষ্ঠমবধ্যং সর্বদৈবতৈঃ । ৮৩
ত্রেতাযুগে ভবিষ্যামি রাজা কৃতযুগোদয়ঃ
কন্যাং চোৎসাদয়িষ্যামি সমুদ্ধরণবাহনম্ । ৮৪
সপ্তাংশে সমনুপ্রাপ্তে ত্রেতায়া দ্বাপরস্য চ
অহং দাশরথী রাজা ভবিষ্যামি জগৎপতিঃ । ৮৫
ত্রিস্তোপঘাতাদ্ বৈরূপ্যাদেকতোঽথ দ্বিতস্তথা
প্রাপ্যোত্তে মানবত্বং হি প্রজাপতিসুতাবৃষী । ৮৬
তয়োর্মে হৃদয়ে জাতা ভবিষ্যন্তি বনৌকসঃ ।
মহাবলা মহাবীর্যাঃ শক্রতুল্যপরাক্রমাঃ ।৮৭

তে সহায়া ভবিষ্যন্তি মমকার্যেষু নিত্য দ্বিজ
ততো রক্ষঃপতিং ঘোরং পুলস্ত্যকুলপাংসনম্ । ৮৮
হনিষ্যে রাবণং রৌদ্রং সগণং লোককণ্টকম্
দ্বাপরস্য কলেশ্চৈব সন্ধৌ পার্শ্বাবসানিকে ।৮৯
প্রাদুর্ভাবঃ কংসহেতোঃ খুরায়াঃ ভবিষ্যতি
(কংসঃ কেশিঃ তথা কালনরিষ্টশ্চ মহাসুরম্
চাণূরঞ্চ মহাবীর্যং মুষ্টিকঞ্চ মহাবলম্ ।
প্রলম্বং ধেনুকং চৈব অরিষ্টং মুরমর্দিনম্
কালীয়ঞ্চ বলে হত্বা যমুনায়া মহাহ্রদে ।
গোকুলে তু ততঃ পশ্চাদ্ গবার্থে তু মহাগিরিম্
সপ্তরাত্রং ধরিষ্যামি বর্ষমাণে তু বাসবে ।
অপক্রান্তে ততো বর্ষে গিরিমুর্ধ্বমবস্থিতঃ ।
ইন্দ্রেণ সহ সংবাদং করিষ্যামি তদা দ্বিজ ।)
ততোঽহং দানবান্ হত্বা সুরদ্বিষ দেবকণ্টকান । ৯০

প্রার্থনা করিব আমি সেই মহাসুরকে তখন বলিব যে, 'আমাকে তিন পদ পরিমিত ভূমি মাত্র দান কর'

তখন সে যজ্ঞিপশু নিষেধ করিলেও আমার উপর প্রসন্নমনস্ক: আমাকে সেই বর দান করিবে সেই সঙ্কল্পের জল আমার হস্তে আসিবে, তৎক্ষণাৎ আমি তিন পদের দ্বারা ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত করিয়া আবৃত করিয়া ফেলিব ।)

তারপর সেই ত্রিলোকের রাজা অমিততেজস্বী ইন্দ্রকে প্রদান করিব। নারদ ! এইভাবে আমি সমস্ত দেবতাগণকে নিজ নিজ স্থানে পুনরায় স্থাপিত করিয়া দিব । ৮২

আর সেই সঙ্গে সমস্ত দেবতাদিগের পক্ষে অবধ্য শ্রেষ্ঠ দানব বলিকেও পাতালবাসী করিব ।৮৩

তারপর ত্রেতাযুগ আসিলে পর কৃতযুগসদৃশ পরমরাজরূপে আবির্ভূত হইব এবং সেনা ও বাহনসকলের দ্বারা সমুদ্ধ ক্ষত্রিয়দিগকে সর্বতোভাবে উৎপাদিত করিব । ৮৪

তদনন্তর যখন ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইবে, সেই সময় আমি জগৎপতি দশরথনন্দন রামরূপে অবতার গ্রহণ করিব । ৮৫

ত্রিত নামক মুনির সহিত বিবাদসম্ভাবকতা করায় একত ও দ্বিত—এই দুই প্রজাপতিপুত্র ঋষি বিকল মানব-যোনি প্রাপ্ত হইবে । ৮৬

এই উভয়ের বংশে যে সব বনবাসী বানর জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা সকলেই মহাবল, মহাপরাক্রমশালী ও ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে । ৮৭

ব্রহ্মন্ ! তাহারা দেবকার্যের নিমিত্ত আমার সহায়তা করিবে। তদনন্তর আমি সমস্ত লোকের পক্ষে কণ্টকস্বরূপ পুলস্ত্যকুলাঙ্গার সহিত রাক্ষসরাজ রাবণকে সৈন্যের সহিত বিনাশ করিব । ৮৮½

তারপর দ্বাপর ও কলির সন্ধিকাল অতিবাহিত হইবার সময় কংসকে বধ করিবার জন্য মথুরায় আমি অবতীর্ণ হইব । ৮৯½

(সেই সময়, কংস কেশী, কালনেমি, দুরাত্মা অরিষ্টাসুর, মহাপরাক্রমী চাণূর, মহাবল মুষ্টিক, প্রলম্ব, ধেনুকাসুর ও মুরদলনকারী অরিষ্টকে বিনাশ করিয়া যমুনার বিশাল হ্রদে বিষ কালিয় নাগকে বশীকৃত করিয়া গোকুলে ইন্দ্রের বর্ষণের সময় গো-সকলকে রক্ষা করিবার জন্য বিশাল পর্বত গোবর্ধনকে সপ্ত দিবারাত্র নিজ হস্তে ছত্রের ন্যায় ধারণ করিয়া রাখিব । ব্রহ্মন্ ! বর্ষা যখন বন্ধ হইয়া যাইবে, তখন আমি পর্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রের সহিত আলাপ আলোচনা করিব ।)

সেখানে আমি মহাদম্ভ দেবদ্রুহ দানবগণকে বধ করিয়া কুশস্থলী নগরীকে দ্বারকাপুরী নামে প্রচলিত করিব এবং উহাতেই বাস করিব । ৯০½

কুশস্থলীং করিষ্যামি নিবেশং দ্বারকাং পুরীম্ ।
বলানন্তত্র বৈ পুর্যামদিতেরিন্দ্রতস্করম্ ॥ ৯১

হনিষ্যে নরকং ভৌমং মুরং পীঠঞ্চ দানবম্ ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরং রম্যং নানাবনসমন্বিতম্ ॥ ৯২

কুশস্থলীং নয়িষ্যামি কৃত্বা বৈ দানবোত্তমম্ ।
(কৃষ্ণলাসং বৃগং চৈব যোচয়িত্বো হ বৈ পুনঃ ॥
তত্র গৌত্রনিমিত্তেন গত্বা বৈ শোণিতং পুরম্ ।
বাণস্য চ পুরং গত্বা করিষ্যে তদনং মহৎ ॥)
মহেশ্বরমহাসেনৌ বাণপ্রিয়হিতৈষিণৌ ॥ ৯৩

পরাজেষ্যাম্যহং যুদ্ধে দেবৌ লোকনমস্কৃতৌ ।
ততঃ সুতং বলেজিত্বা বাণং বাহুসহস্রিণম্ ॥ ৯৪

বিনাশয়িষ্যামি ততঃ সর্বান্ গৌত্তনিবাসিনঃ
যঃ কালযবনখ্যাতো গর্গতেজোঽভিদংবৃতঃ ॥ ৯৫

ভবিষ্যতি বলস্তস্য মত্ত এব দ্বিজোত্তম ।
জরাসন্ধস্য বলবান্ সর্বরাজবিরোধনঃ ॥ ৯৬

ভবিষ্যত্যসুতঃ স্ফীতো ভূমিপালো গিরিব্রজে
মম বুদ্ধিপরিস্পন্দাৎ বলবন্তো ভবিষ্যতি ॥ ৯৭

শিশুপালং বধিষ্যামি যজ্ঞে ধর্মসুতস্য বৈ
সমাগতেষু বলিষু পৃথিব্যাং সর্বরাজসু ॥ ৯৮

বাসবিঃ সুমহাংস্তৌ বৈ মম দ্বেষ্যো ভবিষ্যতি
সুনিষ্টিতা স্থাপয়িত্বা স্বরাজ্যে ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ৯৯

এবং লোকা বদিষ্যন্তি নর-নারায়ণাবৃষী
ঔদমুক্ষ্যৌ মহন্তঃ তত্রঃ লোককার্যার্থমীশ্বরৌ ॥১০০

কৃত্বা ভারাবতরণং বসুধায়া যদোদ্ভিতম্ ।
সর্বসাধ্যমুখ্যানাং দ্বারকাস্থান্ত সত্তম ॥ ১০১

কর্মাণাপরিমেয়ানি চতুর্মূর্তিধরো হরিঃ
কৃত্বা লোকান্ গমিষ্যামি স্বানহং ব্রহ্মসংকৃতান্ ॥১০২

কলিযো প্রলয়ং ঘোরমাত্মজাতিবিনাশনম্ ।
কর্মাণাপরিমেয়ানি চতুর্মূর্তিধরো হরিঃ ॥ ১০৩

কৃত্বা লোকান্ গমিষ্যামি স্বানহং ব্রহ্মসংকৃতান্
রামঃ কূর্মশ্চ মৎস্যশ্চ প্রাদুর্ভাবা দ্বিজোত্তম ॥ ১০৪

এখানে অবস্থান করত দেবমাতা অদিতির অভিপ্রায়কারী কৃষিপুত্র নরকাসুর মুর ও পীঠনামক দানবদিগকে সংহার করিব এবং নানাবিধ বন-বাগে সম্পন্ন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামে যে রমণীয় নগর আছে, সেখানে দানবরাজ নরককে বধ করিয়া তাহার সমস্ত বৈভব কুশস্থলীতে লইয়া যাইব ॥ ৯১-৯২½

(এই সময় শিবসিট-কুলে উৎপন্ন রাজা বৃগকেও আমি উদ্ধার করিব । এই অবতারেই নিজের গৌত্র অনিরুদ্ধের জন্য বাণাসুরের রাজধানী শোণিতপুরে গমন করত সেখানের অসুরসৈন্যদিগের প্রচণ্ড উৎপীড়ন করিব ।)

বাণদৈত্যের প্রিয় ও হিতাকাঙ্ক্ষী দেবতা ভগবান্ শঙ্কর ও কার্তিকেয় যখন আমার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যোগী হইবেন, তখন আমি ইঁহাদের দুইজনকে যুদ্ধে পরাজিত করিব ॥ ৯৩½

তদনন্তর সহস্র বাহুসম্বলিত বলিপুত্র বাণাসুরকে পরাজিত করিয়া বাণের গৌত্তনিবাসে অবস্থিত সমস্ত যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিব ॥ ৯৪½

দ্বিজোত্তম ! গর্গাচার্যের তেজ হইতে উৎপন্ন হইয়া শক্তিশালী যে অসুর কাল যবন নামে বিখ্যাত হইবে, আমারই দ্বারা তাহারও যথাকার্য সম্পন্ন হইবে ॥ ৯৫½

বিপ্রবরে জরাসন্ধ নামে এক অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ও বলবান্ অসুর রাজা হইবে । এই অসুর সেই সময় সমস্ত রাজাদের সহিত বৈরাচরণ করিতে করিতে অবস্থান করিবে আমারই বুদ্ধির প্রভাবে ইহারও বধ সম্ভব হইবে ॥ ৯৬-৯৭

বৃষ্ণিপুত্র যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে পৃথিবীর সমস্ত বলবান্ রাজারা উপস্থিত হইবে আমি তাহাদের সকলেরই মধ্যে শিশুপালকে বধ করিব ॥ ৯৮

একমাত্র ইন্দ্রপুত্র অর্জুন সেই সময় আমার সখা ও একান্ত সহায়ক হইবে আমি রাজা যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার ভ্রাতৃগণের সহিত পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিব ॥ ৯৯

সেই সময় সকল লোকেই এই কথা বলিতে থাকিবে যে, এই ঈশ্বর নর ও নারায়ণ নামক দুই ঋষিই একসঙ্গে উদ্ভূত হইয়া লোকহিতের জন্য ক্ষত্রিয়জাতির সংহার করিয়াছেন ॥ ১০০

সাধুশ্রেষ্ঠ ! পৃথিবীদেবীর ইচ্ছানুসারে তাঁহার ভার লাঘব করিয়া দ্বারকার সমস্ত যাদবপ্রধানগণের রক্ষণসাধন করত নিজের জাতির বিনাশের জন্য তৎপর কর্ম করিব ॥ ১০১½

শ্রীকৃষ্ণ, বলভদ্র, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চার অমোঘবীর্যশালী আমি অন্যান্য কর্ম করিয়া ব্রহ্মাকর্তৃক সম্মানিত নিজের ধামে গমন করিব ॥ ১০২½

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! রাম, কূর্ম, মৎস্য, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রঘুবংশজাত শ্রীকৃষ্ণ ও কল্কি—এগুলিই আমার অবতার ॥ ১০৩-১০৪

বরাহো নারসিংহশ্চ বামনো রাম এব চ
রামো দাশরথিশ্চৈব সাত্বতঃ কপিরেব চ ॥ ১০৪
যদা বেদক্রতিনষ্টা যদা প্রত্যাহৃতা পুনঃ
সংবেদাঃ সংস্তুতিকাস্তে কৃতাঃ পূর্বং কৃতে যুগে ॥ ১০৫
অতিক্রান্তাঃ পুরাণেষু স্তুতান্তে যদি বা ক্বচিৎ
অতিক্রান্তাস্তু যদবঃ প্রাদুর্ভাবা মনোস্তুমাঃ ॥ ১০৬
লোককার্যাণি কৃত্বা চ পুনঃ স্বাং প্রকৃতিং গতাঃ
ন বেদৈঃ ব্রহ্মণা প্রাপ্তুমীদৃশং মম দর্শনম্ ॥ ১০৭
যৎ দৃষ্ট্বা প্রাপ্তমস্মাভিরেকান্তগতবুদ্ধিভিঃ
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং ব্রহ্মন্ ভক্তিমতো মম ॥ ১০৮
পুরাণেষু ভবিষ্যেষু সহস্রেষু শতেষু চ

ভীষ্ম উবাচ

এবং স ভগবান্ দেবো বিষ্ণুমূর্তিরধোক্ষজঃ
এতাবদুক্ত্বা বচনং তত্রৈবান্তর্দধে পুনঃ
নারদোঽপি মহাতেজাঃ প্রাপ্তানুগ্রহমীপ্সিতম্ ॥ ১১০
নর-নারায়ণৌ দ্রষ্টুং যযৌ যত্রাশ্রমো মহান্ ।

যখন যখন বেদশ্রুতি লুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন তখনই অবতার গ্রহণ করত আমি পুনরায় তাহাদিগকে প্রকাশিত করিব। আমিই পূর্বে সত্যযুগে বেদসমূহ শ্রুতিসমূহকে প্রকাশ করিয়াছিলাম ॥ ১০৪

আমার যে সমস্ত অবতার আজ পর্যন্ত অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকেই তুমি সম্ভবতঃ পুরাণে শুনিয়া থাকিবে। আমার আরও উত্তরোত্তর বহু অবতার হইয়াছে ॥ ১০৬

এই সব অবতার লোকহিতকর কার্যসম্পন্ন করিয়া পুনরায় নিজের মূলস্বরূপে স্থিতি হইয়াছে। আমার প্রতি তোমার অনন্য ভক্তি থাকায় আজ তুমি এখানে আমার যে অতুলন দর্শন করিলে, আমার এই স্বরূপের দর্শন আজ পর্যন্ত ব্রহ্মাও লাভ করিতে পারে নাই ॥ ১০৭½

ব্রহ্মন্! সাধুপ্রবর তুমি আমার প্রতি ভক্তিমান্, সেইজন্য আমি তোমার নিকট ভূত ও ভবিষ্যতের সমস্ত অবতারগণের রহস্যময় বর্ণনা করিলাম ॥ ১০৮½

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! বিশ্বরূপধারী অবিনাশী ভগবান্ নারায়ণদেব এই কথা বলিয়া সেখানে পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন ॥ ১০৯½

তখন মহাতেজস্বী নারদও ভগবানের মনোবাঞ্ছিত অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া নর-নারায়ণকে দর্শন করিবার জন্য মহান্ আশ্রমের দিকে গমন করিলেন ॥ ১১০½

ইদং মতোপনিষদং চতুর্বেদসমন্বিতম্ ॥ ১১১
সাংখ্যযোগকৃতং তেন পঞ্চরাত্রানুশব্দিতম্
নারায়ণমুখোদ্গীতং নারদাচ্ছ্রুতবাংস্তু পুনঃ ॥ ১১২
ব্রাহ্মণঃ সমনে তাত যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্

যুধিষ্ঠির উবাচ

এতদাশ্চর্যমাকৃত্বা হি মাহাত্ম্যং তস্য ধীমতঃ ॥ ১১৩
কিং বৈ কৃত্বা ন জানীতে যদ্ধ তত্রাহ নারদাৎ
নিঃসংশয়োঽপি ভগবান্ সংশয়াৎ দেবকীসুতঃ ॥ ১১৪
কথং স ন বিজানীয়াৎ প্রভাবমতিতৌজসঃ

ভীষ্ম উবাচ

সহস্রকৃত্বঃ সাহস্রাণি সহস্রকৃত্বস্তানি চ ॥ ১১৫
সমতীতানি রাজেন্দ্র সর্গাশ্চ প্রলয়াস্ত চ
সর্গস্যাদৌ পুরা ব্রহ্মা প্রজাসর্গকরঃ প্রভুঃ ॥ ১১৬
জানাতি দেবপ্রবরং ভূয়শ্চাতোঽধিকং নৃপঃ
পরমাত্মানমীশানমাত্মনঃ প্রভবং তথা ॥ ১১৭

এই মতোপনিষদ্ (জ্ঞান) চার বেদের বিজ্ঞানসম্পন্ন। ইহার মধ্যে সাংখ্য ও যোগের সিদ্ধান্ত রহিয়াছে। ইহার পাঞ্চরাত্র আগম নামে প্রসিদ্ধি আছে। সাক্ষাৎ নারায়ণের মুখ হইতে ইহা শ্রুত হইয়াছে। তাত! এই বিষয় নারদ শ্বেতদ্বীপে যেরূপ দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন সেইরূপ ব্রহ্মার সদনে গমন করাইয়া ছিলেন ॥ ১১১-১১২½

যুধিষ্ঠির বলিলেন,— বুদ্ধিমান্ নারায়ণের মাহাত্ম্য ও' অতিশয় আশ্চর্যময়। ব্রহ্মা কি ইহা জানিতেন না কিংবা নারদের মুখ হইতেই তিনি প্রথম শ্রবণ করিয়াছিলেন ॥ ১১৩½

ভগবান্ ব্রহ্মা ত' এই নারায়ণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। তবে কেন তিনি সেই মহাতেজস্বী নারায়ণের প্রভাব জানিতেন না ? ১১৪½

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আজ পর্যন্ত সত শত ও সহস্র সহস্র মহাকল্প অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কত যে সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং প্রলয়ও হইয়াছে সৃষ্টির আরম্ভে ব্রহ্মাই প্রজাবর্গের সৃষ্টিকর্তা নামে কথিত হন ॥ ১১৫-১১৬

নৃপ! তিনি নিজের উৎপত্তির কারণভূত দেবপ্রবর নারায়ণকে ইহা হইতেও অধিকরূপে জানেন। তিনি ইহাকে সর্বেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়াই জানেন ॥ ১১৭

যে ত্বন্তে ব্রহ্মসদনে সিদ্ধসঙ্ঘাঃ সমাগতাঃ।
তেভ্যশ্চাখ্যাময়ামাস পুরাণং বেদসম্মিতম্ ॥ ১১৮
তেষাং সকাশাৎ সূর্য্যস্য শ্রুত্বা চৈব তাবিতাত্মনাম্।
আত্মানুগমিনাং রাজন্ শ্রাবয়ামাস বৈ ততঃ ॥ ১১৯
ষট্ ষষ্টিহিসহস্রাণি ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
সূর্য্যস্য তপতো লোকান্ নিমিত্তা যে পুরঃসরাঃ ॥১২০
তেষামকথয়ৎ সূর্য্যঃ সর্বেষাং ভাবিতাত্মনাম্।
সূর্য্যানুসারিভিস্তাত ঋষিভিস্তৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ১২১
যেয়ো সমাগতা দেবাঃ শ্রাবিতাস্তেঽদমুত্তমম্।
দেবানাং তু সকাশাদ্ বৈ ততঃ শ্রুত্বাসিতো দ্বিজঃ ॥ ১২২
শ্রাবয়ামাস রাজেন্দ্র পিতৃণাং মুনিসত্তমঃ।
(এবং পরম্পরাখ্যাতমিদং শাস্ত্রমনুত্তমম্)
মম চাপি পিতা তাত কথয়ামাস শান্তনুঃ ॥ ১২৩
ততো ময়াপি শ্রুত্বা চ কীর্ত্তিতং তব ভারত
সুরৈর্ষী মুনিভির্যাপি পুরাণং বৈস্তিদং শ্রুতম্ ॥ ১২৪
সর্বে তে পরমাত্মানং পূজয়ন্তে সমন্ততঃ
ইদমাখ্যানমার্ষেয়ং পারম্পর্য্যাগতং নৃপ ॥১২৫
নারায়ণায় ভক্তায় ত্বয়া দেয়ং কথঞ্চন
(আখ্যানমুত্তমং চেদং শ্রাবয়েদ্ যঃ সদা নৃপ।
তথৈব শুদ্ধো ভক্তঃ শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ ॥
প্রাপ্নুয়াদচিরাদ্ রাজন্ বিষ্ণুলোকং সনাতনম্)
যত্তোঽন্যানি চ তে রাজন্ পাখ্যানশতানি বৈ ॥ ১২৬
যানি শ্রুতানি সর্বাণি তেষাং সারোঽয়মুদ্ধৃতঃ
সুরাসুরৈর্বৃতা রাজন্ নির্মথ্যামৃতমুদ্ধৃতম্ ॥ ১২৭
এবমেতৎ পুরা বিপ্রৈঃ কথয়েত্তমিত্যুতঃ।
যশ্চেদং পঠতে নিত্যং যশ্চেদং শৃণুয়ান্নরঃ ॥ ১২৮
একান্তভাবোপগত একান্তেষু সমাহিতঃ
প্রাপ্য লোকং মহাধীপং ভূত্বা চন্দ্রপ্রভো নরঃ ॥ ১২৯

ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার আলয়ে যে সব আয়ত সিদ্ধমুনির বাস করেন, তাঁহাদিগকে নারদ বেদতুল্য পুরাতন শাস্ত্রখানি শুনাইয়া ছিলেন ॥ ১১৮

পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট সেই সিদ্ধগণের মুখ হইতে ভগবান্ সূর্য্যদেব এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। রাজন্! সূর্য্যদেব শ্রবণ করিয়া নিজের অনুগামী যাট হাজার ভাবিতাত্মা মুনিগণকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। লোকসমূহকে তাপপ্রদানকারী সূর্য্যদেবের অগ্রে অগ্রে গমনকারী যে সব ঋষিগণ সৃষ্ট হইয়াছিলেন, সেই সব ভাবিতাত্মা মুনিদিগকেও সূর্য্যদেব ভগবানের এই মহিমা শুনাইয়াছিলেন ॥ ১১৯-১২০॥

তাত! সূর্য্যদেবের অনুসমনকারী সেই মহাত্মা ঋষিগণ মেরুপর্ব্বতে সমাগত দেবতাদিগকে এই উত্তম মাহাত্ম্য শুনাইয়া ছিলেন ॥ ১২১॥

রাজেন্দ্র! মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ অসিত দেবতাগণের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া পিতৃগণকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন ॥ ১২২॥

এইভাবে পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হইয়া এই উত্তম জ্ঞান মহারাজ শান্তনু লাভ করিয়াছিলেন। তাত! তারপর পিতা শান্তনু আমাকে উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ১২৩

ভারত! পিতার মুখ হইতে এই প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া এখন আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। দেবতা, মুনি অথবা অন্য যাঁহারা এই পুরাতন জ্ঞান শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে সর্ব্বতোভাবে পরমা প্রীতি পূজা করেন ॥ ১২৪॥

হে নৃপ! যে মানুষ সর্ব্বদা এই উত্তম উপাখ্যান শ্রবণ করাইবেন, সেই ভক্ত মানুষ পবিত্র ও একাগ্রচিত্ত হইয়া নিশ্চই ভগবান্ বিষ্ণু সনাতনলোক প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১২৫॥

রাজন্! তুমি আমার নিকট হইতে যে অন্য শত শত উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছ, সেই সবের এই সারভাগ নিঃসারিত করিয়া তোমার সম্মুখে স্থাপিত করিলাম ॥ ১২৬॥

হে রাজন্! যেরূপ দেবতা ও অসুরগণ সমুদ্রকে মন্থন করিয়া তাহা হইতে অমৃত নিঃসারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণগণ সমস্ত শাস্ত্রকে মথিত করিয়া অমৃতময়ী এই কথা এ জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন ॥ ১২৭॥

যে মানুষ প্রতিদিন ইহা পাঠ করিবে ও যে ইহা অন্য মানুষগণকে সর্ব্বদা শ্রবণ করাইবে, তিনি ভগবানের প্রতি অনন্যভাব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অনন্য ভক্তগণের মধ্যে একাগ্রচিত্তে অবস্থান করিয়া মহাদ্বীপে উপস্থিত হইবেন এবং সেই মানুষ চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান্ রূপ ধারণ করত সেই সংপ্রকিরণবিশিষ্ট ভগবান্ নারায়ণদেবে প্রবেশ করিবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১২৮-১২৯॥

এই কথা প্রথম হইতেই শ্রবণ করিয়া তোমা হইতে

স সহস্রাচিষং দেবং প্রবিশেন্নাত্র সংশয়ঃ
মুচ্যেদার্তস্তথা রোগাচ্ছ্রদ্ধেয়মাদিতঃ কথম্ ॥ ১৩০
জিজ্ঞাসুর্ভরতে জ্ঞানং ভক্তো ভক্তপ্রিয়ং ব্রজেৎ
ধ্যায়ন্তি সততং রাজন্যোগাঢ্যাঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৩১
স হি মাতা পিতা চৈব কুৎস্নস্য জগতো গুরুঃ।
ব্রহ্মণ্যদেবো ভগবান্ শ্রীমাংস্তং যে সনাতনম্ ॥ ১৩২
যুধিষ্ঠির মহাবাহো মহাবুদ্ধির্জনার্দনঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতদ্বৈষ্ণবমাখ্যানমৃষিণা ভরতর্ষভ ॥ ১৩৩
শ্রাবয়িত্বা তু যে সর্বে নারায়ণপরায়ণম্।
জিত্বা ভগবতা তেন পুরুষেণেতি ভারত ॥ ১৩৪
নিত্যং জপ্যপরা ভূত্বা সরস্বতীমুদীরয়ন্।
যো জপ্যকঃ গুরুশ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ ॥ ১৩৫
জগৌ পরমকং জপ্যং নারায়ণমুদীরয়ন্।
গঙ্গায়ামুত্তরিক্ষাং সততং ক্ষীরোদমুত্তমম্ ॥ ১৩৬

পূজয়িত্বা চ দেবেশং পুনরায়াৎ স্বমাশ্রমম্

ভীষ্ম উবাচ।

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং নারদোক্তং ময়েরিতম্ ॥ ১৩৭
পারম্পর্যাগতং ব্রহ্মন্ যথা পিত্রা মে কথিতং পুরা

সৌতিরুবাচ।

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং বৈশম্পায়নকীর্তিতম্ ॥ ১৩৮
জনমেজয়েন তচ্ছ্রুত্বা কৃৎস্নং সম্যগ্ যথাবিধি।
যুক্তা যে তপ্ততপসঃ সর্বে চ চরিতব্রতাঃ ॥ ১৩৯
সর্বে বেদবিদো মুখ্যা নৈমিষারণ্যবাসিনঃ
সৌনকস্য মহাসত্রে প্রাপ্তাঃ সর্বে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৪০
তত্রস্থা মুনয়স্তৈস্তৈঃ শাস্ত্রতত্ত্বং পরমেশ্বরম্।
পারম্পর্যাগতং ব্রহ্মন্ পিত্রা যে কথিতং পুরা ॥ ১৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নারায়ণীয়ে একোনচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪৯

মুক্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক জ্ঞানলাভ করিবেন এবং ভক্ত পুরুষ ভক্তজনোচিত গতি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১৩৭½

রাজন্! তোমারও সর্বতোভাবে ভগবান্ পুরুষোত্তমের পূজা করা উচিত; কারণ, তিনিই সম্পূর্ণ জগতের পিতা, মাতা ও গুরু ॥ ১৩৯½

মহারাজ যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণহিতৈষী পরম বুদ্ধিমান্ সনাতন পুরুষ ভগবান্ জনার্দন সর্বদা তোমার উপর প্রসন্ন থাকুন ॥ ১৩২½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই উত্তম উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার সকল ভ্রাতাই ভগবান্ নারায়ণের পরম ভক্ত হইয়া যাইলেন ॥ ১৩৩½

হে ভারত! তাঁহারা নিত্য ভগবদ্ভাবনে তৎপর থাকিয়া 'ভগবান্ পুরুষোত্তমের জয় হউক' এরূপ কথা উচ্চারণ করিতেন ॥ ১৩৪½

যিনি আমাদের পরম গুরু মুনিবর শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, তিনিও পরম উত্তম নারায়ণ মন্ত্র জপ করিতে করিতে নিরন্তর তাঁহারই মহিমা গান করিতেছেন ॥ ১৩৫½

ব্যাসদেব নিত্যই আকাশমার্গে অমৃতনিধি ক্ষীরসাগরের তীরে গমন করত দেবেশ শ্রীহরির পূজা করিবার পর পুনরায় নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন ॥ ১৩৬½

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! ব্যাস কর্তৃক কথিত এই সম্পূর্ণ উপাখ্যান আমি তোমাকে বলিয়া শুনাইলাম। ইহা পূর্ব-পরম্পরাক্রমে প্রথমে আমার পিতা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তাহা আমাকে বলিয়াছিলেন ॥ ১৩৭½

সূতপুত্র বলিলেন,—শৌনক! বৈশম্পায়ন কর্তৃক কথিত এই সারা উপাখ্যান আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। জনমেজয় ইহা শ্রবণ করত উত্তম বিধি অনুসারে ভগবানের পূজা করিলেন। তোমরাও তপস্বী এবং ব্রতপালনকারী ॥ ১৩৮–১৩৯

নৈমিষারণ্যে বাসকারী প্রায় সকল ঋষিই মুখ্য বেদজ্ঞ ছিলেন এবং সকলেই শ্রেষ্ঠ দ্বিজ শৌনকের এই মহাযজ্ঞে একত্র সমবেত হইয়াছিলেন ॥ ১৪০

আপনারা সকলে বিধি অনুসারে হোম করত উত্তম ব্রত-সমূহের দ্বারা সেই সনাতন পরমেশ্বরের পূজা করিবেন। এই পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত উত্তম উপাখ্যান আমার পিতা প্রথমে আমাকেই বলিয়াছিলেন ॥ ১৪১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে নারায়ণের মহিমাবিষয়ক একোন-চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্যাসদেব কর্ত্তৃক নিজ শিষ্যগণকে ভগবানের দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবতাগণের নিকট কথিত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মের উপদেশদান।]

সৌনক উবাচ।

কথং স ভগবান্ দেবো যজ্ঞেষ্বপ্রহরঃ প্রভুঃ।
যজ্ঞধারী চ সততং বেদবেদাঙ্গবিৎ তথা॥ ১
নিবৃত্তং চাপ্যভিহিতো ধর্ম্মং কর্ম্মী ভাবসঙ্গতঃ প্রভুঃ।
নিবৃত্তিধর্ম্মান্ বিদধে স এষ ভগবান্ প্রভুঃ॥ ২
কথং প্রবৃত্তিধর্ম্মেষু ভাগার্হা দেবতাঃ কৃতাঃ।
কথং নিবৃত্তিধর্ম্মাংশ্চ কৃত্বা ব্যাবৃত্তবৃদ্ধয়ঃ॥ ৩
এতন্মে সংশয়ং সৌতে ছিন্ধি শুশ্রূষবে সনাতনম্
কথা নারায়ণকথাঃ শ্রুতা বৈ ধর্ম্মসংহিতাঃ॥ ৪

সৌতিরুবাচ।

জনমেজয়েন বৈ পৃষ্টঃ পিতৃো ব্যাসস্য ধীমতঃ।
তৎ তেঽহং কথয়িষ্যামি সৌরাণং সৌমকোত্তম॥ ৫
শ্রুত্বা মাহাত্ম্যমেতস্য দেহিনাং পরমাত্মনঃ।
জনমেজয়ো মহাপ্রাজ্ঞো বৈশম্পায়নমব্রবীৎ॥ ৬

জনমেজয় উবাচ

ইমে সত্রস্থকা লোকাঃ স সুরাসুরমানবাঃ
ক্রিয়াবস্তুদয়োক্তাসু সক্তা দৃশ্যন্তি সর্ব্বশঃ॥ ৭
মোক্ষশ্চোক্তস্ত্বয়া ব্রহ্মন্ নির্দ্বাণং পরমং সুখম্
যে তু মুক্তা ভবন্তীহ পুণ্যপাপবিবর্জ্জিতাঃ॥ ৮
তে মহপ্রাচিরং দেবং প্রবিশন্তীহ শুশ্রুম
অয়ং হি দুরনুষ্ঠেয়ো মোক্ষধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ৯
যং হিত্বা দেবতাঃ সর্ব্বা হব্যকব্যভুজোঽভবন্।
কিঞ্চ ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ শক্রশ্চ বলভিৎ প্রভুঃ॥ ১০
সূর্য্যস্তারাধিপো বায়ুরগ্নিরুদ্রগণ এব চ।
আকাশং জগতী চৈব যে চ সেসা দিবৌকসঃ॥ ১১

চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[ব্যাসদেব কর্ত্তৃক নিজ শিষ্যগণকে ভগবানের দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবতাগণের নিকট কথিত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মের উপদেশদান।]

সৌনক বলিলেন,—সূতনন্দন! সেই প্রভাবশালী দেবদেব ভগবান্ নারায়ণদেব যজ্ঞসমূহে প্রথম ভাগগ্রহণকারী বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং তিনিই বেদ ও বেদাঙ্গসমূহের জ্ঞাতা পরমেশ্বর নিত্য-নিয়ত যজ্ঞধারী (যজ্ঞকর্ত্তা) বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন। এরূপ ভগবানে যজ্ঞসমূহের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব এই উভয়ই কিভাবে সম্ভব হয়? ১

সকলেরই প্রভু, ক্ষমাশীল, ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং ও' নিবৃত্তিধর্ম্মেই স্থিত আছেন এবং সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানই নিবৃত্তিধর্ম্মের বিধানও করিয়াছেন। ২

এইরূপ নিবৃত্তি ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও তিনি দেবতাগণকে প্রবৃত্তি, ধর্ম্মে অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহে ভাগগ্রহণের অধিকারী কেন করিলেন? এবং ঋষিগণকে বিষয়সকলে বিরক্তবুদ্ধি ও নিবৃত্তি, ধর্ম্মপরায়ণ কেন করিলেন? ৩

সূতনন্দন! এই গূঢ় সন্দেহ সর্ব্বদা আমার মনে উদিত হয়, আপনি ইহার নিবারণ করুন; কারণ, আপনিই ভগবান্ নারায়ণের বহু ধর্ম্মসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়াছেন। ৪

সূতপুত্র বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ সৌনক! রাজা জনমেজয় বুদ্ধিমান্ ব্যাসদেবের শিষ্য বৈশম্পায়নের সম্মুখে যে প্রশ্ন উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই পুরাণপ্রোক্ত বিষয় আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিব। ৫

পরম বুদ্ধিমান্ জনমেজয় সমস্ত প্রাণিগণের আত্মস্বরূপ পরমাত্মা নারায়ণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন। ৬

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে! ব্রহ্মা, দেবগণ, অসুরেরা এবং মনুষ্যদিগের সহিত এই সমস্ত জগৎকেই লৌকিক অনুষ্ঠানের জন্য কথিত কর্ম্মসমূহেই আসক্ত থাকিতে দেখা যায়। ৭

ব্রহ্মন্! কিন্তু নিত্যে মোক্ষকেই পরম শান্তি ও পরম সুখস্বরূপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যাহারা মুক্ত, তাঁহারা পুণ্য ও পাপরহিত হইয়া সনাতন বিষ্ণুসমূহে প্রকাশিত ভগবান্ নারায়ণে প্রবেশ করেন, ইহা আমি শ্রবণ করিয়াছি। ৮-৯

কিন্তু এই সনাতন মোক্ষধর্ম্ম অত্যন্ত দুষ্কর বলিয়া মনে হয়, যাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সকল দেবতাই হব্য ও কব্যভক্ষণকারী হইয়া গিয়াছেন। ১০

ইহা ব্যতীত ব্রহ্মা, রুদ্র ও বলাসুরহন্তা সামর্থ্যশালী ইন্দ্র, সূর্য্য, তারাপতি চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, রুদ্রগণ, আকাশ, পৃথিবী এবং যাঁহারা অবশিষ্ট দেবতা বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে কি পরমাত্মা

প্রসরং ন বিজানন্তি আত্মনঃ পরিনিষ্ঠিতম্।
ভবতেনাধিতা মার্গং ধ্রুবমক্ষরমব্যয়ম্ ॥ ১২

যুষ্মা কালপরীমাণং প্রবৃত্তিঃ যে সমাশ্রিতাঃ।
দোষঃ কালপরীমাণে মহানেষ ক্রিয়াবতাম্ ॥ ১৩

এতন্মে সংশয়ং বিপ্র হৃদি শল্যমিবার্পিতম্।
হিরণ্যেতিহাসকথনাৎ পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ১৪

কথং ভাগধরাঃ প্রোক্তা দেবতাঃ ক্রতুষু দ্বিজ
কিমর্থং চাধ্বরে ব্রহ্মন্নিজ্যন্তে ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ১৫

যে চ ভাগং প্রগৃহ্ণন্তি যজ্ঞেষু দ্বিজসত্তম
তে যজন্তো মহাযজ্ঞৈঃ কস্য ভাগং দদন্তি বৈ ॥ ১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

অহো গূঢ়তমঃ প্রশ্নস্ত্বয়া পৃষ্টো জনেশ্বর।
নাতপ্ততপসা হ্যেষ নাবেদবিদুষা তথা ॥ ১৭

নাপুরাণবিদা চৈব শক্যো ব্যাহর্তুমঞ্জসা।
হন্ত তে কথয়িষ্যামি যন্মে পৃষ্টঃ পুরা গুরুঃ ॥ ১৮

কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাসো বেদব্যাসো মহানৃষিঃ
সুমন্তুর্জৈমিনিশ্চৈব পৈলশ্চ সুদৃঢ়ব্রতঃ ॥ ১৯

অহং চতুর্থঃ শিষ্যো বৈ পঞ্চমশ্চ শুকঃ সুতঃ।
এতান্ সমাগতান্ সর্বান্ পঞ্চ শিষ্যান্ দমান্বিতান্ ২০
শৌচাচারসমাযুক্তান্ জিতক্রোধাজিতেন্দ্রিয়ান্
বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্ ॥ ২১

মেরৌ গিরিবরে রম্যে সিদ্ধচারণসেবিতে।
তেষামভ্যাসতো বেদান্ কদাচিৎ সংশয়োঽভবৎ ॥ ২২

এষ বৈ যত্নতঃ পৃষ্টস্তেষাং প্রকীর্তিতঃ
ততঃ শ্রুতো ময়া চাপি তথাখ্যেয়োঽহমদ্য তে ॥ ২৩

শিষ্যাণাং বচনং শ্রুত্বা সর্বাজ্ঞানতমোনুদঃ
পরাশরসুতঃ শ্রীমান্ ব্যাসো বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ২৪

কর্তৃক রচিত নিজের মোক্ষমার্গকে জানেন না? যাঁহার দ্বারা নিষ্ফল, ক্ষয়শূন্য এবং অবিনাশী মোক্ষমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই? ১০-১২

যে সব লোক নিত্যকাল পর্যন্ত স্বর্গপ্রাপ্তিকারক কর্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রবৃত্তিমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই কর্মপরায়ণ পুরুষগণের পক্ষে ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক দোষ যে, তাঁহারা কালের সীমায় আবদ্ধ থাকিয়াই কর্মের ফল ভোগ করেন। ১৩

বিপ্র! এই সংশয় আমার হৃদয়ে কণ্টকের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া আছে। আপনি ইতিহাস শ্রবণ করাইয়া আমার সংশয় নিবারণ করুন। আমার মনে এই বিষয় জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। ১৪

দ্বিজ! দেবতাগণকে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবার অধিকারী কেন বলা হইয়াছে? ব্রহ্মন্! স্বর্গলোকবাসী দেবতাদিগকেই কেন যজ্ঞে পূজা করা হয়? ১৫

দ্বিজসত্তম! যাঁহারা যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন, সেই দেবতারা যখন স্বয়ং মহাযজ্ঞসকলের অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁহারা কাহাকে ভাগ সমর্পণ করেন? ১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনেশ্বর! তুমি অতিশয় গূঢ় প্রশ্ন করিয়াছ। যাহারা তপস্যা করে নাই এবং যাহারা বেদ ও পুরাণসমূহের বিদ্বান্ নয়, সেই সব মনুষ্যগণ অনায়াসে এরূপ প্রশ্ন করিতে পারে না। ১৭

এখন প্রসন্নতার সহিত তোমার প্রশ্নের উত্তর বলিতেছি। পূর্বকালে আমি জিজ্ঞাসা করিলে পর বেদসমূহের বিস্তারকারী গুরুদেব মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তৎ সমস্তই আমি এখন তোমাকে বলিব। ১৮।

সুমন্তু, জৈমিনি, সুদৃঢ়ব্রত সহকারে ব্রহ্মপালনকারী পৈল—এই তিন জন ব্যতীত ব্যাসদেবের চতুর্থ শিষ্য ছিলাম আমি (বৈশম্পায়ন) এবং পঞ্চম শিষ্য তাঁহার পুত্র শুকদেব বলিয়া কথিত হন। ১৯।

এই পাঁচজন শিষ্যই ইন্দ্রিয়দমন ও মনোনিগ্রহসম্পন্ন, শৌচ ও সদাচারসংযুক্ত, ক্রোধশূন্য এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। নিজের সেবার জন্য সমাগত এই সব শিষ্যকে ব্যাসদেব সমস্ত বেদ ও পঞ্চম বেদতুল্য মহাভারত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। ২০-২১

সিদ্ধ ও চারণগণসেবিত গিরিবর মেরুর রমণীয় শিখরে বেদাভ্যাসরত শিষ্য আমাদের মনে কোন একসময়ে এই সন্দেহই উৎপন্ন হইয়াছিল, যাহা তুমি আজ জিজ্ঞাসা করিলে। ভারত! ব্যাসদেব শিষ্য আমাদের প্রতি যে উত্তর দিয়াছিলেন, উহা আমিও তাঁহার মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছিলাম। আজ তোমাকে তাহাই আমি বলিব। ২২-২৩

নিজের শিষ্যগণের সংশয়যুক্ত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশকারী পরাশরনন্দন ব্যাসদেব এই কথা বলিলেন। ২৪

ময়া হি সুমহৎ তপ্তং তপঃ পরমদারুণম্
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ জানীয়ামিতি সত্তমাঃ। ২৪
তস্য মে তপ্ততপসো নিগৃহীতেন্দ্রিয়স্য চ
নারায়ণপ্রসাদেন ক্ষীরোদস্যানুকূলতঃ। ২৬
ত্রৈকালিকমিদং জ্ঞানং প্রাদুর্ভূতং যথেপ্সিতম্
তদ্ভবদ্ভ্যো যথান্যায়ং বক্ষ্যে সংশয়মুত্তমম্। ২৭
যথাবৃত্তং হি কল্পাদৌ দৃষ্টং মে জ্ঞানচক্ষুষা।
পরমাত্মেতি যং প্রাহুঃ সাংখ্যযোগবিদো জনাঃ। ২৮
মহাপুরুষসাজ্ঞাং স লভতে যেন কর্মণা
তস্মাৎ প্রসূতমব্যক্তং প্রধানং তং বিদুর্বুধাঃ। ২৯
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তমুৎপন্নং লোকসৃষ্ট্যর্থমীশ্বরাৎ।
অনিরুদ্ধো হি লোকেষু মহানাত্মেতি কথ্যতে। ৩০
যোঽসৌ ব্যক্তত্বমাপন্নো নির্মমে চ পিতামহম্
সোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তঃ সর্বভূতোদ্ভবো হি সঃ। ৩১

সানুচরস্তেন শিষ্যত্বম্। কোন এক সময়ের কথা, আমি ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান এই ত্রিকালের জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার জন্য অত্যন্ত কঠোর ও উগ্র তপস্যা করিয়াছিলাম। ২৫

যখন আমি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া নিজের তপস্যা পূর্ণ করিলাম; তখন ভগবান্ নারায়ণের কৃপাপ্রসাদে ক্ষীরসাগরের তীরে আমার ইচ্ছানুসারে সেই ত্রিকালের জ্ঞান আমি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। অতএব আমি তোমাদের সন্দেহ নিবারণ করিবার জন্য উত্তম ও ন্যায়োচিত কথা বলিব। তাহা তোমরা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ২৬-২৭

কল্পের আদিতে যেরূপ বৃত্তান্ত সংঘটিত হইয়াছিল এবং যাহা আমি জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছি, সেই সব এখন বলিতেছি। সাংখ্য ও যোগের বিদ্বান্ পুরুষগণ যাঁহাকে পরমাত্মা বলেন, তিনি নিজের কর্মের প্রভাবে 'মহাপুরুষ' নাম ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহা হইতেই এই অব্যক্তের উৎপত্তি হইয়াছে। জ্ঞানিগণ ইঁহাকে 'প্রধান' নামেও জানেন। ২৮-২৯

জগতের সৃষ্টির জন্য সেই মহাপুরুষ ও অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের উৎপত্তি হইয়াছে। এই ব্যক্তকেই লোকসমূহে অনিরুদ্ধ ও মহান্ আত্মা বলিয়া সকলে অভিহিত করেন। ৩০

ব্যক্তভাবপ্রাপ্ত সেই অনিরুদ্ধ পিতামহ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ব্রহ্মা সর্বভূতোদ্ভব ও সমষ্টি অহঙ্কার বলিয়া কথিত হন। ৩১

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ—এই পাঁচ সূক্ষ্ম মহাভূত অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ৩২

অহঙ্কারস্বরূপ ব্রহ্মা পাঁচ মহাভূত সৃষ্টি করিয়াই পুনরায় তাহাদের শব্দ-স্পর্শাদি গুণসমূহের নির্মাণ করিলেন। সেই সব ভূত হইতে যে সকল মূর্তিমান্ প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর। ৩৩

মরীচি, অত্রি, অঙ্গি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, মহাত্মা বশিষ্ঠ ও সায়ম্ভুব মনু। ৩৪

এই আটজন প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, যাঁহাদের দ্বারা লোকসকল প্রতিষ্ঠিত আছে। লোকপিতামহ ব্রহ্মা লোকসকলের জীবন নির্বাহের জন্য বেদ-বেদাঙ্গ ও যজ্ঞসমূহে যুক্ত বহু যজ্ঞ সৃষ্টি করিলেন। পূর্বোক্ত আট প্রকৃতি হইতে এই সম্পূর্ণ বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। ৩৫-৩৬

ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে রুদ্রের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই রুদ্র স্বয়ংই অন্য দশ রুদ্রকেও সৃষ্টি করিলেন। এই ভাবে একাদশ রুদ্র হইলেন। ইঁহারা বিকার পুরুষ বলিয়া কথিত হন। ৩৭

এই একাদশ রুদ্র, আট প্রকৃতি ও সমস্ত দেবর্ষিগণ, যাঁহারা লোকরক্ষার জন্য উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইঁহারা ব্রহ্মার সেবায় উপস্থিত হইলেন। ৩৮

ধরা পৃষ্ঠা হি ভগবংস্ত্বয়া চ প্রভবিষ্ণুনা।
যেন যস্মিন্নধিকারে বর্তিতব্যং পিতামহ ॥ ৩৯
যোঽসৌ ত্বয়াভিনির্দিষ্টো ধিকারোঽর্থচিন্তকঃ
পরিপাল্যঃ কথং তেন দাহস্তারেণ কর্তৃণা ॥ ৪০
প্রবিশন্ত বলা ভক্ত যোঽধিকারার্থচিন্তকঃ
এবমুক্তো মহাদেবো দেবাংস্তানিদমব্রবীৎ ॥ ৪১

ব্রহ্মোবাচ।

সাধ্বয়ং জ্ঞাপিতো দেবা ঘৃষ্যাভির্ভবতাং যঃ
মর্যাদোত্থা সমুৎপন্না চিন্তা বা ভবতাং মতা ॥ ৪২
লোকত্রয়স্য দুঃস্থস্য কথং কার্যাঃ পরিগ্রহঃ।
কথং বলক্ষয়ো ন স্যাদ্ ঘৃষ্যাকং ব্রাহ্মণস্য মে ॥ ৪৩
ইতঃ সর্বেঽপি সঞ্জাতাঃ স্মরণং লোকসাক্ষিণম্
মহাযুক্তমব্যক্তং স নো বক্ষ্যতি বর্ধিতম্ ॥ ৪৪
ততস্তে ব্রহ্মণা সার্ধমৃষয়ো বিবুধাস্তথা
ক্ষীরোদস্যোত্তরে কূলং জগ্মুর্লোকহিতাবিহ: ॥ ৪৫

তে তপঃ সমুপাতিষ্ঠন্ ব্রহ্মোক্তং বেদকল্পিতম্।
স মহানিয়মো নাম তপশ্চর্যাসু দারুণঃ ॥ ৪৬
ঊর্ধ্বা দৃষ্টির্বাহবস্ত একাগ্রক মনোঽভবৎ
একপাদাঃ স্থিতাঃ সর্বে কাষ্ঠভূতাঃ সমাহিতাঃ ॥
দিব্যং বর্ষসহস্রং তে তপস্তপ্ত্বা সুদারুণম্
শুশ্রুবুর্মধুরাং বাণীং বেদবেদাঙ্গভূষিতাম্ ॥ ৪৮

শ্রীভগবান উবাচ।

ভো: ভো: সত্রয়জা দেবা ভবদ্ভিস্তপোধনা:।
স্বাগতেনার্চা বঃ সর্বান্ শ্রাবয়ে বাক্যমুত্তমম্ ॥ ৪৯
বিজ্ঞাতা যো ময়া কার্যো ভক্ত লোকহিতং মহৎ
প্রবৃত্তিযুক্তং কর্তব্যং ঘৃষ্যৎপ্রাণোপঘাতনম্ ॥ ৫০
সুতপ্তং তপো দেবা ময়ারাধনকাম্যয়া।
ভোক্ষ্যধ্বমস্য মহাসত্ত্বাস্তপসঃ ফলমুত্তমম্ ॥ ৫১

(এবং এইরূপ বলিলেন) 'ভগবন্! পিতামহ! আপনি অতিশয় প্রভাবশালী। আপনিই আমাদের সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে যাহার যে অধিকার বা কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত এবং আপনার দ্বারা যে অর্থসাধক অধিকারের নির্দেশ করা হইয়াছে, উহার পালন অহঙ্কারযুক্ত কর্তার দ্বারা কিরূপে হইতে পারে?৩৭-৪০

সেই অধিকার ও প্রয়োজন চিন্তাকারী যে পুরুষ আছেন, তাঁহাকে আপনি কর্তব্যপালনের শক্তি প্রদান করুন। তাঁহারা এই কথা বলিলে পর ভগবান ব্রহ্মা সেই দেবতাদিগকে এই কথা বলিলেন। ৪১

ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ! তোমরা আমাকে উত্তম কথা বলিয়াছ তোমাদের কল্যাণ হউক। তোমাদের হৃদয়ে যে চিন্তা উৎপন্ন হইয়াছে, উহা আমারও হৃদয়ে আশ্রয়িতা হইয়াছে। ৪২

কিপ্রকারে ভিন্ন লোকের অধিরুদ্ধ কার্য সম্পাদন করা যাইবে এবং কিরূপে তোমাদের ও আমার শক্তিরও ক্ষয় না হয়, তাহার চিন্তা করিতে হইবে। ৪৩

আমরা সকলে এস্থান হইতে অব্যক্ত লোকসাক্ষী মহাপুরুষ নারায়ণ দেবের শরণ গ্রহণ করিতে গমন করিব। তিনি আমাদের পক্ষে যাহা হিতকর, সেরূপ উপদেশই করিবেন। ৪৪

অনন্তর সেই সব ঋষি ও দেবতাগণ সমস্ত লোকের হিত কামনা করিয়া ব্রহ্মার সহিত ক্ষীরসাগরের উত্তর তীরে গমন করিলেন। ৪৫

সেখানে ব্রহ্মার কথানুসারে তাঁহারা সকলে বেদোক্ত রীতিতে তপস্যা আরম্ভ করিলেন তাঁহাদের সেই মহানিয়মসকল তপস্যা মধ্যে কঠোর ছিল। ৪৬

তাঁহাদের চক্ষু উপরের দিকে উত্থিত ছিল, বাহু উপরে উত্থাপিত ছিল এবং মনও একাগ্র ছিল তাঁহারা সকলেই সমাহিতচিত্ত হইয়া একপদে স্থাণুবৎ অবস্থান করায় কাষ্ঠের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। ৪৭

এক হাজার দিব্য বর্ষ পর্যন্ত অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করিবার পর তাঁহারা বেদ-সুযোজিত ও বেদাঙ্গশোভিত মধুর বাণী শুনিতে পাইলেন। ৪৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—তপোধন ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ও ঋষিগণ! আমি ভগবান্ গ্রন্থের দ্বারা তোমাদের সকলের অভ্যর্থনা করিয়া তোমাদিগকে এই উত্তম কথা শুনাইতেছি। ৪৯

তোমাদের কি প্রয়োজন, আমি তাহা জ্ঞাত হইয়াছি। ইহা সম্পূর্ণ জগতের পক্ষেই অত্যন্ত হিতকর। তোমাদের প্রবৃত্তি-যুক্ত বর্ম পালন করা উচিত। তাহাই তোমাদের প্রাণের পোষক ও শক্তিবর্ধনকারী হইবে। ৫০

অত্যন্ত ধৈর্যশালী দেবগণ! তোমরা আমার আরাধনা করিবার বাসনায় অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছ। এই তপস্যার উত্তম ফল তোমরা অবশ্যই উপভোগ করিবে। ৫১

এষ ব্রহ্মা লোকগুরুর্মহাত্মা কপিলাত্মজঃ
মূলঞ্চ বিবুধশ্রেষ্ঠা যাং যজন্তি সমাহিতাঃ ॥ ৫২
সর্বে ভাগান্ কল্পয়ধ্বং যজ্ঞেষু মম নিত্যশঃ।
তথা শ্রেয়োঽভিবাক্ষামি যথালীকায়নীশ্বরাঃ ॥ ৫৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা দেবদেবস্য বাক্যং সৃষ্টস্যনুরুহাঃ।
ততস্তে বিবুধাঃ সর্বে ব্রহ্মা তে চ মহর্ষয়ঃ ॥ ৫৪
বেদদৃষ্টেন বিধিনা বৈষ্ণবং ক্রতুমাহরন্
তস্মিন্ সত্রে সদা ব্রহ্মা স্বয়ং ভাগমকল্পয়ৎ ॥ ৫৫
দেবা দেবর্ষয়শ্চৈব যে যে ভাগমকল্পয়ন্।
তে কার্তযুগধর্মাণো ভাগাঃ পরমসংকৃতাঃ ॥ ৫৬
প্রাহরাদিত্যবর্ণং তং পুরুষং তমসঃ পরম্।
বৃহন্তং সর্বগং দেবমীশানং বরদং প্রভুম্ ॥ ৫৭

উত্তোঽথ বরদো দেবস্তান্ সর্বানমরান্ স্থিতান্।
অমোঘো ভগবাংস্তত্র বাক্যং খস্থো মহেশ্বরঃ ॥ ৫৮
যেন যঃ কল্পিতো ভাগঃ স তথা মামুপাগতঃ।
প্রীতোঽহং প্রতিপাদ্যাস্তু ফলদাবৃত্তিলক্ষণম্ ॥ ৫৯
এতদ্ বো লক্ষণং দেবা মৎপ্রসাদসমুদ্ভবম্।
স্বয়ং বৈ যজমানাঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ ॥ ৬০
যুগে যুগে ভবিষ্যধ্বং প্রবৃত্তিফলভাগিনঃ।
যজ্ঞৈশ্চ চাপি যজ্ঞার্হা সর্বলোকেষু বৈ সুরাঃ ॥ ৬১
কল্পয়িষ্যন্তি বো ভাগাংস্তে নরা বেদকল্পিতান্।
যো যে যথা কল্পিতবান্ ভাগমস্মিন্ মহাক্রতৌ ॥ ৬২
স তথা যজ্ঞভাগার্হো বেদসূত্রে ময়া কৃতঃ।
যূয়ং লোকান্ ভাবয়ধ্বং যজ্ঞভাগফলোচিতাঃ ॥ ৬৩
সর্বার্থচিন্তকা লোকে যথালীকায়নির্মিতাঃ।
যাঃ ক্রিয়াঃ প্রচরিষ্যন্তি প্রবৃত্তিফলসংকৃতাঃ ॥ ৬৪

এই সকল শ্লোকের শুদ্ধ শ্লোকপিতামহ ব্রহ্মা এবং দেবগণ জ্যেষ্ঠ তোমরা সকলে যজ্ঞসমূহে সর্বদা আমার পূজা কর। ৫১

লোকেশ্বরগণ! তোমরা সকলে যজ্ঞসমূহে সর্বদা আমার উদ্দেশে ভাগ সমর্পণ করিতে থাক। এরূপ করিলে পর আমি তোমাদিগকে তোমাদের অধিকার অনুসারে কল্যাণমার্গের উপদেশ করিতে থাকিব। ৫২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবাদিদেব ভগবান্ নারায়ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের সকলের লোমহর্ষণ হইতে লাগিল। তদনন্তর সেই সব দেবতা, মহর্ষিগণ ও ব্রহ্মা বেদোক্ত বিধি অনুসারে বৈষ্ণব-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সেই যজ্ঞে ব্রহ্মা স্বয়ং ভগবানের জন্য ভাগ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ৫৩-৫৫

সেই রূপ দেবতা ও ঋষিগণও নিজ নিজ ভাগ ভগবানের জন্য নির্দিষ্ট করিলেন। সত্যযুগের ভাবানুসারে কীর্তিকৃত সেই উত্তম যজ্ঞভাগ সকলের দ্বারা অত্যন্ত সংকৃত হইল। ৫৬

ঋষিগণ বলিলেন,—ভগবান্ নারায়ণ সূর্যতুল্য তেজস্বী, অন্তর্যামী পুরুষ, তমোগুণের (অজ্ঞানান্ধকারের), অতীত সর্বব্যাপী, সর্বগামী, ঈশ্বর, বরদাতা ও সর্বসমর্থ। ৫৭

যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট হইয়া যাইলে পর সেই বরদায়ক দেবতা অম্বরের নারায়ণের আকাশে স্থিত দেহেই অবস্থান করিলেন এবং সেখানে অবস্থিত সেই সব দেবতাদিগকে এই কথা বলিলেন। ৫৮

দেবগণ! তোমরা যে ভাগ আমার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছ, তাহা সেইরূপেই আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার দ্বারা প্রসন্ন হইয়া আমি আজ তোমাদের পুনরাবৃত্তিরূপ ফলপ্রদান করিতেছি। ৫৯

দেবতাগণ! আমার কৃপায় তোমাদের এরূপ (পুনরাগমনরূপ) লক্ষণই হইবে। তোমরা প্রত্যেক যুগে উত্তম দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞসমূহের দ্বারা পূজা করিয়া প্রবৃত্তিরূপ ফলের ভাগী হইবে। ৬০½

দেবগণ! সমস্ত লোকে যে সব মানুষ যজ্ঞসমূহের দ্বারা পূজা করিবে, তাহারা তোমাদের জন্য বেদের অনুসারে যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট করিবে। ৬১½

এই মহাযজ্ঞে যে দেবতা আমার জন্য যেরূপ ভাগ নির্দিষ্ট করিয়াছে, বৈদিক সূত্রে আমি তাহাকে সেরূপ যজ্ঞভাগেরই অধিকারী বলিয়া স্থির করিয়া দিয়াছি। ৬২½

তোমরা যজ্ঞে ভাগ গ্রহণ করিয়া যজমানকে তাহার ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া জগতে নিজেদের অধিকারানুসারে সকলের সর্ববিধ মনোরথ চিন্তা করিতে করিতে সব লোককে উন্নতিশীল কর। ৬৩½

প্রবৃত্তি ফলে সমাবৃত হইয়া যে সব যজ্ঞক্রিয়া জগতে প্রচারিত হইবে, উহাদের দ্বারা তোমাদের বলের বৃদ্ধি হইতে থাকিবে এবং বলিষ্ঠ হইয়া তোমরা সকল লোককে ভরণ-পোষণ করিয়া যাইবে। ৬৪½

আভিরাপ্যায়িতবলা লোকান্ বৈ ধারয়িষ্যথ
মূয়ং হি ভবিতা যজ্ঞঃ সর্বযজ্ঞেষু মানবৈঃ। ৮৫
যাং তত্তো ভাবয়িষ্যধ্বমেষা বো ভাবনা মম
ইত্যর্থং নির্মিতা বেদা যজ্ঞাশ্চৌষধিভিঃ সহ ।৮৬
এভিঃ সনাত্ প্রযুক্তৈর্হি প্রীয়ন্তে দেবতাঃ সিতৌ।
নির্মাণমেতদ্ মুখ্যানাং প্রবৃত্তিগুণকল্পিতম্ ॥ ৮৭
যদা তুল্যং সুরশ্রেষ্ঠ যাবৎ কল্পক্ষয়াদিহ
তিষ্ঠন্ত্যজা লোকহিতং যথাবীজাঃ প্রজেশ্বরাঃ। ৮৮
মরীচিরঙ্গিরাস্ত্রাত্রিঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ
বশিষ্ঠ ইতি সপ্তৈতে মানসা নির্মিতা হি তে ৮৯
এতে বেদবিদো মুখ্যা বেদাচার্যাশ্চ কল্পিতাঃ।
প্রবৃত্তিধর্মিণশ্চৈব প্রাজাপত্যে চ কল্পিতাঃ ॥ ৯০
অয়ং ক্রিয়াবতাং পন্থা ব্যক্তীভূতঃ সনাতনঃ
অনিরুদ্ধ ইতি প্রোক্তো লোকসর্গকরঃ প্রভুঃ ॥ ৯১
সনঃ সনৎসুজাতশ্চ সনকঃ সনাতনঃ
সনৎকুমারঃ কপিলঃ সপ্তমশ্চ সনাতনঃ ॥ ৯২
সপ্তৈতে মানসাঃ প্রোক্তা ঋষয়ো ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
ঋষয়াগতবিজ্ঞানা নিবৃত্তিং ধর্মমাস্থিতাঃ ॥ ৯৩
এতে যোগবিদো মুখ্যাঃ সাংখ্যজ্ঞানবিশারদাঃ ॥
আচার্যা ধর্মশাস্ত্রেষু মোক্ষধর্মপ্রবর্তকাঃ ॥ ৯৪
যত্তোঽন্যৎ প্রস্তুতং পূর্বমব্যক্তাৎ ত্রিগুণো মহান্।
তস্মাৎ পরতরো যোঽসৌ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি কল্পিতঃ ॥৯৫
সোঽয়ং ক্রিয়াবতাং পন্থাঃ পুনরাবৃত্তিদুর্লভঃ।
যো যথা নির্মিতো ভর্ত্রা তস্মিংশ্চ কর্মণি ॥৯৬
প্রবৃত্তো বা নিবৃত্তো বা তৎফলং সোঽশ্নুতে মহৎ।
এষ লোকগুরুর্ব্রহ্মা জগদাদিকরঃ প্রভুঃ ॥ ৯৭
এষ মাতা পিতা চৈব মুখ্যাশ্চ পিতামহঃ
মায়ামুশিষ্টো ভবিতা সর্বভূতবরপ্রদঃ ॥ ৯৮
অস্য চৈবাঙ্গতো রুদ্রো ললাটাদ্ যঃ সমুত্থিতঃ ।
ব্রহ্মানুশিষ্টো ভবিতা সর্বভূতবরঃ প্রভুঃ ॥ ৯৯

সমস্ত যজ্ঞে মহত্তমগণ তোমাদের পূজা করিয়া তোমাদের উদ্দিষ্টদিগকে তুষ্ট করিবে। তারপর তোমরাও আমাকে এই প্রজাদের পরিপুষ্ট করিতে থাকিবে। ইহাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ। ৮৫½

ইহার জন্যই আমি বেদ ও ঋষিদিগকের (অর্থ ঋত্বিগাদির) সহিত যজ্ঞ সকলের সৃষ্টি করিয়াছি। ইহাদের দ্বারা পৃথিবীতে ভালভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইলে পর সমস্ত দেবতারা তুষ্ট হইবে।৮৬½

দেবযোজন : আমি প্রবৃত্তিলক্ষণ গুণের সহিত তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব লোকেশ্বরগণ! যতকাল না কল্পের অন্ত হয়, ততকাল তোমরা সকলে নিজ নিজ অধিকার অনুসারে লোকসমূহের হিত চিন্তা করিতে থাক। ৮৭-৮৮

মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—এই সপ্ত ঋষি ব্রহ্মার মনের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। ৮৯

ইহারা প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তিধর্মাবলম্বী হইবে। ইহাদের সকলকে বেদাচার্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং প্রজাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ৯০

এই কর্মপন্থার পুরুষদের জন্য সনাতন মার্গ প্রকাশিত হয়। সেই পদ্ধতি অনুসারে লোকসমূহের সৃষ্টিকারী প্রভাবশালী পুরুষকে 'অনিরুদ্ধ' বলা হয়। ৯১

সন, সনৎসুজাত, সনক, সনাতন, সনৎকুমার, কপিল ও সপ্তমে সনাতন—এই সপ্ত ঋষিগণ ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়া কথিত হন। ইঁহারা ঋষি বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ইঁহারা নিবৃত্তি ধর্মে স্থিত আছেন। ৯১-৯৩

এই মুখ্য পুরুষগণ যোগজ্ঞ, সাংখ্যজ্ঞানবিশেষজ্ঞ, ধর্মশাস্ত্রসমূহের আচার্য এবং মোক্ষধর্মের প্রবর্তক। ৯৪

পূর্বকালে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে যে ত্রিগুণাত্মক মহান্ অহঙ্কার উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা হইতেও অত্যন্ত পরে যাঁহার স্থিতি, সেই সত্তা দেহমধ্যে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। ৯৫

'সেই ক্ষেত্রজ্ঞ আমি'। যাহারা কর্মপন্থায় যায়, তাহারা পুনরাবৃত্তিশীল ; অতএব তাহাদের পক্ষে এই নিবৃত্তিমার্গ দুর্লভ। যে প্রাণীর যেভাবে নির্মাণ হইয়াছে এবং সে যে যে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিরূপ কর্মে নিরত থাকে, সে তাহারই মহৎ ফলভাগী হইয়া থাকে। ৯৬½

এই লোকগুরু ব্রহ্মা জগতের আদি স্রষ্টা ও প্রভু। ইনিই তোমাদের মাতা পিতা ও পিতামহ। আমার আজ্ঞানুসারে এই ব্রহ্মা সমস্ত ভূতগণের বরপ্রদানকারী হইবে। ৯৭-৯৮

ইহার ললাট হইতে যে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছে, সে-ও এই ব্রহ্মারই পুত্র। ব্রহ্মার আজ্ঞায় সেই রুদ্র সমস্ত ভূতগণকে বর করিতে সমর্থ হইবে॥ ৯৯

গচ্ছধ্বং স্থানমীকারাংশ্চিন্তয়ধ্বং যথাবিধি।
প্রবর্তন্তাং ক্রিয়াঃ সর্বাঃ সর্বলোকেষু মা চিরম্ ॥ ৮০
প্রদিষ্টস্তাক কর্মাণি প্রাণিনাং গতয়স্তথা
পরিনিষ্ঠিতকালানি আত্মাধীন সুরোত্তমাঃ ॥ ৮১
ইদং কৃতযুগং নাম কালঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রবর্তিতঃ।
অহিংসা যজ্ঞপশবো যুগেঽস্মিন্ ন তথা তথা ॥ ৮২
চতুষ্পাৎ সকলো ধর্মো ভবিষ্যত্যত্র বৈ সুরাঃ।
ততস্ত্রেতাযুগং নাম ত্রয়ী যত্র ভবিষ্যতি ॥ ৮৩
প্রোক্ষিতা যত্র পশবো বধং প্রাপ্স্যন্তি বৈ মখে।
যত্র পাদশ্চতুর্থো বৈ ধর্মস্য ন ভবিষ্যতি ॥ ৮৪
ততো বৈ দ্বাপরং নাম মিশ্রঃ কালো ভবিষ্যতি
দ্বিপাদহীনো ধর্মস্তু যুগে তস্মিন্ ভবিষ্যতি ॥ ৮৫
ততস্ত্রিষ্বেব সম্প্রাপ্তে যুগে কলিপুরস্কৃতে
একপাদস্থিতো ধর্মো যত্র তত্র ভবিষ্যতি ॥৮৬
দেবা দেবর্ষয়শ্চাত্র তমেবংবাদিনং গুরুম্

একপাদস্থিতে ধর্মে যত্র কৃচ্ছ্রে গামিনি ॥ ৮৭
কথং কর্তব্যমস্মাভির্ভগবংস্তন্ন যদস্ত নঃ
শ্রীভগবানুবাচ
যত্র বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপঃ সত্যং দমস্তথা ॥ ৮৮
অহিংসাধর্মসংযুক্তাঃ প্রবর্তেরন্ সুরোত্তমাঃ।
স বো দেশঃ সেবিতব্যো যা বোঽধর্মঃ পরা স্পৃশেৎ ॥৮৯
ব্যাস উবাচ।
তেঽনুশিষ্টা ভগবতা দেবাঃ সর্ষিগণাস্তথা
নমস্কৃত্বা ভগবতে জগ্মুর্দেশান্ যথেপ্সিতান্ ॥ ৯০
গতেষু ত্রিদিবৌকঃসু ব্রহ্মৈকঃ পর্যবস্থিতঃ
দিদৃক্ষুর্ভগবন্তং তমনিরুদ্ধতনৌ স্থিতম্ ॥ ৯১
তং দেবো দর্শয়ামাস কৃত্বা হয়শিরো মহৎ
সাঙ্গানবর্তয়ন্ বেদান্ কমণ্ডলুত্রিদণ্ডধৃক্ ॥ ৯২
ততোঽশ্বশিরসং দৃষ্ট্বা তং দেবমমিতৌজসম্।
লোককর্তা প্রভুর্ব্রহ্মা লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৯৩

তোমরা সকলে যজ্ঞে এবং নিজ নিজ অধিকারসমূহ বিধি অনুসারে পালন কর। সমস্ত লোকমধ্যে সম্পূর্ণ বৈদিক ক্রিয়া-সকলকে অবিলম্বে তোমরা প্রচলিত কর ॥ ৮০

সুরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা প্রাণিগণকে তাহাদের যদ্বিধ কর্ম, সেই সব কর্মানুসারে প্রাপ্ত গতি এবং নিরূপকাল পর্যন্ত আয়ু প্রদান কর ॥ ৮১

এই সত্যযুগ নামে শ্রেষ্ঠ কাল চলিতেছে। এই যুগে যজ্ঞ-পশুগণের হিংসা করা হয় না। অহিংসা ধর্মের বিপরীতও এই যুগে কোন কিছু আচরিত হয় না ॥ ৮২

দেবগণ! এই সত্যযুগে চারি চরণযুক্ত সম্পূর্ণ ধর্মের পালন হইবে। তদনন্তর ত্রেতাযুগ আসিবে, যে যুগে বেদত্রয়ীর প্রচার হইবে ॥ ৮৩

এই যুগে যজ্ঞসমূহে মন্ত্রের দ্বারা পবিত্রীকৃত পশুগণ বধপ্রাপ্ত হইবে এবং ধর্মের এক পাদ অর্থাৎ চতুর্থ অংশ থাকিবে না ॥ ৮৪

তাহার পর দ্বাপর যুগ আসিবে। এই কাল ধর্ম ও অধর্ম উভয়েই যুক্ত হইবে। এই যুগে ধর্ম দুই পাদহীন হইয়া যাইবে ॥ ৮৫

তদনন্তর পুষ্যা নক্ষত্রে কলিযুগের আগমন হইবে। সেই যুগে শুভ-অশুভ ধর্ম এক পাদযুক্ত হইয়াই থাকিবে ॥ ৮৬

তখন দেবতাগণ পূর্বোক্ত বাক্যদাতা গুরুবর শ্রীভগবান্‌কে বলিলেন,—ভগবন্! যখন কলিযুগে যে কোনও স্থানে ধর্মের একটি চরণমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন আমাদের কি করিতে হইবে? ইহা উপদেশ করুন ॥ ৮৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন, সুরশ্রেষ্ঠগণ! যেখানে বেদ, যজ্ঞ, তপ, সত্য, ইন্দ্রিয়সংযম ও অহিংসাধর্ম প্রচলিত থাকিবে, সেই দেশে তোমরা বিচরণ করিবে। এরূপ করিলে পর অধর্ম তোমাদিগকে একপদের দ্বারাও স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৮৮-৮৯

ব্যাসদেব বলিলেন, শিষ্যগণ! ভগবানের এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ঋষিগণের সহিত সকল দেবতা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট স্থানে গমন করিলেন ॥ ৯০

স্বর্গবাসী দেবগণ চলিয়া যাইলে পর একাকী ব্রহ্মাই সেই স্থানেই অবস্থিত রহিলেন। তিনি অনিরুদ্ধ বিগ্রহে স্থিত ভগবান্ শ্রীহরিকে দর্শন করিবার বাসনা করিতেছিলেন ॥ ৯১

তখন ভগবান্ বিশাল হয়গ্রীবরূপ ধারণ করত ব্রহ্মাকে দর্শনদান করিলেন। তিনি কমণ্ডলু ও ত্রিদণ্ড ধারণ করিয়া ছয় অঙ্গসহ বেদ আবৃত্তি করিতেছিলেন ॥ ৯২

সেই সময় অমিত পরাক্রমশালী ভগবান্ হয়গ্রীবকে দর্শন করিয়া সম্পূর্ণ জগতের হিতকামনায় লোককর্তা ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করত সেই যজ্ঞময় দেবতার

মূর্দ্ধা প্রণম্য বরদং স্তবৈরো প্রাঞ্জলিব্রতঃ
স পরিষ্বজ্য দেবেশ বচনং শ্রাবিতস্তদা ॥ ৯৪

শ্রীভগবানুবাচ।

লোককার্য্যগতী: সর্ব্ব ত্বং চিন্তয় যথাবিধি।
ধাতা ত্বং সর্ব্বভূতানাং ত্বং প্রভুর্ভবতো গুরু: ॥ ৯৫
ত্বয্যাবেশিতভারোঽহং সৃষ্টিং প্রাপ্যাম্যধোক্ষজা
যদা চ সুরকার্য্যং তে অবিষ্কৃত: তবিষ্যতি ॥ ৯৬
প্রাদুর্ভাবং গমিষ্যামি তদাত্মজ্ঞানবৈশিক:
এবমুক্ত্বা হরশিরাস্তৈরাস্তরধীয়ত ॥ ৯৭
তেনানুশিষ্টো ব্রহ্মাপি আলোকমচিরাদ্ গত:।
এবমেষ মহাভাগ: পদ্মনাভ: সনাতন: ॥ ৯৮
যজ্ঞেশ্বরস্তব: প্রোক্তো যজ্ঞবারী চ নিত্যদা।
নিবৃত্তিং চাপ্সিতো ধর্ম্ম গতিমক্ষয়ধর্ম্মিণাম্ ॥
প্রবৃত্তিধর্ম্মান্ বিদধে কৃত্বা লোকস্য চিত্রতাম্ ॥ ৯৯
স আদি: স যমা: স চান্ত: প্রজানা:
স ধাতা স হেতু: স কর্ত্তা স কার্য্যম্।

মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন ভগবান্ হরশ্রীব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিলেন। ৯৩-৯৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,— ব্রহ্মন্! তুমি সমস্ত লোকমঙ্গলের কর্ম্মসমূহ এবং সেই সব কর্ম্মের দ্বারা লভ্য মহদ্বিধ গতির বিধি অনুসারে চিন্তা কর, কারণ তুমি প্রাণিগণের ধাতা, তুমি সকলের প্রভু এবং তুমিই এই জগতের গুরু। ৯৫

তোমার উপর এই ভার ন্যস্ত করিয়া আমি অনাসাসেই বৈষ্ণব ধারণ করিব। যখন তোমার নিকট দেবতাগণের কার্য্য অসম্পন্ন হইয়া উঠিবে, তখন আমি আত্মজ্ঞানের উপদেশ দানের জন্য তোমার সম্মুখে আবির্ভূত হইব। এই কথা বলিয়া ভগবান্ হরশ্রীব সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। ৯৬-৯৭

ভগবানের এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাও শীঘ্রই নিজের লোকে গমন করিলেন। এইভাবে সেই মহাভাগ সনাতন পুরুষ ভগবান্ পদ্মনাভ যজ্ঞসমূহে পশুভোক্তা ও সর্ব্বদাই যজ্ঞের পোষক এবং প্রবর্ত্তক বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তিনি কখনও অক্ষয়ধর্ম্মী (মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ) মহাত্মাগণের নিবৃত্তিধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কখনও বিচিত্র চিত্তবৃত্তি করিয়া প্রবৃত্তিধর্ম্মের বিধান করেন। ৯৮-৯৯

এই সেই ভগবান্ নারায়ণ প্রজাগণের আদি, যম ও অন্ত। তিনিই ধাতা, হেতু, কর্ত্তা ও কার্য্য। তিনিই যুগান্তকালীন সমস্ত

যুগান্তে প্রভুত: সৃষ্ট্বা সংক্ষিপ্য লোকান্
যুগাদৌ প্রবৃত্তো জগদ্ব্যাপনর্ত্তে ॥১০০
তস্মৈ নমস্য: দেবায় নির্গুণায় মহাত্মনে
অজায় বিশ্বরূপায় ধাম্নে সর্ব্বদিবৌকসাম্ ॥ ১০১
মহাভূতাধিপতয়ে রুদ্রাণাং পতয়ে তথা।
আদিত্যপতয়ে চৈব বসূনাং পতয়ে তথা ॥ ১০২
অশ্বিন্যাং পতয়ে চৈব মরুতাং পতয়ে তথা
বেদযজ্ঞাধিপতয়ে বেদাঙ্গপতয়েঽপি চ ॥ ১০৩
সমুদ্রবাসিনে নিত্যং হরয়ে মুঞ্জকেশিনে
শান্তায় সর্ব্বভূতানাং মোক্ষধর্ম্মানুভাষিণে ॥ ১০৪
তপসাং তেজসাং চৈব পতয়ে দমসামপি।
বচসাং পতয়ে নিত্যং সত্যিতাং পতয়ে তথা ॥ ১০৫
কপর্দ্দিনে বরাহায় একশৃঙ্গায় ধীমতে
বিশ্বভোক্তেঽথ বিশ্বসে চতুর্মূর্ত্তিধৃতে সদা ॥ ১০৬
গুহায় জ্ঞানভূতায় অক্ষরায় ক্ষরায় চ
এষ দেব: সদা স্তুত্য সর্ব্বত্রগতিরব্যয়: ॥ ১০৭

লোকসকলকে সংহার করিয়া সমস্ত করেন এবং তিনিই কল্পের আদিতে আবির্ভূত হইয়া জগতের সৃষ্টি করেন। ১০০

নিরূপণ! তোমরা সেই অজন্মা, বিশ্বরূপ, সম্পূর্ণ দেবতাগণের আশ্রয় নির্গুণ পরমাত্মা নারায়ণদেবকে নমস্কার কর। ১০১

তিনিই মহাভূতগণের অধিপতি এবং রুদ্র, আদিত্য ও বসুদিগেরও পতি (পালনকর্ত্তা)। তাঁহাকে নমস্কার কর। ১০২

তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পতি, মরুদ্গণের পতি, বেদ ও যজ্ঞসমূহের অধিপতি এবং বেদাঙ্গসকলেরও পতি, তাঁহাকে প্রণাম কর। ১০৩

যিনি সর্ব্বদা সমুদ্রে বাস করেন, যাঁহার কেশ মুঞ্জতৃণের ন্যায় কঠোরবিশিষ্ট এবং যিনি সমস্ত প্রাণিগণকে মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ দিয়া থাকেন, সেই শান্তস্বরূপ শ্রীহরিকে নমস্কার কর। ১০৪

যিনি তপ, তেজ, দম, বাণী ও নদীসকলের পতি এবং নিত্য সত্যস্বরূপ, সেই শ্রীহরিকে নমস্কার কর। ১০৫

যিনি কপর্দ্দীজটাধারী, একশৃঙ্গবিশিষ্ট বরাহ, বুদ্ধিমান্, বিশ্বভোক্তা, হরশ্রীব ও চতুর্মূর্ত্তিধারী, সেই নারায়ণকে প্রণাম কর। ১০৬

যাঁহার স্বরূপ গুহ্য, যিনি জ্ঞানরূপ নেত্রের দ্বারাই দৃষ্ট হইয়া থাকেন এবং যিনি ক্ষর-অক্ষরস্বরূপ, সেই শ্রীহরিকে প্রণাম কর। এই অবিনাশী নারায়ণ সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করেন এবং ইঁহার সর্ব্বত্র গতি। ১০৭

এষ তৈতৎ পরং ব্রহ্ম জ্ঞেয়ো বিজ্ঞানচক্ষুষা
এষমেতৎ পুরা দৃষ্টং ময়া বৈ জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ১০৮
কথিতং তচ্চ বৈ সর্বং ময়া পৃষ্টেন তত্ত্বতঃ
ক্রিয়তাং মদ্বচঃ শিষ্যাঃ সেব্যতাং হরিরীশ্বরঃ।
গীয়তাং বেদশব্দৈশ্চ পূজ্যতাঞ্চ যথাবিধি ॥ ১০৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তাস্তে বয়ং তেন বেদব্যাসেন ধীমতা।
সর্বে শিষ্যাঃ সুতশ্চাস্য শুকঃ পরমধর্মবিৎ ॥ ১১০
স চাপ্যেকমুপাধ্যায়ঃ সহাস্মাভির্বিশাম্পতে
চতুর্বেদোদগতাভিস্তমৃগ্ভিঃ সমভিষ্টুবে ॥ ১১১
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
এবং মেধ্যকথস্যন্ ত্রাজন্ পুরা বৈশাম্পায়নো গুরুঃ ॥ ১১২
যশ্চেদং শৃণুয়ান্নিত্যং যশ্চৈনং পরিকীর্তয়েৎ।
মনো ভগবতে কৃত্বা সমাধিতমতির্নরঃ ॥ ১১৩
ভবত্যারোগ্যো মতিমান্ বলরূপসমন্বিতঃ।
আয়ুষো মুচ্যতে রোগাদ্ বন্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১১৪
কামান্ কামী লভেৎ কামং দীর্ঘং চায়ুরবাপ্নুয়াৎ
ব্রাহ্মণঃ সর্ববেদী স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ ॥
বৈশ্যো বিপুললাভঃ স্যাচ্ছূদ্রঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ।
অপুত্রো লভতে পুত্রং কন্যা চৈবেপ্সিতং পতিম্ ॥ ১১৬
লব্ধগর্ভা বিমুচ্যেত গর্ভিণী জনয়েৎ সুতম্
বন্ধ্যা প্রসবমাপ্নোতি পুত্রপৌত্রসমৃদ্ধিমৎ ॥ ১১৭
ক্ষেমেণ গচ্ছেদধ্বানমিমং যঃ পঠতে পথি।
যো যং কামং কাময়তে স তমাপ্নোতি চ ধ্রুবম্ ॥ ১১৮
ইদং মহর্ষের্বচনং বিনিশ্চিতং
মহাত্মনঃ পুরুষবরস্য কীর্তিতম্
সমাগমং চৈবিদিবৌকসামিমং
নিশম্য তুষ্টাঃ সুসুখং লভন্তে ॥ ১১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নারায়ণীয়ে
চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪০ ॥

যোগী রোগ হইতে এবং বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ১১৩-১১৪

সকাম ব্যক্তি মনোবাঞ্ছিত কামনা লাভ করে এবং দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ সমস্ত বেদে অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং ক্ষত্রিয় যুদ্ধে বিজয়ী হন ॥ ১১৫

বৈশ্য ইহার শ্রবণ পঠনে বিপুল ধন লাভ করে। শূদ্র সুখভাগী হয়। পুত্রহীন ব্যক্তি পুত্র এবং কন্যা মনোবাঞ্ছিত পতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ১১৬

যাহার গর্ভ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে, সে যদি ইহা শ্রবণ করে, তবে সেই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া যায়। গর্ভবতী ঠিক যথাসময়ে পুত্রের জন্মদান করে। বন্ধ্যা রমণীও গর্ভবতী হয় এবং তাহার সেই গর্ভ পুত্র-পৌত্র ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১১৭

যে ব্যক্তি পথের মধ্যে ইহা পাঠ করে, সেই ব্যক্তি কুশলের সহিত নিজের যাত্রা পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়। ইহার পাঠ ও শ্রবণকারী মানব যে যে বস্তু কামনা করে, সে উহা অবশ্যই লাভ করিয়া থাকে ॥ ১১৮

পুরুষপ্রবর মহাত্মা মহর্ষি ব্যাসদেব কথিত এই নিশ্চয়াত্মক বচন এবং ঋষিগণ ও দেবতাদিগের সমাগম-সম্বন্ধীয় এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভক্তজন উত্তম সুখলাভ করিয়া থাকেন ॥ ১১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে নারায়ণীয়ে মহর্ষি ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নিজপ্রভাবঃ বর্ণয়তা শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনসমীপে স্বনামানাং বুৎপত্তের্মাহাত্ম্যস্য চ বর্ণনম্।]

জনমেজয় উবাচ

অস্তৌষীদ্ যৈরিমং ব্যাসঃ সর্ষিসঙ্ঘো মধুসূদনম্
নামভির্বিবিধৈরেষাং নিরুক্তং ভগবন্ মম। ১

বক্তুমর্হসি তত্ত্বেন প্রজাপতিপতের্হরেঃ
শ্রুত্বা স্তবেষু যং পুণ্যং পরমেষ্ঠ্যপি বাসবঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ

শৃণু রাজন্ যথাচষ্ট কার্ষ্ণস্য হরিঃ প্রভুঃ
প্রশস্যমানস্তৈর্নামাং নিরুক্তং গুণকর্মজম্। ৩

নামভিঃ কীর্তিতৈস্তস্য কেশবস্য মহাত্মনঃ
পৃষ্টবান্ কেশবং রাজন্ কার্ষ্ণঃ পরবীরহা। ৪

অর্জুন উবাচ

ভগবন্ ভূতভব্যেশ সর্বভূতনমস্কৃত।
লোকধাম জগন্নাথ লোকানামভয়প্রদ। ৫

যানি নামানি তে দেব কীর্তিতানি মহর্ষিভিঃ।
বেদেষু সপুরাণেষু যানি গুহ্যানি কর্মভিঃ। ৬

তেষাং নিরুক্তং ত্বত্তোঽহং শ্রোতুমিচ্ছামি কেশব।
ন হ্যন্যো বর্ণয়েদ্ধাম্নাং নিরুক্তং ত্বামৃতে প্রভো। ৭

শ্রীভগবানুবাচ

ঋগ্বেদে সমযজুর্বেদে তথৈবাথর্বসামসু।
পুরাণে সোপনিষদে তথৈব জ্যোতিষেঽর্জুন। ৮

সাংখ্যে চ যোগশাস্ত্রে চ আয়ুর্বেদে তথৈব চ।
বহূনি মম নামানি কীর্তিতানি মহর্ষিভিঃ। ৯

গৌণানি তত্র নামানি কর্মজানি চ কানিচিৎ
নিরুক্তং কর্মজানাং ত্বং শৃণুষ প্রযতোঽনঘ। ১০

কথ্যমানং ময়া তাত ত্বং হি মেঽদ্যং সুতঃ পুরা
নরোঽভিগমসে তথ্যং দেহিনাং পরমাক্ষয়ম্। ১১

নারায়ণায় বিধয়ে নির্গুণায় গুণাত্মনে
যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রস্য ক্রোধসম্ভবঃ। ১২

একচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনের নিকট নিজের প্রভাব বর্ণনা করিতে করিতে নিজের নামসকলের বুৎপত্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণন]

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্! শিষ্যগণের সহিত মহর্ষি ব্যাসদেব যে নানাপ্রকার নামমন্ত্রের দ্বারা এই মধুসূদনের স্তব করিয়াছিলেন, সেই সব নামের নির্বচন—বুৎপত্তি, আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। আমি প্রজাপতিগণের পতি ভগবান্ শ্রীহরির নামসকলের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক, কারণ, উহা শ্রবণ করিয়া আমি পরমেষ্ঠ্যের ন্যায় নির্মল ও পবিত্র হইয়া যাইব। ১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজন্! ভগবান্ শ্রীহরি অর্জুনের উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে তত্ত্ব ও কর্মানুসারে স্বয়ং নিজের নাম-সকলের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, উহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩

যে রাজন্! যে সব নামের দ্বারা সেই মহাত্মা কেশবের কীর্তন করা হয়, শত্রুবীরনাশকারী অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে তদ্বিষয়ে এরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪

অর্জুন বলিলেন, ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালের নিয়ামক, সকল ভূতের স্রষ্টা, অবিনাশী, জগদাধার এবং সমস্ত লোকসমূহের অভয়দাতা, জগন্নাথ, ভগবন্, নারায়ণদেব! মহর্ষিগণ আপনাকে যে যে নামে কীর্তন করেন, পুরাণ ও বেদসমূহে কর্মানুসারে যে যে গোপনীয় নাম উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সব নামের ব্যাখ্যা আমি আপনার নিকট হইতে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি প্রভো কেশব! আপনি ব্যতীত অন্য কেহই সেই সব নামের বুৎপত্তি বলিতে সমর্থ নহে। ৫-৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—অর্জুন! ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, জ্যোতিষ, সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র এবং আয়ুর্বেদে মহর্ষিগণ আমার বহু নাম কীর্তন করিয়াছেন। ৮-৯

সেই সব নামের মধ্যে কিছু নাম গুণানুসারে এবং কিছু নাম কর্মানুসারে উল্লিখিত হইয়াছে। নিষ্পাপ অর্জুন! তুমি একাগ্র-চিত্ত হইয়া প্রথমে আমার কর্মজনিত নামসমূহ শ্রবণ কর। ১০

তাত! আমি তোমার নিকট নামসকলের বুৎপত্তি বলিতেছি; কারণ, পূর্ব হইতেই তুমি আমার অঙ্গ শরীর বলিয়া কথিত হইয়াছ। যিনি সমস্ত দেহধারী জীবগণের উৎপত্তি স্থান, সেই মহাশক্তি, নির্গুণ-সকলরূপ বিধাতা ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার। ১১½

যাঁহার প্রসাদ হইতে ব্রহ্মা এবং ক্রোধ হইতে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই শ্রীহরিই সমস্ত চরাচর জগতের উৎপত্তির কারণ। ১২½

ষোঽসৌ যোনিরিহ সর্বস্য স্থাবরস্য চরস্য চ
অষ্টাদশগুণা যং তং সন্তঃ সত্ত্ববতাং বর ॥ ১৩
প্রকৃতিঃ সা পরং মন্ত্রঃ রোদসী যোগধারিণী।
ভর্তা সত্তাময়ত্বেন লোকানামাত্মসংজ্ঞিতা
তস্মাৎ সর্বাঃ প্রবর্তন্তে সর্গপ্রলয়বিক্রিয়াঃ
তপো যজ্ঞশ্চ যষ্টা চ পুরাণঃ পুরুষো বিরাট্ ॥ ১৪
অনিরুদ্ধ ইতি প্রোক্তো লোকানাং প্রভবাপ্যয়ঃ
রাত্রৌ রাত্রিক্ষয়ে প্রাপ্তে তস্য ভ্রূমিত্রতেজসঃ ॥ ১৬
প্রসাদাৎ প্রাদুরভবৎ পদ্মঃ পদ্মনিভেক্ষণ।
ততো ব্রহ্মা সমভবৎ স তস্যৈব প্রসাদজঃ ॥ ১৭
অক্ষ্ণঃ ক্ষরে ললাটাচ্চ সুতো দেবস্য বৈ তথা
ক্রোধাবিষ্টস্য সংজজ্ঞে রুদ্রঃ সংহারকারকঃ ॥ ১৮
এতৌ যৌ বিবুধশ্রেষ্ঠৌ প্রসাদ-ক্রোধজাবুভৌ।
তদাদেশিত্বপদ্মানৌ সৃষ্টিসংহারকারকৌ ॥ ১৯

বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন! অষ্টাদশ গুণযুক্ত * যে সত্ত্বময় আদিপুরুষ, তিনিই আমার পরা প্রকৃতি পৃথিবী ও আকাশের আত্মস্বরূপা এই প্রকৃতিই যোগবলে সমস্ত লোকসমূহকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এই প্রকৃতিই ভর্তা (কর্মফলকৃত গতি-স্বরূপা), সত্তা (ত্রিকালাবাধিত ব্রহ্মরূপা), অমরা, অক্ষয়া এবং সমস্ত লোকসমূহের আত্মস্বরূপা। ১৩-১৪

তাঁহা হইতেই (সত্ত্বময় আদিপুরুষ হইতেই) সৃষ্টি ও প্রলয়াদি সমস্ত বিকার উদ্ভব হইয়া থাকে। এই পুরুষই তপ, যজ্ঞ, যজমান এবং পুরাতন বিরাট্ পুরুষ। ইঁহাকেই অনিরুদ্ধ বলা হয় ইঁহারই দ্বারা লোকসকলের সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া থাকে। ১৫।

যখন প্রলয়ের রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যায়, সেই সময় অমিততেজস্বী অনিরুদ্ধের প্রসাদে এক কমল প্রাদুর্ভূত হয়। পদ্মপলাশ অর্জুন! এই কমল হইতেই ব্রহ্মার আবির্ভাব হইয়াছে। এই ব্রহ্মা ভগবান্ অনিরুদ্ধের প্রসাদেই উৎপন্ন হইয়াছেন। ১৬-১৭

ব্রহ্মার দিন অতিক্রান্ত হইলে পর ক্রুদ্ধ সেই অনিরুদ্ধের ললাট হইতে তাঁহার পুত্ররূপে সংহারকারী রুদ্র উদ্ভূত হইয়াছেন। ১৮

এই দুই শ্রেষ্ঠ দেবতা ব্রহ্মা ও রুদ্র ভগবান্ অনিরুদ্ধের প্রসাদ এবং ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহারই করিত

নিমিত্তমাত্রং তাবত্র সর্বপ্রাণিবরপ্রদৌ
কপর্দী জটিলো মুণ্ডঃ শ্মশানগৃহসেবকঃ ॥ ২০
ঊর্ধ্বরেতশ্চরো রুদ্রো যোগী পরমদারুণঃ।
দক্ষক্রতুহরশ্চৈব ভগনেত্রহরস্তথা ॥ ২১
নারায়ণাত্মকো জ্ঞেয়ঃ পাণ্ডবেয় যুগে যুগে।
তস্মিন্ হি পূজ্যমানে বৈ দেবদেবে মহেশ্বরে ॥ ২২
সম্পূজিতো ভবেৎ পার্থ দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ
অহমাত্মা হি লোকানাং বিদ্ধেষাং পাণ্ডুনন্দন ॥ ২৩
তস্মাদাত্মানমেবাগ্রে রুদ্রং সম্পূজয়াম্যহম্
যস্মাৎ নার্চয়েয়ং বৈ ঈশানং বরদং শিবম্ ॥ ২৪
আত্মানং নার্চয়েৎ কশ্চিদিতি মে ভাবিতাত্মনঃ
ময়া প্রমাণং হি কৃতং লোক সমনুবর্ততে ॥ ২৫
প্রমাণানি হি পূজ্যানি ততস্তং পূজয়াম্যহম্।
যস্তং বেত্তি স মাং বেত্তি নোহনু তং স হি মানয়ু ॥২৬

যাগ আশ্রয়পূর্বক করিয়া ইঁহারা সৃষ্টি ও সংহার কার্য সম্পন্ন করেন। ১৯

সমস্ত প্রাণিগণের বরদাতা এই দুই দেবতা ব্রহ্মা ও রুদ্র সৃষ্টি এবং সংহারের নিমিত্তমাত্র। (প্রকৃতপক্ষে সে সব কার্যই ভগবানের ইচ্ছায় নিষ্পন্ন হয়)। ইঁহাদের মধ্যে সংহারকারী রুদ্রের কপর্দী (জটাজুটধারী), জটিল, মুণ্ড, শ্মশান গৃহসেবক, ঊর্ধ্ব রেতাচরণকারী, রুদ্র, যোগী, পরম দারুণ, দক্ষযজ্ঞবিধ্বংসক এবং ভগনেত্রহারী ইত্যাদি বহু নাম আছে। ২০-২১

পাণ্ডুপুত্র! এই ভগবান্ রুদ্রকে নারায়ণস্বরূপ বলিয়াই জানিতে হইবে। পার্থ! প্রত্যেক যুগে এই দেবাধিদেব মহেশ্বরের পূজা করিলে পর সর্বসমর্থ ভগবান্ নারায়ণেরই পূজা করা হয়। ২২।

পাণ্ডুনন্দন! আমি সমস্ত লোকসমূহের আত্মা। সেইজন্য আমি পূর্বে নিজেরই আত্মস্বরূপ রুদ্রের পূজা করি। ২৩।

যদি আমি বরদাতা ভগবান্ শিবের পূজা না করি, তবে অন্য কেহ ত' সেই আত্মস্বরূপ শঙ্করের পূজা করিবে না, ইহাই আমার ধারণা। ২৪।

আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মকে আদর্শ ও প্রমাণ মনে করিয়া সকল লোক তাহার অনুসরণ করিবে। যাহার পূজনীয়তা বেদবাক্যের দ্বারা প্রমাণিত, সেই দেবতার পূজা করা উচিত। এরূপ চিন্তা করিয়া আমি রুদ্রদেবের পূজা করি। যে ব্যক্তি রুদ্রকে জানে, সে আমাকেও জানে। যে ব্যক্তি তাঁহার অনুগামী, সে আমারও অনুগামী। ২৫-২৬

* প্রীতি, প্রকাশ, ঊর্ধ্বগতি, লঘুতা, সুখ, অকার্পণ্য, রোষাভাব, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, অধিংসা, শৌচ, অক্রোধ, সরলতা, নম্রতা, সত্য ও লোভশূন্যের অভাব—ইহাই সত্ত্বের অষ্টাদশ গুণ।

রুদ্রো নারায়ণশ্চৈব সত্ত্বমেকং দ্বিধাকৃতম্
লোকে চরতি কৌন্তেয় যাজিভিঃ সর্বকর্মভি
ন হি মে কেনচিদ্ দেয়ো বরঃ পাণ্ডবনন্দন।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা পুরাণং রুদ্রমীশ্বরম্ ১৮
পুত্রার্থমাত্মবিততয়ে মাত্মানমনাত্মনা।
ন হি বিষ্ণুঃ প্রণমতি কস্যৈচিদ্ বিধায় চ। ১৯
অহমে আত্মানমেবেতি ততো রুদ্রঃ তমাত্মভূম্।
সত্ত্বমূর্তয়ঃ সংকল্পাস্ত সেজ্যা দেবাঃ সহর্ষিভিঃ ৩০
অর্চন্তি পুরুষশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং হরিম্।
ভবিষ্যতাং বর্তমানাঃ ভূতানাং চৈব ভারত
সর্বেষামগ্রণীর্বিষ্ণুঃ সেজ্যা পূজ্যশ্চ নিত্যশঃ
নমস্য হ্যেষ বিষ্ণুঃ তথা পরমঃ নম। ৩২
বরদং নমস্য কৌন্তেয় হব্যকব্যভুজং নম
চতুর্বিধা মম জনা ভক্তা এব হি মে প্রকম্

ভেষামেকান্তিনঃ শ্রেষ্ঠা যে চৈবানন্যদেবতাঃ
অহমেব গতিস্তেষাং নিরাশীঃ কর্মকারিণাম্ ৩৪
যে চ শিষ্টাস্ত্রয়ো ভক্তা ফলকামা হি তে মতাঃ
সর্বে চায়নপ্রান্তে প্রতিবুদ্ধস্য শ্রেষ্ঠতাম্ ৩৫
ব্রহ্মাণং শিতিকণ্ঠঞ্চ যজন্তো দেবতাঃ শ্রুতাঃ
প্রবৃদ্ধচর্যাঃ সেবন্তো মামেবৈষ্যন্তি হং পরম্ ৩৬
ভক্তং প্রতি বিশেষস্তে এষ পার্থানুকীর্তিতঃ।
ত্বং চৈবাহঞ্চ কৌন্তেয় নর-নারায়ণৌ স্মৃতৌ ৩৭
ভারাবতরণার্থং তু প্রবিষ্টৌ মানুষীং তনুম্
জানাম্যধ্যাত্মযোগাংশ্চ যোহহং যশ্চাস্মি ভারত। ৩৮
নিবৃত্তিলক্ষণো ধর্মস্তথাত্মাদর্শিকোঽপি চ।
নরাণাময়নং খ্যাতমহমেকঃ সনাতনঃ। ৩৯
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ
অয়নং মম তৎ পূর্বমতো নারায়ণো হ্যহম্ ৪০

কুরুনন্দন! রুদ্র ও নারায়ণ উভয়ে একই স্বরূপ। ইঁহারা দুই স্বরূপ ধারণ করত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে অবস্থান করিয়া সংসারে যজ্ঞাদি নানা কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ১৭

পাণ্ডবসত্তম আনন্দবর্ধন অর্জুন! আমাকে অন্য কেহই বরদান করিতে সমর্থ নহে; ইহা চিন্তা করিয়াই আমি পুত্র-প্রাপ্তির জন্য স্বয়ংই নিজের আত্মস্বরূপ পুরাণপুরুষ জগদীশ্বর রুদ্রের আরাধনা করিয়াছি। ১৮-১৯

বিষ্ণু নিজের আত্মস্বরূপ রুদ্র ব্যতীত অন্য কোন দেবতাকে প্রণাম করেন না; সেইজন্য আমি রুদ্রের স্তবনা করি। ২০-২১

ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র এবং ঋষিগণ সহ সকল দেবতাই পুরুষশ্রেষ্ঠ নারায়ণ শ্রীহরির অর্চনা করেন। ৩০-৩১

ভরতসত্তম! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই তিন কালেই অবস্থিত সকল পুরুষগণের পক্ষে ভগবান্ বিষ্ণুই অগ্রগণ্য, অতএব সকলের সর্বদা তাঁহারই সেবা-পূজা করা কর্তব্য। ৩২-৩৩

কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমি হব্যদাতা বিষ্ণুকে নমস্কার কর, পরমদাতা শ্রীহরিকে প্রণাম কর, বরদাতা বিষ্ণুর বন্দনা কর এবং হব্যকব্য-ভোক্তা ভগবান্‌কে নমস্কার কর। ৩৪-৩৫

তুমি আমার নিকট হইতে শুনিয়াছ যে, আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চারি প্রকার মনুষ্য আমার ভক্ত। ইহাদের মধ্যে যাহারা আমাকে একান্তভাবে ভজনা করে এবং অন্য কোন দেবতাকে নিজেদের আরাধ্য বলিয়া মনে করে না, তাহারা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নিষ্কামভাবে সমস্ত কর্মের বিধাতনকারী সেই সব ভক্তের আমিই পরম গতি। ৩৪-৩৫

যে যে তিন প্রকার ভক্ত, আমার মতে তাহারা ফলকামী। সেইজন্য তাহারা সকলে চ্যবনকল্প অর্থাৎ পুণ্যভোগের পর স্বর্গাদি লোক হইতে চ্যুত হইয়া যায়, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ ফলভাগী (ভগবৎপ্রাপ্ত) হইয়া থাকে। ৩৫

জ্ঞানী ভক্তগণ ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য দেবতাদিগকে নিষ্কাম ভাবে সেবা করিতে করিতে অন্তে পরমাত্মা আমাকে প্রাপ্ত হয়। ৩৬

পার্থ! এই আমি তোমাকে ভক্তগণের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা বলিলাম। কুরুনন্দন! তুমি ও আমি—আমরা উভয়ে নর-নারায়ণ নামে ঋষি ছিলাম এবং পৃথিবীর ভারাবতরণের জন্য আমরা এই মানবদেহে প্রবিষ্ট হইয়াছি। ৩৭-৩৮

ভারত! আমি আত্মযোগ জানি এবং আমি যে ও তোমা হইতে আসিয়াছি—এই বিষয়ও আমি জানি। লৌকিক অভ্যুদয়ের সাধক প্রবৃত্তি ধর্ম এবং নিঃশ্রেয়স প্রদানকারী নিবৃত্তি-ধর্মও আমার জানা আছে। একমাত্র সনাতন পুরুষ আমিই সমস্ত মনুষ্যগণের ভবিষ্যতে আশ্রয়স্বরূপ নারায়ণ। ৩৮-৩৯

নর (পরমব্রহ্ম) হইতে উৎপন্ন হওয়ায় জল নার বলিয়া কথিত হয়। সেই নার (জল) পূর্বে আমার অয়ন (নিবাসস্থান) ছিল; অতএব আমি 'নারায়ণ' নামে অভিহিত হই। ৪০

আদদামি জগদ্ বিশ্বং ভূত্বা সূর্য ইবাংশুভিঃ।
সর্বভূতাধিবাসশ্চ বাসুদেবস্ততো হ্যহম্ ॥ ৪১
গতিশ্চ সর্বভূতানাং প্রজনশ্চাপি ভারত
ব্যাপ্তা মে রোদসী পার্থ জ্যান্তিশ্চাত্যধিকা মম।
অভিভূতানি চাঙ্গেষু তদিচ্ছাশ্চাপি ভারত।
ক্রমণাচ্চাপ্যহং পার্থ বিষ্ণুরিত্যভিসংজ্ঞিতঃ ॥ ৪৩
যস্মাৎ সিষ্বিরে পত্নীপুত্রো মাং জনাঃ কাময়ন্তি চ।
দিবং চোর্বাক্ চ যস্মাচ্চ তস্মাদ্ দামোদরো হ্যহম্ ॥ ৪৪
পৃশ্নিরিত্যুচ্যতে চায়ং বেদ আলোহয়ুতং তথা।
মমৈতানি সদা গর্ভঃ পৃশ্নিগর্ভস্ততো হ্যহম্ ॥ ৪৫
অথবঃ প্রাহুরেনং মাং ত্রিভিঃ কূপনিপাতিতম্
পৃশ্নিগর্ভ ত্রিভিঃ পাহীত্যেতত্ত্রিকূপপাতিতম্ ॥ ৪৬
ততঃ স ব্রহ্মণঃ পুত্র আত্মা স্রষ্টাসৃজন্ত্রিভিঃ।
উত্তমাক্ষরযোগাচ্চ বৈ পৃশ্নিগর্ভাদুদীর্ঘনাৎ ॥ ৪৭
সূর্যান্ত তপতো লোকানগ্নেঃ সোমস্য চাপ্যুত।
অংশবো যৎ প্রকাশন্তে মমৈতে কেশসংজ্ঞিতাঃ ॥
এবং হি বরদ নাম কেশবেতি মমার্জুন
দেবানামথ সর্বেষামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥ ৫৯
অগ্নিঃ সোমেন সংযুক্ত একযোনিত্বমাগতঃ।
অগ্নীষোমময়ং তস্মাজ্জগৎ কৃৎস্নং চরাচরম্ ॥ ৫০
অপি হি পুরাণে ভবতি একযোন্যাত্মকাবগ্নীষোমৌ
দেবাস্যাগ্নিমুখা ইতি একযোনিত্বাচ্চ পরস্পরমীড়তে।
লোকান্ ধারয়ত ইতি ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নারায়ণীয়ে একচত্বারিংশদ-
ধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪১ ॥

(যিনি সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত অথবা যিনি সকলের বাসস্থান, তাঁহাকে 'বাসু' বলা হয়)। আমিই সূর্যরূপে কিরণ করত নিজের কিরণসমূহের দ্বারা সম্পূর্ণ জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকি এবং আমিই সমস্ত প্রাণিগণের বাসস্থান; সেইজন্য আমার নাম 'বাসুদেব' ॥৪১

ভারত! আমি সমস্ত প্রাণিগণের গতি এবং উৎপত্তির স্থান। পার্থ! আমি আকাশ ও পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করিয়া আছি। আমার কান্তি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভরতনন্দন! সমস্ত প্রাণী অন্তকালে যে ব্রহ্মকে লাভ করিবার ইচ্ছা করে, সেই ব্রহ্মও আমিই। ভূতীভূতায়! আমি সকলকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত আছি। এই সব কারণে আমার নাম 'বিষ্ণু' হইয়াছে॥ ৪২-৪৩

মনুষ্যগণ পত্নী (ইন্দ্রিয়সংঘের) দ্বারা নিষিক্ত হইয়া আমাকে লাভ করিতে বাসনা করে এবং দ্যুলোকের দ্বারা আমার পৃথিবী, স্বর্গ ও মধ্যবর্তী লোকসমূহের মধ্যে উচ্চস্থান পাইবার অভিলাষ করে, সেইজন্য আমার নাম 'দামোদর'। (বস্তু এর নাম; যেমন উপনিষদে—উদ্যতিং প্রাপ্রোতি যস্মাৎ স

---

* বিষ্ল্ল গতৌ ধাতুরয়ং, বিষ্ল্ল দীপ্তৌ ধাতুরয়ং, বিষূ সেচনে ধাতুরয়ং, বিষ্ব্যাপ্তৌ ধাতুরয়ং, বিশ প্রবেশনে ধাতুরয়ং, ষ্ণু প্রস্রবণে ধাতুরয়ং—এই সব ধাতু হইতে 'বিষ্ণু' শব্দ উৎপন্ন হয়, সুতরাং গতি, দীপ্তি, সেচন, ব্যাপ্তি, প্রবেশ ও প্রস্রবণ- এই সমস্ত অর্থই 'বিষ্ণু' শব্দে নিহিত আছে।

মাদোদরঃ—ইহাই দামোদর শব্দের ব্যুৎপত্তি ॥ ৪৪

অম্ব, মেঘ, জল ও অমৃতকে 'পৃশ্নি' বলে। এই সব বস্তু সর্বদা আমার গর্ভে (মধ্যে) থাকে, সেইজন্য আমার নাম পৃশ্নিগর্ভ ॥ ৪৫

যখন ত্রিত মুনি নিজের দুই ভ্রাতা একত ও দ্বিতের দ্বারা কূপে নিক্ষিপ্ত হন, তখন ঋষিগণ আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—পৃশ্নিগর্ভ! আপনি একত ও দ্বিত কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ত্রিতমুনিকে রক্ষা করুন। সেই সময় আমার পৃশ্নিগর্ভ নামের ব্যুৎপত্তি কীর্তন করায় ব্রহ্মার আদিপুত্র ঋষিবর ত্রিত কূপ হইতে উত্তীর্ণ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৪৬-৪৭

জগতের তাপকারী সূর্যের, অগ্নির ও চন্দ্রের যে কিরণ প্রকাশিত হয়, সে সমস্ত আমার কেশ বলিয়া কথিত হয়। সেই কেশের দ্বারা যুক্ত হওয়ায় সর্বজ্ঞ ঋষিশ্রেষ্ঠগণ আমাকে 'কেশব' নামে অভিহিত করেন ॥ ৪৮-৪৯

অর্জুন! এইরূপে আমার 'কেশব' নাম সমস্ত দেবতা ও মহাত্মা ঋষিগণের পক্ষেই বরদায়ক। ৪৯

অগ্নি সোমের সহিত সংযুক্ত হইয়া একযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইজন্য সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ অগ্নী-সোমময়। ৫০

পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, অগ্নি ও সোম একযোনি এবং সমস্ত দেবতাগণের মুখ অগ্নি। একযোনি হওয়ায় পরস্পর পরস্পরকে আনন্দদান করে এবং লোকসকলকে ধারণ করে ॥৫১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে নারায়ণের মহিমাবিষয়ক একচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সৃষ্টেঃ প্রাগবস্থাবর্ণনম্, ব্রাহ্মণানাং মায়াস্বপ্রকাশক-বহ্বৃচ-বৃত্তান্তানামুল্লেখঃ, ভগবন্মায়া-হেতুকথনম্, ব্রহ্মণা সহ যুদ্ধে নারায়ণস্য জয়লাভশ্চ]

অর্জুন উবাচ

অগ্নীষোমৌ কথং পূর্বমেকযোনী প্রবর্তিতৌ
এষ মে সংশয়ো জাতস্তং ছিন্ধি মধুসূদন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে বর্তয়িষ্যামি পুরাণং পাণ্ডুনন্দন।
আত্মতেজোদ্ভবং পার্থ শৃণুষৈকমনা মম ॥ ২ ॥
সম্প্রজ্ঞানলকালেঽতিক্রান্তে চতুর্যুগসহস্রান্তে অব্যক্তে
সর্বভূতে প্রলয়ে সর্বভূতস্থাবরজঙ্গমে জ্যোতির্ময়নিধাবু-
দ্ধিভেদেষু তমসি জলৈকার্ণবে লোকে। ৩
আপ ইত্যেতাঃ প্রজাসৃজসংজ্ঞকেঽধিষ্ঠীয়েপ্রতিষ্ঠিতে ॥৪
ন দ্যৌ রাত্র্যাং ন দিবসে ন সতি নাসতি ন ব্যক্তে
ন চাপ্যব্যক্তে ব্যবস্থিতে। ৫

এবমস্যাং হ্যবস্থায়াং নারায়ণগুণাশ্রয়াদজয়ম-
রাদনিদ্রিয়াদপ্রাহ্যাদসম্ভবাৎ সত্তাদহি'প্রাপ্তলাভাদ্
বিধিপ্রবৃত্তিবিশেষাদবৈয়াকরণাদমরাদরূপাৎ
সর্ববাপিনঃ সর্বকর্তুঃ শাশ্বতস্যাদি পুরুষঃ
প্রাদুর্ভূতো হবির্বাহঃ ॥ ৬
নিদর্শনমপি ত্রত্র ভবতি ৭
নাসীদহো ন রাত্রিরাসীন্ন সদাসীন্নাসদাসীৎ তম
এব পুরস্তাদতদ্বদ বিষরূপস্য সা বিষরূপস্য রজনী
হি এবমস্যার্থোঽনুব্যাখ্যাঃ ৮
তস্যোদানীং তমসঃ সম্ভবস্য পুরুষস্য প্রজাযোনের্ব্রহ্মণঃ
প্রাদুর্ভাবে স পুরুষঃ প্রজাঃ সিসৃক্ষমাণো
নেত্রাভ্যামগ্নীষোমৌ সসর্জ ততো ভূতসর্গেষু সৃষ্টেষু

দ্বিচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়

[সৃষ্টির প্রাগবস্থা বর্ণন, ব্রাহ্মণগণের মন্ত্রবাহুল্যের অন্য এবং ব্রহ্মার বৃত্তান্তের উল্লেখ, ভগবন্মায়ার হেতুকথন এবং ব্রহ্মার সহিত যুদ্ধে নারায়ণের বিজয়।]

অর্জুন বলিলেন,—মধুসূদন! অগ্নি ও সোম পূর্বকালে এক-যোনি কিরূপে হইয়াছিলেন? আমার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি তাহা ছেদন করুন। ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন! তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। আমার আত্মতেজ হইতে উদ্ভবের পুরাতন বৃত্তান্ত আমি তোমাকে সর্ব-সমক্ষে বলিব। তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। ২

একাত্তর চতুর্যুগ অতিবাহিত হইয়া যাইলে পর সমস্ত লোকসমূহের প্রলয়কাল উপস্থিত হইল। সকল ভূতই অব্যক্তে লীন হইয়া গিয়াছিল। স্থাবর-জঙ্গম সব প্রাণীই নষ্ট হইয়াছিল। পৃথিবী, তেজ ও বায়ু কিছুই ছিল না। চারিদিক্ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং সম্পূর্ণ জগৎ একার্ণব জলে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল। ৩

সর্বদিকে কেবল জলই ছিল। অন্য কোন বস্তুই তখন ছিল না। এমতাবস্থায় অধিষ্ঠাতৃ ব্রহ্ম নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ॥৪

সেই সময় রাত্রি ছিল না, দিবসও ছিল না। সৎ (কারণ) ছিল না এবং অসৎও (কার্যও) ছিল না। ব্যক্ত ছিল না ও অব্যক্তেরও স্থিতি ছিল না। ৫

এই অবস্থায় নারায়ণের গুণসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবস্থিত সেই অজর, অমর, ইন্দ্রিয়রহিত, অগ্রাহ্য, অসম্ভব, সত্তা-লাভ, হিংসাহীন, ব্রহ্মস্বরূপ, নানাপ্রকার বিশেষ প্রবৃত্তিসমূহের হেতুভূত, বৈয়াকরণরহিত, অক্ষয়, অমর, অরূপরহিত, নিরাকার, সর্ব-ব্যাপী এবং সর্বকর্তা শাশ্বত সনাতন পুরুষ হরির প্রাদুর্ভাব হয়। ৬

এ বিষয়ে শ্রুতির এই দৃষ্টান্তও আছে। ৭

এই প্রলয়কালে দিন ছিল না, রাত্রি ছিল না, সৎ ছিল না, অসৎ ছিল না, কেবল তমই (অন্ধকার) সম্মুখে ছিল। তাহাই সর্বরূপ হইয়া গিয়াছিল এবং উহা বিষরূপ পরমাত্মার রাত্রি। এইরূপ সেই শ্রুতির অর্থ বলা'ও জানা উচিত। ৮

সেই সময় এই মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত সেই ব্রহ্ম-যোনি পুরুষ হইতে ব্রহ্মার প্রাদুর্ভাব হয়। তখন সেই পুরুষ প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছায় নিজের নেত্রদ্বয় দ্বারা অগ্নি ও সোমকে উৎপন্ন করেন। এইভাবে ভৌতিক সর্গের সৃষ্টি হইয়া যাইলে পর প্রজার উৎপত্তির সময় ক্রমশঃ ব্রহ্ম ও ক্ষত্র উদ্ভূত হয়। যিনি সোম, তিনিই ব্রহ্ম এবং যিনি ব্রহ্ম, তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি অগ্নি, তিনিই ক্ষত্র বা ক্ষত্রিয় জাতি। ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ জাতি অধিক প্রবল। যদি 'যদি'-কিভাবে? তবে উহার উত্তর হইল যে, ব্রাহ্মণের এই প্রবলতার কথা সকল লোকেরই প্রত্যক্ষ। যেহেতু ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী প্রথমে কখনও উৎপন্ন হয় নাই।

প্রজাক্রমবশাদ্ ব্রহ্ম-ক্ষত্রমুপাতিষ্ঠৎ যঃ সোমস্তদ্ ব্রহ্ম যদ্ ব্রহ্ম তে ব্রাহ্মণা যোঽগ্নিস্তৎ ক্ষত্রং ক্ষত্রাদ্ ব্রহ্ম বলবত্তরম্ কস্মাদিতি সোমপ্রভাক্ষণমেতৎ তদ্বথা ব্রাহ্মণেভ্যঃ পরং ভূতং নোৎপন্নপূর্বং দীপ্যমানেঽগ্নৌ জুহোতি। যো ব্রাহ্মণমুখে জুহোতীতি কৃত্বা ত্রয়ীমি ভূতসর্গঃ কৃতো ব্রাহ্মণা ভূতানি চ প্রতিষ্ঠাপ্য ত্রৈলোক্যং ধার্য্যত ইতি মন্ত্রবাদোঽপি হি ভবতি। ৯

যমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং হিতো দেবানাং মানুষাণাঞ্চ ভগবত ইতি। ১০

নিদর্শনং চাত্র ভবতি বিশ্বেষামগ্নে যজ্ঞানাং ত্বং হোতেতি ত্বং হিতো দেবৈর্মনুষ্যৈর্ভগবত ইতি। ১১

অগ্নিহি যজ্ঞানাং হোতা কর্তা স চাগ্নির্ব্রহ্ম। ১২

ন হ্যৃতে মন্ত্রাণাং হবনমস্তি ন বিনা পুরুষং তপঃ সম্ভবতি। হবির্মন্ত্রাণাং সম্পৃক্তা বিভর্তে দেব-মানুষখবীণামনেন ত্বং হোতেতি নিযুক্তঃ। যে চ মানুষহোত্রাদিকায়াং চ ব্রাহ্মণস্য হি যাজনং বিধীয়তে ন ক্ষত্র-বৈশ্যযোর্দ্বিজাত্যোস্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণা অগ্নিভূতা যজ্ঞানুভবন্তি। যজ্ঞান্তে দেবাস্তর্পয়ন্তি দেবাঃ পৃথিবীং ভাবয়ন্তি শতপথেঽপি হি ব্রাহ্মণমুখে হুতম্। ১৩

অগ্নৌ সমিদ্ধে ন জুহোতি যো বিদ্বান্ ব্রাহ্মণমুখেনাহুতিং জুহোতি। ১৪

এবমগ্নিভূতা ব্রাহ্মণা বিদ্বাংসোঽগ্নিং ভাবয়ন্তি অগ্নিবিষ্ণুঃ সর্বভূতাত্মনুপ্রবিশ্য প্রাণান্ ধারয়তি। ১৫

অপি চাত্র সনৎকুমারগীতাঃ শ্লোকা ভবন্তি—

ব্রহ্মা বিশ্বং সৃজৎ পূর্বং সর্বাদিনিরয়ং তপম্
ব্রহ্মযোনৈর্দিবং গচ্ছন্ত্যমরা ব্রহ্মযোনয়ঃ। ১৬
ব্রাহ্মণানাং মতির্বাক্যাং কর্ম ব্রহ্মা তপাংসি চ।
ধারয়ন্তি মহীং ভাস্কং শৈত্যেন্যা বাগমৃতং তথা। ১৭
নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্মো নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ
ব্রাহ্মণেভ্যঃ পরং নাস্তি শ্রেষ্ঠা হ্যেষ চ ভূতয়ে। ১৮

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের মুখে ভোজন দান করে, সে প্রজ্বলিত অগ্নিতেই আহুতি দান করিয়া থাকে ইহা চিন্তা করিয়াই আমি এই কথা বলিতেছি। ব্রহ্মা ভূতগণের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ ভূতবর্গকে যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া তিনি তিন লোককে ধারণ করিয়া আছেন। এই মন্ত্রবাক্যও আমার এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থক। ৯

অগ্নে! তুমি যজ্ঞসমূহের হোতা এবং সমস্ত দেবতা, মনুষ্য ও সাধু ভগবতের হিতৈষী। ১০

এ বিষয়ে এই দৃষ্টান্ত আছে—হে অগ্নিদেব! তুমি সকল যজ্ঞের হোতা সমস্ত দেবতা ও মনুষ্যগণের ভগবতের তুমি হিতৈষী। ১১

অগ্নিদেব যজ্ঞের প্রধাতা ও কর্তা। সেই অগ্নিদেবই ব্রাহ্মণ। ১২

কারণ, মন্ত্র ব্যতীত হোম হয় না এবং পুরুষ ব্যতীত তপস্যা সম্ভব হয় না। হবির্যুক্ত মন্ত্রসমূহের সম্বন্ধের দ্বারা দেবতা, মনুষ্য ও ঋষিগণের পূজা হয়; সেইজন্য হে অগ্নিদেব! তুমি হোতৃরূপে নিযুক্ত হইয়াছ। যজ্ঞগণের মধ্যে যাহারা হোতার অধিকারী, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ; কারণ, ইঁহাদের পক্ষেই যজ্ঞ করাইবার বিধান আছে। দ্বিজাতিগণের মধ্যে যাহারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, তাহাদের যজ্ঞ করাইবার অধিকার নাই; সেইজন্য অগ্নিস্বরূপ ব্রাহ্মণগণই যজ্ঞসমূহের ভার বহন করিয়া থাকেন। সেই যজ্ঞ দেবতাদিগকে তৃপ্ত করে এবং দেবতারা ভূমণ্ডলকে ধন-ধান্যে সম্পন্ন করেন। শতপথ ব্রাহ্মণেও ব্রাহ্মণের মুখে আহুতিদানের বিধান আছে। ১৩

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণের মুখরূপী অগ্নিতে অগ্নির আহুতি দিয়া থাকেন, তিনি যেন প্রজ্বলিত অগ্নিতেই হোম করেন। ১৪

এইরূপে ব্রাহ্মণগণ অগ্নিস্বরূপ। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরা অগ্নিরই আরাধনা করেন; কারণ, অগ্নি হইলেন সাক্ষাৎ বিষ্ণু তিনিই সমস্ত প্রাণিগণের অন্তরে প্রবেশ করত তাহাদের প্রাণকে ধারণ করিয়া থাকে। ১৫

ইহা ব্যতীত এবিষয়ে সনৎকুমার কর্তৃক গীত বহু শ্লোকও দেখা যায়। সকলের আদি কারণ ব্রহ্মা (যিনি ব্রাহ্মণই ছিলেন) পূর্বে এই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মাই যাঁহাদের উৎপত্তির স্থান, সেই অমর দেবগণও ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনিতেই স্বর্গলোকে গমন করেন। ১৬

যেরূপ শিক্ষা ঋষি-মুনিদিগকে ধারণ করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণের বুদ্ধি, বাক্য, কর্ম, ব্রহ্ম, তপ ও বাক্যামৃত পৃথিবী এবং স্বর্গকে ধারণ করিয়া থাকে। ১৭

সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই, মাতার সদৃশ আর অন্য কোন গুরু নাই এবং ব্রাহ্মণগণ হইতে শ্রেষ্ঠ ইহলোক ও পরলোকে কল্যাণকারী আর কেহই নাই। ১৮

নৈবাসুক্তা ভবন্তি নীত যাহা
ন গর্গরো মধ্যন্তি সম্প্রদানে
অপরক্তা বস্ত্রাবৃতা ভবন্তি
যেষাং রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণা বৃত্তিহীনাঃ ॥১৯
বেদপুরাণেতিহাসপ্রামাণ্যান্নারায়ণমুখোদ্গতাঃ
সর্ব জ্ঞানঃ সর্বকর্তারঃ সর্বভাবাশ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥ ২০

ধাতুসাংযমকালে হিতস্য বরপ্রদস্য দেবদেবস্য ব্রাহ্মণাঃ প্রথমং প্রাদুর্ভূতা ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ শেষা বর্ণাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ ॥ ২১

ইথঞ্চ সুরাসুরবিশিষ্টা ব্রাহ্মণা ব এষ ময়া ব্রহ্মভূতেন পুরা স্বয়মেবোৎপাদিতাঃ 'সুরাসুরনমস্কৃতো ভূতবিশেষাঃ স্থাপিতা নিগৃহীতাশ্চ ॥ ২২

অহল্যাধর্ষণনিমিত্তং হি গৌতমাদ্ধরিশ্মশ্রুতাবিদ্ধঃ প্রাপ্তঃ কৌশিকানিমিত্তং চেন্দ্রো মৃষবিরোগং মেষবৃষণস্থং চাবাপ ॥ ২৩

অশ্বিনোর্হ্রস্বপ্রতিষেধোদাত্তস্য পুরন্দরস্য চ্যবনেন স্তম্ভিতৌ বাহু ॥ ২৪

ক্রতুবধপ্রাপ্তমন্যুনা চ দক্ষেণ তুরন্তপসা চাত্মানং নেত্রাকৃতিরস্য ললাটে রুদ্রসোৎপাদিতা ॥ ২৫

ত্রিপুরবধার্থং দীক্ষামুপগতস্য রুদ্রস্য উদ্যতস্য জটা নিয়ত উৎকৃত্তা প্রমুক্তাস্ততঃ প্রাদুর্ভূতা ভুজগাস্তৈরস্য ভুজগৈঃ পীড্যমানঃ কণ্ঠো নীলতামুপাগতঃ, পূর্বে চ মন্বন্তরে স্থাণুভূতে নারায়ণস্য তপ্তগ্রহণাদ্গীলকণ্ঠত্বমেব চ ॥ ২৬

অমৃতোৎপাদনে পুরন্দরস্যাত্মপগতস্যাঙ্গিরসো বৃহস্পতেরুপস্পৃশতো ন প্রসাদঃ সম্ভবতঃ কিলাপঃ, অথ বৃহস্পতিরপাং চুক্রোধ যস্মাদমেধ্যোপস্পৃশতঃ কলুষীভূতা ন চ প্রসাদমুপগতাস্তস্মাদদ্যাপ্রভৃতি অব-শব্দ-অঞ্জন-অঞ্জলি-প্রভৃতিঃ কলুষীভবন্তীতি, তদা প্রভৃত্যাপো যাদোভিঃ সন্তীর্ণাঃ সম্প্রবৃত্তাঃ ॥ ২৭

যাহাদের হাতে ব্রাহ্মণদের কোন জীবনধারণের ব্যবস্থা নাই, সেই সব রাজার যজ্ঞ, যাহন—দুধ ঘনীভূত ও অপরিষ্কার থাকে না, অপরকে প্রদান করিবার জন্য তাঁহার দুগ্ধে ঘৃত-দুগ্ধাদি মন্থিত হয় না এবং সেই সব রাজা নিজেদের মর্যাদা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দস্যুস্বরূপ হইয়া যান ॥ ১৯

বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসের প্রমাণের দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি ভগবান্ নারায়ণের মুখ হইতেই হইয়াছে ; অতএব এই ব্রাহ্মণগণ সর্বজ্ঞ, সর্বকর্তা এবং সর্ব-ভাবস্বরূপ ॥ ২০

ধাতুর সংযমের কালে সকলের হিতৈষী, ঈশান, দেবাধিদেব ব্রহ্মার দ্বারা সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হন। তাঁহার সেই ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অন্য সব বর্ণসকলের সংভূতি হইয়াছে ॥ ২১

এইভাবে ব্রাহ্মণগণ দেবতা ও অসুরগণসকলের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ। পুরাকালে আমি স্বয়ং ব্রহ্মার রূপ ধারণ করত এই সব ব্রাহ্মণদিগকে উৎপন্ন করিয়াছিলাম। দেবতা, অসুর এবং ঋষি প্রভৃতি যে সব ভূতবিশেষ আছেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণেরাই নিজ নিজ অধিকারে স্থাপিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে পর তাঁহাদিগকে দণ্ডদানও করিয়াছেন ॥ ২২

অহল্যার উপর বলাৎকার করায় গৌতমের অভিশাপে ইন্দ্রকে শতভগ (শতচিহ্নযুক্ত) হইতে হইয়াছিল এবং বিশ্বামিত্রের অভিশাপে ইন্দ্রের অণ্ডকোষযুক্ত মেষ হইয়া গিয়াছিল, তারপর পরে মেষের (ভেঁড়ার) অণ্ডকোষ ইন্দ্রে সংযুক্ত করা হয় ॥ ২৩

অশ্বিনীকুমারযুগলের উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ যজ্ঞভাগ নিবেদ করিবার জন্য যজ্ঞ উদ্যোগকারী ইন্দ্রের দুই বাহু ঋষি চ্যবন স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ২৪

এইভাবে দক্ষ প্রজাপতি রুদ্র কর্তৃক নিজের যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যাইলে পর কুপিত হইয়া অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং রুদ্রদেবের ললাটে এক তৃতীয় নয়ন-চিহ্ন উৎপন্ন করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ২৫

যে সময় রুদ্রদেব ত্রিপুরনিবাসী দৈত্যদিগকে বধ করিবার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, সেই সময় শুক্রাচার্য নিজের মস্তক হইতে এক জটা উৎপাটিত করিয়া উহাকে মহাদেবের উপর প্রয়োগ করিলেন। তারপর সেই জটা হইতে বহু সর্প উৎপন্ন হইল এবং তাহারা রুদ্রদেবের কণ্ঠে দংশন করিতে লাগিল। ইহাতে তাঁহার কণ্ঠ নীল হইয়া যাইল। পূর্বে স্থাণুভূত মন্বন্তরে নারায়ণ নিজের হাতে তাঁহার কণ্ঠ ধারণ করিয়াছিলেন, এইজন্যও রুদ্রের কণ্ঠ নীল হইয়া যাওয়ায় তিনি নীলকণ্ঠ হইয়া যান ॥ ২৬

বিশ্বরূপো বৈ ত্বাষ্ট্রঃ পুরোহিতো দেবানামাসীৎ, স্বস্রীয়োঽসুরাণাং স প্রত্যক্ষং দেবেভ্যো ভাগমদাৎ পরোক্ষমসুরেভ্যঃ। ১৮

অথ হিরণ্যকশিপুঃ পুরস্কৃত্য বিশ্বরূপমাত্তরং বসায়-মসুরা বরময়াচন্ত যে বসবঃ তে পুত্রত্বাষ্ট্রো বিশ্ব-রূপস্ত্রিশিরা দেবানাং পুরোহিতঃ প্রত্যক্ষং দেবেভ্যো ভাগমদাৎ পরোক্ষমস্মাকং ততো দেবা বর্ধন্তে বয়ং ক্ষীয়ামস্তদেনং ত্বং যাচয়িতুমর্হসি তথা সমাত্মান্ তজেদিতি। ১৯

অথ বিশ্বরূপং নন্দনবনমুপগতা মাতোবাচ পুত্র ক্রিং পরপক্ষবর্ধনস্ত মাতুলপক্ষং নাশয়সি নার্হসোবং কর্তুমিতি স বিশ্বরূপো মাতুর্বাক্যমনতিক্রমণীয়মিতি মত্বা সম্পূজ্য হিরণ্যকশিপুমগাৎ। ২০

হৈরণ্যগর্ভাচ্চ বসিষ্ঠাদ্ধিরণ্যকশিপুঃ শাপং প্রাপ্তবান্ সম্যাং ত্বয়াক্তো মৃতো হোতা তস্মাদসমাপ্তযজ্ঞম-পূর্বং সত্ত্বমাত্মান্ বধং প্রাপ্স্যসীতি তচ্ছাপদানা-দ্ধিরণ্যকশিপুঃ প্রাপ্তবান্ বধম্। ৩১

অথ বিশ্বরূপো মাতৃপক্ষবর্ধনোঽভ্যর্থং তপসাভবৎ তস্য ব্রতভঙ্গার্থমিন্দ্রো বহ্বীঃ শ্রীমত্যোঽপ্সরসো নিযুযোজ তাশ্চ দৃষ্ট্বা মনঃ ক্ষুভিতং তস্যাভবৎ তাসু চাপ্সরঃসু নচিরাদেব সক্তোঽভবৎ সক্তং চৈনং জ্ঞাত্বা অপ্সরস উচুর্গচ্ছামহে বয়ং যথাগতমিতি। ৩২

তাস্বাত্মা ঈষাচ ক গমিষ্যথাসাত্তাঃ তাবন্ময়া সহ শ্রেয়ো ভবিষ্যতীতি তাশুবক্রবন্ বয়ং দেবস্ত্রিয়োঽপ্সরস ইন্দ্রঃ দেবং বরয়ং পুরা প্রত্যবিক্ষুঃ বৃণীষ্ব ইতি। ৩৩

অথ তা বিশ্বরূপোঽব্রবীদ্দোষ নেস্ত্রা দেবা ন ভবিষ্যন্তীতি ততো মন্ত্রান্ জজাপ ঐন্দ্রবৈষ্ণবমধ্যে

অধিবার পুত্র বৃহস্পতি অসুর উৎপন্ন করিবার সময় পুরস্কার করেন। সেই সময় যখন তিনি আচমন করিতে লাগিলেন, তখন জল স্বচ্ছ হইল না। ইহাতে বৃহস্পতি জলের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন,—আমার আচমন করিবার সময়েও তুমি স্বচ্ছ হইলে না, জলপূর্ণ রহিলে, সেইহেতু আজ হইতে বৎস, মকর ও অন্যান্য জন্তুগণের দ্বারা তুমি কলুষিত হইতে থাকিবে। তখন হইতেই সমস্ত জলাশয় জলজন্তুগণে পূর্ণ থাকে। ১৭

ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত ছিলেন। তিনি অসুরদের ভাগিনেয় ছিলেন, সেইজন্য দেবতাদিগকে প্রত্যক্ষ ভাবে এবং অসুরদিগকে পরোক্ষভাবে যজ্ঞভাগ সমর্পণ করিতেন। ১৮

কিছু কালের পর হিরণ্যকশিপুকে অগ্রে করিয়া সকল অসুরগণ বিশ্বরূপের মাতার নিকট গমন করিল এবং তাঁহার নিকট বরপ্রার্থনা করিল—জননি! এই তোমার তিন মস্তক-যুক্ত পুত্র বিশ্বরূপ দেবতাদের পুরোহিত হইয়াছে। সে দেবগণকে প্রত্যক্ষভাবে এবং আমাদিগকে পরোক্ষভাবে যজ্ঞভাগ সমর্পণ করে। ইহাতে দেবতারা বর্ধিত হয় এবং আমরা নিরন্তর ক্ষীণ হইয়া যাইতেছি। তুমি ইহাকে নিষেধ কর, যাহাতে সে দেবগণকে ত্যাগ করিয়া আমাদের পক্ষ গ্রহণ করে। ১৯

তখন একদিন মাতা নন্দনবনে গমন করিয়া বিশ্বরূপকে বলিলেন,—পুত্র! কেন তুমি শত্রুপক্ষের বৃদ্ধি করিতেছ এবং মাতুলের পক্ষ বিনষ্ট করিতেছ? তুমি অতঃপর আর এরূপ করিও না। বিশ্বরূপ মাতার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় মনে করিয়া তাঁহার সম্মান করত হিরণ্যকশিপুর নিকটে গমন করিলেন। ২০

(হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে নিজের হোতা করিল)। অন্যদিকে ব্রহ্মার পুত্র বসিষ্ঠের নিকট হইতে হিরণ্যকশিপু শাপ প্রাপ্ত হইল, তুমি আমাকে অবহেলা করিয়া অন্য ব্রাহ্মণকে হোতা করিয়াছ, সেইজন্য এই যজ্ঞের সমাপ্তি হইবার পূর্বেই কোন এক অকৃত-পুণ্য প্রাণীর দ্বারা তুমি নিহত হইবে। বসিষ্ঠ এই অভিশাপ দেওয়ায় হিরণ্যকশিপু বধ-প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৩১

তারপর বিশ্বরূপ মাতৃপক্ষের বৃদ্ধি করিবার জন্য অতিশয় কঠোর তপস্যায় নিরত হইলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার ব্রত ভঙ্গ করিবার জন্য ইন্দ্র বহু শ্রেষ্ঠা অপ্সরাকে নিযুক্ত করিলেন। সেই সব অপ্সরাকে দেখিয়া বিশ্বরূপের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং তিনি অতি সত্বর তাঁহাদের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে আসক্ত জানিয়া অপ্সরাগণ বলিলেন,—এখন আমরা যে স্থান হইতে আসিয়াছিলাম, সেখানে চলিয়া যাইতেছি। ৩২

তখন ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ তাঁহাদের বলিলেন—তোমরা কোথায় যাইবে? এখন আমারই নিকটে থাক। ইহাতে তোমাদের কল্যাণ হইবে। ইহা শুনিয়া সেই অপ্সরাগণ

ত্রিশিরা একেনাসোম সর্বলোকেষু যথাবদ্ বিধিঃ ক্রিয়াবদ্ভিরিজ্যেষু সুহৃতঃ সোমঃ পপাবেকেনাস্যবক্ত্রেণ সেন্দ্রান্ দেবানথেন্দ্রস্তং বিবর্ধমানঃ সোমপানাপ্যায়িতঃ সর্বগাত্রঃ পৃষ্টো ঠিষ্ঠামাপেদে সহ দেবৈঃ ॥ ৩৪

তে দেবাঃ সেন্দ্রা ব্রহ্মাণমভিগম্য মুদ্যত উচুর্বিশ্বরূপেণ সর্বযজ্ঞেষু সুহৃতঃ সোমঃ পীয়তে বয়মত্যাগাঃ সংবৃত্তা অসুরপক্ষো বর্ধতে বরং ক্ষীয়ামস্তন্নর্হসি নো বিধাতুং শ্রেয়োঽনন্তরমিতি ॥ ৩৫

তান্ ব্রহ্মোবাচ ন্যর্থভাগবন্তপস্তপ্যতে দধীচঃ স ন্যাচাত্যাঃ বরং স যথা কলেবরং ত্যজাৎ তথা বিধীয়ন্তাং তস্যাস্থিভির্বজ্রঃ ক্রিয়তামিতি ॥ ৩৬

ততো দেবাস্তত্র গচ্ছন্ যত্র দধীচো ভগবানুদ্বিগ্নপ-

বলিলেন,—আমরা সকলে দেবতা—অমর। আমরা পূর্ব হইতেই বরপ্রাপ্ত দেবতা প্রভাবশালী ইন্দ্রকে বরণ করিয়াছি। ৩৩

তখন বিশ্বরূপ তাঁহাদের বলিলেন আজই ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতাদিগের প্রভাব দেখিতে পাইবে। এই কথা বলিয়া তিনি যজ্ঞসমূহ শুরু করিতে লাগিলেন। সেই সব যজ্ঞের দ্বারা তাঁহার শক্তি বর্ধিত হইল। তিন মস্তকবিশিষ্ট বিশ্বরূপ নিজের এক মুখের দ্বারা সমস্ত জগতের ক্রিয়াবিধি ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক যজ্ঞে বিধিপূর্বক আহুত দেবতাদের পান করিতে আরম্ভ করিলেন, দ্বিতীয় মুখের দ্বারা অন্নভোজন করিতে থাকিলেন এবং তৃতীয় মুখের দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতাদের সোম পান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র দেখিলেন,—বিশ্বরূপের সর্বাঙ্গ সোমপানে পরিপুষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া দেবগণসহ ইন্দ্র চিন্তান্বিত হইলেন ॥ ৩৪

অনন্তর ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবতারা ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—ভগবন্! বিশ্বরূপ সকল যজ্ঞে বিধি অনুসারে হৃত সোমরস পান করিতেছে। আমরা যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। অসুরপক্ষ বর্ধিত হইতেছে এবং আমরা সকলে ক্ষীণ হইয়া যাইতেছি; অতএব আপনি আমাদের সকলের কল্যাণসাধন করুন ॥ ৩৫

তখন ব্রহ্মা সেই দেবতাদিগকে বলিলেন,—ভৃগুবংশজাত ঋষি দধীচ তপস্যা করিতেছেন তাঁহার নিকট গমন করত বর প্রার্থনা কর, যাহাতে সে নিজের শরীর পরিত্যাগ করে। তাহার পর তাঁহার দেহের অস্থির দ্বারা বজ্রনামক অস্ত্র নির্মাণ কর ॥ ৩৬

তেপে সেন্দ্রা দেবাস্তং তমাত্মিগম্যোদ্যুক্তশরণ্যাস্তপঃ সুদুশ্চরমতিষ্ঠং ছেত্তি ॥ ৩৭

তান্ দধীচ উবাচ স্বাগতং ভবন্ত্য ইত্যাত্মাং কিং ক্রিয়তামিতি যদ্ যক্ষ্যথ তৎ করিষ্যামি ॥ ৩৮

তে তমব্রুবন্ শরীরপরিত্যাগং লোকহিতার্থং ভগবান্ কর্তুমর্হতীতি ॥ ৩৯

অথ দধীচস্তথৈবাধিমনাঃ সুখদুঃখসমো মহাযোগী আত্মানং সমাধায় শরীরপরিত্যাগং চকার ॥ ৪০

তস্য পরমাত্মস্বরূপস্থতে তাক্ষ্ণীনি ধাতা সংগৃহ্য বজ্রমকরোৎ যেন বজ্রেণাভেদ্যেনাপ্রধৃষ্যেণ ব্রহ্মাস্থিসম্ভূতেন বিষ্ণুপ্রবিষ্টেনেন্দ্রো বিশ্বরূপং ভগবান শিরসাং চিন্ত ছেদনমকরোৎ তস্মাদনন্তরং বিশ্বরূপশরীরমথনসম্ভবং ঘোরোৎপাদিতমেবারিং বৃত্রমিন্দ্রো জঘান ॥ ৪১

অনন্তর দেবগণ সেখানে গমন করিলেন, সেখানে ভগবান্ দধীচ তপস্যা করিতেছেন। ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতারা তাঁহার নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন,—ভগবন্! আপনার তপস্যা সুখপূর্বক চলিতেছে ত? তাহাতে কোন বিঘ্ন হইতেছে না ত? ৩৭

দধীচ তখন সেই দেবতাদিগকে বলিলেন,—আপনাদের মুখে আগমন হইয়াছে ত'? বলুন, আমি আপনাদের কি সেবা করিব? আপনারা যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব ॥ ৩৮

দেবতারা বলিলেন,—ভগবন্! আপনি লোকহিতের জন্য নিজের শরীর পরিত্যাগ করুন ॥ ৩৯

ইহা শ্রবণ করিয়া দধীচের মন পূর্ববৎ অনুদ্বিগ্নই ছিল, অন্তরে বিষণ্ণ হইলেন না; কারণ, সুখ ও দুঃখে সমানভাববিশিষ্ট এই দধীচমুনি মহাযোগী ছিলেন। তিনি আত্মাকে পরমাত্মার সংযোজিত করিয়া নিজের দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিলেন ॥ ৪০

তিনি পরমাত্মায় লীন হইয়া যাইলে পর তাঁহার সেই অস্থিসমূহ সংগ্রহ করত ধাতা বজ্রাস্ত্র নির্মাণ করিলেন। ব্রাহ্মণের অস্থি হইতে উৎপন্ন সেই অভেদ্য ও দুর্জয় বজ্রধারী ভগবান্ বিষ্ণু প্রবিষ্ট হইলে তাহার দ্বারা ইন্দ্র বিশ্বরূপকে বধ করিলেন এবং তাঁহার তিনটি মস্তক ছেদন করিলেন। তদনন্তর যাহা প্রজাপতি বিশ্বরূপের শরীর মথন করিয়া যাহাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, নিজের সেই শত্রু বৃত্রাসুরকেও ইন্দ্র এই বজ্রাস্ত্রের দ্বারাই সংহার করিলেন ॥ ৪১

তস্যাং বৈধীকৃতায়াং ব্রহ্মবধায়াং তদাদিত্যো দেবরাজ্যাৎ পর্য্যতাজদ্বলঃ সন্তপ্তকাঞ্চনবর্ণাং মানসসরোগতাং বালনীং প্রতিপেদে তত্র চৈষর্য্যযোগাদপুমান্ভূত্বা বিসতন্তুং প্রবিবেশ ॥ ৪২

অথ ব্রহ্মবধ্যাতপ্রসঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথে শচীপতৌ জগদনীশ্বরে বভূব দেবান্ রজস্তমশ্চাবিবেশ মন্ত্রা ন প্রাবর্তন্ত মহর্ষীণাং যজ্ঞাংসি প্রাদুরভবন্ ব্রহ্ম চোৎসাদনং জগামানিন্দ্রাশ্চাবেলা লোকাঃ সুপ্রধৃষ্টা বভূবুঃ ॥ ৪৩

অথ দেবা অব্রুবংস্তাদুঃ পুত্রং নহুষং নাম দেবরাজ্যেঽভিষিঞ্চেনহুষঃ পুরুষৈঃ শতৈর্জ্যোতিষ্মাং ললাটে অলক্ষ্মিঃ সর্ব্বতেজোঽবৈস্ত্রিবিষ্টপং পালয়াঞ্চকার ॥ ৪৪

অথ লোকাঃ প্রকৃতিমাপেদিরে যজ্ঞাশ্চ হুতাশ্চ বভূবুঃ ॥ ৪৫

তখন ইন্দ্রের নিকটে দুই প্রকার ব্রহ্মহত্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। এই ব্রহ্মহত্যার ভয়ে ইন্দ্র দেবরাজের পদ পরিত্যাগ করিয়া মানস সরোবরের জলে উৎপন্ন এক শীতল পদ্মিনীর নালীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে অশ্বিনীকুমার ঔষধযোগে ইন্দ্র অপুমান্ রূপ ধারণ করত পদ্মনালের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪১

ব্রহ্মহত্যার ভয়ে ত্রিলোকীনাথ শচীপতি ইন্দ্র পলায়ন করত অদৃশ্য হইলে পর এ জগতের কেহ ঈশ্বর রহিলেন না। দেবতাগণের মধ্যে রজোগুণ ও তমোগুণ প্রবিষ্ট হইল। মহর্ষিদিগের যজ্ঞসমূহও তখন কার্য্য করিতে সমর্থ হইল না। রাক্ষসেরা বর্দ্ধিত হইল। বেদের স্বাধ্যায় বন্ধ হইয়া যাইল। তিন লোক ইন্দ্রের দ্বারা অরক্ষিত হওয়ায় নির্বল হইয়া যাইল এবং নহুষেশ্বর করিবার যোগ্য হইয়া উঠিল ॥ ৪৩

তদনন্তর দেবতা ও ঋষিগণ আয়ুর পুত্র নহুষকে দেবরাজের পদে অভিষিক্ত করিলেন। নহুষের ললাটে সমস্ত প্রাণিদিগের তেজ ধারণকারী পাঁচশত প্রজ্বলিত জ্যোতি দেদীপ্যমান ছিল। ইহারই দ্বারা তিনি স্বর্গের রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪

এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে পর সকল লোক স্বাভাবিক স্থিতিতে অবস্থান করিতে লাগিল এবং সকলেই সুখ ও প্রসন্ন হইল ॥ ৪৫

অথোবাচ নহুষঃ সর্বাং মে শক্রোপভুক্তমুপস্থিতমৃতে শচীমিতি স এবমুক্ত্বা শচীসকাশমগমদ্বচনাচ্চৈনং সুরর্ষেরহমিন্দ্রো দেবানাং ভজস্ব মামিতি তং শচী প্রত্যুবাচ প্রকৃত্যা ত্বং ধর্মবৎসলঃ সোমবংশোদ্ভবশ্চ নাইহি পরপত্নীধর্ষণং কর্ত্তুমিতি ॥ ৪৬

তামথোবাচ নহুষ ঐন্দ্রং পদমধ্যাসাতে মহাদ্বিমিন্দ্রস্য রাজ্যমনুহরো নাত্রাধর্মঃ কশ্চিৎ ত্বমিন্দ্রোপভুক্তেতি সা তমুবাচান্তি মম কিঞ্চিদ্ ব্রতমনর্থাবসিতং তস্যাবভৃথে ত্বামুপগমিষ্যামি তৈস্তিদেবাহোভিরিতি স শচোবমভিহিতো জগাম ॥ ৪৭

অথ শচী দুঃখশোকার্তা ভর্তৃদর্শনলালসা নহুষভয়গৃহীতা বৃহস্পতিমুপাগমৎ স চ তামাগতাং দৃষ্ট্বৈব ধ্যানং প্রবিশ্য ভর্তৃকার্য্যতৎপরাং জ্ঞাত্বা বৃহস্পতিরুবাচানেনৈব ব্রহ্মন্ তপসা চাবিতা দেবীং বরদামুপ-

কিছুকালের পর নহুষ দেবতাদিগকে বলিলেন, ইন্দ্রের উপভুক্ত সকল বস্তুই আমার সেবায় উপস্থিত আছে। কেবল শচীই আমার নিকটে আসেন নাই। এই কথা বলিয়া তিনি শচীর নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—সৌভাগ্যশালিনি! আমি দেবগণের রাজা ইন্দ্র, অতএব তুমি আমার ভজনা কর। শচী উত্তর দিলেন—মহারাজ! আপনি স্বভাবতই ধর্মবৎসল ও চন্দ্রবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনি পরস্ত্রীর উপর বলাৎকার করিবেন না ॥ ৪৬

তখন নহুষ শচীকে বলিলেন,—দেবি! এই সময় আমি ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত আছি। ইন্দ্রের রাজ্য ও ভর্তৃ উভয়েই আমি অধিকারী হইয়াছি; অতএব তোমার সহিত সহবাসে আমার কোন অধর্ম হইবে না; কারণ, তুমি ইন্দ্রেরই উপভুক্ত বস্তু। ইহা শুনিয়া শচী বলিলেন,—মহারাজ! আমি এক ব্রত ধারণ করিয়াছি। উহা এখনও সমাপ্ত হয় নাই। উহা সমাপ্ত হইলেই কিছুদিনের মধ্যে আমি আপনার সেবায় উপস্থিত হইব। শচী এই কথা বলিলে পর নহুষ চলিয়া যাইলেন ॥ ৪৭

ইহার পর নহুষের ভয়ে ভীতা দুঃখ-শোকে পীড়িতা শচীপতির দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়া বৃহস্পতির নিকট গমন করিলেন। তাঁহাকে অত্যন্ত উদ্বিগ্না দেখিয়া বৃহস্পতি ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে পারিলেন যে, তিনি নিজের পতির কার্য্যসাধনে নিরতা আছেন।

অভিবাদয়ে তদা সা তে ইন্দ্রঃ দর্শয়িতুমীতি মাং
মহাভিমন্যিতা দেবী বরদামুপজগ্মিবান্ মন্ত্রৈরাহ্বয়তি
সোপজগ্মিবান্ শচীসমীপমস্মাভ্যাচ চৈনামিত্যমন্যীতি
তয়াহুতোপস্থিতা কিং তে প্রিয়ং করবাণীতি তাং
দৃষ্ট্বা প্রণম্যোবাচ শচী ভগবত্যর্হসি যে ভর্তারং
দর্শয়িতুং বা সত্যা অতে ছেত্তি সৈনাং মানস সরোঽ-
নয়ৎ তত্রেন্দ্রং বিসগ্রন্থিসদৃশবর্ণং । ৪৮

তামথ পত্নীং কৃশাং ম্লানাং চেন্দ্রো দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস দুর্ব
অহো মম দুঃখমিদমুপগতং নহুষং হি মামিত্যমন্বিষ্য
সংপ্রাপ্তাসময় দুঃখার্তেতি তামিন্দ্র উবাচ কথং বর্তয়-
সীতি সা তমুবাচ নহুষো মামাহ্বয়তি পত্নীং কর্তুং
কালশ্চাসা ময়া কৃত ইতি তামিন্দ্র উবাচ গচ্ছ

নহুষস্যান্তিকাদ্বোঽপূর্বেণ মামুদিত্বুক্তেন যানেন তমধিরুঢ়
উত্তরেতি ইন্দ্রস্য মহাত্মি বাহনানি সংস্থ মনঃ
প্রিয়াণ্যবিরুঢ়ানি মহা তমকেশধারণমর্হসীতি সৈবমুক্তা
দৃষ্ট্বা ভগবন্তমেন্দ্রোঽপি বিসগ্রন্থিসমোবাবিবেশ ভূয়ঃ ৪৯

অথেন্দ্রাণীমন্ত্যাগতাং দৃষ্ট্বা তামুবাচ নহুষঃ পূর্ণঃ স
কাল ইতি তা শচ্যাব্রবীদ্ভক্তেন যথোক্তং স মহর্ষিমুক্তং
বাহনমধিরুঢ়ঃ শচীসমীপমুপাগচ্ছৎ । ৫০

অথ মৈত্রাবরুণিঃ কুম্ভযোনির্গস্ত্যা ঋষিবরো মহর্ষীন্
বিকৃক্রিয়মাণানালোক্য নহুষেণাপশ্যৎ পদ্ভ্যাঞ্চ তেনা-
স্পৃষ্টস্য ততঃ স নহুষমব্রবীদকার্ষীঃপ্রবৃত্ত পাপ পতস্ব
মহীং সর্পো ভব যাবদ্ভূমির্গিরয়শ্চ তিষ্ঠেয়ুস্তাবদিতি স
মহর্ষিবাক্যসমকালমেব তস্মাদ্ যানাদবাপতৎ । ৫১

তখন তিনি শচীকে বলিলেন,—দেবি! এই ব্রত ও তপস্যার দ্বারা সংযুক্তা হইয়া তুমি মহাভিমানিনী দেবী উপজগ্মিবীকে আবাহন কর। ইহাতে তিনি তোমাকে ইন্দ্রের দর্শন করাইবেন। তত্ত্ব ইন্দ্রপত্নির এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কঠোর নিয়ম অবলম্বন করত শচীদেবী মন্ত্রসমূহের দ্বারা মহাভিমানিনী দেবী উপজগ্মিবীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন উপজগ্মিবীদেবী শচীর নিকটে আসিলেন এবং তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—ইন্দ্রাণি! আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি আমাকে আহ্বান করিয়াছ, আমিও তৎক্ষণাৎ তোমার নিকটে আসিয়াছি। বল, আমি তোমার কোন্ প্রিয় কার্য্য করিব? শচী দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—ভগবতি! আপনি কৃপা করিয়া আমার পতিদেবতে দর্শন করাইয়া দিন। আপনিই তত্ত্ব ও সত্য। তখন উপজগ্মিবীদেবী শচীকে মানস সরোবরে লইয়া গেলেন এবং সেখানে তিনি মৃণালের গ্রন্থিতে তত্ত্ব ইন্দ্রের দর্শন করাইয়া দিলেন। ৪৮

নিজের পত্নী শচীদেবীকে দুর্বল ও দুঃখিতা দেখিয়া ইন্দ্র মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—অহো! ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, আমি এখানে লুকাইয়া আছি, আর আমার এই পত্নী দুঃখে পীড়িতা হইয়া আমাকে অন্বেষণ করিতে করিতে এতদূর পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। এইভাবে খেদ প্রকাশ করিয়া ইন্দ্র নিজের পত্নীকে বলিলেন,—দেবি! কিভাবে দিন অতিবাহিত করিতেছ? পত্নী বলিলেন,—প্রাণনাথ! রাজা নহুষ ইন্দ্র হইয়া বলিয়াছে এবং আমাকে নিজের পত্নী করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। ইহার জন্য আমার কিছুকাল সময় দিয়াছে ও আমি নিজে সময়ের

পর তাহার কথা গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। তখন ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, তুমি যাও এবং নহুষকে বল রাজন্! আপনি ঋষিদের দ্বারা বাহিত যানে আরোহণ করিয়া আসুন ও আমাকে আপনার সেবার জন্য লইয়া চলুন। ইন্দ্রের নিকটে মনের প্রিয়কর বহু বাহন ছিল, কিন্তু আমি সেই সবে আরোহণ করিয়াছি; অতএব আপনি এই সব হইতে ভিন্ন ও বিলক্ষণ বাহনসকলের দ্বারা বাহিত হইয়া আমার নিকটে আসুন। ইন্দ্র এরূপ বুদ্ধিদান করিলে পর শচীদেবী আনন্দের সহিত ফিরিয়া আসিলেন এবং ইন্দ্রও পুনরায় সেই পদ্মনালের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪৯

তারপর ইন্দ্রাণীকে আসিতে দেখিয়া নহুষ তাঁহাকে বলিলেন—দেবি! তুমি যে সময় লইয়াছিলে, তাহা পূর্ণ হইয়াছে। তখন শচীদেবী ইন্দ্রকথিত বাক্যানুসারে সব কথা বলিলেন। সেই সময় নহুষ মহর্ষিগণ যুক্ত বাহনে আরোহণ করিয়া শচীর নিকটে গমন করিলেন। ৫০

তারপর মিত্রাবরুণের পুত্র কুম্ভযোনি মুনিবর অগস্ত্য দেখিলেন যে, নহুষ তীব্রগতিতে যাইবার জন্য মহর্ষিগণকে বিকৃতার নিযুক্ত করিয়াছেন ও তিরস্কার করিতেছেন। সেই সময় নহুষ নিজের দুই পায়ের দ্বারা অগস্ত্যের দেহে আঘাত করিলেন। তখন অগস্ত্য নহুষকে বলিলেন, অকার্য্য নীচ কর্মে প্রবৃত্ত পাপী নহুষ! তুমি এখন ভূতলে পতিত হও এবং যতকাল পৃথিবী ও পর্ব্বত স্থির থাকিবে, ততকাল সর্প হইয়া অবস্থান কর। মহর্ষি অগস্ত্য এই কথা বলিতেই নহুষ সেই যান হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। ৫১

অথাব্রিস্তং পুনস্ত্রৈলোক্যমঙ্গলং তত্তো দেবা ঋষয়শ্চ ত ।স্মৈ বিষ্ণুং শরণমিন্দ্রার্থেঽভিজগ্মুস্তুষ্টুবুশ্চৈনং জগন্নিন্দ্রং ব্রহ্মহত্যাভিভূতং ত্রাতুমর্হসীতি তত: স ধরমস্তানস্তরীক্ষমেব বজ্রং বৈষ্ণবং বজ্রোঽভিবজতাং তত: স্বস্থানং প্রাপ্নোতীতি তত্তো দেবা ঋষয়শ্চেন্দ্রং নাপশ্যন্ যদা তদা শচীমুচুর্গচ্ছ সুভগে ইন্দ্রমানয়স্বেতি সা পুনস্তৎপর: সমস্তাদগচ্ছদিন্দ্রঞ্চ তস্মাৎ সরস: প্রত্যুত্থায় বৃহস্পতিমভিজগাম বৃহস্পতিশ্চাশ্বমেধং মহাক্রতুং সত্রায়াহরৎ তত্র কৃষ্ণসারঙ্গং মেধ্যমশ্বমুৎসৃজ্য বাহনং তমেব কৃত্বা ইন্দ্রং মরুৎপতিং বৃহস্পতি: স্বং স্থানং প্রাপয়ামাস ॥ ৫২

ততঃ স দেবরাড্ দেবৈর্ঋষিভি: স্তূয়মানস্ত্রিবিষ্টপস্থো নিষ্কল্মষো বভূব হ ব্রহ্মবধ্যাং চতুর্ধা স্থানেষু বনিতাগ্নি-বনস্পতি-গোষু ব্যভজদেবমিন্দ্রো ব্রহ্মতেজস:-

---

নহুষের পতন হইলে পর ত্রিলোকের রাজা পুনরায় ইন্দ্রহীন হইয়া যাইল। তখন দেবতা ও ঋষিগণ ইন্দ্রের জন্য ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, ভগবন্! আপনি ব্রহ্মহত্যাপীড়িত ইন্দ্রকে রক্ষা করুন। এই সময় বরদায়ক ভগবান্ বিষ্ণু সেই দেবগণকে বলিলেন -দেবগণ! ইন্দ্র বিষ্ণুর উদ্দেশে অশ্বমেধ যজ্ঞ করুক। তাহা হইলে সে পুনরায় নিজ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ইহা শুনিয়া দেবতা ও ঋষিগণ ইন্দ্রকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যখন কোথাও ইন্দ্রের সন্ধান পাইলেন না, তখন তাঁহারা শচীকে বলিলেন,—সুভগে! তুমি যাও এবং ইন্দ্রকে এখানে লইয়া এস। তখন শচী পুনরায় মানস সরোবরে যাইলেন। শচীর কথায় ইন্দ্র সেই সরোবর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বৃহস্পতির নিকটে আসিলেন। বৃহস্পতি তখন ইন্দ্রের জন্য অশ্বমেধনামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি কৃষ্ণসারঙ্গ নামক যজ্ঞীয় অশ্বকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহাকেই বাহন করিয়া বৃহস্পতি পুনরায় ইন্দ্রকে নিজের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ৫২

তদনন্তর দেবতা ও ঋষিগণের দ্বারা নিজের স্তব শ্রবণ করিতে করিতে দেবরাজ ইন্দ্র পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি ব্রহ্মহত্যাকে স্ত্রী, অগ্নি, বৃক্ষ ও গো—এই চার স্থানে বিভক্ত করিয়া দিলেন। ব্রহ্মতেজের প্রভাবে বৃদ্ধি-

---

প্রাপ্ত ইন্দ্র শত্রুপদকে বধ করত পুনরায় নিজের স্থান লাভ করিলেন। ৫৩

(নহুষকে শাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য দেবতা ও ঋষিগণ প্রার্থনা করিলে পর অগস্ত্য বলিলেন,—

অন্যদিকে নহুষেরই কুলে উৎপন্ন শ্রীমান্ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রশ্নসমূহের উত্তর দিয়া ভীমসেনকে মোচনমুক্ত করিবে, তখন নহুষও শাপমুক্ত হইবে।)

প্রাচীনকালে মহর্ষি ভরদ্বাজ আকাশ-গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া আচমন করিতেছিলেন। সেই সময় তিন পলের দ্বারা ত্রিলোককে পরিমাপ করিতে করিতে ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ভরদ্বাজ জলসহ হস্তের দ্বারা তাঁহার বক্ষে আঘাত করিলেন। ইহাতে তাঁহার বক্ষে এক চিহ্ন হইয়া যাইল। ৫৪

মহর্ষি কৃশের অভিশাপে অগ্নি সর্বভক্ষী হইয়া যাইলেন। ৫৫

অগ্নিসহ দেবতাগণের জন্য এই উদ্দেশে অনুশাসন করিতেছিলেন যে, তাহারা ইহা ভক্ষণ করিয়া অসুরদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইবে। এই সময় মুনি নিজ ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া অগ্নিহিত নিকটে আসিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—আমাকে ভিক্ষাদান করুন। অগ্নিহিত চিন্তা করিলেন—এই অন্ন প্রথমে দেবগণেরই ভক্ষণ করা উচিত, অপর কাহারও নহে, সেইজন্য

ক্রবিতেন বুধেন ব্রহ্মভূতেনাধিতিঃ পত্না অধিতেজসমে ওষিতুতি যাচা বিবক্ষতো দ্বিতীয়জন্মস্তুতসাত্তিভস্ত অতঃ মাতুরদিত্যা মারিতঃ স মার্তণ্ডো বিবস্বানভব-চ্ছান্দোগ্যঃ। ৫৬

দক্ষস্ত য যৈ দুহিতরঃ ষষ্টিরাসংস্তাভ্যঃ কশ্যপায় ত্রয়োদশ প্রাযচ্ছদ্ দশ ধর্মায় দশ মনবে সপ্তবিংশতিমিন্দবে তাসু তুল্যাসু নক্ষত্রাখ্যাঃ গতাসু সোমো রোহিণ্যামত্যধিকং প্রীতিমানভূৎ ততস্তাঃ শিষ্টাঃ পত্না ঈর্ষাবত্যঃ পিতুঃ সমীপং গত্বেমমর্থং অথঃ সুর্তরবরুদ্ধাসু তুল্যাপ্রজাসু সোমো রোহিণীং প্রত্যধিকং তদ্ভর্তৃত সোঽব্রবীদ্ যদ্ভূয়সাবিদ্ধেতেতি দক্ষশাপাৎ সোম রাজানং যক্ষ্মা বিবেশ স যক্ষ্মণাবিষ্টো দক্ষমগাদ্ দক্ষশ্চৈনমব্রবীৎ সখে বর্তয়সীতি তত্রার্ষৎ সোমমক্রবন্ ক্ষীয়সে যক্ষ্মণা পশ্চিমায়াং দিশি সমুদ্রে হিরণ্যসরস্তীর্থং গত্বা চান্দ্রন: সেচনমকরোৎ স্নাত্বা চান্দ্রানং পাপ্মানং মোক্ষয়াঞ্চাস তত্র চাযভাসিতস্তীর্থে যদা সোমস্তদা প্রভৃতি চ তীর্থং তৎ প্রভাসমিতি নাম্না খ্যাতং বভূব।৫৭

তচ্ছাপাদদ্যাপি ক্ষীয়তে সোমোঽমাবাস্যান্তরস্থঃ পৌর্ণমাসীমাত্রেঽধিষ্ঠিতো মেঘলেখাপ্রতিচ্ছন্নঃ বপুর্দর্শয়তি মেঘসদৃশঃ বর্ণমগমৎ তদস্য মলমস্য বিমলমভবৎ। ৫৮

পুলস্ত্যস্য মহর্ষের্মেরোঃ প্রাগুত্তরে দিগ্বিভাগে তপস্তেপে তত্তস্য তপস্তপ্যমানস্য সর্বশস্ত্রভৃতঃ শুচির্বায়ুর্বাতমানঃ শরীরমস্পৃশৎ স তপসা তাপিতশরীরঃ ক্ষুণ্ণো বায়ুনোপবীজ্যমানো হৃদয়ে পরিতোষমগমৎ তত্র কিল তস্যাগ্নিসখাজনয়ত্তপারক্তোদরা সতো যমস্পতং পুষ্পশোভাং নিষিঞ্চতস্তু ইতি স এতান্ শপাশ্চ ন সর্বকালাঃ পুষ্পবন্তো ভাবয়ন্তেতি। ৫৯

তিনি দুর্বাকে ভিক্ষাদান করিলেন না। ভিক্ষা না পাওয়ায় ঐ ব্রাহ্মণ খুব অভিশাপ দিলেন যে, অত ব্রাহ্মণীবিদ্বেষীর (সূর্যের) দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করিবার সময় অদিতির উদরে পীড়া হইবে। যাতা অদিতির উদরে সেই অত ঊর্ধ্ব পীড়ার দ্বারা মৃত হইয়া যাইবে। মৃত অণ্ড হইতে উৎপন্ন হওয়ায় আদিত্যনামী বিবস্বান্ মার্তণ্ড নামে প্রসিদ্ধ হইবে। ৫৬

প্রজাপতি দক্ষের যাট কন্যা ছিল। তাঁহাদের মধ্যে তেরজন কন্যার বিবাহ কশ্যপের সহিত হইয়াছিল, দশজন কন্যা ধর্ম, দশ জন কন্যা মনু এবং সাতাশ জন কন্যা তিনি চন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই সাতাশ জন কন্যাই নক্ষত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। যদিও ইঁহারা সকলেই সমান রূপবতী ছিলেন, তথাপি চন্দ্র সর্বাপেক্ষা রোহিণীকে অধিক ভালবাসিতেন। ইহা দেখিয়া অন্য সব পত্নীগণের মনে ঈর্ষা হইল এবং তাঁহারা পিতা দক্ষের নিকট যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন ভগবন্! সকল ভগিনী আমাদের প্রভাব সমান হইলেও চন্দ্রদেব রোহিণীকেই অধিক স্নেহ করেন। ইহা শুনিয়া দক্ষ বলিলেন,—ইহার (চন্দ্রের) মধ্যে যক্ষ্মার প্রবেশ হইবে। এইরূপে ব্রাহ্মণ দক্ষের অভিশাপে রাজা সোমের (চন্দ্রের) শরীরে যক্ষ্মা প্রবেশ করিল। যক্ষ্মাগ্রস্ত হইয়া রাজা সোম প্রজাপতি দক্ষের নিকটে গমন করিলেন। সোমের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর দক্ষ তাঁহাকে বলিলেন—তুমি নিজের সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার করিতেছ না, উহারই এই ফল। সেখানে অন্য ঋষিগণ সোমকে বলিলেন,—তুমি যক্ষ্মায় যাহা ক্ষীণ হইয়া যাইতেছ। অতএব পশ্চিমদিকে সমুদ্রের তীরে যে হিরণ্যসর নামক তীর্থ আছে, সেখানে গমন করত তুমি নিজেকে স্নান করাও। তখন সোম হিরণ্যসরতীর্থে গমন করিয়া সেখানে স্নান করিলেন। স্নান করত তিনি নিজেকে পাপমুক্ত করিলেন। সেই তীর্থে তিনি তখন নিজ শুক্লার প্রভাসিত হইয়া উঠিলেন, সেইজন্য সেই সময় হইতেই এই তীর্থ প্রভাসতীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়া গেল। ৫৭

সেই পাপে আজও চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা পর্যন্ত ক্ষীণ হইতে থাকেন এবং শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা পর্যন্ত তাঁহার বৃদ্ধি হইতে থাকে। তাঁহার শুক্লাকার বরণ মেঘের আবরণের দ্বারা যেন আচ্ছন্ন দেখা যায়। তাঁহার শরীরে যে সোমলতা চিহ্ন মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতে প্রতীত হয়। ৫৮

পুরাকালের কথা, মেরু পর্বতের পূর্বোত্তর ভাগে পুলস্ত্য নামক মহর্ষি অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যা করিবার সময় সর্বপ্রকার শস্ত্রধারী বলবান করিয়া পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। সেই বায়ু প্রবাহিত হইয়া মুনির শরীর স্পর্শ করিল। তপস্যার দ্বারা সকল দেহ সেই কৃশতার মুনি এই বায়ুর কর্তৃক বীজিত হইয়া নিজের হৃদয়ে অত্যন্ত সন্তোষ অনুভব করিলেন। বায়ুর সাহায্যে (বাতাস দানে) সখাই মুনির শরীরে কৃষ্ণবর্ণের তৎক্ষণাৎ পুষ্পের শোভা দেখাইতে লাগিল। ইহাতে রুষ্ট হইয়া সেই মুনি তাহাদিগকে এই শাপ দিলেন যে, তোমরা সব সময় পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ থাকিবে না। ৫৯

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

৩য়ার মং

১৭।৩৭৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমি, আমিই যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখন আত্মমায়ায় শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে দেহ ধারণ করি

পরমপুরুষ অক্ষর হ'তে প্রাণ জন্মায়, মানবদেহে ছায়ার ন্যায় পরমেশ্বর আত্মাতে প্রাণ সমর্পিত আছে। মানস সঙ্কল্প ও ইচ্ছাদিকৃত কর্ম্মানুসারে প্রাণ মানবদেহে যায়, এই প্রাণের নামই প্রথমজ ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ অপর প্রণব ঈশ্বর।

প্রাণই পায়ু ও উপস্থে, অপানকে চক্ষু শ্রোত্রে, মুখ ও নাসিকায় স্বয়ং অবস্থান করে, প্রাণ অপানের মধ্যে সমান, সমানই জঠর অগ্নিতে হুত খাদ্য ও পানীয়বস্তুকে সমতা প্রাপ্ত করায়। তাহাতে সাতটি শিখা, দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, নাসিকা, রসনেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান হয়। হৃদয়াকাশে আত্মা বাস করে, হৃদয়ে একশত এক প্রধান নাড়ী আছে, তাদের প্রত্যেকের এক শত এক শত ক'রে শাখারূপ ভাগ আছে।

১৩শ বর্ষ, শ্রাবণমাস. ১৩৮১] [দ্বিতীয়সংখ্যা —শায়নী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্- -

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

• • •

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আর্থিক সাহায্যে উন্নয়ন ও সমাহিতকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

• •

যুগ্ম-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক বৃন্দ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী ঃ—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(অরক্ষিত সঙ্ঘসম্পদ)

যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক ঃ—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-সি, ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ., ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন) ; এফ .আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় ঃ—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা]

নিয়মাবলি

১ আর্যাশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থের মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ·· টাকা মাত্র গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন— সম্পাদক-'আর্যাশাস্ত্র', ৩৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্যাশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩ সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্যাশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫৫-৬৪০৮ মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্ট-ভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্যাশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা যথাসাধ্য গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রযোগে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্যাশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে

সম্পাদক—আর্যাশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২৭·০০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৪০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৩০·০০

নারায়ণো লোকহিতার্থং বড়বামুখো নাম পুরা মহর্ষির্ভূত্বা তস্যা মেরৌ তপস্তপ্যতঃ সমুদ্র আহূতো নাগচ্ছতেনাবিষ্টেনাত্মগাত্রোদ্ভবা সমুদ্রঃ স্তিমিতজলঃ কৃতঃ খেদপ্রশমনসমুদ্ভাস্যা লবণতায়ো জনিতঃ ।৫৯

উষ্ণস্তাপ্যপেয়ো ভবিষ্যস্যেতচ্চ তে তোয়ং বড়বামুখসংজ্ঞিতেনানুবর্তিনা তোয়ং সমুদ্রাৎ পীয়তে ।৬১

হিমবতো গিরের্দুহিতরমুমাং কন্যাং কৃষ্ণস্তকমে কৃত্বরূপি চ মহর্ষিভিরমরগন্ধর্বাপ্সরোভিশ্চ কন্যামিমাং যে দেবীতি তমব্রুবীদ্ভিরবানভিলক্ষিতো বরো ভদ্র ইতি তমব্রবীদ্ ভূগুর্বাক্যাং বরাহং কন্যাবরণকৃতভাবঃ প্রত্যাখাতস্তস্মাদ্ বরাদানাং তথান্ ভাজনং ভবিষ্যতীতি ।৬২

অন্তঃপ্রবৃত্ত্যেতদবধিতমুষিবচনং তদেবংবিধং মাহাত্ম্যং ব্রাহ্মণানাম্ ।৬৩

কথমপি চ ব্রাহ্মণপ্রসাদাদেষা শাশ্বতীমব্যাহতা পৃথিবীং পত্নীমধিগম্য ভুঙ্‌ক্তে ।৬৪

যদেতদ্ ব্রহ্মণ্যাগ্নীষোমীয়ং কেন জগদ্ ব্যাপ্তে ।৬৫

উচ্যতে—

সূর্যাচন্দ্রমসৌ চক্ষুঃ কেশাশ্চৈবাংশবঃ স্মৃতাঃ ।
যোধয়ন্নাপয়ংশ্চৈব জগদুত্তিষ্ঠতে পৃথক্ ।৬৬

(আত্মা নিরুক্তং বক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ ।)

সোধনাৎ তাপনাচ্চৈব জগতো হর্ষণং ভবেৎ
অগ্নীষোমকৃতৈরেভিঃ কর্মভিঃ পাণ্ডুনন্দন ।
হৃষীকেশোঽহমীশানো বরদো লোকভাবনঃ ।৬৭

ইত্যেতদুক্তমস্মাভির্যদর্থং ব্রূয়তে স্তবম্
যশ্চ যো হরিঃ সর্বস্তস্মাদ্ধরিহয়ঃ স্মৃতঃ ।৬৮

যাম নামো হি ভূতানামুরু চৈব বিভাষিতম্ ।
তস্মাদ্যমা ততো বিপ্রৈঃ সর্বজ্ঞাহং প্রকীর্তিতঃ ।৬৯

এক সময় ভগবান্ নারায়ণ লোকহিতের জন্য বড়বামুখনামক মহর্ষি হইয়াছিলেন। যখন তিনি মেরু পর্বতের উপর তপস্যা করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি সমুদ্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আসিলেন না। ইহাতে অমর্ষপূর্ণ হইয়া তিনি নিজের শরীরের উষ্ণতার দ্বারা সমুদ্রের জলকে শুষ্ক করিয়া দিলেন এবং ঘর্মপ্রবাহের ন্যায় উহার মধ্যে লবণত্ব উৎপন্ন করিলেন। ৬০

এই সঙ্গে তাঁহাকে বলিলেন,—সমুদ্র! তুমি পানযোগ্য থাকিবে না। তোমার এই জল বড়বামুখের দ্বারা বারংবার পীত হইলে পরই মধুর হইবে। এই কথা আজও দেখা যাইতেছে। বড়বামুখ নামক অগ্নি সমুদ্র হইতে জল লইয়া পান করে।৬১

হিমালয়ের কন্যা উমা যখন কুমারী ছিলেন, তখন রুদ্র তাঁহাকে কামনা করিয়াছিলেন। অন্যদিকে মহর্ষি ভৃগুও সেখানে আসিয়া হিমালয়কে বলিলেন,—তোমার এই কন্যাকে আমার প্রদান কর। তখন হিমালয় তাঁহাকে বলিলেন,—এই কন্যার পক্ষে লক্ষিত বর হইলেন রুদ্রদেব। ইহাতে ভৃগু বলিলেন,—আমি কন্যাকে বরণ করিবার ভাবনা লইয়া এখানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে উপেক্ষা করিলে; সেইজন্য আমি অভিশাপ দিতেছি যে, তুমি রত্নসমূহের ভাণ্ডার থাকিবে না। ৬২

আজও মহর্ষির সেই বাক্য হিমালয়ের যে কোন স্থানেই সত্য হইয়া আছে। এইরূপই ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য। ৬৩

ক্ষত্রিয়জাতির ব্রাহ্মণের কৃপায় চিরকালস্থায়িনী ও অখিলাধিনী পৃথিবীকে পত্নীর ন্যায় প্রাপ্ত হইয়া ইহাকে উপভোগ করিয়া যাইতেছে। ৬৪

এই যে অগ্নি ও সোমসম্বন্ধী হব্য ইহাদের দ্বারাই সম্পূর্ণ জগৎ ব্যাপ্ত আছে। ৬৫

কথিত আছে, সূর্য ও চন্দ্র (অগ্নি ও সোম) আমার কেশ এবং তাহাদের কিরণাবলি আমার কেশ বলিয়া কথিত হয়। সূর্য ও চন্দ্র জগৎকে ক্রমশঃ তাপ এবং আপ্যায়ন দান করিতে করিতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উদিত হয়। ৬৬

এখন আমি নিজের নামসমূহের ব্যাখ্যা করিব। তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। জগৎকে আপ্যায়ন ও তাপদান করে বলিয়া চন্দ্র এবং সূর্য হর্ষদায়ক হয়। পাণ্ডুনন্দন! অগ্নি ও সোমের দ্বারা কৃত এই সব কর্মের দ্বারা লোকভাবন ঈশ্বর আমিই "হৃষীকেশ" * নামে কথিত হই। ৬৭

যজ্ঞে 'ইলোপহূতো নহ বিদা' প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা আবাহন করিলে পর আমি নিজের ভাগ গ্রহণ (স্বীকার) করি এবং আমার শরীরের বর্ণও হরিত (শ্যাম) সেইজন্য আমি 'হরি' নামে কথিত হই। ৬৮

প্রাণিগণের প্রধান আশ্রয়ের নাম হইল 'যম' এবং ভূতের অর্থ হইল 'সত্য'। ইহা বিদ্বান্‌গণ বিচার করিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। সেইজন্য ব্রাহ্মণমুখ আমাকে তৎক্ষণাৎ 'সত্যযমা' নামে বর্ণনা করিয়াছেন। ৬৯

---

* সূর্য ও চন্দ্রই অগ্নি এবং সোম। ইহারা জগৎকে হর্ষপ্রদান করে বলিয়া 'হৃষী' নামে অভিহিত হয়। তাহারাই ভগবানের কেশ অর্থাৎ কিরণ, সেইজন্য ভগবানের নাম 'হৃষীকেশ'।

নষ্টোঽহং বরণীং পূর্বমিদানীং বৈ তথাগতাম্
গোবিন্দ ইতি তেনাহং দেবৈর্বাগ্ভিরভিষ্টুতঃ। ৭০
পিপিবিষ্টেতি চাখ্যায়ং হীনরোমা চ যো ভবেৎ।
তেনাবিষ্টং তু যৎকিঞ্চিৎপিবিষ্টেতি চ স্মৃতঃ। ৭১
যাস্কো মামৃষিরব্যগ্রো নৈরুক্তেষু গীতবান্
পিপিবিষ্ট ইতি স্মস্মাদ্ গুহ্যনামধরো হ্যহম্। ৭২
স্তুত্বা মাং পিপিবিষ্টেতি যাস্ক ঋষিরুদারধীঃ
মৎপ্রসাদাদবো নষ্টং নিরুক্তমভিজগ্মিবান্। ৭৩
ন হি ত্বত্তো ন ভায়েয়ং ন ত্বন্নিত্যং কদাচন
ক্ষেত্রজ্ঞঃ সর্বভূতানাং তস্মাদহমজঃ স্মৃতঃ। ৭৪
নোক্তপূর্বং ময়া ক্বাপি মন্ত্রমন্ত্রালয়ে ন বা কদাচন
অতো ব্রহ্মসুতা সা মে সত্যা দেবী সরস্বতী। ৭৫
সঙ্কাশত্বেব কৌন্তেয় ময়াবেশিতমাত্মনি
পৌরুষে ব্রহ্মসদনে সত্যং মামৃষয়ো বিদুঃ। ৭৬
সত্যাদ্ ভ্রষ্টপূর্বোঽহং সত্যং বৈ বিদ্ধি সংজ্ঞকম্।
অমনীষা ভবেৎ সত্যং পৌরিকং মে ধনঞ্জয়। ৭৭
নিরাশীঃকর্মসংযুক্তঃ সত্যতন্ত্রাপ্যকল্মষঃ।
সাত্বতজ্ঞানপূতোঽহং সত্যভাগিতি সাত্বতঃ। ৭৮
কৃষামি মেদিনীং পার্থ ভূত্বা কার্ষ্ণায়সো মহান্।
কৃষ্ণো বর্ণশ্চ মে যস্মাৎ তস্মাৎ কৃষ্ণোঽহমর্জুন। ৭৯
যদা সংক্ষেপিতা ভূমির্ছিদ্রৈর্যোগ্ম চ বাহুনা।
বাহুশ্চ ভেজসা সার্ধং বৈকুণ্ঠং তু ততো মম। ৮০
নির্বাণং পরমং ব্রহ্ম ধর্মোঽহমৃষি পঞ্চ উচ্যতে।
তস্মান্ন চ্যুতপূর্বোঽহমচ্যুতত্বেন কর্মণা। ৮১
পৃথিবী-নভসী চোভে বিক্রমতে বিষ্ণবেঽমুষে।
উরোঃ সত্যাদ্ধার্যং হি মামধোক্ষজধারণা। ৮২

আমি পুরাকালে নষ্ট হইয়া রসাতলে গত পৃথিবীকে পুনরায় বরাহরূপ ধারণ করত প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেইজন্য দেবতারা নিজেদের বাক্যের দ্বারা 'গোবিন্দ' বলিয়া আমার স্তুতি করিয়াছিলেন (গাং বিন্দতীতি গোবিন্দঃ—পৃথিবীকে প্রাপ্ত হন বলিয়া গোবিন্দ নামে অভিহিত হন।)। ৭০

আমার 'পিপিবিষ্ট' নামের ব্যাখ্যা এইরূপ— রোমহীন প্রাণীকে 'পিপি' বলে এবং বিষ্ট শব্দের অর্থ ব্যাপক। আমি নিরাকাররূপে সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া আছি, সেইজন্য জ্ঞানী পুরুষ আমাকে 'পিপিবিষ্ট' বলিয়া আখ্যাত করেন। ৭১

যাস্কমুনি সাবধানচিত্ত হইয়া অনেক স্থলে 'পিপিবিষ্ট' বলিয়া আমার ঋষিরা গান করিয়াছেন ; অতএব আমি এই গুহ্য নাম ধারণ করিয়া আছি। ৭২

উদারবুদ্ধি যাস্কমুনি পিপিবিষ্ট নামে আমার স্তুতি করিয়া আমারই কৃপায় পাতাল-লোকে নষ্ট নিরুক্ত শাস্ত্র পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৭৩

আমি পূর্বে কখনও অন্যস্ত্রীকে গ্রহণ করি নাই, বর্তমানেও অন্যস্ত্রীকে গ্রহণ করি নাই এবং ভবিষ্যতেও কখনও অন্যস্ত্রীকে গ্রহণ করিব না। আমি সমস্ত প্রাণিগণের শরীরে অবস্থিত ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা। সেইজন্য আমার নাম 'অজ'। ৭৪

আমি কখনও গুরু (বীজ) বা অশ্লীল বাক্য মুখ হইতে নির্গত করি না। সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুত্রী সরস্বতীদেবী আমার বাণী। কুন্তীনন্দন! সর্ব ও অসৎকেও আমি নিজের মধ্যেই প্রবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। সেইজন্য আমার বাঙ্ময়স্বরূপ ব্রহ্মলোকে স্থিত ঋষিগণ আমাকে 'সত্য' বলিয়া জানেন। ৭৫-৭৬

ধনঞ্জয়! আমি পূর্বে কখনও সত্য হইতে চ্যুত হই নাই। আমা হইতেই সত্য উৎপন্ন হইয়া জানিও। আমার সেই সত্য এই অবস্থায় কালেও বিদ্যমান আছে। সত্যেই অত আমি পাপরহিত হইয়া নিষ্কাম-কর্মযুক্তে নিরত আছি। তত্ত্বজ্ঞান-প্রাপ্ত পুরুষদের পাবক জ্ঞানের (পাবকাত্মাদি বৈষ্ণব নামের) দ্বারা আমার স্বরূপ বোধ হয়। এই সব কারণে সকলে আমাকে 'সাত্বত' বলিয়া বর্ণনা করে। ৭৭-৭৮

পৃথাপুত্র অর্জুন! আমি কৃষ্ণবর্ণের বিশাল কালরূপে পরিণত হইয়া এই পৃথিবী কর্ষণ করি এবং আমার শরীরের বর্ণও কৃষ্ণ, সেইজন্য আমি 'কৃষ্ণ' বলিয়া অভিহিত হই (কৃষ্ণ নামের অন্য ব্যুৎপত্তিও আছে। যথা,—কৃষ্ ধাতু নাম হইল সত্তার এবং ণ-কার হয় আনন্দকে। এই উভয়ের দ্বারা উপলক্ষিত সচ্চিদানন্দঘন রূপ হেতু গোলোকবিহারী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।)॥ ৭৯

আমি ভূমিকে অন্যের সহিত, আকাশকে বায়ুর সহিত এবং বায়ুকে তেজের সহিত সংযুক্ত করিয়াছি। সেইজন্য (বিশ্বতো মুখঃ সকলানাং ভূতানাং ভূতানাং যেমনে অনায়াসে যত্র সঃ বিষ্ণুঃ, বিষ্ণুর এব বৈষ্ণবঃ—এক ভূতসমূহে বিজ্ঞানকার্যে যাহার শক্তি কখনও কুণ্ঠিত হয় না, সেই ভগবান্ হইলেন বৈষ্ণব, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে) আমি 'বৈষ্ণব' নামে কথিত হই। ৮০

পরম পণ্ডিতরা যে ব্রহ্ম, তিনিই পরম ধর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছেন। উহা হইতে পূর্বে আমি কখনও চ্যুত হই নাই, সেই-জন্য আমি 'অচ্যুত' বলিয়া অভিহিত হই। ৮১

('উরুঃ' শব্দের অর্থ পৃথিবী, 'ওরু' শব্দের অর্থ আকাশ এবং 'উ'-এর অর্থ হইল ইহাদের উভয়ের ধারণকারী।)

নিরুক্তা বেদবিদ্বদ্ভো বেদশব্দার্থচিন্তকাঃ
তে মাং গায়ন্তি প্রাগ্‌বংশে অধোক্ষজ ইতি দ্বিতিঃ ॥৮৩
(অধো ন ক্ষীয়তে যস্মাদ্ বদন্ত্যেতে হ্যধোক্ষজম্ ।)
শব্দ একপদৈরেব ব্যাহৃতঃ পরমর্ষিভিঃ ।
মান্তো হ্যধক্ষজো লোকে অতে নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ৮৪
ঘৃতং মমার্চিষো লোকে হ্যস্মাকং প্রাণধারণম্
ঘৃতার্চিরহমস্যত্রৈর্বেদজ্ঞৈঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৮৫
ত্রয়ো হি ধাতবঃ খ্যাতাঃ কর্মজা ইতি তে শ্রুতাঃ
পিত্তং শ্লেষ্মা চ বায়ুশ্চ এষ সঙ্ঘাত উচ্যতে ॥৮৬
এতৈশ্চ ধার্য্যতে জন্তুরেতৈঃ ক্ষীয়ৈশ্চ ক্ষীয়তে ।
আয়ুর্বেদবিদস্তস্মাৎ ত্রিধাতুং মাং প্রচক্ষতে ॥ ৮৭
ঘৃষো হি ভগবান্ ধর্মঃ খ্যাতো লোকেষু সত্তম ।
নৈঘণ্টুকপদাখ্যানে বিদ্ধি মাং বৃষমুত্তমম্ ॥ ৮৮
কপির্বরাহঃ শ্রেষ্ঠশ্চ বর্ষশ্চ বৃষ উচ্যতে ।
তস্মাদ্ বৃষাকপিং প্রাহ কশ্যপো মাং প্রজাপতিঃ ॥৮৯
ন চাদিং ন মধ্যং তথা চৈব নান্তং
কদাচিদ্ বিদন্তে সুরাস্তাসুরাশ্চ ।
অনাদ্যো হ্যমধ্যস্তথা চাপ্যনন্তঃ
প্রগীতোঽহমীশো বিভূর্লোকসাক্ষী ॥ ৯০
শুচীনি শ্রবণীয়ানি শৃণোমীহ বনস্থ ।
ন চ পাপানি গৃহ্নামি ততোঽহং বৈ শুচিশ্রবাঃ ॥ ৯১
একশৃঙ্গঃ পুরা ভূত্বা বরাহো নষ্টিবর্ধনঃ ।
ইমাং চোদ্ধৃতবান্ ভূমিমেকশৃঙ্গস্ততো হ্যহম্ ॥ ৯২
তথৈবাসং ত্রিককুদো বারাহং রূপমাস্থিতঃ ।
ত্রিককুৎ তেন বিখ্যাতঃ শরীরস্য তু মাপনাৎ ॥ ৯৩

পৃথিবী ও আকাশ উভয়ই সর্বতোমুখী এবং প্রসিদ্ধ। ইহাদের অনায়াসেই ধারণ করিয়া থাকি বলিয়া সকলে আমাকে 'অধোক্ষজ' বলিয়া থাকে ॥ ৮২

বেদসকলের শব্দ ও অর্থবিচারকারী বেদজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ প্রাগ্‌বংশে (যজ্ঞশালার একভাগে) উপবিষ্ট হইয়া 'অধোক্ষজ' নামে আমার মহিমা গান করেন, সেইজন্যও আমার নাম অধোক্ষজ ॥ ৮৩

(যাহার অস্তিত্বে জীব অধোগতিতে পতিত হইয়াও ক্ষীণ হয় না, সেই ভগবান্‌কে অন্য সকল লোকে 'অধোক্ষজ' বলিয়া বর্ণনা করে ।)

মহর্ষিগণ অধোক্ষজ শব্দের পৃথক্ পৃথক্ তিন পদের এক সমূহার্থ বলিয়া মনে করেন—'অ'র অর্থ লয়স্থান, 'ধোক্ষ' অর্থ পালনস্থান এবং 'জ'র অর্থ উৎপত্তিস্থান। উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের স্থান একমাত্র নারায়ণই অতএব সেই ভগবান্ নারায়ণ ব্যতীত জগতে অন্য কাহাকেও 'অধোক্ষজ' বলা যায় না ॥ ৮৪

প্রাণিগণের প্রাণের পুষ্টিকারক ঘৃত আমার স্বরূপ, ঘৃত অগ্নিদেবের অর্চিঃ, অর্থাৎ শিখাকে উদ্দীপিত করে, সেইজন্য শাস্ত্রজ্ঞ বেদজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ আমাকে 'ঘৃতার্চি' বলিয়া বর্ণনা করেন ॥ ৮৫

শরীরে তিনটি ধাতু বিখ্যাত—বায়ু, পিত্ত ও কফ। ইহারা সকলেই কর্ম হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাদের সমূহাবস্থাকে ত্রিধাতু বলা হয়। জীব এই সকল ধাতু থাকিলে জীবন ধারণ করে এবং উহারা ক্ষীণ হইয়া যাইলে পর জীবও ক্ষীণ হইয়া যায়। সেইজন্য আয়ুর্বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ আমাকেই 'ত্রিধাতু' বলিয়া থাকেন ॥ ৮৬-৮৭

হে ভারত ! ভগবান্ ধর্ম সমস্ত লোকেই 'বৃষ' নামে বিখ্যাত। বৈদিক শব্দার্থবোধক কোষসমূহে বৃষের অর্থ ধর্ম বলা হইয়াছে। অতএব উত্তম ধর্মস্বরূপ বাসুদেব আমাকেই 'বৃষ' বলিয়া জানিও ॥ ৮৮

কপি-শব্দের অর্থ বরাহ এবং শ্রেষ্ঠ ও বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম বলিয়া কথিত হয় আমি ধর্ম ও শ্রেষ্ঠ বরাহরূপধারী ; সেইজন্য প্রজাপতি কশ্যপ আমাকে 'বৃষাকপি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ॥ ৮৯

আমি জগতের সাক্ষী ও সর্বব্যাপী ঈশ্বর। দেবতা ও অসুরগণও আমার আদি, মধ্য ও অন্ত জানিতে সমর্থ হয় না, সেইজন্য আমি 'অনাদি', 'অমধ্য' ও 'অনন্ত' নামে অভিহিত হই ॥ ৯০

ব্রহ্মন্ ! আমি জগতে পবিত্র ও শ্রবণ করিবার যোগ্য বাক্য সকলই শ্রবণ করি এবং পাপপূর্ণ বাক্য কখনও শ্রবণ করি না, সেইজন্য আমার নাম শুচিশ্রবা হইয়াছে ॥ ৯১

পুরাকালে আমি এক শৃঙ্গবিশিষ্ট বরাহরূপ ধারণ করত এই পৃথিবীকে জল হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলাম এবং সারা জগতের আনন্দবর্ধন করিয়াছিলাম ; সেইজন্য আমি একশৃঙ্গ নামে অভিহিত হই ॥ ৯২

এইভাবে বরাহরূপ ধারণ করিয়া আমি শরীরের তিনটি ককুৎ (উচ্চস্থান) প্রদর্শন করি ; সেইজন্য আমি 'ত্রিককুৎ' নামে বিখ্যাত হইয়াছি ॥ ৯৩

বিদ্বিক ইতি যং প্রোক্তং কপিলজ্ঞানচিন্তকৈঃ।
স প্রজাপতিরেবাহং চেতনাং সর্বলোককৃৎ ॥ ৪৪
বিজ্ঞানসহায়বন্তং মামাদিত্যস্থং সনাতনম্।
কপিলং প্রাহুরাচার্যাঃ সাংখ্যা নিশ্চিতনিশ্চয়াঃ ॥৪৫
হিরণ্যগর্ভো দ্যুতিমান্ য এষ ত্রিদশেশ্বরঃ।
যোগৈঃ সম্পূজ্যতে নিত্যং স এষোহং ভুবি স্থিতঃ ॥ ৪৬
একবিংশতিসাহস্রং ভেদেষ্বস্য প্রচক্ষতে।
সহস্রশাখং বহ্বৃচ্যং যে বৈ বেদবিদো জনাঃ ॥ ৪৭
গায়ন্ত্যারণ্যকে বিপ্রা মদ্ভক্তাস্তে হি দুর্লভাঃ।
ষট্পঞ্চাশত্তমস্থৌ চ সপ্তত্রিংশত্তমিত্যুত ॥ ৪৮
যস্মিন্ শাখা বহ্বৃচ্যে সোহহমধ্বর্যবে স্থিতঃ
পঞ্চবিংশর্ষয়ঃ কৃত্যাস্তিঃ পরিগৃহ্যন্তি মাম্ ॥ ৪৯
যজন্তি বি মাং বিপ্রা অথর্বাণবিদস্তথা।
শাখাভেদাস্তু যে কেচিদ্ যাস্ত শাখাসু তীর্থতঃ ॥ ৫০
স্বরবর্ণসমুচ্চারাঃ সর্বাংস্তান্ বিদ্ধি মৎকৃতান্।
যং তদ্ভক্তশিরঃ পার্থ মন্যুদেতি বরপ্রদম্ ॥ ৫১
সোহহমেবোত্তরে ভাগে ক্রমাক্ষরবিভাগবিৎ।
বাসাদেশিতমার্গেণ মৎপ্রসাদস্মরাধনা ॥ ৫২
পাকাদেন ক্রমঃ প্রাপ্তস্তস্মাদ্ ভূতাৎ সনাতনাৎ।
বাভ্রব্যগোত্রঃ স বভৌ প্রথমঃ ক্রমপারগঃ ॥ ৫৩
নারায়ণাদ্ বরং লব্ধ্বা প্রাপ্য যোগমনুত্তমম্
ক্রমং প্রণীয় শিক্ষাঞ্চ প্রণয়িত্বা স গালবঃ ॥ ৫৪
কণ্ডরীকোঽথ রাজা চ ব্রহ্মদত্তঃ প্রতাপবান্।
জাতীস্মরত্বং ছুঃখং স্মৃত্বা স্মৃত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৫
সপ্তজাতিষু মুখ্যত্বাদ্ যোগানাং সম্পদং গতঃ
পুরাহমাত্মজঃ পার্থ প্রথিতঃ কারণান্তরে ॥ ৫৬

কপিলমুনির দ্বারা প্রতিপাদিত সাংখ্যশাস্ত্রের বিদ্যাবিভাগী বিদ্যাগুরু যাঁহাকে বিদ্বিক বলিয়াছেন, সেই সর্বলোকস্রষ্টা প্রজাপতি বিদ্বিক আমিই ; কারণ, আমিই সকলের চেতনপ্রদান করি। ৪৪

জ্ঞানবিজ্ঞানবাদী সাংখ্যশাস্ত্রের আচার্যগণ আমাকে আদিত্য-মণ্ডলে স্থিত, বিজ্ঞানশক্তির সাহায্যে নিশ্চয়সম্পন্ন সনাতন দেবতা 'কপিল' নামে অভিহিত করেন। ৪৫

যেসব ব্যক্তি আমার স্তুতি করা হইয়াছে এবং একমনে যোগী ব্যক্তি-গণ যাঁহার সর্বদা পূজা ও স্মরণ করেন, সেই তপস্বী 'হিরণ্যগর্ভ' আমিই। ৪৬

যেসব ব্যক্তিগণ আমাকেই একুশ হাজার মন্ত্রযুক্ত 'ঋগ্‌বেদ' এবং এক হাজার শাখাবিশিষ্ট 'সামবেদ' বলিয়া থাকেন। ৪৭

আরণ্যকে ব্রাহ্মণগণ আমারই মহিমা গান করেন। তাঁহারা আমার পরম ভক্ত। যে ঋগ্‌বেদে ছাপ্পান্ন + আট + সাঁইত্রিশ = সর্বসাকুল্যে একশত এক শাখা আছে, সেই ঋগ্‌বেদেও আমারই গান করা হইয়াছে। ৪৮-৪৯½

অথর্ববেদী ব্রাহ্মণগণ আমাকেই কৃত্যাসমূহ—আভিচারিক প্রয়োগসম্পন্ন পঞ্চমন্ত্রাত্মক 'অথর্ববেদ' বলিয়া মনে করেন।৫০½

বেদে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন শাখা আছে, সেই সবে যত গীত আছে এবং সেই সকল গানে স্বর ও বর্ণ উচ্চারণ করিবার যত প্রকার রীতি আছে, সেই সব রীতি আমারই নির্মিত বলিয়া জানিবে। ৫১½

কুন্তীনন্দন! সকলের বরদাতা যে ব্রহ্মার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেইরূপে আমিই অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। আমি উত্তর-ভাগে অর্থাৎ শিক্ষাশাস্ত্রের দ্বিতীয় বিভাগে কথিত বেদ-মন্ত্রসমূহের ক্রমবিভাগ ও অক্ষরবিভাগ জানি। ৫২½

মহাত্মা পাকাদ বাসুদেবকর্তৃক কথিত ব্যাসমার্গে আমারই আরাধনা করিয়া সনাতনপুরুষ আমার কৃপাপ্রসাদে বেদের ক্রম-বিভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৫৩½

বাভ্রব্যগোত্রে উৎপন্ন সেই পাকাদ মুনি ভগবান্ নারায়ণ হইতে বর এবং সর্বোত্তম যোগ লাভ করত সর্বপ্রথমে বেদের ক্রমবিভাগে পারদর্শী হইয়াছিলেন। ৫৪½

প্রসিদ্ধ গালবমুনি ক্রমসূত্র রচনা করিয়া এবং কণ্ডরীক-বংশে উৎপন্ন প্রতাপশালী রাজা ব্রহ্মদত্ত শিক্ষাশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া জন্ম-মৃত্যুসম্ভূত দুঃখসকল বারংবার স্মরণ করত তীব্রতম বৈরাগ্যাবলম্বন-পূর্বক অন্য অন্য যোগকর্মিত ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছিলেন।৫৫-৫৫½

কুরুশ্রেষ্ঠ! কুন্তীকুমার! পূর্বকালে কোন এক কারণবশতঃ আমি ধর্মের পুত্ররূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলাম। সেইজন্য আমি 'ধর্মজ' বলিয়া অভিহিত হই। ৫৬½

---

* বেদমন্ত্রসকলের দুই দুই পদ উচ্চারণ করত পূর্ব পূর্ব পদ পরিত্যাগ করা এবং উত্তরোত্তর পদ মিলিত করিয়া দুই দুই পদ একসঙ্গে পাঠকরাকে বলে ক্রমবিভাগ। যেমন 'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্' এই মন্ত্রের ক্রমপাঠ এইরূপ—'অগ্নি মীলে ইলে পুরোহিতঃ পুরোহিতং যজ্ঞস্য' ইত্যাদি। অক্ষর বিভাগের অর্থ হইল—পদ বিভাগ অর্থাৎ এক এক পদকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাঠ করা। যথা—'অগ্নিম্ ঈলে পুরোহিতম্' ইত্যাদি।

ধর্মস্য কুরুশার্দূল তত্তোঽহং ধর্মজঃ সুতঃ।
নর-নারায়ণৌ পূর্বং তপস্তেপতুরব্যয়ম্ ॥ ১০৭
ধর্মধামনি সম্ভূতৌ পর্বতে গন্ধমাদনে।
তৎকালসময়ে চৈব দক্ষযজ্ঞো বভূব হ ॥ ১০৮
ন চৈবাকল্পয়দ্ ভাগং দক্ষো রুদ্রস্য ভারত।
ততো দধীচিবচনাদ্ দক্ষযজ্ঞমপাহরৎ ॥ ১০৯
সসর্জ শূলং কোপেন প্রজ্বলন্তং মুহুর্মুহুঃ।
ভস্মসাৎ কৃতা দক্ষযজ্ঞং সাদেবগণম্ ॥ ১১০
আবয়োঃ সহসাগচ্ছদ্ দর্পঘ্নমমিতৌজসম্।
বেগেন মহতা পার্থ পত্তয়ারায়ণোরসি ॥ ১১১
ততস্তৎ তেজসাবিষ্টং কেশী নারায়ণস্য হ'
বভূবুর্মুক্তকেশাস্তু ততোঽহং মুক্তকেশবান্ ॥ ১১২
তচ্চ শূলং বিনির্ধূতং হুঙ্কারেণ মহাত্মনা
জগ্রাস শঙ্করকরং নারায়ণসমাহতম্ ॥ ১১৩
অথ রুদ্র উপাধাবৎ তাবুভৌ তপসান্বিতৌ।
তত এনং সমুদ্বৃত্তং কণ্ঠে জগ্রাহ পাণিনা ॥ ১১৪
নারায়ণঃ স বিশ্বাত্মা তেনাস্য নিষ্টিতকণ্ঠতা।
অথ রুদ্রবিষাতার্থমীষীকাং নর উদ্ধরৎ ॥ ১১৫
মন্ত্রৈশ্চ সংযুযোজাস্ত্রে সোঽভবৎ পরশুর্মহান্।
ক্ষিপ্তশ্চ সহসা তেন খণ্ডনং প্রাপ্তবাংস্তদা ॥ ১১৬
ততোঽহং খণ্ডপরশুঃ সুতঃ পরশুখণ্ডনাৎ।

অর্জুন উবাচ।

অস্মিন্ যুদ্ধে তু বার্ষ্ণেয় ত্রৈলোক্যসময়ে তদা ॥ ১১৭
কো অয়ং প্রাপ্তবাংস্তত্র শাংসৈতন্মে জনার্দন।

শ্রীভগবানুবাচ।

তয়োঃ সংলগ্নয়োর্যুদ্ধে রুদ্র-নারায়ণাত্মনোঃ ॥ ১১৮
ঊর্ধ্বিণঃ সহসা কৃৎস্নাঃ সর্বে লোকাস্তদাভবন্।
নাগৃহ্ণাৎ পাদয়ঃ শুভ্রে যথেষু সুহুতং হবিঃ ॥ ১১৯
বেদা ন প্রতিভান্তি স্ম ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্
দেবান্ ব্রহ্মতনৈশ্চৈব সমাবিবিশতুস্তদা ॥ ১২০

পূর্বে নর ও নারায়ণ যখন একত্র হইয়া আরোহণ করত গন্ধমাদন পর্বতে অক্ষয় তপস্যা করিতেছিলেন, সেই সময় প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞ আরম্ভ করেন ॥ ১০৭-১০৮

ভারত! সেই যজ্ঞে দক্ষ রুদ্রের অন্য ভাগ স্থির করেন নাই সেইজন্য দধীচির বাক্যে রুদ্র দক্ষের যজ্ঞ স্থগিত করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ১০৯

রুদ্র তখন ক্রোধপরবশ হইয়া নিজের প্রজ্বলিত ত্রিশূল তাহাদের প্রতি প্রয়োগ করেন। সেই ত্রিশূল দক্ষের বিস্তৃত যজ্ঞ ভস্ম করিয়া সহসা বদরিকাশ্রমে আমাদের উভয়ের (নর-নারায়ণের) নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১১০½

পার্থ! সেই সময় নারায়ণের বক্ষে সেই ত্রিশূল তীব্রবেগে যাইয়া পতিত হইল। সেই ত্রিশূলের তেজে অভিভূত হইয়া নারায়ণের কেশসকল মুক্তবন্ধনমুক্ত হইয়া গেল। ইহাতে আমার নাম 'মুক্তকেশবান্' ও 'মুক্তকেশ' হইল ॥ ১১১-১১২

তখন মহাত্মা নারায়ণ হুঙ্কারশব্দের দ্বারা সেই ত্রিশূলকে প্রতিহত করিয়া দিলেন; নারায়ণের হুঙ্কারে প্রতিহত হইয়া সেই ত্রিশূল শঙ্করের হস্তে চলিয়া গেল ॥ ১১৩

ইহা দেখিয়া রুদ্র তপস্যানিরত সেই দুই ঋষির উপর আক্রমণ করিলেন। তখন বিশ্বাত্মা নারায়ণ নিজের হস্তের দ্বারা সেই আক্রমণকারী রুদ্রের কণ্ঠ টিপিয়া ধরিলেন। ইহাতে তাঁহার কণ্ঠ নীল হইয়া যাওয়ায় রুদ্র 'নীলকণ্ঠ' নামে প্রসিদ্ধ হন ॥ ১১৪½

এই সময় রুদ্রকে বিনাশ করিবার জন্য নর একটি ঈষীকা (কাশশিম্) ধারণ করিলেন এবং উহাকে মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া অতিনস্বত্ব নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই ঈষীকা এক বিশাল পরশুতে (কুঠারে) পরিণত হইল ॥ ১১৫½

নরকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই পরশু সহসা রুদ্রের দ্বারা খণ্ডিত হইয়া যাইল। আমার পরশু খণ্ডিত হইয়া যাওয়ায় আমি 'খণ্ডপরশু' নামে অভিহিত হই ॥ ১১৬½

অর্জুন বলিলেন,—বৃষ্ণিনন্দন! ত্রিলোকসংহারকারী সেই যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর সেখানে রুদ্র ও নারায়ণের মধ্যে তাঁহার আর কে আসিয়াছিল? জনার্দন! এই বৃত্তান্ত আমাকে বলুন ॥ ১১৭½

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—অর্জুন! রুদ্র ও নারায়ণ যখন সেই ভাবে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই সময় সকল লোকের সমস্ত প্রাণীই সহসা ঊর্ধ্বে হইয়া উঠিল। অগ্নি যজ্ঞসমূহে বিধি অনুসারে হুত বিস্তৃত হবিরও গ্রহণ করিতে পারিলেন না ॥ ১১৮-১১৯

পবিত্রাত্মা ঋষিগণের বেদমন্ত্রসমূহের স্মরণ হইতেছিল না। সেই সময় দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মলোক ও তপোলোকের আবেশ হইয়া যাইল ॥ ১২০

বসুধা সকলস্পর্শে চ নভশ্চ বিচচাল হ
নিষ্প্রভানি চ জ্যোতাংসি ব্রহ্মা চৈবাসনচ্যুতঃ ॥ ১২১
অম্ভোধয়ঃ সমুদ্রশ্চ হ্রিয়বাংশ্চ বাশীর্যত।
তস্মিন্নেব সমুৎপন্নে নিহিতে পাণ্ডুনন্দন ॥ ১২২
ব্রহ্মা দূতো দেবগণৈর্বিভিশ্চ মহাত্মভিঃ
আজগামাশু তং দেশং যত্র যুদ্ধমবর্তত ॥ ১২৩
সোঽঞ্জলিপ্রগ্রহো ভূত্বা চতুর্বক্ত্রো নিরুদ্ধগঃ
উবাচ বচনং রুদ্রং লোকানাময়ং বৈ শিবম্ ॥ ১২৪
বধ্যাস্থুধানি বিশ্বেশ জগতো হিতকাম্যয়া
যদক্ষরমধাব্যক্তমীশং লোকস্য ভাবনম্ ॥ ১২৫
কূটস্থং কর্তৃ নির্দ্বন্দ্বমকর্তেতি চ যং বিদুঃ
ব্যক্তিভাবগতস্যাস্য এষা মূর্তিরিয়ং তব।
নরো নারায়ণশ্চৈব জাতৌ ধর্মকুলোদ্বহৌ
তপসা মহতা যুক্তৌ দেবশ্রেষ্ঠৌ মহাব্রতৌ ॥ ১২৭

অহং প্রসাদজস্তস্য ভূতস্রষ্টুঃ কারণাত্মনঃ।
ত্বং চৈব ক্রোধজস্তস্য পূর্বসর্গে সনাতনঃ ॥ ১২৮
যস্য চ সার্ধং বরদ বিবুধৈশ্চ মহর্ষিভিঃ
প্রসাদয়াশু লোকানাং শান্তির্ভবতু মা চিরম্।
ব্রহ্মণা হ্যেবমুক্তস্তু রুদ্রঃ ক্রোধাগ্নিমুৎসৃজন্
প্রসাদয়ামাস ততো দেবং নারায়ণং প্রভুম্ ॥
স্বয়ঞ্চ জগ্রাহাদ্যং বরেণ্যং বরদং প্রভুম্ ॥ ১৩০
ততোঽথ বরদো দেবো বিগতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ
প্রীতিমানভবৎ তত্র রুদ্রেণ সহ সঙ্গতঃ ॥ ১৩১
অভিজিত্তিস্থগা চৈব বিবুধৈশ্চ সুপূজিতঃ
উবাচ দেবমীশানমীশঃ স জগতো হরিঃ ॥১৩২
যস্ত্বাং বেত্তি স মাং বেত্তি ত্বন্ময়শ্চ স মন্ময়
নাবয়োরন্তরং কিঞ্চিদ্বেত্তব্যং বুদ্ধিমত্তয়া ॥ ১৩৩
অদ্যপ্রভৃতি শ্রীবৎসঃ পুণ্যাঙ্গো মে ভবত্বয়ম্
মম পাণ্ডাভিতশ্চাপি শ্রীকণ্ঠত্বং ভবিষ্যসি ॥ ১৩৪

পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল, আকাশ বিচলিত হইল, জ্যোতিষ্ক পদার্থসমূহ (গ্রহ-নক্ষত্রাদি) নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল, ব্রহ্মা নিজ আসন হইতে পতিত হইলেন, সমুদ্র শুকাইয়া যাইল এবং হিমালয় পর্বত বিদীর্ণ হইতে লাগিল ॥ ১২১॥

পাণ্ডুনন্দন! এইরূপ দুর্নিরীক্ষ্যলক্ষণ উৎপন্ন হইলে পর ব্রহ্মা দেবতা ও ঋষিগণকে সঙ্গে লইয়া অতিসত্বর সেখানে আসিলেন, যেখানে সেই যুদ্ধ চলিতেছিল ॥ ১২২-১২৩

নিরুদ্ধগমা ভগবান্ চতুর্মুখ ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলি হইয়া রুদ্রদেবকে বলিলেন—প্রভো! সমস্ত লোকের কল্যাণ হউক। বিশ্বেশ্বর! আপনি জগতের হিতকামনায় নিজের অস্ত্র ত্যাগ করিয়া দিন ॥১২৪॥

যিনি সমস্ত জগতের উৎপাদক, অবিনাশী ও অব্যক্ত ঈশ্বর, যাঁহাকে জ্ঞানী পুরুষগণ কূটস্থ, নির্দ্বন্দ্ব, কর্তা ও অকর্তা বলিয়া মনে করেন, লোকরক্ষণধারী সেই পরমেশ্বরের ইহা এক কল্যাণময়ী মূর্তি ॥ ১২৫-১২৬

ধর্মকুলে উৎপন্ন এই দুই মহাব্রতধারী দেবশ্রেষ্ঠ নর ও নারায়ণ এখন মহা তপস্যায় নিরত আছেন ॥ ১২৭

কোন এক বিশেষ কারণবশতঃ এই নারায়ণের কৃপাপ্রসাদে আমার জন্ম হইয়াছে। তাত! আপনিও পূর্বসর্গে এই ভগবানেরই ক্রোধ হইতে উৎপন্ন সনাতন পুরুষ ॥ ১২৮

বরদ! আপনি দেবতা ও ঋষিগণের এবং আমার সহিত শীঘ্র এই ভগবান্‌কে প্রসন্ন করুন, যাহাতে জগতে শীঘ্র শান্তি স্থাপিত হয় ॥ ১২৯

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে পর রুদ্রদেব নিজের ক্রোধাগ্নি ত্যাগ করিলেন। তারপর আদিদেব, বরেণ্য, বরদাতা, সর্বসমর্থ ভগবান্ নারায়ণকে প্রসন্ন করিলেন এবং তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন ॥ ১৩০

তদনন্তর ক্রোধশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় বরদাতা দেবতা নারায়ণ তখন সন্তুষ্ট প্রসন্ন হইলেন এবং রুদ্রের সহিত মিলিত হইলেন ॥ ১৩১

তারপর দেবতা ও ঋষিগণ এবং ব্রহ্মা কর্তৃক বিধি অনুসারে পূজিত হইয়া জগদীশ্বর শ্রীহরি রুদ্রদেবকে বলিলেন প্রভো! যে তোমাকে জানে, সে আমাকেও জানে। যে তোমার অনুগামী, সে আমারও অনুগামী। আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। তোমার মনে উহার বিপরীত বুদ্ধি যেন না হয় ॥ ১৩২-১৩৩

আজ হইতে তোমার শূলের এই চিহ্ন আমার বক্ষঃস্থলে "শ্রীবৎস" চিহ্ন নামে প্রসিদ্ধ হইবে এবং তোমার কণ্ঠে আমার হস্তের চিহ্নের দ্বারা শোভিত হওয়ায় তুমিও "শ্রীকণ্ঠ" নামে অভিহিত হইবে ॥ ১৩৪

শ্রীভগবানুবাচ

এবং লক্ষণমুৎপাদ্য পরস্পরকৃতং তদা
সখ্যং চৈবাতুলং কৃত্বা রুদ্রেণ সহিতাবুভৌ ॥ ১৩৪
তপস্তেপতুরব্যগ্রৌ বিসৃজ্য ত্রিদিবৌকসঃ।
এষ তে কথিতঃ পার্থ নারায়ণতনুর্ময়ে ॥ ১৩৬
নামানি চৈব গুহ্যানি নিরুক্তানি চ ভারত।
ঋষিভিঃ কথিতানীহ যানি সংকীর্তিতানি তে ॥ ১৩৭
এবং বহুবিধৈ রূপৈশ্চরামীহ বসুন্ধরাম্
ব্রহ্মলোকঞ্চ কৌন্তেয় গোলোকঞ্চ সনাতনম্ ॥ ১৩৮
ময়া ত্বং রক্ষিতো যুদ্ধে মহাস্ত্রং প্রাপ্তবান্ জয়ম্।
যস্ত তে সোঽগ্রতো যাতি যুদ্ধে সম্প্রত্যুপস্থিতে ॥ ১৩৯

ত্বং বিদ্ধি রুদ্রং কৌন্তেয় দেবদেবং কপর্দিনম্
কালঃ স এষ কথিতঃ ক্রোধজেতি ময়া তব ॥ ১৪০
নিহতাস্তেন বৈ পূর্বং দহতাননি যান্ রিপূন্।
অপ্রমেয়প্রভাবং তং দেবদেবমুমাপতিম্।
নমস্ব দেবং প্রবতো বিশ্বেশং হরমক্ষয়ম্ ॥ ১৪১
যস্ত তে কথিতঃ পূর্বং ক্রোধজেতি পুনঃ পুনঃ।
তস্য প্রভাব এবাগ্রে যচ্চ ত্বং তে ধনঞ্জয় ॥ ১৪২

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পার্থ! এইভাবে নিজ নিজ দেহে পরস্পর কর্তৃক এরূপ লক্ষণ (চিহ্ন) উৎপন্ন করিয়া সেই দুই ঋষি নর ও নারায়ণ রুদ্রদেবের সহিত অতুলনীয় বৈরী স্থাপিত করত দেবতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শান্তচিত্তে পূর্ববৎ তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপ আমি তোমাকে যুদ্ধে নারায়ণের জন্মের বৃত্তান্ত বলিলাম। ১৩৪-১৩৬

ভারত! আমার যে সব গোপনীয় নাম আছে, তাহাদের উৎপত্তি আমি তোমাকে বলিলাম। ঋষিগণ আমার যে সকল নাম নির্দিষ্ট করিয়াছেন, সেই সমস্ত আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। ১৩৭

কুন্তীনন্দন! এইরূপ বহুবিধ রূপ ধারণ করিয়া আমি এই পৃথিবীতে বিচরণ করি, ব্রহ্মলোকে অবস্থান করি এবং সনাতন গোলোকেও বিরাজমান থাকি। ১৩৮

আমার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া তুমি মহাভারত যুদ্ধে মহান জয়লাভ করিয়াছ। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর যে পুরুষ তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন, তাঁহাকে তুমি ভগবান্ দেবাধিদেব রুদ্র বলিয়া জানিও। তাঁহাকেই আমি আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তোমার নিকটে বর্ণনা করিয়াছি। ইনি কাল বলিয়াও কথিত হন। ১৩৯-১৪০

তুমি যে সব শত্রুকে বধ করিয়াছ, তাহারা পূর্বেই রুদ্রদেবের দ্বারা নিহত হইয়াছে। তাঁহার প্রভাব অপ্রমেয়। তুমি সেই দেবাধিদেব, বিশ্বনাথ, পাপহারী ও অবিনাশী উমাপতি মহাদেবকে সংযতচিত্ত হইয়া নমস্কার কর। ১৪১

ধনঞ্জয়! যাঁহাকে ক্রোধজ বলিয়া তোমার নিকট আমি বারংবার পরিচয় দিয়াছি এবং পূর্বে তুমি যাহা কিছু স্তবন করিয়াছ, ইহা সমস্তই সেই রুদ্রদেবের প্রভাব। ১৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নারায়ণীয়ে
দ্বিচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত নারায়ণের মহিমাবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

[জনমেজয়স্য প্রশ্নঃ, শ্বেতদ্বীপাৎ প্রত্যাবৃত্তা দেবর্ষি-নারদস্য নর-নারায়ণয়োঃ সমীপে গমনম্ তাভ্যাং জিজ্ঞাসিতেন নারদেন শ্বেতদ্বীপস্য সবস্তুপূর্ণবৃত্তস্য বর্ণনঞ্চ]

সৌনক উবাচ।

সৌতে সুমহদাখ্যানং ভবতা পরিকীর্তিতম্
যচ্ছ্রুত্বা মুনয়ঃ সর্বে বিস্ময়ং পরমং গতাঃ। ১

সর্বাশ্রমাভিগমনং সর্বতীর্থাবগাহনম্
ন তথা ফলদং সৌতে নারায়ণকথা যথা। ২

পাবিতাস্মঃ স্ম সংবৃত্তাঃ শ্রুত্বেমামাদিতঃ কথাম্।
নারায়ণাশ্রয়াং পুণ্যাং সর্বপাপপ্রমোচনীম্। ৩

দুর্দর্শো ভগবান্ দেবঃ সর্বলোকনমস্কৃতঃ
সত্যমেকৈঃ সুরৈঃ কৃৎস্নৈরঙ্গৈশ্চৈব মহর্ষিভিঃ। ৪

দৃষ্টবান্ নারদো যত্র দেবং নারায়ণং হরিম্।
নূনমেতদ্ভবানুক্তং কথা দেবর্ষা সূতজ। ৫

যদ্ দৃষ্টবান্ জগন্নাথমনিরুদ্ধতনৌ স্থিতম্।
যং প্রাক্তরং পুনর্দৃষ্ট্বা নারদো দেবসত্তমৌ। ৬

নর-নারায়ণৌ ভূয়ঃ কারণং তদ্ ব্রবীহি মে।

সৌতিরুবাচ।

তস্মিন্ যজ্ঞে বর্তমানে রাজ্ঞঃ পারিক্ষিতস্য বৈ। ৭
কথান্তরেষু বিবিধেষু বর্তমানেষু সৌনক
কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসমৃষিং বেদনিধিং প্রভুম্। ৮
পরিপপ্রচ্ছ রাজেন্দ্রঃ পিতামহপিতামহম্।

জনমেজয় উবাচ।

শ্বেতদ্বীপাদ্বিবৃত্তেন নারদেন সুরর্ষিণা। ৯
ধ্যায়তা ভগবদ্বাক্যং চেষ্টিতং কিমতঃ পরম্
যদর্থমাশ্রমমাগম্য সমাগম্য চ তাত্ত্বতঃ। ১০
কিমুক্তং কালমবসৎ কাং কথাং পৃষ্টবাংশ্চ সঃ
ইদং শতসহস্রাদ্ধি ভারতাখ্যানবিস্তরাৎ। ১১
আনম্য মতিমন্ত্রেণ জ্ঞানোদধিমুত্তমম্।
নবনীতং তব যত্নো মলয়াচ্চন্দনং যথা। ১২

ত্রিচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[জনমেজয়ের প্রশ্ন, শ্বেতদ্বীপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেবর্ষি নারদের নর-নারায়ণের নিকট গমন এবং তাঁহাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া নারদ কর্তৃক শ্বেতদ্বীপের বৃত্তান্তপূর্ণ বৃত্তের বর্ণনা।]

সৌনক বলিলেন,—সূতনন্দন! আপনি অতিসুন্দর নবনীত উপাখ্যান বর্ণনা করিলেন, যাহা শ্রবণে সকল মুনিগণ অত্যন্ত বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১

সূতপুত্র! সকল ঋষি-আশ্রমে গমন করা এবং সমস্ত তীর্থে স্নান করাও সেরূপ ফলদায়ক হয় না, যেরূপ নারায়ণের কথা। ২

সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিদায়িনী নারায়ণসম্বন্ধযুক্তা এই পুণ্যময়ী কথা আদ্যন্ত হইতেই শ্রবণ করিয়া আমাদের কর্ণ-মন পবিত্র হইয়া গিয়াছে। ৩

সর্বলোকবন্দিত ভগবান্ নারায়ণদেবের দর্শন ত' ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতা এবং অন্যান্য মহর্ষিগণের পক্ষেও দুর্লভ। ৪

সূতনন্দন! নারদ যে দেবদেব নারায়ণ হরির দর্শন লাভ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চই সেই ভগবানের অনুগ্রহেতেই সম্ভব হইয়াছে। ৫

নারদ যে অনিরুদ্ধবিগ্রহে স্থিত জগন্নাথ শ্রীহরির দর্শন করিয়াছেন এবং পুনরায় যে সেখান হইতে শ্বেতদ্বীপে নর-নারায়ণকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট পৌঁছাইয়া আসিয়াছিলেন, ইহার কারণ কি? তাহা আমাকে বলুন। ৬-৭

সূতপুত্র বলিলেন,—সৌনক! তাহা জনমেজয়ের সেই যজ্ঞ বিধি অনুসারে চলিতেছে। সেই সময় বিভিন্ন কথাপ্রসঙ্গের মধ্যে অবকাশ পাইলেই রাজেন্দ্র জনমেজয় নিজের পিতামহপিতামহ বেদনিধি ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি বেদব্যাসকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ৭-৮½

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্! ভগবান্ নারায়ণের বাক্য চিন্তা করিতে করিতে দেবর্ষি নারদ যখন শ্বেতদ্বীপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন তাঁহার পর তিনি কি করিলেন? ৯½

যজ্ঞিয়কালমে আসিয়া সেই দুই ঋষি নর-নারায়ণের সহিত মিলিত হইবার পর নারদ সেখানে কতকাল বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের উভয়কে তিনি কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? ১০½

এক লক্ষ শ্লোকযুক্ত বিস্তৃত মহাভারত ইতিহাস হইতে সংগৃহীত করিয়া আপনি যে এই সারভূত কথা শুনাইলেন, ইহা বুদ্ধিরূপী মন্থন দণ্ডের দ্বারা জ্ঞানের উত্তম সমুদ্র মন্থন করিয়া উৎপন্ন অমৃতের সমান। ১১½

ভগবন্! যেরূপ দধি হইতে নবনী, চন্দন পর্বত হইতে চন্দন, বেদসমূহ হইতে আরণ্যক এবং ওষধিসকল হইতে অমৃত

আরণ্যকঞ্চ বেদেভ্য ওষধিভ্যোঽমৃতং যথা।
সমুদ্ধৃতমিদং ব্রহ্মন্ কথামৃতমিদং তথা ॥ ১৩
তপোনিধে ময়োক্তং হি নারায়ণকথাশ্রয়ম্।
স ঈশো ভগবান্ দেবঃ সর্বভূতাত্মভাবনঃ ॥ ১৪
অহো নারায়ণং তেজো দুর্ধর্ষং দ্বিজসত্তম।
যত্রাবিশন্তি কল্পান্তে সর্বে ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ॥ ১৫
অবয়শ্চ সগন্ধর্বা যচ্চ কিঞ্চিচ্চরাচরম্।
ন ততোঽস্তি পরং মন্যে পাবনং দিবি চেহ চ ॥ ১৬
সর্বাশ্রমাভিগমনং সর্বতীর্থাবগাহনম্
ন তথা ফলদং চাপি নারায়ণকথা যথা ॥ ১৭
সর্বথা পাবিতাঃ স্মেহ শ্রুত্বেমামাদিতঃ কথাম্।
হরের্বিশ্বেশ্বরস্যেহ সর্বপাপপ্রণাশনীম্ ॥ ১৮
ন চিত্রা কৃতবাংস্তত্র যদার্যো মে ধনঞ্জয়ঃ
বাসুদেবসহায়ো যঃ প্রাপ্তবান্ জয়মুত্তমম্ ॥ ১৯

ন চাস্য কিঞ্চিদপ্রাপ্যং মন্যে লোকেষ্বপি ত্রিষু।
ত্রৈলোক্যনাথো বিষ্ণুঃ স যস্যাসীৎ সাহসৎ স বৈ ॥
যস্যাশ্চ সর্ব এবাসন্ ব্রহ্মাদ্যস্তে নম পূর্বজাঃ
হিতায় শ্রেয়সে চৈব সেবায়াসীজ্জনার্দনঃ ॥ ২১
তপসাপ সুদৃষ্টো হি ভগবান্নো হরিস্তদা।
যং দৃষ্টবন্তস্তে সাক্ষাচ্ছ্রীবৎসাঙ্কবিভূষণম্ ॥ ২২
তেজো যত্তত্তরঞ্চৈব নারদঃ পরমেষ্ঠিজঃ
ন চান্যত্তেজসমৃষিঃ বেদ্মি নারদমব্যয়ম্ ॥ ২৩
শ্বেতদ্বীপং সমাসাদ্য যেন দৃষ্টঃ স্বয়ং হরিঃ।
দেবপ্রসাদাদ্যুগপৎ যাক্ষ্যে তৎ তস্য দর্শনম্ ॥ ২৪
তস্য দৃষ্টিবাংস্তদা দেবমনিরুদ্ধতনৌ স্থিতম্।
বদরীমাশ্রমং যৎ তু নারদঃ প্রাব্রজৎ পুনঃ ॥ ২৫
নর-নারায়ণৌ দ্রষ্টুং কিং তু তৎ কারণং মুনে
শ্বেতদ্বীপাদ্বিমুক্তশ্চ নারদঃ পরমেষ্ঠিজঃ ॥ ২৬

নির্গত হয়, সেইরূপ আপনি এই কথারূপী অমৃত নিষ্কাশন করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ১২-১৩

তপোনিধে! আপনি ভগবান্ নারায়ণের কথার সহিত সম্বন্ধযুক্ত যে সব কথা বলিয়াছেন, সেই সবই এই গ্রন্থের সারভূত। সকলেরই ঈশ্বর ভগবান্ নারায়ণদেব সমস্ত ভূতগণের উৎপাদক ॥ ১৪

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেই ভগবান্ নারায়ণের তেজ অদ্ভুত। তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করাই কঠিন। কল্পের শেষে যাঁহার মধ্যে ব্রহ্মাদি সকল দেবতা, ঋষি, গন্ধর্বগণ ও যাহা কিছু চরাচর জগৎ, সে সমস্তই বিলীন হয়, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ পরম পাবন ও মহান্ এই ভূতলে এবং স্বর্গলোকে আমি অন্য কাহাকেও মনে করি না ॥ ১৫-১৬

যেরূপ ভগবান্ নারায়ণের কথা ফল প্রদান করে, সেরূপ ফল সমস্ত ঋষি-আশ্রমে গমন করা এবং সকল তীর্থে যাত্রা করা প্রদান করিতে পারে না।

বিশ্বেশ্বর শ্রীহরির কথা সমস্ত পাপ নাশ করিয়া দেয়। আমরা সেই মহাভারতোক্ত ভগবৎ-কথা আদ্যন্ত হইতেই শ্রবণ করিয়া সর্বতোভাবে পবিত্র হইয়া গিয়াছি ॥ ১৮

আমার পিতামহ অর্জুন যে, ভগবান্ বাসুদেবের সহায়তা পাইয়া উত্তম জয়লাভ করিয়াছিলেন, সেজন্য তিনি কোন অদ্ভুত কার্য করেন নাই ॥ ১৯

ত্রিলোকীনাথ ভগবান্ কৃষ্ণ যখন তাঁহার সহায় ছিলেন, তখন তাঁহার পক্ষে ত্রিলোকের কোনও বস্তুই প্রাপ্তি অসম্ভব ছিল না—ইহাই আমি মনে করি ॥ ২০

ব্রহ্মন্! আমার সকল পূর্বজগণ যজ্ঞা ছিলেন, যাঁহাদের হিত ও কল্যাণ করিবার জন্য সাক্ষাৎ জনার্দন উদ্যত ছিলেন ॥ ২১

লোকপূজিত ভগবান্ নারায়ণের দর্শন তো তপস্যার দ্বারাই হইতে পারে, কিন্তু আমার পিতামহগণ শ্রীবৎসচিহ্ন-বিভূষিত সেই ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন অনায়াসেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২২

ইঁহাদের সকলের অপেক্ষা অধিক ধন্যবাদ-যোগ্য হইলেন ব্রহ্মপুত্র নারদ। আমি আর কাহাকে অন্য তেজস্বী বলিয়া মনে করি না, যিনি শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ শ্রীহরির দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ভগবদ্দর্শন আমার সেই ভগবানের কৃপার ফল ॥ ২৩-২৪

মুনে! নারদ সেই সময় শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া যে অনিরুদ্ধ-বিগ্রহে স্থিত নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং পুনরায় নর-নারায়ণকে দর্শন করিবার জন্য বদরিকাশ্রমে ধাবিত হইয়া আসিয়াছিলেন, ইহার কারণ কি? ॥ ২৫

ব্রহ্মপুত্র নারদ শ্বেতদ্বীপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে পর যখন বদরিকাশ্রমে গমন করত সেই দুই ঋষি নর-নারায়ণের সহিত মিলিত হইলেন, তখন তিনি সেখানে কতকাল বাস

বদরীমাশ্রমং প্রাপ্য সর্বাশ্রম্য চ ভাস্বতী।
কিমুক্তবাং কালমবসং প্রশ্নান্ কান্ পৃষ্টবাংশ্চ হ ॥ ২৭
শ্বেতদ্বীপাদুপাবৃত্তে তস্মিন্ যা সুমহাত্মনি।
ক্রিয়ন্তাং মহাত্মানৌ নর-নারায়ণাবৃষী ॥ ২৮
তদ্বেতত্সে যথাতত্ত্বং সর্বমাখ্যাতুমর্হসি।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নমো ভগবতে তস্মৈ ব্যাসায়ামিততেজসে ॥ ২৯
যস্য প্রসাদাদ্ বক্ষ্যামি নারায়ণকথামিমাম্
প্রাপ্য শ্বেতং মহাদ্বীপং দৃষ্ট্বা চ হরিমব্যয়ম্ ॥ ৩০
নিবৃত্তো নারদো রাজংস্তরসা মেরুমাগমৎ
স্তূয়মানোঽমরগণৈ স্তারং বহুতিথং পরম্ভপ ॥ ৩১
সম্প্রাপ্তশ্চাভবদ্ রাজন্নাত্মনঃ সাধ্বসং মহৎ।
যদ্ গত্বা দূরমধ্বানং ক্ষেমী পুনরিহাগতঃ ॥ ৩২
মেরোঃ প্রচক্রাম ততঃ পর্বতং সঙ্কটাদনম্।
নিপপাত চ খাৎ তূর্ণং বিশালাং বদরীমনু ॥ ৩৩

ততঃ স দদৃশে দেবৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ।
তপশ্চরন্তৌ সুমহদাত্মনিষ্ঠৌ মহাব্রতৌ ॥ ৩৪
তেজসাভ্যধিকৌ সূর্যাৎ সর্বলোকবিরোচনাৎ
শ্রীবৎসলক্ষণৌ পূজ্যৌ জটামণ্ডলধারিণৌ ॥ ৩৫
জানুপাদপ্রলম্বৌ তৌ তু পাদয়োশ্চক্রলক্ষণৌ।
ব্যূঢ়োরস্কৌ দীর্ঘভুজৌ তথা মুক্তচতুর্বিণৌ ॥ ৩৬
ষষ্টিদন্তাবষ্টদংষ্ট্রৌ দেবৌ ষোড়শসপ্তনখৌ।
খাস্যৌ পৃথুললাটৌ চ সুভ্রূ সুমুখনাসিকৌ ॥ ৩৭
আতপত্রেণ সদৃশে শিরসী দেবয়োস্তয়োঃ।
এবং লক্ষণসম্পন্নৌ মহাপুরুষসংজ্ঞিতৌ ॥ ৩৮
তৌ দৃষ্ট্বা নারদো হৃষ্টস্তাভ্যাং প্রতিপূজিতঃ।
স্বাগতেনাভিভাষ্যাথ পৃষ্টশ্চানাময়ং তথা ॥ ৩৯
বভূবাস্তর্গতমতিনিরীক্ষ্য পুরুষোত্তমৌ।
সদোগতাস্তত্র যে বৈ সর্বভূতননস্কৃতাঃ ॥ ৪০

করিয়াছিলেন? এবং সেখানে তিনি কোন্ কোন্ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? ২৬-২৭

শ্বেতদ্বীপ হইতে সেই মহাত্মা নারদ প্রত্যাবর্তন করিলে পর দুই মহাবলশালী নর-নারায়ণ তাঁহাকে কি বলিলেন? এই সব বৃত্তান্ত আপনি যথাযথভাবে আমাকে বলুন। ২৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অমিততেজস্বী ভগবান্ ব্যাসদেবকে নমস্কার, যাঁহার প্রসাদে আমি ভগবান্ নারায়ণের এই কথা বলিব। ২৯॥

রাজন্! শ্বেতনামক মহাদ্বীপে গমন করিয়া সেখানে অবিনাশী শ্রীহরিকে দর্শন করত যখন নারদ ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি দ্রুতবেগে মেরুপর্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরমাত্মা শ্রীহরি তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছিলেন, সেই কার্যভার তখন তিনি হৃদয়ে বহন করিয়া আনিলেন। ৩০-৩১

হে রাজন্! তাঁহার পর তাঁহার মনে এই চিন্তা করিয়া অতিশয় বিস্ময়ের সঞ্চার হইলে যে, আমি এত দূর পথ্যন্ত পথ গমন করিয়া পুনরায় এখানে কুশলের সহিত কিভাবে ফিরিয়া আসিলাম। ৩২

অতঃপর তিনি মেরুপর্বত, হইতে গন্ধমাদন পর্বতের দিকে গমন করিলেন এবং বদরী বিশাল তীর্থের নিকটে সত্বর আকাশ হইতে নিম্নে নামিয়া পড়িলেন। ৩৩

সেখানে তিনি সেই দুই পুরাতন দেবতা নর-নারায়ণকে দর্শন করিলেন, যাঁহারা আত্মনিষ্ঠ হইয়া মহাব্রত অবলম্বন পূর্বক অতিশয় কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। ৩৪

ইঁহারা উভয়ে সম্পূর্ণ লোকপ্রকাশকারী সূর্য হইতেও অধিক তেজস্বী ছিলেন। সেই পূজ্য মহাত্মাদ্বয়ের বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসের চিহ্ন সুশোভিত ছিল এবং তাঁহারা নিজ নিজ মস্তকে জটামণ্ডল ধারণ করিয়াছিলেন। ৩৫

তাঁহাদের হস্তে হংস এবং চরণতলে চক্র চিহ্ন ছিল। বিশাল বক্ষঃস্থল, প্রকাণ্ড দুই বাহু, অঙ্গকোষে চারটি করিয়া বীজ আছে, মুখে ষাটটি দন্ত রহিয়াছে ও তাহার মধ্যে আটটি দন্ত বৃহৎ। তাঁহাদের কণ্ঠস্বর মেঘগর্জনতুল্য গম্ভীর, মুখ সুন্দর, ললাট বিস্তৃত, ভ্রূ দুইটি ভ্রূ, সুন্দর চিবুক এবং মনোহর নাসিকা ইঁহাদের উভয়ের অপূর্ব শোভা বর্ধন করিয়াছিল। ৩৬-৩৭

এই দুই দেবতার মস্তক ছত্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। এতাদৃশ শুভ লক্ষণসমূহযুক্ত সেই দুই মহাপুরুষকে দর্শন করত নারদ হৃষ্ট হইলেন। ভগবান্ নর-নারায়ণও নারদকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩৮-৩৯

অতঃপর নারদ সেই দুই পুরুষোত্তমের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন,—অহো! আমি শ্বেতদ্বীপে ভগবানের সভামধ্যে যে সর্বভূতনমস্কৃত সদস্যগণকে দেখিয়াছিলাম, এই দুই ব্যক্তিও সেইরূপই। ৪০॥

শ্বেতদ্বীপে ময়া দৃষ্টাস্তাদৃশাবৃষিসত্তমৌ
ইতি সংচিন্ত্য মনসা কৃষ্ণা চাভিপ্রদক্ষিণম্ ॥ ৪১
স চোপবিবিশে তত্র পীঠে কৃষ্ণমৃগে শুভে।
তত্রস্থৌ তপসাং বাসৌ যশসাং তেজসামপি ॥ ৪২
ঋষী শম-দমোপেতৌ কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকং বিধিম্।
পদ্মাভারণমব্যগ্রৌ পাদ্যার্ঘ্যাভ্যামথার্চতঃ ॥ ৪৩
পীঠয়োশ্চোপবিষ্টৌ তৌ কৃতাতিথ্যাহ্নিকৌ নৃপ।
তেষু তত্রোপবিষ্টেষু স দেশোঽভিব্যরাজত ॥ ৪৪
আজ্যাহুতিমহাজ্বালৈর্জ্বলবাটো যথাগ্নিভিঃ
অথ নারায়ণস্তত্র নারদং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪৫
সুখোপবিষ্টং বিশ্রান্তং কৃতাতিথ্যং সুখস্থিতম্
নর-নারায়ণাবূচতুঃ।
অদ্যেদানীং স ভগবান্ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ৪৬
শ্বেতদ্বীপে ত্বয়া দৃষ্ট আবয়োঃ প্রকৃতিঃ পরা।
নারদ উবাচ
দৃষ্টো মে পুরুষঃ শ্রীমান্ বিশ্বরূপধরোঽব্যয়ঃ ॥ ৪৭

মনে মনে এরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহাদের উভয়কে প্রদক্ষিণ করত এক সুন্দর কৃষ্ণাসনে উপবেশন করিলেন। ৪১।

তদনন্তর তপস্যা, যশ ও তেজেরও নিবাসস্থান সেই দুই মহর্ষিসত্তম ঋষি সূর্য্যাস্তকালের নিত্য কর্ম্ম পূর্ণ করত পুনরায় পাদ্য ও অর্ঘ্যাদির দ্বারা শাস্ত্রভাবে নারদের অর্চ্চনা করিলেন। ৪২-৪৩

হে নৃপ! নিজেদের নিত্য কর্ম্ম এবং নারদের আতিথ্য সৎকার করিয়া সেই দুই ঋষিও সুখাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সেখানে সেই তিনজন উপবেশন করিলে পর উক্ত প্রদেশ ঘৃতাহুতিতে প্রজ্বলিত বিশাল শিখাবিশিষ্ট তিন অগ্নির দ্বারা প্রকাশিত যজ্ঞস্থলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৪৪।

ইহার পর সেখানে আতিথ্য গ্রহণ করত সুখের সহিত উপবেশনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে করিতে অবস্থিত নারদকে নারায়ণ এই কথা বলিলেন। ৪৫।

নর-নারায়ণ বলিলেন,—দেবর্ষে! তুমি কি এই সময় শ্বেতদ্বীপে গমন করত আমাদের উভয়ের পরম কারণস্বরূপ সনাতন পরমাত্মা ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াছ? ৪৬।

নারদ বলিলেন,—ভগবন্! আমি বিশ্বরূপধারী সেই অবিনাশী কান্তিমান্ পরম পুরুষকে দর্শন করিয়াছি। ঋষিগণের সহিত দেবতারা ও সকল লোক তাঁহার মধ্যে বিরাজমান আছেন। ৪৭।

সর্বে লোকা হি তত্রস্থাস্তথা দেবাঃ সহর্ষিভিঃ
অস্যাপি চৈনং পশ্যামি যুবাং পশ্যন্ সনাতনৌ ॥ ৪৮
দ্বৈর্লক্ষণৈরুপেতঃ স হরিরব্যক্তরূপধৃক্।
দ্বৈর্লক্ষণৈরুপেতৌ হি ব্যক্তরূপধরৌ যুবাম্ ॥ ৪৯
দৃষ্টো যুবাং ময়া তত্র তস্য দেবস্য পার্শ্বতঃ।
ইহৈব চাগতোঽস্মাভ্যো বিসৃষ্টঃ পরমাত্মনা ॥ ৫০
কো হি নাম ভবেৎ তস্য তেজসা যশসা শ্রিয়া।
সদৃশস্ত্রিষু লোকেষু ঋতে ধর্মাত্মজৌ যুবাম্ ॥ ৫১
তেন যে কথিতঃ কৃৎস্নো ধর্মঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতঃ।
প্রাদুর্ভাবাশ্চ কথিতা ভবিষ্যা ইহ যে যথা ॥ ৫২
তত্র যে পুরুষাঃ শ্বেতাঃ পঞ্চেন্দ্রিয়বিবর্জিতাঃ।
প্রতিবুদ্ধাশ্চ তে সর্বে ভক্তাশ্চ পুরুষোত্তমম্ ॥ ৫৩
তেঽর্চয়ন্তি সদা দেবং তৈঃ সার্ধং রমতে চ সঃ
প্রিয়ভক্তৌ হি ভগবান্ পরমাত্মা বিভুঃ প্রিয়ঃ ॥ ৫৪

আমি এই সময়েও সনাতন পুরুষ আপনাদের উভয়কে দর্শন করিয়া এ স্থানেই শ্বেতদ্বীপবাসী ভগবানের দর্শন করিতেছি। সেখানে আমি অব্যক্তরূপধারী শ্রীহরিকে যে সব লক্ষণে যুক্ত দেখিয়াছিলাম, ব্যক্তরূপধারী আপনারা দুই পুরুষও সেই সব লক্ষণেই সুশোভিত। ৪৮-৪৯

কেবল ইহাই নহে, আমি আপনাদের উভয়কেই সেখানেও পরমদেবের পার্শ্বে উপস্থিত থাকিতে দর্শন করিয়াছি এবং সেই পরমাত্মারই প্রেরণায় আজ আমি পুনরায় এখানে আসিয়াছি। ৫০

তিন লোকের মধ্যে যশের পুঞ্জ আপনারা দুই মহাপুরুষ ব্যতীত অন্য কোন্ পুরুষ তেজ, যশ ও শ্রীতে সেই পরমেশ্বরের সমান হইতে পারে? ৫১

সেই ভগবান্ শ্রীহরি আমার নিকট সমস্ত ধর্ম্ম বর্ণনা করিয়াছেন। ক্ষেত্রজ্ঞের পরিচয় তিনি দিয়াছেন এবং এ জগতে ভবিষ্যতে তাঁহার যে সব অবতার হইবে, তাও সমস্তই বলিয়াছেন। ৫২

সেখানে চন্দ্রতুল্য গৌরবর্ণ যে সব পুরুষ বিরাজমান ছিলেন, তাঁহারা সকলেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়-বর্জিত অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক দেহশূন্য, জ্ঞানবান্ এবং পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত। ৫৩

তাঁহারা সেই নারায়ণের সর্ব্বদা পূজা অর্চ্চনা করিতেছেন এবং ভগবান্‌ও সদা তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। ভগবানের

হয়তে লোকচ্যানো হি সদা ভাগবতপ্রিয়:
বিশ্বভুক্ সর্বগো দেবো মাধবো ভক্তবৎসল: ॥ ৪৪
স কর্তা কারণং চৈব কার্যং চাভিবলাদ্যুতি:
যেনুস্তাত্মা বিধানঞ্চ তত্ত্বং চৈব মহাযশা: ॥ ৪৬
তপসা যোক্ত্য লোকানাং শ্বেতদ্বীপাৎ পরং হি যৎ
তেজ ইত্যভিবিখ্যাতা স্বয়ংভাসাবভাসিতম্ ॥ ৪৭
শান্তি: সা ত্রিষু লোকেষু বিহিতা ভাবিতাত্মনা।
এতয়া স্তুতয়া বুদ্ধ্যা নৈষ্টিকং ব্রতমাস্থিত: ॥ ৪৮
ন তত্র সূর্যস্তপতি ন সোমোঽভিবিরাজতে।
ন বায়ুর্বাতি দেবেশে তপশ্চরতি দুশ্চরম্ ॥ ৪৯
বেদীমষ্টাদশোৎসেধাং ভূমাবাস্তায় বিশ্বকৃৎ।
একপাদস্থিতো দেব ঊর্ধ্ববাহুরনন্যভূক্ ॥ ৫০
সাঙ্গানাবর্তয়ন্ বেদাংস্তপস্তেপে সুদুশ্চরম্।
যদ্ ব্রহ্মা স্বয়মৈশ্চৈব স্বয়ং পশুপতিশ্চ যৎ ॥ ৫১
শেষাশ্চ বিবুধশ্রেষ্ঠা দৈত্য-দানব-রাক্ষসা:
নাগা: সুপর্ণা গন্ধর্বা: সিদ্ধা ব্রাহ্মর্ষয়শ্চ যে ॥ ৫২
হব্যং কব্যঞ্চ সততং বিধিযুক্তং প্রযুঞ্জতে।
ঋৎস্ন: তু তস্য দেবস্য চরণাবুপতিষ্ঠতি ॥ ৫৩
যা: ক্রিয়া: সম্প্রযুক্তাশ্চ একান্তগতবুদ্ধিভি:।
তা: সর্বা: শিরসা দেব: প্রতিগৃহ্নাতি বৈ স্বয়ম্ ॥ ৫৪
ন তস্যান্ত: প্রিয়তর: প্রতিবুদ্ধৈরহংকৃতি:।
বিদ্যতে ত্রিষু লোকেষু ততোঽহৈকান্তিকা গত: ॥ ৫৫
ইহ চৈবাগতস্তেন বিসৃষ্ট: পরমাত্মনা
এবং মে ভগবান্ দেব: স্বয়মাখ্যাতবান্ হরি:।
আসিদ্ধে তৎপরো ভূত্বা মুবাভ্যাং সহ নিত্যশ: ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নারায়নীয়ে
ত্রিচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়: ॥ ৩৪১ ॥

নিজের ভক্ত অতিশয় প্রিয় ও সেই পরমাত্মা শ্রীহরি ব্রাহ্মণগণেরও প্রতি অত্যন্ত প্রীতিমান্। ৪৩

এই বিশ্বপালক সর্বব্যাপী ভগবান্ অতিশয় ভক্তবৎসল। ভগবদ্ভক্ত প্রিয় প্রিয়তর শ্রীহরি তাঁহাদের দ্বারা পূজিত হইয়া সেখানে সদা সুপ্রসন্ন আছেন। ৪৪

তিনিই কর্তা, কারণ ও কার্য। তাঁহার বল ও তেজ অনন্ত। সেই মহাযশস্বী ভগবানই হেতু, আত্মা, বিধি ও তত্ত্বস্বরূপ। ৪৬

তিনি নিজেকে নিজে তপস্যায় নিযুক্ত রাখিয়া শ্বেতদ্বীপ হইতে পরে প্রকাশবান তেজোময় স্বরূপে বিখ্যাত। তাঁহার এই তেজ নিজেরই প্রকাশে প্রকাশিত। ৪৭

সেই ভূতাত্মা পরমাত্মা তিন লোকমধ্যে সেই শান্তির বিস্তার করিয়াছেন। নিজের সেই কল্যাণময়ী বুদ্ধির দ্বারা তিনি নৈষ্ঠিক ব্রত অবলম্বন করিয়া বিরাজমান আছেন। ৪৮

সেখানে সূর্য তাপদান করেন না, চন্দ্র প্রকাশিত হন না এবং দুষ্কর তপস্যায় রত সেই দেবেশের শ্রীবিগ্রহের নিকটে এই লৌকিক বায়ুও প্রবাহিত হয় না। ৪৯

সেখানে ভূমিতে এক উচ্চ বেদী নির্মিত আছে, যাহার উচ্চতা আট অঙ্গুলি পরিমিত। তাহার উপর আরোহণ করিয়া সেই বিশ্বকর্তা পরমাত্মা দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিয়া উর্ধ্ব দিকে মুখ করত এক পদে দণ্ডায়মান আছেন। ৫০

তিনি অঙ্গসকলের সহিত সম্পূর্ণ বেদ আবৃত্তি করিতে করিতে অত্যন্ত কঠোর তপস্যায় নিরত আছেন। ব্রহ্মা, স্বয়ং মহাদেব, সমস্ত ঋষিগণ, দেব, শ্রেষ্ঠ দেবতারা এবং দৈত্য, দানব, রাক্ষস, নাগ, গরুড়, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও ব্রাহ্মর্ষিগণসহ যিনি যজ্ঞস্থলে যে হব্য-কব্য অর্পণ করেন, সে সমস্তই এই ভগবানের চরণযুগলে উপস্থিত হইতেছে। ৫১-৫৩

যাঁহাদের বুদ্ধি অনন্যভাবে একমাত্র ভগবানেই লগ্ন আছে, সেই সব ভক্তের দ্বারা যে সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে, সে সবই এই ভগবান্ স্বয়ং গ্রহণ করিতেছেন। ৫৪

সে স্থানের জ্ঞানী মহাত্মা ভক্তগণ হইতে শ্রেষ্ঠ ভগবানের তিন লোকমধ্যে অন্য কেহই প্রিয় নহে; অতএব আমি অনন্যভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ করিয়াছি। ৫৫

এস্থানেও আমি সেই পরমাত্মারই প্রেরণায় আসিয়াছি। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি আমাকে এরূপ কথাই বলিয়াছেন। এখন আমি তাঁহারই আরাধনায় নিরত হইয়া আপনাদের উভয়ের সহিত এস্থানে নিত্য নিবাস করিব। ৫৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে নারায়নের মহিমাবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[নারদস্য প্রশংসাং কুর্বদ্ভ্যাং নর-নারায়ণাভ্যাং তৎসমীপে ভগবদ্-বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যকথনম্]

নর-নারায়ণাবূচতুঃ ।

যদ্যোঽনুগৃহীতোঽসি যৎ তে দৃষ্টঃ স্বয়ং প্রভুঃ ।
ন হি ত্বং দৃষ্টবান্ কশ্চিৎ পদ্মযোনিরপি স্বয়ম্ ॥ ১
অব্যক্তযোনির্ভগবান্ দুর্দৃশঃ পুরুষোত্তমঃ
নারদৈতদ্ধি নৌ সত্যং বচনং সমুদাহৃতম্ ॥ ২
নান্য স্তস্মাৎ প্রিয়তরো লোকে কশ্চন বিদ্যতে
ততঃ স্বয়ং দর্শিতবান্ স্বমাত্মানং দ্বিজোত্তম ॥ ৩
তপো হি তপ্যতস্তস্য যৎ স্থানং পরমাত্মনঃ ।
ন তৎ সম্প্রাপ্নুতে কশ্চিদৃতে ত্বাং দ্বিজোত্তম ॥ ৪
যা হি সূর্যসহস্রস্য সমস্তস্য ভবেদ্ দ্যুতিঃ ।
স্থানস্য সা তবেৎ তস্য স্বয়ং তেন বিরাজতা ॥ ৫
তস্মাদ্বিতিষ্ঠতে বিপ্র দেবাদ্ বিশ্বভুবঃ পতেঃ ।
ক্ষমা ক্ষমাবতাং শ্রেষ্ঠ নদ্যা ভূমিস্থ যুজ্যতে ॥ ৬
তস্মাচ্চোত্তিষ্ঠতে দেবাৎ সর্বভূতহিতাদ্ রসঃ
আপো হি তেন যুজ্যন্তে জগদ্ধং প্রাপ্নুবন্তি চ ॥ ৭
তস্মাদেব সমুদ্ভূতং তেজো রূপগুণাত্মকম্ ।
যেন সংযুজ্যতে সূর্যস্ততো লোকে বিরাজতে ॥ ৮
তস্মাদ্ দেবাৎ সমুদ্ভূতঃ স্পর্শশ্চ পুরুষোত্তমাৎ
যেন স্ম যুজ্যতে বায়ুস্ততো লোকান্ বিধাত্যসৌ ॥ ৯
তস্মাচ্চোত্তিষ্ঠতে শব্দঃ সর্বলোকেশ্বরাৎ প্রভোঃ ।
আকাশং যুজ্যতে যেন ততস্তিষ্ঠত্যসংবৃতম্ ॥ ১০
তস্মাচ্চোত্তিষ্ঠতে দেবাৎ সর্বভূতগতো মনঃ ।
চন্দ্রমা যেন সংযুক্তঃ প্রকাশগুণধারণঃ ॥ ১১
সম্ভূতোৎপাদকং নাম তৎ স্থানং বেদসংজ্ঞিতম্ ।
বিদ্যাসহায়ো যত্রাস্তে ভগবান্ হব্যকব্যভুক্ ॥ ১২

চতুশ্চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়

[নারদের প্রশংসা করিতে করিতে নর নারায়ণ কর্তৃক তাঁহার নিকট ভগবান্ বাসুদেবের মাহাত্ম্য কথন ।]

নর-নারায়ণ বলিলেন, নারদ! তুমি শ্বেতদ্বীপে যাইয়া যে সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াছ, ইহাতে তুমি ধন্য হইয়াছ। প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ তোমার উপর বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন। তুমি ব্যতীত অন্য আর কেহই, এমনকি সাক্ষাৎ পদ্মযোনি ব্রহ্মাও ভগবান্‌কে এইভাবে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। ১

নারদ! সেই ভগবান্ পুরুষোত্তম অব্যক্ত প্রকৃতির মূল কারণ। তাঁহার দর্শনলাভ করা অত্যন্ত কঠিন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমরা উভয়ে তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি যে, এ জগতে তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ প্রিয় ভগবানের অন্য আর কেহই নাই। সেইজন্য তিনি স্বয়ংই তোমাকে নিজের স্বরূপ দর্শন করাইয়াছেন। ২-৩

দ্বিজোত্তম! তপস্যায় নিরত সেই পরমাত্মার যে স্থান, সেখানে আমরা দুইজন ব্যতীত অন্য আর কেহই যাইতে সমর্থ হয় না। ৪

এক হাজার সূর্য একত্রিত করিলে যেরূপ কান্তি হইতে পারে, সেরূপ কান্তিই হইল সেখানের, যেখানে ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন। ৫

বিপ্রবর! ক্ষমাশীলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারদ! বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মারও শক্তি। সেই পরমেশ্বর হইতেই ক্ষমার উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার দ্বারা পৃথিবীর সংযোগ হয়। ৬

সমস্ত প্রাণিগণের হিতকারী সেই নারায়ণদেব হইতেই রস উৎপন্ন হইয়াছে, যাহার জলের সহিত সংযোগ আছে এবং যাহার দ্বারা জল দ্রবীভূত হইয়াছে। ৭

তাঁহা হইতেই রূপ-গুণবিশিষ্ট তেজের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, যাহার সহিত সূর্যদেব সংযুক্ত হইয়াছেন। সেই কারণেই তিনি জগতে প্রকাশিত হইতেছেন। ৮

সেই ভগবান্ পুরুষোত্তম হইতেই স্পর্শের উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার দ্বারা বায়ুদেব সংযুক্ত আছেন এবং তাহাতে সংযুক্ত হওয়ায় তিনি সকল লোকে প্রবাহিত হইতেছেন। ৯

সেই সর্বলোকেশ্বর প্রভু হইতেই শব্দের উদ্ভব হইয়াছে, যাহার সহিত আকাশের নিত্য সংযোগ আছে এবং সেই কারণেই এই আকাশ অনাবৃত আছে। ১০

সেই নারায়ণদেব হইতেই সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে অবস্থিত মনেরও উৎপত্তি হইয়াছে। এই মনের দ্বারা সংযুক্ত হইয়াই চন্দ্র প্রকাশ গুণ ধারণ করিয়াছে। ১১

যেখানে ভগবান্ শ্রীহরি হব্য ও কব্যের ভোগ গ্রহণ করিতে করিতে বিদ্যাশক্তির সহিত বিরাজমান আছেন, সেই বেদসংজ্ঞক স্থান সম্ভূতোৎপাদক বলিয়া কথিত হয়। ১২

জজাপ বিধিবন্মন্ত্রান্ নারায়ণপরায়ণঃ
দিব্যাঃ বর্ষসহস্রং হি নর-নারায়ণাশ্রমে। ২৬
অবসৎ স মহাতেজা নারদো ভগবানৃষিঃ
তমেবারাধয়ন্ দেবং নর-নারায়ণৌ চ তৌ। ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নারায়ণীয়ে
চতুশ্চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ। ৩৪৪

তিনি এক সহস্র দিব্য বর্ষ পর্যন্ত নর-নারায়ণাশ্রমে অবস্থান করিয়া বিধি অনুসারে নারায়ণপরায়ণ হইয়া মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। ২৬

মহাতেজস্বী ভগবান্ নারদ ঋষি প্রতিদিন সেই ভগবান্ বাসুদেব এবং এই দুই নর-নারায়ণের আরাধনা করিতে করিতে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। ২৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে নারায়ণের মহিমাবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবান্ বরাহকর্তৃক পিতৃগণের পূজনব্যবস্থাপ্রবর্তন।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য নারদঃ পরমেষ্ঠিজঃ
দৈবাৎ কৃত্বা যথান্যায়ং পিত্র্যং চক্রে ততঃ পরম্। ১
ততস্তং বচনং প্রাহ জ্যেষ্ঠো ধর্মাত্মজঃ প্রভুঃ
ক ইজ্যতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ দৈবে পিত্র্যে চ কল্পিতে। ২
ব্রূহি মদ্ভিমতাং শ্রেষ্ঠ তন্মে শংস যথাগমম্।
কিমেতৎ ক্রিয়তে কর্ম ফলং বাস্য কিমিষ্যতে। ৩

নারদ উবাচ।

ত্বয়ৈতৎ কথিতং পূর্বং দৈবং কর্তব্যমিত্যপি।
দৈবতঞ্চ পরো যজ্ঞঃ পরমাত্মা সনাতনঃ। ৪
ততস্তদ্ভাবিতো নিত্যং যজে বৈকুণ্ঠমব্যয়ম্।
তস্মাচ্চ প্রথমঃ পূর্বং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। ৫
মম বৈ পিতরঃ প্রীতাঃ পরমেষ্ঠ্যপ্যজীজনৎ
অহং সঙ্কল্পতস্তস্য পুত্রঃ প্রথমকল্পিতঃ। ৬
যজামি বৈ পিতৄন্ সাধ্যো নারায়ণবিধৌ স্থিতে
এষ সঃ এষ ভগবান্ পিতা মাতা পিতামহঃ। ৭
ইজ্যতে পিতৃযজ্ঞেষু তথা নিত্যং জগৎপতিঃ
শ্রুতিস্তথাপ্যপরা দেবী পুত্রান্ হি পিতরোঽযজন্। ৮

পঞ্চচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[ভগবান্ বরাহকর্তৃক পিতৃগণের পূজনব্যবস্থা প্রবর্তন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কোন এক সময় ব্রহ্মপুত্র নারদ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে প্রথমে দেবকার্য (হোম-পূজা) করিয়া পরে পিতৃকার্য (শ্রাদ্ধ-তর্পণ) করিয়াছিলেন। ১

তখন ধর্মের জ্যেষ্ঠ পুত্র নর তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি বুদ্ধিমান্‌গণের অগ্রগণ্য। তোমার দ্বারা দেবকার্য এবং পিতৃকার্য সম্পাদিত হইলে পর সেই সব কর্মের দ্বারা কাহার পূজা সম্পন্ন হয়? ইহা আমাকে শাস্ত্রানুসারে বল। তুমি ইহা কোন্ কার্য করিতেছ? এবং ইহার দ্বারা কোন্ ফল কামনা করিতেছ? ২-৩

নারদ বলিলেন,—প্রভো! আপনিই পূর্বে বলিয়াছিলেন যে, দেবকার্য সকলেরই কর্তব্য; কারণ, দেবকার্য উত্তম যজ্ঞ এবং মূল সনাতন পরমাত্মার স্বরূপ। ৪

অতএব আপনার উপদেশে প্রভাবিত হইয়া আমি প্রতিদিন অবিনাশী ভগবান্ বৈকুণ্ঠের যজনা করিতেছি। তাঁহা হইতেই সর্বপ্রথম লোকপিতামহ ব্রহ্মার আবির্ভাব হইয়াছে। ৫

পরমেষ্ঠী ব্রহ্ম প্রসন্ন হইয়া আমার পিতা প্রজাপতিকে* উৎপন্ন করিয়াছেন: আমি তাঁহার সঙ্কল্পজনিত প্রথম পুত্র। ৬

সাধ্যো! আমি প্রথমে নারায়ণের আরাধনার কার্য পূর্ণ করিবার পর পিতৃগণের পূজা করিতেছি। এইক্ষণে সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার পিতা, মাতা ও পিতামহ। ৭

পিতৃযজ্ঞসমূহে সদা জগৎপতি শ্রীহরিরই আরাধনা করা হয়। এ বিষয়ে এক অন্য শ্রুতি আছে যে, পিতৃগণ (দেবগণ) পুত্রদিগের (অগ্নিষ্বাত্তাদির) পূজা করিয়াছিলেন। (অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ

* যদিও নারদ ব্রহ্মারই পুত্র ছিলেন, তথাপি দক্ষের অভিশাপ বশতঃ তাঁহাকে পুনরায় প্রজাপতির দ্বারা জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই বৃত্তান্ত হরিবংশে আছে।

যেনজ্ঞাতিঃ প্রনষ্টা চ পুনরব্যাপিতা সুতৈঃ।
তত্তে মন্ত্রজাঃ পুত্রাঃ পিতৃত্বমুপপেদিরে ॥ ৯
নূনং পুত্রৈস্ত্বয়া বিদ্বন্ দুষ্প্রতোর্ভাবিতাত্মনঃ।
পুত্রাশ্চ পিতরশ্চৈব পরস্পরমপূজয়ন্ ॥ ১০
ত্রীন্ পিতৄন্ তস্য বৈ পৃথ্যাঃ পূর্বং দত্ত্বা কৃশানিতি।
কথা তু পিতৃসাজ্যাং যে পিতরো লেভিরে পৃথা ॥ ১১

নর-নারায়ণাবূচতুঃ

ইমাং হি বসুধাং পূর্বং নষ্টাং সাগরসেবনাম্
সোমিত্র উজ্জহারাশু বারাহং রূপমাস্থিতঃ ॥ ১২
স্থাপয়িত্বা তু বসুধাং যে স্থানে পুরুষোত্তমঃ।
তনয়ত্বমনিচ্ছন্তো লোককার্যার্থমুদ্যতঃ ॥ ১৩
প্রাপ্তে চাক্ষিককালে তু মহাদেশগতে রবৌ
ধাত্রীবিলম্বাত্রীন্ পিতৄন্ বিধায় সহসা প্রভুঃ ॥ ১৪
স্থাপয়ামাস বৈ পৃথ্যাঃ কৃশমাস্তীর্য নারদ।
স তেষামাত্মবুদ্ধিস্থ পিত্রাং চক্রে যথাবিধি ॥ ১৫
সম্প্রস্থিত্বা ত্রীন পিতৄন্ স্বেনৈব বিধিনা প্রভুঃ।
আত্মগাত্রোদ্ভবস্তৈঃ স্নেহগর্ভৈস্তিলৈরপি ॥ ১৬
প্রোক্ষ্যাপসব্যং দেবেশঃ প্রাঙ্ মুখঃ কৃতবান্ স্বয়ম্।
দর্ভাসনাস্থাপনার্থঞ্চ ততো বচনমব্রুবান্ ॥ ১৭

বৃষাকপিরুবাচ।

অহং হি পিতরঃ স্রষ্টুমুদ্যতো লোককৃৎ স্বয়ম্।
মনসা চিন্তয়ন্ সদ্যঃ পিতৃকার্যবিধিং পরম্ ॥ ১৮
দংষ্ট্রাগ্র্যাং প্রবিনির্ধূতা মমৈতে দক্ষিণাং দিশম্।
আক্রিতা বসুধাং পিণ্ডাস্তস্মাৎ পিতর এব তে ॥ ১৯
ন্যূনা মূর্তিবিহীনা বৈ পিণ্ডমূর্তিধরাস্ত্বিমে।
ভবন্তু পিতরো লোকে মম সৃষ্টাঃ সনাতনাঃ ॥ ২০
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
অয়মেষাং ত্রিভেদস্তু পিণ্ডেষু সংস্থিতঃ ॥ ২১

দেবতাদেরই পুত্র। এতদিন দেবতারা দীর্ঘকাল ধরিয়া অসুরদের পদ্মিত মুখে নিরত ছিলেন, সেইজন্যই তাঁহারা নিজেদের পত্নীত্ব হইতে বিমুক্ত হইয়া যান। তারপর তাঁহারা সেই পুত্রগণের অগ্নিষ্বাত্তাদি নিকট হইতেই পুনরায় বেদ পাঠ করিয়া তাঁহাদিগকে পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।) ৮

দেবতাদিগের বেদজ্ঞান নষ্ট হইয়া গিয়াছিল পুনরায় তাঁহাদের পুত্রগণই তাঁহাদিগকে বেদপাঠ করাইয়াছিলেন। সেইহেতু মন্ত্রজাত সেই পুত্রগণই পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৯

পুত্র ও পিতৃগণ যে পরস্পর পরস্পরকে পূজা করিয়াছিলেন, এই কথা তাহারা পুরুষ আপনারা উভয়েই পূর্ব হইতেই জানি আছেন। ১০

দেবতারা পৃথিবীতে পূর্বে মূল পাত্রিয়া পিতৃগণকে যে তিনটি পিণ্ডদান করত তাঁহাদের পূজা করিয়াছিলেন, ইহার কারণ কি? পুরাকালে সেই পিতৃগণ পিণ্ডদান কেন লাভ করিয়াছিলেন? ১১

নর-নারায়ণ বলিলেন,—মুনে! এই মন্ত্রপরিরোধিত পৃথিবী পূর্বে একার্ণব জলে নিমগ্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। সেই সময় ভগবান্ সোমিত্র বরাহরূপ ধারণ করত অতিসত্বর তাহাকে উদ্ধার করেন। ১২

সেই পুরুষোত্তম পৃথিবীকে নিজের স্থানে স্থাপিত করিয়া জগৎ ও কর্মফলে নিজ স্বীয় অংশে লোকহিতকর কার্য করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। ১৩

যখন পূর্য দিনের মধ্যভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং উৎসালোচিত নিদ্রা কালের সময় আসিল, তখন ভগবান্ নিজের মনের সংকল্প মূর্তিকাকে সহসা তিনটি পিণ্ড করিলেন। নারদ! তারপর পৃথিবীতে কুশ পাতিয়া তিনি সেই তিনটি পিণ্ড তাহার উপর স্থাপিত দিলেন। তৎপরে নিজেরই উদ্দেশে সেই পিণ্ডের উপর বিধি অনুসারে পিতৃপূজা কার্য সম্পন্ন করিলেন। ১৪-১৫

নিজেরই বিধানে শ্রেষ্ঠ মধ্যাহ্নকালে ভগবান্ তিনটি পিণ্ড সংকল্পিত করিয়া স্বীয় দেহেরই উষ্ণ রক্ত হইতে উৎপন্ন স্নেহযুক্ত তিল সকলের দ্বারা অপসব্যভাবে সেই পিণ্ডত্রয়কে প্রোক্ষণ করিলেন। তারপর দেবেশ শ্রীহরি স্বয়ংই পূর্বাভিমুখ হইয়া প্রার্থনা করিলেন এবং কুশবর্ষাসন স্থাপনের জন্য এই কথা বলিলেন। ১৬-১৭

ভগবান্ বরাহ বলিলেন,—আমিই সময় লোকসমূহের স্রষ্টা। আমি স্বয়ংই যখন পিতৃগণের সৃষ্টির জন্য উদ্যত হইয়া পিতৃকার্য-সম্বন্ধী জন্য বিধিসকল চিন্তা করিতে লাগিলাম, সেই সময় আমার দুই দন্ত হইতে এই তিনটি পিণ্ড দক্ষিণ দিক্ দিয়া পৃথিবীতে পতিত হইল; অতএব এই পিণ্ডগণই পিতৃগণ। ১৮-১৯

এই তিন পিণ্ড মূর্তিহীন হইবার যেহেতু পিণ্ডমূর্তি ধারণ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সেইহেতু আমার দ্বারা উৎপন্ন হইয়া সনাতন পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হউক। ২০

পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ—ইঁহাদেরই রূপে আমাকেই এই তিন পিণ্ডমধ্যে স্থিত বলিয়া জানিবে। ২১

নাস্তি সম্ভোঽধিকঃ কশ্চিৎ কো বাস্তোঽর্চ্যো ময়া স্বয়ম্।
কো বা মম পিতা লোকে অহমেব পিতামহঃ॥ ২২
পিতামহপিতা চৈব অহমেবাত্র কারণম্।
ইত্যেতদুক্ত্বা বচনং দেবদেবো বৃষাকপিঃ॥ ২৩
বরাহপর্ব্বতে বিপ্র গত্বা পিণ্ডান্ সবিস্তরান্।
আত্মানং পূজয়িত্বৈব তত্রৈবাদর্শনং গতঃ॥ ২৪
এষা তস্য স্থিতির্বিপ্র পিতৃণাং পিণ্ডসংজ্ঞিতা।
লভন্তে সততং পূজাং বৃষাকপিবরো যথা॥ ২৫
যে যজন্তি পিতৃন্ দেবান্ গুরূংশ্চৈবাতিথীংস্তথা।
গাশ্চৈব বিজমুখ্যাংশ্চ পৃথিবীং মাতরং যথা॥ ২৬
কর্ম্মণা মনসা বাচা বিষ্ণুমেব যজন্তি তে।
অন্তর্গতঃ স ভগবান্ সর্ব্বসত্ত্বশরীরগঃ॥ ২৭
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ঈশ্বরঃ সুখ-দুঃখয়োঃ।
মহান্ মহাত্মা সর্ব্বাত্মা নারায়ণ ইতি শ্রুতিঃ॥ ২৮

ইতি শ্রীমদ্ভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি নারায়ণীয়ে
পঞ্চচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৪৫

আমা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহই নাই, অতএব কোন্ আর কেইবা আছে, যাহাকে আমি স্বয়ং পূজা করিব? সংসারে আমার পিতা কে আছে? জগতে সকলের পিতা-পিতামহ ত' আমিই। ২২

পিতামহের পিতাও (প্রপিতামহও) আমিই। আমিই এই জগতের কারণ। বিপ্রবর! এই কথা বলিয়া দেবাধিদেব ভগবান্ বরাহ বরাহপর্ব্বতে সবিস্তরে পিণ্ডদান করত পিতৃরূপী নিজেকে নিজেই পূজা করিয়া সেস্থানে অন্তর্হিত হইলেন। ২৩-২৪

ব্রহ্মন্! ইহা ভগবান্ কর্ত্তৃক স্থাপিত যজ্ঞব্যবস্থা। এইভাবে পিতৃগণ পিণ্ডদান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবান্ বরাহের বাক্যানুসারে সেই পিতৃগণ সর্ব্বদা সকলের দ্বারা পূজা প্রাপ্ত হন। ২৫

যাঁহারা দেবতা, পিতা, গুরু, অতিথি ও গোসকল, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, পৃথিবী এবং মাতাকে মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা পূজা করেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ বিষ্ণুরই পূজা করেন; কারণ ভগবান্ বিষ্ণু সমস্ত প্রাণীর শরীরে অন্তরাত্মারূপে বিরাজমান আছেন। ২৬-২৭

সুখ ও দুঃখের নিয়ামক শ্রীহরি সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে সমভাবেই অবস্থিত আছেন। নারায়ণ মহান্ (সর্ব্বব্যাপী), মহাত্মা ও সর্ব্বাত্মা; ইহাই শ্রুতির অভিমত। ২৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে নারায়ণের মহিমাদিবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নারায়ণমাহাত্ম্যমূলকোপাখ্যানেনোপসংহারঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
শ্রুত্বৈতন্নারদো বাক্যং নর-নারায়ণেরিতম্।
অত্যন্তং ভক্তিমান্ দেবে একান্তিত্বমুপেয়িবান্॥ ১
প্রোক্ত বর্ষসহস্রং তু নর-নারায়ণাশ্রমে।
শ্রুত্বা ভগবদাখ্যানং দৃষ্ট্বা চ হরিমব্যয়ম্॥ ২
হিমবন্তং জগামাথ তস্যাস্ত খক আশ্রমঃ।
তাবপি খ্যাততপসৌ নর-নারায়ণাবৃষী॥ ৩

ষট্‌চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[নারায়ণের মহিমাসূচক উপাখ্যানের উপসংহার।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! নর-নারায়ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবানের প্রতি নারদের ভক্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। তিনি তাঁহার অনন্য ভক্ত হইয়া যাইলেন। ১

নর-নারায়ণের আশ্রমে ভগবানের কথা শ্রবণ করিতে করিতে এবং প্রতিদিন অবিনাশী শ্রীহরিকে দর্শন করিতে করিতে যখন নারদের এক হাজার দিব্য বর্ষ অতিবাহিত হইয়া যাইল, তখন তিনি অতি সত্বর হিমালয় পর্ব্বতের সেই ভাগে গমন করিলেন, যেখানে তাঁহার নিজের আশ্রম ছিল। ২

তাহার পর সেই বিখ্যাত নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়ও পুনরায় সেই রমণীয় আশ্রমে অবস্থান করত কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ৩

তস্মিন্নেবাশ্রমে রম্যে তেপতুস্তপ উত্তমম্
ধর্ম্মপ্রমিতবিক্রান্তঃ পাণ্ডবানাং কুলোদ্বহঃ ॥ ৪
পার্থিবাস্তাত সংবৃত্তঃ শ্রুত্বেমামাদিতঃ কথাম্
নৈব তস্যাপরো লোকো নায়ঃ পার্থিবসত্তম
কৃত্বা মনসা বাচা যো দ্বিষ্যাদ্ বিষ্ণুমব্যয়ম্
মজ্জন্তি পিতরস্তস্য নরকে শাশ্বতীঃ সমাঃ । ৬
যো দ্বিষ্যাদ্ বিবুধশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং হরিম্ ।
কথং নাম ভবেদ্ যেন্য আত্মা লোকস্য কস্যচিৎ
আত্মা হি পুরুষব্যাঘ্র জ্ঞেয়ো বিষ্ণুরিতি স্থিতিঃ ।
য এষ শুক্লবস্ত্রাভমুপবেদমুদ্বহতি ॥ ৮
তেনৈতৎ কথিতং তাত মাহাত্ম্যং পরমাত্মনঃ
তস্মাচ্ছ্রুতং ময়া চেদং কথিতঞ্চ তবানঘ ॥ ৯
নারদেন তু সম্প্রাপ্তঃ সরহস্যঃ সসংগ্রহঃ ।
এষ ধর্ম্মো ভগবতঃ সাক্ষান্নারায়ণাদৃষে ॥ ১০
এবমেষ মহান্ বংশঃ স তে পূর্ব্বং নৃপোত্তম ।
কথিতো হরিগীতাসু সমাসবিধিকল্পিতঃ ॥ ১১

কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং মুনিম্
কো হ্যন্যঃ পুরুষব্যাঘ্র মহাভারতকৃদ্ ভবেৎ ॥ ১২
ঋতে নানাবিধাঃ শৈলৈব কো ব্রূয়াৎ তদ্ভুতে প্রভুঃ ॥ ১৩
বর্ত্তন্তে যে মহাত্মানো যথা সঙ্কল্পিতব্রতাঃ
সঙ্কল্পিতার্থমেবৈষাং শ্রুতমস্ত তথা তব ॥ ১৪

সৌতিরুবাচ

এতৎ তু মহদাখ্যানং শ্রুত্বা পার্থিবসত্তমঃ ।
ততো যজ্ঞসমাপ্ত্যর্থং ক্রিয়াঃ সর্বাঃ সমারভৎ ॥ ১৫
নারায়ণীয়মাখ্যানমেতৎ তে কথিতং ময়া ।
পুণ্যে নৈমিষকান্তারে নৈমিষারণ্যবাসিভি ॥ ১৬
নারদেন পুরা রাজন্ শ্রবণে যে নিবেদিতম্ ।
ঋষীণাং পাণ্ডবানাঞ্চ মুনেঃ কৃষ্ণস্য ধীমতঃ ॥ ১৭
স হি পরমগুরুর্জনভুবনপতিঃ
পৃথুধরাধরঃ শ্রুতিবিনয়নিধিঃ ।
শমনিয়মনিধিভিরপরমহিতঃ—
স্তব ভবতু মতির্হরিরমরসহিতঃ ॥ ১৮

ভবদেব ! তুমি পাণ্ডবগণের বংশধর এবং অন্যান্য পরাক্রমশালী বীর তুমিও আজ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া আজ পরম পবিত্র হইয়া যাইবে । ৪

নৃপশ্রেষ্ঠ ! যে ব্যক্তি মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা অবিনাশী ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত দ্বেষ করে, তাহার ইহলোক সুখকর হয় না এবং পরলোকেও সে সুখ লাভ করে না । ৫

যে ব্যক্তি দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ নারায়ণ শ্রীহরিকে দ্বেষ করে, তাহার পিতৃগণ সর্ব্বদা নরকে নিমগ্ন থাকে ॥ ৬

পুরুষব্যাঘ্র ! ভগবান্ বিষ্ণুকে সকলের আত্মা বলিয়া জানিবে । ইহাই প্রকৃত স্থিতি । এমতে এমন কে মানুষ আছে, যে নিজের আত্মার সহিত দ্বেষ করিতে পারে ? ৭

তাত ! এই যে আমাদের গুরু সত্যবতীপুত্র (সত্যবতীর অপর নাম গন্ধবতী) ব্যাসদেব উপবিষ্ট আছেন । ইনিই ভগবানের সর্ব্বোত্তম অক্ষয় মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন । নিষ্পাপ ! তাঁহার নিকট হইতেই আমি সব শুনিয়াছি এবং আমার যাহা তোমার নিকটেও উহা কথিত হইল ॥ ৮-৯

হে নৃপ ! দেবর্ষি নারদ ত' রহস্য (যজ্ঞ) ও সংগ্রহ (বিধি) সহ এই ধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১০

নৃপশ্রেষ্ঠ ! এইরূপ এই মহান্ বংশ আমি তোমাকে পূর্ব্বে হরিগীতায় সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি ॥ ১১

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে এমতে নারায়ণেরই স্বরূপ বলিয়া জানিবে । অহো ! ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহই বা এই মহাভারতের রচয়িতা হইতে পারেন ? ১২

ভগবান্ ব্যতীত অন্য আর কেহই বা আছেন, যিনি নানা প্রকার বর্ণের বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবেন ? তোমার সঙ্কল্পিত এই মহাযজ্ঞ নিরন্তর চলিতে থাকুক । তুমি অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছ এবং যথাযথভাবে সমস্ত বর্ণও শ্রবণ করিয়াছ ॥ ১৩-১৪

সূতপুত্র বলিলেন,—শৌনক ! বৈশম্পায়নের নিকট হইতে এই মহৎ উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয় নিজের যজ্ঞ পূর্ণ করিবার জন্য সমস্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন । ১৫

শৌনক ! আজ তোমার প্রশ্নানুসারে এই নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণের নিকটে আমি এখানে এই নারায়ণের মাহাত্ম্যসম্বন্ধী উপাখ্যান তোমাকে বলিলাম । ১৬

রাজন্ ! পুরাকালে নারদ ঋষিগণ, পাণ্ডবগণ, শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মকে শুনাইতে শুনাইতে এই প্রসঙ্গ আমার গুরু ব্যাসদেবকে বলিয়াছিলেন । ১৭

সেই পরমগুরু, ভুবনপতি, বিশাল পৃথিবী

অসুরবধকরস্তপসাং নিধিঃ
সুমহত্তারং যশসাঞ্চ ভাজনম্
মধুকৈটভহা কৃতধর্মবিদ্যাং গতিদো-
হ্যতয়দো মখভাগহরোঽস্তু শরণং স তে ॥ ১৯
ত্রিগুণো বিগুণশ্চতুরাশ্রয়ঃ
পুংস্ত্রৈরোক্ত ফলভাগহরঃ
বিদধাতু নিত্যমজিতোঽতিচলো
গতিমাত্মগাঃ সুকৃতিনামৃষীণাম্ ॥ ২০
তং লোকসাক্ষিণমজং পুরুষং পুরাণং
সর্বিশর্গমীশ্বরং গতিং বহুশঃ ।
প্রণমন্তমেকমনসো বয়ং
সলিলোদ্ভবোঽপি তমৃষিং প্রণতঃ ॥ ২১
স হি লোকযোনিরমৃতস্য পদং
সূক্ষ্মং পরায়ণমচলং হি পদম্ ।
তৎসাংখ্যযোগিবিদুষাং বৃজিনং
বৃঙ্ক্ষ্যা বয়ান্বতিরিদং সনাতনম্ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নারায়ণীয়ে
ষট্‌চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪৬ ॥

ধারণকারী, বেদজ্ঞান ও বিনয়ের আধার, ধর্ম ও নিয়মের আবাস স্বরূপ, ব্রাহ্মণগণের পরম হিতৈষী এবং লোকাদিদেবের হিত চিন্তাকারী শ্রীহরি তোমার আশ্রয় হউন ॥ ১৮

অসুর বধকারী, তপোনিধি, বিশাল যশোভাজন, মধু ও কৈটভহন্তা, সত্যযুগের ধর্মগণের সদ্গতি প্রদানকারী অতএব যজ্ঞের ভাগগ্রহণকর্তা ভগবান্ নারায়ণ তোমার শরণ (রক্ষক) হউন ॥ ১৯

যিনি ত্রিগুণবিশিষ্ট হইয়াও নির্গুণ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চার মূর্তিধারী, ইষ্ট (যাগ-যজ্ঞাদি আপূর্ত (বাপী, কূপ ও তড়াগনির্মাণাদি) কর্মের ফলভাগগ্রহণকারী, সর্বদা অপরাজিত ও সত্য, ধর্ম বা মর্যাদা হইতে অবিচলিত, সেই ভগবান্ শ্রীহরি পুণ্যাত্মা ঋষিগণকে আত্মজ্ঞানরূপ সদ্গতি প্রদান করুন ॥ ২০

যিনি সম্পূর্ণ জগতের সাক্ষী, অজন্মা, অন্তর্যামী, পুরাণপুরুষ, সৃষ্যাদুলা-তেজস্বী, ঈশ্বর এবং সর্বপ্রকারে সকলের গতি, সেই পরমেশ্বরকে তোমরা সকলে একাগ্রচিত্ত হইয়া প্রণাম কর, কারণ, সেই বাসুদেবস্বরূপ নারায়ণ ঋষিকে দেবশ্রীও প্রণাম করেন ॥ ২১

তিনি এই জগতের আধিকারণ, অমৃতপদ (মোক্ষের আশ্রয়) সূক্ষ্ম স্বরূপ, পরমের পরমধাতা, অবিচল ও সনাতন পদ। উহার যৌনক! নিজের মনকে সংযত করিয়া সাংখ্যযোগী বিদ্বান্‌গণ বুদ্ধিদ্বারা তাঁহাকেই বরণ করেন ॥ ২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে নারায়ণের মহিমাবিষয়ক
ষট্‌চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[হয়গ্রীবাবতারস্য বর্ণনম্, বেদানামুদ্ধারঃ, মধুকৈটভবধঃ, নারায়ণমহিমকথনঞ্চ।]

শৌনক উবাচ

শ্রুত্বা ভগবতস্তস্য মাহাত্ম্যং পরমাদ্ভুতম্।
তস্য বর্ষশতে চৈব নরনারায়ণাত্মকম্॥ ১
মহাবরাহস্ত্বষ্টা চ পিণ্ডোৎপত্তিঃ পুরাতনী
প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ যো যথা পরিকল্পিতঃ॥ ২
তথা চ সঃ ক্রতো ব্রহ্মন্ কথ্যমানস্ত্বয়ানঘ
হয়াস্যবপুষো বিষ্ণুরুদ্ভবঃ পূর্বে মহোদয়ে॥ ৩
যচ্চ তৎ কবিতং পূর্বং ত্বয়া হয়শিরো মহৎ
তচ্চ দৃষ্টং ভগবতা ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা॥ ৪
কিং তদুৎপাদিতং পূর্বং হরিণা লোকধারিণা।
রূপং প্রভাবং মহত্ত্বমপূর্বং ধীমতাং বর॥ ৫
দৃষ্ট্বা হি বিস্ময়োৎফুল্লমপূর্বমমিতৌজসম্
ভগবন্নিয়তং পুণ্যং ব্রহ্মা কিমকরোন্মুনে॥ ৬

এতন্নঃ সংশয়ং ব্রহ্মন্ পুরাণং জ্ঞানসম্ভবম্।
কথয়স্বোত্তমযতে মহাপুরুষনির্মিতম্॥ ৭
পাবিতাঃ স্ম ত্বয়া ব্রহ্মন্ পুণ্যাং কথয়তা কথাম্।

সৌতিরুবাচ

কথয়িষ্যামি তে সর্বং পুরাণং বেদসম্মিতম্॥ ৮
জগৌ যদ্ ভগবান্ ব্যাসো রাজ্ঞঃ পরিক্ষিতস্য বৈ
শ্রুত্বাষিনিকরো মুক্তিং দেবস্য হরিমেধসঃ॥ ৯
উৎপন্নসাধ্বসো রাজা জনমেজয়চোদয়ৎ

জনমেজয় উবাচ।

যত্তত্ত্ব বর্ণিতবান্ ব্রহ্মা দেবং হয়শিরোধরম্॥ ১০
কিমর্থং তৎ সমভবৎ তন্মমাচক্ষ্ব সত্তম।
যৎ কিঞ্চিদিহ লোকে বৈ দেবসত্ত্বং বিমান্যতে॥ ১১

সপ্তচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়

[হয়গ্রীব-অবতারের বর্ণনা, বেদসমূহের উদ্ধার, মধুকৈটভবধ এবং নারায়ণের মহিমাকথন।]

শৌনক,—আমরা বহুবিধ ঐশ্বর্যশালী পরমাত্মা শ্রীহরির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম এবং যজ্ঞের মূলে তিনি নর-নারায়ণরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সংবাদও জানিতে পারিলাম। ১

নিষ্পাপ সূতপুত্র! ভগবান্ মহাবরাহ যে প্রাচীন কালে পিণ্ডোৎপত্তি করিয়া পিণ্ডদানের মর্য্যাদা স্থাপিত করিয়াছেন এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-বিষয়ে যে সব বিধি বেদরূপ কল্পনা করিয়াছেন, সেই সব আপনার নিকট হইতে আমরা শ্রবণ করিয়াছি। ২½

সমুদ্রের উত্তর-পূর্বভাগে ঘর্ঘা ও অঘ্ন্যা তীরপ্রবাহকারী ভগবান্ বিষ্ণু বিষাদ হয়গ্রীবাবতার ধারণ করিয়াছিলেন। এই কথা আপনি পূর্বে আমাকে বলিয়াছেন। তখন ইহাও বলিয়াছিলেন যে, ভগবান্ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা সেইরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ৩-৪

হে বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে প্রধান সূতপুত্র! সম্পূর্ণ জগতের ধারণ শ্রীহরি পূর্বকালে এই অদ্ভুত প্রভাবশালী রূপ কেন প্রকাশ করিয়াছিলেন? ঈদৃশ এতাদৃশ রূপই পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। ৫

মুনে! অতীব বলশালী এবং অপূর্ব প্রভাবী সেই পুণ্যাত্মা ভগবান্ হয়গ্রীবকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মা কি করিলেন? ৬

ব্রহ্মজ্ঞানিন্! সূতনন্দন! আপনার মুখে অতিমহৎ উত্তম মহাপুরুষ ভগবানের অবতারসম্বন্ধী এই পুরাতন জ্ঞানের বিষয়ে আমাদের সকলের সংশয় হইতেছে। আপনি ইহার বিষয়ে সমাধান করুন। ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন সূতপুত্র! আপনি এই পুণ্যময়ী কথা বলিয়া আমাদের পবিত্র করিয়া দিয়াছেন। ৭½

সূতপুত্র বলিলেন,—শৌনক! আমি তোমাকে বেদতুল্য প্রমাণভূত সমস্ত পুরাতন বৃত্তান্ত বলিব, যাহা ভগবান্ ব্যাসদেব রাজা জনমেজয়কে শুনাইয়াছিলেন। ৮-৮½

ভগবান্ বিষ্ণুর হয়গ্রীবাবতারের কথা শ্রবণ করিয়া তোমারই ন্যায় রাজা জনমেজয়েরও সন্দেহ হইয়াছিল। তখন তিনি এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ৯½

জনমেজয় বলিলেন—সৎপুরুষগণশ্রেষ্ঠ মুনে! ব্রহ্মা ভগবানের যে হয়গ্রীব অবতারের দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাদুর্ভাব কি জন্য হইয়াছিল? ইহা আমাকে বলুন। ১০-১½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—প্রজানাথ! এ জগতে যত প্রাণী

* বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়কে হয়গ্রীবাবতারের কথা ভগবান্ বেদব্যাসের আজ্ঞায় শুনাইয়াছিলেন, সেইজন্য এস্থলে তাহাই বুঝাইবার জন্য বেদব্যাসের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

সর্বং পঞ্চত্বমাপিন্নং কৃৎস্নৈরীশ্বরবুদ্ধিভিঃ।
ঈশ্বরো হি জগৎস্রষ্টা প্রভুর্নারায়ণো বিরাট্ ॥
ভূতাত্মরাত্মা বরদঃ সগুণো নির্গুণোঽপি চ
ভূতপ্রলয়মাত্তন্তু শৃণুষ্ব নৃপসত্তম ॥ ১৩
বরণ্যাময় লীনায়াময়ন্ত্বৈকার্ণবে পুরা।
জ্যোতির্ভূতে জলে চাপি লীনে জ্যোতিষি চানিলে ॥
বায়ৌ চাকাশসংলীনে আকাশে চ মনোঽনুগে।
ব্যক্তে মনসি সংলীনে ব্যক্তে চাব্যক্তভাবে গতে ॥ ১৫
অব্যক্তে পুরুষং যাতে প্যাপি সর্বগতেঽপি চ।
তম এবাভবৎ সর্বং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ১৬
তমসো ব্রহ্মসম্ভূতং তমোমূলামৃতাত্মকম্।
তদ্বিষক্তাবসংজ্ঞান্তু পৌরুষীং তনুমাশ্রিতম্ ॥১৭
সোঽনিরুদ্ধ ইতি প্রোক্তস্তম প্রধানঃ প্রচক্ষতে।
তদব্যক্তমিতি জ্ঞেয়ং ত্রিগুণং নৃপসত্তম ॥ ১৮

বিদ্যাসহায়বান্ দেবো বিষক্সেনো হরিঃ প্রভুঃ।
অম্ভো ন শরণং চক্রে নিদ্রাযোগমুপাগতঃ ॥ ১৯
জগত্তশ্চিন্তয়ন্ সৃষ্টিং চিত্রাং বহুগুণোদ্ভবাম্।
তস্য চিন্তয়তঃ সৃষ্টিং মহানাসীদ্গুণঃ স্মৃতঃ ॥ ২০
অহঙ্কারস্ততো জাতো ব্রহ্মা স তু চতুর্মুখঃ।
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ সর্বলোকপিতামহঃ ॥ ২১
পদ্মেঽনিরুদ্ধাৎ সম্ভূতস্তদা পদ্মনিভেক্ষণঃ।
সহস্রপত্রে দ্বাবিমাবুপবিষ্টৌ সনাতনৌ ॥ ২২
মধুশ্চৈবাসুরশ্রেষ্ঠো লোকানামপকারকৌ প্রভূ
সম্ভূতৌ পরমেষ্ঠী স ততো ভূতগণান্ সৃজন্ ॥ ২৩
পূর্বমেব চ পদ্মস্য পত্রে সূর্যাংশুসপ্রভে
নারায়ণকৃতৌ বিষ্ণু অপাময়ান্তা গুণোত্তরৌ ॥ ২৪
তাবপশ্যৎ স ভগবান্নাদিনিধনোঽচ্যুতঃ
একস্তত্রাতবদ্ বিষ্ণুর্ধ্যায়ন্তৌ রুচিরপ্রভঃ ॥ ২৫

আছে, তৎসমস্তই ঈশ্বরের সম্বন্ধে উৎপন্ন হইয়া পঞ্চ মহাভূতে লুপ্ত হইয়াছে। ১১½

বিরাট্স্বরূপ ভগবান্ নারায়ণ এই জগতের ঈশ্বর ও স্রষ্টা, তিনিই সকল জীবগণের অন্তরাত্মা, বরদাতা, সগুণ ও নির্গুণ-স্বরূপ। ১২½

নৃপশ্রেষ্ঠ! এখন তুমি পঞ্চভূতসমূহের আত্যন্তিক প্রলয় শ্রবণ কর। পূর্বকালে যখন এই পৃথিবীর একার্ণব জলে লয় হইয়া গিয়াছিল এবং জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনে, মন ব্যক্তে (মহত্তত্ত্বে)। ব্যক্ত অব্যক্ত প্রকৃতিতে, অব্যক্ত পুরুষে অর্থাৎ মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বরে ও এই পুরুষ সর্বব্যাপী পরমাত্মায় লীন হইয়া গিয়াছিল, তখন সর্বদিক্ কেবল অন্ধকারেই আচ্ছন্ন ছিল। তম (অন্ধকার) ব্যতীত তখন আর কিছুই জানা যাইতে ছিল না। ১৩-১৬

সেই তম হইতেই জগতের কারণভূত ব্রহ্ম (পরম যোনি) উদ্ভূত হন। তমের মূল হইল অবিদ্যানিবৃত্ত অমৃততত্ত্ব। এই মূলভূত অমৃতই তমের দ্বারা মুক্ত হইয়া সমস্ত নামরূপে প্রপঞ্চকে উৎপন্ন করেন এবং বিরাট্ পুরুষের আশ্রয় অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন। ১৭

নৃপশ্রেষ্ঠ! ইহাকেই অনিরুদ্ধ বলা হয়। ইহাকে প্রধানও বলা হয় এবং ইহাকে ত্রিগুণময় অব্যক্ত বলিয়াও জানিবে। ১৮

এই অবস্থায় বিদ্যাশক্তিসম্পন্ন সর্বব্যাপী ভগবান্ শ্রীহরি যোগনিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করত জলে শয়ন করিলেন। ১৯

সেই সময় তিনি নানা গুণ হইতে উৎপন্ন জগতের অদ্ভুত সৃষ্টিবিষয়ে বিচার করিতে লাগিলেন। সৃষ্টি-বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নিরুপম মহত্তত্ত্বের স্মরণ হইল। তাহা হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইল। এই অহঙ্কারই চারমুখবিশিষ্ট ব্রহ্মা। ইনি সকল লোকের পিতামহ ও ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ নামে প্রসিদ্ধ। ২০-২১

ব্রহ্মার পদ্মে অনিরুদ্ধ (অহঙ্কার) হইতে কমলনয়ন ব্রহ্মা সেই সময় প্রাদুর্ভূত হন। এই অদ্ভুত রূপবান্ এবং তেজস্বী সনাতন ভগবান্ ব্রহ্মা সহস্রদল কমলে বিরাজমান হইয়া যখন এদিক্ ওদিক্ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, তখন সমস্ত জগৎ তাঁহার দর্শন করিলেন। এই সময় ব্রহ্মা সত্ত্বগুণে অবস্থান করত প্রাণিগণের সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২২-২৩

তিনি যে কমলে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার পদ্ম পূর্ণচন্দ্রতুল্য শোভাসম্পন্ন ছিল। উহার উপর পূর্ব হইতেই ভগবান্ নারায়ণের প্রেরণায় জলের দুইটি বিন্দু পতিত ছিল। এই দুইটি বিন্দু রজোগুণ ও তমোগুণের প্রতীক। ২৪

আদি ও অন্তহীন ভগবান্ অচ্যুত সেই দুইটি বিন্দুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। এই দুইটি বিন্দুর মধ্যে একটি বিন্দু ভগবানের দৃষ্টি পড়িতেই তাঁহার প্রেরণায় তমোময় জড়ুনাময় দৈত্য উদ্ভূত

স তাবসো মধুর্জাতস্তদা নারায়ণাজ্ঞয়া ।
কষ্টিনস্তপসো বিদ্বঃ কৈটভো রাক্ষসস্তু সঃ । ২৬
তাবস্ত্যাবয়বাঃ শ্রেষ্ঠৌ তমসা রজসান্বিতৌ
বলবন্তৌ গদাহস্তৌ পদ্মনালানুসারিণৌ । ২৭
দদৃশাতেঽরবিন্দস্থং ব্রহ্মাণমমিতপ্রভম্ ।
সৃজন্তং প্রথমং বেদাংস্তথৈবাক্ষরবিগ্রহান্ । ২৮
ততো বিগ্রহবন্তৌ তৌ বেদান্ দৃষ্ট্বানুযোজতৌ ।
সহসা জগৃহতুর্বেদান্ ব্রহ্মণঃ পশ্যতস্তদা । ২৯
অথ তৌ দানবশ্রেষ্ঠৌ বেদান্ গৃহ্য সনাতনান্
রসাং বিবিশতুর্তূর্ণমুদকপূর্বে মহোদধৌ । ৩০
ততো হৃতেষু বেদেষু ব্রহ্মা কমললোচনঃ
ততো বচনমীশানঃ প্রাহ বৈকৈবিনাকৃতঃ । ৩১
বেদা মে পরমং চক্ষুর্বেদা মে পরমং বলম্ ।
বেদা মে পরমং ধাম বেদা মে ব্রহ্ম চোত্তমম্ ।৩২

সব বেদা হৃতাঃ সর্বে দানবাভ্যাং বলাদিতঃ ।
অন্ধকারা হি মে লোকা জাতা বেদৈর্বিনাকৃতঃ ।৩৩
বেদানৃতে হি কুর্যাং লোকানাং সৃষ্টিমুত্তমাম্ ।
অহো বত মহদ্ দুঃখং বেদনাশনজং মম । ৩৪
প্রাপ্তং দুনোতি হৃদয়ং তীব্রা শোকপরায়ণম্ ।
কো হি শোকার্ণবে মগ্নং মামিতোঽদ্য সমুদ্ধরেৎ । ৩৫
বেদাংস্তাংশ্চোদয়েয়ুর্যান্ কস্য চাহং প্রিয়ো ভবে
ইত্যেবং ভাবমাপন্ন ব্রহ্মণো মুখসম্ভব । ৩৬
ধ্যেয়ঃ স্তোত্রার্থমুদ্যুক্তা বুদ্ধির্বুদ্ধিবতাং বর ।
ততো জগৌ পরং তপ্যাং সাঞ্জলিপ্রগ্রহঃ প্রভুঃ । ৩৭
ওঁ নমস্তে ব্রহ্মহৃদয় নমস্তে মম পূর্বজ ।
লোকাদ্য ভুবনশ্রেষ্ঠ সাংখ্যযোগনিধে প্রভো । ৩৮
বাঙ্মাত্রব্যক্তকরাচিন্ত্য ক্ষেমং পন্থানমাস্থিত ।
বিশ্বভুক্ সর্বভূতানামন্তরাত্মাঽঽত্মযোনিজ
অহং প্রসাদজস্তস্যাঃ লোকিষ্যাহ স্বয়ম্ভুবঃ । ৩৯

হইল। অসুর অতিশয় দুর্দান্ত বিষ্ণুর নাভিপদ্মে আসীন ব্রহ্মাকেও হইতে উৎপন্ন কৈটভনামক দৈত্য সজ্জাত হইল। ২৪-২৫

তমোগুণ ও রজোগুণসম্পন্ন এই দুই শ্রেষ্ঠ দৈত্য মধু এবং কৈটভ অতিশয় বলবান্ ছিল। ইহারা বিষ্ণুদেহে হস্তে গদা ধারণ করিয়া কমলনালের অনুসরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। ২৭

তাহারা উপরে যাইয়া পদ্মপুষ্পাসনে উপবিষ্ট হইয়া সৃষ্টি-রচনায় প্রবৃত্ত অমিততেজস্বী ব্রহ্মাকে দেখিল এবং তাঁহার পার্শ্বেই মনোহরদর্শনধারী চারিবেদও দেখিতে পাইল। ২৮

সেই বিনাশকারী শ্রেষ্ঠ দুই অসুর সেই সময় বেদের উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্রই ব্রহ্মার সাক্ষাতেই সেই বেদকে সহসা অপহরণ করিল। ২৯

সনাতন বেদ অপহরণ করত এই দুই শ্রেষ্ঠ দানব উদক-পূর্ববর্তী মহাসাগরে প্রবিষ্ট হইল এবং অতিদ্রুত রসাতলে গমন করিল। ৩০

বেদ অপহৃত হইলে পর ব্রহ্মা উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং মোহগ্রস্ত হইলেন। তিনি বেদশূন্য হইতে বঞ্চিত হইয়া মনে মনেই পরমাত্মাকে এই কথা বলিলেন। ৩১

ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবন্! বেদই আমার উত্তম চক্ষু, বেদই আমার পরম বল, বেদই আমার সর্বোত্তম আশ্রয় এবং বেদই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য দেবতা। ৩২

আমার সেই সব বেদ আজ দুই দানব বলপূর্বক এস্থান হইতে লইয়া গিয়াছে। এখন বেদহীন হইয়া আমার নিকট সমস্ত লোক অন্ধকারময় হইয়া গিয়াছে। ৩৩

আমি এই সব বেদ ব্যতীত উত্তম সৃষ্টি কি ভাবে করিতে সমর্থ হইব? অহো! আজ বেদসমূহ নষ্ট হওয়ায় আমার উপর অতিশয় দুঃখ আসিয়া পতিত হইয়াছে। উহা আমার শোকময় হৃদয়কে দুঃসহ পীড়াদান করিতেছে। আজ শোকসাগরে নিমগ্ন অবস্থায় আমাকে কে উদ্ধার করিবে? কে সেই অপহৃত বেদ-সমূহকে ফিরাইয়া আনিবে? আমি কাহার এরূপ প্রিয়, যে আমাকে এই অবস্থায় সহায়তা করিবে? ৩৪-৩৫½

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই কথা বলিতে বলিতে ব্রহ্মার মনে ভগবান্ শ্রীহরিকে স্তুতি করিবার বুদ্ধি উৎপন্ন হইল। বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরেশ! তখন ভগবান্ ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলি হইয়া জগদ্যোনি উত্তম স্তোত্রগান করিতে লাগিলেন। ৩৬-৩৭

ব্রহ্মা বলিলেন,—প্রভো! বেদ আপনার হৃদয়, আপনাকে নমস্কার। আমার পূর্বজাত ভগবান্! আপনাকে নমস্কার। জগতের আদি কারণ! ভুবনশ্রেষ্ঠ! সাংখ্যযোগনিধে! প্রভো! আপনাকে বারংবার নমস্কার। ৩৮

বাক্য জগৎ ও অব্যক্ত প্রকৃতির স্রষ্টা পরমাত্মন্! আপনার স্বরূপ অচিন্তনীয়। আপনি কল্যাণপথে অবস্থিত। বিশ্বপালক!

যতো মে মানসং জন্ম প্রথমং দ্বিজপূজিতম্।
চাক্ষুষং বৈ দ্বিতীয়ং মে জন্ম চাসীৎ পুরাতনম্ ॥ ৪০
ত্বৎপ্রসাদাৎ তু মে জন্ম তৃতীয়ং বাচিকং মহৎ।
ত্বতঃ শ্রবণজং চাপি চতুর্থং জন্ম মে বিভো ॥ ৪১
নাসিক্যং চাপি মে জন্ম ত্বতঃ পরমুদাহৃতে।
অণ্ডজং চাপি মে জন্ম ত্বতঃ ষষ্ঠং বিনির্মিতম্ ॥ ৪২
ঈদৃক্ সপ্তমং জন্ম পদ্মজন্মেতি বৈ প্রভো।
সর্গে সর্গে হ্যহং পুত্রস্তব ত্রিগুণবর্জিত ॥ ৪৩
প্রথিতঃ পুণ্ডরীকাক্ষ প্রধানগুণকল্পিতঃ
হৃষীকেশঃ স্বভাবশ্চ স্বয়ম্ভূঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪৪
ত্বয়া বিনির্মিতোঽহং বৈ বেদচক্ষুর্বরোত্তিম।
তে মে বেদা হৃতাশ্চক্ষুরন্ধো জাতোঽস্মি জাগৃহি ॥ ৪৫
হৃদয়ং চক্ষুষি মম প্রিয়োঽহং তে প্রিয়োঽসি মে।
এবং ত্বতঃ স ভগবান্ পুরুষঃ সর্বতোমুখঃ ॥ ৪৬
জহৌ নিদ্রাময়ং তদা বেদকার্যার্থমুদ্যতঃ
ঐশ্বর্যোগ প্রয়োগেণ দ্বিতীয়াং তনুমাস্থিতঃ ॥ ৪৭
সুনাসিকেন কায়েন ভূত্বা চন্দ্রপ্রভপ্রভঃ।
ধৃত্বা হরসিরঃ শুভ্রং বেদানামালয়ং প্রভুঃ ॥ ৪৮
তস্য মূর্ধা সমভবদ্ দ্যৌঃ সনক্ষত্রতারকা।
কেশান্তাস্যাভবন্ দীর্ঘা রবেরংশুসমপ্রভাঃ ॥ ৪৯
কর্ণাবাকাশপাতালে ললাটং ভূতধারিণী
গঙ্গা সরস্বতী শ্রোণী জঙ্ঘাবাস্তাং মহোদধী ॥ ৫০
চক্ষুষী সোম-সূর্যৌ তে নাসা সন্ধ্যা পুনঃ স্মৃতা।
ওঁকারস্তস্য সংস্কারো বিদ্যুজ্জিহ্বা চ নির্মিতা ॥ ৫১
দন্তাশ্চ পিতরো রাজন্ সোমপা ইতি বিশ্রুতাঃ।
গোলোকো ব্রহ্মলোকশ্চ ওষ্ঠাবাস্তাং মহাত্মনঃ ॥ ৫২

আপনি সমস্ত প্রাণিগণের অন্তরাত্মা, অযোনিজ (স্বয়ম্ভূ), জগতের আধার ও স্বয়ম্ভূ। আমি আপনার কৃপায় উৎপন্ন হইয়াছি ॥ ৩৯

আপনার দ্বারা আমার যে প্রথম মানস জন্ম হইয়াছে, উহা দ্বিজগণকর্তৃক সম্মানিত মানস জন্ম বলিয়া কথিত হয় অর্থাৎ আমি প্রথমে আপনার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। তাহার পূর্বকালে আমি আপনার নেত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছি। ইহা আমার দ্বিতীয় জন্ম ॥ ৪০

তদনন্তর আপনার কৃপাপ্রসাদে আমার মহত্বপূর্ণ তৃতীয় জন্ম হইয়াছে, উহা বাচিক অর্থাৎ আপনার বাক্য হইতে আমার তৃতীয় জন্ম হয়। বিভো! তাহার পর আপনার কর্ণ হইতে আমার চতুর্থ জন্ম হয় ॥ ৪১

তদনন্তর আপনার নাসিকা হইতে আমার পঞ্চম উত্তম জন্ম কথিত হইয়াছে। তাহার পর আমি আপনার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড হইতে উৎপন্ন হই। উহা আমার ষষ্ঠ জন্ম ॥ ৪২

প্রভো! এই আমার সপ্তম জন্ম, যাহা কমল (নাভিপদ্ম) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ত্রিগুণাতীত পদ্মযোনিস্থ! আমি প্রত্যেক সর্গে আপনার পুত্র হইয়া উৎপন্ন হই ॥ ৪৩

কমলনয়ন! আপনার পুত্র আমি শুদ্ধ সত্ত্বময় শরীরে সম্ভূত হইয়াছি। আপনি ঈশ্বর, স্বভাব, স্বয়ম্ভূ ও পুরুষোত্তম ॥ ৪৪

আপনি আমাকে বেদময়ী নেত্রযুক্ত করিয়া উৎপন্ন করিয়াছেন। আপনারই কৃপায় আমি কালাতীত অর্থাৎ কালের কোন প্রভাব আমার উপর পতিত হয় না। আমার নেত্রস্বরূপ সেই বেদ তস্করেরা হরণ করিয়াছে, অতএব আমি অন্ধ হইয়া পড়িয়াছি। প্রভো! আপনি নিদ্রা ত্যাগ করিয়া জাগরিত হউন আমাকে আমার নেত্র প্রদান করুন কারণ, আমি আপনার প্রিয় ভক্ত এবং আপনি আমার প্রিয়তম প্রভু ॥ ৪৫½

ব্রহ্মা এইভাবে স্তব করিলে পর সর্বদিকে মুখশোভিত সকলের অন্তর্যামী আত্মা ভগবান্ সেই ক্ষণেই নিদ্রাত্যাগ করিলেন এবং সেই বেদ রক্ষা করিবার জন্য উদ্যত হইলেন ॥ ৪৬½

তিনি নিজের ঐশ্বর্যযোগে চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ দ্বিতীয় শরীর ধারণ করিলেন। সুন্দর নাসিকাশোভিত শরীরের দ্বারা শুভ্র হইয়া সেই প্রভু বেদের আধার মস্তক ও মুখ ধারণ করত অবস্থিত ছিলেন। তাঁহার এই শুভ্র মুখমণ্ডল বেদের আলয় ছিল ॥ ৪৭-৪৮

নক্ষত্র ও তারামণ্ডলযুক্ত স্বর্গলোক তাঁহার মস্তক ছিল। সূর্যকিরণতুল্য কেশপাশ দীর্ঘ কেশরাজি ছিল ॥ ৪৯

আকাশ ও পাতাল তাঁহার কর্ণ ছিল এবং সমস্ত ভূতধারিণী পৃথিবী তাঁহার ললাট, গঙ্গা ও সরস্বতী তাঁহার নিতম্ব এবং সমুদ্র তাঁহার জঘন ছিল ॥ ৫০

চন্দ্র ও সূর্য তাঁহার দুই চক্ষু এবং সন্ধ্যা নাসিকা বলিয়া কথিত হয়। ওঙ্কার তাঁহার সংস্কার (আভরণ) ও বিদ্যুৎ তাঁহার জিহ্বা-রূপে নির্মিত ছিল ॥ ৫১

রাজন্! সোমপানকারী পিতৃগণ তাঁহার দন্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং গোলোক ও ব্রহ্মলোক সেই মহাত্মার দুই ওষ্ঠ ছিল ॥ ৫২

প্রীবা চাস্যাভবদ্ রাজন্ কালরাত্রির্ত্তথোত্তরা।
এতদ্ধয়শিরঃ কৃত্বা নানামূর্ত্তিভিরাবৃতম্ ॥ ৪৩
অন্তর্দধৌ স বিষ্বেসো বিবেশ চ রসাং প্রভুঃ
রসাং পুনঃ প্রবিষ্টস্ত যোগং পরমমাস্থিতঃ ॥ ৪৪
সৈন্যং স্বরং সমাস্থায় উদগীতঃ প্রাস্পতং স্বরম্।
স স্বরঃ সানুনাদী চ সর্বশঃ স্নিগ্ধ এব চ ॥ ৪৫
বসুধান্তর্মহীভূতঃ সর্বভূতগুণোদিতঃ
ততস্তাবসুরৌ হৃত্বা বেদান্ সমরবন্ধনান্ ॥ ৪৬
রসাতলে বিনিক্ষিপ্য যত্নঃ অন্তস্তরৌ ততৌ।
এতস্মিন্নন্তরে রাজন্ দেবো হরশিরোধরঃ ॥ ৪৭
জগ্রাহ বেদানখিলান্ রসাতলগতান্ হরিঃ।
প্রাবাচ্চ ব্রহ্মণে ভূয়স্তত্ত্বঃ স্বাং প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৪৮
স্থাপয়িত্বা হয়শিরঃ উদ্বৃত্তপূর্বে যথোদধে।
বেদানামালয়ং চাপি বসুধাস্থশিরস্তুতঃ ॥ ৪৯

অথ কিঞ্চিদপশ্যন্তৌ দানবৌ মধু-কৈটভৌ।
পুনরাজগ্মতুস্তত্র বেগিতৌ পঙ্কজাক্ষ তৌ ॥৬০
যত্র বেদা বিনিক্ষিপ্তাস্তৎ স্থানং শূন্যমেব চ।
তত্র উত্তমমাস্থায় বেগং বলবতাং বরৌ ॥ ৬১
পুনরুত্তস্থতুঃ শীঘ্রং রসানামালয়াৎ তদা
দদৃশাতে চ পুরুষং তমেকার্ণবিকরং প্রভুম্ ॥ ৬২
শেতং শুভ্রবিশুদ্ধাভনিরুদ্ধতনুং স্থিতম্।
ভূয়োঽপ্যাস্থিতবিক্রান্তং নিদ্রাযোগমুপাগতম্ ॥ ৬৩
আত্মপ্রমাণশয়িতে অপামুপরি কল্পিতে
শয়নে নাগভোগাঢ্যে আলাবালাসনাবৃতে ॥ ৬৪
নিষ্কম্পত্বেন সত্ত্বেন সম্পন্নং রুচিরপ্রভম্
তং দৃষ্ট্বা দানবেন্দ্রৌ তৌ মহাহাসমমুঞ্চতাম্ ॥ ৬৫
উচ্চুক্তৈ সমাবিষ্টৌ রজসা তমসা চ তৌ
অয়ং স পুরুষঃ শেতঃ শেতে নিদ্রামুপাগতঃ ॥ ৬৬

হে রাজন্! তখোবতী কালরাত্রি উঁহার গ্রীবা ছিল। এইরূপ অনেক মূর্তিতে আবৃত হয়গ্রীবরূপ ধারণ করত সেই ভগবান্ শ্রীহরি সেখান হইতে অন্তর্হিত হইলেন এবং রসাতলে প্রবেশ করিলেন। ৪০-৪১

রসাতলে প্রবেশ করিয়া পরম যোগ অবলম্বন করত শিক্ষা-শাস্ত্রের নিয়মানুসারে উদাত্তাদি স্বরসমূহে যুক্ত উচ্চৈঃস্বরে সামবেদ গান করিতে লাগিলেন। ৪২-৪৩

নাদ ও স্বরবিশিষ্ট সামগানের এই সর্বতোভাবে স্নিগ্ধ এবং মধুর ধ্বনি রসাতলের চারিদিক্ পরিপূর্ণ করিল। এই ধ্বনি সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষেই সুখকারক ছিল। ৪৪-৪৫

সেই দুই অসুর মধু ও কৈটভ এই শব্দ শ্রবণ করত বেদ-সমূহকে কালপাশে আবদ্ধ করিয়া রসাতলে ফেলিয়া দিল এবং যে দিক্ হইতে সেই শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে দ্রুত ধাবিত হইয়া যাইল। ৪৬-৪৭

রাজন্! ইহার মধ্যে হয়গ্রীব রূপধারী ভগবান্ শ্রীহরি রসাতলে পতিত সেই সম্পূর্ণ বেদকে গ্রহণ করিলেন এবং ব্রহ্মার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া সেই বেদ প্রত্যর্পণ করিলেন এবং নিজের পূর্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ৪৮-৪৯

ভগবান্ মহাসাগরের পূর্বোক্ত ভাগে বেদসমূহের আশ্রয়ভূত হয়গ্রীব-রূপ স্থাপনা করিয়া পুনরায় পূর্বরূপ ধারণ করিলেন। সেই সময় হইতেই ভগবান্ হয়গ্রীব এই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫০

অন্যদিকে বেদরক্ষিত স্থানে আসিয়া মধু ও কৈটভ দুই দানব যখন কিছুই দেখিতে পাইল না, তখন তাহারা তীব্র বেগে সেখানে গমন করিল, যে স্থানে বেদ নিক্ষেপ করিয়া আসিয়াছিল কিন্তু তাহারা আসিয়া সেখানে শূন্য দেখিল। ৫১-৫২

তখন সেই বলবান্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুই দানব পুনরায় উত্তম বেগ অবলম্বন করত রসাতল হইতে শীঘ্র উপরে উঠিয়া আসিল এবং তাহারা তখন জগতের আদিকর্তা ভগবান্ পুরুষোত্তমকে দেখিতে পাইল তিনি চন্দ্রতুল্য বিশুদ্ধ উজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত ও শ্বেতবর্ণের ছিলেন এই সময় ভগবান্ অনিরুদ্ধ বিগ্রহে অবস্থিত ছিলেন। অধিক পরাক্রমশালী ভগবান্ তখন যোগনিদ্রা অবলম্বন করত শয়ন করিয়া ছিলেন। ৫৩-৫৪

জলের উপরে শেষনাগের শরীরের দ্বারা শয্যা নির্মিত ছিল। এই শয্যা ভগবানের দেহের সমান দীর্ঘ ছিল এবং আস্তিশিখায় পরিবৃত বলিয়া মনে হইতেছিল। উহার উপরে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণসম্পন্ন মনোহর কান্তিবিশিষ্ট ভগবান্ শয়ন করিয়া ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই সেই দুই দানবরাজ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। ৫৫-৫৬

রজোগুণ ও তমোগুণে আবিষ্ট সেই দুই মহাসুর পরস্পর বলিতে লাগিল—এই যে শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট পুরুষ নিদ্রিত হইয়া

অনেন নূনং বেদানাং কৃতমাহরণং রসাৎ
কস্যৈষ কো নু খল্বেষ কিঞ্চ স্বপিতি ভোগবান্। ৬৭
ইত্যুচ্চারিতবাক্যৌ তৌ বোধয়ামাসতুর্হরিম্।
বুদ্ধ্যধিনৌ হি বিজ্ঞায় বিবুদ্ধঃ পুরুষোত্তমঃ। ৬৮
নিরীক্ষ্য চাসুরেন্দ্রৌ তৌ ততো যুদ্ধে মনো দধে
অথ যুদ্ধং সমভবৎ তয়োর্নারায়ণস্য চ বৈ॥ ৬৯
রজস্তমোবিষ্টতনূ তাবুভৌ মধু-কৈটভৌ।
ব্রাহ্মণোপচিতিং কুর্বন্ ভগবান্ মধুসূদনঃ॥ ৭০
ততস্তয়োর্বধেনাশু বেদাপহরণেন চ।
শোকাপনয়নং চক্রে ব্রহ্মণঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ৭১
ততঃ পরিবৃতো ব্রহ্মা হরিণা বেদসংকৃতঃ।
নির্মমে স তদা লোকান্ বৃৎস্নান্ স্থাবর-জঙ্গমান্॥ ৭২
দত্ত্বা পিতামহায়াগ্র্যাং ধৃতিং লোকবিসর্গিকীম্
তত্রৈবান্তর্দধে দেবো যত এবাগতো হরিঃ। ৭৩

তৌ দানবৌ হরির্হত্বা কৃত্বা যজ্ঞশিরস্তনুম্।
পুনঃ প্রবৃত্তিধর্মার্থং তাভ্যাং বিদধে তনুম্। ৭৪
এষদেব মহাভাগো বভূবাশ্বশিরা হরিঃ।
পৌরাণমেতৎ তাখ্যাতং রূপং বরদমৈশ্বরম্। ৭৫
যো হ্যেতদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যং শৃণুয়াদ্ ধারয়ীত বা
ন তস্যাধ্যয়নং নাশমুপগচ্ছেৎ কদাচন। ৭৬
আরাধ্য তপসোগ্রেণ দেবং যজ্ঞশিরোধরম্।
পঞ্চালেন ক্রমঃ প্রাপ্তো দেবেন পথি দেশিতে। ৭৭
এতদ্ধয়শিরো রাজন্নাখ্যানং তব কীর্তিতম্।
পুরাণং বেদসমিতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি। ৭৮
যাং যামিচ্ছেৎ তনুং দেবঃ কর্তুং কার্যবিধৌ ক্বচিৎ।
তাং তাং কুর্যাদ্ বিভুর্বাপঃ স্বয়মাত্মানমাত্মনা। ৭৯
এষ বেদনিধিঃ শ্রীমানেষ বৈ তপসো নিধিঃ।
এষ যোগশ্চ সাংখ্যশ্চ ব্রহ্ম চাগ্র্যং হবির্বিভুঃ। ৮০

শয়ন করিয়া আছে, নিশ্চয়ই সে চলাতল হইতে বেদ অপহরণ করিয়া আনিয়াছে। এ কাহার পুত্র? কে? এবং কেন এই সর্পের দেহরূপ শয্যায় শুইয়া আছে? ৬৬-৬৭

এইভাবে কথাবার্তা বলিতে বলিতে সেই দুই দানব ভগবান্ শ্রীহরিকে জাগাইল। তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য উৎসুক দেখিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম জাগিয়া উঠিলেন। তাহার পর সেই দুই অসুরশ্রেষ্ঠকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি মনে মনেই তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মনস্থির করিলেন।৬৮-৬৯

তদনন্তর সেই দুই অসুর ও ভগবান্ নারায়ণের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভগবান্ মধুসূদন ব্রহ্মার সম্মান রাখিবার জন্য তমোগুণ ও রজোগুণে আবিষ্ট দেহ সেই দুই দৈত্য—মধু এবং কৈটভকে বিনাশ করিলেন। ৬৯-৭০

এইভাবে বেদসমূহকে ফিরাইয়া আনিয়া ও মধু-কৈটভকে বধ করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম ব্রহ্মার শোক অপনোদন করিলেন। ৭১

তাহার পর বেদের দ্বারা সম্মানিত ও ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া ব্রহ্মা সমস্ত চরাচর জগতের সৃষ্টি করিলেন। ৭২

ব্রহ্মাকে লোকসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি প্রদান করত ভগবান্ নারায়ণদেব সেখানে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। তখন তিনি যেখান হইতে আসিয়াছিলেন, সেখানে গমন করিলেন। ৭৩

শ্রীহরি এইভাবে হয়গ্রীব রূপ ধারণ করিয়া সেই দুই দানবকে বধ করিয়াছিলেন। তিনি পুনরায় প্রবৃত্তি-ধর্ম প্রচার করিবার জন্যই এই দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। ৭৪

এইভাবে মহাভাগ শ্রীহরি হয়গ্রীবরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ভগবানের এই বরদায়ক রূপ পুরাতন এবং পুরাণপ্রসিদ্ধ। ৭৫

যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন এই অবতারের কথা শ্রবণ করেন বা পঠন করেন, তাঁহার অধ্যয়ন কখনও নষ্ট (নিষ্ফল) হয় না। ৭৬

মহাদেব কর্তৃক কথিত পথে গমন করিয়া উগ্র তপস্যার দ্বারা ভগবান্ হয়গ্রীবের আরাধনা করত পাঞ্চাল-দেশজাত গালবমুনি বেদসমূহের ক্রমবিন্যাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৭৭

রাজন্! তুমি আমাকে যাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই হয়গ্রীবাবতারের বেদানুমোদিত প্রাচীন কথা আমি তোমাকে বলিলাম। ৭৮

পরমাত্মা কার্যোদ্ধারের জন্য যে যে দেহ ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, কার্য করিবার সময় তিনি স্বয়ংই উহা ধারণ করিয়া থাকেন। ৭৯

এই শ্রীমান্ হরি বেদ ও তপস্যার নিধি (আকর)। ইনিই যোগ ও সাংখ্য অর্থাৎ যোগ ও সাংখ্যদর্শন, ব্রহ্ম, শ্রেষ্ঠ হবিস এবং বিভু। ৮০

বেদের পর্যবসান ভগবান্ নারায়ণেই স্থিত অর্থাৎ নারায়ণই

নারায়ণপরা বেদা যজ্ঞা নারায়ণাত্মকাঃ।
তপো নারায়ণপরং নারায়ণপরা গতিঃ ॥ ৮১
নারায়ণপরঃ সত্যমৃতং নারায়ণাত্মকম্
নারায়ণপরো ধর্মঃ পুনরাবৃত্তিদুর্লভঃ ॥ ৮২
প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চৈব ধর্মো নারায়ণাত্মকঃ।
নারায়ণাত্মকো গন্ধো ভূমৌ শ্রেষ্ঠতমঃ স্মৃতঃ ॥ ৮৩
অপাং চাপি গুণো রাজন্ রসো নারায়ণাত্মকঃ।
জ্যোতিষাঞ্চ পরং রূপং স্মৃতং নারায়ণাত্মকম্ ॥ ৮৪
নারায়ণাত্মকস্পর্শো বায়ুগুণঃ স্মৃতঃ।
নারায়ণাত্মকশ্চৈব শব্দ আকাশসম্ভবঃ ॥ ৮৫
মনশ্চাপি ভবো ভূতব্যক্তগুণলক্ষণম্।
নারায়ণপরঃ কালো জ্যোতিষাময়নঞ্চ যৎ ॥ ৮৬
নারায়ণপরা কীর্তিঃ শ্রীশ্চ লক্ষ্মীশ্চ দেবতাঃ।
নারায়ণপরং সাংখ্যং যোগো নারায়ণাত্মকঃ ॥ ৮৭
কারণং পুরুষো জ্ঞেয়ো প্রধানং চাপি কারণম্
স্বভাবশ্চৈব কর্মাণি দৈবং বেধাশ্চ কারণম্ ॥ ৮৮

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধা চ তথা চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ৮৯
পঞ্চকারণসাধ্যাতো নিষ্ঠা সর্বত্র বৈ হরিঃ।
তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানানাং হেতুভিঃ সর্বতোমুখৈঃ ॥ ৯০
তত্ত্বমেকো মহাযোগী হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ।
ব্রহ্মাণীনাং স লোকানামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥ ৯১
সাংখ্যানাং যোগিনাং চাপি যতীনামাত্মবেদিনাম্।
মনীষিতা বিজানাতি বেশবো ন তু তস্য তে ॥ ৯২
যে কেচিৎ সর্বলোকেষু দৈবং পিত্র্যঞ্চ কুর্বতে।
দানানি চ প্রযচ্ছন্তি তপ্যন্তে চ তপো মহৎ ॥ ৯৩
সর্বেষামাশ্রয়ো বিষ্ণুরীশ্বরং বিবিধাশ্রিতঃ।
সর্বভূতকৃতাবাসো বাসুদেবেতি চোচ্যতে ॥ ৯৪
অয়ং হি নিত্যঃ পরমো মহর্ষি-
র্যথাবিভূতির্গুণবর্জিতাত্মা।
গুণৈশ্চ সর্বোদয়মুপৈতি শীঘ্রং
কালো যথর্তাবৃতুসম্প্রযুক্তঃ ॥ ৯৫

বেদের আশ্রয়। যজ্ঞ নারায়ণেরই স্বরূপ। তপস্যার পরম ফল ভগবান্ নারায়ণই এবং নারায়ণই সকলের সর্বোত্তম গতি ॥৮১॥

সত্যের পরম লক্ষ্য নারায়ণই। ঋত (পরব্রহ্ম) নারায়ণেরই স্বরূপ। যাঁহার আচরণে পুনর্জন্ম লাভ হয় না, সেই নিবৃত্তিপ্রধান ধর্মেরও চরম লক্ষ্য ভগবান্ নারায়ণই ॥৮২॥

প্রবৃত্তি রূপ ধর্মও নারায়ণেরই স্বরূপ। ভূমির শ্রেষ্ঠতম গুণ গন্ধও নারায়ণময় ॥ ৮৩॥

রাজন্! জলের গুণ রসও নারায়ণেরই স্বরূপ উত্তম গুণ রূপও নারায়ণময় ॥ ৮৪॥

বায়ুর গুণ স্পর্শও নারায়ণ স্বরূপ এবং আকাশের গুণ শব্দও নারায়ণময়ই ॥ ৮৫॥

অব্যক্ত গুণ এবং লক্ষণযুক্ত মন নামক ভূত, কাল ও নক্ষত্রমণ্ডল—এ সব নারায়ণেরই আশ্রিত ॥ ৮৬॥

কীর্তি, শ্রী ও লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণও নারায়ণকেই নিজেদের পরম আশ্রয় বলিয়া মনে করেন। সাংখ্যশাস্ত্রের পরম তাৎপর্যও নারায়ণই এবং যোগও নারায়ণেরই স্বরূপ ॥৮৭॥

পুরুষ, প্রধান, স্বভাব, কর্ম ও দৈব—এই সব যে জগৎসমূহের কারণ, তাহাও নারায়ণ-স্বরূপই ॥ ৮৮॥

অধিষ্ঠান, কর্তা, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের করণ, নানা প্রকারের পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা এবং পঞ্চম দৈব—এই পাঁচ কারণরূপে সর্বত্র শ্রীহরিই বিরাজমান ॥ ৮৯॥

যে ব্যক্তি সর্বব্যাপক হেতুসমূহের দ্বারা তত্ত্ব জানিবার বাসনা করেন, তাঁহার পক্ষে মহাযোগী ভগবান্ নারায়ণ হরিই একমাত্র জ্ঞাতব্য তত্ত্ব ॥৯০॥

ভগবান্ কেশব ব্রহ্মাদি দেবগণ, লোকসকল, মহাত্মা ঋষিবৃন্দ, সাংখ্যবিদ্‌গণ, যোগী এবং আত্মজ্ঞানী যতিদিগের মনের কথাও জানেন; কিন্তু তাঁহার মনে কি আছে? ইঁহাদের মধ্যে কেহই তাহা জানিতে সমর্থ হন না ॥ ৯১-৯২॥

সমস্ত বিশেষরূপে সব ব্যক্তিগণ দেবতাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞ এবং পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করেন, দান করেন এবং অতিশয় কঠোর তপস্যা করেন, সেই সবের আশ্রয় ভগবান্ বিষ্ণুই। তিনি স্বীয় ঐশ্বর্যযোগে স্থিত আছেন। সমস্ত প্রাণিগণের আবাসস্থান বলিয়া তিনি 'বাসুদেব' নামে কথিত হন ॥ ৯৩-৯৪॥

যদিও এই পরম ঋষি নারায়ণ নিত্য মহাঐশ্বর্যশালী ও গুণ-রহিত, তথাপি যেরূপ শুদ্ধসত্ত্ব কাল ঋতুর গুণে যুক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও সময়ে সময়ে গুণসমূহ স্বীকার করিয়া তাহাদের দ্বারা সংযুক্ত হন ॥ ৯৫॥

নৈষাস্য বিদ্যন্তি গতিং মহাত্মনো
ন চাপ্যন্যা কশ্চিদিহানুপশ্যতি
জ্ঞানাত্মকাঃ সন্তি হি যে মহর্ষয়ঃ
পশ্যন্তি নিত্যং পুরুষং গুণাধিকম্ ॥৯৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নারায়ণীয়ে
সপ্তচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪৭

সেই মহাত্মার গতি কেহই জানেন না। তাঁহার আগমনও এবিষয়ে কেহই জানিতে সমর্থ হন না। যাঁহারা জ্ঞানী মহর্ষি, তাঁহারাই নিত্য, গুণাধিক ও অনন্ত জ্ঞান বিভূষিত পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। ৯৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা শান্তিপর্বে মোক্ষধর্মপর্বগত নারায়ণের মহিমাবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাত্বতধর্মোপদেশপরম্পরায়া ভগবন্তং প্রতি ঐকান্তিকভাবস্য চ মহিমকথনম্]

জনমেজয় উবাচ।

অহো হ্যেকান্তিনঃ সর্বান্ প্রীণাতি ভগবান্ হরিঃ।
বিধিপ্রযুক্তাং পূজাঞ্চ গৃহ্ণাতি ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ১
যে তু দম্ভেন লোকে পুণ্যপাপবিবর্জিতাঃ
তেষাং ত্বয়াভিনির্দিষ্টা পারম্পর্যাগতা গতিঃ ॥ ২
চতুর্থ্যাং চৈব যে গত্যাং গচ্ছন্তি পুরুষোত্তমম্
একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্ ॥ ৩
নূনমেকান্তধর্মোঽয়ং শ্রেষ্ঠো নারায়ণপ্রিয়ঃ
অগত্বা গতয়স্তিস্রো যদ্ গচ্ছন্ত্যব্যয়ং হরিম্ ॥৪

সহোপনিষদান্ বেদান্ যে বিপ্রাঃ সম্যগাস্থিতাঃ।
পঠন্তি বিধিনাস্থায় যে চাপি হরিমিশ্রিতাঃ ॥ ৫
তেভ্যো বিশিষ্টাং জানামি গতিমেকান্তিনাং ফলম্।
কেনেয়ং ধর্মঃ কথিতো দেবেন ঋষিণাপি বা ॥ ৬
একান্তিনাঞ্চ কা চর্যা কদা চোৎপাদিতা দ্বিজৈঃ।
এতন্মে সংশয়ং ছিন্ধি পরং কৌতূহলং হি মে ॥৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সমুপোঢ়েষ্বনীকেষু কুরু-পাণ্ডবয়োর্মৃধে।
অর্জুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বয়ম্ ॥ ৮

অষ্টচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[সাত্বত ধর্মের উপদেশ পরম্পরা এবং ভগবানের প্রতি ঐকান্তিকভাবের মহিমা কথন।]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! ভগবান্ অনন্যভাবে ভজনাকারী সকল ভক্তদেরই অতিশয় ভালবাসেন এবং বিধি অনুসারে তাঁহাদের কৃত, পূজা তিনি স্বয়ংই গ্রহণ করেন, ইহা কিরূপ আনন্দের কথা। ১

সংসারে যাঁহাদের বাসনা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যাঁহারা পুণ্যপাপ রহিত হইয়াছেন, তাঁহাদের পরম্পরাগত যে গতি লাভ হয়, উহাও আপনি বর্ণনা করিয়াছেন। ২

যাঁহারা ভগবানের অনন্য ভক্ত, সেই সংপুরুষগণ অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন ও সঙ্কর্ষণের অপেক্ষা না করিয়া চতুর্থ গতিতে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম এবং তাঁহার পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩

নিশ্চয়ই এই অনন্যভাবে ভগবদ্ভজনরূপ ধর্মই শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীনারায়ণের পরম প্রিয়; কারণ, এই ধর্ম আশ্রয় করিলে পর ভক্ত উক্ত তিন গতি প্রাপ্ত না হইয়া সাক্ষাৎ চতুর্থ গতি-স্বরূপ অবিনাশী শ্রীহরিকে লাভ করেন। ৪

যে সব ব্রাহ্মণগণ উপনিষৎসহ সম্পূর্ণ বেদের সম্যক্ আশ্রয় গ্রহণ করত উহারই স্বাধ্যায় করেন এবং যাঁহারা সম্যাসধর্মপালনকারী, ইঁহাদের সকলের অপেক্ষা তাঁহাদের উত্তম গতি লাভ হয়, যাঁহারা ভগবানের অনন্য ভক্ত। ৫

ভগবন্! এই ভক্তিরূপ ধর্ম কোন্ দেবতা অথবা ঋষি উপদেশ করিয়াছেন? অনন্য ভক্তগণের জীবনচর্যা কি? এবং উহা কখন হইতে প্রচলিত হইয়াছে? আপনি আমার এই সংশয় নিবারণ করুন। এই বিষয় শুনিবার জন্য আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। ৬-৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! যে সময় কৌরব ও পাণ্ডবদের সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া রহিয়াছে এবং অর্জুন যুদ্ধ হইতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছেন, সেই সময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই উপদেশ করিয়াছেন। ৮

অন্যচ্চিন্ত পতিষ্যৈব পূর্বং যে কথিতা ময়া
গহনো হ্যেষ ধর্মো বৈ দুর্বিজ্ঞেয়োঽকৃতাত্মভিঃ। ৯
সম্মিতঃ সামবেদেন পুরৈবাদিযুগে কৃতঃ
ব্যাখ্যাতো ভগবানীশেন রাজন্ নারায়ণেন চ। ১০
এতদর্থং মহারাজ পৃষ্টঃ পার্শ্বেন নারদঃ
ঋষিভ্যো মহাভাগঃ পুরতো কৃষ্ণ-ভীষ্ময়োঃ। ১১
শুশ্রূষা চ মহাপ্রাজ্ঞ কথিতো নৃপসত্তম
যথা তৎ কথিতং তস্য নারদেন তথা শৃণু। ১২
যদাসীন্মানসং জন্ম নারায়ণমুখোদ্গতম্
ব্রহ্মণঃ পৃথিবীপাল তদা নারায়ণঃ স্বয়ম্। ১৩
তেন ধর্মেণ কৃতবান্ বৈবা পিত্র্যঞ্চ ভারত।
তেনেষ্ট্বা ভগবন্তঞ্চৈব তং ধর্মং প্রতিপেদিরে। ১৪
বৈখানসাঃ তেনেষ্ট্বা ধর্মং তং প্রতিপেদিরে
বৈখানসেভ্যঃ সোমস্তু ততঃ সোঽন্তর্দধে পুনঃ। ১৫

যদাসীচ্ছাক্ষুষ তস্য দ্বিতীয়ং ব্রহ্মণো নৃপ।
ব্রহ্মা পিতামহেনৈব সোমাদ্ ধর্মঃ পরিশ্রুতঃ। ১৬
নারায়ণাত্মকো রাজন্ রুদ্রায় প্রণতো চ তম্।
ততো যোগবিদো রুদ্রঃ পুরা কৃতযুগে নৃপ। ১৭
বালখিল্যানৃষীন্ সর্বান্ ধর্মমেতদপাঠয়ৎ।
অন্তর্দধে ততো ভূয়স্তস্য দেবস্য মায়য়া। ১৮
তৃতীয়ং ব্রহ্মণো জন্ম যদাসীদ্ বাচিকং মহৎ
তত্রৈব ধর্মঃ সম্ভূতঃ স্বয়ং নারায়ণাদ্ নৃপ। ১৯
সুপর্ণো নাম তমৃষিঃ প্রাপ্তবান্ পুরুষোত্তমাৎ।
তপসা চৈব সুতপ্তেন দমেন নিয়মেন চ। ২০
ত্রিঃ পরিক্রাম্যবানেতৎ সুপর্ণো ধর্মমুত্তমম্।
যস্মাৎ তস্মাদ্ ব্রতঃ ক্ষেত্রং ত্রিসৌপর্ণমিহোচ্যতে। ২১
ঋগ্বেদপাঠপঠিতং ব্রতমেতদ্ধি দুষ্করম্।
সুপর্ণাচ্ছাপাবিগতো ধর্ম এষ সনাতনঃ। ২২

আমি পূর্বে তোমাকে পতি ও অপতির স্বরূপ বলিয়াছি। এই ধর্ম গহন ও অকৃতাত্মা পুরুষগণের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়। ৯

রাজন্! এই ধর্ম সামবেদের সম্মত। প্রাচীনকালে সত্যযুগ হইতেই ইহা প্রচলিত হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ ভগবান্ নারায়ণই এই ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ১০

মহারাজ! পুরাকালে মুনিগণের মধ্যে মহাত্মা নারদকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মও ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ এই ধর্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও সর্ব্বধর্মজ্ঞ প্রধানপুরুষ ভীষ্ম সমক্ষে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ১১

নৃপশ্রেষ্ঠ! আমার গুরু ব্যাসদেব এবং আমিও এই বিষয় বলিয়াছিলাম; কিন্তু সেই সময় নারদ এই বিষয় যেভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন, উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১২

কুন্তীনন্দন! সৃষ্টির আদিতে যখন ভগবান্ নারায়ণের মুখ হইতে ব্রহ্মার মানসিক জন্ম হয়, সেই সময় সাক্ষাৎ নারায়ণ তাঁহাকে এই ধর্মের উপদেশ করিয়াছিলেন হে ভারত! নারায়ণ এই ধর্মের দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণকে পূজা করিয়াছিলেন। তারপর যে-সকল ঋষিগণ এই ধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৩-১৪

যে-সকলগণ হইতে বৈখানস মুনিরা এই ধর্ম লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে সোম এই ধর্ম গ্রহণ করেন। তারপর এই ধর্ম পুনরায় লুপ্ত হইয়া যায়। ১৫

হে নৃপ! যখন ব্রহ্মার মনোজনিত দ্বিতীয় জন্ম হইয়াছিল, তখন তিনি সোমের নিকট হইতে এই নারায়ণস্বরূপ ধর্ম শ্রবণ করিয়াছিলেন। রাজন্! ব্রহ্মা রুদ্রকে এই ধর্মের উপদেশ করেন। ১৬½

নৃপ! তাহার পর যোগনিষ্ঠ রুদ্র পুরাকালে সত্যযুগে সমস্ত বালখিল্য মুনিগণকে এই ধর্ম বিজ্ঞাপিত করেন অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণুর মায়ায় এই ধর্ম পুনরায় লুপ্ত হইয়া যায়। ১৭-১৮

রাজন্! যখন ভগবানের বাণী হইতে ব্রহ্মার তৃতীয় বাচনিক জন্ম হয়; তখন পুনরায় সাক্ষাৎ নারায়ণ হইতেই এই ধর্ম উদ্ভূত হইয়াছিলেন। ১৯

সুপর্ণ নামক ঋষি ইন্দ্রিয়সংযম ও মনোনিগ্রহপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম হইতে এই ধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২০

সুপর্ণ প্রতিদিন এই উত্তম ধর্ম তিনবার করিয়া আবৃত্তি করিতেন, সেইজন্য এই ব্রত বা ধর্ম 'ত্রিসৌপর্ণ' নামে কথিত হন। ২১

এই দুষ্কর ধর্ম ঋগ্বেদের পাঠে স্পষ্টরূপে পঠিত হইয়াছেন। নরশ্রেষ্ঠ! সুপর্ণ হইতে সেই সনাতন ধর্ম এ জগতের প্রাণস্বরূপ বায়ু লাভ করিয়াছিলেন। ২২½

বায়ুনা দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠ কথিতো ভগবান্মুনা
বায়োঃ সকাশাৎ প্রাপ্তশ্চ ঋষিভির্বিষ্ণুসংজ্ঞিতঃ ॥ ১৩
ততো মন্বাদিভিশ্চৈব প্রাপ্তবান্ ধর্মমুত্তমম্ ।
অন্তর্দধে ততো ভূত্বা নারায়ণসমাহিতঃ ॥ ১৪
যদা ভূয়ঃ প্রবৃত্তা সৃষ্টিরাসীন্মহাত্মনঃ ।
ব্রহ্মণঃ পুরুষব্যাঘ্র তচ্ছৃণুষ্ব কীর্তয়তঃ শৃণু ॥ ১৫
জগৎস্রষ্টৃমনা দেবো হরির্নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।
চিন্তয়ামাস পুরুষং জগৎসর্গকরং প্রভুম্ ॥ ১৬
অথ চিন্তয়তস্তস্য কর্ণাভ্যাং পুরুষঃ স্মৃতঃ
প্রজাসর্গকরো ব্রহ্মা তমুবাচ জগৎপতিঃ । ১৭
সৃজ প্রজাঃ পুত্র সর্বা মুখতঃ পাদতস্তথা
ক্ষোরতস্তব বিধাস্যামি বলং তেজশ্চ সুব্রত ॥ ১৮
ধর্মঞ্চ মত্তো গৃহ্ণীষ সাত্বতং নাম নামতঃ ।
তেন সৃষ্টং কৃতযুগং স্থাপয়স্ব যথাবিধি ॥ ১৯
ততো ব্রহ্মা নমস্কৃত্য দেবায় হরিমেধসে ।

ধর্মং চাগ্র্যং স জগ্রাহ সরহস্যং সসংগ্রহম্ ॥ ৩০
আরণ্যকেন সহিতং নারায়ণমুখোদ্ভবম্
উপদিষ্ট্য ততো ধর্মং ব্রাহ্মণেষ্বিদমব্রবীৎ ॥ ৩১
ত্বং কর্তা যুগধর্মাণাং নিত্যাদ্যৈঃ কর্মসংজ্ঞিতম্ ।
জগাম তমসঃ পারং ব্রহ্মাব্যক্তং ব্যবস্থিতম্ ॥ ৩২
ততোঽথ নারদো দেবো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
অসৃজৎ স ততো লোকান্ বৃংহয়ান্ স্থাবরজঙ্গমান্ ॥ ৩৩
ততঃ প্রাবর্তত তদা আদৌ কৃতযুগং শুভম্ ।
ততো হি সাত্বতো ধর্মো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ ॥ ৩৪
তেনৈবাদ্যেন ধর্মেণ ব্রহ্মা লোকবিসর্গকৃৎ ।
পূজয়ামাস দেবেশং হরিং নারায়ণং প্রভুম্ । ৩৫
ধর্মপ্রতিষ্ঠাহেতোশ্চ মনুং স্বারোচিষং ততঃ ।
অধ্যাপয়ামাস তদা লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৩৬
ততঃ স্বরোচিষঃ পুত্রো বয়ং শঙ্খপদা নৃপ ।
অধ্যাপয়ৎ পুত্রব্যাঘ্রঃ সর্বলোকপতিঃ প্রভুঃ ॥ ৩৭

বায়ু হইতে দ্বিপশ্রেষ্ঠ (ব্রহ্মপ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ) ঋষিগণ এই ধর্মের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে মন্বাদি এই উত্তম ধর্ম প্রাপ্ত হন। তাহার পর এই ধর্ম পুনরায় সৃষ্ট হইয়া ভগবান্ নারায়ণে বিলীন হইয়া যান। ১৩-১৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যখন পুনরায় ভগবানের মন হইতে মহাত্মা ব্রহ্মার চতুর্থ জন্ম হয়, তখন যেভাবে এই ধর্মের আবির্ভাব হইয়াছিল, উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৫

সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ শ্রীহরি জগতের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় এরূপ এক পুরুষের চিন্তা করিলেন, যিনি সংসারের সৃষ্টি করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। ১৬

শুনা যায়, চিন্তা করিবার সময় ভগবানের কর্ণদ্বয় হইতে এক পুরুষের আবির্ভাব হয়। ইনিই প্রজাসৃষ্টিকারী ব্রহ্মা। জগদীশ্বর নারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন,—পুত্র! তুমি নিজের মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া পদ পর্যন্ত অবয়বসমূহ হইতে সমস্ত প্রজাগণকে সৃষ্টি কর। ১৭½

উত্তম ব্রতপালনকারী পুত্র! আমি তোমার কল্যাণ করিব এবং তোমার অন্তরে তেজ ও বলের বৃদ্ধি করিয়া যাইব। তুমি আমার নিকট হইতে এই সাত্বত-নামক ধর্ম গ্রহণ কর এবং তাহার দ্বারা যিনি পূর্বকল্পে সত্যযুগের সৃষ্টি করত উহাতে স্থাপনা করেন। ১৮-১৯

তদনন্তর ব্রহ্মা ভগবান্ শ্রীহরিকে নমস্কার করিলেন এবং নারায়ণের মুখ হইতে উৎপন্ন আরণ্যক (উপনিষদ্), রহস্য (যজ্ঞ) ও সংগ্রহ (বিধি) সহ সেই শ্রেষ্ঠ ধর্মের উপদেশ গ্রহণ করিলেন ১০-১½

অধিষ্ঠাতৃদেবী ব্রহ্মাকে এই ধর্মের উপদেশ করিয়া সেই সময় ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন – তুমি নিত্যাদিভাবে সমস্ত কর্ম করিতে করিতে যুগধর্মসকলের প্রবর্তক হও। ৩১½

এই আদেশ দিয়া তিনি অজ্ঞানান্ধকারের পরে বিদ্যাজ্ঞানে নিজের অব্যক্ত পরম ধামে গমন করিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মারূপ দেবতা লোকপিতামহ ব্রহ্মা সম্পূর্ণ চরাচর লোকসমূহের সৃষ্টি করিলেন। ৩২-৩৩

তাহার পর সৃষ্টির আরম্ভে কল্যাণকারী সত্যযুগ প্রবর্তিত হয় এবং সেই সময় হইতেই সাত্বত ধর্ম সমস্ত সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া যান। ৩৪

লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা সেই আদিদেবের দ্বারা দেবেশ্বর ভগবান্ নারায়ণ হরির আরাধনা করিয়াছিলেন। ৩৫

তদনন্তর এই ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত লোকসকলের হিত কামনা করিয়া তিনি সেই সময় স্বারোচিষ মনুকে এই ধর্ম উপদেশ করিয়াছিলেন। ৩৬

হে নৃপ! সেই সময় স্বারোচিষমনুই সমস্ত লোকের অধিপতি ও প্রভু ছিলেন। তিনি সাত্বতভাবে পূর্বে নিজের পুত্র শঙ্খপদকে স্বয়ং এই ধর্মের জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। ৩৭

ততঃ পঞ্চশিখস্তানি পুত্রদায়ন্তমৌরসম্
দিব্যং পাদং সুবর্ণাক্ষমধ্যাপয়ত ভারত। ৩৮
সোঽন্তর্দধে ততো কৃষ্ণঃ প্রাপ্তে ত্রেতাযুগে পুনঃ
নাসিক্যো জজ্ঞিরে পুত্রা ব্রাহ্মণঃ পার্থিবোত্তম
ধর্মবেত্তা বরঃ দেবো হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ। ৩৯
তস্মান্নারায়ণবিদ্বাংসো ব্রহ্মণঃ পদ্মজন্মনঃ
সনৎকুমারো ভগবাংস্ততঃ প্রাধীতবাংস্ত নৃপ ৪০
সনৎকুমারাদপি চ বীরণো বৈ প্রজাপতিঃ
কৃতাদৌ কৃতবান্ধর্মমেতদধীতবান্। ৪১
বীরণশ্চাপ্যধীতৈনং ত্রৈতায়ায় মনবে দদৌ।
ত্রৈতাঃ পুত্রায় তুষ্টায় সুব্রতায় সুমেধসে। ৪২
বৃষ্ণিনাম্নে স চ প্রদদৌ দিব্যং পাদায় ধর্মিণে
ততোঽপাস্তর্দধে তূষ্ণীং নারায়ণমুখোদ্ভবঃ। ৪৩
অতস্তে জজ্ঞিরে পুনর্ব্রহ্মণে হরিযোনয়ে

এষ ধর্মঃ সমুদ্ভূতো নারায়ণমুখাৎ পুনঃ। ৪৪
গৃহীতো ব্রহ্মণা রাজন্ প্রভূতশ্চ যথাবিধি
অধ্যাপিতাশ্চ মুনয়ো নানা বহ্বিধয়ো নৃপ। ৪৫
বহ্বিদ্ধাশ্চ সম্প্রাপ্তঃ সামবেদমাস্থগঃ দ্বিজম্
জ্যেষ্ঠঃ নামাভিবিখ্যাতঃ জ্যেষ্ঠসাম্নব্রতো হরিঃ। ৪৬
জ্যেষ্ঠাচ্ছাপাদুসংক্রান্তো রাজানমবিকম্পনম্।
অকর্দয়ত তাতো ব্রাহ্মণেন ধর্মঃ প্রভো ময়েঃ। ৪৭
বসিষ্ঠঃ সপুত্রঃ তস্য পরুষং ব্রহ্মণো নৃপ
তস্যৈষ ধর্মঃ সুমহান্ স্বয়ং নারায়ণেন হ। ৪৮
বিশ্বামিত্রায় শুক্লায় যুগাদৌ লোকপালিনে।
বিশ্বামিত্রশ্চ তচ্ছায় ধর্মমেতং পুরা দদৌ। ৪৯
ততো জ্যেষ্ঠে তু সৌহিত্রে প্রাদাদ্ দক্ষে নৃপোত্তম।
আদিত্যো সবিতুর্জ্যেষ্ঠে বিবস্বান্ ভগবান্ ততঃ। ৫০
ত্রেতাযুগাদৌ চ ততো বিবস্বান্ মনবে দদৌ
মনুশ্চ লোকভর্তার্থং সুতায়েক্ষ্বাকবে দদৌ। ৫১

ভারত! তারপর শঙ্খপাদও নিজের ঔরস পুত্র দিব্যপাদ সুবর্ণাক্ষকে এই ধর্ম অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। ইহার পর ত্রেতা-যুগ আসিলে এই ধর্ম পুনরায় সৃষ্ট হইয়া যায়। ৩৮

যুধিষ্ঠির! তদনন্তর পুরাকালে ব্রহ্মার নাসিকা দ্বারা যখন পুত্রগণ জন্ম হয়, তখন স্বয়ং কমললোচন ভগবান্ নারায়ণ হরি ব্রহ্মার নিকটে এই ধর্ম উপদেশ করিয়াছিলেন। ৩৯।

হে নৃপ! তাহার পর ভগবান্ সনৎকুমার তাঁহার নিকট হইতে এই শাশ্বত ধর্মের উপদেশ গ্রহণ করেন। কুরুশ্রেষ্ঠ! সনৎকুমার হইতে বীরণ প্রজাপতি সত্যযুগের আদিতে এই ধর্মের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৪০-৪১

বীরণ এই ধর্ম অধ্যয়ন করিয়া ত্রৈতাযুগিনিকে প্রদান করিয়া-ছিলেন। ত্রৈতা উত্তম ব্রতপালনকারী, জ্যেষ্ঠ বৃষ্ণিবংশ, ধর্মাত্মা ও গুরু আচার্যগণের নিকট পুত্র দিব্যপাদ বৃষ্ণিকে প্রদান করেন। তদনন্তর নারায়ণের মুখ-নির্গত এই শাশ্বতধর্ম পুনরায় সৃষ্ট হইয়া যায়। ৪২-৪৩

ইহার পর যখন ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রহ্মার পুত্র জন্ম হয়, তখন ভগবান্ হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মার জন্ম পুনরায় ভগবান্ নারায়ণের মুখ হইতে এই ধর্ম উদ্ভূত হয়। ৪৪

রাজন্! ব্রহ্মা এই ধর্ম গ্রহণ করিলেন এবং বিধি অনুসারে ইহার প্রচার করিলেন। নৃপ! তারপর তিনি বহ্বিধ্বজাত মুনিদিগকে ইহার অধ্যয়ন করান। ৪৫

বহ্বিধ্বজ নামক মুনিগণ হইতে এই ধর্মের উপদেশ জ্যেষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ এক ব্রাহ্মণ লাভ করিয়াছিলেন। ইনি সামবেদের পারদর্শী বিদ্বান্ ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠসাম্নের উপাসনায় ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি জ্যেষ্ঠসাম্নব্রতী হরি নামে কথিত হন। ৪৬

রাজন্! জ্যেষ্ঠ হইতে রাজা অবিকম্পন এই ধর্মোপদেশ প্রাপ্ত হন। প্রভো! তদনন্তর এই ভাগবত ধর্ম পুনরায় সৃষ্ট হইয়া যায়। ৪৭

হে নৃপ! এই যে ভগবানের নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার সম্ভব জন্ম হইয়াছে, ইহাতে স্বয়ং নারায়ণই কারণ আশ্রয়ে ভগবান্ ভগবান্ ব্রহ্মাকে এই ধর্মের উপদেশ করেন। তারপর ব্রহ্মা সর্ব-প্রথমে প্রজাপতি দক্ষকে এই ধর্মের শিক্ষা দিয়াছিলেন॥ ৪৮-৪৯

নৃপোত্তম! ইহার পর দক্ষ নিজের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র—আদিত্যকে এই ধর্মের উপদেশ করিয়াছিলেন। সেই আদিত্য সবিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে বিবস্বান্ (সূর্য) এই ধর্মের উপদেশ গ্রহণ করেন॥ ৫০

তারপর ত্রেতাযুগের আরম্ভে সূর্য মনুকে এবং মনু সম্পূর্ণ জগতের কল্যাণের জন্য নিজের পুত্র ইক্ষ্বাকুকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন॥ ৫১

ঈক্ষাকৃণা চ কথিতো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ।
গদিতুস্তি ক্রমান্তে চ পুনর্নারায়ণং নৃপ ॥ ৫১
যতীনাং চাপি যো ধর্মঃ স তে পূর্বং নৃপোত্তম
কথিতো হরিগীতাসু সমাসবিধিকল্পিতঃ ॥ ৫০
নারদেন সুসম্প্রাপ্তঃ সরহস্যঃ সসংগ্রহঃ।
এষ ধর্মো ভগবতঃ সাক্ষান্নারায়ণাদ্‌ নৃপ ॥ ৫৪
এবমেষ মহান্ ধর্ম আদ্যো রাজন্ সনাতনঃ।
দুর্বিজ্ঞেয়ো দুষ্করশ্চ সাত্বতৈর্ধার্যতে সদা ॥ ৫৫
ধর্মজ্ঞানেন চৈতেন সুপ্রযুক্তেন কর্মণা।
অহিংসাধর্মযুক্তেন প্রীয়তে হরিরীশ্বরঃ ॥ ৫৬
একব্যূহবিভাগো বা কচিদ্ ত্রিব্যূহসংজ্ঞিতঃ।
ত্রিব্যূহস্যাপি সংখ্যাতশ্চতুর্ব্যূহশ্চ দৃশ্যতে ॥ ৫৭
হরিরেব হি ক্ষেত্রজ্ঞো নির্মমো নিষ্কলস্তথা
জীবশ্চ সর্বভূতেষু পঞ্চভূতগুণাত্মিগঃ ॥ ৫৮
মনশ্চ প্রথিতং রাজন্ পঞ্চেন্দ্রিয়সমীরণম্।

ঈক্ষাকৃণা উপদেশে এই সাত্বত ধর্ম সম্পূর্ণ জগতে প্রচার ও প্রসার লাভ করে। হে নৃপ! কল্পান্তে এই ধর্ম পুনরায় ভগবান্ নারায়ণেই চলিয়া যাইবে ॥ ৫১

নৃপোত্তম! যতিগণের যে ধর্ম, উহা আমি পূর্বেই তোমাকে হরিগীতার সংক্ষেপ পদ্ধতিতে বলিয়াছি ॥ ৫০

মহারাজ! নারদ রহস্য (মন্ত্র) ও সংগ্রহ (বিধি)সহ এই ধর্ম সাক্ষাৎ ভগবীশ্বর নারায়ণের নিকট হইতে সম্যগ্‌ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫৪

রাজন্! এইভাবে এই আদি ও মহান্ ধর্ম সনাতন-কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহা অসতের পক্ষে দুর্জ্ঞেয় ও দুষ্কর, কিন্তু ভগবদ্‌ভক্তগণ ইহাকে সর্বদা ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৫৫

এই ধর্মের জ্ঞান লাভ করিলেও অহিংসাভাবযুক্ত এই সাত্বত-ধর্মকে ক্রিয়ারূপে আচরণ করিলে পর ভগবীশ্বর শ্রীহরি প্রসন্ন হন ॥ ৫৬

ভগবানের ভক্তগণ কখনও কেবল এক ব্যূহ—ভগবান্ বাসুদেব, কখনও দুই ব্যূহ—বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ, কখনও ত্রিব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্ন এবং কখনও চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই বিভাগানুসারে উপাসনাপদ্ধতি প্রত্যক্ষ করেন ॥ ৫৭

ভগবান্ শ্রীহরিই ক্ষেত্রজ্ঞ, মমতাহীন ও নিষ্কল (অংশ—পূর্ণ)। ইনিই সর্ব ভূতগণের মধ্যে পাঞ্চভৌতিক গুণসমূহের অতীত জীবাত্মারূপে বিরাজমান আছেন ॥ ৫৮

এষ লোকবিধির্যামানেষ লোকবিসর্গকৃৎ ॥ ৫৯
অকর্তা চৈব কর্তা চ কার্যং কারণমেব চ
যথেচ্ছতি তথা রাজন্ ক্রীড়তে পুরুষোঽব্যয়ঃ ॥ ৬০
এষ একান্তধর্মাত্মে কীর্তিতো নৃপসত্তম
যথা গুরুপ্রসাদেন দুর্বিজ্ঞেয়োঽকৃতাত্মভিঃ ॥ ৬১
একান্তিনো হি পুরুষা দুর্লভা বহবো নৃপ
যদ্যেকান্তিভিরাকীর্ণং জগৎ স্যাৎ কুরুনন্দন ॥ ৬২
অহিংসৈকান্তধর্মিষ্ঠৈঃ সর্বভূতহিতে রতৈঃ।
ভবেৎ কৃতযুগপ্রাপ্তিরাশীঃকর্মবিবর্জিতা ॥ ৬৩
এবং স ভগবান্ ব্যাসো গুরুর্মম বিশাম্পতে।
কথয়ামাস ধর্মজ্ঞো ধর্মরাজে দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৬৪
সভায়াং সন্নিধৌ রাজন্ শ্বশুরো: কৃষ্ণ-ভীষ্ময়োঃ
তস্মাদপ্যেকপুরুষং পূর্বং নারদ: সুমহাতপাঃ ॥ ৬৫
দেবং পরমকং ব্রহ্ম শ্বেতং চন্দ্রাংশুচারুণম্
যত্র চৈকান্তিনো যান্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ৬৬

রাজন্! পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রেরক যে বিখ্যাত মন, তাহাও শ্রীহরিই। এই বুদ্ধিমান্ শ্রীহরিই সমস্ত জগতের প্রেরক ও স্রষ্টা ॥ ৫৯

হে রাজন্! এই অবিনাশী পুরুষ নারায়ণই অকর্তা, কর্তা, কার্য ও কারণ। তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, সেইভাবেই ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৬০

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই আমি গুরুকৃপায় জ্ঞাত হইয়া অনন্য ভক্তিযুক্ত ধর্ম তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। যাহাদের অন্তঃকরণ পবিত্র নয়, তাহাদের পক্ষে এই ধর্মের জ্ঞান লাভ করা অত্যন্ত কঠিন ॥ ৬১

হে নৃপ! ভগবানের অনন্য ভক্ত দুর্লভ কারণ, এরূপ পুরুষ বহু হয় না। যদি সকল ভূতের হিতকারী, আত্মজ্ঞানী, অহিংসক ও অনন্য ভক্তগণের দ্বারা জগৎ পূর্ণ হইয়া যায়, তবে তা' সত্যযুগই আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং কোনও সকাম কর্মের অনুষ্ঠান হইবে না ॥ ৬২-৬৩

প্রভানাথ! এইভাবে আমার ধর্মজ্ঞ গুরু দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মের সন্নিধানে ঋষি-মুনিগণের সভায় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই ধর্মের উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৬৪

রাজন্! ইহা হইতেও প্রাচীনকালে মহাতপস্বী নারদ এই ধর্মের প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। নারায়ণের আরাধনায় নিরত অনন্য ভক্তগণ চন্দ্রতুল্য গৌরবর্ণ সেই পরমব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ শ্বেতদ্বীপকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৬৫-৬৬

জনমেজয় উবাচ

এবং বহুবিধা ধর্মাঃ প্রতিবুদ্ধৈর্নিষেবিতাঃ।
ন কুর্বন্তি কথং বিপ্রা অন্তে নানাত্বদর্শিনঃ ॥ ৬৭

বৈশম্পায়ন উবাচ

ত্রিধা প্রকৃতয়ো রাজন্ দেহবন্ধেষু নির্মিতাঃ
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চৈব ভারত ॥ ৬৮

দেহবন্ধেষু পুরুষঃ শ্রেষ্ঠঃ কুরুকুলোদ্বহ
সাত্ত্বিকঃ পুরুষব্যাঘ্র তত্রৈবোক্তো নিশ্চিতঃ ॥ ৬৯

অত্রাপি স বিজানাতি পুরুষঃ প্রকৃতিত্বয়ম্।
নারায়ণপরো মোক্ষস্তত্ত্বো বৈ সাত্ত্বিকঃ স্মৃতঃ ॥ ৭০

মনীষিণশ্চ প্রাহুস্তি চিন্তয়ন্ পুরুষোত্তমম্।
একান্তভক্তিঃ সততং নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ৭১

মনীষিণো হি যে কেচিদ্ ঋষয়ো মোক্ষদর্শিনঃ।
তেষাং বিচিন্বতাং যোগক্ষেমবহো হরিঃ ॥ ৭২

জায়মানং হি পুরুষং যং পশ্যেন্মধুসূদনঃ।
সাত্ত্বিকস্তু স বিজ্ঞেয়ো ভবেন্মোক্ষে চ নিশ্চিতঃ ॥ ৭৩

সাংখ্যযোগেন তুল্যো হি ধর্ম একান্তসেবিতঃ
নারায়ণাত্মকে মোক্ষে তত্ত্বো যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৭৪

নারায়ণেন দৃষ্টস্তু প্রতিবুদ্ধো ভবেৎ পুমান্।
এবমাত্মেশ্বরো রাজন্ প্রতিবুদ্ধো ন জায়তে ॥ ৭৫

রাজসী তামসী চৈব যামিশ্রে প্রকৃতী স্মৃতে।
তমাত্মকং হি পুরুষং জায়মানং বিশাম্পতে ॥ ৭৬

প্রবৃত্তিলক্ষণৈর্যুক্তং নাবেক্ষতি হরিঃ স্বয়ম্।
পশ্যত্যেনং জায়মানং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৭৭

রজসা তমসা চৈব মানসং সমভিপ্লুতম্।
কামং দেবা ঋষয়শ্চ সত্ত্বস্থা নৃপসত্তম ॥ ৭৮

হীনাঃ সত্ত্বেন তত্ত্বেন তত্ত্বো বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ

জনমেজয় উবাচ

কথং বৈকারিকো গচ্ছেৎ পুরুষঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ৭৯

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে! এইভাবে জ্ঞানী পুরুষগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত যে এই বহু সনাতনমূলক ধর্ম, নানাপ্রকার ব্রত অবলম্বন করিয়া দ্বিজ উহাকে অন্ত ব্রাহ্মণগণ কেন আচরণ করেন না? ৬৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পরন্তপ! মহীতলের বন্ধনে আবদ্ধ জীবগণের পক্ষে ঈশ্বর তিনটি প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। ৬৮

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! পুরুষব্যাঘ্র! এই তিন প্রকৃতিবিশিষ্ট জীবগণের মধ্যে যিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত পুরুষ, তিনিই শ্রেষ্ঠ; কারণ, তিনিই মোক্ষের নিশ্চিত অধিকারী। ৬৯

এই অবস্থায় তিনি এই নিখিল ভালভাবে জানিতে পারেন যে, পরমপুরুষ নারায়ণই সর্বোত্তম বেদজ্ঞ এবং মোক্ষের পরম আশ্রয় ভগবান্ নারায়ণই; সেইজন্য এই মানুষ সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হন। ৭০

নারায়ণের আশ্রিত অনন্যভক্ত নিজের অন্তরীণ ভগবান্ পুরুষোত্তমকে সতত চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৭১

মোক্ষদর্শনকারী যে সব মনীষী ব্যক্তিগণ এবং তাঁহাদের তুল্য সর্বতোভাবে নাশ হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের যোগ (যাহা নাই, তাহার প্রদান) এবং ক্ষেমের (যাহা আছে, তাহার রক্ষার) ভার স্বয়ং হরিই বহন করিয়া থাকেন। ৭২

জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে পতিত যে পুরুষকে ভগবান্ মধুসূদন নিজের কৃপাদৃষ্টিতে অবলোকন করেন, তাঁহাকে সাত্ত্বিক পুরুষ বলিয়া জানিতে হইবে। তিনি মোক্ষের নিশ্চিত অধিকারী হইয়া যান। ৭৩

একান্ত ভক্তগণের দ্বারা সেবিত ধর্ম সাংখ্য ও যোগের তুল্য। সেই ধর্মের সেবনে (পালনে) মানুষ নারায়ণস্বরূপ মোক্ষেই পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৭৪

রাজন্! যাহার উপর ভগবান্ নারায়ণের কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়, সেই পুরুষই জ্ঞানী হইয়া যান। এইরূপ নিজের চেষ্টায় কেহ জ্ঞানী হইতে পারে না। ৭৫

প্রজানাথ! রাজসী ও তামসী—এই দুই প্রকৃতি দোষসমূহে বিজড়িত থাকে। যে পুরুষ রাজস ও তামস প্রকৃতিযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সেই পুরুষ প্রায়শঃ সকাম কর্মে প্রবৃত্তিরূপ লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব ভগবান্ শ্রীহরি স্বয়ং তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন না। ৭৬½

এরূপ পুরুষ যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার উপর লোকপিতামহ ব্রহ্মা কৃপাদৃষ্টি করেন (এবং তাহাকে প্রবৃত্তিমার্গে নিযুক্ত করেন)। তাহার মন রজোগুণ ও তমোগুণে আপ্লুত হইয়া যায়। ৭৭½

নৃপশ্রেষ্ঠ! দেবতা ও ঋষিগণ কামনাযুক্ত সত্ত্বগুণে স্থিত থাকেন। তাঁহাদের মধ্যেও শুদ্ধ সত্ত্বগুণের অল্পতা আছে, এই কারণে তাঁহারা 'বৈকারিক' বলিয়া অভিহিত হন। ৭৮½

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে! বৈকারিক পুরুষ ভগবান্ পুরুষোত্তমকে কিভাবে প্রাপ্ত হন? এ সমস্ত আপনি নিজের অনুভব অনুসারে আমাকে বলুন এবং তাঁহার প্রবৃত্তিও ক্রমশঃ বর্ণনা করুন। ৭৯½

যদ্ সর্বং যথাদৃষ্টং প্রবৃত্তিশ্চ যথাক্রমম্।
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ত্রয়ম্বক্ষং সত্ত্বসংযুক্তং সংযুক্তং ত্রিভিরক্ষরৈঃ ৮০
পুরুষঃ পুরুষং গচ্ছেদ্বিদ্বিরঃ পঞ্চবিংশকঃ।
এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ ॥ ৮১
পরস্পরাঙ্গান্যেতানি পাঞ্চরাত্রঞ্চ কথ্যতে
এষ একান্তিনাং ধর্মো নারায়ণপরাত্মকঃ ॥ ৮২
যথা সমুদ্রাৎ প্রসৃতা জলৌঘা-
স্তমেব রাজন্ পুনরাবিশন্তি।
ইমে তথা জ্ঞানমহাজলৌঘা
নারায়ণং বৈ পুনরাবিশন্তি ॥ ৮৩
এষ তে কথিতো ধর্মঃ সাত্বতঃ কুরুনন্দন

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সত্ত্বগুণযুক্ত এবং অকার, উকার ও মকার—এই তিন অক্ষর-সমন্বিত প্রণবস্বরূপ, সেই পরমপুরুষ পরমাত্মাকে পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপ পুরুষ (জীবাত্মা) কর্তৃত্বের অহঙ্কারশূন্য হইলে পর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৮০-৮১

এইভাবে আত্মা ও অনাত্মাবে বিবেকপ্রদ সাংখ্য, চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপদেষ্টা যোগ, জীব ও ব্রহ্মের অভেদের বোধ-প্রদাতা বেদের আরণ্যকভাগ (উপনিষদ্) এবং ভক্তিমার্গের প্রতিপাদনকারী পঞ্চরাত্র আগম—এই সব শাস্ত্র একই লক্ষ্যের সাধক হওয়ায় এক বলিয়া কথিত হয়। ইহারা সকলে পরস্পর পরস্পরের অঙ্গ। সমস্ত কর্মই ভগবান্ নারায়ণের চরণারবিন্দে সমর্পিত করাই হইল একান্ত ভক্তগণের ধর্ম। ৮১-৮২

রাজন্! যেরূপ সমস্ত জলপ্রবাহ সমুদ্র হইতেই প্রসার লাভ করে এবং পুনরায় সমুদ্রে আসিয়াই বিলিত হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানরূপ জলের মহান্ প্রবাহ নারায়ণ হইতেই উৎপন্ন হইয়া পুনরায় তাহাতেই লীন হইয়া যায়। ৮৩

কুরুনন্দন ভারত! এই আমি তোমাকে সাত্বতধর্মের পরিচয় প্রদান করিলাম। যদি তুমি সমর্থ হও, তবে এই ধর্ম যথাযথভাবে পালন কর। ৮৪

ব্রহ্মন্! এইভাবে মহাভাগ নারদ আমার গুরু ব্যাসদেবকে শ্বেতবর্ণ-ধারী পুরুষ এবং কাষায়বস্ত্রধারী সন্ন্যাসীদিগের অধিনায়ক একান্ত গতি বর্ণনা করিয়াছিলেন। ৮৫

ব্যাসদেবও বুদ্ধিমান্ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে প্রীতিসহকারে এই ধর্মের উপদেশ করেন। গুরুর মুখনিঃসৃত সেই ধর্ম আমি এখানে তোমাকে বলিলাম। ৮৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! এইভাবে সেই সাত্বত ধর্ম আচরণ করা অতিশয় কঠিন। তোমার ন্যায় অন্য ব্যক্তিগণ এবিষয়ে সেইরূপ মোহিত হইয়া থাকে। ৮৭

প্রভানাথ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত লোকের পালক, মোহক, সংহারক ও কারণ (অতএব তুমি তাঁহাকেই ভক্তিসহকারে ভজনা কর)। ৮৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে নারায়ণের মহিমা ও তাঁহার প্রতি ঐকান্তিকভাববিষয়ক অষ্টচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সৃষ্টিপ্রারম্ভে ভগবন্নারায়ণাংশতঃ সরস্বতী-পুত্রাপোত্তরত্বমন্ত্রূপেণ ব্যাসদেবস্য জন্মলাভস্য তস্য প্রভাবস্য চ বৃত্তান্ত-বর্ণনম্।]

জনমেজয় উবাচ।

সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদারণ্যকমেব চ
জ্ঞানান্যেতানি ব্রহ্মর্ষে লোকেষু প্রচরন্তি হ।
কিমেতান্যেকনিষ্ঠানি পৃথঙ্‌নিষ্ঠানি বা মুনে
প্রব্রূহি মে যথা পৃষ্টঃ প্রবৃত্তিঞ্চ যথাক্রমম্॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ

ঃ পরমদ্ভুদারঃ
যঃ ধীমদ্বেঃ সুতমাত্মযোনাৎ
পরাশরাৎ সত্যবতী বহ্নিঃ
তস্মৈ নমোঽজ্ঞানতমোনুদায়॥ ২

পিতামহাদ্ যঃ প্রবদন্তি মর্ত্যঃ
মহর্ষিমার্ষেয়বিভূতিযুক্তম্
নারায়ণস্যাংশভবৈকপুত্রঃ
দ্বৈপায়নং বেদ মহানিধানম্॥ ৩

তদাদিকালেষু মহাবিভূতি—
র্নারায়ণো ব্রহ্মমহানিধানম্
সসর্জ পুত্রার্থমুদারতেজা
ব্যাসং মহাযোগবলং পুরাণম্॥ ৪

জনমেজয় উবাচ।

ঋষেয় কবিঃ পূর্বং সম্ভবে দ্বিজসত্তম
বশিষ্ঠস্য সুতঃ শক্তিঃ শক্তিপুত্রঃ পরাশরঃ॥ ৫
পরাশরস্য দায়াদঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ
ভূয়ো নারায়ণসুতো যমেবৈনং প্রজাবসে॥ ৬
কিমতঃ পূর্বজং জন্ম ব্যাসস্যামিততেজসঃ
কথঞ্চাস্যোত্তমযশো জন্ম নারায়ণোদ্ভবম্॥ ৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বেদার্থান্ বেত্তুকামস্য ঋষিশ্রেষ্ঠস্য তপোনিধেঃ।
গুরোর্মে জ্ঞানবিদ্বন্ত দ্বিজবংশাদ আসতঃ॥ ৯

একোনপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ নারায়ণের অংশ হইতে সরস্বতীপুত্র অপান্তরতমারূপে ব্যাসদেবের জন্ম হইবার এবং তাঁহার প্রভাবের বৃত্তান্ত বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মর্ষে! সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র ও বেদের আরণ্যকভাগ—এই চারি প্রকার জ্ঞান সমস্ত লোকে প্রচলিত আছে। ১

মুনে! উহারা সকলে কি একই লক্ষ্যের বোধকারক অথবা পৃথক্ পৃথক্ লক্ষ্যের প্রতিপাদক! আমার এই প্রশ্নের আপনি যথাযথ উত্তর দান করুন এবং প্রবৃত্তিক্রম যথাযথ বর্ণনা করুন। ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! যেখানে সত্যবতী যমুনা-তীরবর্তী ধীমান্ পরাশরমুনির সহিত নিজের শরীরের সংযোগ করত যে মহান্ ও অত্যন্ত উদার মহর্ষিকে পুত্ররূপে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, সেই অজ্ঞানরূপ অন্ধকারনাশক জ্ঞানসূর্যস্বরূপ গুরুদেব ব্যাসদেবকে আমার নমস্কার। ৩

ব্রহ্মার আদিপুরুষ যে নারায়ণ, তাঁহার স্বরূপভূত যে মহর্ষিকে পূর্বপুরুষ নারায়ণ হইতে ষষ্ঠ পুরুষে উৎপন্ন বলিয়া বর্ণনা করেন[৩], যিনি ঋষিগণের সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যে সমন্বিত ছিলেন। নারায়ণের অংশ হইতে উৎপন্ন, নিজের পিতার একমাত্র পুত্র এবং যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া যিনি বৈপায়ন নামে অভিহিত হন, বেদের বিশাল ভাণ্ডারস্বরূপ ব্যাসদেবকে আমি প্রণাম করি। ৪

প্রাচীনকালে ঊরুবেগশালী, মহান্ বৈভবসম্পন্ন ভগবান্ নারায়ণ বৈদিক জ্ঞানের মহানিধিরূপ মহাত্মা অজন্মা ও পুরাণপুরুষ ব্যাসদেবকে নিজের পুত্ররূপে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ৫

জনমেজয় বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি পূর্বে আদিবংশের কথা শুনাইবার সময়ে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর এবং পরাশরের পুত্র মুনিবর শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস; কিন্তু এখন আপনি তাঁহাকে নারায়ণের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করিলেন। ৬-৭

উত্তমবুদ্ধিমান্ মুনীশ্বর! অমিততেজস্বী ব্যাসদেবের ইহার পূর্বে কি কোন জন্ম হইয়াছিল? নারায়ণ হইতে ব্যাসদেবের জন্ম কখন এবং কিরূপে হইয়াছিল? ইহা আমাকে বলুন। ৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! আমার বলিবার গুরু বেদব্যাস তপস্যার নিধি ও জ্ঞাননিষ্ঠ। পূর্বে তিনি বেদসকলের অর্থের যাথার্থিক জ্ঞান লাভ করিবার জন্য দ্বিজবংশের এক শিষ্যের রূপ

---

৩) নারায়ণ, ২) ব্রহ্মা, ৩) বশিষ্ঠ, ৪) শক্তি, ৫) পরাশর এবং ৬) বেদব্যাস—এইভাবে ব্যাসদেব ষষ্ঠ পুরুষে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণা ভারতমাখ্যানং তপঃশ্রাদ্ধসমন্বিতঃ
শুশ্রূষাং তৎপরা রাজন্ কৃতবন্তো বয়ং তদা ।
সুমন্তুর্জৈমিনিশ্চৈব পৈলশ্চ সুদৃঢ়ব্রতঃ ।
অহং চতুর্থঃ শিষ্যো বৈ শুকো ব্যাসাত্মজস্তথা । ১১
এভিঃ পরিবৃতো ব্যাসঃ শিষ্যৈঃ পঞ্চভিরুত্তমৈঃ
শুশুভে হিমবৎপার্শ্বে ভূতৈর্ভূতপতির্যথা । ১২
বেদানাবর্তয়ন্ সাঙ্গান্ ভারতার্থাংশ্চ সর্বশঃ
তমেকমনসং দান্তং শুক্লা বচমুপাব্রবে । ১৩
কথান্তরেঽথ কস্মিংশ্চিৎ পৃচ্ছোঽস্মাভির্দ্বিজোত্তমঃ ।
বেদার্থান্ ভারতার্থাংশ্চ জন্ম নারায়ণাৎ তথা । ১৪
সা পূর্বমুক্তা বেদার্থান্ ভারতার্থাংশ্চ তত্ত্ববিৎ ।
নারায়ণাদিদং জন্ম ব্যাহর্তুমুপচক্রমে । ১৫
শৃণুধ্বমাখ্যানবরমিদমার্ষেয়মুত্তমম্ ।

আদিকালোদ্ভবং বিপ্রস্তপসাধিগতং ময়া ।১৬
প্রাপ্তে প্রজাবিসর্গে বৈ সপ্তমে পদ্মসম্ভবে
নারায়ণো মহাযোগী শুভাশুভবিবর্জিতঃ । ১৭
সসৃজে নাভিতঃ পূর্বং ব্রহ্মাণমমিতপ্রভঃ
ততঃ স প্রাহুরভবদ্বৈনং ধাতাসৃজদীশ্বরঃ । ১৮
মম ত্বং নাভিতো জাতঃ প্রজাসর্গকরঃ প্রভুঃ ।
সৃজ প্রজাস্ত্বং বিবিধা ব্রহ্মন্ সন্তঃপতিতাঃ । ১৯
স এবমুক্তো বিমুখশ্চিন্তাব্যাকুলমানসঃ ।
প্রণম্য বরদং দেবমুবাচ হরিমীশ্বরম্ । ২০
কা শক্তিমম দেবেশ প্রজাঃ স্রষ্টুং নমোঽস্তু তে ।
অপ্রজাবানহং দেব বিবৎস যদনন্তরম্ । ২১
স এবমুক্তো ভগবান্ কৃত্বাধাস্তদ্বিচিন্তত্তঃ
চিন্তয়ামাস দেবেশো বুদ্ধিং বুদ্ধিমতাং বরঃ ।২২

করিতেছিলেন। এই মহাভারত নামক ইতিহাস রচনা করিয়া তিনি তপস্যা করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময় এই বুদ্ধিমান্ গুরুদেবের সেবায় তৎপর আমরা পাঁচজন শিষ্য তাঁহার সহিত বাস করিতেছিলাম। সুমন্তু, জৈমিনি, দৃঢ়ব্রতসহকারে উত্তম ব্রতপালনকারী পৈল, চতুর্থ আমি (বৈশম্পায়ন) ও সকল গুরুপুত্র শুকদেব এই পাঁচজন আমরা ছিলাম। ৯-১১

এই পাঁচ উত্তম শিষ্যে পরিবৃত ব্যাসদেব হিমালয়ের শিখরে কুশগণ পরিবেষ্টিত কৃত্তিবাস ভগবান্ শিবের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। ১২

সেখানে ব্যাসদেব অঙ্গসহ সম্পূর্ণ বেদ ও মহাভারতের অর্থ আবৃত্তি করিতে করিতে শিষ্য আমাদের সকলকে পড়াইতেছিলেন এবং আমরা সকলে সর্বদা উদ্যত থাকিয়া সেই একাগ্রচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় গুরুদেবের সেবা করিতেছিলাম। ১৩

একদিন কোন এক সময় আলাপ আলোচনার সময় প্রসঙ্গক্রমে আমরা দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেবকে বেদসকল ও মহাভারতের অর্থ এবং ভগবান্ নারায়ণ হইতে তাঁহার জন্মের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। ১৪

তত্ত্বজ্ঞানী বেদব্যাস প্রথমে আমাদের নিকট বেদসমূহ ও মহাভারতের অর্থ বলিলেন। তাহার পর ভগবান্ নারায়ণ হইতে নিজের জন্মের বৃত্তান্ত এইভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১৫

বিপ্রগণ! ঋষিসত্তমের এই উত্তম উপাখ্যান তোমরা শ্রবণ কর। প্রাচীনকালের এই বৃত্তান্ত আমি তপস্যার দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলাম। ১৬

যখন সপ্তম কল্পের আরম্ভে পদ্ম হইতে ব্রহ্মার সপ্তম জন্মের সময় আসিল, তখন শুভাশুভবর্জিত অমিততেজস্বী মহাযোগী ভগবান্ নারায়ণ সর্বপ্রথমে নিজের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিলেন। যখন ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন, তখন তাঁহাকে ভগবান্ এই কথা বলিলেন। ১৭-১৮

ব্রহ্মন্! তুমি আমার নাভিকমল হইতে প্রজাবর্গকে সৃষ্টি করিবার জন্য উৎপন্ন হইয়াছ এবং এই সৃষ্টিকার্য সম্পূর্ণ করিতে তুমি সমর্থ, অতএব অচেতনসহ নানাবিধ প্রজাগণের সৃষ্টি কর। ১৯

ভগবান্ এইভাবে আদেশ করিলে পর ব্রহ্মার মন চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সৃষ্টিকার্য হইতে বিমুখ হইয়া বরদায়ক দেবতা সর্বেশ্বর শ্রীহরিকে প্রণাম করত এই কথা বলিলেন। ২০

দেবেশ্বর! আমার প্রজাসৃষ্টি করিবার কি শক্তি আছে? আপনাকে নমস্কার দেব! আমি সৃষ্টিবিষয়ক বুদ্ধিহীন, ইহা জানিয়া এখন আপনার যাহা উচিত মনে হইবে, তাহাই আপনি করুন। ২১

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে পর বুদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া বুদ্ধিবিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।২২

ধরণিস্থা ততো বুদ্ধিরুপতস্থে হরিং প্রভুম্
যোগেন তৈনাং নির্ধোগঃ স্বয়ং নিষ্ণুরুবাচ তাম্ ॥ ২৩

স তামৈশ্বর্য্যযোগস্থাং বুদ্ধিং প্রকৃতিসংজ্ঞিতাম্ ।
উবাচ বচনং দেবো বুদ্ধিং বৈ প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ২৪

ব্রহ্মাণং প্রবিশস্বেতি লোকসৃষ্ট্যর্থসিদ্ধয়ে
ততস্তথেত্যবরাদিষ্টা বুদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং বিবেশ সা ॥ ২৫

অথৈনং বুদ্ধিসংযুক্তঃ পুনঃ স দদৃশে হরিঃ ।
ভূয়শ্চৈব বচঃ প্রাহ সূক্ষ্মেণা বিধিবাঃ প্রভাঃ ॥২৬

বাচয়িত্বোব কৃষ্ণাসৌ যথাহহজ্ঞাং শিরসা হরেঃ ।
এবমুক্ত্বা স ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২৭

প্রাপ চৈনং মুহূর্ত্তেন সংস্থানং দেবসংজ্ঞিতম্
তাভ্যৈব প্রকৃতিং প্রাপ্য একীভাবমগতোঽভবৎ ॥ ২৮

অথাস্য বুদ্ধিরভবৎ পুনরন্যা তদা বিভো
সৃষ্টাঃ প্রজা ইমাঃ সর্ব্বা ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ॥ ২৯

দৈত্য-দানব-গন্ধর্ব-রক্ষোগণসমাকুলা
জাতা হীয়ং বসুমতী ভারাক্রান্তা তপস্বিনী ॥ ৩০

বহবো বলিনঃ পুত্রাঃ দৈত্য-দানব-রাক্ষসাঃ
ভবিষ্যন্তি তপোযুক্তা বরান্ প্রাপ্যাপি চোত্তমান্ ॥৩১

অবধ্যত্বেন তৈঃ সর্ব্বৈর্বরদানেন দর্পিতৈঃ
বাধিতব্যাঃ সুরগণা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ৩২

তত্র ভাবাম্যহং কর্ত্তুং ভারাবতরণং ময়া ।
অথ নানাসমুদ্ভূতৈর্মনুষ্যায়াং যথাক্রমম্ ॥ ৩৩

নিগ্রহেণ চ পাপানাং সাধূনাং প্রগ্রহেণ চ ।
ইয়ং তপস্বিনী সত্যা ধারয়িষ্যতি মেদিনী ॥ ৩৪

ময়া হ্যেষা হি বিভ্রতে পাতালস্থেন ভোগিনা
ময়া ধৃতা ধারয়তি জগদ্ বিশ্বং চরাচরম্ ॥ ৩৫

তস্মাৎ পুত্রাঃ পরিত্রাণং করিষ্যে সম্ভবঃ গতঃ
এবং স চিন্তয়িত্বা তু ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ৩৬

তিনি চিন্তা করিতেই বুদ্ধি বুদ্ধিমতী হইয়া সেই ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীহরির সেবায় উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর যাহার উপর কাহারও বল চলে না, সেই ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ংই সেই বুদ্ধিকে তখন যোগশক্তিসম্পন্ন করিয়া দিলেন। ২৩

অবিনাশী প্রভু দেব নারায়ণ ঐশ্বর্য্যযোগে স্থিতা প্রকৃতিসংজ্ঞা বুদ্ধিকে বলিলেন। ২৪

তুমি সংসারের সৃষ্টিরূপ অভীষ্ট কার্য্যসিদ্ধির জন্য ব্রহ্মার অন্তরে প্রবেশ কর। ঈশ্বরের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধিদেবী সত্বর ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ২৫

যখন ব্রহ্মা সৃষ্টিবিষয়ক বুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত হইলেন, তখন শ্রীহরি পুনরায় তাঁহার দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করিলেন এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—এখন তুমি এই নানাবিধ প্রজাসকল সৃষ্টি কর। ২৬

তখন 'আচ্ছা, তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া তিনি শ্রীহরির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। এইভাবে তাঁহাকে সৃষ্টির আদেশ করিয়া ভগবান্ সেখানেই অন্তর্হিত হইলেন। ২৭

তিনি এক মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজের দেবস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিজের প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া যাইলেন। ২৮

তদনন্তর কিছুকালের পর ভগবানের মনে পুনরায় অন্য এক বুদ্ধি উৎপন্ন হইল। তিনি তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন—পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এই সমস্ত প্রজাগণকেই সৃষ্টি করিয়াছে। ২৯

কিন্তু দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণে পরিব্যাপ্ত এই তপস্বিনী পৃথিবী তাহাদের ভারে পীড়িতা হইয়া উঠিয়াছে। ৩০

এই পৃথিবীতে এরূপ বহু বলবান্ দৈত্য, দানব ও রাক্ষসেরা জন্মাইবে, যাহারা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া উত্তম বরসমূহ প্রাপ্ত হইবে। ৩১

বরদানের দ্বারা গর্ব্বিত হইয়া এই সব দানব নিশ্চয়ই দেবগণ ও তপোধন ঋষিদিগের বাধাস্বরূপ হইয়া উঠিবে। ৩২

অতএব এখন পৃথিবীতে নারায়ণ অবতার গ্রহণ করিয়া এই পৃথিবীর ভার লাঘব করা আমার উচিত কার্য্য হইবে। ৩৩

পাপী ব্যক্তিগণকে দণ্ডদান করিলে এবং সৎপুরুষদিগকে অনুগ্রহ করিলে পর এই তপস্বিনী সহ্যাবরণা পৃথিবী বলের দ্বারা সকলকে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে। ৩৪

আমি পাতালে শেষনাগের রূপে অবস্থান করত এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিব এবং আমার দ্বারা ধৃতা হইয়া এই পৃথিবী সমস্ত চরাচর জগৎকে ধারণ করিবে। ৩৫

সেইজন্য আমি অবতার গ্রহণ করিয়া এই পৃথিবীকে অবশ্যই রক্ষা করিব। এরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ মধুসূদন জগতের জন্য অবতার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত নিজেকে বহুরূপে সৃষ্টি করি-

ত্রপাণ্যনেকান্যসৃজৎ প্রাদুর্ভাবে তথায় সঃ
বারাহং নারসিংহঞ্চ বামনং মানুষং তথা ॥ ৩৭
এভির্ময়া নিহন্তব্যা দুর্বিনীতাঃ সুরাসুরাঃ।
অথ ভূতো জগৎস্রষ্টা তোঃশব্দেনানুনাদয়ন্ ॥ ৩৮
সরস্বতীমুচ্চচার তত্র সাদ্ভুতোঽভবৎ
অপান্তরতমা নাম সুতো বাক্সম্ভবঃ প্রভুঃ ॥ ৩৯
ভূত-ভব্য-ভবিষ্যজ্ঞঃ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ।
তমুবাচ নতং মূর্ধ্না দেবানামাদিরব্যয়ঃ ॥ ৪০
বেদাখ্যানে শ্রুতিঃ কার্যা ত্বয়া মতিমতাং বর
তস্মাৎ কুরু যথাঽঽজ্ঞপ্তো ময়ৈতদ্ বচনং মুনে ॥ ৪১
তেন ত্রিপ্রকৃতা বেদা মনোঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে
অতস্তুষ্টোষ ভগবান্ হরিস্তেনাস্য কর্মণা ॥ ৪২
তপসা চ সুতপ্তেন যমেন নিয়মেন চ
মন্বন্তরেষু পুত্রত্বমেবমেব প্রপদ্যতে ॥ ৪৩

ভবিষ্যন্তশ্চলো ব্রহ্মন্প্রবৃত্তশ্চ নিত্যশঃ
পুনস্তিস্রে চ সম্প্রাপ্তে কুরবো নাম ভারতাঃ
ভবিষ্যন্তি মহাত্মানো রাজানঃ প্রথিতা ভুবি
তেষাং ত্বত্তঃ প্রসূতানাং কুলভেদো ভবিষ্যতি ॥ ৪৪
পরস্পরবিনাশার্থং স্থাস্যন্তে দ্বিজসত্তম
তত্রাপ্যনেকধা বেদান্ তেৎস্যসে তপসান্বিতঃ। ৪৫
কৃষ্ণে যুগে চ সম্প্রাপ্তে কৃষ্ণবর্ণো ভবিষ্যসি।
ধর্মাণাং বিবিধানাঞ্চ কর্তা জ্ঞানকরস্তথা
ভবিষ্যসি তপোযুক্তো ন চ রাগাদ্ বিমোক্ষ্যসে ৪৭
শীতরাগশ্চ পুত্রস্তে পরমাত্মা ভবিষ্যতি।
মহেশ্বরপ্রসাদেন বৈতদ্ বচনমন্যথা ৪৮
যং মানসং বৈ প্রবদন্তি বিপ্রাঃ
পিতামহৌজোত্তমবুদ্ধিযুক্তম্
বশিষ্ঠমগ্র্যং তপোনিধানং
যস্যাভিপূর্ণাং ব্যাহরিষ্যন্তি ভাঃ ॥ ৪৯

লেন অর্থাৎ বারাহ, নারসিংহ, বামন ও মানুষ রূপ গ্রহণ করিলেন। তিনি এই নিশ্চয় করিলেন যে, এই সব অবতার গ্রহণ করিয়া আমাকে উদ্ধত দেবশত্রু দৈত্যগণকে বধ করিতে হইবে। ৩৬-৪১½

অনন্তর জগৎস্রষ্টা শ্রীহরি 'তোঃ' এই শব্দের দ্বারা সমস্ত দিক্‌সমূহকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সরস্বতীকে উচ্চারণ করিলেন। ইহাতে সেখানে সাদ্ভুতের আবির্ভাব হইল। সরস্বতী বা বাণীর দ্বারা উৎপন্ন সেই শক্তিশালী পুত্রের নাম হইল 'অপান্তরতমা'। ৩৮-৩৯

এই অপান্তরতমা কৃত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞাতা, সত্যবাদী এবং দৃঢ়তাসহকারে ব্রতপালনকারী ছিলেন। মস্তক নত করিয়া দণ্ডায়মান সেই পুত্রকে দেবতাগণের আদিকারণ শ্রীহরি বলিলেন। ৪০

বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুনে! তুমি বেদসমূহের ব্যাখ্যার জন্য ঋক্, সাম, যজুঃ প্রভৃতি শ্রুতিসকল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সংগ্রহ কর। এখন তুমি আমার আজ্ঞানুসারে কার্য কর। তোমাকে আমার ইহাই বলার ছিল। ৪১

অপান্তরতমা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ভগবানের আদেশানুসারে বেদসমূহের বিভাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কর্মের দ্বারা এবং তাঁহার কৃত উত্তম তপস্যা, যম ও নিয়মের দ্বারাও ভগবান্ শ্রীহরি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—পুত্র! তুমি সমস্ত মন্বন্তরে ঐরূপ কর্মের প্রবর্তক হইবে। ৪১-৪৩

ব্রহ্মন্! তুমি সর্বদাই অবিচল ও অক্ষয় হইয়া থাকিবে। তারপর দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিক্ষণ আসিলে পর ভরতবংশে কুরুবংশীয় রাজারা জন্মগ্রহণ করিবে। সেই সব মহাত্মা রাজারা সমস্ত ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইবে। ৪৪½

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমার সন্তানের বংশজ হইবে, তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিনাশের জন্য বিভেদ সৃষ্টি হইবে। তোমার সহায়তা ব্যতীত উহাদের মধ্যে ঘৃণ্য হইবে। ৪৫½

সেই সময় তুমিও তপোবলসম্পন্ন হইয়া বেদসমূহের অনেক বিভাগ করিবে। তখন কলিযুগ আসিলে পর তোমার শরীরের বর্ণ কৃষ্ণ (কাল) হইয়া যাইবে। ৪৬½

তুমি নানাবিধ ধর্মের প্রবর্তক, জ্ঞানদাতা ও তপস্বী হইবে। কিন্তু রাগ হইতে সর্বতোভাবে মুক্ত থাকিবে না। ৪৭

তোমার পুত্র ভগবান্ মহেশ্বরের কৃপায় বীতরাগ হইয়া পরমাত্মস্বরূপ হইবে। আমার এই কথা অন্যথা হইবে না। ৪৮

যাহাকে ব্রহ্মার মানস পুত্র বলিয়া ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন, যে উত্তম বুদ্ধিযুক্ত, তপস্যার নিধি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ, বশিষ্ঠ মুনি নামে প্রসিদ্ধ এবং যাহার তেজ সূর্য হইতেও অধিক হইয়া প্রকাশিত হয়, সেই ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের বংশে পরাশর নামে এই মহাপ্রভাব-

তস্যাংবরে চাপি ততো মহর্ষিঃ
পরাশরো নাম মহাপ্রভাবঃ
পিতা স তে বেদনিধির্নিয়োক্তা
মহাতপা বৈ তপসো নিধানঃ
কালীমগর্ভঃ পিতৃকল্পজায়াঃ
তস্মাদ্‌ভবেত্বা ভবিতা চ পুত্রঃ ।। ৫১

ভূত-ভব্য-ভবিষ্যাণাং দ্বিজসর্বার্থসংশয়ঃ ।
যে ছিন্নিক্রান্তকাঃ পূর্বং সহস্রযুগপর্যয়াঃ । ৫২
তাংশ্চ সর্বান্ ময়োদ্দিষ্টান্ ক্রক্ষ্যসে তপসান্বিতঃ
পুনর্ব্রহ্মণি চানেকসহস্রযুগপর্যয়ান্ । ৫৩
অনাদিনিধনং লোকে চক্রহস্তঞ্চ মাং মুনে
অনুধ্যানাদ্গম মুনে নৈতদ্ বচনমন্যথা । ৫৪
ভবিষ্যন্তি মহাসত্ত্ব খ্যাতিস্তাপাদুলা তব ।
শনৈস্তরঃ সূর্যপুত্রো ভবিষ্যতি মনুর্মহান্ ।৫৫

শালী মহর্ষি হইবে। সে বৈদিক জ্ঞানের আধার, মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাতপস্বী ও তপস্যার আধারস্বরূপ হইবে। সেই পরাশর মুনিই তোমার পিতা হইবে। ৪৯-৫০

তুমি সেই ঋষি হইতে পিতার গৃহে বিভা এক কুমারী কন্যার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিবে এবং কালীমগর্ভ (কন্যার সন্তান)-রূপে অভিহিত হইবে। ৫১

ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল বিষয়ে তোমার সংশয় নষ্ট হইয়া যাইবে। পূর্বে যে সহস্র যুগের লয় হইয়া গিয়াছে, সেই সমস্ত তুমি আমার আদেশে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে এবং তপোবলসম্পন্ন হইয়া থাকিবে। ভবিষ্যতে যে সব লয় হইবে, তৎসমস্তই তুমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। ৫২-৫৩

মুনে! তুমি নিরন্তর আমার চিন্তা করিতে থাকায় জগতে অনাদি ও অনন্ত পরমেশ্বর আমাকে চক্র হস্তে দর্শন করিবে। আমার এই বাক্য কখনও বিপরীত হইবে না ।। ৫৪

মহাশক্তিশালী মুনীশ্বর! জগতে তোমার অক্ষুণ্ণ খ্যাতি হইবে। বৎস! যখন সূর্যপুত্র শনৈশ্চর মন্বন্তরের প্রবর্তক হইয়া মন্বন্তর পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই মন্বন্তরে তুমি আমার কৃপা প্রভাবে মন্বাদিগণের প্রধান হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ।। ৫৫-৫৬

তস্মিন্ মন্বন্তরে চৈব মন্বাদিগণপূর্বকঃ ।
ত্বমেব ভবিতা বৎস মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ । ৫৬
যৎকিঞ্চিদ্ বিদ্যতে লোকে সর্বং তদ্ধ্যবিচেষ্টিতম্
অন্যো হ্যন্যং চিন্তয়তি ত্বচ্চিন্তং বিদধাম্যহম্ । ৫৭
এবং সারস্বতমুনিমপাত্তরতমং তথা
উক্ত্বা বচনমীশানঃ সাধয়স্বেত্যথাব্রবীৎ । ৫৮
সোঽহং তস্য প্রসাদেন দেবস্য হরিমেধসঃ
অপাত্তরতমা নাম তস্যো জাতোঽস্মি বৈ সুতঃ ।
পুনশ্চ জাতো বিখ্যাতো বশিষ্ঠকুলনন্দনঃ । ৫৯
তদেতৎ কথিতং তস্য ময়া পূর্বমাত্মনঃ
নারায়ণপ্রসাদেন তথা নারায়ণাংশতঃ । ৬০
ময়া হি সুমহৎ তপ্তং তপঃ পরমদারুণম্ ।
পূজা মতিমতাং শ্রেষ্ঠাঃ পরমেণ সমাধিনা । ৬১
এতন্ম যঃ কথিতং সর্বং যন্মাং পৃচ্ছত পুত্রকাঃ
পূর্বজন্ম ভবিষ্যচ্চ তস্যানাং স্নেহতো ময়া । ৬২

জগতে যাহা কিছু হইতেছে, তৎসমস্তই আমার চেষ্টার ফল অন্য ব্যক্তি অন্য নানাবিধ চিন্তা করে, কিন্তু আমি স্বতন্ত্রতা সহকারে নিজের ইচ্ছানুসারে কার্য সম্পাদন করি ।। ৫৭

সত্যবতীপুত্র অপাত্তরতমা মুনিকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ তাঁহাকে তপস্যানুমতি প্রদান করত বলিলেন—যাও, নিজের কার্য সম্পাদন কর ।। ৫৮

এইভাবে আমি ভগবান্ বিষ্ণুর কৃপাপ্রসাদে প্রথমে অপাত্তরতমা নামে উৎপন্ন হইয়াছিলাম এবং সেই শ্রীহরির আজ্ঞায় পুনরায় বশিষ্ঠকুলনন্দন ধারণাবে উৎপন্ন হইয়া বিখ্যাত হইয়াছি ।। ৫৯

নারায়ণের কৃপায় এবং তাঁহারই অংশ হইতে আমার যে পূর্বে জন্ম হইয়াছিল, তাহার এই বৃত্তান্ত আমি তোমাদের সকলকে বলিলাম । ৬০

বুদ্ধিমান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিষ্যগণ! পূর্বকালে আমি উত্তম সমাধির দ্বারা অত্যন্ত কঠোর ও পরম দারুণ তপস্যা করিয়াছিলাম ।। ৬১

পুত্রগণ! তোমরা সকলে আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সে সমস্ত আমি তোমাদের বলিলাম। তদ্ভিন্ন শিষ্য তোমাদের প্রতি স্নেহবশতই আমি এই নিজের পূর্ব জন্ম এবং ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত তোমাদের নিকট বলিলাম । ৬২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এষ তে কথিতঃ পূর্বং সম্ভবোঽস্যদ্ভুতস্য বৈ
ব্যাসস্যাক্লিষ্টমনসো যথা পৃষ্টঃ পুনঃ শৃণু ॥ ৬৩
সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা
জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ ॥ ৬৪
সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে।
হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বেত্তা নান্যঃ পুরাতনঃ ॥ ৬৫
অপান্তরতমাশ্চৈব বেদাচার্যঃ স উচ্যতে।
প্রাচীনগর্ভং তমৃষিং প্রবদন্তীহ কেচন ॥ ৬৬
উমাপতির্ভূতপতিঃ শ্রীকণ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
উক্তবানিদমব্যগ্রো জ্ঞানং পাশুপতং শিবঃ ॥ ৬৭
পাঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বেত্তা তু ভগবান্ স্বয়ম্
সর্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষ্বেতেষু দৃশ্যতে ॥ ৬৮
যথাগমং যথাজ্ঞানং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ।
ন চৈনমেবং জানন্তি তমোভূতা বিশাম্পতে ॥ ৬৯
তমেব শাস্ত্রকর্তারং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
নিষ্ঠাং নারায়ণমৃষিং নান্যোঽস্তীতি যতো মম ॥ ৭০
নিঃসংশয়েষু সর্বেষু নিত্যং বসতি বৈ হরিঃ
সসংশয়ান্ হেতুবলান্ নাধ্যবস্যতি মাধবঃ ॥ ৭১
পাঞ্চরাত্রবিদো যে তু যথাক্রমপরা নৃপ।
একান্তভাবোপগতাস্তে হরিং প্রবিশন্তি বৈ ॥ ৭২
সাংখ্যং যোগঞ্চ সনাতনে দ্বে
বেদাংশ্চ সর্বে নিখিলেন রাজন্
সর্বৈঃ সমস্তৈর্ঋষিভিরুক্তো
নারায়ণো বিশ্বমিদং পুরাণম্ ॥ ৭৩
শুভাশুভং কর্ম সমীরিতং যৎ
প্রবর্ততে সর্বলোকেষু কিঞ্চিৎ
তস্যানৃষেরস্তবতীতি বিদ্ধি
দিবাস্তরিক্ষে ভুবি চাপ্সু চেষ্টি ॥ ৭৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি বৈশাম্পায়নোৎপত্তৌ
একোনপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে নৃপ! তুমি যেরূপ আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলে, তদনুসারে আমি তোমাকে অক্লিষ্টচিত্ত ব্যাসের জন্মের পূর্বের জন্মবৃত্তান্ত বলিলাম। এখন পুনরায় অন্য কথা শ্রবণ কর ॥ ৬০

রাজর্ষে! সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপত (তন্ত্র) শাস্ত্র—এই সব জ্ঞানের তুমি নানাপ্রকার মত শ্রবণ কর ॥ ৬১

সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা কপিল। তিনি মহর্ষি বলিয়া কথিত হন। যোগশাস্ত্রের পুরাতন জ্ঞাতা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, অন্য কেহ নহে ॥ ৬২

ঋষিবর অপান্তরতমা বেদের আচার্য বলিয়া কথিত হন। এ জগতে কিছু ঋষিগণ তাঁহাকে প্রাচীনগর্ভ নামে অভিহিত করেন ॥ ৬৬

ব্রহ্মার পুত্র ভূতনাথ শ্রীকণ্ঠ উমাপতি ভগবান্ শিব শান্তচিত্ত হইয়া পাশুপত জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন ॥ ৬৭

নৃপশ্রেষ্ঠ! সমস্ত পাঞ্চরাত্রের জ্ঞাতা ত' সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণই। যদি বেদশাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রানুসারে বিচার করা যায়, তবে এই সব জ্ঞানে তাঁহার পরম তাৎপর্যরূপে ভগবান্ নারায়ণই আছেন দেখা যাইবে। প্রজানাথ! যাহারা অজ্ঞানে মিমগ্ন, তাহারা সকলে ভগবান্ শ্রীহরিকে সেইরূপে দেখিতে পায় না ॥ ৬৮-৬৯

শাস্ত্রের রচয়িতা মনীষী পুরুষগণ সেই নারায়ণ ঋষিকেই সমস্ত শাস্ত্রের পরম লক্ষ্য বলিয়া অভিহিত করেন; অপর কেহই তাঁহাদের সম্মুখে নাই—ইহাই আমার কথা ॥ ৭০

জ্ঞানের বলে যাঁহাদের সংশয় দূর হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের সকলেরই মধ্যে সর্বদা শ্রীহরি নিবাস করেন; কিন্তু কু-তর্কের বলে যাহারা সংশয়গ্রস্ত, তাহাদের মধ্যে ভগবান্ মাধব বাস করেন না ॥ ৭১

হে নৃপ! যাঁহারা পাঞ্চরাত্রে অভিজ্ঞ এবং উহার মধ্যে কথিত ক্রমানুসারে সেবাপরায়ণ হইয়া অনন্যভাবে ভগবানের শরণাগত, তাঁহারা সেই ভগবান্ শ্রীহরিতে প্রবিষ্ট হন ॥ ৭২

রাজন্! সাংখ্য ও যোগ—এই দুই সনাতন শাস্ত্র এবং সকল বেদ ও সমস্ত ঋষিগণ এই কথা বলেন যে, এই পুরাতন বিশ্ব ভগবান্ নারায়ণ-ই ॥ ৭৩

স্বর্গ, অন্তরিক্ষ, ভূতল ও জল—এই সব স্থানে এবং সমস্ত লোকে যাহা কিছু শুভাশুভ অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে, সে সবই নারায়ণেরই সত্তাই হইয়া থাকে—এরূপ জানিবে ॥ ৭৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে বৈশাম্পায়নের উৎপত্তিবিষয়ক একোনপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

(বৈজয়ন্ত-পর্ব্বতে ব্রহ্ম-রুদ্রসংমিলনম্। ব্রহ্মণো পরমপুরুষনারায়ণস্য মহিমবর্ণনঞ্চ।)

জনমেজয় উবাচ

বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মন্ শ্রূয়ন্তে এক এব তু।
কো ত্রত্র পুরুষঃ শ্রেষ্ঠঃ কো বা যোনিরিহোচ্যতে ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বহবঃ পুরুষা লোকে সাংখ্য যোগবিচারণে।
নৈতদিচ্ছন্তি পুরুষমেকং কুরুকুলোদ্বহ ॥২

বহূনাং পুরুষাণাঞ্চ যথৈকা যোনিরুচ্যতে।
তথা তং পুরুষং বিদ্ধি বদন্যাস্তানি গুণাধিকম্ ॥৩

নমস্কৃত্বা চ গুরবে ব্যাসায় বিদিতাত্মনে।
তপোযুক্তায় দান্তায় নন্দায়ে পরমর্ষয়ে ॥৪

ইদং পুরুষসূক্তং হি সর্ব্ববেদেষু পার্থিব
ততঃ সম্যক্ বিখ্যাতমৃষিসিংহেন চিন্তিতম্ ॥৫

উৎসর্গেণাপবাদেন ঋষিভিঃ কাপিলাদিভিঃ।
অধ্যাত্মচিন্তাযোক্তব্যা শাস্ত্রাণ্যুক্তানি ভারত ॥৬

সদা সত্ত্বস্থ যদ্ ব্যাসঃ পুরুষৈকত্বমুক্তবান্
তৎ তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি প্রসাদাদমিতৌজসঃ ॥৭

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
ব্রহ্মণা সহ সংবাদং ব্রাহ্মস্যেহ বিশাম্পতে ॥৮

ক্ষীরোদস্য সমুদ্রস্য মধ্যে বাটকসপ্রভঃ
বৈজয়ন্ত ইতি খ্যাতঃ পর্ব্বতপ্রবরো নৃপ ॥৯

তত্রাধ্যাত্মগতিং দেব একাগ্রো প্রবিচিন্তয়ন্।
বৈরাজসদনাদ্ভ্রষ্টো বৈজয়ন্তং নিষেবতে ॥১০

অথ ব্রহ্মসভস্থস্য চতুর্বক্ত্রস্য ধীমতঃ।
ললাটপ্রভবঃ পুত্রঃ শিব আগাদ্ যদৃচ্ছয়া ॥১১

আকাশেন মহাযোগী পুরা ত্রিনয়নঃ প্রভুঃ।
ততঃ খাদ্বিশতাত্তস্য বরদীয়মূর্দ্ধনি ॥১২

অপ্রত্যুত্থাতবং প্রীতো বরদে চাপি পাদয়োঃ।
তং পাদয়োর্নিপতিতং দৃষ্ট্বা সব্যেন পাণিনা ॥১৩

পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[বৈজয়ন্ত পর্ব্বতে ব্রহ্মা ও রুদ্রের মিলন এবং ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পরমপুরুষ নারায়ণের মহিমা বর্ণন]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! পুরুষ অনেক বা এক? এ জগতে কোন্ পুরুষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? অথবা এ সংসারে কোন্ পুরুষ সকলের উৎপত্তি স্থান বলিয়া কথিত হন? ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কুরুকুলের ভারবহনকারী নরেন্দ্র! সাংখ্য ও যোগের বিচারদ্বারা অকপটে এ জগতে পুরুষ অনেক। তাঁহারা 'এক পুরুষবাদ' স্বীকার করেন না। আবার একপুরুষবাদী বৈশাখিকগণ বহু পুরুষের কথা স্বীকার করেন না।২

বহু পুরুষের উৎপত্তি স্থান একই পুরুষ বিদ্যমান বলিয়া কথিত হন? ইহা বুঝাইবার জন্য আত্মজ্ঞানী, তপস্বী, জিতেন্দ্রিয় এবং বন্দনীয় পরমর্ষি শুক ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া আমি তোমার সম্মুখে অধিক গুণশালী বিদ্বান্ পুরুষের ব্যাখ্যা করিব। ৩-৪

রাজন্! সকল বেদেই পুরুষসম্বন্ধে এইরূপ যুক্তিপূর্ণ বচন আছে। যথা, ঋক্ (পরব্রহ্ম) এবং সত্য (জীবব্রহ্ম) সর্ব্বত্র বিখ্যাত। ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেবও এরূপই চিন্তা করিয়াছেন।৫

ভারত! কপিলাদি ঋষিগণ শাস্ত্রান্ত ও বিশেষরূপে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব চিন্তা করিয়া সাংখ্যাদি বিবিধ শাস্ত্র বলিয়াছেন।৬

কিন্তু ব্যাসদেব সংক্ষেপে পুরুষের একত্ব যেরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাই আমি তোমাকে গুরুকৃপায় বলিব।৭

প্রজানাথ! এ বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ ব্রহ্মার সহিত রুদ্রের সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন।৮

হে নৃপ! ক্ষীরসাগরের মধ্যভাগে বৈজয়ন্ত নামে বিখ্যাত এক শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বত সুবর্ণকান্তির ন্যায় প্রকাশিত হয়।৯

সেখানে ব্রহ্মা অধ্যাত্মগতি চিন্তা করিবার জন্য ব্রহ্মলোক হইতে প্রতিদিন আসেন এবং সেই বৈজয়ন্ত পর্ব্বতে অবস্থান করেন।১০

পূর্ব্বে একদিন চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা যখন সেখানে বসিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার ললাট হইতে উৎপন্ন পুত্র মহাযোগী ত্রিলোচন শিব অনায়াসেই আকাশপথে ভ্রমণ করিতে করিতে বৈজয়ন্ত পর্ব্বতের সম্মুখে আসিলেন এবং শীঘ্রই আকাশ হইতে সেই পর্ব্বত শিখরে অবতরণ করিলেন।১১-১২

সম্মুখে ব্রহ্মাকে দেখিয়া তিনি অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং তিনি ব্রহ্মার দুই চরণে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন। ভগবান্ শিবকে নিজের চরণে পতিত দেখিয়া একমাত্র সর্ব্বসমর্থ

উবাচ তৈনং ভগবাংশ্চিরস্যাগতমাত্মজম্ ॥ ১৪

পিতামহ উবাচ

স্বাগতং তে মহাবাহো দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি মেঽন্তিকম্ ।
কচ্চিৎ তে কুশলং পুত্র স্বাধ্যায়তপসোঃ সদা ॥ ১৫
নিত্যমুদ্যুক্তপাত্মা হি ততঃ পৃচ্ছামি তে পুনঃ ॥ ১৬

রুদ্র উবাচ ।

ত্বৎপ্রসাদেন ভগবন্ স্বাধ্যায়তপসোর্মম ।
কুশলং ব্রহ্মচর্যস্য জগতস্তথা ॥ ১৭
চিরদৃষ্টো হি ভগবান্ বৈরাজসদনে ময়া ।
ততোঽহমং পর্বতং প্রাপ্তস্ত্বিমং ত্বৎপাদসেবিতম্ ॥ ১৮
কৌতূহলঞ্চাপি হি মে একান্তগমনেন তে ।
তৈরেতৎ কারণঞ্চাত্র হি তদ্বিদ্ধি পিতামহ ॥ ১৯
কিং নু তৎসদনং শ্রেষ্ঠং ক্ষুৎপিপাসাবিবর্জিতম্ ।
সুরাসুরৈরধ্যুষিতমৃষিভিশ্চাপি সত্তমৈঃ ॥ ২০

গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ সততং সংনিষেবিতম্ ।
উৎসৃজ্যেমং গিরিবরমেকাকী প্রাপ্তবানসি ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ ।

বৈজয়ন্তো গিরিবরঃ সততং সেব্যতে ময়া
অত্রৈকাগ্র্যেণ মনসা পুরুষশ্চিন্ত্যতে বিরাট্ ॥ ২২

রুদ্র উবাচ

বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মংস্ত্বয়া সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা ।
সূক্ষ্মাদ্যে চাপরে ব্রহ্মন্ স চৈকঃ পুরুষো বিরাট্ ॥ ২৩
কো হ্যসৌ চিন্ত্যতে ব্রহ্মংস্ত্বয়ৈকঃ পুরুষোত্তমঃ
এতন্মে সংশয়ং ব্রূহি মহৎ কৌতূহলং হি মে ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ ।

বহবঃ পুরুষাঃ পুত্র ত্বয়া বৈ সমুদাহৃতাঃ
এষমেতদভিক্রান্তঃ দ্রষ্টব্যো নৈষমিত্যপি ॥ ২৫
আখ্যাস্যে তু প্রবক্ষ্যামি একস্ত পুরুষস্য তে
বহূনাং পুরুষাণাং স যথৈকো যোনিরুচ্যতে ॥ ২৬

ভগবান্ প্রজাপতি রুদ্রদেবকে তাঁহাকে উত্থাপিত করিলেন এবং দীর্ঘকালের পর নিজের আগত পুত্রকে এইকথা বলিলেন ।১৩-১৪

পিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাবাহো! তোমার সুখে আগমন হইয়াছে ত'? তুমি সৌভাগ্যক্রমেই আমার নিকটে আসিয়াছ। পুত্র! তোমার স্বাধ্যায় ও তপ সদা কুশলের সহিত অবস্থিত হইতেছে ত'? তুমি সর্বদাই কঠোর তপস্যায় নিরত থাক; সেইজন্য আমি তোমাকে বারংবার তপস্যার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। ১৫-১৬

রুদ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনার কৃপায় আমার স্বাধ্যায় ও তপ নির্বিঘ্নে চলিতেছে, কখনও উহা ভঙ্গ হয় নাই। সম্পূর্ণ জগৎও অদ্য কুশলে আছে। ১৭

প্রভো! বহুদিন হইল, আমি ব্রহ্মলোকে আপনাকে দর্শন করিয়াছিলাম। সেইজন্য আজ আপনার চরণযুগলসেবিত এই পর্বতে আপনাকে পুনরায় দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছি ॥ ১৮

পিতামহ! আপনার এই একান্তগমনের দ্বারা আমার মনে এক কৌতূহল হইতেছে। আমি মনে করি, ইহাতে কোন অন্য কারণ নাই ।১৯

ইহার কারণ কি? যেখানে দেবতা, অসুর, ঋষিতেজস্বী ঋষি, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ সর্বদা আপনার সেবায় উপস্থিত থাকেন, আপনি কিজন্য ক্ষুধা পিপাসা রহিত সেই শ্রেষ্ঠ বাস পরিত্যাগ করিয়া একাকী এই শ্রেষ্ঠ পর্বতে চলিয়া আসিয়াছেন? ২০-২১

ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস! আমি এখন গিরিবর বৈজয়ন্তে যে নিয়তই সেবা করিতেছি, ইহার কারণ এই যে, এখানে একাগ্রচিত্তে আমি বিরাট্ পুরুষকে চিন্তা করিতে পারি। ২২

রুদ্র বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি স্বয়ম্ভু। আপনি বহু পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এখন অন্যান্য পুরুষগণকে সৃষ্টি করিতেছেন। সেই বিরাট্ পুরুষও ত' এক পুরুষ, তবে তাহার মধ্যে কি বিশেষতা আছে? ২৩

প্রভো! আপনি যে এক পুরুষোত্তমের চিন্তা করিতেছেন, তিনি কে? আপনি আমার এই সংশয়ের সমাধান করুন, এই বিষয় শুনিবার জন্য আমার মনে অতিশয় কৌতূহল হইতেছে ।২৪

ব্রহ্মা বলিলেন, পুত্র! তুমি যে সব পুরুষের কথা উল্লেখ করিলে, তাহাদের বিষয়ে তোমার সেই কথা যথার্থই। কিন্তু এই বিরাট্ পুরুষ সেই পুরুষসকলকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া জানিও। অন্যেরা অবশ্য এরূপ বলেন না। ২৫

আমি তোমাকে সেই এক পুরুষের কথা বলিব, যিনি সকলের আধার এবং যেজন্য তিনি বহু পুরুষের একমাত্র কারণ বলিয়া কথিত হন। ২৬

তাঁহারাই সেই বিশ্বরূপ, অব্যক্ত মহান্, সনাতন ও নির্গুণ পরম পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। ২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে নারায়ণের মহিমা প্রসঙ্গে ব্রহ্মা ও রুদ্রের সংবাদবিষয়ক পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

(ব্রহ্ম-রুদ্র সংবাদে বিশ্বেশ্বররূপেণ নারায়ণমাহাত্ম্যবর্ণনম্ ।)

ব্রহ্মোবাচ

শৃণু পুত্র যথা জ্ঞেয় পুরুষঃ শাশ্বতোঽব্যয়ঃ
অক্ষরশ্চাপ্রমেয়শ্চ সর্বগশ্চ নিরুচ্যতে ॥ ১

ন স শক্যস্ত্বয়া দ্রষ্টুং মহাভৈর্বাপি সত্তম
সগুণো নির্গুণো বিশ্বো জ্ঞানদৃশ্যো হ্যসৌ মতঃ ॥ ২

অদৃশ্যঃ সর্বভূতেষু সর্বেষু নিবসত্যসৌ
যদপ্যপি শরীরেষু ন স লিপ্যতি কর্মভিঃ

মহাত্মন্তরাত্মা তং চ যে চাহে যে দ্বিজোত্তমাঃ
সর্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ ॥ ৪

বিশ্বমূর্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ ।
একস্তরতি ক্ষেত্রেষু স্বৈরচারী যথাসুখম্ ॥ ৫

ক্ষেত্রাণি হি শরীরাণি বীজঞ্চাপি শুভাশুভম্
তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ উচ্যতে ॥ ৬

নাস্যস্তিন গতিস্তস্য জ্ঞেয়া ভূতেষু কেনচিৎ
সাংখ্যেন বিধিনা চৈব যোগেন চ যথাক্রমম্ ॥ ৭

চিন্তয়ামি গতিস্তস্য ন গতিং বেদ্মি চোত্তমাম্ ।
যথাজ্ঞানং তু বক্ষ্যামি পুরুষং তু সনাতনম্ ॥ ৮

ওঙ্কারং যজ্ঞপুরুষং স বৈ পুরুষঃ স্মৃতঃ
মহাপুরুষসংজ্ঞং স বিভর্ত্যোজঃ সনাতনঃ ॥ ৯

একপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[ব্রহ্মা ও রুদ্রের সংবাদে নারায়ণের মহিমা বিশেষরূপে বর্ণন]

ব্রহ্মা বলিলেন,—পুত্র! এই বিষয়ই পুরুষ বেত্তাদের সনাতন, অধিকারী, অবিনাশী, অক্ষয়ের এবং সর্বব্যাপী বলিয়া কথিত হন্। আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১

সৎপুত্রস্বরূপ! তুমি, আমি অথবা অন্য ব্যক্তিগণও সেই সকল নির্গুণ বিশ্বাত্মা পুরুষকে এই চর্মচক্ষুর দ্বারা দেখিতে সমর্থ নহি। তিনি জ্ঞানের দ্বারাই দর্শনলাভের যোগ্য। ২

তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিন শরীর রহিত হইলেও সমস্ত শরীরেই বাস করেন এবং সেই সব শরীরে থাকিয়াও তিনি কোনও কর্মের দ্বারা লিপ্ত হন্ না। ৩

তিনি আমার, তোমার ও অন্য যে সব দেহধারী সর্বোবিশিষ্ট জীব আছে, তাহাদের সকলের অন্তরাত্মা। সকলের সাক্ষী সেই সর্বোত্তম শ্রীহরি কোথাও কাহারও দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য হন্ না। ৪

সম্পূর্ণ বিশ্বই তাঁহার মস্তক, বাহু, পদ, নেত্র ও নাসিকা। সেই অক্ষরবিধারী একমাত্র পুরুষোত্তম সমস্ত ক্ষেত্রেই (দেহেই) সুখের সহিত বিচরণ করেন। ৫

সেই যোগাত্মা শ্রীহরি ক্ষেত্রসমূহ সমস্ত শরীর ও শুভাশুভ কর্মফল তাবতের কারণকেও জানেন, এইজন্য তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন। ৬

সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে কেহই ইহা জানিতে পারে না যে, তিনি কিভাবে শরীরে আসেন এবং কিভাবে চলিয়া যান? আমি ক্রমশঃ সাংখ্য ও যোগের বিধির দ্বারা তাঁহার গতির চিন্তা করি; কিন্তু সেই উৎকৃষ্ট গতিকে বুঝিতে পারি নাই। তথাপি আমার যেরূপ অনুভব হইয়াছে, তদনুসারে সেই সনাতন পুরুষের বর্ণনা করিতেছি। ৭-৮

তাঁহার ওঙ্কারত্ব আছে, আমার ব্রহ্মত্ব আছে, সেইজন্যই তিনি একমাত্র পুরুষ বলিয়া অভিহিত হন। এই সনাতন শ্রীহরিই মহাপুরুষ নাম ধারণ করেন। ৯

একো হুতাশো বহুধা সমিধ্যতে
একঃ সূর্যস্তপসো যোনিরেকা।
একো বায়ুর্বহুধা যাতি লোকে
সর্বোদধিশ্চাত্মসাং যোনিরেকঃ।
পুরুষশ্চৈকো নির্গুণো বিশ্বরূপ-
স্তং নির্গুণং পুরুষমাবিশন্তি ॥১০

ছিত্ত্বা গুণময়ং সর্গং ত্যক্ত্বা ছিত্ত্বা শুভাশুভম্।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা এবং ভবতি নির্গুণঃ ॥১১

অচিন্ত্যং চাপি তং জ্ঞাত্বা ভাবসূক্ষ্মং চতুষ্টয়ম্।
বিচরেদ্ যোঽসমুদ্রুদ্ধঃ স গচ্ছেৎ পুরুষং শুভম্ ॥ ১২

এবং হি পরমাত্মানং কেচিদিচ্ছন্তি পণ্ডিতাঃ
একাত্মানং তথাঽন্যেঽন্যমপরে জ্ঞানচিন্তকাঃ ॥ ১৩

তত্র যঃ পরমাত্মা হি স নিত্যং নির্গুণঃ স্মৃতঃ।
ন হি নারায়ণো জ্ঞেয়ঃ সর্বাত্মা পুরুষো হি সঃ ॥ ১৪

ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।
কর্মাত্মা ত্বপরো যোঽসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে ॥১৫

স সপ্তদশকেনাপি রাশিনা যুজ্যতে চ সঃ।
এবং বহুবিধঃ প্রোক্তঃ পুরুষস্তে যথাক্রমম্ ॥ ১৬

যং তং কৃৎস্নং লোকতন্ত্রস্য ধাম
বেদ্যং পরং বোধনীয়ং স বোদ্ধা।
যজ্ঞা যজ্ঞব্যাঃ প্রাশিতা প্রাশনীয়ং
ঘ্রাতা ঘ্রেয়ং স্পর্শিতা স্পর্শনীয়ম্ ॥ ১৭

দ্রষ্টা দ্রষ্টব্যঃ শ্রাবিতা শ্রাবণীয়ং
জ্ঞাতা জ্ঞেয়ং সগুণং নির্গুণঞ্চ।
যদ্ বৈ প্রোক্তং ভাত সম্যক্ প্রধানং
নিত্যং চৈতজ্জ্ঞাবতং চাদ্যরূপ ॥ ১৮

অগ্নি একই কিন্তু সেই অগ্নি অনেকরূপে সঞ্চালিত ও প্রকাশিত হয়। একই সূর্য সমস্ত জগতে তাপদান করে এবং উহাকে প্রকাশিত করে। তদ্রূপ অনেক প্রকারের আছে, কিন্তু উহার মূল একই একই বায়ু এই জগতে বিবিধরূপে প্রবাহিত হয় এবং সমস্ত জলের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান সমুদ্রও এক-ই সেইরূপ এই নির্গুণ বিশ্বরূপ পুরুষও এক-ই। এই নির্গুণ পুরুষেই সকলের লয় হয় ॥ ১০

দেহ, ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত জগৎস্থ পদার্থসমূহের মমতা পরিত্যাগ করিয়া শুভাশুভ কর্ম ত্যাগ করত এবং সত্য ও মিথ্যা উভয়ই পরিহার করিয়া কোনও সাধক নির্গুণ হইতে পারেন ॥ ১১

যিনি চারিপ্রকার সূক্ষ্ম ভাবযুক্ত সেই নির্গুণ পুরুষকে অচিন্তনীয় জানিয়া অন্তর্যামিযুক্ত হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই কল্যাণময় পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ১২

এইরূপ কত বিদ্বান্ (নিজ হইতে ভিন্ন) পরমাত্মাকে লাভ করিতে বাসনা করেন। কত বিদ্বান্ নিজ হইতে অভিন্ন পরমাত্মা একাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করেন এবং অন্য বিচারপরায়ণ বিদ্বান্‌গণ কেবল আত্মাকেই জানিতে ও লাভ করিতে ইচ্ছা করেন ॥ ১৩

ইহার মধ্যে যিনি পরমাত্মা, তিনিই নিত্য নির্গুণ বলিয়া কথিত হন। তাঁহাকেই নারায়ণ নামে জানিতে হইবে। ইনিই সর্বাত্মা পুরুষ ॥১৪

যেরূপ পদ্মের পত্র জলের মধ্যে থাকিয়াও উহাতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ পরমাত্মা কর্মফলের দ্বারা লিপ্ত হন না। কিন্তু যিনি কর্মের কর্তা এবং বন্ধন ও মোক্ষের সহিত নিজের সম্বন্ধযুক্ত করেন, সেই জীবাত্মা তাঁহা হইতে ভিন্ন ॥ ১৫

তাঁহার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ তত্ত্বের রাশিভূত সূক্ষ্ম শরীরের সহিত সংযোগ হয়। ইনিই কর্মভেদে হেয়, ভিন্নাক্ ইত্যাদি ভাবসমূহ প্রাপ্ত হওয়ায় বহুবিধ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এইভাবে তোমাকে ক্রমশঃ পুরুষের একত্ব ও অনেকত্বের কথা বলা হইল ॥১৬

যিনি লোকতন্ত্রের সম্পূর্ণ ধাম বা প্রকাশক, সেই পরম পুরুষই বেদনীয় (জানিবার যোগ্য) পরম তত্ত্ব। তিনি জ্ঞাতা ও তিনিই জ্ঞাতব্য। তিনিই মননকারী ও মননীয় বস্তু। তিনিই ভোক্তা ও ভোজ্য পদার্থ। তিনিই আঘ্রাণকারী ও আঘ্রেয় বস্তু এবং তিনিই স্পর্শকারী ও স্পর্শযোগ্য বস্তু ॥ ১৭

তিনিই দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য। তিনিই শ্রোতা ও শ্রোতব্য। তিনিই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু এবং তিনিই সগুণ ও নির্গুণ। তাত! যাঁহাকে সম্যক্ প্রধান তত্ত্ব বলা হয়, তিনিই এই পুরুষ এবং তিনিই নিত্য সনাতন ও অবিনাশী তত্ত্ব ॥ ১৮

যদ্ বৈ পুত্রে পাদুরাজ্ঞা বিধানং
তদ্ বৈ বিপ্রাঃ প্রথমন্তেঽবিকল্পম্
যদ্ বৈ লোকে বৈদিকা কর্ম সাধু
আশীর্যুক্তা ভক্তি তস্যৈব ভাষ্যম্ ॥১৯

দেবাঃ সর্বে মুনয়ঃ সাধু শান্তা-
স্তা প্রাবর্তন্ যজ্ঞভাগৈর্বহন্তে ।
অহং ব্রহ্মা আত্ত ঈশ্বরঃ প্রজানাং
তস্মাজ্জাতস্তুঞ্চ মত্তঃ প্রসূতঃ । ২০

মত্তো জগজ্জজ্ঞমং স্থাবরঞ্চ
সর্বে বেদাঃ সহযজ্ঞা হি পুত্র । ২১

চতুর্বিভক্তঃ পুরুষঃ স ক্রীড়তি যথেচ্ছতি
এবং স ভগবান্ বেদ জ্ঞানেন প্রতিবোধিতঃ । ২২

এতৎ তে কথিতং পুত্র যথাবদনুপৃচ্ছতঃ
সাংখ্যজ্ঞানে তথা যোগে যথাবদনুবর্ণিতম্ । ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নারায়ণীয়ে সমাপ্তৌ
একপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ । ৩৫১

তিনি বিধাতা আমার আদি বিধান (উৎপাদন) করিয়াছেন। বিধান যাহাকে তাঁহারাই অবিকল বলেন জগতে সকলে জানে যে বৈদিক সংকর্ম করা হইয়া থাকে, তাহা এই অবিকল পুরুষের প্রসন্নতারই জন্য—এরূপ চিন্তা করা কর্তব্য । ১৯

সমস্ত দেবতা এবং শান্তস্বভাব মুনিগণ যজ্ঞভাগ-সমূহের দ্বারা ইঁহারই পূজা করেন। আমি প্রজাগণের আদি ঈশ্বর ব্রহ্মা সেই পরম পুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি এবং আমা হইতেই তোমার উৎপত্তি হইয়াছে । ২০

পুত্র ! আমা হইতেই এই চরাচর জগৎ ও বেদসহ সম্পূর্ণ বেদ উদ্ভূত হইয়াছে । ২১

বাসুদেবাদি চার মূর্তি বিভক্ত সেই পুরুষই যেরূপ ইচ্ছা হয়, সেইরূপে ক্রীড়া করেন। এইভাবে সেই ভগবান্ নিজেই জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হইয়া থাকেন । ২২

পুত্র ! তোমার প্রশ্নানুসারে আমি যথাযথভাবে এই সব কথা বলিলাম সাংখ্য ও যোগে এই বিষয় যথাযথরূপে বর্ণিত হইয়াছে । ২৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে নারায়ণের মহিমার উপসংহার-বিষয়ক একপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

দ্বিপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[নারদেন বাসবায়োঞ্ছবৃত্তি-ব্রাহ্মণস্য বৃত্তান্তং শ্রাবয়িতুমুপক্রমঃ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ধর্মাঃ পিতামহেনোক্তা মোক্ষধর্মাশ্রিতাঃ শুভাঃ ।
ধর্মমাত্মবিদাং শ্রেষ্ঠং বক্তুমর্হসি মে ভবান্ । ১

ভীষ্ম উবাচ ।

সর্বস্য বিহিতো ধর্মঃ স্বর্গঃ সত্যফলং মহৎ ।
যজ্ঞযাজ্ঞাদিভিস্তাত বেদোক্তৈর্বিধিকল্পকৈঃ । ২

ধর্মস্য তপসো যজ্ঞস্য চাপি বিধিরুচ্যতে ।
যস্মিন্ যস্মিংশ্চ বিষয়ে যো যো যাতি বিনিশ্চয়ম্ ।
স তমেবাভিজানাতি নান্যঃ তত্ত্বতঃ পুমান্ । ৩

ইচ্ছাম্যহং ত্বাং নরব্যাঘ্র শ্রোতুমর্হসি মে কথাম্ ।
পুরা পঠিতাং কথিতাং নারদেন মহর্ষিণা । ৪

দ্বিপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

[নারদ কর্তৃক ইন্দ্রকে উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণের কথা শুনাইবার উপক্রম ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! আপনি যে সব কল্যাণময় মোক্ষধর্মসম্বন্ধী কথা বর্ণনা করিলেন, আমি সে সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি । এখন আপনি আত্মস্বরূপজ্ঞানকারী মনুষ্যগণের পক্ষে যাহা সর্বাপেক্ষা উত্তম ধর্ম, তাহার উপদেশ করুন । ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! সকল আশ্রমেই স্বর্গের বিধান আছে, সকলেরই ফলও স্বর্গ ও মহান্ সত্যফল মোক্ষেরও সাধন আছে । ধর্মের তপ, যজ্ঞ, ব্রতাদি বহু দ্বার (উপায়) আছে, অতএব এই জগতে ধর্মের কোনও ক্রিয়াই বিফল হয় না । ২

ভরতশ্রেষ্ঠ ! যে যে মানুষ যে যে বিষয়—স্বর্গ বা মোক্ষের জন্য সাধন করত উহাতে সুনিশ্চিত সফলতা লাভ করে, সেই সাধন বা ধর্মকে সে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই মনে করে, অন্য কাহাকেও নহে । ৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! এ বিষয়ে আমি তোমাকে একটি কথা শুনাইব, উহা শ্রবণ কর। পুরাকালে মহর্ষি নারদ এই কথা বলিয়াছিলেন । ৪

মহর্ষির্নারদো রাজন্ সিদ্ধস্ত্রৈলোক্যসম্মতঃ
পর্য্যেতি ক্রমশো লোকান্ বায়ুরব্যাহতো যথা ॥ ৪

স কদাচিদ্বরেষাস দেবরাজালয়ং প্রভুঃ।
সংকৃতশ্চ মহেন্দ্রেণ প্রজ্ঞাসমগতোঽভবৎ ॥ ৬

তং কৃতজ্ঞলমাসীনং পর্য্যপৃচ্ছচ্ছচীপতিঃ।
মহর্ষে কিন্বিদাশ্চর্য্যমস্তি দৃষ্টং বরানিহ ? ৭

যদা ত্বমপি বিপ্রর্ষে ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্
জ্ঞাতুকৌতূহলো নিত্যং সিদ্ধস্তদসি সাক্ষিবৎ ॥ ৮

ন হ্যত্রাবিদিতং লোকে দেবর্ষে তব কিঞ্চন।
উক্তং বাপ্যনুক্তং বা দৃষ্টং বা কথয়স্ব মে ॥ ৯

তস্মৈ রাজন্ পুরেন্দ্রায় নারদো বদতাং বরঃ।
আসীনায়োপপন্নায় প্রোক্তবান্ বিপুলাং কথাম্ ॥ ১০

যথা যেন চ কল্পেন স তস্মৈ দ্বিজসত্তমঃ।
কথাং কথিতবান্ পৃষ্টস্তথা তমপি মে শৃণু ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে
দ্বিপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫২

রাজন্! মহর্ষি নারদ তিন লোকের দ্বারা সম্মানিত সিদ্ধ পুরুষ। বায়ুর ন্যায় তাঁহার সর্বত্র অব্যাহত গতি আছে। তিনি ক্রমশঃ সকল লোকেই পরিভ্রমণ করেন। ৪

মহাবাহু নৃপ! এক সময় সেই নারদ দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে গমন করেন। ইন্দ্র তাঁহাকে নিজের নিকটে বসাইয়া অতিথ্য দ্বারা সৎকার করিলেন। ৬

যখন নারদ আরাম বসিয়া বিশ্রাম করিলেন, তখন শচীপতি ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিপ্রবর ঋষে! এখানে কি আপনি কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখিয়াছেন? ৭

ব্রহ্মর্ষে! আপনি নিত্য পুরুষ এবং কৌতূহলবশতঃ চরাচর প্রাণিগণে যুক্ত তিন লোকে সর্বদা সাক্ষীর ন্যায় বিচরণ করেন। ৮

দেবর্ষে! জগতে এমন কোন বিষয় নাই, যাহা আপনি জানেন না। যদি আপনি কোন অদ্ভুত বিষয় দেখিয়া থাকেন, শুনিয়া থাকেন অথবা অনুভব করিয়া থাকেন, তবে উহা আমাকে বলুন। ৯

রাজন্! তিনি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারদ নিজের নিকটে উপবিষ্ট পুরেন্দ্রকে এক বিস্তৃত কথা বলিলেন। ১০

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলে পর নারদ তাঁহাকে যেরূপ ও যে রীতিতে সেই কথা বলিয়াছিলেন, সেইরূপেই আমিও তোমাকে বলিব। তুমি আমার কথিত সেই বিষয় একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ১১

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মহাপদ্মপুরে কস্যচিৎ শ্রেষ্ঠিনঃ ব্রাহ্মণস্য সদাচারবর্ণনম্, তস্য গৃহে অতিথেরাগমনকথনঞ্চ]

ভীষ্ম উবাচ।

আসীৎ কিল নরশ্রেষ্ঠ মহাপদ্মে পুরোত্তমে
গঙ্গায়া দক্ষিণে তীরে কশ্চিদ্ বিপ্রঃ সমাহিতঃ। ১
সৌম্যঃ সোমাধ্বরে বেদে শতাত্মা ছিন্নসংশয়ঃ
ধর্মনিত্যো জিতক্রোধো নিত্যাত্মুল্লো জিতেন্দ্রিয়ঃ। ২
তপঃস্বাধ্যায়নিরতঃ সত্যঃ সজ্জনসম্মতঃ
ন্যায়প্রাপ্তেন বিত্তেন যেন শীলেন চান্বিতঃ। ৩
জাতিসম্বন্ধিবিপুলে সদাচারসমন্বিতে
কুলে মহতি বিখ্যাতে বিশিষ্টাং বৃত্তিমাশ্রিতঃ। ৪
স পুত্রান্ বহুলান্ দৃষ্ট্বা বিপুলে কর্মণি স্থিতঃ।
কুলধর্মাশ্রিতো রাজন্ ধর্মচর্যাস্থিতোঽভবৎ। ৫

ততঃ স ধর্মং বেদোক্তং তথা শাস্ত্রোক্তমেব চ
শিষ্টাচীর্ণঞ্চ ধর্মঞ্চ ত্রিবিধং চিন্তয়ন্ চেতসা। ৬
কিন্নু মে সাধুকৃতং স্যাৎ কিং কৃতং কিং পরায়ণম্।
ইত্যেবং বিস্মৃতে নিত্যং ন চ যাতি বিনিশ্চয়ম্। ৭
তস্যৈবং বিস্মমানস্য ধর্মং পরমমাস্থিতঃ।
কদাচিদতিথিঃ প্রাপ্তো ব্রাহ্মণঃ সুসমাহিতঃ। ৮
স তস্মৈ সৎক্রিয়াং চক্রে ক্রিয়াবৃক্তেন হেতুনা।
বিশ্রান্তং সুসমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ। ৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে
ত্রিপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫৩ ॥

ত্রিপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[মহাপদ্মপুরে এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সদাচার বর্ণন এবং তাঁহার গৃহে অতিথির আগমন কথন।]

ভীষ্ম বলিলেন,— নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! (নারদ যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ—) গঙ্গার দক্ষিণ তীরে মহাপদ্ম নামে কোন এক নগর আছে। সেখানে এক ব্রাহ্মণ বাস করেন। তিনি একাগ্রচিত্ত ও সৌম্যস্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাঁহার জন্ম চন্দ্রের কুলে—অত্রিগোত্রে হইয়াছিল। বেদে তাঁহার উত্তম গতি ছিল এবং তাঁহার মনে কোনও সংশয় ছিল না। তিনি সদা ধর্মপরায়ণ, ক্রোধহীন, নিত্য সন্তুষ্ট, জিতেন্দ্রিয়, তপ ও স্বাধ্যায়ে নিরত, সত্যবাদী এবং সৎপুরুষগণের সম্মানের পাত্র ছিলেন। তিনি ন্যায়োপার্জিত ধনসম্পন্ন ও ব্রাহ্মণোচিত শতাবয়বিশিষ্ট ছিলেন ॥১-৩

তাঁহার কুলে জাতি ও সম্বন্ধিগণের সংখ্যা অধিক ছিল। তাঁহারা সকলেই সদ্বংশপ্রধান সৎপুরুষদিগের আচার অবলম্বন করত শ্রেষ্ঠ জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। সেই মহৎ ও বিখ্যাত কুলে বাস করিয়া তিনি উত্তম জীবননির্বাহ করিতে লাগিলেন ॥৪

ব্রাহ্মণ! তিনি দেখিলেন যে, আমার বহু পুত্র জন্মিয়াছে, তখন তিনি লৌকিক কার্য হইতে বিরত হইয়া মহৎ কর্মে নিরত হইলেন এবং কুলধর্ম অবলম্বন করিয়া ধর্মাচরণ করিতে লাগিলেন ॥৫

তদনন্তর তিনি বেদোক্ত ধর্ম, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম ও শিষ্ট পুরুষগণের দ্বারা আচরিত ধর্ম— এই তিন প্রকারের ধর্মকে মনে মনে বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৬

কি করিলে আমার কল্যাণ হইবে? আমার কি কর্তব্য এবং কি আমার পরম আশ্রয়? এইরূপ তিনি সর্বদা চিন্তা করিতে করিতে বিস্মৃত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু তিনি কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না ॥৭

একদিন যখন তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অভিনিবিষ্ট হইতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার গৃহে এক পরম ধর্মাত্মা ও একাগ্রচিত্ত ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৮

ব্রাহ্মণ সেই অতিথিকে ক্রিয়াযুক্ত হেতুর দ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে আদর-সৎকার করিলেন এবং যখন তিনি সুখের সহিত বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। তখন তাঁহাকে ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলেন ॥৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অতিথিনা স্বর্গস্য বিভিন্নমার্গাণাং বর্ণনম্]

ব্রাহ্মণ উবাচ।

সমুৎপন্নাভিধানোঽস্মি বান্ধাধুর্যেণ তেঽনঘ
মিত্রদ্রুমভিপন্নস্তু কিঞ্চিদ্ বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু। ১
গৃহস্থধর্মং বিপ্রেন্দ্র কৃত্বা পুত্রগতং ত্বয়ম্।
ধর্মং পরমকং দুর্যাং কো হি মার্গো ভবেদ্ দ্বিজ। ২
অহমাস্থানমাস্থায় এক এবাস্মনি স্থিতিম্।
কর্তুং কাঙ্ক্ষামি নেচ্ছামি বৃদ্ধঃ সাধারণৈর্গুণৈঃ। ৩
যাবদেতদতীতং মে বয়ঃ পুত্রফলাশ্রিতম্
তাবদিচ্ছামি পাথেয়মাদাতুং পারলৌকিকম্। ৪
অস্মিন্ হি লোকসঙ্কাশে পরঃ পারমতীন্দ্রিয়ঃ।
উৎপন্না মে মতিরিয়ং কৃতো ধর্মেষু বঃ শ্রমঃ। ৫
সংযুক্তামানামি নিশম্য লোকে
নির্যাতামানামি চ সাত্ত্বিকামি।
পৃষ্টো ত্বং ধর্মজ্ঞকৃতাগমানাং
প্রকীর্ত্যমানাসুপরি প্রজানাম্। ৬
ন মে মনো বক্ষ্যতি ভোগকালে
পৃষ্টা বয়ং প্রার্থয়তঃ পরত্র
জ্ঞেনাভিধে বুদ্ধিবলাশ্রয়েণ
ধর্মেণ ধর্মে বিনিযুঙ্ক্ষ্ব মাং ত্বম্। ৭
সোঽতিথির্বচনং তস্য শ্রুত্বা ধর্মাভিভাষিণঃ
প্রোবাচ বচনং ব্রহ্মন্ প্রাজ্ঞো মধুরয়া গিরা। ৮

অতিথিরুবাচ।

অহমপ্যত্র মুহ্যামি মমাপ্যেষ মনোরথঃ
ন চ সংনিশ্চয়ং যামি বহুধাত্মে ত্রিবিষ্টপে। ৯
কেচিল্লোকাঃ প্রশংসন্তি কেচিদ্ যজ্ঞফলং দ্বিজাঃ
বানপ্রস্থাশ্রয়াঃ কেচিদ্ গার্হস্থ্যং কেচিদাস্থিতাঃ। ১০

ধর্মযুক্ত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কোন্ কোন্ লোক হইতে আসিয়াছ? ৪

যখন আমি শুনি যে সংসারে বিভিন্নমুখের সম্পর্কে আসিয়া সাত্ত্বিক পুরুষগণও নানাবিধ যাতনা ভোগ করেন এবং যখন দেখি যে, সমস্ত প্রজাগণের উপর যমরাজের সমতা উপস্থিতে থাকে, তখন এই ভোগকালে ভোগসমূহ প্রাপ্ত হইলেও উহা ভোগ করিবার রুচি আর আমার মনে হয় না। যখন সন্ন্যাসিগণকেও অপরের দ্বারে অন্ন-বস্ত্রের ভিক্ষা করিতে দেখি, তখন সেই সন্ন্যাসধর্মেও আমার মন আসক্ত হইতেছে না। অতিথিদেব! অতএব আপনি আপনারই বুদ্ধিবলে এখন আমাকে ধর্মোপদেশের দ্বারা কোন এক শ্রেষ্ঠ ধর্মে নিযুক্ত করুন। ৬-৭

ধর্মযুক্ত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সেই ব্রাহ্মণের কথা শ্রবণ করিয়া সেই বিদ্বান্ অতিথি মধুর বাক্যে এই উত্তম কথা বলিলেন। ৮

অতিথি বলিলেন,—বিপ্রবর! আমারও এইরূপই মনোরথ। আমিও আপনারই ন্যায় শ্রেষ্ঠ ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অভিলাষী; কিন্তু আমারও এ বিষয়ে মোহ উপস্থিত হইয়াছে। স্বর্গের অনেক দ্বার (সাধন), অতএব কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব? ইহার কোনও নিশ্চয় আমি করিতে পারিতেছি না? ৯

বহু দ্বিজ মোক্ষের প্রশংসা করেন, আবার কেহ যজ্ঞফলের প্রশংসা করেন। কেহ বানপ্রস্থধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কেহ আবার গার্হস্থ্যধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। ১০

রাজধর্মাশ্রয়ঃ কেচিৎ কেচিদাত্মফলাশ্রয়ম্ ।
গুরুধর্মাশ্রয়ঃ কেচিৎ কেচিদ্ বাক্সংযমাশ্রয়ম্ ॥ ১১
মাতরং পিতরং কেচিচ্ছুশ্রূষন্তো দিবং গতাঃ
অহিংসয়া পরে স্বর্গং সন্তোষেণ তথা পরে ॥ ১২
আহবেষ্বভিমুখাঃ কেচিদ্বিহস্তাস্ত্রিদিবং গতাঃ
কেচিদ্ব্রহ্মব্রতৈঃ সিদ্ধাঃ স্বর্গমার্গং সমাশ্রিতাঃ ॥ ১৩
কেচিদ্বনাশনে যুক্তা বেদস্তুতপরাঃ শুভাঃ
বুদ্ধিমন্তো গতাঃ স্বর্গং পুষ্টাত্মানো জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১৪
আর্জবেনাপরে যুক্তা নিহতানার্জবৈর্জনৈঃ
জন্তবো নাকপৃষ্ঠে বৈ শুদ্ধাত্মানঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৫
এবং বহুবিধৈর্লোকৈর্ধর্মদ্বারৈরনাবৃতৈঃ ।
মহাত্মভির্নিষেবিতা বেদবেদেষু বায়ুনা ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে
চতুঃপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫৪

কেহ রাজধর্ম, কেহ আত্মজ্ঞান, কেহ গুরুসেবা এবং কেহ বাক্যসংযম অবলম্বন করেন । ১১

বহু মানব মাতা পিতার সেবা করিয়াই স্বর্গে গমন করেন । কেহ আবার অহিংসার দ্বারা এবং কেহ সন্তোষ দ্বারাই স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন । ১২

বহু বীরপুরুষ যুদ্ধে শত্রুগণের সম্মুখীন হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়া স্বর্গলোকে উপনীত হন । বহু মানব উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া স্বর্গগামী হন । ১৩

কিন্তু বুদ্ধিমান্ পুরুষ সদাচারিত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বেদোক্ত ব্রত পালন এবং যাজ্ঞা করিতে করিতে কালযাপন করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন । ১৪

বহু সরল ও শুদ্ধাত্মা পুরুষ সত্যের দ্বারা যুক্ত হইয়া কুটিল ব্যক্তিগণের দ্বারা নিহত হইয়াছেন এবং স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন । ১৫

এইভাবে ধর্মের বিবিধ ও বহু দ্বার উন্মুক্ত আছে ; কিন্তু সেই সবের দ্বারাও আমার মন সেইরূপ উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, যেরূপ বায়ুর দ্বারা বেদসমূহ ইতস্ততঃ বাহিত হয় । ১৬

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

অতিথিনা নাগরাজ-পদ্মনাভস্য সদাচারাণাং সদ্গুণানাঞ্চ বর্ণনম্, তৎসমীপে গমনায় ব্রাহ্মণায় প্রেরণাদানঞ্চ]

অতিথিরুবাচ ।

উপদেশং তু মে বিপ্র কর্তুমিচ্ছেঃ যথাক্রমম্
গুরুণা যে যথাখ্যাতমর্থতত্ত্বং তু মে শৃণু ॥ ১
যত্র পূর্বাভিসর্গে বৈ ধর্মচক্রং প্রবর্তিতম্ ।
নৈমিষে গোমতীতীরে তত্র নাগাহ্বয়া পুরম্ ॥ ২
সমবেতৈস্ত্রিদশৈস্তত্র ইষ্টমাসীদ্ বিজর্ষভ ।
যজ্ঞেশ্বরাভিক্রমঃ চক্রে যাজ্ঞায়া রাজসত্তমঃ ॥ ৩
কৃতাধিবাসো ধর্মাত্মা তত্র চক্ষুঃশ্রবা মহান্
পদ্মনাভো মহানাগঃ পদ্ম ইত্যেব বিশ্রুতঃ ॥ ৪

পঞ্চপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

[অতিথি কর্তৃক নাগরাজ পদ্মনাভের সদাচার ও সদ্গুণসমূহের বর্ণনা এবং উহার নিকট যাইবার জন্য ব্রাহ্মণকে প্রেরণাদান ।]

অতিথি বলিলেন,—বিপ্রবর ! আমার গুরু এ বিষয়ে যে অর্থপূর্ণ উপদেশ বলিয়াছিলেন, তাহাই আমি তোমাকে এখন ক্রমশঃ উপদেশ করিব । তুমি আমার সেই কথা শ্রবণ কর ॥ ১

বিপ্রশ্রেষ্ঠ ! পুরাকালে যে স্থানে প্রজাপতি ধর্মচক্র প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, সমস্ত দেবতাগণ যে স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং যেখানে রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞাতা যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন, সেই নৈমিষারণ্যে গোমতী নদীর তীরে নাগপুর নামে এক নগর আছে ॥ ২-৩

সে স্থানে এক ধর্মাত্মা সর্প নিবাস করেন । সেই মহানাগের নাম পদ্মনাভ ; কিন্তু পদ্মনাভেই তাঁহার প্রসিদ্ধি আছে ॥ ৪

স বাচা কর্মণা চৈব মানসা চ দ্বিজর্ষভ
প্রসাদয়তি ভূতানি ত্রিবিধে কর্মণি স্থিতঃ। ৫
সান্ত্বা ভেদেন দানেন দণ্ডেনেতি চতুর্বিধম্
বিষয়স্থং সমস্থশ্চ চক্ষুর্ধ্যানেন রক্ষতি। ৬
তমতিক্রম্য বিদ্বিদ্বা প্রষ্টুমর্হসি কাল্পিতম্।
স তে পরমকং ধর্মং ন মিথ্যা দর্শয়িষ্যতি। ৭
স হি সর্বাতিথির্নাগো বুদ্ধিশাস্ত্রবিশারদঃ
গুণৈরনুপমৈর্যুক্তঃ সমস্তৈরাস্তিকাধিকৈঃ। ৮
প্রকৃত্যা নিত্যসলিলো নিত্যমধ্যয়নে রতঃ
তপোদমাভ্যাং সংযুক্তো বৃত্তেনানবরেণ চ। ৯

যজ্বা দানপতিঃ কান্তো বৃত্তে চ পরমে স্থিতঃ।
সত্যবাগমনসূয়ুশ্চ শীলবান্বিয়তেন্দ্রিয়ঃ। ১০
শেষান্নভোক্তা বচনানুকূলো
হিতার্থবোৎকৃষ্টকৃতাকৃতজ্ঞঃ
অবৈরকৃদ্ ভূতহিতে নিযুক্তো
গন্ধাশ্রমাস্তোঽভিজনোপপন্নঃ। ১১

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে
পঞ্চপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫৫ ॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পথ ধন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা কর্ম উপাসনা এবং জ্ঞান - এই তিনটি পথ আশ্রয় করিয়া সমস্ত ভূতগণকে প্রসন্ন করিতেছেন। ৫

তিনি বিষমতাপূর্ণ আচরণকারী মানুষকে সাম, দান, ভয় ও ভেদ নীতির দ্বারা সৎপথে আনয়ন করেন সমদর্শী ব্যক্তিগণকে রক্ষা করেন এবং নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে বিচারের দ্বারা কুপথ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। ৬

তুমি তাঁহার নিকট যাইয়া বিধি অনুসারে নিজের মনোগত প্রশ্ন কর। তিনি তোমাকে সর্বোত্তম ধর্ম দর্শন করাইবেন; মিথ্যা ধর্মের উপদেশ করিবেন না। ৭

সেই নাগ অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি সকলের অতিথিসৎকার করেন এবং সমস্ত অনুপম ও বাঞ্ছনীয় গুণসমূহে যুক্ত। ৮

স্বভাব তাঁহার জলের সমান উদার। তিনি সর্বদা স্বাধ্যায়ে নিরত থাকেন তিনি তপস্বী, ইন্দ্রিয়সংযমপরায়ণ ও উত্তম আচার সম্পন্ন। ৯

তিনি যজ্ঞানুষ্ঠানকারী, দানপতি, কমনীয়, শ্রেষ্ঠ সদাচার-সম্পন্ন, সত্যবাদী, দোষদৃষ্টিরহিত, শীলবান্ ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ।

তিনি যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, অনুকূল বাক্য বলেন, হিত ও মধুরভাষী থাকেন উৎকৃষ্ট কর্তব্য ও অকর্তব্য জানেন, কাহারও সহিত শত্রুতা করেন না। সমস্ত প্রাণিগণের হিতে নিরত থাকেন এবং তিনি গঙ্গার ন্যায় পবিত্র ও নির্মল কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন।

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[অতিথিবাক্যেন সন্তুষ্টস্য ব্রাহ্মণস্য নাগরাজগৃহাভিমুখং প্রস্থানম্]

ব্রাহ্মণ উবাচ

অতিথারোঽয়ং তস্যৈব তারাধিপতরপ্রভঃ মহৎ
পুরাদ্যাসকরং বাক্যমিদং মে ভবতঃ শ্রুতম্ । ১
অধ্বশ্রান্তস্য শয়নং স্নানশ্রান্তস্য চাসনম্ ।
তৃষিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধার্তস্য চ ভোজনম্ । ২
ঈপ্সিতস্যৈব সম্প্রাপ্তিরস্য সময়েঽতিথেঃ ।
এষিতস্যাত্মনঃ কালে বৃষ্টস্যেব সুতো যথা । ৩
মনসা চিন্তিতস্যেব প্রীতিস্তিষ্টতা দর্শনম্
প্রহ্লাদয়তি মাং বাক্যং ভবতা যদুদীরিতম্ । ৪
দত্তচক্ষুরিবাকাশে পশ্যামি বিমলাংশ্চ ষ
প্রজ্ঞানবচনাদ্ধোঽয়মুপসেদ্যো হি মে কৃতঃ । ৫
বাঢ়মেবং করিষ্যামি যথা মে ভাষতে ভবান্ ।
ইহাং হি রজনীং সাধো নিবসস্ব ময়া সহ । ৬
প্রভাতে যাস্যতি ভবান্ পর্য্যাপ্তঃ সুখোষিতঃ
অসৌ হি ভগবান্ সূর্য্যো মন্দরস্মিরবর্ত্ততে মুখঃ । ৭

ভীষ্ম উবাচ

ততস্তেন কৃতাতিথ্যঃ সোঽতিথিঃ শত্রুসূদন ।
উবাস কিল তাং রাত্রিং সহ তেন দ্বিজেন বৈ । ৮
চতুর্ব্বর্ষসংযুক্তং তয়োঃ কথয়তোস্তদা
ব্যতীতা সা নিশা কৃৎস্না সুখেন দ্বিষসোপমা । ৯
ততঃ প্রভাতসময়ে সোঽতিথিস্তেন পূজিতঃ
ব্রাহ্মণেন যথান্যায়ং স্বকার্য্যমভিকাঙ্ক্ষতা । ১০
ততঃ স বিপ্রঃ কৃতনিশ্চয়ঃ
কৃতাত্মযুক্তঃ স্বজনেন ধর্ম্মকৃৎ ।
যথোপদিষ্টং সুকৃতৈকনিশ্চয়ঃ
জগাম কালে সুকৃতৈকনিশ্চয়ঃ । ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপখ্যানে
ষট্পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ । ৩৫৬

ষট্পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[অতিথির কথায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণের নাগরাজের গৃহে অতিথ্যে প্রস্থান।]

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমার উপর অতিথির ভার অর্পিত হইয়াছিল, আপনি আজ আমাকে সেই গুরুভার অবতরণ করিলেন। আপনার যে কথা আমি শ্রবণ করিলাম, উহা অন্য ব্যক্তিগণেরও আশ্বাসজনক। ১

পথপরিশ্রান্ত ব্যক্তির নিকট শয্যা, স্নানপরায়ণ হইয়া শ্রান্ত ব্যক্তির নিকট বসিবার আসন, পিপাসিত ব্যক্তির নিকট জল এবং ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ভোজন লাভ হইলে যেরূপ সন্তোষ হইয়া থাকে, সেইরূপ সন্তোষ আমি আজ আপনার কথায় প্রাপ্ত হইলাম। ২

ভোজনের সময় মনোবাঞ্ছিত অন্ন প্রাপ্তি হইলে অতিথির, যথাসময়ে অভীষ্ট বস্তু লাভ হইলে নিজের মনের, পুত্রপ্রাপ্তি হইলে বৃদ্ধের এবং মনের দ্বারা যাহার চিন্তা করা হয়, সেই প্রেয়সী দ্বিজের দর্শন হইলে দ্বিজের যেরূপ আনন্দ হয়, আজ আপনি আমাকে যে কথা বলিলেন, তাহা আমাকে সেইরূপ আনন্দই দিতেছে। ৩-৪

আপনি অন্ধকে চক্ষুদানের ন্যায় আমাকে আজ এই উপদেশ দান করিলেন। আপনারই এই জ্ঞানময় বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই যেন ইহার ফল দেখিতেছি এবং এই ফল অবশ্যই হইবে বলিয়া বিচার করিতেছি। ৫

আপনি আমাকে যেরূপ উপদেশ দিলেন, আমি তাহা অবশ্যই পালন করিব। সাধো! এই ভগবান্ সূর্য্যদেব পশ্চিমমুখে অস্তাচলের দিকে গমন করিতেছেন, তাঁহার কিরণও মন্দ হইয়া গিয়াছে। অতএব আপনি এই রাত্রি আমার সহিত বাস করুন এবং সুখশয়নকালে বিশ্রাম করিয়া নিজের শ্রান্তি আপনোদন করুন। তারপর প্রাতঃকালে আপনি যাঁহা অভীষ্ট স্থানে গমন করিবেন। ৬-৭

ভীষ্ম বলিলেন—শত্রুসূদন! তদনন্তর সেই অতিথি সেই ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করত সেই রাত্রি সেখানে সেই ব্রাহ্মণেরই সহিত বাস করিলেন। ৮

মোক্ষধর্ম্মসম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করিতে করিতে তাঁহারা উভয়ে সেই সম্পূর্ণ রাত্রি দ্বিষেরই ন্যায় সুখের সহিত অতিবাহিত করিলেন। ৯

তারপর প্রভাত হইলে পর নিজের কার্য্যসিদ্ধিকামী সেই ব্রাহ্মণের দ্বারা যথাশক্তি সম্মানিত হইয়া সেই অতিথি চলিয়া গেলেন। ১০

তদনন্তর সেই ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ নিজের অভীষ্ট কার্য্য পূর্ণ করিবার নিশ্চয় করত স্বজনগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া অতিথি কর্ত্তৃক কথিত বাক্যানুসারে যথাসময়ে নাগরাজের গৃহের দিকে গমন করিলেন। তিনি নিজের শুভকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য তখন দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছিলেন। ১১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যান-বিষয়ক ষট্পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

[নাগপত্ন্যা ব্রাহ্মণস্য সৎকারঃ, বার্ত্তালাপানন্তরং নাগরাজাগমনস্য প্রতীক্ষা চ ;]

ভীষ্ম উবাচ

স বনানি বিচিত্রাণি তীর্থানি চ সরাংসি চ
অভিগচ্ছন্ ক্রমেণ স্ম কস্মিংশ্চিন্মুনুপস্থিতঃ ॥ ১
তং স তেন যথোদ্দিষ্টং নাগং বিপ্রেণ ব্রাহ্মণঃ ।
পর্য্যপৃচ্ছদ্ যথান্যায়ং শ্রুত্বৈব চ জগাম সঃ ॥ ২
সোঽভিগম্য যথান্যায়ং নাগায়তনমর্চ্চিতং ।
প্রোক্তবানহমস্মীতি ভোঃশব্দালঙ্কৃতং বচঃ ॥ ৩
তৎ তস্য বচনং শ্রুত্বা ন্যূনিশী ধর্মচারিণী ।
দর্শয়ামাস তং বিপ্রং নাগপত্নী পতিব্রতা ॥ ৪
সা তস্মৈ বিধিবৎ পূজাং চক্রে ধর্মপরায়ণা ।
স্বাগতেনাগতং কৃত্বা কিং করোমীতি চাব্রবীৎ ॥ ৫

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

বিশ্রান্তোঽভ্যর্চ্চিতশ্চাস্মি ভবত্যা শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভবতি দেবং নাগমকুণ্ঠনম্ ॥ ৬
এতদ্ধি পরমং কার্য্যমেতন্মে পরমেপ্সিতম্ ।
অনেন চার্থেনাস্মাহং সম্প্রাপ্তঃ পন্নগালয়ম্ ॥ ৭

নাগভার্য্যোবাচ ।

আর্য্যঃ সূর্য্যরথং বোঢ়ুং গতোঽসৌ মাসচারিকঃ ।
সপ্তাষ্টভিদিনৈর্বিপ্র দর্শয়িষ্যত্যসংশয়ম্ ॥ ৮
এতদ্ধি বিহিতমার্য্যস্য বিধাসক্রমবৎ তব ।
ভর্ত্তুর্ভবতু কিং চাস্তু ক্রিয়তাং তদ্ বদস্ব মে ॥ ৯

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

অনেন নিশ্চয়েনাহং সাধ্বি সম্প্রাপ্তবানিহ ।
প্রতীক্ষন্নাগমং দেবি যৎস্যাম্যস্মিন্ মহাবনে ॥ ১০
সম্প্রাপ্তেস্যৈব চার্য্যস্য বেদ্মোঽহমিহাগতঃ ।
মমাভিগমনং প্রাপ্তো বাচ্যশ্চ বচনং ত্বয়া ॥ ১১

সপ্তপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

[নাগপত্নীর দ্বারা ব্রাহ্মণের সৎকার এবং বার্ত্তালাপের পর ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নাগরাজের আগমনের প্রতীক্ষা]

ভীষ্ম বলিলেন,—ব্রাহ্মণ ! সেই ব্রাহ্মণ ক্রমশঃ অনেক বিচিত্র বন, তীর্থ ও সরোবরসকল অতিক্রম করিতে করিতে কোন এক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । ১

সেই মুনিকে ব্রাহ্মণ অভিবিধিপূর্ব্বক বনিত নাগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন মুনি যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, উহা যথাযথরূপে শ্রবণ করিয়া তিনি পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন ।২

নিজের প্রয়োজন যথাযথ ভাবে বুঝিতে সমর্থ সেই ব্রাহ্মণ বিধি অনুসারে যাত্রা করত নাগের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তিনি 'ভোঃ' শব্দের দ্বারা বিভূষিত বাক্য বলিয়া আহ্বান করিলেন কেহ আছেন ? এই আমি দ্বারে আসিয়াছি । ৩

তাঁহার সেই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মানুরাগিণী নাগরাজের পরমা সুন্দরী পতিব্রতা পত্নী সেই ব্রাহ্মণকে দর্শনদান করিলেন ।৪

সেই ধর্ম্মপরায়ণী সতী ব্রাহ্মণের বিধি অনুসারে পূজা করিলেন এবং শুভাগমনজনিত প্রশ্ন করিয়া বলিলেন আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি সেবা করিব ? ৫

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—দেবি ! আপনি মধুর বাক্যে আমার অভ্যর্থনা করিয়াছেন ও পূজা করিয়াছেন ! ইহাতে আমার পরিশ্রম লাঘব হইয়াছে । এখন আমি উত্তম নাগদেবের দর্শন লাভ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি । ৬

ইহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য এবং ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ মনোরথ । আমি এই উদ্দেশ্যেই এই নাগরাজের আশ্রমে আসিয়াছি । ৭

নাগপত্নী বলিলেন—বিপ্রবর ! আমার স্বামীর পতিদেব সূর্য্যদেবের রথবহনের জন্য গমন করিয়াছেন । মধ্যে একবার তাঁহাকে একমাস পর্য্যন্ত এই কার্য্য করিতে হয় । পনের দিনের মধ্যে তিনি এ স্থানে দর্শন দিবেন - ইহাতে কোনও সংশয় নাই ।৮

আমার পতিদেব—আর্য্যপুত্রের প্রবাসের এই কারণ আপনার জানা হইয়াছে । তাঁহার দর্শনলাভ ব্যতীত আর কি কার্য্য আছে ? ইহা আমাকে বলুন, আমি উহা পূর্ণ করিব । ৯

ব্রাহ্মণ বলিলেন, – সতী সাধ্বি দেবি ! আমি তাঁহাকে দর্শন করিবার নিশ্চয় করিয়াই এস্থানে আসিয়াছি ; অতএব তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিয়া আমি এই মহাবনে বাস করিব । ১০

যখন নাগরাজ এস্থানে আসিবেন, তখন তাঁহাকে শান্তভাবে এই কথা বলিবেন যে, আমি আসিয়াছি । আপনি তাঁহাকে এরূপ কথা বলিবেন, যাহাতে তিনি আমাকে দর্শন দেন । ১১

অহমপ্যত্র বৎস্যামি সোমত্যাঃ পুলিনে শুভে।
কালং পরিমিতাহারো যথোক্তং পরিপালয়ন্॥ ১২
ততঃ স বিপ্রস্তাং নাগীং সমাধায় পুনঃ পুনঃ।
তত্রৈব পুলিনং নদ্যাঃ প্রযযৌ ব্রাহ্মণর্ষভঃ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে
সপ্তপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৫৭

আবিও এখানে সোমতী নদীর সুন্দর তীরে পরিমিত আহার করত আপনার বিহিত নিয়মের প্রতীক্ষা করিতে করিতে বাস করিব। ১২

তখন সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ নাগপত্নীকে বারংবার (নাগরাজকে পরিত্যাগ করিবার জন্য) অনুরোধ করিয়া সোমতীনদীর তীরে গমন করিলেন। ১৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যান-বিষয়ক সপ্তপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

[নাগরাজঃ দ্রষ্টুং ব্রাহ্মণস্য তপস্যাং, তং ভোজয়িতুং নাগরাজপরিত্যাগায়াগ্রহপ্রকাশশ্চ]

ভীষ্ম উবাচ।

অথ তেন নরশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেন তপস্বিনা
নিরাহারেণ বসতা দুঃখিতাস্তে ভুজঙ্গমাঃ। ১
সর্বে সম্ভূয় সহিতা জ্ঞাতয়ো নাগসা বান্ধবাঃ
ভ্রাতরস্তনয়া ভার্য্যা যযুস্তং ব্রাহ্মণং প্রতি। ২
তেঽপশ্যন্ পুলিনে তস্য বৈ বিবিক্তে নিয়তব্রতম্
সমাসীনং নিরাহারং দ্বিজং জপ্যপরায়ণম্। ৩
তে সর্বে সমভিক্রম্য বিপ্রমর্চ্যা চাসকৃৎ।
ঊর্দ্ধবাক্যমনন্দিন্নমাবিশ্যেদং বান্ধবাঃ। ৪

ষষ্ঠো হি দিবসস্তেঽদ্য প্রাপ্তস্যোহ তপোধন
ন চাস্তিতায়সে কিঞ্চিদাহারং ধর্মবৎসল। ৫
অস্মানতিসৎকারাদি বরঞ্চ বয়মুপস্থিতাঃ
কার্য্যং চাতিথ্যমস্মাভির্বরং সর্বে কুটুম্বিনঃ। ৬
মূলং ফলং বা পর্ণং বা পয়ো বা দ্বিজসত্তম।
আহারয়েতোরং বা ভোক্তুমর্হসি ব্রাহ্মণ। ৭
ত্যক্তাহারেণ তপতা বনে নিবসতা ত্বয়া
বালবৃদ্ধমিদং সর্বং পীড্যতে ধর্মসঙ্কটাৎ। ৮

অষ্টপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[নাগরাজকে দর্শন করিবার জন্য ব্রাহ্মণের তপস্যা এবং তাঁহাকে ভোজন করাইবার জন্য নাগরাজের পরিত্যাগের আগ্রহ প্রকাশ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর সোমতীনদীর তীরে অবস্থান করত সেই ব্রাহ্মণ নিরাহার হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি ভোজন না করায় সেখানে অবস্থিত নাগগণের অতিশয় দুঃখ হইল। ১

তখন নাগরাজের বন্ধু, ভ্রাতা, পুত্র ও ভার্য্যাগণ সকলে মিলিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিলেন। ২

তাঁহারা দেখিলেন,—ব্রাহ্মণ সোমতী নদীর তীরে একান্ত-প্রদেশে শুভ ও নিয়ত আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া আহার বর্জন পূর্ব্বক উপবেশন করত মন্ত্র জপ করিতেছেন। ৩

অতিথিসৎকারের জন্য প্রসিদ্ধ নাগরাজের সকল বান্ধবগণ ব্রাহ্মণের নিকট গমন তাঁহাকে বারংবার পূজা করিয়া সন্দেহ-জনক বাক্য বলিলেন। ৪

ধর্মবৎসল তপোধন! আপনি এখানে ছয় দিন হইল আসিয়াছেন কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আপনি কোন কিছু ভোজন আনিবার জন্য আমাদের বলেন নাই। ৫

আপনি আমাদের গৃহে অতিথিরূপে আসিয়াছেন এবং আমরাও আপনার সেবা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। আপনার আতিথ্যসৎকার করা আমাদের কর্ত্তব্য; কারণ, আমরা সকলে গৃহস্থ। ৬

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদেব! আপনি ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য আমাদের আনীত ফল, মূল, শাক, দুগ্ধ অথবা জলই কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন। ৭

এই বনে বাস করিয়া আপনি ভোজন ত্যাগ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে আমাদের ধর্মপালনে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। বালক হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ পর্য্যন্ত আমরা সকলেই ইহার জন্য কষ্টভোগ করিতেছি। ৮

ন হি নো শ্রদ্দধা কশ্চিজ্জাতাপদানুতোঽপি বা
পূর্বাহ্ণে বা কুলে ভুঞ্জন দেবতাতিথিবন্ধুষু ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ

উপদেশেন ধর্মস্যাকমাহারোঽয়ং কৃতো ময়া
ক্ষিপ্রমঃ পন্নরাজ্ঞঃ বৈ নাগস্যাগমনং প্রতি ।
যস্তষ্টব্যোঽতিথিক্রাদ্ধে নাগমিক্ষুস্তি পন্নগঃ
তদাহারং করিষ্যামি তস্মিন্নিক্ষুমি ব্রতম ॥ ১০

আমাদের কুলে এমন কেহই নাই, যে কখনও শ্রদ্ধাশূন্য হইয়াছে, যাহার সন্তান হইয়া মরিয়া গিয়াছে, যে মিথ্যা কথা বলিয়াছে এবং যে দেবতা, অতিথি ও বন্ধুগণকে অন্নদানের পূর্ব্বেই নিজে ভোজন করিয়াছে ॥ ৯

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—নাগপত্নি ! আপনাদের এই উপদেশে আমি তৃপ্ত হইয়া গিয়াছি। আপনারা ইহা জানুন যে, আমি আহারই ত্যাগ করিয়াছি। নাগরাজের আগমনের আর কেবল এই রাত্রি অবশিষ্ট আছে ॥ ১০

যদি অতিরাত্রি অতিক্রান্ত হইয়া যাইলে নাগরাজ না আসেন, তবে আমি ভোজন করিব। তাঁহার আগমনের জন্যই আমি এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি ॥ ১১

আপনারা ইহার জন্য মনস্তাপ করিবেন না। আপনারা যেজন্যে আসিয়াছেন, সেইজন্যেই গৃহে ফিরিয়া যান। নাগরাজকে দর্শন করিবার জন্যই আমি এই সব ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। অতএব আপনারা ইহাকে ভঙ্গ করিবেন না ॥ ১২

মহর্ষে ! সেই ব্রাহ্মণ এইভাবে আবেদন করিলে পর নাগগণ সকলেই নিজেদের গৃহের জন্য ব্যস্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইলেন ॥ ১৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একোনষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

[নাগরাজের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনম্, পত্নীর সহ ধর্ম্মবিষয়ক আলাপঃ, ব্রাহ্মণায় দর্শনং দাতুং নাগরাজঃ প্রতি পত্ন্যা অনুরোধশ্চ ।]

ভীষ্ম উবাচ

অথ কালে বহুতিথে পূর্ণে প্রাপ্তে ভুজঙ্গমঃ
দত্ত্বাভ্যনুজ্ঞাঃ স্বং বেশ্ম কৃতকর্মা বিবস্বতা ॥ ১
তা ভার্যাপুত্রচক্রাম পাদশৌচাদিভির্গুণৈঃ ।
উপপন্নাঞ্চ তাঃ সাধ্বীঃ পত্নীঃ পর্য্যপৃচ্ছত ॥ ২

অথ ত্বয়সি কল্যাণি দেবতাতিথিপূজনে
পূর্ব্বমুক্তেন বিধিনা যুক্তা যুক্তেন মৎসদম্ ॥ ৩
ন ত্বদ্যাকৃতার্থেন স্ত্রীভূত্যা মার্দবীকৃতা
মদ্বিয়োগেন সুশ্রোণি বিমুক্তা ধর্মসেতুনা ॥ ৪

একোনষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[নাগরাজের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন, পত্নীর সহিত তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা এবং ব্রাহ্মণকে দর্শনদান করিবার জন্য নাগরাজকে পত্নীর অনুরোধ।

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! তদনন্তর তিনমাস পূর্ণ হইয়া যাইলে পর যখন নাগরাজের কার্য্য সম্পন্ন হইল, তখন সূর্য্যদেব তাঁহাকে গৃহে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলে তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ১

সেখানে নাগরাজের পত্নী পাদধৌত করিবার জন্য জল—পাদাদি শৌচের সামগ্রী সহিত পতির সেবায় উপস্থিত হইলেন নিজের সাধ্বী পত্নীকে নিকটে আসিতে দেখিয়া নাগরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২

কল্যাণি ! আমার দ্বারা বিধিযুক্ত উপযুক্ত বিধিপূর্ব্বক হইয়া তুমি আমার ন্যায় দেবতা ও অতিথিগণের পূজায় নিরত আছ ত' ? ৩

সুন্দরি ! আমার বিয়োগে তুমি উহা শিথিল করিয়া দাও নাই ত' ? তোমার স্ত্রীবুদ্ধির জন্য কোথাও ধর্ম্মের মর্য্যাদা অসম্মান বা অরক্ষিত থাকিয়া যায় নাই ত' এবং সেইজন্য তুমি ধর্ম্মপালনে বিমুখ হও নাই ত' ? ৪

নারদার্য্যোবাচ

শিল্পানাং গুরুশুশ্রূষা বিপ্রাণাং বেদধারণম্
ভৃত্যানাং স্বামিবচনং রাজ্ঞো লোকানুপালনম্ ॥ ৪
সর্বভূতপরিত্রাণং ক্ষত্রধর্ম ইহোচ্যতে
বৈশ্যানাং যজ্ঞসংবৃদ্ধিরাভিধেয়সমন্বিতা ॥ ৬
বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং শুশ্রূষা শূদ্রকর্ম তৎ
গৃহস্থধর্মো নাগেন্দ্র সর্বভূতাহিতৈষিতা ॥ ৭
নিয়তাহারতা নিত্যং ব্রতচর্যা যথাক্রমম্ ।
ধর্মো হি ধর্মসম্পন্নাদ্বিশিষ্যতে বিশেষতঃ ॥ ৮
অহং কস্য কুতো বাপি কঃ কো মে ইতি বেদিতি
প্রয়োজনমভিপ্রেত্য মোক্ষাশ্রমে বসেৎ ॥ ৯
পতিব্রতানাং ভার্য্যাণাং পরমো ধর্ম উচ্যতে
তদ্বোপদেশাদ্ধর্মজ্ঞ তচ্চ তদ্বেন বেদ্মি বৈ ॥ ১০
সাহং ধর্মং বিজানন্তী ধর্মনিত্যো ভৃশং স্থিতে ।

নারদার্য্যা বলিলেন, শিল্পগণের ধর্ম হইল গুরুসেবা করা, ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম হইল বেদসকলের ধারণ চিন্তা বেদের স্বাধ্যায় করা, দেবতাদিগের ধর্ম হইল প্রভূর আজ্ঞা পালন করা এবং রাজার ধর্ম হইল প্রজাবর্গকে সতত রক্ষা করা ॥ ৪

এ জগতে সমস্ত প্রাণিগণকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতিথি সৎকারের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করা হইল বৈশ্যদের ধর্ম ॥ ৬

নাগরাজ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের সেবা করা শূদ্রের কর্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং সমস্ত প্রাণিগণেরই হিতকামনা করা হইল গৃহস্থের ধর্ম ॥ ৭

নিয়মিত আহার করা এবং বিধিবৎ ব্রতচর্যা পালন করা সকলেরই ধর্ম। ধর্মপালনের দ্বারাই বিশেষভাবে ইন্দ্রিয়গণের বিশেষরূপে তৃপ্তি হয় ॥ ৮

আমি কাহার? কোথা হইতে আসিয়াছি? আমার কে? এবং এই জীবনের প্রয়োজন কি? ইত্যাদি বিষয় সর্বদা বিচার করিতে করিতে সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসাশ্রমে বাস করা উচিত ॥ ৯

নাগরাজ! পত্নীর পক্ষে পতিব্রতাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আপনার উপদেশে এই ধর্মকে আমি যথাযথভাবে জানিতে পারিয়াছি ॥ ১০

সৎপথং কথমুৎসৃজ্য যাস্যামি বিপথং পথঃ ॥ ১১
দেবতানাং মহাভাগ ধর্মচর্য্যায় ন ত্রুটিতে ।
অতিথীনাঞ্চ সৎকারে নিত্যযুক্তাস্মতন্দ্রিতা ॥ ১২
সপ্তাষ্টদিবসাস্তস্য বিপ্রসোঽভ্যাগতস্য বৈ ।
তচ্চ কার্য্যং ন মে খ্যাতি দর্শনং তস্য কাঙ্ক্ষতি ॥ ১৩
গোমত্যাস্তোয় পুলিনে তদ্দর্শনসমুৎসুকঃ
আসীনো বর্তয়ন্ ব্রহ্ম ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ ॥ ১৪
অহং তেনেহ নাগেন্দ্র সন্দিষ্টঃ সমাহিতো
প্রস্থাপ্যো মৎসকাশং স সম্প্রাপ্তো ভৃগুগোত্রজঃ ॥ ১৫
এতচ্ছ্রুত্বা মহাপ্রাজ্ঞ তত্র গন্তুং ত্বমর্হসি ।
দাতুমর্হসি বা তস্য দর্শনং দর্শনপ্রিয়ঃ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে সপ্তসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে
একোনষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ৩৫৯

যখন আপনি (আমার পতিদেব) সদা ধর্মে অবস্থিত আছেন, তখন ধর্মকে ত্যাগ করিয়া আমি কিরূপে সৎপথ ত্যাগ করিয়া কুপথে গমন করিব? ১১

মহাভাগ! দেবতাগণের আরাধনারূপ ধর্মচর্যায় আমার কোনরূপ ন্যূনতা আসে নাই এবং অতিথিদিগের সৎকার বিষয়েও আমি কোনরূপ আলস্য না করিয়া সর্বদা উদ্যুক্তা আছি ॥ ১২

কিন্তু আজ পনের দিন হইল এখানে এক ব্রাহ্মণদেব আসিয়াছেন। তিনি আমাকে তাঁহার কোন কার্যের কথাই বলেননি। কেবল আপনার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন ॥ ১৩

কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া সেই ব্রাহ্মণ আপনার দর্শন লাভের জন্যই উৎসুক থাকিয়া গোমতী নদীর তীরে বেদপাঠ করিতে করিতে বসিয়া রহিয়াছেন ॥ ১৪

নাগেন্দ্র! তিনি অতিশয় অনুরোধের সহিত আমাকে বলিয়াছেন যে, নাগরাজ গৃহে আসিলেই তাঁহাকে এখানে পাঠাইয়া দিবেন ॥ ১৫

মহাপ্রাজ্ঞ নাগ! আপনি এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণের নিকট গমন করুন এবং তাঁহাকে দর্শন দান করুন ॥ ১৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত সপ্তসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক একোনষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ ষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[পত্নী। ধর্মযুক্তবাক্যেন নাগরাজস্যাভিধানং, রোষনাশং, ব্রাহ্মণায় দর্শনং দাতুং তস্যোদ্যোগশ্চ ।]

নাগ উবাচ

অথ ব্রাহ্মণরূপেণ কং ত্বং সম্পূজয়সি
মানুষং কেবলং বিপ্রং দেবং বাথ শুচিস্মিতে ॥ ১
কো হি মানুষ শক্তো দ্রষ্টুকামো মমাধিনি
সন্দর্শনরুচির্বাক্যমাজ্ঞাপূর্বং বদিষ্যতি ॥ ২
সুরাসুরগণানাঞ্চ দেবর্ষীণাঞ্চ ভামিনি
নমু নাগা মহাবীর্যাঃ সৌরসেয়াস্তরস্বিনঃ ॥ ৩
বন্দনীয়াশ্চ বরদা বরমপ্যনুযাচিনঃ
মনুষ্যাণাং বিশেষেণ নাবেক্ষ্যা ইতি মে মতিঃ ॥৪

নাগভার্য্যোবাচ

আর্জবেন বিজানামি নাগো দেবোঽনিলাশন।
একা তস্মিন্ বিজানামি ভক্তিমাত্মতিরোষণ ॥ ৫
স হি কার্য্যান্তরাকাঙ্ক্ষী জলেশ্বরঃ স্তোককো যথা
বর্ষং বর্ষপ্রিয়ঃ পক্ষী দর্শনং তব কাঙ্ক্ষতি ॥ ৬
হিত্বা ত্বদ্দর্শনং কিঞ্চিদ্ বিত্তং ন প্রতিপালয়েৎ।
তুল্যোঽস্মাভিজনে জাতো ন কঞ্চিৎ পর্য্যুপাসতে ॥৭
তদ্রোষং সহজং ত্যক্ত্বা ত্বমেনং দ্রষ্টুমর্হসি।
আশাক্ষেপেণ তস্যাশু নাশয়ানা মনঃ ক্ষমম্ ॥৮
আশয়া হ্যভিপন্নানামকৃত্বাশ্রুপ্রমার্জনম্।
রাজা বা রাজপুত্রো বা ভ্রূণহত্যৈব যুজ্যতে ॥ ৯
মৌনে জ্ঞানফলাবাপ্তির্দানেন চ যশো মহৎ
বাগ্মিত্বং সত্যবাক্যেন পরত্র চ মহীয়তে ॥ ১০
কৃতঘ্নত্বেন চ গতিং লভত্যাত্মসমস্থিতাম্।
ন্যাস্যস্যার্থস্য সম্প্রাপ্তিঃ কৃত্বা ফলমুপাশ্নুতে ॥ ১১
অভিপ্রেতামসম্পিষ্টাং কৃত্বা চাপ্যাহতাং ক্রিয়াম্
ন যাতি নিরয়ং কশ্চিদিতি ধর্মবিদো বিদুঃ ॥ ১২

ষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[পত্নীর ধর্মযুক্ত বাক্যে নাগরাজের অভিমান এবং রোষ-নাশ ও ব্রাহ্মণকে দর্শন দান করিবার জন্য তাঁহার উদ্যোগ।]

নাগ বলিলেন,—পবিত্র ঊরুবিশিষ্টে দেবি! ব্রাহ্মণরূপে তুমি যাঁহাকে দর্শন করিয়াছ? সেই ব্রাহ্মণ কোন মনুষ্য দেবতা? ১

ধর্মবিদি! আচ্ছা, কোন মানুষ কি আমাকে দেখিবার ইচ্ছা করিতে পারে? যদি বা দর্শনের বাসনা করে, তবে কোন্ ব্যক্তি আমাকে এই দর্শন দিবার জন্য আজ্ঞা করিতে পারে? ২

ভামিনি! পুরাকাল হইতে নাগগণ মহাপরাক্রমশালী ও অত্যন্ত বেগশালী হইয়া থাকেন। তাঁহারা দেবতা, অসুর ও দেবর্ষিগণেরও বন্দনীয়। আমরাও নিজেদের সেবকদিগকে বরদান করি। বিশেষতঃ মনুষ্যগণের পক্ষে আমাদের দর্শন লাভ করা সুলভ নয়, ইহাই আমার ধারণা। ৩-৪

নাগভার্য্যা বলিলেন,—অত্যন্ত কোমলস্বভাব বায়ুভোজী নাগরাজ! সেই ব্রাহ্মণের সরলভাব আমি ইহাই জানিতে পারিয়াছি যে, তিনি কোন দেবতা নন্। আমি তাঁহার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য দেখিয়াছি যে, তিনি আপনার ভক্ত। ৫

যেরূপ বর্ষার জলাভিলাষী চাতক পক্ষী জলের জন্য বর্ষার দিকে তাকাইয়া থাকে, সেইরূপ সেই ব্রাহ্মণ কোন বস্তু এক কার্য্যের সিদ্ধির জন্য আপনার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। ৬

তিনি আপনার দর্শন ব্যতীত অন্য যে কোন বস্তুকে বিঘ্ন বলিয়া মনে করেন; অতএব সেই বিঘ্ন তিনি যেন প্রাপ্ত না হন। উচ্চ কুলে উৎপন্ন আপনার তুল্য কোন সদ্বংশজাই অতিথিকে উপেক্ষা করিয়া সুখে বসিয়া থাকে না। ৭

অতএব আপনি নিজের সহজ রোষ ত্যাগ করিয়া এই ব্রাহ্মণ-দেবতাকে দর্শনদান করুন। আজ ইঁহার আশা ভঙ্গ করিয়া আপনি নিজেকে আর দগ্ধ করিবেন না। ৮

যিনি আশার প্রেরণায় আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন, যে ব্যক্তি তাঁহার অঙ্গসঙ্কোচন করিবেন না, তিনি রাজা বা রাজপুত্র যাহাই হউন না কেন তাঁহার ভ্রূণহত্যা পাপ হইয়া থাকে। ৯

মৌন থাকিলে পর জ্ঞানরূপী ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, দান করিলে পর অক্ষয় যশের বৃদ্ধি হয়। সত্য বলিলে পর বাগ্মিতা লাভ হয় এবং পরলোকে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি হয়। ১০

কৃতঘ্নতা করিলে পর মানুষ আত্মধর্ম পালন-তুল্য উত্তম গতি লাভ করে। ন্যাসানুসারে ধন উপার্জন করিয়া মানুষ শ্রেষ্ঠ ফল প্রাপ্ত হয়। ১১

নিজের রুচির অনুকূল কর্মও যদি পাপের সম্পর্কহীন হয় এবং নিজের পক্ষে হিতকর হয়, তবে সেই কর্ম করিয়া কেহ

অভিমানেন মানো মে জাতিদোষেণ বৈ মহান্ ।
রোষঃ সম্ভূতঃ সাধ্বি দহেৎ যাগগতিং ত্বয়া ॥ ১৩

ন চ রোষাদহং সাধ্বি পশ্যেয়মধিকং তমঃ
তস্মা ধর্মব্যতাং যাতি বিশেষেণ ভুজঙ্গমাঃ ॥ ১৪

রোষস্য হি বশং গত্বা দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ।
তয়া শক্রপ্রতিস্পর্ধী হতো রামেণ সংযুগে ॥ ১৫

অন্তঃপুরগতঃ বৎসা শ্রুত্বা রামেণ নির্জিতম্ ।
ধর্ষণারোষসংবিগ্নাঃ কার্তবীর্যসুতা হতাঃ ॥১৬

জামদগ্ন্যেন রামেণ সহস্রনয়নোপমঃ ।
সংযুগে নিহতো রোষাৎ কার্তবীর্যো মহাবলঃ ॥১৭

ক্রোধস্য তপসাং শক্রঃ ক্ষেত্রসা বিনিপাতকঃ ।
নিগৃহীতো ময়া রোষঃ ক্ষন্তব্যং বচনং তব ॥ ১৮

আত্মানঞ্চ বিশেষেণ প্রশংসামানপারিনী ।
যস্য মে গুরু বিশালাক্ষি ভার্যা গুণসমন্বিতা ॥১৯

এষ তত্রৈব গচ্ছামি যত্র তিষ্ঠত্যসৌ দ্বিজঃ ।
সর্বথা চোক্তবান্ বাক্যং স কৃতার্থঃ প্রধাস্যতি ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে
ষট্‌ত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩৬ ॥

কখনও নরকে পতিত হয় যখন মহাত্মারা ইহাই জানেন ॥ ১২

সাধ্বি ! অকারণেও আমার কোন অভিমান নাই ; কিন্তু জাতিদোষের জন্য আমার মধ্যে মহৎ রোষ আছে। আমার সেই সন্তপ্তনিত ক্রোধ এখন তুমি নিজের ধার্যরূপ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিয়া ভস্ম করিয়াছ ॥ ১৩

পতিব্রতে ! আমি রোষবশতঃ অন্যায় যোদ্ধারিই হই না ; কিন্তু অন্য নাগগণ ক্রোধের আধিক্যবশতঃ নিন্দনীয় হইয়া থাকে ॥১৪

ইন্দ্রের সহিতও স্পর্ধাকারী প্রতাপশালী দশানন রাবণ রোষের অধীন হইয়া যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়াছিল ॥ ১৫

রোষবেগের বশে অপরাধ করত তাহাকে রাজার অন্তঃপুরে রাখিয়া দেওয়া হয়, এরূপ শ্রবণ করিয়া পরশুরাম ভিতরেরজনক রোষে পূর্ণ হইয়া কার্তবীর্যপুত্রগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ১৬

মহাবল রাজা কার্তবীর্য অর্জুন ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন ; কিন্তু রোষের জন্যই জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের দ্বারা যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন ॥ ১৭

সেইজন্য আজ তোমার ক্ষমা গ্রহণ করিয়াই তপস্যার শত্রু ও কল্যাণকর পথ হইতে হটকারীর এই ক্রোধকে আমি সংযত করিলাম ॥ ১৮

বিশাললোচনে ! আমি নিজের এবং নিজের সৌভাগ্যের বিশেষরূপে প্রশংসা করিতেছি, যেহেতু তোমার ন্যায় সদ্‌গুণবতী এবং কখনও বিমুক্তা হন না, এরূপ পত্নী আমি প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ১৯

আচ্ছা, এখন আমি সেখানে যাইতেছি, যেখানে সেই ব্রাহ্মণ অবস্থান করিতেছেন। তিনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব। তিনি সর্বতোভাবে কৃতার্থ হইয়া এখান হইতে যাইবেন ॥ ২০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশ ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নাগরাজ-ব্রাহ্মণয়োর্মিলনম্, বার্ত্তালাপশ্চ]

ভীষ্ম উবাচ

স পন্নগপতিস্তত্র প্রযযৌ ব্রাহ্মণং প্রতি।
তমেব মনসা ধ্যায়ন্ কার্য্যবত্ত্বাং বিচারয়ন্ ॥ ১

তমভিক্রম্য নাগেন্দ্রো মতিমান্ স নরেশ্বর।
প্রোবাচ মধুরং বাক্যং প্রকৃত্যা ধর্মবৎসলঃ ॥২

ভোঃ ভোঃ ক্ষাম্যতাং ভাবে ত্বয়া ন দোষঃ কর্তুমর্হসি।
ইহ যদ্যভিসম্প্রাপ্তঃ কস্যার্থে কিং প্রয়োজনম্ ॥ ৩

আতিথ্যাদভিক্রম্য স্নেহাৎ পৃচ্ছামি তে দ্বিজ।
বিবিক্তে গোমতীতীরে কং বা ত্বং পর্য্যুপাসসে ॥ ৪

ব্রাহ্মণ উবাচ

ধর্মারণ্যং হি মাং বিদ্ধি নাগং দ্রষ্টুমিহাগতম্।
পন্নগাস্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠ তত্র মে কার্য্যমাহিতম্ ॥ ৫

তস্য চাহমসান্নিধ্যে প্রবসামীতি তং গতম্।
স্বজনাৎ তং প্রতীক্ষামি পর্জ্জন্যমিব কর্ষকঃ ॥ ৬

তস্মা চাক্লেশকরণং স্বাগতস্যাসমাহিতম্
আবর্ত্তয়ামি তদ্ ব্রহ্ম যোগযুক্তো নিরাময়ঃ ॥ ৭

নাগ উবাচ।

অহো কল্যাণবৃত্তত্বং সাধুঃ সজ্জনবৎসলঃ।
অযাচ্যত্বং মহাভাগ পশ্য স্নেহেন পশ্যসি ॥ ৮

অহং স নাগো বিপ্রর্ষে যথা মাং বিদ্যতে ভবান্।
আজ্ঞাপয় যথা ঈশ্বরং কিং করোমি প্রিয়ং তব ॥ ৯

তবস্তু স্বজনাদস্মি সম্প্রাপ্তঃ শ্রুতবানহম্।
অতস্ত্বাং স্বয়মেবাহং দ্রষ্টুমভ্যাগতো দ্বিজ ॥ ১০

সম্প্রাপ্তশ্চ ভবানদ্য কৃতার্থঃ প্রাতরাস্থিতঃ।
বিপ্রর্ষে মাং দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিসৃজে যোক্তুমর্হসি ॥ ১১

একষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[নাগরাজ ও ব্রাহ্মণের পরস্পর মিলন এবং বার্ত্তালাপ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই কথা বলিয়া নাগরাজ মনে মনেই সেই ব্রাহ্মণের কার্য্যের বিচার করিতে করিতে তাঁহার নিকটে গমন করিলেন ॥ ১

নরেশ্বর! তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বুদ্ধিমান্ ও স্বভাবতঃ ধর্ম্মানুরাগী নাগেন্দ্র পন্নগাস্ত মধুর ভাষায় তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২

বিপ্রবর! আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমার উপর রোষ করিবেন না। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে—আপনি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন? আপনার প্রয়োজন কি?

ব্রহ্মন্! আমি আপনার সম্মুখে আসিয়া স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, গোমতীর এই নির্জ্জন তীরে আপনি কাহার উপাসনা করিতেছেন? ৪

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি ইহা জানুন যে, আমার নাম ধর্ম্মারণ্য। আমি নাগরাজ পন্নগাস্তকে দর্শন করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। তাঁহার সহিতই আমার কার্য্য আছে ॥ ৫

তাঁহার স্বজনগণের নিকট হইতে আমি শুনিয়াছি যে, তিনি এখান হইতে দূরে গিয়াছেন, যেমন কৃষক বর্ষার প্রতীক্ষা করিতে থাকে, সেইরূপ আমিও তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছি ॥ ৬

যাহাতে তাঁহার কোন ক্লেশ না হয় এবং কুশলের সহিত তিনি গৃহে যাহাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন, সেইজন্য আমি নিয়োগ ও যোগযুক্ত হইয়া বেদের স্বাধ্যায় করিতেছি ॥ ৭

নাগ বলিলেন,—মহাভাগ! আপনার আচরণ অতিশয় কল্যাণময়। আপনি সাধুব্যক্তি ও সজ্জনগণের উপর আপনার অত্যন্ত স্নেহ আছে কাহারও দৃষ্টিতেই আপনি নিন্দনীয় নন্ কারণ, সকলেরই উপর আপনার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি আছে ॥ ৮

ব্রহ্মর্ষে! আমি সেই নাগ, যাঁহার সহিত আপনি সিদ্ধি হইতে ইচ্ছুক আছেন; আপনি আমাকে যেরূপ জানেন, আমি সেইরূপই। আমাকে ইচ্ছানুসারে আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি প্রিয় কার্য্য করিব? ৯

ব্রহ্মন্! আমি নিজের স্বজনের (স্ত্রীর) নিকট হইতে আপনার আগমনের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি; সেইজন্য আমি স্বয়ংই আপনাকে দর্শন করিবার জন্য চলিয়া আসিয়াছি ॥ ১০

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যখন আপনি এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, তখন আজ কৃতার্থ হইয়াই আপনি এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, অতএব আপনি বিশ্বাস সহকারে নিজের অভীষ্ট কার্য্যসাধনে আমাকে নিযুক্ত করুন ॥ ১১

বয়ং হি ভবতা সর্বে গুণক্রীতা বিশেষতঃ
যত্নবান্মহিতঃ ত্যক্ত্বা মামেবেহানুরুধ্যসে ॥ ১২

ব্রাহ্মণ উবাচ।

আগতোঽহং মহাভাগ তব দর্শনলালসঃ।
কতিপর্যদিনস্থায়ী ভূত্বাজ্ঞং ভুজঙ্গম ॥ ১৩
অহমাত্মানমাত্মস্থো মার্গমাণোঽদ্যকশ্চন
বাসাধিনং মহাপ্রাজ্ঞং চলাচ্চলমুপাশ্রিত ॥ ১৪

প্রকাশিতস্ত্বং স্বগুণৈর্যশোগর্ভমতিস্তিভিঃ
শশাঙ্করশ্মিসংস্পর্শৈর্হ্লাদয়ন্নিব প্রকাশসে ॥ ১৫
তত্ত্ব মে প্রশ্নমুৎপন্নং দ্বিজি ত্বমনিলাশন।
পশ্চাৎ কার্য্যং বদিষ্যামি শ্রোতুমর্হসি তদ্ ভবান্ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে
একষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬১

আপনি আমাদের সকলকে বিশেষভাবে স্বীয় গুণসমূহে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন ; কারণ, আপনি নিজের হিতের কথা ত্যাগ করিয়া আমাদেরই কল্যাণ চিন্তা করিতেছেন ॥ ১২

ব্রাহ্মণ বলিলেন, মহাভাগ নাগরাজ ! আমি আপনার দর্শন লালসায় এস্থানে আসিয়াছি। আপনাকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য উদ্যুক্ত হইয়াছি, যাহা আমি স্বয়ং জানি না ॥ ১৩

আমি বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত হইয়া স্বয়ংই আত্মমধ্যে অবস্থান করত জীবাত্মাগণের পরম গতি-স্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে অন্বিষ্ট অন্বেষণ করিতেছি, তথাপি আমি চঞ্চলচিত্তে এক দেহ হইতে অন্য দেহে নিবাসার্থী মহাপ্রাজ্ঞ জীবাত্মার উপাসনা করিতেছি (অতএব আমি আসক্তও নই বিরক্তও নই) ॥ ১৪

আপনি চন্দ্রের কিরণের ন্যায় স্বকীয় স্বর্গমূক ও যশঃ প্রকাশিত সুবেশরূপী কিরণসমূহে আমার নিজের মনোরথ পূরণসমূহেই প্রকাশমান আছেন ॥ ১৫

বায়ুভোজী নাগরাজ ! এই সময়ে আমার মনে এক নূতন প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। প্রথমে ইহার সমাধান করুন। তাহার পর আমি আপনাকে আমার কার্য্য নিবেদন করিব এবং আপনি তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিবেন ॥ ১৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক একষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ দ্বিষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রাহ্মণজিজ্ঞাসিতেন নাগরাজেন সূর্য্যমণ্ডলস্যাশ্চর্য্যজনকবৃত্তান্তানাং বর্ণনম্]

ব্রাহ্মণ উবাচ

বিবস্বতো গচ্ছতি পর্য্যয়েণ
যোক্ত্রং ভবাংস্তং রথমেকচক্রম্।
আশ্চর্য্যভূতং যদি তত্র কিঞ্চিদ্
দৃষ্টং ত্বয়া শংসিতুমর্হসি ত্বম্ ॥ ১

নাগ উবাচ

আশ্চর্য্যাণামনেকানাং প্রভিষ্ঠা ভগবান্ রবিঃ।
হুতো ভূতাঃ প্রবর্তন্তে সর্বে ত্রৈলোক্যসম্মতাঃ ॥ ২
যত্ত যস্মিন্দবৃক্ষেষু শাখাবিব বিহঙ্গমাঃ।
বসন্ত্যাশ্রিত্য মুনয়ঃ সংসিদ্ধা দৈবতৈঃ সহ ॥ ৩

দ্বিষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলে পর নাগরাজকর্তৃক সূর্য্যমণ্ডলের আশ্চর্য্যজনক ঘটনাসমূহ বর্ণন।]

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—নাগরাজ ! আপনি সূর্য্যদেবের একটি রথচক্র বহন করিবার জন্য যখাক্রমে গমন করিয়া থাকেন। যদি আপনি সেখানে কোন আশ্চর্য্যজনক বিষয় দেখিয়া থাকেন, তবে আপনি কৃপা করিয়া বর্ণনা করুন ॥ ১

নাগ বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! ভগবান্ সূর্য্যদেব ত' বহুবিধ আশ্চর্য্যের স্থান ; কারণ, তিনি লোকে যত প্রাণী আছে, তাহারা সকলেই তাঁহারই দ্বারা প্রেরিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ॥ ২

যেরূপ বৃক্ষের শাখাসমূহে বহুসংখ্যক পক্ষী যাইয়া নিবাস করিয়া অবস্থান করে, সেইরূপ সূর্য্যদেবের সহস্র সহস্র কিরণ আশ্রয় করিয়া দেবতাগণের সহিত সিদ্ধ ও মুনিরা বাস করেন ॥ ৩

যতো বায়ুর্বিনিঃসৃত্য সূর্য্যরশ্ম্যাশ্রিতো মহান্
বিভূতত্বস্বরে তত্র কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ॥ ৪
বিভজ্য তং তু বিপ্রর্ষে প্রজানাং হিতকাম্যয়া।
ঘোরং সৃজতি বর্ষাসু কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ॥৫
যস্য মণ্ডলমধ্যস্থো মহাত্মা পরমদ্যুতিঃ
দীপ্তঃ সমীক্ষতে লোকান্ কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ॥ ৬
শুক্লোঃ নানাসিতঃ পাদো যস্য বারিধরোঽম্বরে।
ঘোরং সৃজতি বর্ষাসু কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ॥৭
যোঽষ্টমাসাংস্তু শুচিনা কিরণেনোল্লিখন্ পয়ঃ।
প্রত্যাদত্তে পুনঃ কালে কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ॥ ৮
যস্য তেজোবিশেষেষু স্বয়মাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ
যতো বীজং মহী চেয়ং বার্য্যন্তে সচরাচরা ॥ ৯
যত্র দেবো মহাবাহুঃ শাশ্বতঃ পুরুষোত্তমঃ।
অনাদিনিধনো বিপ্র কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ॥১০

মহান্ বায়ুদেব সূর্য্যমণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া সূর্য্যের কিরণাবলি অবলম্বন করত সমস্ত আকাশে বিস্তৃত হইয়া যান ইহা হইতে আর আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য আছে ? ৪

ব্রহ্মন্ ! প্রজাগণের হিতকামনায় ভগবান্ সূর্য্যদেব সেই বায়ুকে অনেকভাগে বিভক্ত করিয়া বর্ষাঋতুতে যে জলের সর্জন করেন, ইহা হইতে আর কি আশ্চর্য্য আছে ? ৫

সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে তাঁহার অন্তর্য্যামী মহাত্মা সূর্য্যদেব নিজের উত্তম প্রভায় প্রকাশিত হইতে হইতে সমস্ত লোকসকলকে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কি আশ্চর্য্য আছে ? ৬

শুক্লনামক কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আকাশে বর্ষার সময় জল উৎপন্ন করে, সেই মেঘ এই সূর্য্যেরই স্বরূপ। ইহা হইতে অধিক আর কি আশ্চর্য্য হইতে পারে ? ৭

সূর্য্যদেব বর্ষাকালে যে জল বর্ষণ করেন, উহা তিনি নিজের বিশুদ্ধ কিরণাবলির দ্বারা আটমাস ধরিয়া আকর্ষণ করিতে থাকেন। ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কি আশ্চর্য্য আছে ? ৮

দ্বিজবর ! যে সূর্য্যদেবের বিশিষ্ট তেজে সাক্ষাৎ পরমাত্মার নিবাস ; যাহার দ্বারা নানাপ্রকার বীজ উৎপন্ন হয়, যাঁহারই আশ্রয়ে চরাচর প্রাণী সহ এই সম্পূর্ণ পৃথিবী অবস্থিত আছে এবং যাঁহার মণ্ডলে আদি ও অন্তহীন সনাতন পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণ বিরাজমান আছেন, উহা হইতে অধিক আর কি আশ্চর্য্যের বস্তু আছে ? ৯-১০

আশ্চর্য্যাণামিদমাশ্চর্য্যমিদমেকং তু মে শৃণু।
নিষ্পন্নে মণ্ডলে তস্য সূর্য্যস্যাম্বরসংশ্রয়াৎ ॥ ১১
পুরা মধ্যাহ্নসময়ে লোকানুদ্ভাসতি ভাস্করে।
প্রভাসিতাপ্রতীকাশঃ সর্বতঃ সমদৃশ্যত ॥ ১২
স লোকানেকতেজসা সর্বান্ স্বভাসা নিরীক্ষতে।
আদিত্যাভিমুখোঽভোতি গগনং পাটয়ন্নিব ॥ ১৩
হুতাহুতিরিব জ্যোতির্ব্যাপ্য তেজোময়ীশ্চিতিঃ
অনিদ্ধেনেন রূপেণ দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ১৪
তস্যাস্তমনপ্রাপ্তৌ হস্তৌ দত্তৌ বিবস্বতা।
তেনাপি দক্ষিণৌ হস্তৌ দত্তঃ প্রভাচিতাগ্নিনা ॥ ১৫
ততো দ্বিতীয়ৈব গগনং প্রবিষ্টৌ রশ্মিমণ্ডলম্।
একীভূতঞ্চ তৎ তেজঃ ক্ষণেনাদিত্যভাং গতম্ ॥ ১৬
তত্র নঃ সংশয়ো জাতস্তয়োস্তেজঃসমাগমে।
অনয়োঃ কো ভবেৎ সূর্য্যো রথস্থো যোঽয়মাগতঃ ॥১৭

কিন্তু এই সব আশ্চর্য্যের মধ্যেও যে পরম আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই আছে যে, আমি সূর্য্যের আশ্রয়ে নির্মল আকাশে নিজের চক্ষু প্রসারিত করিতেছি, উহা এখন বলিতেছি – শ্রবণ করুন ॥ ১১

বহু পূর্ব্বের কথা, একদিন মধ্যাহ্নকালে ভগবান্ ভাস্কর সম্পূর্ণ লোকসকলকে ভাসমান করিতেছেন। সেই সময় আমি দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এক পুরুষ দর্শন করিলাম। তিনি তখন চারিদিকেই প্রকাশিত হইতেছেন ॥ ১২

তিনি নিজ তেজে সমস্ত লোকসকলকে প্রকাশিত করিতে করিতে যেন সম্পূর্ণ আকাশকে বিদীর্ণ করিয়া সূর্য্যের দিকে ধাবিত হইতেছেন ॥ ১৩

ঘৃতাহুতিতে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তিনি নিজের তেজোময়ী কিরণাবলিতে সম্পূর্ণ জ্যোতির্মণ্ডলকে ব্যাপ্ত করিয়া অনির্বচনীয়রূপে দ্বিতীয় সূর্য্যের সদৃশ দেদীপ্যমান হইতেছিলেন ॥ ১৪

যখন তিনি নিকটে আসিলেন, তখন ভগবান্ সূর্য্যদেব তাঁহাকে স্বাগত জানাইবার জন্য নিজের দুই বাহু তাঁহার দিকে বাড়াইয়া দিলেন ॥ ১৫

তাহার পর আকাশকে তেজ করত তিনি সূর্য্যের কিরণসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া যাইলেন এবং একই ক্ষণে তেজোরাশির সহিত একাকার হইয়া সূর্য্যস্বরূপ হইলেন ॥ ১৬

সেই সময় তাঁহাদের উভয়ে তেজ বিলিত হইয়া যাইলে পর আমাদের মনে এই সন্দেহ হইল যে, ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে প্রকৃত সূর্য্য কে ছিলেন ? যিনি সেই রথের উপর বসিয়াছিলেন

যে বয়ং ভাস্করস্পর্শাঃ পর্য্যস্তুঞ্জাম্বহে রবিম্
ক এব দিবমাক্রম্য গতঃ সূর্য্য ইবাপরঃ। ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে
দ্বিষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ। ৩৬২

অথবা যিনি এখনই আসিয়া উপস্থিত সূর্য্যের ন্যায় আকাশকে অতিক্রম করিয়া আসিলেন, ইনি কে? ১১-১৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক দ্বিষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

।ত্রিষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[উঞ্ছশিলবৃত্তিনা সিদ্ধপুরুষস্য গতিবর্ণনম্।]

সূর্য্য উবাচ

নৈব দেবো নিলসখো নানুরো ন চ পন্নগঃ।
উঞ্ছবৃত্তিব্রতে সিদ্ধো মুনিরেষ দিবং গতঃ। ১
এষ মূলফলাহারঃ শীর্ণপর্ণাশনস্তথা
অন্তঃস্থো বায়ুভক্ষশ্চ আসীদ্ বিপ্রঃ সমাহিতঃ। ২
তমস্থানেন বিপ্রেণ সংহিতাভিরভিষ্টুতঃ
স্বর্গদ্বারে কৃতোদ্যোগে যেনাসৌ ত্রিদিবং গতঃ। ৩
অসঙ্গমতিরনাকাঙ্ক্ষী নিত্যমুঞ্ছশিলাশনঃ
সর্বাভূতহিতে যুক্ত এষ বিপ্রো ভূজঙ্গম। ৪

ন হি দেবা ন গন্ধর্বা নাসুরা ন চ পন্নগাঃ।
প্রাপ্তবন্তীহ ভুক্তানাং প্রাপ্তানামুত্তমাং গতিম্। ৫
এতদেষংবিধং দৃষ্ট্বাশ্চর্য্যং তত্র মে দ্বিজ।
সংসিদ্ধো মানুষঃ কায়ঃ যোঽসৌ সিদ্ধগতিং গতঃ।
সূর্য্যেণ সহিতো ব্রহ্মন্ পৃথিবীং পরিবর্ততে। ৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে
ত্রিষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ। ৩৬৩

ত্রিষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[উঞ্ছ ও শিলবৃত্তির দ্বারা সিদ্ধপুরুষের দিব্য গতি বর্ণন।]

সূর্য্য বলিলেন,—ইনি বায়ুর সখা নহেন, কোন অসুরও নহে এবং কোনও নাগও নহে। ইনি উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবন-নির্ব্বাহরূপ ব্রত পালন করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত এক মুনি ছিলেন। ইনি এই দিব্য ধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১

এই বিপ্র ফলমূল আহার করিতেন, শুষ্ক পত্র ভক্ষণ করিতেন এবং জল ও বায়ু পান করত অবস্থান করিতেন এবং সর্ব্বদা ধ্যান-মগ্ন হইয়া থাকিতেন। ২

এই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সংহিতার মন্ত্রসকলের দ্বারা ভগবান্ সবিতার স্তব করিতেন। ইনি স্বর্গলোক লাভ করিবার জন্য সাধনা করিতেছিলেন, সেইজন্য ইনি স্বর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩

নাগরাজ! এই ব্রাহ্মণ কাহারও সঙ্গ না করিয়া লৌকিক ভাবনাসমূহ ত্যাগ করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা উঞ্ছ ও শিল-বৃত্তির দ্বারা প্রাপ্ত অন্ন ভক্ষণ করিতেন। ৪

এরূপ সিদ্ধ পুরুষগণ যে গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, উহা না দেবতা, না গন্ধর্ব্ব, না অসুর ও না নাগগণ প্রাপ্ত হন। ৫

বিপ্রবর! সূর্য্যমণ্ডলে আমি এরূপই এক আশ্চর্য্য দেখিয়াছিলাম, যে উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা সিদ্ধ সেই মানুষ ইচ্ছানুসারে সিদ্ধগতি লাভ করিলেন। ব্রহ্মন্! এখন ইনি সূর্য্যদেবের সহিত অবস্থান করত পৃথিবী পরিক্রমা করিতেছেন। ৬

"উঞ্ছঃ কণশ আদানং কণিশাদ্যর্জনং শিলম্"। ক্ষেত্রে পতিত শস্যকণা লইয়া আসা অথবা হাটে বাজারে পতিত অবস্থায় বিক্রয় আদানপ্রদানের এক একটি সংগ্রহ করাকে বলে 'উঞ্ছ'। এইরূপ বাছাই সংগ্রহ করিয়া আনাকে বলে 'শিল'।

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক ত্রিষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

চতুঃষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নাগরাজের সহ ব্রাহ্মণস্যালাপঃ, উঞ্ছবৃত্তিপালনায় নিশ্চয়ঃ, স্বগৃহে গমনায়ানুমতি-প্রার্থনা চ,]

ব্রাহ্মণ উবাচ।

আশ্চর্য্যো নাত্র সন্দেহঃ সুপ্রীতোঽস্মি ভুজঙ্গম
অনর্থোপশমৈর্বাক্যৈঃ পন্থানং চাপি দর্শিতঃ ॥ ১
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি সাধো ভুজগসত্তম
স্মরণীয়োঽস্মি ভবতা সম্প্রেষণনিয়োজনৈঃ ॥ ২

নাগ উবাচ

অনুক্তা হৃদয়ং কার্য্যং কেনানীঃ প্রস্থিতো ভবান্।
উচ্যতাং দ্বিজ যৎ কার্য্যং সদর্থং ধর্মিণাগতঃ ॥৩
উক্তানুক্তে কৃতে কার্য্যে দাসাবস্ত্রা দ্বিজর্ষভ
ময়া প্রত্যাত্তানুজ্ঞাতস্ততো যাস্যসি সুব্রত ॥ ৪
ন হি মাং কেবলং দৃষ্ট্বা ত্যক্ত্বা প্রণয়বানিহ
গন্তুমর্হসি বিপ্রর্ষে বৃক্ষমূলগতো যথা ॥ ৫
ত্বয়ি চাহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভবান্ ময়ি ন সংশয়ঃ
লোকোঽয়ং ভবতঃ সর্বঃ কা চিন্তা ময়ি তেঽনঘ ॥ ৬

ব্রাহ্মণ উবাচ

এবমেতন্মহাপ্রাজ্ঞ বিদিতস্তাত্ত্বন ভুজঙ্গম।
নাতিক্রান্তাস্ত্বয়া দেবাঃ সর্বৈবৈষ যথাতথম্ ॥ ৭
স এব ত্বং স এবাহং যোঽহং স ত্বং ভবানপি।
অহং ভবাংশ্চ ভূতানি সর্বে যত্র গতাঃ সদা ॥ ৮
আসীৎ তু মে ভোগপতে সংশয়ঃ পুণ্যসঞ্চয়ে
সোঽহমুদ্ধর্তুকামঃ সাধো চরিষ্যামি পরিত্রাণম্ ॥ ৯
এষ মে নিশ্চয়ঃ সাধো কৃতং কারণমুত্তমম্
আমন্ত্রয়ামি ভদ্রং তে কৃতার্থোঽস্মি ভুজঙ্গম ॥ ১০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে
চতুঃষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬৪

চতুঃষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[নাগরাজের সহিত ব্রাহ্মণের আলাপ, উঞ্ছবৃত্তি পালন করিবার নিশ্চয় এবং স্বগৃহে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা।]

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—নাগরাজ! ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, এ বিষয়টি এক আশ্চর্যজনক বৃত্তান্ত। ইহা শ্রবণ করত আমি অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। আমার মনে যে আশঙ্কা ছিল, তাহারই অনুকূল বাক্য বলিয়া আপনি আমাকে পথপ্রদর্শন করিলেন। ১

সর্পশ্রেষ্ঠ! আপনার কল্যাণ হউক এখন আমি এস্থান হইতে চলিয়া যাইব, যদি আপনি আমাকে কোথাও প্রেরণ করিতে অভিলাষ করেন কিংবা কোনও কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাকে অবশ্যই করিবেন। ২

নাগ বলিলেন,—বিপ্রবর! আপনি ত' এখনও আপনার মনের কথা বলেন নাই, সুতরাং এই সময় আপনি কোথায় যাইবেন? আপনার যাহা কার্য্য আছে, যাহার জন্য আপনি এস্থানে আসিয়াছেন, তাহা আপনি বলুন। ৩

উত্তম ব্রতপালনকারী দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি বলুন বা নাই বলুন; আমার দ্বারা যখন আপনার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে, তখন আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমার অনুমতি গ্রহণ করত গমন করিবেন। ৪

ব্রহ্মর্ষে! আমি আপনার উপর প্রীতিমান্; সেইজন্য বৃক্ষের তলায় উপবিষ্ট পথিকের ন্যায় কেবল আমাকে দেখিয়াই চলিয়া যাওয়া আপনার উচিত নয়। ৫

বিপ্রবর! আপনার মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে আপনি, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ! এই সমস্ত লোকই আপনার। আমি থাকিতে আপনার কি চিন্তা আছে? ৬

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ আত্মজ্ঞানী নাগরাজ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা এইরূপই। দেবতারাও আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নন্। এই কথা সর্বথা যথার্থ। ৭

আপনি সূর্যমণ্ডলের মধ্যে যে পুরুষোত্তম নারায়ণের অবস্থানের কথা বলিলেন আমি, আপনি ও সমস্ত প্রাণীরা সর্বদা তাঁহার মধ্যে স্থিত, যাহা আপনি, তাহা আমি এবং যাহা আমি, তাহা আপনিও। ৮

নাগরাজ! পুণ্যসঞ্চয়ের বিষয়ে আমার সংশয় হইয়া গিয়াছে। আমি ইহা নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না যে, কোন্ সাধনা আমি অবলম্বন করিব? কিন্তু এখন সেই সংশয় দূর হইয়া গিয়াছে। সাধো! বর্তমানে আমি নিজের অতীষ্ট সিদ্ধির জন্য উঞ্ছব্রতেরই আচরণ করিব। ৯

মহাত্মন্! ইহাই আমার নিশ্চয়। আপনার দ্বারা আমার এই কার্য্য উত্তম রীতিতে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভুজঙ্গম! আমি কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি। আপনার কল্যাণ হউক। এখন আমি যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। ১০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক চতুঃষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

(নারায়ণমাহাত্ম্য ব্রাহ্মণস্য চ্যবনমুনিসকাশাদুঞ্ছবৃত্তিদীক্ষাং গৃহীত্বা সাধনারম্ভঃ, তথানন্তস্যাস্য পরম্পরায়া বর্ণনঞ্চ)

ভীষ্ম উবাচ।

সংগ্রামস্যোপরম্ভে তু ব্রাহ্মণঃ কৃতনিশ্চয়ঃ
ভৌক্ষ্যকাঙ্ক্ষী তদা রাজংশ্চ্যবনং ভার্গবং দ্বিজম্ ॥ ১
স তেন কৃতসংকারো ধর্মমেবাধিতিষ্ঠবান্।
তথৈব চ কথাযোগাং রাজন্ কথিতবাংস্তদা ॥ ২
ভার্গবেণাপি রাজেন্দ্র জনকস্য নিবেশনে
কথিতা কথিতা পূর্বা নারদায় মহাত্মনে ॥ ৩
নারদেনাপি রাজেন্দ্র দেবেন্দ্রস্য নিবেশনে
কথিতা ভারতশ্রেষ্ঠ পৃষ্টেনাক্লিষ্টকর্মণা ॥ ৪
দেবরাজেন চ পুরা কথিতৈষা কথা শুভা
সমস্তেভ্যঃ প্রশস্তেভ্যো দ্বিজেভ্যো বসুধাধিপ ॥ ৫
যদা চ মম রামেণ যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্।
বসূনিচ্ছন্ তদা রাজন্ কথেয়ং কথিতা ময়া ॥ ৬
পৃচ্ছমানায় তত্ত্বেন মহা দ্বৈরোত্তমায় চ।
কথেয়ং কথিতা পুণ্যা ধর্ম্যা ধর্মভৃতাং বর ॥ ৭
যথেয়ং পরমো ধর্মো যস্যাং পৃচ্ছসি ভারত।
আসীদ্ ধীরো দ্বিজাকাঙ্ক্ষী ধর্মার্থকরণে নৃপ ॥ ৮
স চ কিল কৃতনিশ্চয়ো দ্বিজো
ভুক্তপতিপ্রতিষেধিতাক্ষকৃত্যঃ
যমনিয়মসদো বনান্তরং
পরিগণিতোঞ্ছবিধানবঃ প্রবিষ্টঃ ॥ ৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে
পঞ্চষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬৫

শান্তিপর্ব সম্পূর্ণম্।

পঞ্চষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[নারায়ণের নিকট হইতে ধর্মতত্ত্বাদি গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের চ্যবনমুনির নিকট হইতে উঞ্ছবৃত্তির দীক্ষা গ্রহণ করত সাধন আরম্ভ এবং কথার পরম্পরাবর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,— যুধিষ্ঠির! এইভাবে নারায়ণের নিকট হইতে অভয়বাণী লইয়া এই দৃঢ়নিশ্চয়কারী ব্রাহ্মণ উঞ্ছব্রতের দীক্ষা লইবার জন্য ভৃগুবংশধর চ্যবন মুনির নিকট গমন করিলেন। ১

তিনি তাঁহার দ্বারা (চ্যবনমুনির দ্বারা) দীক্ষা সংস্কার প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজন্! তিনি উঞ্ছবৃত্তির বহিয়াসবর্ধিত এই কথা চ্যবনমুনিকেও বলিলেন। ২

রাজেন্দ্র! চ্যবনমুনিও রাজা জনকের মুখে মহাত্মা নারদকে এই পবিত্র কথা বলিলেন। ৩

নৃপশ্রেষ্ঠ! ভরতকুলধর! অমিতাত্মা উত্তম কর্মকারী নারদও দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে তিনি জিজ্ঞাসা করিলে পর এই কথা বলিয়াছিলেন। ৪

রাজন্! যখন পরশুরামের সহিত আমার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই সময় বসুগণ আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। ৬

কথাজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! এই সময় যখন তুমি পরম ধর্ম সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিলে, তখন তাহারই উত্তর রূপে আমি যথাযথভাবে এই পুণ্যময়ী ধর্মসম্মত শ্রেষ্ঠ কথা তোমাকে বলিলাম। ৭

ভরতবংশধর নৃপ! তুমি আমাকে যে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলে, সেই শ্রেষ্ঠ কথা ইহাই সেই ধীর ব্রাহ্মণ নিজের ভাবে ধর্ম ও অর্থসম্বন্ধী কার্যে নিরত ছিলেন। ৮

নারায়ণের উপদেশানুসারে নিজের কর্তব্য বুঝিতে পারিয়া সেই ব্রাহ্মণ উক্ত কর্তব্য পালন করিতে দৃঢ় নিশ্চয় করিলেন এবং অন্ন এক বনে গমন করত উঞ্ছ-সিদ্ধ বৃত্তির দ্বারা প্রাপ্ত পরিমিত অন্ন ভোজন করিতে করিতে যম-নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন। ৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণসেবক শ্রীযুক্তকালীবরবেদান্তবাগীশভট্টাচার্যকৃত মহাভারতের শান্তিপর্বের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

কৃষ্ণো বেদমুদ্ধরো নাথঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
সদা করোতু কল্যাণং প্রাণিনাং ভূমিবাসিনাম্।

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ওঙ্কার মঠ

১৭।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

যুগে যুগে ধর্মের রক্ষা ও অধর্মের অভ্যুত্থানে হ'লে আমি আমাকে সৃজন করি।

ওঙ্কার রূপ পর-অপর ব্রহ্ম আমি, আমার একমাত্রা অকারের ধ্যানে পৃথিবীতে জন্ম হয়। ওঙ্কার ধ্যাতা, তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা সমন্বিত হ'য়ে মহিমা অনুভব করেন। দ্বিমাত্রার ধ্যানে অন্তরীক্ষলোকে গমন করত তথায় ঐশ্বর্য্য ভোগান্তে মনুষ্য লোকে গমন করে। যে ব্যক্তি অ উ এবং ম এই ত্রিমাত্রাত্মক "ওম্" এই অক্ষর রূপে সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গত পরমপুরুষকে নিরন্তর ধ্যান করেন, তিনি তৃতীয়-মাত্রার স্বরূপ প্রাপ্ত হ'য়ে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যে সম্মিলিত হন, হিরণ্যগর্ভ হ'তেও উত্তম পুরুষকে দেখেন। যাহা শান্ত অজর অমৃত অভয় ও সর্ব্বোত্তম, তাও ওঙ্কার অবলম্বনে প্রাপ্ত হ'য়ে থাকেন।

১৩শ বর্ষ, ভাদ্রমাস, ১৩৮১ | তৃতীয়সংখ্যা দক্ষিণপার্শ্বিয়াযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আর্থিক ভারসাম্য উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

মুদ্রণ-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম এ (ঢাকা)

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক মণ্ডল

শ্রীশ্যামাপদভট্ট বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রকাশিকা :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
ওঙ্কারনাথ (মান্ধাতা)

মুদ্রণ-কর্ম্মনির্ব্বাহক :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-পি.
ডি. ও. এম এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ
ওঙ্কারনিবাসনাথ

কার্য্যালয় :

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা

নিয়মাবলি

আর্যাশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থমূলক মাসিক পত্র প্রতিমাসে উহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয় শ্রাবণ (জুন-জুলাই) মাস হইতে উহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ·· টাকা মাত্র গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয় নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন— সকালক-'আর্যাশাস্ত্র', ৩৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্যাশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩ সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সকালক আর্যাশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। কোন নং মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্ট-ভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্যাশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ভব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৪" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪ গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা নিশ্চই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্যাশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগে যাবতীয় কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে

সম্পাদক—আর্যাশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ভব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৪

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২৭·০০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৪০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৬০·০০

শ্রীমহাভারতম্

অনুশাসনপর্ব

(দানধর্মপর্ব)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

[যুধিষ্ঠিরায় সান্ত্বনায় ভীষ্মেণ গৌতমীব্রাহ্মণী-ব্যাধ-সর্প-মৃত্যু-কালানাং সংবাদবর্ণনম্ ।]

(নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

শমো যদ্বিধাকারঃ পুত্র উক্তঃ পিতামহ ।
ন চ মে হৃদয়ে শান্তিরস্তি ধ্রুবেদমীদৃশম্ ॥ ১
অস্মিন্নর্থে বহুবিধা শান্তিরুক্তা পিতামহ ।
কৃতে কা নু শান্তিঃ স্যাদ্ব্রূহি মাদ্য যদ্বিবাদপি ॥ ২
শরাচ্চিতশরীরং হি তীব্রত্বমনুদীক্ষ্য চ ।
অর্থং নোপলভে বীর দুষ্কৃতস্যেব চিন্তয়ন্ ॥ ৩
রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গঃ প্রস্রবদ্ভিঃ সমন্ততঃ ।
ত্বাং দৃষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্র সীদে বর্ষাম্বিবাম্বুজম্ ॥ ৪
অতঃ কষ্টতরং কিং নু সংবৃত্তে যৎ পিতামহঃ ।
ইমামবস্থাং গমিতঃ প্রত্যুদিত্যে রবাবিব ॥ ৫
তথা চাত্তে নৃপসুতাঃ সহপুত্রাঃ সবান্ধবাঃ ।
সংবৃত্তে নিধনং প্রাপ্তাঃ কিং নু কষ্টতরং ততঃ ॥ ৬
বয়ং হি বার্তরাষ্ট্রাংশ্চ কাল-মৃত্যুবশং গতাঃ ।
কৃত্বেদং নিন্দিতং কর্ম প্রাপ্স্যামঃ কাং গতিং নৃপ ॥ ৭
ইদং তু বার্তরাষ্ট্রস্য শ্রেয়ো মন্যে জনাধিপ ।
ইমামবস্থাং সম্প্রাপ্তঃ যদসৌ ত্বাং ন পশ্যতি ॥ ৮
সোঽহং তব সুতকরঃ সুহৃদ্বধকরস্তথা ।
ন শান্তিমধিগচ্ছামি পশ্যংস্ত্বাং দুঃখিতঃ ক্ষিতৌ ॥ ৯

অনুশাসনপর্ব

(দানধর্মপর্ব)

প্রথম অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনাদানের জন্য ভীষ্মকর্তৃক গৌতমী ব্রাহ্মণী, ব্যাধ, সর্প, মৃত্যু ও কালের সংবাদ বর্ণন ।]

(অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (তাঁহার নিত্য সখা) নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, (তাঁহার লীলার সহায়িকা) দেবী ভগবতী দুর্গা, (তাঁহার লীলাপ্রকাশকারিণী) সরস্বতী এবং (তাঁহার লীলাবর্ণনকারী) মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয় (ভগবদ্গীতাদি)-গ্রন্থ পাঠ করিবে ।)

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ ! আপনি নানাপ্রকারে শান্তির মূলস্বরূপ (শোক হইতে মুক্ত হইবার বিবিধ উপায়) বর্ণন করিয়াছেন ; কিন্তু আপনার এরূপ উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার হৃদয়ে শান্তি লাভ হয় নাই ।

পিতামহ ! আপনি এ বিষয়ে শান্তির বহুবিধ উপায় বলিয়াছেন, কিন্তু এই নানাপ্রকারের শান্তিপ্রদায়ক উপায় শুনিয়াও নিজেরই কৃত অপরাধের ফলে হৃদয়ে শান্তিলাভ কিভাবে হইতে পারে ? ১

বীরবর ! বাণসমূহে পরিপূর্ণ আপনার শরীর এবং উহার গভীর ক্ষত (ঘা) দেখিয়া আমি সারাক্ষণ নিজেরই পাপসমূহের চিন্তা করিতেছি ; অতএব আমি কিছুই শান্তি পাইতেছি না । ৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! পর্বত হইতে নিঃসৃত ঝরণার ন্যায় শরীর হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে—আপনার সর্বাঙ্গ রক্তে আপ্লুত হইয়া গিয়াছে । এই অবস্থায় আপনাকে দেখিয়া আমি বর্ষাকালের পদ্মের ন্যায় অবসন্ন হইয়া যাইতেছি । ৪

আমারই জন্য সব্যসাচীর শত্রুগণ যে পিতামহকে এই অবস্থায় উপনীত করিয়াছে, ইহা হইতে অধিক কষ্ট আর কি থাকিতে পারে ? ৫

আপনি ব্যতীতও আরও বহু রাজা আমারই জন্য নিজেদের পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন । ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি কষ্ট হইতে পারে ? ৬

হে নৃপ ! পাণ্ডুপুত্র আমরা এবং ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনাদি কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া এই নিন্দিত কর্ম করত আমি না কি দুর্গতি প্রাপ্ত হইব ? ৭

জনাধিপ ! আমি রাজা দুর্যোধনের পক্ষে তাহার মৃত্যুকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি ; কারণ, সে আপনাকে এরূপ অবস্থায় পতিত হইতে দেখে নাই । ৮

আমিই আপনার জীবনের হানি করিয়াছি এবং অন্যান্য

দুর্যোধনো হি সময়ে সহসৈন্যঃ সহানুজঃ।
নিহতঃ ক্ষত্রধর্মেঽস্মিন্ ভ্রাতৃভী রূপসাদনঃ
ন স পশ্যতি দুষ্টাত্মা স্বানস্মৎ পতিতং কিতৌ।
অতঃ শ্রেয়ো মৃতং মন্যে নেহ জীবিতমাত্মনঃ॥ ১১
অথবা হি সমরে ধীর নিহতঃ শত্রুভিঃ ক্ষিতৌ।
অভিষ্যন্দন্ যদি পুনা সহ ভ্রাতৃভিরচ্যুত ১২
ন স্বাম্যেষ দুরাত্মাস্মাংস্তাত্ত্বা স্বর্গকাঙ্ক্ষিণম্।
নূনং হি শাপকলুষো ধাত্রা সৃষ্টঃ স বৈ নৃপ॥ ১৩
অতস্মিন্নপি লোকে বৈ বয়ং মূঢ্যেন কিল্বিষাৎ।
তথা প্রশাধি মাং রাজন্ যথা ত্বেবিষ্যসি প্রিয়ম্॥ ১৪

ভীষ্ম উবাচ।

পরতন্ত্রাঃ কথং হেতুমাত্মানমনুপশ্যসি।
কর্মণাং হি মহাভাগ সূক্ষ্মা হ্যেতদবীক্ষিতম্॥ ১

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
সংবাদং মৃত্যু-গৌতম্যোঃ কাল-লুব্ধক-পন্নগৈঃ॥ ১৬
গৌতমী নাম কৌন্তেয় স্থবিরা শমসংযুতা।
সর্পেণ দষ্টং স্বং পুত্রমপশ্যদ্ গতচেতনম্॥ ১৭
অথ তং স্বানুপাশেন বদ্ধ্বা সর্পমমর্ষিতঃ
লুব্ধকোঽর্জুনকো নাম গৌতম্যাঃ সমুপানয়ৎ। ১৮
স চাব্রবীদ্বরং তে স পুত্রহা পন্নগাধমঃ
ব্রূহি ক্ষিপ্রং মহাভাগে যথাত্মা কেন হেতুনা॥ ১৯
অহো প্রক্ষিপ্যতামেষ ক্ষেপ্স্যতা খণ্ডশোঽপি বা।
ন ত্বয়া বালহা পাপস্ত্বিয়া জীবিতুমর্হতি॥ ২০

গৌতম্যুবাচ

বিশ্বস্তেনাবুদ্ধিপূর্বমবধীর্ত্বমর্জুনক যদ্যয়া
কো ত্বাত্মানং গুরুং কুর্যাৎ প্রাণব্যয়বিচিন্তয়ন্॥ ২১

দুরাত্মা দুর্যোধন আজ আপনাকে এইভাবে ভূমিতে পতিত থাকিতে দেখিতেছে না, অতএব তাহার মৃত্যুই আমি এ সময়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি, কিন্তু নিজের এই জীবনকে (বাঁচিয়া থাকাকে) নহে। ১১

নিজের অবস্থা হইতে অবিচ্যুত বীরবর! যদি ভ্রাতাদের সহিত আপনি শত্রুগণের দ্বারা যুদ্ধে পৃথিবীতে নিহত হইতেন, তাহা হইলে আপনাকে এইভাবে ধূলিলুণ্ঠিত ও অন্যান্য দুঃখে আতুর অবস্থায় পতিত থাকিতে দেখিতে হইত না। ১২½

নরনাথ! নিশ্চয়ই বিধাতা আমাদের পাপকর্মফলেই করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন রাজন্! যদি আপনি আমার প্রিয় করিতে অভিলাষী হন, তবে আপনি আমাকে এরূপ উপদেশ দান করুন, যাহাতে আমি পরলোকে যাইয়াও এই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি। ১৩-১৪

ভীষ্ম বলিলেন,—মহাভাগ! তুমি ত' সকলের পরতন্ত্র অর্থাৎ কাল, মৃত্যু ও ঈশ্বরের অধীন, তবে কেন নিজেকে স্বতন্ত্রতত্ত্ব কর্মফলের কারণ বলিয়া মনে করিতেছ? প্রকৃতপক্ষে কর্ম-সকলের কারণ কি, সেই বিষয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জ্ঞানেরও অতীত। ১৫

এই বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ গৌতমী ব্রাহ্মণী, সাপ, সর্প, মৃত্যু ও কালের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস প্রসঙ্গে উদাহরণ দিয়া থাকেন। ১৬

পূর্বকালে গৌতমী নামে এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী শান্তিলাভের সাধনায় নিরতা ছিলেন। তিনি একদিন দেখিলেন, তাঁহার নিজের পুত্রকে কোন একটি সর্প দংশন করিয়াছে এবং তাহাতে সেই পুত্র অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে। ১৭

এই সময়ে অর্জুনক নামে একজন ব্যাধ সেই সর্পকে ফাঁস-পাশের দ্বারা বন্ধন করিল এবং অমর্ষবশতঃ তাহাকে গৌতমীর নিকট লইয়া আসিল। ১৮

তারপর সে বলিল,—মহাভাগে! এই সেই নীচ সর্প, যে আপনার পুত্রকে দংশন করিয়াছে। বলুন বলুন, আমি কিভাবে ইহাকে বধ করিব? ১৯

আমি কি ইহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিব কিংবা ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিব? বালকহত্যাকারী এই পাপী সর্প এখন আর অধিক সময় পর্যন্ত জীবিত থাকিবার যোগ্য নয়। ২০

গৌতমী বলিলেন,—অর্জুনক! তুমি ইহাকে ছাড়িয়া দাও। তুমি এখনও বালকই। এই সর্পকে বধ করা তোমার উচিত না। ভবিষ্যতেও কেহই অন্যথা করিতে পারে না—ইহা জানিয়াও ইহাকে উপেক্ষা করিয়া কোন্ ব্যক্তি নিজেকে গুরুতর পাপে লিপ্ত করিবে? ২১

প্রবন্তে বর্ষলষবো লোকেঽস্তসি যথা প্রবাঃ
মজ্জন্তি পাপতরবঃ শস্ত্রং স্বয়মিবোদ্যতে । ২১
যদ্যা চৈনং নাযুক্তঃ সাধয়ং মে
জীবত্যস্মিন্ কোঽন্যায়ঃ স্যাদয়ং তে
অন্যোৎসর্গে প্রাণমুক্তস্য জন্তো-
র্মৃত্যুর্লোকং কো নু সঞ্জেদনন্তম্ । ২২

মুদ্গল উবাচ

জানাম্যহং দেবি গুণাগুণজ্ঞে
সর্বাতিযুক্তা গুরবো ভবন্তি
অস্মদ্বিধে ত্বপদেশা ভবন্তি
তস্মাৎ ক্ষুদ্রং সর্পমেনং হনিষ্যে । ২৩
যমাবিষ্টঃ কালগতিং বধন্তি ·
লব্ধঃ শুচং দুর্ধিষদস্ত্যজন্তি
ক্ষেমঃ কথং শোচতি নিত্যযোগাৎ
তস্মাচ্ছুচং মুঞ্চ ভজস্ব তুষ্ণীম্ । ২৪

গৌতম্যুবাচ

আত্তৈরেবং বিদ্যতেঽস্মদ্বিধানাং
ধর্মাত্মানঃ সর্বদা সজ্জনা হি
নিত্যাপত্তৌ বালকোঽপ্যাদদীত তস্মা-
দীদৃশে নাহং পতগস্য প্রমাদ্যে । ২৫
ন ব্রাহ্মণানাং কোপোঽস্তি মুক্তঃ কোপাচ্চ বাতমাত্
যদ্যেবং ক্ষমাতাং সাধো মুচ্যতামেষ পন্নগঃ । ২৬

মুদ্গল উবাচ

হন্তা লাভঃ শ্রেয় এবাবাপ্তঃ সা-
শ্রেয়ো লাভঃ স্যাদ্ বলিষ্ঠঃ প্রমত্তঃ
কালাপ্লাতো যস্য সদ্যো ভবেত
শ্রেয়োলাভঃ কুৎসিতেঽস্মিন্ন যে স্যাৎ । ২৭

গৌতম্যুবাচ

কা নু প্রাপ্তির্মুঞ্চ শত্রুং নিহত্য
কা কামাপ্তিঃ প্রাপ্য শত্রুং ন মুঞ্চেৎ
কস্মাৎ সৌম্যাদ্য ন ক্ষমে নো ভুজঙ্গে
মোক্ষার্থং বা কস্য হেতোর্ন ক্ষুর্যাম্ । ২৮

সংসারে ধর্মাচরণ করিয়া যাঁহারা নিজেদের লঘু (হাল্কা) করিয়া রাখেন অর্থাৎ নিজেদের উপর পাপ ভার বহন করেন না, তাঁহারা জলের উপর গমনকারী নৌকাসমূহের ন্যায় ভবসাগর হইতে পার হইয়া যান ; কিন্তু যাহারা পাপভারে নিজেদের ভারী করে, তাহারা জলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের ন্যায় মরণ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া যায় । ২১

ইহাকে বধ করিলে আমার এই পুত্র জীবিত হইবে না এবং এই সর্প জীবিত থাকিলে তোমার কি হানি হইবে ? এরূপ অবস্থায় এই জীবিত প্রাণীর প্রাণ নাশ করিয়া কোন্ ব্যক্তি যমরাজের অনন্ত ভবনে গমন করিবে ? ২২

ব্যাধ বলিল,—শুভ বা অশুভ জানিতে সমর্থ দেবি ! আমি জানি যে, জ্ঞানী মুনিগণ কাহাকেও কষ্টে পতিত হইতে দেখিয়া এইরূপে দুঃখিত হন। এই সব উপদেশ তা' অন্যান্য পুরুষদিগের জন্যই (দুষ্ট মানুষের উপর ইহার কোনও প্রভাব পতিত হয় না)। অতএব আমি এই নীচ মানুষকে অবশ্যই বিনাশ করিব । ২৩

ঘাতিকারী মানুষেরা ইহাকে কালের গতি বলেন অর্থাৎ কালই ইহাকে নাশ করিয়া দিয়াছে, এই কথা বলিয়া শোক ত্যাগ করত সন্তোষ ধারণ করেন, কিন্তু যাহারা অবিবেক—নিবেধের প্রয়োজন বুঝিয়া প্রতিশোধ লইতে যাবেন, তাঁহারা শত্রুকে বিনাশ করিয়া অতিমাত্র শোক ত্যাগ করেন। অন্য সব মানুষ শ্রেয় লাভ হইলে পর মোহবশতঃ সদা তাহার জন্য শোক করিতে থাকে, অতএব এই শত্রুকৃত সর্পের বিনাশ হইলে পরই আপনিও তৎক্ষণাৎ নিজের শুভ-শোক ত্যাগ করিবেন ।২৪

গৌতমী ব্রাহ্মণী বলিলেন,—অর্জুনক ! আমাদের ন্যায় ব্রহ্মজনদের কখনও কোনওরূপেই হানির দ্বারা পীড়া হয় না। ধর্মাত্মা সজ্জন পুরুষগণ সদা ধর্মেই আসক্ত থাকেন। আমার এই বালক সর্বদা ধর্মপরায়ণ, সেইজন্য আমি এই সর্পকে বিনাশ করিতে অসমর্থ । ২৫

ব্রাহ্মণদিগের ক্রোধ হয় না ; পুনরায় ক্রোধবশতঃ তাঁহারা অন্যদের কিভাবে পীড়িত করিবেন ? সাধো ! অতএব তুমিও ক্রোধভাব অবলম্বন করত এই সর্পের অপরাধ ক্ষমা কর এবং ইহাকে ছাড়িয়া দাও । ২৬

ব্যাধ বলিল, দেবি এই সর্পকে বধ করিলে যে শ্রেয়োলাভ হইবে, উহা অতুল লাভ। বলবান্‌দিগের বলপূর্বক সদ্য বধ লাভ করাই উত্তম লাভ, কালের দ্বারা যে লাভ হয়, উহাই যথার্থ লাভ এই নীচ সর্প জীবিত থাকিলে আপনার কোনই শ্রেয়োলাভ হইবে না । ২৭

গৌতমী বলিলেন,—অর্জুনক ! শত্রুকে বধন করিয়া বধ করিলে কি লাভ হইবে এবং শত্রুকে নিজের বশে পাইয়া

মূষক উবাচ

অস্মাদেকাদ্ বয়ং নো ভক্ষিতব্যা
নৈকো বধ্যো মৌতমি রক্ষিতব্যাঃ।
কৃতাগসং ধর্মবিদস্ত্যজন্তি
সন্দৃশ্যং পাপমিহ তদ্ধি ধর্ম্যম্ ॥ ৩০

মৌতম্যুবাচ

নাস্মিন্ হতে পন্নগে পুত্রকো মে
সম্প্রাপ্যতে মূষক জীবিতং বৈ
ত্বয়া চাহ্যো নাস্য বধে প্রণষ্টে
তস্মাৎ সর্পং মূষক মুঞ্চ জীবম্ ॥ ৩১

মূষক উবাচ।

ত্বয়া হতা দেবরাট্ শ্রেষ্ঠভাগ্ বৈ
বজ্রং হত্বা ভাগমবাপ চৈব
পূর্বং দেবো দেবমুখ্যা চর ত্বং
ক্ষিপ্রং সর্পং জহি মা দুঃখ ভে বিদ্যতে ॥ ৩২

ভীষ্ম উবাচ

অসকৃৎ প্রোচ্যমানাপি মৌতম
মূষকেন মহাভাগা পাপে নৈবা ব্যবাতম
ঈষদুচ্ছ্বসমানস্তু কৃচ্ছ্রাৎ সংজ্ঞস্তা পন্নগঃ
উৎসসর্জ গিরা মন্দো মাতুরীঃ পাশপীড়িতঃ ॥ ৩৩

সর্প উবাচ

কো দুর্জনস্য দোষোঽয়ং বিদ্যতে মম বালিশ
অবশস্য হি মাং মৃত্যুর্বিবশং বদচূদ্বদৎ ॥ ৩৪
তস্যাস্য বচনাদ্ দষ্টো ন কোপেন ন কাম্যয়া
তস্য তৎকিল্বিষং মূঢ় বিদ্যতে যদি কিল্বিষম্ ॥ ৩৫

মূষক উবাচ

বজ্রভয়বশেনেহ কৃতা তে পন্নগাত্তনুঃ
কারণং বৈ ত্বমপ্যত্র তস্মাৎ ত্বমপি কিল্বিষী ॥ ৩৬
মৃৎপাত্রস্য ক্রিয়ায়াং হি দণ্ডচক্রাদয়ো যথা
কারণত্বে প্রবর্তন্তে তথা ত্বমপি পন্নগ ॥ ৩৮

ভার্যাকে ছাড়িয়া না দিলে কি অভীষ্ট মনোরথ লাভ হইবে? মৌত্য! কি কারণ আছে যে, আমি এই সর্পের অপরাধ ক্ষমা না করিব? এবং বিজ্ঞ ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়ায় চেষ্টা না করিব? ২৯

ব্যাধ বলিল,—মৌতমী! এই এক সর্পের নিকট হইতে বহু মানুষকে রক্ষা করা উচিত (কারণ, এই সর্প জীবিত থাকিলে, সে অনেক মানুষকে দংশন করিতে পারে।) অনেকের প্রাণ লইয়া একজনকে রক্ষা করা কদাপি উচিত নহে বর্ণিত পুরুষগণ অপরাধী ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেন; অতএব আপনিও এই পাপী সর্পকে বিনাশ করুন। ৩০

মৌতমী বলিলেন,- ব্যাধ! এই সর্প নিহত হইলে পর আমার পুত্র পুনরায় জীবন লাভ করিবে, এরূপ কথা নয়। ইহাকে বধ করিলে অপর কোনও লাভও আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। সেইজন্য এই সর্পকে তুমি জীবিত অবস্থায় ত্যাগ কর। ৩১

ব্যাধ বলিল,—দেবি! মূষকাসুরকে বধ করিয়া দেবরাজ উচ্চ শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়াছেন এবং ত্রিশূলধারী রুদ্রদেব দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়াই উহাতে নিজের ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনিও দেবতাগণের দ্বারা আচরিত এই কর্মই পালন করুন। ইহা এই সর্পকে বিনাশ করুন। এই কার্যে আপনার কোনরূপ শঙ্কা করা উচিত নয়। ৩২

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! ব্যাধ এইরূপ বলিতে থাকিলেও এবং প্রেরণা দিলেও সে প্রবোচিত করিলেও মহাভাগা মৌতমী সর্পকে বিনাশ করিবার বুদ্ধি স্থির করিলেন না। ৩৩

সেই সময় বন্ধনে পীড়িত হইয়া ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে সেই সর্প বিষেতে অতিশয় কষ্টের সহিত কোনরূপে প্রতিস্থির করিয়া মন্দস্বরে মাতার ন্যায় বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিল। ৩৪

সর্প বলিল, অরে মূর্খ দুর্জন! ইহাতে আমার কি দোষ আছে? আমি ত, পরাধীন? মৃত্যু আমাকে অবশ করিয়া এই কার্যের জন্য প্রেরিত করিয়াছে। ৩৫

তাহারই বাক্যে আমি এই বালককে দংশন করিয়াছি, দ্বেষ বা কামনাবশতঃ নহে। যদি ইহাতে কোনও অপরাধ থাকে, তবে উহা আমার নহে, মৃত্যুর। ৩৬

ব্যাধ বলিল,- সর্প! যদিও তুমি অন্যের অধীন হইয়াই এই পাপ কার্য করিয়াছ, তথাপি তুমিই উহার কারণ, সেইজন্য তুমিও অপরাধী। ৩৭

সর্প! যেরূপ মৃত্তিকার পাত্র নির্মাণের সময় দণ্ড ও চক্রাদি সেই নির্মাণের কারণ হইয়া থাকে, সেইরূপ তুমিও এই বালকের মৃত্যুর কারণ। ৩৮

কিন্বিষী চাসি যে বধ্যঃ কিন্বিষী চাসি পন্নগ
আত্মানং কারণং তত্র ত্বমাখ্যাসি ভুজঙ্গম ॥ ৩৯

সর্প উবাচ।

সর্ব এতে হ্যবশা দণ্ডচক্রাদয়ো যথা
তথাহমপি তস্মাত্তে নৈষ দোষো মতস্তব ॥ ৪০
অথবা মতমেতত্তে হেতূন্ হ্যেতত্প্রযোজকান্।
কার্য্যকারণসম্বন্ধো হ্যবশ্যাভ্যুপগম্যতে ॥ ৪১
এবং সতি ন দোষো মে নাস্তি বধ্যো ন কিন্বিষী।
কিন্বিষং সমবায়ে স্যাদ্যদি কিন্বিষম্ ॥ ৪২

লুব্ধক উবাচ

কারণং যদি ন স্যাত্ত্বৈ ন কর্ত্তা স্যাত্ত্বমপ্যুত।
বিনাশকারণং কস্মাত্ তস্মাত্ সর্বোঽসি মে মতঃ ॥ ৪৩
অসত্যপি কৃতে কার্য্যে নেহ পন্নগ লিপ্যতে
তস্মাদ্বাক্যৈর হেতুঃ স্যাদ্ বধঃ কিং নু তত্র তাত্ত্বসে ॥ ৪৪

সর্প উবাচ

কার্য্যাভাবে ক্রিয়া ন স্যাৎ সত্যাসত্যপি কারণে
তস্মাৎ সর্বেঽপ্যিমে হেতো যে বাক্যো হেতুবিশেষতঃ ॥ ৪৫
নাস্তহং কারণস্যেহ মতো লুব্ধক তত্ত্বতঃ
অন্যঃ প্রযোগে স্যাদত্র কিন্বিষী জন্তুনাশনে ॥ ৪৬

লুব্ধক উবাচ

যদ্যস্তু মম তত্রৈষ বালঘাতী নৃশংসকৃৎ।
তাম্যসে কিং বহু পুরা বধ্যঃ সন্ পন্নগাধম ॥ ৪৭

সর্প উবাচ

যথা হ্যগ্নীষিণি ক্ষুব্ধে বালঘাতী নৃশংসকৃৎ।
এ ফলং প্রাপ্নুবন্ত্যত্র ফলং তাম্যে তথা হ্যহম্ ॥ ৪৮

ভীষ্ম উবাচ।

তথা ব্রুবতি তস্মিংস্তু পন্নগে মৃত্যুচোদিতে
আজগাম ততো মৃত্যুঃ পন্নগং চাত্রবীদিদম্ ॥ ৪৯

পন্নগ। যে-ই অপরাধী হউক না কেন, সে-ই আমার বধ্য। ভুজঙ্গম! তুমিও অপরাধী, কারণ, তুমি নিজেকেই উহার কারণ বলিয়া বর্ণনা করিতেছ। ৩৯

সর্প বলিল,—ব্যাধ! যেরূপ মৃত্তিকার পাত্র নির্মাণে এই দণ্ড-চক্রাদি সকল কারণই পরাধীন, সেইরূপ আমিও মৃত্যুর অধীন। সেইজন্য তুমি যে আমার উপর দোষারোপ করিতেছ, উহা ঠিক নহে। ৪০

অথবা যদি তোমার এই মতই হয় যে, দণ্ড-চক্রাদিও পরস্পরের প্রয়োজক হয়, সেইজন্যই উহা কারণ, কিন্তু উহা যদিলে পরস্পর পরস্পরের প্রেরক হওয়ায় কার্য্য-কারণের নির্ণয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইবে। ৪১

এরূপ অবস্থায় আমার কোনও দোষ নাই এবং আমি বধ্য অথবা অপরাধী নহি। যদি কাহারও অপরাধ বলিয়া মনে কর, তবে উহা সমূহ কারণের উপরেই পর্য্যবসিত হয়। ৪২

ব্যাধ বলিল,—সর্প! যদি মানিয়াও লই যে, তুমি অপরাধের কারণও নহ এবং কর্ত্তাও নহ, তথাপি এই বালকের মৃত্যু ত' তোমার জন্যই হইয়াছে, অতএব তুমিই বিনাশের কারণ বলিয়া আমার মতে তুমি বধযোগ্য। ৪৩

সর্প। যদি তোমার মতে দুষ্টতাপূর্ণ কার্য্য করিলেও কর্ত্তা সেই দোষে লিপ্ত না হয়, তবে ত' তোমার ও আমাকারিয়া নিজেদের অপরাধের জন্য রাজার দ্বারা যে বধ্য হও, ইহাতেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা অপরাধী বা দোষভাগী হয় না - ইহাই স্থির হয়। (ইহাতে কিছু পাপ ও তাহার ফল দূরে হইয়া যায়।) অতএব তুমি কি যা তা বহু কথা বলিতেছ! ৪৪

সর্প বলিল,—ব্যাধ! প্রযোজক (প্রেরক) কর্ত্তা থাকুক বা না থাকুক, প্রযোজ্য-কর্ত্তা বিনা ক্রিয়া নিষ্পাদিত হয় না; সেইজন্য এরূপ বলিতে আমরা (আমি ও মৃত্যু) সমানভাবেই হেতু, তথাপি প্রযোজক বলিয়া মৃত্যুর উপরেই এই দোষ বিশেষভাবে আরোপ করা যাইতে পারে। যদি তুমি আমাকেই এই বালকের মৃত্যুর বস্তুতঃ কারণ বলিয়া মনে কর, তবে উহা তোমার ভ্রম। বাস্তবিক পক্ষে বিচার করিলে দেখা যাইবে, প্রেরণাদানের জন্য অন্য কর্ত্তাই (মৃত্যুই) অপরাধী সিদ্ধ হয়। কারণ, এই মৃত্যুই প্রাণিগণের বিনাশে অপরাধী। ৪৫-৪৬

ব্যাধ বলিল,—দুর্মতি সর্পাধম! তুমি শিশুহত্যাকারী ও নৃশংসকর্ম্মকারী; অতএব নিশ্চয়ই আমার দ্বারা তুমি বধযোগ্য। তুমি বধ্য হইয়াও নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য কেন এত কথা বলিতেছ? ৪৭

সর্প বলিল, ব্যাধ! যেরূপ যজমানের পক্ষে ঋত্বিগ্‌গণ অগ্নিতে আহুতি দিয়া থাকেন, কিন্তু সেই যজ্ঞের ফল তাঁহাদের লাভ হয় না, সেইরূপ এই অপরাধের ফল বা দণ্ডভোগে আমাকেই বাধ্য করা চলে না (প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুই এবিষয়ে অপরাধী)। ৪৮

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! মৃত্যুর প্রেরণায় বালকের নৃশংস-কারী সর্প যখন বারংবার নিজেকে নির্দোষ ও মৃত্যুকে দোষী

মৃত্যুরুবাচ

প্রচোদিতোঽহং কালেন পরম ত্বামনুচুচুদম্
বিনাশয়েয়ুর্নাস্য ত্বয়ঽহং ন প্রাণিনঃ বিভো: । ৪৩
যথা বায়ুর্জলস্থানং বিকর্ষতি ততস্ততঃ
তদ্বজ্জলময়ং সর্পং কালস্যাহং বশানুগঃ । ৪৪
সাত্ত্বিকা রাজসাশ্চৈব তামসা যে চ কেচন ।
ভাবাঃ কালাত্মকাঃ সর্বে প্রবর্তন্তে ন তন্ত্রবঃ । ৪৫
জঙ্গমাঃ স্থাবরাশ্চৈব দিবি বা যদি বা ভুবি
সর্বে কালাত্মকাঃ সর্প কালাদুদ্ভিজ্জ জায়তে । ৪৬
প্রবৃত্তয়শ্চ লোকেঽস্মিন্নিবৃত্তয়শ্চৈব চ নিত্যশঃ ।
তাসাং বিকল্পতো যান্তি সর্বং কালাত্মকং স্মৃতম্ । ৪৭
আদিত্যশ্চন্দ্রমা বিষ্ণুরাপো বায়ুঃ শতক্রতুঃ ।
অগ্নির্ধাতা পৃথিবী মিত্রঃ পর্জন্যো বসবোঽশ্বিনৌ । ৪৮
মরিচিঃ সাগরাশ্চৈব ভাবাভাবৌ চ পন্নগ
সর্বে কালেন সৃজ্যন্তে স্থিরন্তে চ পুনঃ পুনঃ । ৪৯

এবং জ্ঞাত্বা তথা মাং ত্বং নাদোষং সর্প মন্যসে ।
অথ চৈবংগতে দোষে যদি ত্বমপি দোষবান্ । ৫৭

সর্প উবাচ ।

নির্দোষো দোষবন্তং বা ন ত্বাং মৃত্যো প্রবীম্যহম্
ত্বয়ায়ং চোদিত ইতি প্রবীম্যেতাবদেব তু । ৫৮
যদি কালে তু দোষোঽস্তি যদি তত্রাপি নেষ্যতে
দোষো নৈব পরীক্ষ্যো মে ন ত্বত্রাধিকৃতা বয়ম্ । ৫৯
নির্দোষাত্বন্তু দোষস্য ত্বয়া কার্যা যথা তথা
মৃত্যোরপি ন দোষঃ স্যাদিতি যেঽত্র প্রয়োজনম্ । ৬০

ভীষ্ম উবাচ

সর্পোঽথার্জুনমং প্রাহ শ্রুত' তে মৃত্যুভাষিতম্
ব্রাহ্মণস্য ত্বাং পার্থেন সন্ত্রাণমিতুমর্হসি । ৬১

পুরুষ উবাচ ।

মৃত্যোঃ শ্রুত্বা যে বচনং তব চৈব ভুজঙ্গম
নৈষ তাবদদোষস্তা তবেতি ভূরি পন্নগ । ৬২

বলিয়া বর্ণনা করিতে লাগিল, তখন মৃত্যুও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এইরূপ বলিলেন । ৪১

মৃত্যু বলিলেন—সর্প ! কালের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই আমি তোমাকে এই ব্রাহ্মণকে দংশন করিবার জন্য প্রেরণা দিয়াছিলাম, সুতরাং এই নিরপরাধীর বিনাশে তুমিও কারণ হও এমা আমিও কারণ নহি । ৪৩

সর্প ! যেরূপ বায়ু যেমনওদকে এদিক্ ওদিকে উড়াইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ আমিও যেমনেই স্থান কালের বশীভূত । ৪৪

সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস—এই যে সমস্ত ভাব আছে, সেই সমস্তই কালাত্মক এবং কালেরই প্রেরণায় উহা প্রাণিগণকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৪৫

সর্প ! পৃথিবী ও স্বর্গলোকে যত স্থাবর-জঙ্গম পদার্থ আছে, তৎ সমস্তই কালের অধীন । এই সম্পূর্ণ জগৎই কালস্বরূপ । ৪৬

এই লোকে যত প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি আছে এবং তাহাদের বিকৃতি (ফল) আছে, সে সমস্তই কালের স্বরূপ । ৪৭

পন্নগ ! সূর্য, চন্দ্র, বিষ্ণু, জল, বায়ু, ইন্দ্র, অগ্নি, ধাতা, পৃথিবী, মিত্র, পর্জন্য, বসু, অশ্বিনি, মরীচি, সমুদ্র, ভাব ও অভাব—এ সমস্তই কালের দ্বারা সৃষ্টি এবং কালই উহাদের সংহার করিয়া থাকেন । ৪৮-৪৯

সর্প ! এই সব জানিয়াও তুমি আমাকে কেন দোষী বলিয়া মনে করিতেছ ? যদি এরূপ অবস্থায় আমার উপর দোষারোপ করা হয়, তবে ত' তুমিও দোষী নির্ণীত হইবে । ৫৭

সর্প বলিল,—মৃত্যো ! আমি আপনাকে নির্দোষও বলিতেছি না এবং দোষীও বলিতেছি না । আমি ত' ইহাই বলিতেছি যে, এই ব্রাহ্মণকে দংশন করিতে আপনিই আমাকে প্রেরণা দিয়াছেন । ৫৮

এ বিষয়ে যদি কালের দোষ থাকে অথবা যদি তিনিও নির্দোষ হন, তবে আমার কাহারও দোষ দেখা উচিত নয় এবং দোষ দেখিবার আমাদের কোনও অধিকারই নাই । ৫৯

কিন্তু আমার উপর যে দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহার নিবারণ ত' আমাকে যে কোন উপায়ে করিতেই হইবে । মৃত্যুরও দোষ নাই—এ কথা বলিবারই আমার এস্থলে প্রয়োজন । ৬০

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! তখনকার সর্প অর্জুনকে বলিল তুমি ত' মৃত্যুর কথা শুনিলে ? এখন নিরপরাধ আমাকে রক্ষণ করিয়া রাখিয়া তাই দেওয়া তোমার উচিত হয় । ৬১

ব্যাধ বলিল,—পন্নগ ! আমি মৃত্যু ও তোমার—উভয়েরই কথা শুনিয়াছি ; কিন্তু ভুজঙ্গম ! ইহাতে তোমার নির্দোষতা প্রতিপন্ন হয় না । ৬২

মৃত্যুস্ত্বং চৈব হেতুস্তি বালস্যাস্য বিনাশনে
উভয়ং কারণং মন্যে ন কারণমকারণম্ ॥ ৬৩

বিত্ত মৃত্যুশ্চ দুষ্টাত্মানং ক্রূরং দুঃখকরং সতাম্।
তাবহং চৈবাহং বধিষ্যামি পাপং পাপস্য কারণম্ ॥ ৬৪

মৃত্যুরুবাচ।

বিবশৌ কালবশগাবাবাং নির্দিষ্টকারিণৌ।
নাবাং দোষেণ গন্তব্যো যদি সম্যক্ প্রপশ্যসি ॥ ৬৫

মূষক উবাচ।

যুবামুভৌ কালবশৌ যদি বৈ মৃত্যু-পন্নগৌ।
হর্ষ-ক্রোধৌ বৃথা ত্যক্তাবেতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৬৬

মৃত্যুরুবাচ

যা কাচিদেষ চেষ্টা স্যাৎ সর্বা কালপ্রচোদিতা
পূর্বমেবৈতদুক্তং হি ময়া মূষক কালতঃ ॥ ৬৭

তস্মাদুভৌ কালবশাবাবাং নির্দিষ্টকারিণৌ।
নাবাং দোষেণ গন্তব্যো বৃথা মূষক কল্পিতে ॥ ৬৮

ভীষ্ম উবাচ।

অথোপসৃত্য কালস্তু তস্মিন্ ধর্মার্থসংশয়ে
অব্রবীৎ পন্নগং মৃত্যুং মূষকং চার্জুনক তথা ॥ ৬৯

কাল উবাচ।

ন ত্বহং নাপরাধ্যামি মৃত্যুর্নায়ং মূষক পন্নগঃ।
কিবিষী জন্তুমরণে ন বয়ং হি প্রযোজকাঃ ॥ ৭০

অকরোদ্ যদয়ং কর্ম তস্যোহর্জুনক চোদকম্।
বিনাশহেতুর্নান্যোঽস্য বধ্যতেঽয়ং স্বকর্মণা ॥ ৭১

যদনেন কৃতং কর্ম তেনায়ং নিধনং গতঃ।
বিনাশহেতুঃ কর্মাস্য সর্বে কর্মবশা বয়ম্ ॥ ৭২

কর্মদাস্যাদবীল্লোকঃ কর্মসম্ভবলক্ষণঃ।
কর্মণি চোদয়ন্ত্যেব যথাভোগ্যং তথা বয়ম্ ॥ ৭৩

যথা মুৎপিণ্ডতঃ কর্তা কুরুতে যদ্ যদিচ্ছতি।
এবমাত্মকৃতং কর্ম মানবঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ৭৪

এই বালকের মৃত্যুতে তুমি ও মৃত্যু—এই উভয়েই কারণ। অতএব আমি তোমাদের উভয়কেই কালের বা অপরাধী বলিয়া মনে করি। কোন একজনকে অপরাধী কিংবা নিরপরাধ বলিয়া মনে করি না। ৬৩

হোই পুত্রশত্রুর দুঃখদায়ক এই ক্রূর ও দুরাত্মা মৃত্যুকে ধিক্ এবং তুমিও এই পাপেরই কারণ। সেইজন্য পাপী তোমাকে আমি বধ করিব। ৬৪

মৃত্যু বলিলেন,—ব্যাধ! আমরা দুইজনে কালের অধীন বলিয়া বিবশ। আমরা কেবল তাঁহার আদেশবাক্য পালন করিয়াছি। যদি তুমি ভালভাবে বিচার কর, তাহা হইলে আমাদের দোষারোপ করিতে পারিবে না। ৬৫

ব্যাধ বলিল,—মৃত্যু ও সর্প! যদি তোমরা দুইজনে কালেরই অধীন, তবে নিরপেক্ষ ব্যক্তি আমার পরোপকারীর প্রতি হর্ষ ও অপরের অপকারকারী তোমাদের উভয়ের প্রতি কেন ক্রোধ হইতেছে, আমি জানিতে বাসনা করি। ৬৬

মৃত্যু বলিলেন,—ব্যাধ! জগতে যাহা কিছু চেষ্টা হইতেছে, তৎসমস্তই কালেরই প্রেরণায় হইতেছে। এই কথা আমি তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। ৬৭

ব্যাধ! অতএব আমরা উভয়ে কালের অধীন এবং কালেরই আদেশ-পালক বুঝিয়া আমাদের দুইজনের উপর তোমার দোষারোপ করা উচিত নয়। ৬৮

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! তদনন্তর ধর্মীয় বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে পর কালও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সর্প, মৃত্যু ও অর্জুনক ব্যাধকে এই কথাই বলিয়াছিলেন। ৬৯

কাল বলিলেন,—ব্যাধ! না আমি, না এই মৃত্যু এবং না এই সর্পই এই জীবের মৃত্যুতে অপরাধী। আমরা কাহারও মৃত্যুতে প্রেরক বা প্রযোজক নহি। ৭০

অর্জুনক! এই বালক যে কর্ম করিয়াছে, তাহাই উহার মৃত্যুর প্রেরক; অন্যে কেহই তাহার বিনাশের কারণ নহে। এই জীব নিজের কর্মবশেই নিহত হয়। ৭১

এই বালক যে কর্ম করিয়াছে, উহারই দ্বারাই সে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার কর্মই ইহার বিনাশের প্রকৃত কারণ। আমরা সকলে কর্মেরই অধীন। ৭২

সংসারে কৃত কর্মই মনুষ্যগণের পূর্ব সৌভাগ্যের ন্যায় অনুগমন করিয়া থাকে। কর্মই সুখ-দুঃখের সম্বন্ধের সূচক। এজগতে কর্মই যেরূপ পরস্পর পরস্পরকে প্রেরিত করে, সেইরূপে আমরাও কর্মসমূহের দ্বারাই প্রেরিত হইয়াছি। ৭৩

যেরূপ কুম্ভকার মৃত্তিকার দ্বারা যে যে পাত্র নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করে, সেই সেই পাত্রই নির্মাণ করিয়া থাকে, সেইরূপ মানুষ নিজের কৃত কর্মানুসারেই সব কিছু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৭৪

যথা ছায়াতপৌ নিত্যং সুসম্বদ্ধৌ নিরন্তরম্
তথা কর্ম চ কর্তা চ সম্বদ্ধাবাত্মকর্মভিঃ ॥ ১৫
এষঃ নাহং ন চৈব মৃত্যুর্ন সর্পো ন তথা ভবান্।
ন চেয়ং ব্রাহ্মণী বৃদ্ধা শিশুরেষোঽত্র কারণম্ ॥ ১৬
তস্মিংস্তথা ব্রুবাণে তু ব্রাহ্মণী গৌতমী নৃপ।
স্বকর্মপ্রত্যয়াঁল্লোকান্ মত্বার্জুনকমব্রবীৎ ॥ ১৭

গৌতম্যুবাচ।

নৈষ কালো ন ভুজগো ন মৃত্যুরিহ কারণম্।
স্বকর্মভিরয়ং বালঃ কালেন নিধনং গতঃ ॥ ১৮
ময়া চ তৎ কৃতং কর্ম যেনায়ং মে মৃতঃ সুতঃ।
যাতু কালস্তথা মৃত্যুর্মা ভূর্জুনক পন্নগম্ ॥ ১৯

ভীষ্ম উবাচ

ততো যথাগতঃ কালো মৃত্যুঃ কালোঽথ পন্নগঃ

অভূদ্ বিশোকোঽর্জুনকো বিশোকা চৈব গৌতমী ॥ ২০
এতচ্ছ্রুত্বা শমং গচ্ছ মা ভূঃ শোকপরো নৃপ।
স্বকর্মপ্রত্যয়াল্লোকান্ সর্বে গচ্ছন্তি বৈ নৃপ ॥ ২১
নৈব ত্বয়া কৃতং কর্ম নাপি দুর্যোধনেন বৈ
কালেনৈতৎ কৃতং বিদ্ধি নিধনং যেন পার্থিবাঃ ॥ ২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা বভূব বিগতজ্বরঃ।
যুধিষ্ঠিরো মহাতেজাঃ প্রশ্নচ্ছেদঞ্চ ধর্মবিৎ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি গৌতমী-মূষিক-বাল-মৃত্যু-কালসংবাদে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

যেরূপ ছায়া ও রৌদ্র উভয়েই নিরন্তর পরস্পরের সহিত মিলিত ভাবেই থাকে, সেইরূপ কর্ম ও কর্তা উভয়েই নিজের কর্মানুসারে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ থাকিয়া থাকে। ১৫

এইরূপ বিচার করিলে সর্প না আমি, না মৃত্যু, না তুমি (ব্যাধ) ও না এই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীই এই বালকের মৃত্যুর কারণ, এই শিশু স্বয়ংই কর্মানুসারে নিজের মৃত্যুর কারণ। ১৬

হে নৃপ! কাল এই কথা বলিলে পর গৌতমী ব্রাহ্মণীর এই নিশ্চয়ই হইল যে, মানুষ নিজের কর্মানুসারেই ফল লাভ করে। তখন তিনি পুনরায় অর্জুনককে বলিলেন। ১৭

গৌতমী বলিলেন,—বাছা! না এই কাল, না সর্প ও না মৃত্যুই এখানে কারণ। এই বালক নিজের কর্মানুসারেই প্রেরিত হইয়া মৃত্যু লাভ করিয়াছে। ১৮

অর্জুনক! আমিও যেরূপ কর্মই কিছু করিয়াছি, যাহার ফলে আমার পুত্র নিহত হইয়াছে। অতএব কাল ও মৃত্যু নিজ নিজ স্থানে গমন করুন এবং তুমি এই সর্পকে ছাড়িয়া দাও। ১৯

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তখনই কাল, মৃত্যু ও সর্প যেরূপে আসিয়াছিলেন, সেইরূপে চলিয়া যাইলেন এবং অর্জুনক ও গৌতমী ব্রাহ্মণীরও শোক দূরীভূত হইল। ২০

হে নৃপ! এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া তুমি শান্তি প্রাপ্ত হও এবং শোকগ্রস্ত হইও না। নরনাথ! সকল মানুষই নিজ নিজ কর্মানুসারে প্রাপ্য লোকে গমন করে। ২১

তুমি এই কার্য্য করিয়াই যে দুর্যোধন-ও কিছুই করে নাই। কালই এই সব কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া জানিও, সেই জন্যই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ নিহত হইয়াছেন। ২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয়! ভীষ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাতেজস্বী ধর্মজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির চিন্তাহীন হইলেন এবং তিনি এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। ২৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে গৌতমী ব্রাহ্মণী, ব্যাধ, সর্প, মৃত্যু ও কালের সংবাদবিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[প্রজাপতি-মনোর্বংশবর্ণনম্, অত্রিপুত্র-সুদর্শনেনাতিথি-সংকারব্রতধর্মপালনেন মৃত্যোর্জিগুপ্সা]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ।
শ্রুতং মে মহদাখ্যানমিদং মতিমতাং নৃপ ॥ ১
ভূয়স্তু শ্রোতুমিচ্ছামি ধর্মার্থসহিতং নৃপ।
কথ্যমানং ত্বয়া কিঞ্চিৎ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২
কেন মৃত্যুর্গৃহস্থেন ধর্মমাশ্রিত্য নির্জিতঃ।
ইত্যেতৎ সর্বমাচক্ষ্ব তত্ত্বেনাপি চ পার্থিব ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যথা মৃত্যুর্গৃহস্থেন ধর্মমাশ্রিত্য নির্জিতঃ ॥ ৪
মনোঃ প্রজাপতে রাজন্নিক্ষ্বাকুস্তত্ত্বতঃ সুতঃ।
তস্য পুত্রশতং জজ্ঞে নৃপতেঃ পূর্ববর্চসঃ ॥ ৫
দশমস্তস্য পুত্রস্তু দশাশ্বো নাম ভারত
মাহিষত্যামভূদ্ রাজা ধর্মাত্মা সত্যবিক্রমঃ ॥ ৬
দশাশ্বস্য সুতত্বাসীদ্ রাজা পরমধার্মিকঃ
সত্যে তপসি দানে চ যস্য নিত্যং রতং মনঃ ॥ ৭
মদিরাশ্ব ইতি খ্যাতঃ পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ।
ধনুর্বেদে চ বেদে চ নিয়তো যোঽভবৎ সদা ॥ ৮
মদিরাশ্বস্য পুত্রস্তু দ্যুতিমান্ নাম পার্থিবঃ
মহাভাগো মহাতেজা মহাসত্ত্বো মহাবলঃ ॥ ৯
পুত্রো দ্যুতিমতস্ত্বাসীদ্ রাজা পরমধার্মিকঃ।
সর্বলোকেষু বিখ্যাতঃ সুবীরো নাম নামতঃ ॥ ১০
ধর্মাত্মা কোষবাংশ্চাপি দেবরাজ ইবাপরঃ
সুবীরস্য তু পুত্রোঽভূৎ সর্বসংগ্রামদুর্জয়ঃ ॥ ১১
স দুর্জয় ইতি খ্যাতঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ
দুর্জয়স্যোত্রবপুষঃ পুত্রোঽরিষদমস্থাতিঃ ॥ ১২
দুর্যোধনো নাম মহান্ রাজা রাজর্ষিসত্তমঃ
তস্যেন্দ্রসমবীর্যস্য সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনঃ ॥ ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[প্রজাপতি মনুর বংশ বর্ণন, অত্রিপুত্র সুদর্শনের অতিথি-সৎকারব্রতী ধর্মের পালনে মৃত্যুকে জয়লাভ করা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সর্বশাস্ত্র-বিশারদ, মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ! এই মহত্পূর্ণ উপাখ্যান আমি শ্রবণ করিলাম। ১

হে নৃপ! এখন আমি পুনরায় মুখ হইতে আরও কিছু ধর্ম ও অর্থযুক্ত উপদেশ শুনিতে বাসনা করি, অতএব আপনি আমাকে এই বিষয়ে সবিস্তারে বর্ণনা করুন। ২

কৃপাল! কোন্ গৃহস্থ কেবল ধর্ম আশ্রয় করিয়াই মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন? আপনি এই সব কথা আমাকে বলুন। ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এক গৃহস্থ যেভাবে ধর্ম আশ্রয় করিয়াই মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস বিদ্বান্‌গণ এখনো উদাহরণ দিয়া থাকেন। ৪

হে রাজন্! প্রজাপতি মনুর ইক্ষ্বাকু নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। রাজা ইক্ষ্বাকু সূর্যতুল্য তেজস্বী ছিলেন। তাঁহার এক শত পুত্র হইয়াছিল। ৫

ভারত! সেই সব পুত্রগণের মধ্যে দশম পুত্রের নাম ছিল দশাশ্ব। ইনি মাহিষতী পুরীতে রাজত্ব করিতেন এবং অতিশয় ধর্মাত্মা ও সত্যপরাক্রমী ছিলেন। ৬

দশাশ্বের পুত্রও অত্যন্ত ধর্মাত্মা রাজা ছিলেন। তাঁহার মন সর্বদা সত্য, তপস্যা ও দানকার্যেই নিরত ছিল। ৭

এই রাজা ভূতলে মদিরাশ্ব নামে বিখ্যাত ছিলেন এবং সর্বদা ধনুর্বেদ ও বেদের অভ্যাসেই সংলগ্ন থাকিতেন। ৮

মদিরাশ্বের দ্যুতিমান্ নামে প্রসিদ্ধ পুত্র ছিলেন। তিনি মহাভাগ, মহাতেজস্বী, মহাবৈর্যশালী ও মহাবল ছিলেন। ৯

দ্যুতিমানের পুত্র পরম ধর্মাত্মা রাজা সুবীর সর্বলোকে অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ধর্মাত্মা, কোষবান্ (ধনবান্) এবং দ্বিতীয় দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। ১০

সুবীরের দুর্জয় নামে খ্যাত এক পুত্র ছিলেন। তিনি সর্ব-প্রকার সংগ্রামেই শত্রুদের পক্ষে দুর্জয় বোধ হইতেন এবং সমস্ত অস্ত্রধারী বীর-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ১১

ইন্দ্রদেব-তুল্য দেহবিশিষ্ট রাজা দুর্জয়ের অরিন্দমত্বাদি-গুণযুক্ত ক্ষত্রিয়ান্ দুর্যোধন নামে এক পুত্র ছিলেন। তিনি রাজর্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহান্ রাজা ছিলেন। ১২

ইন্দ্র-সদৃশ পরাক্রমশালী ও যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত রাজা দুর্যো-ধনের রাজ্যে ইন্দ্র সদা যথাসময়ে ও প্রয়োজনানুসারেই জলবর্ষণ করিতেন। ১৩

বিষয়ে যাসবস্তুক সদ্যাগেব প্রবর্ষতি
ঘটৈর্ঘনৈশ্চ পশুভিঃ শতৈশ্চাপি পুবর্ষিবৈঃ ॥ ১৪
নগরং বিষয়শ্চাপ্ত প্রতিপূর্ণন্তদাভবৎ
ন তদা বিষয়ে চাস্থৎ কৃপণো নাপি দুর্গতঃ ॥ ১৫
সুদক্ষিণো মহাদ্রবাগনসূয়ুক্তিতেন্দ্রিয়ঃ
ধর্মাত্মা চানৃণঃসন্ত বিক্রান্তোঽথাবিকথনঃ ॥ ১৬
যজ্বা চ যাজ্যো মেধাবী ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ
ন চাবদ্যন্ত যাজ্ঞা চ বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ১৭
তং নর্মদা দেবনদী পুণ্যা শীতজলা শিবা
চকমে পুরুষব্যাঘ্রং যেন ভাবেন ভারত
তস্যাং জজ্ঞে তদা কন্যা কৃষ্ণা রাজীবলোচনা
নাম্না সুদর্শনা রাজন্ রূপেণ চ সুদর্শনা ॥ ১৯
তাদৃগ্রূপা ন নারীষু ভূতপূর্বা যুধিষ্ঠির
দুর্যোধনসুতা যাদৃগভবদ্ বরবর্ণিনী ॥ ২০

তামগ্নিশ্চকমে সাক্ষাদ্ রাজকন্যাং সুদর্শনাম্
ভূত্বা চ ব্রাহ্মণো রাজন্ বরয়ামাস তাং নৃপম্ ॥ ২১
ধনিস্ত্বাসমর্থশ্চ মমায়মিতি পার্থিব
ন দিৎসতি সুতাং তস্মৈ তাং বিপ্রায় সুদর্শনাম্ ॥ ২২
ততোঽস্য নিত্যতে যজ্ঞে নষ্টোঽভূদ্ধব্যবাহনঃ
ততঃ সুদুঃখিতো রাজা বাক্যমাহ দ্বিজাংস্তদা ॥ ২৩
দুষ্কৃতং যদি কিং নু স্যাদ্ ভবতাং বা দ্বিজর্ষভাঃ
যেন নাশং ভগবান্নগ্নিঃ কৃতঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥ ২৪
ন হ্যন্যদ্ দুষ্কৃতং নোঽস্তি যেনাগ্নির্নাশমাগতঃ
ভবতাং চাপবা মন্যে তস্যৈনমিহ বিমুঞ্চতাম্ ॥ ২৫
তচ্ছ্রুত্বা বাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা বিপ্রাস্তে ভরতর্ষভ
নিয়তা বাগ্যতাস্তৈব পাবকং শরণং যযুঃ ॥ ২৬
তান্ দর্শয়ামাস তদা ভগবান্ হব্যবাহনঃ
স্বং রূপং দীপ্তিমৎ কৃত্বা শরদর্কসমদ্যুতিঃ ॥ ২৭

তাঁহার নগর ও রাজ্য ঘর, ধন, পশু এবং নানাবিধ ধান্যাদি শস্যে সেই সময় পূর্ণ ছিল ॥ ১৪½

তাঁহার রাজ্যে কোথাও কেহই কৃপণ, দুর্গতিগ্রস্ত, রোগী অথবা দুর্বল ব্যক্তি ছিল না ॥ ১৫½

এই রাজা অত্যন্ত উদার, মধুরভাষী, অদোষদর্শী, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মাত্মা, ধনবান্ ও পরাক্রমশালী ছিলেন তিনি কখনও মিথ্যা প্রলাপ করিতেন না ॥ ১৬

রাজা দুর্যোধন বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শী বিদ্বান্, যজ্ঞকর্তা, জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী, ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি সকলকেই দান করিতেন এবং কাহাকেও অপমান করিতেন না ॥ ১৭

ভারত! এক সময় শীতল জলপূর্ণা, পবিত্রা ও কল্যাণময়ী দেবনদী নর্মদা সেই পুরুষশ্রেষ্ঠকে সম্পূর্ণভাবে কামনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী হইয়াছিলেন ॥ ১৮

রাজন্! সেই নদীর গর্ভে রাজা দুর্যোধনের দ্বারা এক কমললোচনা কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সুদর্শনা নামে অভিহিতা হইতেন এবং দেখিতেও সুদর্শনা (সুন্দর ও দর্শনীয়) ছিলেন ॥ ১৯

যুধিষ্ঠির! দুর্যোধনের এই সুন্দরলক্ষণযুক্তা কন্যা যেরূপ রূপবতী ছিলেন, সেইরূপ রূপ-সৌন্দর্যশালিনী স্ত্রী নারীগণের মধ্যে পূর্বে কখনও হয় নাই ॥ ২০

রাজন্! ব্রাহ্মণকন্যা সুদর্শনার উপর সাক্ষাৎ অগ্নিদেব আসক্ত হইয়া পড়িলেন এবং তিনি ব্রাহ্মণের রূপ-ধারণ করত রাজার নিকট হইতে সেই কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন ॥ ২১

তখন রাজা এই চিন্তা করিলেন যে, এই ব্রাহ্মণ একে ত' দরিদ্র, তাহার পর আবার কন্যার তার উপযোগিনী নহে, সুতরাং তিনি নিজের কন্যা সুদর্শনাকে এই ব্রাহ্মণের হস্তে প্রদান করিতে উদ্যুক্ত হইলেন না ॥ ২২

তখন অগ্নিদেব রুষ্ট হইয়া রাজার যজ্ঞ হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইলেন ইহাতে রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তিনি ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন ॥ ২৩

দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমার কিংবা আপনাদের কাহারও এরূপ কোন দুষ্কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, যাহার জন্য অগ্নিদেব দুই মন্ত্রদ্রষ্টের প্রতি কৃত উপকারের ন্যায় নষ্ট (অদৃশ্য) হইয়া গিয়াছেন ॥ ২৪

আমাদের অন্য কোন অপরাধ নয়, যাহার জন্য অগ্নিদেব অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। এই অপরাধ আপনাদের অথবা আমার? ইহা যথাযথভাবে বিচার করুন ॥ ২৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণগণ শৌচ-সন্তোষ আদি নিয়মসমূহ পালন পূর্বক মৌন হইয়া ভগবান্ অগ্নিদেবের শরণ করিলেন ॥ ২৬

তখন হব্যবাহন (অগ্নি) রাত্রিতে শীঘ্র তেজস্বী রূপ প্রকট করত শরৎকালের সূর্যতুল্য দীপ্তিমান্ হইয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে দর্শনদান করিলেন ॥ ২৭

ততো মহাত্মা তানাহ দহনো ব্রাহ্মণর্ষভান্
বরয়াম্যাত্মনোঽর্থায় দুর্যোধনসুতামিতি ॥ ২৮
তত্তস্তে কন্যামুত্থায় তস্মৈ রাজ্ঞে ন্যবেদয়ন্।
ব্রাহ্মণা বিস্মিতাঃ সর্বে যদুক্তং চিত্রভানুনা ॥ ২৯
ততঃ স রাজা তচ্ছ্রুত্বা বচনং ব্রহ্মবাদিনাম্।
অবাপ্য পরমং হর্ষং তথেতি প্রাহ বুদ্ধিমান্ ॥ ৩০
অযাচত চ তং তত্র ভগবন্তং বিভাবসুম্
নিত্যং সান্নিধ্যমিহ তে চিত্রভানো ভবেদিতি ॥ ৩১
তমাহ ভগবানগ্নিরেবমস্ত্বিতি পার্থিবম্
ততঃ সান্নিধ্যমস্যাপি সাহিষ্মত্যাং বিভাবসোঃ ॥ ৩২
দৃষ্টং হি সহদেবেন দিশং বিজয়তা তদা
ততস্তাং সমলঙ্কৃত্য কন্যামাহ্বতবাসসম্ ॥ ৩৩
যযৌ দুর্যোধনো রাজা পাবকায় মহাত্মনে
প্রতিগৃহ্নাত চাগ্নিস্তু রাজকন্যাং সুদর্শনাম্ ॥ ৩৪

সেই সময় মহাত্মা অগ্নি সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন, — আমি দুর্যোধনের কন্যাকে নিজের জন্য বরণ করিতেছি। ২৮

ইহা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত সেই সব ব্রাহ্মণগণ প্রত্যাগত হইয়া অগ্নিদেব যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সমস্ত রাজা দুর্যোধনকে নিবেদন করিলেন। ২৯

ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং সেই বুদ্ধিমান্ নরপতি 'তথাস্তু' বলিয়া অগ্নিদেবের প্রস্তাব মানিয়া লইলেন। ৩০

তখন তিনি কন্যার শ্বশুররূপে ভগবান্ অগ্নির নিকট এই বর প্রার্থনা করিলেন, —চিত্রভানো! এই নগরীতে আপনি সর্বদা বাস করুন। ৩১

ইহা শ্রবণ করত ভগবান্ অগ্নি রাজাকে বলিলেন,—তাহাই হইবে। সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত অগ্নিদেব মাহিষ্মতী নগরীতে বাস করিতেছেন। ৩২

সহদেব দক্ষিণ দিক্ জয় করিবার সময় অগ্নিদেবকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। অগ্নিদেব সেখানে বাস করিবার অঙ্গীকার করিলে পর রাজা দুর্যোধন নিজের কন্যাকে সুন্দর বস্ত্র পরিধান করাইয়া নানাপ্রকার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করত মহাত্মা অগ্নিদেবকে প্রদান করিলেন। ৩৩½

অগ্নি বেদোক্ত বিধি অনুসারে রাজকন্যা সুদর্শনাকে সেইভাবে

বিধিনা বেদদৃষ্টেন যযৌ দীক্ষামিবাধ্বরে।
তস্যা রূপেণ শীলেন কুলেন বপুষা শ্রিয়া ॥ ৩৫
অন্তরং প্রীতিমানগ্নি র্গর্ভে চাস্যা মনো দধে।
তস্যাঃ সমভবৎ পুত্রো নাম্নাঽঽহুঃ সুদর্শনঃ ॥ ৩৬
সুদর্শনস্তু রূপেণ পূর্ণেন্দুসদৃশোপমঃ।
শিশুরেবাধ্যগাৎ সর্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩৭
অথৌঘবান্ নাম নৃপো নৃগস্যাসীৎ পিতামহঃ।
তস্যাথৌঘবতী কন্যা পুত্রশ্চৌঘরথোঽভবৎ ॥ ৩৮
আঘোষবান্ বলো তস্মৈ স্বয়মোঘবতীং সুতাম্
সুদর্শনায় বিদুষে ভার্যার্থে দেবরূপিণীম্ ॥ ৩৯
স গৃহস্থাশ্রমরতস্তয়া সহ সুদর্শনঃ।
কুরুক্ষেত্রেঽবসদ্ রাজন্নৌঘবত্যা সমন্বিতঃ ॥ ৪০
গৃহস্থস্তাবতেজস্বী মৃত্যুনিত্যোদ্য স প্রভো।
প্রতিজ্ঞামকরোদ্ বীরো দীপ্ততেজা বিশাম্পতে ॥ ৪১

গ্রহণ করিলেন, যেরূপে তিনি যজ্ঞে দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৩৪½

সুদর্শনার রূপ, শীল, শরীরের আকৃতি ও কান্তি দর্শন করিয়া অগ্নিদেব প্রীতিমান্ হইলেন এবং তিনি সেই কন্যাতে গর্ভাধান করিতে মন স্থির করিলেন। ৩৫½

কিছু কালের পর তাঁহার গর্ভে অগ্নিদেবের সুদর্শন নামে পুত্র উৎপন্ন হন। তিনি রূপে পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় মনোহর ছিলেন এবং তাঁহার শৈশবকালেই সর্বস্বরূপ সনাতন পরব্রহ্মের জ্ঞানলাভ হয়। ৩৬-৩৭

সেই সময় রাজা নৃগের পিতামহ ওঘবান্ এই ভূতলে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার ওঘবতী নামে এক কন্যা এবং ওঘরথ নামে এক পুত্র ছিল। ৩৮

ওঘবতী দেবকন্যার ন্যায় রূপবতী ছিলেন ওঘবান্ নিজের সেই কন্যাকে সুদর্শনের ভার্যা হইবার জন্য তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ৩৯

রাজন্! সুদর্শন তাঁহার সহিত গৃহস্থ ধর্ম পালন করিতে লাগিলেন। তিনি ওঘবতীর সহিত কুরুক্ষেত্রে বাস করিতেছিলেন। ৪০

প্রজানাথ! প্রভো! উদীপ্ত তেজস্বী সেই বুদ্ধিমান্ সুদর্শন এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমি গৃহস্থ-ধর্ম পালন করিতে করিতেই মৃত্যুকে জয় করিব। ৪১

তামব্রবীদ্বরবতী রাজন্ স পাবকসুতোঽব্রবীৎ।
অতিথেঃ প্রতিকূলং তে ন কর্ত্তব্যং কথঞ্চন ॥ ৪৯
যেন যেন চ তুষ্যেত নিত্যমেব ত্বয়াতিথিঃ
অপ্যাত্মনঃ প্রদানেন ন তে কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫০
এবমেব ব্রতং মম সদা হৃদি সম্পরিবর্ত্ততে।
গৃহস্থানাঞ্চ সুশ্রোণি নাতিথেরিষ্যতে পরম্ ॥ ৫১
প্রমাণং যদি বাপ্যেতদ্ বচস্তে মম শোভনে।
ইদং বচনমব্যগ্রা হৃদি ত্বং ধারয়েঃ সদা ॥ ৫২
নিষ্ক্রান্তে ময়ি কল্যাণি তথা সম্পরিবর্ত্ততে
নাতিথিস্তেঽবমন্তব্যঃ প্রমাণং যদ্যহং তব ॥ ৫৩
তমব্রবীদ্বরবতী তদা মূর্দ্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ।
ন মে ত্বদ্বচনাৎ কিঞ্চিদ্ বক্তব্যং কথঞ্চন ॥ ৫৪
জিগীষমাণস্তু গৃহে তদা মৃত্যুঃ সুদর্শনম্।
পৃষ্ঠতোঽন্বগমদ্ রাজন্ বজ্রাদ্বেষী তদা সদা ॥ ৫৮

ইত্যুক্তা তু গতে তস্মিন্নগ্নিপুত্রে সুদর্শনে
অতিথির্ব্রাহ্মণঃ শ্রীমাংস্তামাবেদয়তাং তদা ॥ ৫৯
আতিথ্যং কুরুমিচ্ছামি ত্বয়াদ্য বরবর্ণিনী
প্রমাণং যদি ধর্ম্মস্তে গৃহস্থাশ্রমসম্মতঃ ॥ ৬০
ইত্যুক্তা তেন বিপ্রেণ রাজপুত্রী যশস্বিনী
বিধিনা প্রতিগৃহ্যাথ বেদোক্তেন বিশাম্পতে ॥ ৬১
আসনং চৈব পাদ্যঞ্চ তস্মৈ দত্ত্বা দ্বিজাতয়ে
প্রোবাচৌদ্বরবতী বিপ্রং কেনার্থঃ কিং দদামি তে ॥ ৬২
তামব্রবীৎ ততো বিপ্রো রাজপুত্রীং সুদর্শনাম্
ত্বয়া মমার্থঃ কল্যাণি নিখিলস্তৈরুদাহৃতঃ ॥ ৬৩
যদি প্রমাণং ধর্ম্মস্তে গৃহস্থাশ্রমসম্মতঃ।
প্রদানেনাত্মনো রাজ্ঞি কর্ত্তুমর্হসি মে প্রিয়ম্ ॥ ৬৪
স তয়া হৃদ্যমানোঽপি তৈস্তৈর্নিপুণমায়য়া।
নাস্তমাস্তপ্রদানাৎ স তস্যা বব্রে বরং দ্বিজঃ ॥ ৬৫

রাজন্! অগ্নিনন্দন সুদর্শন ওষবতীকে বলিলেন,—দেবি! অতিথির প্রতিকূল কোন কার্য্য তোমার কোনরূপেই করা উচিত নয় ॥ ৪৯

যে যে বস্তুতে অতিথি সন্তুষ্ট হইবেন, সেই সেই বস্তু তাঁহাকে তুমি অবশ্যই প্রদান করিবে। যদি অতিথির সন্তোষের জন্য তোমার নিজের শরীরকেও কখনও প্রদান করিতে হয়, তবে তুমি কোনরূপে সে বিষয়ে অন্য বিচার করিবে না ॥৫০

সুন্দরি! অতিথিসেবার এই ব্রত আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থিত আছে। গৃহস্থদিগের পক্ষে অতিথিসেবা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন ধর্ম্ম নাই ॥ ৫১

যদ্যপি তোমার এই বাক্য প্রমাণ বলিয়া মনে কর, তবে আমার এই বাক্য সাদরভাবে তুমি সর্ব্বদা নিজের হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখ ॥ ৫২

কল্যাণি! নিষ্পাপে! যদি তুমি আমাকে আদর্শ বলিয়া মনে কর, তবে আমি গৃহেই থাকি কিংবা গৃহ হইতে দূরে কোথাও গমন করি, তুমি কোন অবস্থাতেই অতিথিকে অনাদর করিবে না ॥ ৫৩

ইহা শ্রবণ করত ওষবতী কৃতাঞ্জলি হইয়া মস্তক স্পর্শ পূর্ব্বক বলিলেন—এরূপ কোনও কার্য্যই নাই, যাহা আমি আপনার আজ্ঞা কোন কারণবশতঃ পালন করিতে না পারিব ॥ ৫৪

রাজন্! সেই সময় গৃহস্থ-ধর্ম্মে স্থিত সুদর্শনকে জয় করিবার ইচ্ছায় মৃত্যু তাঁহার ছিদ্র অন্বেষণ করিতে করিতে সর্ব্বদা পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮

একদিন অগ্নিপুত্র সুদর্শন যখন সমিধ্ আনিবার জন্য অরণ্যে গমন করিলেন, তখন তাঁহার গৃহে এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়া আসিলেন এবং ওষবতীকে বলিলেন ॥ ৫৯

বরবর্ণিনি! যদি তুমি গৃহস্থ-ধর্ম্মকে প্রধান বলিয়া মনে কর, তবে আজ আমি তোমার দ্বারা কৃত আতিথ্যসৎকার গ্রহণ করিতে বাসনা করি ॥ ৬০

জনমেজয়! সেই ব্রাহ্মণ এরূপ বলিলে পর যশস্বিনী রাজকুমারী ওষবতী বেদোক্ত বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ৬১

ব্রাহ্মণকে বসিবার জন্য আসন ও পাদধৌত করিবার জন্য জল দান করিয়া ওষবতী তাঁহাকে বলিলেন,—বিপ্রবর! আপনার কোন্ বস্তুর প্রয়োজন আছে? আমি আপনার সেবার জন্য কোন্ বস্তু প্রদান করিব? ৬২

তখন ব্রাহ্মণ দর্শনীয় সৌন্দর্য্যে সুশোভিতা রাজকন্যা ওষবতীকে বলিলেন,—কল্যাণি! তোমাকেই আমার প্রয়োজন, অতএব তুমি নিঃসঙ্গ হইয়া আমার এই প্রিয় কার্য্য কর ॥ ৬৩

রাজ্ঞি! যদি তুমি গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মকে প্রধান বলিয়া মান কর, তবে তুমি নিজের শরীর দান করিয়া আমার প্রিয়কার্য্য নিষ্পন্ন কর ॥ ৬৪

স তয়া হ্রিয়মাণোঽহৈর্হৈরীলিতৈর্নকস্যচা
নাভ্যনন্দৎপ্রদানাৎ স তস্যা যত্রে যথা দ্বিজঃ ॥ ৫৫
সা তু রাজসুতা শ্রুত্বা ভর্তুর্বচনমাদিতঃ।
তথেতি লজ্জমানা সা তমুবাচ দ্বিজর্ষভম্ ॥ ৫৬
ততো নিষ্ক্রম্য বিপ্রর্ষিঃ সা চৈবাথ বিবেশ হ।
সাংশ্রুত্য ভর্তুর্বচনং গৃহস্থাশ্রমকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫৭
অথেধ্মানমুপাদায় স পাবকিরুপাগমৎ
মৃত্যুনা রৌদ্রভাবেন নিত্যং বন্ধুরিবান্বিতঃ ॥ ৫৮
ততস্তাশ্রমমাগম্য স পাবকসুতস্তদা
তাং ব্যাজহারৌঘবতীং কাসি যাতেতি চাসকৃৎ ॥ ৫৯
তস্মৈ প্রতিবচঃ সা তু তত্রৈ ন প্রদদৌ তদা।
করাভ্যাং তেন বিপ্রেণ স্পৃষ্টা ভর্তৃব্রতা সতী ॥ ৬০
উচ্ছিষ্টাস্মীতি মন্যানা লজ্জিতা ভর্তুরেব চ
তূষ্ণীং ভূতাভবৎ সাধ্বী ন চোবাচাথ কিঞ্চন ॥ ৬১
অথ তাং পুনরেবেদং প্রোবাচ স সুদর্শনঃ।
ক্ব সা সাধ্বী ক্ব সা যাতা গম্ভীরঃ কিমতো মম ॥ ৬২
পতিব্রতা সত্যশীলা নিত্যং চৈবার্জবে রতা
কথং ন প্রত্যুদেত্যাদ্য স্বয়মানা যথা পুরা ॥ ৬৩
উটজস্থস্তু তং বিপ্রঃ প্রত্যুবাচ সুদর্শনম্
অতিথিং বিদ্ধি সম্প্রাপ্তং ব্রাহ্মণং পাবকে চ মাম্ ॥ ৬৪
অনয়া হ্রিয়মাণোঽহং ভার্যয়া তব সত্তম
হৈতৈস্তৈরতিথিসংকারৈর্ত্বয়েবা বৃতা যথা ॥ ৬৫
অনেন বিধিনা সেয়ং মামর্চ্ছতি শুভাননা
অনুরূপং যদভ্রাক্ষীদ্ তদ্ ভবান্ কর্তুমর্হতি ॥ ৬৬
কূটমুদ্গরহস্তস্তু মৃত্যুস্তং বৈ সমন্বগাৎ
হীনপ্রতিজ্ঞমত্রৈনং করিষ্যামীতি চিন্তয়ন্ ॥ ৬৭

রাজকন্যা অন্য কোন অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করিবার জন্য বারংবার সেই অতিথিকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ তাঁহার সমীপবর্তী অন্য কোন বস্তুই তাঁহার নিকট হইতে প্রার্থনা করিলেন না। ৫৪

তখন রাজকুমারী পূর্ব্বে কথিত পতির বাক্য স্মরণ করিয়া লজ্জিতভাবে সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠকে বলিলেন, ব্রহ্মন্, আপনার আজ্ঞা স্বীকার করিলাম। ৫৬

গৃহস্থাশ্রমের ধর্মপালনের অভিলাষী পতির কথা স্মরণ করিয়া যখন তিনি সেই ব্রাহ্মণের সমক্ষে তাঁহার কথা স্বীকার করিয়া লইলেন, তখন সেই বিপ্রর্ষি ইষৎ হাস্য করিতে করিতে তপস্বিনীর সহিত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৫৭

এই সময় অগ্নিপুত্র সুদর্শন সমিধ্ লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মৃত্যু ক্রুর ভাবে সেইরূপে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতেছিলেন, যেরূপ কোন উপকারী বন্ধু বন্ধুর পশ্চাদনুসরণ করিয়া থাকেন। ৫৮

তারপর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া অগ্নিপুত্র সুদর্শন নিজের পত্নী তপস্বিনীকে বারংবার ডাকিতে লাগিলেন—মৈত্রি! তুমি কোথায় গিয়াছ? ৫৯

কিন্তু তপস্বিনী সেই সময় নিজের পতিকে কোন উত্তর দিলেন না। অতিথিরূপে উপস্থিত ব্রাহ্মণ দুই হস্তে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। ইহাতে সেই সতীসাধ্বী পতিব্রতা নিজেকে কলুষিত মনে করিয়া স্বামীর নিকট লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি নীরব ছিলেন। কিছুই বলিতে পারেন নাই। ৬০-৬১

তখন সুদর্শন খানিক উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে করিতে এই কথা বলিলেন,—আমার সেই সতীসাধ্বী পত্নী কোথায়? সেই সুশীলা কোথায় চলিয়া গিয়াছে? আমার সেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোন্ গুরুতর কার্য্য তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছে? সে পতিব্রতা, সত্যাভাষিণী ও সদা সরলভাবেই অবস্থান করে। আজ পূর্ব্বের ন্যায় কেন ইষৎ হাস্যসহকারে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে না? ৬২-৬৩

ইহা শ্রবণ করত আশ্রমের মধ্যে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ সুদর্শনকে উত্তরদান করিলেন—অগ্নিকুমার! আমি এক ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়া তোমার গৃহে আসিয়াছি জানিও। ৬৪

সাধুশ্রেষ্ঠ! তোমার এই পত্নী অতিথি-সৎকারের দ্বারা আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে যথাসাধ্য করিয়াছে। ব্রাহ্মণ! তখন আমি ইহাকে বরণ করিয়াছি। ৬৫

এই বিধি অনুসারে সেই সুমুখী এই সময় আমার সেবার উপস্থিত হইয়াছে। এখন এস্থলে তোমার অন্য যাহা কিছু উচিত বলিয়া মনে হইবে, উহা করিতে পার। ৬৬

এই সময় মৃত্যু হস্তে লৌহদণ্ড লইয়া সুদর্শনের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি এই কথা চিন্তা করিতেছিলেন যে, এখন সুদর্শন নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে, সেইজন্য তাহাকে বিনাশ করিব। ৬৭

সুদর্শনস্তু মনসা কর্ম্মণা চক্ষুষা গিরা।
অত্যর্থ্যত্যক্তমন্যুশ্চ ব্রহ্মণানোঽব্রবীদিদম্ ॥ ৬৮
সুব্রতা তেঽস্তু বিপ্রাগ্র্য প্রীতিহি পরমা মম।
গৃহেষ্বপ্য হি ধর্মোঽগ্র্যঃ সম্প্রাপ্তাতিথিপূজনম্ ॥ ৬৯
অতিথিঃ পূজিতো যস্য গৃহস্থস্য তু গচ্ছতি
নাতস্তস্মাৎ পরো ধর্ম ইতি প্রাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৭০
প্রাণা হি মম দারাশ্চ যচ্চান্যদ্ বিদ্যতে ধনু-
অতিথিভ্যো ময়া দেয়মিতি মে ব্রতমাহিতম্ ॥ ৭১
নিঃসংশয়ং কথা বাক্যমেতদ্ধর্ম্মে সনাতনম্।
তেনাবহং বিপ্র সত্যেন স্বয়মাত্মানমালভে ॥ ৭২
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্
বুদ্ধিরাত্মা মনঃ কালো দিশশ্চৈব গুণা দশ ॥ ৭৩
বিত্যাবেদ হি পশ্যন্তি দেহিনাং দেহসাক্ষিণঃ
সুকৃতং দুষ্কৃতং চাপি কর্ম ধর্মভৃতাং বর ॥ ৭৪

যদ্যেষা বাঙ্মৃতা বাণী মদ্যাদা সমুদীরিতা
তেন সত্যেন মাং দেবাঃ পালয়ন্তু যদস্তু বা ॥ ৭৫
ততো বাতঃ সমভবদ্ দিক্ষু সর্বাসু ভারত
অসকৃৎ সত্যমিত্যেবা নৈস্তন্নিঘোষতি সর্বতঃ ॥ ৭৬
উটজাৎ তু ততস্তস্মান্নিষ্ক্রক্রাম স বৈ দ্বিজঃ।
বসুধা ত্যাক্ত ভূমিত্ব ব্যাপ্য বায়ুরিবোত্থিতঃ ॥ ৭৭
স্বরেণ বিপ্রঃ শৈলেন ত্রীল্লোকানন্বনাদয়ন্।
উবাচ তৈনং ধর্মজ্ঞঃ পূর্বমাসন্ত্র্য নামতঃ ॥ ৭৮
ধর্মোঽয়মস্মি ভদ্রং তে জিজ্ঞাসার্থং তবানঘ
প্রাপ্তঃ সত্যঞ্চ তে জ্ঞাত্বা প্রীতিস্মে পরমা তুবি ॥ ৭৯
বিজিতস্ত্বয়া মৃত্যুর্যোঽয়ং প্রাণমুপজহ্নি
রক্ষ্যাণেষী তব সদা তস্মাৎ তুষ্ট্যা বশী কৃতঃ ॥ ৮০
ন চাস্তি শক্তিস্ত্রৈলোক্যে কস্যাচিৎ পুরুষোত্তম।
পতিব্রতামিমাং সাধ্বীং তবোদীক্ষিতুমপ্যুত ॥ ৮১

দিয়া সুদর্শন মন, বাক্য, নেত্র ও ক্রিয়ার দ্বারাও ইহা এবং ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ক্ষান্ত করিতে করিতে বলিলেন। ৬৮

বিপ্রবর! আপনার সুব্রত রক্ষা পূর্ণ হউক, ইহাতে আমার অত্যন্ত প্রীতিলাভ হইবে; কারণ, গৃহে উপস্থিত অতিথির পূজা করা গৃহস্থের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ৬৯

যে গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত অতিথি পূজিত হইয়া গমন করেন, তাহার পক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কোন ধর্ম নাই -ইহাই মনীষী মুনিগণ বলেন। ৭০

আমার প্রাণ, আমার পত্নী এবং আমার যাহা কিছু ধন-সম্পত্তি আছে, এই সমস্তই আমি অতিথিগণের উদ্দেশ্যে প্রদান করিয়াছি—এরূপ ব্রতই আমি গ্রহণ করিয়াছি। ৭১

ব্রাহ্মণ! আমি যে কথা বলিয়াছি, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আমি স্বয়ংই নিজের দেহকে স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছি। ৭২

পঞ্চভূতাত্মকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, বুদ্ধি, আত্মা, মন, কাল ও দিক্‌সকল—এই দশ গুণ (তত্ত্ব) সমস্ত প্রাণিদেহের সাক্ষীরূপে অবস্থিত থাকিয়া তাহাদের পাপ এবং পুণ্য কর্মসকল দর্শন করিতে থাকে। ৭৩-৭৪

আজ আমার কথিত বাক্য যদি মিথ্যা না হয়, তবে সেই সত্যের প্রভাবে দেবগণ আমাকে রক্ষা করুন অথবা মিথ্যা হইলে আমাকে প্রাণরহিত করিয়া ভক্ষীভূত করুন। ৭৫

যে মাত্রই সুদর্শন এই কথা বলিতেই সম্পূর্ণ দিক্‌সমূহ হইতে বায়ুধ্বনি এই শব্দ আসিতে লাগিল, তোমার কথা সত্য, ইহাতে মিথ্যার লেশমাত্র নাই। ৭৬

তাহার পর সেই ব্রাহ্মণ সেই পর্ণকুটীর হইতে বাহির আসিলেন। তখন তিনি নিজের দেহের দ্বারা বায়ুর ন্যায় আকাশ ও পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৭৭

শিক্ষাশাস্ত্রের অনুকূল উদাত্তাদি স্বরের দ্বারা ত্রিলোক প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সেই ব্রাহ্মণ প্রথমে ধর্মজ্ঞ সুদর্শনকে সম্বোধিত করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ৭৮

নিষ্পাপ সুদর্শন! তোমার কল্যাণ হউক। আমি ধর্ম, তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য এস্থানে আসিয়াছি। তোমার মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে জানিয়া আমি তোমার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। ৭৯

তুমি তোমার সর্বদা ছিদ্র অন্বেষণকারী মৃত্যুকে জয় করিয়াছ। তুমি নিজের ধৈর্য্যের দ্বারা মৃত্যুকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছ। ৮০

পুরুষোত্তম! ত্রিলোকে কাহারও এরূপ শক্তি নাই, যে তোমার এই সত্যনিষ্ঠা পতিব্রতা পত্নীর দিকে কদাচিত্তাবে দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইবে। ৮১

রক্ষিতা স্বগুণৈরেষা পতিব্রতগুণৈস্তথা
অধৃষ্যা যদিয়ং ক্রুদ্ধাৎ তথা ত্বয়াভিধা ভবেৎ ॥ ৮২
এষা হি তপসা যেন সংযুক্তা ব্রহ্মবাদিনী।
পাবনার্থঞ্চ লোকস্য সন্নিচ্ছেষ্ঠা ভবিষ্যতি ॥ ৮৩
অর্ধেনৌষধতী নাম ত্বামর্ধেনানুযাস্যতি।
শরীরেণ মহাভাগা যোগো হ্যস্যা বশে স্থিতঃ ॥ ৮৪
অনয়া সহ লোকাংস্ত্বং গন্তাসি তপসার্জিতান্।
যত্র নাবর্ত্তিনস্তোতি শাশ্বতাংস্তান্ সনাতনান্ ॥ ৮৫
অনেন চৈব দেহেন লোকানুত্তমতিপৎস্যসে
নির্জিতস্ত্বয়া মৃত্যুরৈশ্বর্য্যঞ্চ তবোত্তমম্ ॥৮৬
পঞ্চত্বতাস্তথাক্রান্তঃ স্বর্বীর্য্যাচ্চ মনোজবঃ।
গৃহস্থধর্ম্মেণানেন কামক্রোধৌ চ তে জিতৌ ॥ ৮৭
স্নেহো রাগশ্চ তন্ত্রী চ মোহো দ্রোহশ্চ কেবলঃ।
তব শুশ্রূষয়া রাজন্ রাজপুত্র্যা বিনির্জিতাঃ ॥৮৮

ভীষ্ম উবাচ।

শুক্লানাং তু সহস্রেণ বাজিনাং রথমুত্তমম্।
যুক্তং প্রগৃহ্য ভগবান্ বাসবোঽপ্যাজগাম হ ॥ ৮৯
মৃত্যুরাত্মা চ লোকাশ্চ জিতা ভূতানি পঞ্চ চ।
বুদ্ধিঃ কালো মনো যোনি কাম-ক্রোধৌ তথৈব চ ॥৯০
তস্মাদ্ গৃহাশ্রমস্তস্য নান্যদ্ দৈবতমস্তি বৈ।
ঋত্বেঽতিথিং নরব্যাঘ্র মনসৈতদ্ বিচারয় ॥ ৯১
অতিথিঃ পূজিতো যস্মি ন্নারভেত মনসা শুভম্।
ন তৎ ক্রতুশতেনাপি তুল্যমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৯২
পাত্রে তৃপ্তিমবাপ্নোতি শীলাঢ্যে যো ন পূজয়েৎ
স হত্বা দুষ্কৃতং তস্মৈ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ৯৩
এতৎ তে কথিতং পুত্র ময়াঽঽখ্যানমনুত্তমম্
যথা হি বিজিতো মৃত্যুর্গৃহস্থেন পুরাভবৎ ॥ ৯৪

এই তোমার-স্ত্রী তোমার গুণসমূহে এবং নিজের পাতিব্রত্য গুণসকলের দ্বারাই সদা সুরক্ষিত। কেহই ইহাকে পরাভব করিতে পারিবে না। সে যে কথা নিজের মুখ হইতে নির্গত করিবে, তাহা সত্যই হইবে। কখনও মিথ্যা হইবে না। ৮১

স্বীয় তপোবলে যুক্তা এই ব্রহ্মবাদিনী নারী লোকাকে পবিত্র করিবার জন্য নিজের অর্দ্ধ শরীরে ওষধবতী নামে নদী হইবে এবং নিজের অর্দ্ধ শরীরে এই পরম সৌভাগ্যবতী সতী তোমার সেবায় নিরত থাকিবে। যোগ সর্ব্বদা ইহার বশীকৃত থাকিবে। ৮২-৮৪

তুমিও ইহার সহিত নিজের তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত সেই সনাতন লোকে গমন করিবে, যেখান হইতে তোমাদের আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না। ৮৫

তুমি এই শরীরেরই দ্বারা সেই নিত্যলোকসমূহে গমন করিবে; কারণ তুমি মৃত্যুকে জয় করিয়াছ এবং তোমার উত্তম ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়াছে। ৮৬

নিজের পরাক্রমে পঞ্চভূতসমূহকে অতিক্রম করিয়া তুমি মনের ন্যায় বেগবান্ হইয়া গিয়াছ এই গৃহস্থ-ধর্ম্মের আচরণেই তুমি কাম ও ক্রোধকে জয় করিয়াছ। ৮৭

রাজন্! রাজকুমারী ওষবতীও তোমার সেবার দ্বারা স্নেহ (আসক্তি), রাগ, আলস্য, মোহ ও দ্রোহাদি দোষসকলকে জয় করিয়াছে। ৮৮

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তখনকার ভগবান্ ইন্দ্রও শ্বেত-বর্ণের এক হাজার অশ্বে যোজিত উত্তম রথ লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য আসিলেন। ৮৯

এইভাবে সুদর্শন অতিথি-সৎকারের পুণ্য মৃত্যু, আত্মা, লোক, পঞ্চভূত, বুদ্ধি, কাল, মন, আকাশ, কাম ও ক্রোধকেও জয় করিয়াছিলেন। ৯০

পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেইহেতু তুমিও নিজের মনে এই নিশ্চিত বিচার কর যে, গৃহস্থ পুরুষের পক্ষে অতিথি ব্যতীত অন্য কোন দেবতা নাই। ৯১

যদি অতিথি পূজিত হইয়া মনে মনেই গৃহস্থের কল্যাণ চিন্তা করে, তবে তাহার দ্বারা যে ফল লাভ হয়, উহা শত যজ্ঞের সহিতও তুলনা হইতে পারে না অর্থাৎ তাঁহার কল্যাণচিন্তা শত-যজ্ঞ হইতেও শ্রেষ্ঠ—ইহাই মনীষী পুরুষগণ বলেন। ৯২

যে গৃহস্থ ক্ষুধিত ও ক্লান্ত অতিথিকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার যথোচিত সৎকার না করে, সেই অতিথি নিজের পাপ গৃহস্থকে দিয়া গৃহস্থের পুণ্য লইয়া গমন করেন। ৯৩

পুত্র! তোমার প্রশ্নানুসারে পুরাকালে গৃহস্থ দেবতাকে মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন, সেই উত্তম আখ্যান বলিলাম, যাহা আয়ুপ্রাপ্তি-কারক। ইহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দুষ্কৃত নাশ হইয়া যায়, অতএব

ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যমিদমাখ্যানমুত্তমম্।
বুভূষতাভিমন্তব্যং সর্বদুষ্কৃতনাশনম্ ॥ ৯৫
ইদং যঃ কথয়েদ্ বিদ্বানহন্যহনি ভারত।
সুদর্শনস্য চরিতং পূণ্যশ্লোকানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৯৬

ইতি শ্রীমহাভারতে সপ্তসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি সুদর্শনোপাখ্যানে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

নিজের উন্নতিকামী পুরুষের সর্বদাই ইহার প্রতি সম্মানের বৃদ্ধি রাখিবে ॥ ৯৫-৯৬

যে ভারত! যে বিদ্বান্ ব্যক্তি সুদর্শনের এই চরিত্র প্রতিদিন বর্ণনা করেন, তিনি পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন ॥৯৬

এই অধ্যায়ে বর্ণিত চরিত্র অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পুরুষের; সুতরাং বর্তমানের সাধারণ মানুষের এই চরিত্রের সেই অংশের অনুকরণ করা উচিত নয়, যেস্থলে ইহ পরে অতিথিকে নিজের শরীরদানের কথা বর্ণিত আছে, সেস্থলে অতিথিকে অন্ন, জল, বসিবার আসন, থাকিবার স্থান, শয়নের শয্যা ও পরিধানের বস্ত্রাদি দান নিজের শক্তি অনুসারে সমর্পণ করিবেন। মধুর বাক্যে অতিথির আদর-সৎকার তো করা কর্তব্য ইহাই এই অধ্যায়ের তাৎপর্য।

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত সপ্তসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে সুদর্শনের উপাখ্যানসম্বন্ধীয় দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

[বিশ্বামিত্রেণ কথং ব্রাহ্মণত্বং লব্ধম্—তদ্বিষয়ে যুধিষ্ঠিরস্য প্রশ্নঃ

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রাহ্মণ্যং যদি দুষ্প্রাপ্যং ত্রিভির্বীর্যৈর্নরাধিপ।
কথং প্রাপ্তো মহারাজ ক্ষত্রিয়েণ মহাত্মনা ॥ ১
বিশ্বামিত্রেণ ধর্মাত্মন্ ব্রাহ্মণত্বং মহর্ষিণা
শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বেন তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ২
তেন ক্ষত্রিয়বীর্যেণ বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ
হতং পুত্রশতং সম্যক্তপসাপি পিতামহ ॥ ৩
যাতুধানাশ্চ বহবো রাক্ষসাস্তিগ্মতেজসঃ
মন্ত্রানাবিষ্টদেহেন সৃষ্টাঃ কালান্তকোপমাঃ ॥ ৪
মহান্ কুশিকবংশশ্চ ব্রহ্মর্ষিগণসম্মতঃ
স্থাপিতো নরলোকেঽস্মিন্ বিশ্বব্রাহ্মণসাত্তঃ ॥ ৫
তথৌর্বস্যাজজন্তৈব সুনঃশেপো মহাতপাঃ।
বিমোক্ষিতো মহাসত্রাৎ পশুত্বাদপ্যপাগতঃ ॥ ৬
হরিশ্চন্দ্রক্রতৌ দেবাংস্তোষয়িত্বাঽঽত্মতেজসা
পুত্রত্বমনুসম্প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ ॥ ৭
নাভিষাদয়তে জ্যেষ্ঠং দেবরাতং নরাধিপ
পুত্রাঃ পঞ্চাশদেবাপি শপ্তাঃ স্বপচকাঃ গতাঃ ॥ ৮

তৃতীয় অধ্যায়।

[বিশ্বামিত্র কিভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন সে বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহারাজ! নরনাথ! যদি অন্য তিন বর্ণের পক্ষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা অত্যন্ত কঠিনই হয়, তবে ক্ষত্রিয়-কুলে উৎপন্ন মহাত্মা বিশ্বামিত্র কিভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ধর্মাত্মন্! নরশ্রেষ্ঠ পিতামহ! এই কথা আমি যথাযথভাবে শ্রবণ করিতে অভিলাষী, আপনি তাহা আমাকে বলুন ॥ ১-২

পিতামহ! অমিতপরাক্রমশালী বিশ্বামিত্র নিজের তপস্যার প্রভাবে মহাত্মা বসিষ্ঠের শত পুত্রকে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৩

তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মন্ত্রসাধ্য প্রচণ্ড তেজশালী যাতুধান ও রাক্ষসগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহারা সকলে কাল ও যমরাজের ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল ॥৪

কেবল ইহাই নহে, এই মহত্তলোকে তিনি সেই মহান্ কুশিকবংশকে স্থাপিত করিয়াছিলেন, যাহা এখন শত শত ব্রহ্মর্ষিগণে পরিব্যাপ্ত ও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণবৃন্দের দ্বারা প্রশংসিত ॥ ৫

ঔর্বীকের (অঙ্গীগর্ভের) মহাতপস্বী পুত্র ঔর্বসেককে এক যজ্ঞের পশুরূপে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, কিন্তু বিশ্বামিত্র সেই যজ্ঞ হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৬

হরিশ্চন্দ্রের সেই যজ্ঞে নিজের তেজে দেবগণকে সন্তুষ্ট করিয়া বিশ্বামিত্র ঔর্বসেককে মুক্ত করিয়া দিলেন; সেইজন্য তিনি বুদ্ধিমান বিশ্বামিত্রের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ৭

নরেশ্বর! ঔর্বসেক দেবগণের দ্বারা প্রদত্ত হওয়ায় দেবরাত

ত্রিশঙ্কুর্বন্ধুভির্মুক্ত ঐক্ষ্বাকঃ প্রীতিপূর্বকম্ ।
অবাক্‌শিরা দিবং নীতো দক্ষিণামাশ্রিতো দিশম্ ॥ ৯
বিশ্বামিত্রস্য বিপুলা নদী দেবর্ষিসেবিতা
কৌশিকী চ শিবা পুণ্যা ব্রহ্মর্ষিসুরসেবিতা ॥ ১০
তপোবিঘ্নকরী চৈব পঞ্চচূড়া সুলম্পতা ।
রম্ভা নামাপ্সরাঃ শাপাদ্ যস্য শৈলত্বমাগতা ॥ ১১
তস্যৈবাথ ভয়াদ্ বদ্ধ্বা বসিষ্ঠঃ সলিলে পুরা
আত্মানং মজ্জয়ন্ শ্রীমান বিপাশঃ পুনরুত্থিতঃ ॥১২
তদাপ্রভৃতি পুণ্যা হি বিপাশাভূন্মহানদী
বিখ্যাতা কর্মণা তেন বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ॥
যাগ্যৈশ্চ ভগবান্ যেন দেবসেনাগ্রগঃ প্রভুঃ ।
স্তুতঃ প্রীতমনাশ্চাসীচ্ছাপাচ্চৈনমমুমুক্ত ॥১৪
ধ্রুবসৌত্তানপাদস্য ব্রহ্মর্ষীণাং তথৈব চ ।
মধ্যঃ অসক্তি যো নিত্যমুদীচীমাশ্রিতো দিশম্ ॥ ১৫
তস্যৈতানি চ কর্মাণি তথান্যানি চ কৌরব ।
ক্ষত্রিয়স্যেত্যতো জাতমিদং কৌতূহলং মম ॥ ১৬
কিমেতদিতি তত্ত্বেন প্রব্রূহি ভরতর্ষভ
দেবাসুরমনাসাদ্য কথং স ব্রাহ্মণোঽভবৎ ॥ ১৭
এতৎ তত্ত্বেন মে তাত সর্বমাখ্যাতুমর্হসি
মতজ্ঞস্য যথাতত্ত্বং তথৈবেতদ্ যদস্ত মে ॥ ১৮
স্থানে মতজ্ঞো ব্রাহ্মণ্যং নালভদ্ ভরতর্ষভ ।
চণ্ডালযোনৌ জাতো হি কথং ব্রাহ্মণ্যমাপ্তবান্ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিশ্বামিত্রোপাখ্যানে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

নামে প্রসিদ্ধ হইয়া বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র হন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতারা বিশ্বামিত্রের অন্য পঞ্চাশ জন পুত্র তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ মনে করিয়া প্রণাম করিতেন না, সেইজন্য বিশ্বামিত্রের অভিশাপে তাঁহারা সকলেই চণ্ডাল হইয়া গিয়াছিলেন। ৮

যে ইক্ষ্বাকুবংশজাত ত্রিশঙ্কুকে ভ্রাতাদি বন্ধুগণ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন এবং যখন তিনি স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দক্ষিণদিকে মস্তক অধোমুখী করিয়া ঝুলিতে ছিলেন, তখন বিশ্বামিত্রই তাঁহাকে প্রীতিসহকারে স্বর্গলোকে লইয়া গিয়াছিলেন। ৯

দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও দেবতাগণের দ্বারা সেবিতা, পবিত্রা, মঙ্গলকারিণী এবং বিশালা কৌশিকী নদী বিশ্বামিত্রেরই প্রভাবে উদ্ভূতা হইয়াছেন। ১০

পঞ্চচূড়াপোতিতা লোকবিশ্রুতা রম্ভা নাম্নী অপ্সরা বিশ্বামিত্রের তপস্যায় বিঘ্নসৃষ্টি করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বিশ্বামিত্রের অভিশাপে পাষাণ হইয়া যান। ১১

পুরাকালে বিশ্বামিত্রেরই ভয়ে নিজের শরীরকে রজ্জুর দ্বারা বাঁধিয়া শ্রীমান্ বশিষ্ঠ নিজেকে নিজেই এক নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া নিমজ্জিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে সেই নদীরই দ্বারা পাশরহিত (বন্ধন-মুক্ত) হইয়া পুনরায় উপরে উত্থিত হন। মহাত্মা বশিষ্ঠের সেই মহৎ কর্মের দ্বারা বিখ্যাত হইয়া সেই পবিত্র নদী সেইদিন হইতেই 'বিপাশা' নামে কথিতা হইতেছেন। ১২-১৩

যাঁহার দ্বারা স্তুতি করিলে পর এই বিশ্বামিত্রের উপর সামর্থ্যশালী ভগবান্ ইন্দ্র প্রসন্ন হইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পাশমুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ১৪

যে বিশ্বামিত্র উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব ও মহর্ষিগণের (সপ্তর্ষিগণের) মধ্যে উত্তর দিকের আকাশ আশ্রয় করত তাহারূপে সর্বদা প্রকাশিত হইতেছেন, তিনি ক্ষত্রিয়ই ছিলেন। হে নন্দন! তাঁহার এই সব ও আরও অন্যান্য বহু কর্ম আছে, সেই সমস্ত শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয়ে সেই সকল জানিবার জন্য কৌতূহল উৎপন্ন হইতেছে যে, তিনি ব্রাহ্মণ কিভাবে হইলেন? ১৪-১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সব কি? এবং সমস্তই যথাযথভাবে আমাকে বলুন। বিশ্বামিত্র অন্য শরীর ধারণ না করিয়াই কিরূপে ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছিলেন? ১৭

তাত! এই সব কথা আপনি যথাযথভাবে বলুন। যেরূপ মতঙ্গ তপস্যা করিলেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, সেরূপ ঘটনা বিশ্বামিত্রের পক্ষে কেন হয় নাই? তাহা আপনি আমাকে বলুন। ১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! মতঙ্গ যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন নি, তাহা উচিতই ছিল, কারণ, তাঁহার জন্ম চণ্ডাল-যোনিতে হইয়াছিল; কিন্তু বিশ্বামিত্র কিরূপে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন? ১৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে বিশ্বামিত্রের উপাখ্যানবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

আজমীঢ়বংশবর্ণনম্, বিশ্বামিত্রস্য ব্রহ্মকথা, তৎপুত্রাণাং নামকথনঞ্চ]

ভীষ্ম উবাচ

শ্রূয়তাং পার্থ তত্ত্বেন বিশ্বামিত্রো যথা পুরা
ব্রাহ্মণত্বং গতস্তাত ব্রহ্মর্ষিত্বং তথৈব চ ॥ ১

ভরতস্যান্বয়ে চৈবাজমীঢ়ো নাম পার্থিবঃ
বভূব ভরতশ্রেষ্ঠ যজ্বা বদতাং বরঃ ॥ ২

তস্য পুত্রো মহানাসীজ্জহ্নুর্নাম নরেশ্বরঃ
হবিষ্কৃতমনুপ্রাপ্তো গঙ্গা যস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩

তস্যাত্মজস্তুল্যগুণঃ সিন্ধুদ্বীপো মহাযশাঃ
সিন্ধুদ্বীপাচ্চ রাজর্ষির্বলাকাশ্বো মহাবলঃ ॥ ৪

যস্যতস্য সুতাঃ সপ্ত সাক্ষাদগ্নি ইবাপরঃ
কৃষিকস্তস্য তনয়ঃ সহস্রাক্ষসমদ্যুতিঃ ॥ ৫

কৃষিকস্যাত্মজঃ শ্রীমান্ গাধিনাম জনেশ্বরঃ
অপুত্রঃ প্রসবেনার্থী বনবাসমুপাবসৎ ॥ ৬

কন্যা তস্যে সুতাং তস্য বনে নিবসতঃ সতঃ ।
নাম্না সত্যবতী নাম রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ॥ ৭

তাং বব্রে ভার্গবঃ শ্রীমাংশ্চ্যবনস্যাত্মসম্ভবঃ
ঋচীক ইতি বিখ্যাতো বিপুলে তপসি স্থিতঃ ॥ ৮

স তাং ন প্রদদৌ তস্মৈ ঋচীকায় মহাত্মনে
দরিদ্র ইতি মত্বা বৈ গাধিঃ সত্যনিধর্ষণঃ ॥ ৯

প্রত্যাখ্যায় পুনর্যাতমব্রবীদ্ রাজসত্তমঃ ।
শুল্কং প্রদীয়তাং মহ্যং ততো বৎস্যসি মে সুতাম্ ॥ ১০

কিং প্রযচ্ছামি রাজেন্দ্র তুভ্যং শুল্কমহং নৃপ
হয়বৃক্ষৌ জসংযুক্তৌ দাতুং তত্র বিচারণা ॥ ১১

গাধিরুবাচ

চন্দ্রস্যেব প্রকাশানাং হয়ানাং বাতরংহসাম্ ।
একতঃ শ্যামকর্ণানাং সহস্রং দেহি ভার্গব ॥ ১২

চতুর্থ অধ্যায়।

[আজমীঢ়বংশবর্ণন, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ ও তাঁহার পুত্রগণের নাম কথন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—তাত! কুরুনন্দন! পুরাকালে বিশ্বামিত্র যেভাবে ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই সব প্রসঙ্গ আমি যথাযথভাবে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।

ভরতবংশে অজমীঢ় নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই রাজা অজমীঢ় যজ্ঞকর্তা ও বদান্যজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ২

তাঁহার পুত্র ছিলেন মহাত্মা জহ্নু, এই মহাত্মা নরপতির নিকটে যাইয়া গঙ্গাদেবী কন্যাভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জহ্নুর পুত্রের নাম ছিল সিন্ধুদ্বীপ। ইনি পিতারই ন্যায় গুণবান্ ও মহাবলশালী ছিলেন। সিন্ধুদ্বীপ হইতে মহাবল রাজা বলাকাশ্বের জন্ম হইয়াছিল। ৪

বলাকাশ্বের পুত্র হইলেন কৃষিক। ইনি যেন সাক্ষাৎ দ্বিতীয় অগ্নি ছিলেন। ইহার পুত্র হইলেন সহস্রলোচন ইন্দ্রতুল্য মহাতেজস্বী কৃষিক। ৫

কৃষিকের পুত্রের নাম মহারাজ গাধি। ইনি বহুকাল পুত্রহীন ছিলেন। সেইজন্য সন্তানকামনা করিয়া তিনি পুণ্য করিবার ইচ্ছায় বনে বাস করিতে লাগিলেন। ৬

সেখানে বাস করিবার সময় সোমরাজ করিয়া তাঁহার এক কন্যা হয়। ইহার নাম ছিল সত্যবতী। ভূতলে কোথাও তাঁহার রূপ ও সৌন্দর্য্যের তুলনা ছিল না। ৭

সেই সময় ভার্গবের পুত্র ভৃগুবংশীয় শ্রীমান্ ঋচীক বিখ্যাত তপস্বী ছিলেন এবং অতিশয় কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন। তিনি রাজা গাধির নিকটে সেই কন্যাকে প্রার্থনা করেন। ৮

সত্যনামন গাধি মহাত্মা ঋচীককে দরিদ্র জানিয়া তাঁহাকে নিজের কন্যাদান করিতে সম্মত হইলেন না। ৯

তিনি ঋচীককে প্রত্যাখ্যান করিলে পর যখন মহর্ষি প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন, তখন নৃপশ্রেষ্ঠ গাধি তাঁহাকে বলিলেন, মহর্ষে! যদি আপনি আমাকে শুল্কদান করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনি আমার কন্যার সহিত বিবাহ করিয়া তাহাকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ১০

ঋচীক বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আমি আপনার কন্যার জন্য আপনাকে কি শুল্ক দান করিব? আপনি নিঃসঙ্কোচে তাহা আমাকে বলুন। হে নৃপ! এ বিষয়ে আপনার জন্য কোনরূপ বিচার করা উচিত নয়। ১১

গাধি বলিলেন,—ভৃগুনন্দন! আপনি আমাকে শুল্করূপে এক রাজার এরূপ অশ্ব প্রদান করুন, যাহারা চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্

ভীষ্ম উবাচ

ততঃ স ভৃগুশার্দূলস্তাসনসমাত্মজঃ প্রভুঃ
অভ্যগাদ্ বরুণং দেবমাদিত্যং পতিমম্ভসাম্ ॥ ১৩

একতঃ শ্যামকর্ণানাং হয়ানাং চন্দ্রবর্চসাম্
সহস্রং বাতবেগানাং ভিক্ষে তাং দেবসত্তম ॥ ১৪

তমেবমুক্তো বরুণো দেব আদিত্যো ভৃগুসত্তমম্
উবাচ যত্র তে চ্ছন্দস্তত্রোত্থাস্যন্তি বাজিনঃ ॥ ১৫

ব্যাক্তমাত্রমুচীকেন হয়ানাং চন্দ্রবর্চসাম্
গঙ্গাজলাৎ সমুত্তস্থৌ সহস্রং বিপুলৌজসাম্ ॥ ১৬

অদূরে কান্যকুব্জস্য গঙ্গায়াস্তীরমুত্তমম্
অশ্বতীর্থং তদপ্যাহুঃ মানবাঃ পরিচক্ষতে ॥ ১৭

ততো বৈ গাধিরে তাত সহস্রং বাজিনাং শুভম্।
শুচীকঃ প্রদদৌ প্রীতঃ শুল্কার্থং তপতাং বরঃ ॥ ১৮

ততঃ স বিস্মিতো রাজা গাধিঃ শাপভয়েন চ

বায়ুসদৃশ বেগবান্ এবং এক একটি কর্ণ শ্যামবর্ণ হইবে। ১৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তখন ভৃগুশ্রেষ্ঠ চ্যবনপুত্র শক্তিশালী মহর্ষি শুচীক জলাধিপতি অদিতিনন্দন বরুণের নিকট যাইয়া বলিলেন। ১৪

দেবশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার নিকট হইতে চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ এবং বায়ুসদৃশ বেগবান্ এরূপ এক হাজার অশ্ব প্রার্থনা করিতেছি, যাহাদের প্রত্যেকের এক একটি কর্ণ শ্যামবর্ণ হইবে। ১৫

তখন অদিতিনন্দন বরুণদেব সেই ভৃগুশ্রেষ্ঠ শুচীককে বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হউক, যেখানে আপনার ইচ্ছা হইবে, সেখান হইতেই এই সব অশ্ব উত্থিত হইবে। ১৬

তদনন্তর শুচীক চিন্তা করিবামাত্রই গঙ্গার জল হইতে চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ এক হাজার তেজস্বী অশ্ব উত্থিত হইয়া আসিল। ১৭

কান্যকুব্জের নিকটেই গঙ্গার সেই উত্তম তীর আজও অশ্বতীর্থ নামে সকল মানুষের দ্বারা কথিত হইতেছে। ১৮

তাত! তখন তপস্বী মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শুচীকমুনি প্রসন্ন হইয়া শুল্কের উদ্দেশে রাজা গাধিকে এই এক হাজার সুন্দর অশ্ব প্রদান করিলেন। ১৯

তখন বিস্মিত রাজা গাধি অভিশাপের ভয়ে ভীত হইয়া নিজের কন্যাকে যজ্ঞবেদীর বিধিপূর্বক করিয়া ভৃগুনন্দন শুচীককে প্রদান করিলেন। ২০

দদৌ তাং সমলঙ্কৃত্য কন্যাং ভৃগুসুতায় বৈ ॥ ১৯

জগ্রাহ বিধিবৎ পাণিং তস্যা ব্রহ্মর্ষিসত্তমঃ
সা চ তাং পতিমাসাদ্য পরং হর্ষমবাপ হ ॥ ২০

স তুতোষ চ ব্রহ্মর্ষিস্তস্যা বৃত্তেন ভারত
স্নুষয়ালাপ চৈবৈনাং ঘর্মেণ বরবর্ণিনীম্ ॥ ২১

মাত্রে তৎ সর্বমাচখ্যৌ সা কন্যা রাজসত্তম
অথ তামব্রবীন্মাতা সুতাং বিক্লিদ্যবাঙ্মুখী ॥ ২২

মমাপি পুত্রি ভর্তা তে প্রসাদং কর্তুমর্হতি
অপত্যার্থা প্রদানেন সমর্থশ্চ মহাতপাঃ ॥ ২৩

ততঃ সা ত্বরিতং গত্বা তৎ সর্বং প্রত্যবেদয়ৎ
মাতুশ্চিকীর্ষিতং রাজন্নুচীকস্তামথাব্রবীৎ ॥ ২৪

গুণবন্তমপত্যং সা অচিরাজ্জনয়িষ্যতি
মম প্রসাদাৎ কল্যাণি মাতুস্তে প্রণয়োঽক্ষয়া ॥ ২৫

তব চৈব গুণশ্রাদ্ধী পুত্র উৎপৎস্যতে মহান্
অস্মদ্বংশকরঃ শ্রীমান্ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ২৬

ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ শুচীক বিধি অনুসারে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। এরূপ তেজস্বী পতিকে লাভ করিয়া সেই কন্যাও অত্যন্ত হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। ২০

তদনন্তর। নিজের পত্নীর সদ্ব্যবহারে ব্রহ্মর্ষি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি সেই পরম সুন্দরী নিজের পত্নীকে মনোবাঞ্ছিত বরদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ২১

নৃপশ্রেষ্ঠ! তখন সেই রাজকন্যা নিজের মাতাকে মুনির কথিত সব কথা বলিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার মাতা সন্তোষে মস্তক অবনত করত কন্যাকে বলিলেন। ২২

পুত্রি! তোমার পতির পুত্রদান করিবার জন্য আমারও উপর কৃপা করা উচিত; কারণ, তিনি মহাতপস্বী ও সব কিছু প্রদান করিতে সমর্থ। ২৩

রাজন্! তদনন্তর সত্যবতী অতিশয় ত্বরা করিয়া মাতার সেই সব ইচ্ছা পতির নিকট নিবেদন করিলেন। তখন শুচীক তাঁহাকে বলিলেন। ২৪

আমার প্রসাদে তোমার মাতা শীঘ্রই এক গুণবান্ পুত্রের জন্মদান করিবেন। তোমার প্রেমপূর্ণ অনুরোধ কখনও অসফল হইবে না। ২৫

তোমার গর্ভ হইতেও এক অত্যন্ত গুণবান্ ও মহান্ তেজস্বী পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। সে আমাদের বংশপরম্পরা পরিচালিত করিবে। আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলিলাম। ২৬

অনুজ্ঞাতা চ সাধ্বসং ত্বত্ত বৃক্ষমুদ্বহন্তম্
পরিষ্বজেথাঃ কল্যাণি ত্বত্ত এবমথাব্রবীৎ ॥ ২৭
চরুদ্বয়মিদং চৈব মন্ত্রপূতং শুচিস্মিতে
ভক্ষ সা চোপভুঞ্জীতাং ততঃ পুত্রমবাপ্স্যথঃ ॥ ২৮
ততঃ সত্যবতী শ্রুত্বা মাতরং প্রত্যভাষত
ধনূচীকেন কথিতং তচ্চাচখ্যৌ চরুদ্বয়ম্ ॥ ২৯
তামুবাচ ততো মাতা সুতাং সত্যবতীং তদা
পুত্রি পূর্বোপপন্নায়াঃ কুরুষ বচনং মম ॥ ৩০
ভর্ত্রা ত্ব এষ দত্তস্তে চরুর্মন্ত্রপুরস্কৃতঃ
এষং প্রযচ্ছ মহ্যং ত্বং মদীয়ং ত্বং গৃহাণ চ ॥ ৩১
ব্যত্যাসং কুরুষোক্তাপি করবাম শুচিস্মিতে
যদি প্রযাচং বচনং মম মাতুরনিন্দিতে ॥ ৩২
অমঙ্গল্যং বিশিষ্টং হি সর্বং ইক্ষ্বাকুনাবিলম্
ব্রাহ্মং ভগবতা চাত্র কৃতমেবং তপস্বিনা ॥ ৩৩

ততো মে দক্ষরৌ ভাবঃ পাদপে চ সুমধ্যমে
কথং বিশিষ্টো ভ্রাতা মে ভবেদিত্যেব চিন্তয় ॥ ৩৪
তথা চ কৃতবত্যৌ তে মাতা সত্যবতী চ সা
অথ গর্ভাবনুপ্রাপ্তে উভে তে বৈ যুধিষ্ঠির ॥ ৩৫
দৃষ্ট্বা গর্ভমনুপ্রাপ্তাং ভার্যাং স চ মহানৃষিঃ।
উবাচ তাং সত্যবতীং দুর্মনা ভৃগুসত্তমঃ ॥৩৬
ব্যত্যাসেনোপযুক্তস্তে চরুর্ঘোরং ভবিষ্যতি
ব্যত্যাসঃ পাদপে চাপি সংযুক্তং তে কৃতং ত্বয়ে ॥ ৩৭
ময়া হি বিধিবদ্ যজ্ঞে দক্ষরৌ সন্নিবেশিতম্
ক্ষত্রবীর্যাঞ্চ সকলং চরৌ তত্রা নিবেশিতম্ ॥ ৩৮
ত্রৈলোক্যবিখ্যাতগুণং ত্বং বিপ্রং জনয়িষ্যসি।
সা চ ক্ষত্রং বিশিষ্টং বৈ তত্র এতৎ কৃতং ময়া ॥ ৩৯
ব্যত্যাসস্তু কৃতো যস্মাৎ ত্বয়া মাত্রা চ তে শুভে
তস্মাৎ সা ব্রাহ্মণং শ্রেষ্ঠং মাতা তে জনয়িষ্যতি ॥ ৪০

কল্যাণি! তোমার মাতা অনুজ্ঞা দেওয়ার পর অশ্বত্থবৃক্ষ আলিঙ্গন করিবেন এবং তুমি যজ্ঞডুমুর বৃক্ষ আলিঙ্গন করিবে. ইহার দ্বারা তোমাদের উভয়েরই অভীষ্ট পুত্র লাভ হইবে। ২৭

পবিত্র ঈষৎ হাস্যময়ি দেবি! আমি এই দুইটি মন্ত্রপূত চরু নির্মাণ করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে তুমি একটি ভক্ষণ করিবে এবং অন্যটি তোমার মাতা ভক্ষণ করিবেন। ইহার দ্বারা তোমাদের উভয়েরই পুত্র লাভ হইবে। ২৮

তখন সত্যবতী শ্রুত হইয়া ধনীক যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তৎ সমস্তই নিজের মাতাকে বলিলেন এবং উভয়েই তাহা পৃথক্ পৃথক্ নির্দিষ্ট চরুর বিষয় আলোচনা করিলেন। ২৯

সেই সময় মাতা নিজের কন্যা সত্যবতীকে বলিলেন,—পুত্রি! আমি মাতা বলিয়া প্রথম হইতেই তোমার উপর আমার অধিকার আছে; অতএব তুমি আমার কথা পালন কর। ৩০

তোমার পতি যে মন্ত্রপূত চরু তোমাকে প্রদান করিয়াছে, সেই চরু তুমি আমাকে প্রদান কর এবং আমার চরু তুমি গ্রহণ কর। ৩১

পবিত্র ঈষৎ হাস্যশোভিতে পুত্রি! যদি তুমি আমার কথা প্রবণ করিয়া অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে কর, তবে আমরা চরু-আলিঙ্গনেও পরিবর্তন করিয়া লইব। ৩২

প্রায় সকল লোকই নিজের জন্য নির্মল ও সর্বগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ পুত্র কামনা করে। অবশ্যই ভগবান্ ধনীকও চরু নির্মাণ করিবার সময় এরূপ ভাবনাতেই করিয়াছেন। ৩৩

হৃদয়ঙ্গম! সেইজন্য তোমার উদ্দেশে নির্দিষ্ট চরু ও বৃক্ষে আমার অনুরাগ হইয়াছে। তুমিও এই চিন্তাই কর যে, আমার ভ্রাতাও কোনরূপ বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন হউক ।৩৪

যুধিষ্ঠির! এই পরামর্শ করত সত্যবতী ও তাঁহার মাতা সেইদিনে নির্দিষ্ট যজ্ঞ পরিবর্তন করিয়া উপযোগ (ব্যবহার) করিলেন। ইহাতে উভয়েই গর্ভবতী হইলেন। ৩৫

নিজের পত্নী সত্যবতীকে গর্ভবতী অবস্থায় দেখিয়া ভৃগুশ্রেষ্ঠ মহর্ষি ধনীকের মন খিন্ন হইয়া যাইল। ৩৬

তিনি বলিলেন,—ভদ্রে! মনে হইতেছে, তুমি পরিবর্তন করিয়া চরু উপভোগ করিয়াছ। সেইরূপ তোমরা উভয়ে বৃক্ষ আলিঙ্গনও পরিবর্তন করিয়াছ—ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে।৩৭

আমি তোমার চরুতে সম্পূর্ণ ব্রহ্মতেজের সন্নিবেশ করিয়াছিলাম এবং তোমার মাতার চরুতে সমস্ত ক্ষত্রোচিত শক্তির স্থাপনা করিয়াছিলাম। ৩৮

আমি এই চিন্তা করিয়াছিলাম যে, তুমি ত্রিভুবনে বিখ্যাত গুণ-বিশিষ্ট এক ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠান করিবে এবং তোমার মাতা সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়ের জননী হইবেন; সেইজন্য আমি দুই প্রকারের চরু নির্মাণ করিয়াছিলাম ॥ ৩৯

ভদ্রে! তুমি ও তোমার মাতা পরিবর্তন করিয়া গ্রহণ করিয়াছ, সেইজন্য তোমার মাতা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণপুত্রের অবদান করিবেন এবং ভদ্রে! তুমি ভয়ঙ্কর কর্মকারী ক্ষত্রিয়ের জনন

ক্ষত্রিয়ঃ তুগ্রকর্মাণং ত্বাং তজ্ঞে জনয়িষ্যতি
ন হি তে তৎ কৃতং সাধু মাতুঃস্নেহেন ভাবিনি ॥ ৪১
সা শ্রুত্বা শোকসন্তপ্তা পপাত বরবর্ণিনী।
ভূমৌ সত্যবতী রাজন্ ছিন্নেব চ লতা বনে ॥ ৪২
প্রতিলভ্য চ সা সংজ্ঞাং শিরসা প্রণিপত্য চ।
উবাচ ভার্য্যা ভর্তারং গার্গেয়ী গার্গ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ৪৩
প্রসাদয়স্বাং ভার্য্যায়া যদি ব্রহ্মবিদাং বর।
প্রসাদং কুরু বিপ্রর্ষে ন মে স্যাৎ ক্ষত্রিয়ঃ সুতঃ ॥ ৪৪
কামং মমোগ্রকর্মা বৈ পৌত্রো ভবিতুমর্হতি।
ন তু মে স্যাৎ সুতো ব্রহ্মন্নেষ মে দীয়তাং বরঃ ॥ ৪৫
এবমস্ত্বিতি হোবাচ স্বাং ভার্য্যাং সুমহাতপাঃ
ততঃ সা জনয়ামাস জমদগ্নিং সুতং শুভম্ ॥ ৪৬
বিশ্বামিত্রং চ জনয়দ্ গাধিভার্য্যা যশস্বিনী।
তস্যেঃ প্রসাদাদ্ রাজেন্দ্র ব্রহ্মর্ষের্ব্রহ্মবাদিনম্ ॥ ৪৭
ততো ব্রাহ্মণতাং যাতো বিশ্বমিত্রো মহাতপাঃ।
ক্ষত্রিয়ঃ সোঽপি তথা ব্রহ্মবংশস্য কারকঃ ॥ ৪৮
তস্য পুত্রা মহাত্মানো ব্রহ্মবংশবিবর্দ্ধনাঃ
তপস্বিনো ব্রহ্মবিদো গোত্রকর্ত্তার এব চ ॥ ৪৯

মধুচ্ছন্দশ্চ ভগবান্ দেবরাতশ্চ বীর্য্যবান্।
অকীলশ্চ শকুন্তশ্চ বজ্রঃ কালপথস্তথা ॥ ৫০
যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ বিখ্যাতস্তথা ধূম্রো মহাব্রতঃ
উলূকো যমদূতশ্চ তথর্ষিঃ শৈকবায়নঃ ॥ ৫১
বক্রক্রতুশ্চ ভগবান্ গালবশ্চ মহামুনিঃ
ঋষির্বল্লুতথা খ্যাতঃ শালঙ্কায়ন এব চ ॥ ৫২
লীলাঢ্যো নারদশ্চৈব তথা কূর্চ্চামুখঃ স্মৃতঃ।
বাষ্কলির্মুসলশ্চৈব বক্রোগ্রীবস্তথৈব চ ॥ ৫৩
আজিহ্বো নৈকদৃক্ চৈব শিলাযূপঃ শিতঃ শুচিঃ।
চক্রকো মারুতসুতো যাতয়োঽথাশ্বলায়নঃ ॥ ৫৪
শ্যামায়নোঽথ গার্গ্যশ্চ জাবালিঃ সুব্রতস্তথা।
কারীষিরথ সংক্রত্যঃ পরপৌরবতস্তবঃ ॥ ৫৫
মহামুনিশ্চ কপিলস্তথর্ষিস্তাণ্ডকায়নঃ
তথৈব চোপগহনস্তথর্ষিস্তাণ্ডুরায়ণঃ ॥ ৫৬
মার্গমরিহিরণ্যাক্ষো জঙ্ঘারির্বাস্তবায়নিঃ।
কৃতিবিকৃতিঃ সুতশ্চ সুব্রহ্মা তু তথৈব চ ॥ ৫৭
অরালির্মাচিকশ্চৈব চাম্পেয়োঽজয়নো তথা।
নবতন্তুর্বকনখঃ সেয়নো ঘণ্টিরেব চ ॥ ৫৮

হইবে। ভাবিনি! মাতার স্নেহে পড়িয়া তুমি এই কার্য্য ঠিক কর নাই ॥ ৪০-৪১

রাজন্! পতির এই কথা শ্রবণ করিয়া সুন্দরী সত্যবতী শোকে সন্তপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৪২

অনন্তর পরে যখন তিনি চৈতন্যলাভ করিলেন, তখন সেই গর্ব্বিতা সত্যবতী নিজের স্বামী ভৃগুকুলভূষণ ঋচীকের চরণদ্বয়ে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করত কহিলেন,—ব্রহ্মজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষে! আমি আপনার পত্নী, অতএব আমি আপনার নিকট হইতে কৃপাপ্রার্থনা করিতেছি আপনি এরূপ কৃপা করুন যাহাতে আমার গর্ভ হইতে ক্ষত্রিয়-পুত্র উৎপন্ন না হয় ॥ ৪৩-৪৪

যদি আপনার সেরূপ ইচ্ছাই হয়, তবে আমার পৌত্র বরং উগ্রকর্ম্মা ক্ষত্রিয়স্বভাবসম্পন্ন হউক কিন্তু আমার পুত্র যেন সেরূপ না হয়। ব্রহ্মন্! আপনি আমাকে এই বর দান করুন ॥ ৪৫

তখন সেই মহাতপস্বী ঋচীক নিজের পত্নীকে কহিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হইবে। তদনন্তর সত্যবতী জমদগ্নিনামক এক শুভ গুণসম্পন্ন পুত্রের জন্মদান করিলেন ॥ ৪৬

রাজেন্দ্র! সেই ব্রহ্মর্ষির কৃপাপ্রসাদে গাধির যশস্বিনী পত্নী ব্রহ্মবাদী বিশ্বামিত্রকে উৎপন্ন করিলেন ॥ ৪৭

সেইজন্য মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণবংশের প্রবর্ত্তক হন ॥ ৪৮

এই ব্রহ্মজ তপস্বী মহাত্মার পুত্রগণও ব্রাহ্মণবংশের বৃদ্ধিকারী ও গোত্রকর্ত্তা হইয়াছিলেন ॥ ৪৯

ভগবান্ মধুচ্ছন্দা, শক্তিশালী দেবরাত, অকীল, শকুন্ত, বজ্র, কালপথ, বিখ্যাত যাজ্ঞবল্ক্য, মহাব্রত ধূম্র, উলূক, যমদূত, শৈকবায়ন ঋষি, ভগবান্ বক্রক্রতু, মহর্ষি গালব, বল্কলি, বিখ্যাত শালঙ্কায়ন, লীলাঢ্য, কূর্চ্চামুখ, বাষ্কলি, মুসল, বক্রোগ্রীব, আজিহ্বক, নৈকদৃক্, শিলাযূপ, শিত, শুচি, চক্রক, মারুতসুত, যাতয়, অশ্বলায়ন, শ্যামায়ন, গার্গ্য, জাবালি, সুব্রত, কারীষি, সংক্রত্য, পর, পৌরব, স্তব, মহর্ষি কপিল, ঋষিবর তাণ্ডকায়ন, উপগহন, তাণ্ডুরায়ণ ঋষি, মার্গমরি, হিরণ্যাক্ষ, অঙ্গারি, বাস্তবায়নি, কৃতি, বিকৃতি, সুত, সুব্রহ্মা, অরালি, মাচিক, চাম্পেয়, উজ্জয়ন, নবতন্তু, বৃকনখ, সেয়ন, ঘণ্টি, অজোজয়, চাম্পেয়ক, নিরীষী, গার্গ্যতি, ঊর্দ্ধবেণি,

অন্যোক্তস্পর্ধয়া চৈব পিতরৌ চাব গাধিনঃ
ঔর্ধ্বযোনিরুদাপেক্ষী নারদী চ মহানৃষিঃ ॥ ৫৯
বিশ্বামিত্রাত্মজাঃ সর্বে মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ
তথৈব ক্ষত্রিয়ো রাজন্ বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ॥ ৬০
ঋচীকেনাহিতং ব্রহ্ম পরমেতদ্ যুধিষ্ঠির
এবমৃষে তে সর্বমাখ্যাতং তত্ত্বেন তদ্যতর্ষভ ॥ ৬১

উদাপেক্ষী ও মহর্ষি নারদী ইঁহারা সকলে বিশ্বামিত্রের পুত্র ও ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন ॥ ৫৮-৬১॥

রাজা যুধিষ্ঠির ! মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র যদিও ক্ষত্রিয় ছিলেন, তথাপি ঋচীকমুনি তাঁহার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মতেজের আধান করিয়াছিলেন ॥ ৬০॥

বিশ্বামিত্রস্য চৈবেহ সোম-সূর্যাগ্নিতেজসঃ
যত্র যত্র চ সন্দেহো ভূয়স্তে রাজসত্তম ॥
তত্র তত্র চ মাং ক্রূহি ছেত্তাস্মি তব সংশয়ম্ ॥ ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিশ্বামিত্রোপাখ্যানে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

তাহাতেই ! এইরূপে আমি তোমার নিকটে সোম, সূর্য ও অগ্নির তুল্য তেজস্বী বিশ্বামিত্রের মনের সমস্ত সন্দেহ যথাযথভাবে বর্ণনা করিলাম ॥ ৬২॥

নৃপশ্রেষ্ঠ ! এখন তোমার যে যেখানে সন্দেহ আছে, সেই সেই বিষয় জিজ্ঞাসা কর আমি তোমার সমস্ত সংশয় ছেদন করিব ॥ ৬২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে বিশ্বামিত্রের উপাখ্যানবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

[স্বামিভক্তস্য দয়ালোশ্চ পুরুষস্য শ্রেষ্ঠত্বং বক্তুমিন্দ্র-শুকপক্ষিণোঃ সংবাদবর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

আনৃশংস্যস্য ধর্মজ্ঞ গুণান্ ভক্তজনস্য চ
শ্রোতুমিচ্ছামি ধর্মজ্ঞ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
বাসবস্য চ সংবাদং শুকস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ২
বিষয়ে কাশিরাজস্য গ্রামাদ্রিক্রম্য লুব্ধকঃ
সবিষং কার্মুকাদায় মৃগয়ামাস বৈ মৃগম্ ॥ ৩
তত্র চামিষ লুব্ধেন লুব্ধকেন মহাবনে
অবিদূরে মৃগান্ দৃষ্ট্বা বাণঃ প্রতিসমাহিতঃ ॥ ৪
তেন দুর্বাতিসারেণ নিমিত্তচপলেষুণা ।
মহান্ বনতরুস্তত্র বিদ্ধো মৃগভিয়াসয়া ॥ ৫
স তীক্ষ্ণবিষদিগ্ধেন শরেণাতিবলাৎ ক্ষতঃ ।
উৎসৃজ্য ফলপত্রাণি পাদপঃ শোষমাগতঃ ॥ ৬
তস্মিন্ বৃক্ষে তথাভূতে কোটরেষু চিরোষিতঃ ।
ন জহাতি শুকো বাসং তস্য ভক্ত্যা বনস্পতে ॥ ৭

পঞ্চম অধ্যায়।

[স্বামিভক্ত ও দয়ালু পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বলিবার জন্য ইন্দ্র ও শুকপক্ষীর সংবাদ বর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধর্মজ্ঞ পিতামহ ! এখন আমি দয়ালু ও ভক্ত পুরুষগণের গুণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি । অতএব আপনি কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার গুণ বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,- যুধিষ্ঠির ! এ বিষয়েও মহাপুরুষগণ মহাত্মা শুকপক্ষী ও ইন্দ্রের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ২

কাশিরাজের রাজ্যে এক ব্যাধ বিষমিশ্র বাণ লইয়া গ্রাম হইতে বহির্গত হইল এবং শিকারের জন্য মৃগের অন্বেষণ করিতে লাগিল ॥ ৩

কোন এক বিশাল বনের কিয়দ্দূর যাইতে পারিলে বাণলোভী ব্যাধ বহু মৃগকে দেখিতে পাইল এবং তাহাদের উপর বাণ নিক্ষেপ করিল ॥ ৪

ব্যাধের সেই বাণ অব্যর্থ ছিল . কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় মৃগকে বধ করিবার জন্য নিক্ষিপ্ত সেই বাণ এক বিশাল বৃক্ষে যাইয়া বিদ্ধ করিল ॥ ৫

তীক্ষ্ণ বিষে পুষ্ট সেই বাণের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় সেই বৃক্ষ বিশীর্ণ হইয়া উঠিল । তাহার ফল ও পত্রসকল ঝরিয়া পড়িল এবং ধীরে ধীরে সে শুকাইয়া যাইতে লাগিল ॥ ৬

সেই বৃক্ষের কোটরে বহুদিন ধরিয়া একটি শুকপক্ষী বাস

নিষ্প্রচারো নিরাহারো ম্লানঃ শিথিলবাগপি।
কৃতজ্ঞঃ সহ বৃক্ষেণ ধর্মাত্মা সোঽপ্যশুষ্যত ॥ ৮

তমুদারং মহাসত্ত্বমতিমানুষচেষ্টিতম্।
সমদুঃখসুখং দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ পাকশাসনঃ ॥ ৯

ততস্তিস্তামুপগতঃ শক্রঃ কথমহং দ্বিজঃ।
তির্যগ্‌যোনাবসন্তাবামানুশংস্যমবস্থিতঃ ॥ ১০

অথবা নাত্র চিত্রং হি অভবদ্ বাসবস্য তু।
প্রাণিনামপি সর্বেষাং সর্বং সর্বত্র দৃশ্যতে ॥ ১১

ততো ব্রাহ্মণবেশেন মানুষং রূপমাস্থিতঃ।
অবতীর্য মহীং শক্রস্তং পক্ষিণমুবাচ হ ॥ ১২

শুক ত্বো পক্ষিণাং শ্রেষ্ঠ ধার্মিকী সুপ্রভা ত্বয়া।
পৃচ্ছে ত্বাং শুকযোনেঃ ত্বং কস্মাত্ত্বমজসি ক্রমম্ ॥ ১৩

অথ পৃষ্টঃ শুকঃ প্রাহ মুর্ধ্বা সমভিবাদ্য তম্

করিত। তাহার সেই বৃক্ষের উপর অতিশয় প্রেম ছিল, সেইজন্য বৃক্ষ শুকাইয়া যাইতে থাকিলেও সে বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া যাইল না ॥ ৭

সেই ধর্মাত্মা ও কৃতজ্ঞ শুক কোথাও যাতায়াত করিত না। খাদ্য অন্বেষণ করাও ত্যাগ করিয়া দিল। সে এতদূর নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল যে, কোন কিছু বলিতেও পারিল না। এইরূপে সেই বৃক্ষের সহিত সে স্বয়ংও শুকাইয়া যাইতে লাগিল ॥ ৮

তাহার অসাধারণ ধৈর্য ছিল। তাহার চেষ্টাও অলৌকিক ছিল এবং দুঃখ ও সুখে সমভাবাপন্ন সেই উদার শুকপক্ষীকে দেখিয়া পাকশাসন ইন্দ্র বিস্মিত হন ॥ ৯

ইন্দ্র এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই পক্ষী তির্যগ্‌যোনিতে এতাদৃশ অলৌকিক দয়াভাবসম্পন্ন হইয়াছে; যাহা পক্ষীর যোনিতে প্রায়শঃ অসম্ভব

অথবা ইহাতে কোন আশ্চর্যের বিষয় নাই, কারণ, সর্বস্থানে সকল প্রাণীর মধ্যেই সর্বপ্রকার আচরণ দেখা যায়—এইরূপ ভাবনার দ্বারা ইন্দ্রের মন শান্ত হইল ॥

তদনন্তর তিনি ব্রাহ্মণের বেশে মনুষ্যরূপ ধারণ করত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সেই শুকপক্ষীকে বলিলেন ॥ ১২

পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শুক! তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া ধর্মের রৌহিণী শুকী উত্তম সন্তানবতী হইয়াছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, এখন তুমি এই বৃক্ষকে ত্যাগ করিতেছ না কেন? ১৩

স্বাগতং দেবরাজ ত্বং বিজ্ঞাতস্তপসা ময়া ॥ ১৪

ততো দশশতাক্ষেণ স ধৃ সাধিতি ভাষিতম্।
অহো বিজ্ঞানমিত্যেবং মনসা পূজিতস্ততঃ ॥ ১৫

তমেবং শুভকর্মাণং শুকং পরমধার্মিকম্।
বিজ্ঞানন্নপি তাং প্রীতিং পপ্রচ্ছ বলসূদনঃ ॥ ১

নিষ্পত্রমফলং শুষ্কমশরণ্যং পতত্রিণাম্
কিমর্থং সেবসে বৃক্ষং বদ্ধা মহদিদং বনম্ ॥ ১৭

অন্যেঽপি বহবো বৃক্ষাঃ পত্রসঞ্ছন্নকোটরাঃ।
শুভাঃ পর্যাপ্তসকারা বিভন্তেঽস্মিন্ মহাবনে ॥ ১৮

গতাষুষমসামর্থ্যাঃ ক্ষীণসারং হতশ্রিয়ম্।
বিমুঞ্চ প্রজহা ধীর জহীমং স্থবিরং দ্রুমম্ ॥১৯

ভীষ্ম উবাচ।

ততঃপ্রচোদ্য ধর্মাত্মা শুকঃ শক্রেণ ভাষিতম্
সুদীর্ঘমভিনিঃশ্বস্য দীনো বাক্যমুবাচ হ ॥ ২০

তিনি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর শুক মস্তক নত করত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন দেবরাজ! আপনার শুভে আগমন হইয়াছে ত'? আমি তপোবলে আপনাকে জানিতে পারিয়াছি ॥ ১৪

ইহা শ্রবণ করত সহস্রলোচন ইন্দ্র মনে মনেই বলিলেন—সাধু! সাধু! কি অদ্ভুত বিজ্ঞান? এই কথা বলিয়া তিনি মনে মনেই শুকপক্ষীকে সমাদর করিলেন ॥ ১৫

'বৃক্ষের প্রতি ইহার কিরূপ প্রেম' ইহা জানিবার্ত বলসূদন ইন্দ্র শুভ কর্মকারী সেই পরম ধর্মাত্মা শুককে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৬

এই বৃক্ষের পত্রসকল ঝরিয়া গিয়াছে, ফলও নাই, বৃক্ষটি শুকাইয়া যাওয়ায় পক্ষিগণের বাসের অযোগ্য হইয়াছে। যখন এই বিশাল বন সম্মুখে রহিয়াছে, তখন তুমি [এই শুষ্ক বৃক্ষকে কিসের আশ্রয় করিয়া আছ? ১৭

এই বিশাল বনে আরও বহু বৃক্ষ আছে, যাহাদের কোটর-সকল নানাবিধ পত্রে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। যাহারা সুন্দর এবং যাহাদের উপর পক্ষিগণের নিবাসের পর্যাপ্ত স্থান আছে ॥ ১৮

বীর শুক! এই বৃক্ষের আয়ু শেষ হইয়া গিয়াছে, শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার সার ক্ষীণ হইয়াছে এবং ইহার শোভাও নষ্ট হইয়াছে। নিজের বুদ্ধির দ্বারা এই সব কথা বিচার করত এখন এই বৃক্ষকে পরিত্যাগ কর ॥ ১৯

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করত ধর্মাত্মা শুক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া দীনভাবে এই কথা বলিল ॥ ২০

অনতিক্রমণীয়ানি দৈবতানি শচীপতে
যত্রাত্তবং তব প্রশ্নস্তন্নিবোধ সুরাধিপ। ২১
অস্মিন্নহং ক্রমে জাতঃ সাধুভিশ্চ গুণৈর্যুতঃ
বালভাবেন সংগুপ্তঃ শক্রভিশ্চ ন ধর্ষিতঃ। ২২
কিমনুক্রোশ্য বৈকল্যমুৎপাদয়সি দেহিনম্।
আনৃশংস্যাতিযুক্তস্য তরুসানস্য চ। ২৩
অনুক্রোশো হি সাধূনাং মহদ্ধর্মস্য লক্ষণম্।
অনুক্রোশশ্চ সাধূনাং সদা প্রীতিঃ প্রবর্ধতি। ২৪
ত্বমেব দৈবতৈঃ সর্বৈঃ পৃচ্ছ্যসে ধর্মসংশয়ান্
অতস্ত্বং দেবদেবানামাধিপত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ। ২৫
নার্হসে মাং সহস্রাক্ষ ক্রমং ত্যাক্তুমিহোৎসহে চিরায়।
সমর্থমুপজীব্যেহ ত্যাজেয়ং কথমদ্য বৈ। ২৬
তস্য বাক্যেন সৌম্যেন হৃষিতঃ পাকশাসনঃ
গুরুং প্রোবাচ ধর্মাত্মা আনৃশংস্যেন তোষিতঃ। ২৭
বরং বৃণীষেতি তদা স চ মত্বা গুরুঃ
আনৃশংস্যাপরো নিত্যং তস্য বৃক্ষস্য সত্তমম্। ২৮
বিদিত্বা চ বৃদ্ধাং ভক্তিং তাং গুরৌ শীলসম্পদম্
প্রীতঃ ক্ষিপ্রমথো বৃক্ষমমৃতেনাবসিক্তবান্। ২৯
ততঃ ফলানি পত্রাণি শাখাশ্চাপি মনোহরাঃ
গুরুস্য বৃদ্ধভক্তিত্বাচ্ছ্রীমত্তাং প্রাপ স দ্রুমঃ। ৩০
গুরুশ্চ তর্পণা তেন আনৃশংস্যকৃতেন বৈ।
আয়ুষোঽন্তে মহারাজ প্রাপ শক্রসলোকতাম্। ৩১
এবমেব মনুষ্যেন্দ্র ভক্তিমন্তং সমাশ্রিতঃ।
সর্বার্থসিদ্ধিঃ সভতে গুরুং প্রাপ্য যথা দ্রুমঃ। ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি গুরুবাসবসংবাদে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। ৫

শচীপতে! দৈবকে অতিক্রম করা যায় না। দেবরাজ! যাহার বিষয়ে আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার কথা শ্রবণ করুন। ২১

আমি এই বৃক্ষের উপর অনুগ্রহ করিয়াছি এবং এখানে থাকিয়াই আমি উত্তম ফলসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বৃক্ষ নিজের পুত্রের ন্যায় আমাকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে ও আমার উপর শত্রুর আক্রমণ হইতে দেয় নাই। ২২

নিষ্পাপ দেবেন্দ্র! এই সব কারণেই আমার এই বৃক্ষের প্রতি ভক্তি জন্মিয়াছে। আমি ধরাশায়ী হইয়া শয়নে নিরত আছি এবং এখান হইতে অন্যত্র যাইতে বাসনা করি না। এরূপ অবস্থায় আপনি কৃপা করিয়া আমার সদ্ভাবনাকে কেন ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতেছেন? ২৩

শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের পক্ষে অপরের প্রতি দয়া করাই সর্বোত্তম ধর্মের লক্ষণ। দয়াভাব সৎপুরুষগণকে সর্বদাই আনন্দ প্রদান করে। ২৪

ধর্মের বিষয়ে সংশয় হইলে পর সমস্ত দেবগণ আপনাকেই নিজেদের সন্দেহ জিজ্ঞাসা করেন। সেইজন্য দেবাধিদেবগণেরও অধিপতিপদে আপনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ২৫

সহস্রলোচন ইন্দ্র! আপনি এই বৃক্ষকে ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য আমাকে প্ররোচিত করিবেন না। যখন এই বৃক্ষ সমর্থ ছিল, তখন আমি দীর্ঘকাল যাবৎ ইহার আশ্রয়ে থাকিয়া জীবনধারণ করিয়াছি এবং আজ সে শক্তিহীন হইয়া গিয়াছে, তখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব—ইহা কিরূপে হইতে পারে? ২৬

গুরুর এই সদ্‌ভাবপূর্ণ বাক্যের দ্বারা পাকশাসন ইন্দ্র অতিশয় তুষ্ট হইলেন। ধর্মাত্মা দেবেন্দ্র গুরুর দয়াগুণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন। ২৭

গুরু! তুমি আমার নিকট হইতে বর প্রার্থনা কর। তখন দয়াপরায়ণ গুরু এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, এই বৃক্ষ পূর্বের ন্যায় জীবিত হইয়া যাউক। ২৮

গুরুর এই প্রগাঢ় ভক্তি ও শীলসম্পদ জানিয়া ইন্দ্র প্রসন্ন হইলেন এবং তিনি অতি সত্বর সেই বৃক্ষকে অমৃতের দ্বারা সিঞ্চন করিলেন। ২৯

তাহার পর সেই বৃক্ষে নব নব পত্র, ফল ও মনোহর শাখা-সমূহ নির্গত হইল। গুরুর দৃঢ় ভক্তিবশতঃ সেই বৃক্ষ পুনরায় পূর্ববৎ শ্রীসম্পন্ন হইয়া গেল। ৩০

মহারাজ! এই গুরুও নিজের আয়ুঃশেষ হইলে পর নিজের মহাপুণ্য ব্যবহারের জন্য ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইল। ৩১

নরেন্দ্র! যেরূপ ভক্তিমান্ গুরুর সহবাস প্রাপ্ত হইয়া সেই বৃক্ষ নিজের সম্পূর্ণ মনোরথ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, সেইরূপ ভক্তিমান্ পুরুষের আশ্রয় লাভ করত প্রত্যেক মানুষই নিজের সমস্ত কামনা পূর্ণ করিয়া থাকে। ৩২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে গুরু ও ইন্দ্রের সংবাদবিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[দৈবাপেক্ষয়া পুরুষার্থস্য শ্রেষ্ঠত্ববর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ
দৈবে পুরুষকারে চ কিংস্বিচ্ছ্রেষ্ঠতরং ভবেৎ ॥ ১
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
বশিষ্ঠস্য চ সংবাদং ব্রহ্মণশ্চ যুধিষ্ঠির ॥ ২
দৈব-মানুষয়োঃ কিংস্বিৎ কর্মণোঃ শ্রেষ্ঠমিত্যুত
পুরা বশিষ্ঠো ভগবান্ পিতামহমপৃচ্ছত ॥ ৩
ততঃ পদ্মোদ্ভবো রাজন্ দেবদেবঃ পিতামহঃ
উবাচ মধুরং বাক্যমর্থবদ্ধেতুসংহিতম্ ॥ ৪

ব্রহ্মোবাচ।

(বীজতো ঙ্কুরোৎপত্তিরঙ্কুরাৎ পর্ণসম্ভবঃ।
পর্ণান্নালঃ প্রভূয়তে নালাৎ স্কন্ধঃ প্রবর্ততে ॥
স্কন্ধাৎ প্রবর্ততে পুষ্পং পুষ্পাদ্বিবর্ততে ফলম্।
ফলাদ্বিবর্ত্যতে বীজং বীজং নাফলমুচ্যতে ॥)
নাবীজং জায়তে কিঞ্চিৎ বীজেন বিনা ফলম্।
বীজাদ্ বীজং প্রভবতি বীজাদেব ফলং স্মৃতম্ ॥ ৫
যাদৃশং বপতে বীজং ক্ষেত্রমাসাদ্য কর্ষকঃ।
সৃজতে দুষ্কৃতে বাপি তাদৃশং লভতে ফলম্ ॥ ৬
যথা বীজং বিনা ক্ষেত্রমুপ্তং ভবতি নিষ্ফলম্।
তথা পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি ॥ ৭
ক্ষেত্রং পুরুষকারস্তু দৈবং বীজমুদাহৃতম্।
ক্ষেত্র-বীজসমাযোগাৎ ততঃ সত্যং সমুদ্যতে ॥ ৮
কর্মণঃ ফলনির্বৃত্তিং স্বয়মশ্নাতি কারকঃ।
প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে লোকে কৃতস্যাপকৃতস্য চ ॥ ৯
শুভেন কর্মণা সৌখ্যং দুঃখং পাপেন কর্মণা
কৃতং ফলতি সর্বত্র নাকৃতং ভুজ্যতে ক্বচিৎ ॥ ১০
কৃতী সর্বত্র লভতে প্রতিষ্ঠাং ভাগ্যসংযুতাম্
অকৃতী লভতে ভ্রষ্টঃ ক্ষতে ক্ষারাবসেচনম্ ॥ ১১
তপসা রূপসৌভাগ্যং রত্নানি বিবিধানি চ।
প্রাপ্যতে কর্মণা সর্বং ন দৈবাদকৃতাত্মনা ॥ ১২

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[দৈব অপেক্ষা পুরুষার্থের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সর্বশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ! দৈব ও পুরুষার্থ এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এ-বিষয়ে বশিষ্ঠ ও ব্রহ্মার সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস এস্থলে মহাত্মাগণ উদাহরণ দিয়া থাকেন। ২

পুরাকালের কথা, ভগবান্ বশিষ্ঠ লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—দৈব ও পুরুষার্থের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? ৩

রাজন্! পদ্মযোনি দেবাধিদেব পিতামহ ব্রহ্মা তখন মধুর স্বরে যুক্তিযুক্ত এই সার্থক বচন বলিয়াছিলেন। ৪

ব্রহ্মা বলিলেন,—(মুনে! বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, অঙ্কুর হইতে পত্রের উদ্ভব হয়। পত্রসমূহ হইতে নাল, নাল হইতে স্কন্ধদেশ উৎপন্ন হয়। উহা হইতে পুষ্প হয়। পুষ্প হইতে ফল এবং ফল হইতে আবার সেই বীজ জন্মে। এই বীজ কখনও নিষ্ফল হয় না।)

বীজ ব্যতীত কোন কিছুই উৎপন্ন হয় না। বীজ ব্যতীত ফলও হয় না। বীজ হইতে বীজ জন্মে এবং বীজ হইতেই ফলের উৎপত্তি বলিয়া কথিত হয়। ৫

কৃষক ক্ষেত্রে (কর্ষিতে) যাইয়া যেরূপ বীজ বপন করে, সেরূপই ফল লাভ করিয়া থাকে। এইভাবে পুণ্য বা পাপ, যেরূপ কর্ম করা হয়, মানুষ সেইরূপই ফল প্রাপ্ত হয়। ৬

যেরূপ ক্ষেত্রে বীজ বপন না করিলে উহাতে ফললাভ হয় না, সেইরূপ দৈবও (প্রারব্ধও) পুরুষার্থ ব্যতীত কখনও সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ৭

পুরুষার্থ ক্ষেত্র এবং বীজ দৈব বলিয়া কথিত হয়। ক্ষেত্র ও বীজের সংযোগেই সত্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৮

কর্মকারী মানুষ নিজের ভাল বা মন্দ সব কর্মের ফল নিজেই ভোগ করিয়া থাকে। এই বিষয় সংসারে প্রত্যক্ষই দেখা যায়। ৯

শুভকর্ম করিলে সুখ ও পাপ কর্ম করিলে দুঃখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিজের কৃত কর্ম সর্বত্রই ফলপ্রদান করে। কর্ম না করিলে কর্মের ফল কখনও ভোগ হয় না। ১০

পুরুষার্থী মানুষ সর্বত্র ভাগ্যানুসারে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া থাকে; কিন্তু যে অকর্মণ্য, সে সম্মান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ক্ষতের উপর লবণের সিঞ্চনের ন্যায় অসহ্য দুঃখভোগ করে। ১১

মানুষের তপস্যায় যাহা রূপ, সৌভাগ্য এবং নানাপ্রকার রত্ন

তথা স্বর্গশ্চ ভোগশ্চ নিষ্ঠা বা চ মনীষিতা।
সর্বং পুরুষকারেণ লভ্যতেনেহোপলভ্যতে ॥ ১৩
জ্যোতীংষি ত্রিদশা নাগা যক্ষাশ্চন্দ্রার্কমারুতাঃ
সর্বে পুরুষকারেণ মনুষ্যাদ্ দেবতাং গতাঃ ॥ ১৪
অর্থো বা মিত্রবর্গো বা ঐশ্বর্যং বা কুলান্বিতম্
শ্রীশ্চাপি দুর্লভা ভোক্তুং তথৈবাকৃতকর্মভিঃ ॥১৫
শৌচেন লভতে বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বিক্রমেণ তু
বৈশ্যঃ পুরুষকারেণ শূদ্রঃ শুশ্রূষয়া স্ত্রিয়ম্ ॥ ১৬
নাদাতারং ভজন্ত্যর্থা ন ক্লীবং নাপি নিষ্ক্রিয়ম্।
নাকরস্থিরং নাশূরং তথা নৈবাতপস্বিনম্ ॥ ১৭
যেন লোকাস্ত্রয়ঃ সৃষ্টা দৈত্যাঃ সর্বাশ্চ দেবতাঃ
স এষ ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমুদ্রে তপ্যতে তপঃ ॥ ১৮
যদি চেৎ কর্মফলং ন স্যাৎ সর্বমেবাফলং ভবেৎ।
লোকো দৈবং সমালম্ব্য উদাসীনো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১৯
অকৃত্বা মানুষং কর্ম যো দৈবমনুবর্ততে।
বৃথা শ্রাম্যতি সম্প্রাপ্য পতিং ক্লীবমিবাঙ্গনা ॥২০
ন তথা মানুষে লোকে ভয়মস্তি শুভাশুভে।
তথা ত্রিদশলোকে হি ভয়মস্মেন জায়তে ॥ ২১
কৃতঃ পুরুষকারশ্চ দৈবমেবানুবর্ততে।
ন দৈবমকৃতে কিঞ্চিৎ কদাচিদ্ দাতুমর্হতি ॥ ২২
যথা স্থানানি নিত্যানি দৃশ্যন্তে দৈবতেষ্বপি।
কথং কর্ম বিনা দৈবং প্রাপ্নুয়াৎ স্থাপয়িষ্যতি ॥ ২৩
ন দৈবতানি লোকেঽস্মিন্ ব্যাপারং যান্তি কস্যচিৎ।
ব্যাসঙ্গং জনয়ন্ত্যাত্মমাত্মভিঃ শপথৈরলম্ ॥ ২৪
ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ সদা ভবতি বিগ্রহঃ
কস্য বাচা হ্যদৈবং স্যাদ্ যতো দৈবং প্রবর্ততে ॥২৫

লাভ হইয়া থাকে। এইভাবে কর্মের দ্বারা মানুষ সব কিছুই লাভ করে, কিন্তু ভাগ্যের কথা বলিয়া নিষ্কর্মা হইয়া যে বসিয়া থাকে, সে কিছুই লাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥১২

এই জগতে পুরুষার্থ করিলে স্বর্গ, ভোগ, কর্মে নিষ্ঠা ও বুদ্ধিমত্তা—এই সবের উপলব্ধি হয়। ১৩

নক্ষত্র, দেবতা, নাগ, যক্ষ, চন্দ্র, সূর্য ও বায়ু প্রভৃতি সকলেই পুরুষার্থ করিয়াই মনুষ্যলোক হইতে দেবলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ১৪

যে ব্যক্তি পুরুষার্থ করে না, সেই ব্যক্তি ধন, মিত্রবর্গ, ঐশ্বর্য, উত্তম কুল ও দুর্লভ লক্ষ্মীকেও উপভোগ করিতে পারে না। ১৫

ব্রাহ্মণ শৌচাচারের দ্বারা, ক্ষত্রিয় পরাক্রমের দ্বারা, বৈশ্য পুরুষকারের (উদ্যোগের) দ্বারা এবং শূদ্র তিন বর্ণের সেবার দ্বারা সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন। ১৬

অদাতা কৃপণকে ধন সেবা করে না, এইরূপ না নপুংসক, না অকর্মণ্য, না অকর্মপরায়ণ, না সৌন্দর্যহীন এবং না তপস্বী ব্যক্তিকে ধন সেবা করে অর্থাৎ এই সব ব্যক্তি ধনলাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৭

যিনি তিন লোক, দৈত্যগণ এবং সম্পূর্ণ দেবতাদিগকেও সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই এই ভগবান্ বিষ্ণু সমুদ্রে অবস্থান করত তপস্যা করিতেছেন ॥ ১৮

যদি নিজের কর্মফলের ফললাভ না হয়, তবে সমস্ত কর্মই নিষ্ফল হইয়া যায় এবং সকল লোক ভাগ্যকেই লক্ষ্য করিয়া কর্ম করিবার সময়ে উদাসীন হইয়া যায় ॥ ১৯

মানুষের যোগ্য কর্ম না করিয়া যে পুরুষ কেবল দৈবেরই অনুসরণ করিতে থাকে, সেই পুরুষ দৈবের আশ্রয় লইয়া বৃথা ই সেরূপ কষ্টভোগ করে ; যেরূপ কোন স্ত্রী নিজের ক্লীব পতিকে প্রাপ্ত হইয়া কষ্টভোগ করিয়া থাকে ॥ ২০

এই মনুষ্যলোকে শুভাশুভ কর্মসমূহের দ্বারা যেরূপ কোন ভয় হয় না, সেরূপ দেবলোকে অল্প অনুষ্ঠিত পাপের দ্বারা ভয় হইয়া থাকে ॥ ২১

কৃত পুরুষার্থই দৈবকে অনুসরণ করে ; কিন্তু পুরুষার্থ না করিলে পর দৈব কাহাকেও কিছুই প্রদান করিতে সমর্থ হয় না ॥২২

দেবতাগণের মধ্যেও ইন্দ্রাদির যে স্থান, তাহাও অনিত্য দেখা যায়। পুণ্য কর্ম ব্যতীত দৈব কিভাবে স্থির থাকিবে এবং কিরূপে সে অন্যকেই বা স্থির রাখিতে সমর্থ হইবে ? ২৩

দেবগণও এই লোকে কাহারও পুণ্য কর্মের অনুমোদন করেন না, বরং নিজেদের পরাক্রমের আশ্রয়ে তাঁহারা সেই পুণ্যাত্মা পুরুষে ভয়ের আসক্তি উৎপন্ন করিয়া থাকেন (যাহার দ্বারা তাঁহার যজ্ঞকার্যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়)। ২৪

ঋষিগণ ও দেবতাদের মধ্যে সর্বদা কলহ হইয়া থাকে অর্থাৎ দেবতারা ঋষিগণের তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেন এবং ঋষিরা নিজেদের তপোবলে দেবতাদিগকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া থাকেন। সুতরাং দৈব ব্যতীত কেবল বাক্যের দ্বারা কাহারও সুখ বা দুঃখ কিভাবে লাভ হইতে পারে ? যেহেতু কর্ম হইতে দৈব প্রবর্তিত হয় ॥ ২৫

তথং তস্য সমুৎপত্তির্যতো দৈবং প্রবর্ত্ততে।
এবং ত্রিদশলোকেঽপি প্রাপ্যন্তে মহতো গুণাঃ ॥ ২৬
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ
আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী কৃতস্যাপ্যকৃতস্য চ ॥ ২৭
কৃতং চাপ্যকৃতং কিঞ্চিৎ কৃতে কর্ম্মণি সিধ্যতি
সুকৃতং দুষ্কৃতং কর্ম্ম ন যথার্থং প্রপদ্যতে ॥ ২৮
দেবানাং শরণং পুণ্যং সর্ব্বং পুণ্যেরবাপ্যতে
পুণ্যশীলং নরং প্রাপ্য কিং দৈবং প্রকরিষ্যতি ॥ ২৯
পুরা যযাতির্বিপ্রর্ষভ্যোঽধিতঃ পতিতঃ ক্ষিতৌ।
পুনরারোপিতঃ স্বর্গং দৌহিত্রৈঃ পুণ্যকর্ম্মভিঃ ॥ ৩০
পুরূরবাস্ত রাজর্ষির্দ্বিজৈরভিহিতঃ পুরা।
ঐল ইত্যভিবিখ্যাতঃ স্বর্গং প্রাপ্তো মহীপতিঃ ॥ ৩১
অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈঃ সংকৃতঃ কোশলাধিপঃ।
মহর্ষিশাপাৎ সৌদাসঃ পুরুষাদত্বমাগতঃ ॥ ৩২
অশ্বত্থামা চ রাজন্ত মুনিপুত্রৌ ধনুর্দ্ধরৌ।
ন গচ্ছতঃ স্বর্গলোকং সুকৃতেনেহ কর্ম্মণা ॥ ৩৩
বসুর্যজ্ঞপতির্বিদ্বান্ দ্বিতীয় ইব বাসবঃ।
মিথ্যাভিধানেনৈকেন রসাতলতলং গতঃ ॥ ৩৪
বলির্বৈরোচনির্বদ্ধো ধর্ম্মপাশেন দৈবতৈঃ
বিষ্ণোঃ পুরুষকারেণ পাতালশয়নঃ কৃতঃ ॥ ৩৫
শক্রস্যোদ্যম্য চরণং প্রস্থিতো জনমেজয়ঃ।
দ্বিজস্ত্রীণাং বধং কৃত্বা কিং দৈবেন ন বারিতঃ ॥ ৩৬
অজ্ঞানাদ্ ব্রাহ্মণং হত্বা স্পৃষ্টো বালবধেন চ
বৈণস্তাপেনবিপ্রর্ষিঃ কিং দৈবেন ন বারিতঃ ॥ ৩৭
গোপ্রদানেন মিথ্যা চ ব্রাহ্মণেভ্যো মহাযশাঃ
পুরা নৃগস্ত রাজর্ষিঃ কৃকলাসত্বমাগতঃ ॥ ৩৮

দৈব ব্যতীত পুরুষার্থের উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে? কারণ, প্রবৃত্তির মূল কারণ দৈবই (যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহারাই পর জন্মে পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ পুণ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। যদি এরূপ না হইত, তবে ত' সকলেই পুণ্যকর্ম্মেই নিরত থাকিত।) দেবলোকেও দৈবকৃতই মহাসংঘাত ফল (সুখপ্রদ সাধন) উপলব্ধ হইয়া থাকে। ২৬

আত্মাই নিজের বন্ধু (উপকারকারী), আত্মাই নিজের শত্রু (অপকারকারী) এবং আত্মাই নিজের কৃত ও অকৃতের সাক্ষী। ২৭

প্রথম পুরুষার্থ করিলে পর পূর্ব্বে কৃত কর্ম্ম অকৃতের ন্যায় হইয়া যায় এবং সেই প্রথম কর্ম্মই সিদ্ধ হইয়া ফল দান করিতে থাকে। এইরূপ করিলে পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম নিজের যথার্থ ফলদানে করিতে সমর্থ হয় না। ২৮

দেবতাগণের আশ্রয় হইল পুণ্য। পুণ্যের দ্বারাই সব কিছু লাভ করা যায়। পুণ্যাত্মা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া দৈব কি করিবে? ২৯

পুরাকালে রাজা যযাতি পুণ্য ক্ষীণ হইয়া যাইলে পর স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পুণ্যকর্ম্মা দৌহিত্র তাঁহাকে পুনরায় স্বর্গলোকে উপস্থিত করিয়া দিয়াছিলেন। ৩০

এইরূপে পুরাকালে ঐল নামে বিখ্যাত রাজর্ষি পুরূরবা ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোক লাভ করিয়াছিলেন। ৩১

(এখন ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন) অশ্বমেধাদি যজ্ঞসমূহের দ্বারা সম্মানিত হইলেও কোশলরাজ সৌদাসকে মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিশাপে নরভক্ষী রাক্ষস হইতে হইয়াছিল। ৩২

এইরূপ অশ্বত্থামা ও নরভক্ষ—ইঁহারা উভয়েই ঋষিপুত্র এবং ধনুর্দ্ধর বীর ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই পুণ্য কর্ম্মও করিয়াছিলেন, তথাপি সেই সব কর্ম্মের প্রভাবে তাঁহারা স্বর্গলোকে যাইতে পারেন নাই। ৩৩

দ্বিতীয় ইন্দ্রতুল্য বসু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও রাজা বসু একটিমাত্র মিথ্যা কথার ফলে রসাতলে পতন করিয়াছিলেন। ৩৪

বিরোচন-পুত্র বলিকে দেবতারা ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ বিষ্ণুর পুরুষার্থ বলে তিনি পাতালবাসী হইয়াছিলেন। ৩৫

রাজা জনমেজয় দ্বিজ-স্ত্রীগণকে বধ করিয়া ইন্দ্রের চরণ আশ্রয় করত যখন স্বর্গলোকে গমন করিতেছিলেন, তখন দৈব আসিয়া কেন তাঁহাকে নিবারণ করেন নাই? ৩৬

মহর্ষি বৈণস্তাপন অজ্ঞানতাবশতঃ ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়া বালক বধের পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি দৈব তাঁহাকে কেন স্বর্গ গমন হইতে নিবারণ করেন নাই? ৩৭

পুরাকালে রাজর্ষি নৃগ অক্ষিণ্ণ দাতা ছিলেন। একবার কোন এক মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে গো-দান করিবার সময় তাঁহার ভ্রম হইয়া গিয়াছিল অর্থাৎ একটি গরুকে দুইবার দান করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে কৃকলাস (গিরগিটি)-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ৩৮

যুযুধানস্ত রাজর্ষিঃ সঞ্জেষেব জয়াং গতঃ।
প্রীতিদানাং পরিত্যজ্য সুযশাং স গিরিব্রজে ॥ ৩৯
পাণ্ডবানাং পুনঃ রাজ্যাং ধার্তরাষ্ট্রৈর্মহাবলৈঃ।
পুনঃ প্রত্যাহৃতঃ চৈব ন দৈবাদ্ ভুজসংশ্রয়াৎ ॥ ৪০
তপোনিয়মসংযুক্তা মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
কিং তে দৈববলাদ্ধীনমুৎসৃজন্তে ন কর্মণা ॥ ৪১
পাপমুৎসৃজতে লোকে সর্বং প্রাপ্য সুদুর্লভম্।
লোভ-মোহসমাপন্নঃ ন দৈবং ত্রায়তে নরম্ ॥ ৪২
যথাগ্নিঃ পবনোদ্ধূতঃ সুসূক্ষ্মোঽপি মহান্ ভবেৎ
তথা কর্মসমাযুক্তা দৈবং সাধু বিবর্ধতে ॥ ৪৩
যথা তৈলক্ষয়াদ্ দীপঃ প্রদ্বাসমুপগচ্ছতি।
তথা কর্মক্ষয়াদ্ দৈবং প্রদ্বাসমুপগচ্ছতি ॥ ৪৪
বিপুলমপি ধনৌঘং প্রাপ্য ভোগান্ স্ত্রিয়ো বা
পুরুষ ইহ ন শক্তঃ কর্মহীনো হি ভোক্তুম্।
সুনিহিতমপি চার্থং দৈবতো রক্ষ্যমাণং
পুরুষ ইহ মহাত্মা প্রাপ্নুতে নিত্যযুক্তঃ ॥ ৪৫
ব্যয়গুণমপি সাধু কর্ম সংরক্ষতে
ভবতি মনুজলোকাদ্ দেবলোকো বিশিষ্টঃ।
বহুতরমুপযুঙ্ক্তা মানুষাণাং গৃহাণি
পিতৃভবনভবনাংং দৃশ্যতে চামরাণাম্ ॥ ৪৬
ন চ ফলতি বিকর্মা জীবলোকে ন দৈবং
ব্যপনয়তি বিমার্গং নাস্তি দৈবে প্রভুত্বম্
গুরুমিব কৃতমগ্র্যং কর্ম সংযোজি দৈবং
নয়তি পুরুষকারঃ সঞ্চিতস্তত্র তত্র ॥ ৪৭
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যথা বৈ মুনিসত্তম।
ফলং পুরুষকারস্য যথা সংদৃশ্য তত্ত্বতঃ ॥ ৪৮
অস্ত্যুত্থানেন দৈবস্য সমায়ন্তেন কর্মণা
বিধিনা কর্মণা চৈব স্বর্গমার্গমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৯

ইতি মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি দৈবপুরুষকারনির্দেশে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

রাজর্ষি যুযুধান যজ্ঞ করিতে করিতে বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন তথাপি দেবতাগণ কর্তৃক প্রীতিদানহরণে প্রবৃত্ত হইলে তিনি যজ্ঞফল লাভ করিতে পারেন নাই ॥ ৩৯

মহাবল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ পাণ্ডবদের রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন। উহা পাণ্ডবগণ পুনরায় নিজ বাহুবলেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দৈববলে নহে ॥ ৪০

তপ ও নিয়মে সংযুক্ত থাকিয়া কঠোর ব্রতপালনকারী মুনিগণ কি দৈববলেই তাহাকেও ত্যাগদান করিতেন, পুরুষার্থের বলে নহে ? ৪১

সংসারে সমস্ত দুর্লভ সুখভোগ কোন প্রাণী যদি প্রাপ্ত হয়, তাহার নিকটে উহা থাকে না, সমস্ত তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। যে মানুষ লোভ ও মোহে নিমজ্জিত হয়, তাহাকে দৈবও সঙ্কট হইতে রক্ষা করিতে পারে না ॥ ৪২

যেরূপ অল্পও অগ্নি বায়ুর সহায়তায় উদ্দীপিত হইয়া বিশাল হইয়া যায়, সেইরূপ পুরুষার্থের সহায়তা পাইয়া দৈবেরও বল বিশেষ বাড়িয়া যায় ॥ ৪৩

যেরূপ তেল শেষ হইয়া যাইলে দীপ নিভিয়া যায়, সেইরূপ কর্ম ক্ষীণ হইয়া যাইলে পর দৈবও নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৪

উদ্যোগহীন মানুষ বিপুল ধনরাশি, নানাবিধ ভোগ ও স্ত্রীগণ প্রাপ্ত হইয়াও তাহাদের উপভোগ করিতে পারে না ; কিন্তু সদা উদ্যোগপরায়ণ মহাত্মা পুরুষগণ দেবতাদের দ্বারা সুরক্ষিত ও স্থাপিত ধনেরও লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৫

যে ব্যক্তি দান করিতে করিতে নির্ধন হইয়া গিয়াছেন, এরূপ সৎপুরুষের নিকট তাঁহার সৎকর্মবশতঃ দেবতারাও উপস্থিত হন এবং এইভাবে তাঁহার গৃহ মনুষ্যলোক অপেক্ষা যেন শ্রেষ্ঠ দেবলোক হইয়া যায়। কিন্তু যে গৃহে কোন যজ্ঞ দান করা না হয়, সেই গৃহ অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইলেও দেবতাদিগের দৃষ্টিতে উহা শ্মশান ভূমিতুল্য প্রতীত হয় ॥ ৪৬

এই ভীষ উদ্যমে উদ্যোগহীন মানুষ কখনও কোনও ফললাভ করিতে পারে না। দৈবের মধ্যে এরূপ কোনও শক্তি নাই যে, তাহাকে কুমার্গ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সন্মার্গে পরিচালিত করিতে পারিবে। যেরূপ শিষ্য গুরুদেবকে অগ্রে অগ্রে করিয়াই গমন করে, সেইরূপ দৈব পুরুষার্থকে অগ্রে করিয়া স্বয়ং তাহার অনুগামী হয়। সঞ্চিত পুরুষার্থই দৈবকে নিজের ইচ্ছানুসারে সর্বস্থানে লইয়া যায় ॥ ৪৭

মুনিশ্রেষ্ঠ ! আমি সর্বদা পুরুষার্থেরই ফলকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া যথাযথভাবে এই সমস্ত কথা তোমাকে বলিলাম ॥ ৪৮

মানুষ দৈবের অন্যথাভাবে সুষ্ঠুভাবে আরব্ধ পুরুষার্থের দ্বারাই উত্তম বিধি ও শাস্ত্রোক্ত সৎকর্মের সহায়তায় স্বর্গলোকের পথ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে দৈব ও পুরুষার্থের নির্দেশ-বিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

(কর্মফলবর্ণনম্।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কর্মণাঞ্চ সমস্তানাং শুভানাং ভরতর্ষভ
ফলানি মহতাং শ্রেষ্ঠ প্রব্রূহি পরিপৃচ্ছতঃ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি যন্মাং পৃচ্ছসি ভারত
রহস্যং যদৃষীণাং তু তচ্ছৃণুষ্ব যুধিষ্ঠির ॥
যা গতিঃ প্রাপ্যতে যেন প্রেত্যভাবে চিরেপ্সিতা ॥ ২
যেন যেন শরীরেণ যদ্ যৎ কর্ম করোতি যঃ।
তেন তেন শরীরেণ তৎ তৎ ফলমুপাশ্নুতে ॥ ৩
যস্যাং যস্যামবস্থায়াং যৎ করোতি শুভাশুভম্
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং ভুঙ্‌ক্তে তদ্ তস্মনি তস্মনি ॥ ৪
ন নশ্যতি কৃতং কর্ম সদা পঞ্চেন্দ্রিয়ৈরিহ।
তে হ্যস্য সাক্ষিণো নিত্যং ষষ্ঠ আত্মা তথৈব চ ॥ ৫

সপ্তম অধ্যায়

(কর্মফল বর্ণন।)

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধর্মপুরুষগণের মধ্যে প্রধান ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি এখন সমস্ত শুভকর্মসমূহের ফল কি? ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, অতএব উহা বর্ণনা করুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতনন্দন! যুধিষ্ঠির! তুমি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা ঋষিগণেরও রহস্যের বিষয়, কিন্তু আমি তোমাকে উহা বলিতেছি। শ্রবণ কর, মৃত্যুর পর যে মানুষের যেরূপ চির অভিলষিত গতিলাভ হয়, উহাই বর্ণনা আমি এখন করিব ॥ ২

মানুষ যে যে শরীরে (স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরে) যে যে কর্ম করে, সেই সেই শরীরে সে সেই সেই কর্মের ফলভোগ করিয়া থাকে ॥ ৩

যে যে অবস্থায় সে যে যে শুভ বা অশুভ কর্ম করে, প্রত্যেক জন্মের সেই সেই অবস্থায় সে সেই সেই কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৪

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃত কর্ম কখনও নষ্ট হয় না। সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ মন—ইহারা সকলেই সেই সব কর্মের সাক্ষী হয় ॥ ৫

অতএব মানুষের উচিত হইল যে, তাহার গৃহে যদি কোন অতিথি আসেন, তবে তাঁহাকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দর্শন করা। তাঁহার সেবায় মনঃসংযোগ করিবে মধুর বাক্য বলিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবে। যখন তিনি গৃহ হইতে চলিয়া যাইবেন, তখন তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে কিছুদূর গমন করিবে এবং যতক্ষণ তিনি অবস্থান করিবেন, ততক্ষণ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিবে—এই পঞ্চ কর্ম গৃহস্থের পক্ষে দক্ষিণাযুক্ত পঞ্চ প্রকারের যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ৬

যে ব্যক্তি পরিশ্রান্ত অপরিচিত পথিককে প্রীতি সহকারে অন্নদান করেন, তাঁহার মহৎ পুণ্যফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৭

যে ব্যক্তি বানপ্রস্থী দেহীর উপর নয়ন করেন, তিনি জন্মান্তরে উত্তম গৃহ ও শয্যাপ্রাপ্ত হন। যিনি চীর (বল্কল) ও বল্কল (বৃক্ষত্বক) পরিধান করেন, তিনি পর জন্মে উত্তম বস্ত্র ও উত্তম অলঙ্কারসমূহ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৮

যাহার চিত্ত যোগযুক্ত থাকে, সেই তপোধন পুরুষের পরজন্মে উত্তম উত্তম যান ও যানসকল লাভ হয়। অগ্নির উপাসনাকারী ব্যক্তির জন্মান্তরে পৌরুষপ্রাপ্তি হয় ॥ ৯

রসসমূহ পরিত্যাগ করিলে পর সৌভাগ্য এবং মাংস ত্যাগ করিলে পর বহু পশু ও পুত্রলাভ হইয়া থাকে ॥ ১০

যে তপস্বী পুরুষ মস্তক নিম্নে করিয়া ঝুলিতে থাকেন অথবা জলে বাস করেন এবং যিনি সর্বদাই একাকী শয়ন করেন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তিনি মনোবাঞ্ছিত গতি প্রাপ্ত হন ॥ ১১

পাদ্যমাসনমেবাথ দীপমন্নং প্রতিশ্রয়ম্ ।
দদাত্যতিথিপূজার্থং স যজ্ঞঃ পঞ্চদক্ষিণঃ ॥ ১১
বীরাসনং বীরশয্যাং বীরস্থানমুপাসতঃ
অক্ষয়ান্তস্য বৈ লোকাঃ সর্বকামগমাস্তথা ॥ ১০
ধনং লভেত দানেন মৌনেনাজ্ঞাং বিশাম্পতে
ঔপভোগাংশ্চ তপসা ব্রহ্মচর্যেণ জীবিতম্ ॥১৪
রূপমৈশ্বর্য্যমারোগ্যমহিংসাফলমশ্নুতে
ফলমূলাশিনো রাজন্ স্বর্গঃ পর্ণাশিনাং ধ্রুবম্ ॥ ১৫
প্রায়োপবেশিনো রাজন্ সর্বত্র সুখমুচ্যতে ।
গবাহ্যাঃ শাকদীক্ষায়াং স্বর্গগামী তৃণাশনঃ ॥১৬
স্নিগ্ধস্নিগ্ধবচা স্নাত্বা বায়ুং পীত্বা ক্রতুং লভেৎ
স্বর্গং সত্যেন লভতে দীক্ষয়া কুলমুত্তমম্ ॥ ১৭
সলিলাশী ভবেদ্ যস্তু সদাগ্নিঃ সংকৃতো দ্বিজঃ ।
মনুং সাধয়তো রাজ্যাং নাকপৃষ্ঠমনাশকে ॥ ১৮
ঔপবাসক দীক্ষায়ামভিষেকক পার্থিব
কৃত্বা দ্বাদশবর্ষাণি বীরস্থানাদ্ বিশিষ্যতে ॥ ১৯
অধীত্য সর্ববেদান্ বৈ সর্বো দুঃখাদ্ বিমুচ্যতে ।
মানসং হি চরন্ ধর্মং স্বর্গলোকমুপাশ্নুতে ॥ ২০
যা দুস্ত্যজা দুর্মতিভির্যা ন জীর্যতি জীর্যতঃ ।
যোঽসৌ প্রাণান্তিকো
রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্ ॥ ২১
যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্ ।
এবং পূর্বকৃতং কর্ম কর্তারমনুগচ্ছতি ॥ ২২
অচোদ্যমানানি যথা পুষ্পাণি চ ফলানি চ ।
স্বকালং নাতিবর্তন্তে তথা কর্ম পুরা কৃতম্ ॥ ২৩
জীর্যন্তি জীর্যতঃ কেশা দন্তা জীর্যন্তি জীর্যতঃ
চক্ষুঃশ্রোত্রে চ জীর্যেতে তৃষ্ণৈকা ন তু জীর্যতে ॥২৪

যিনি অতিথিকে পাদধৌত করিবার জল, বসিবার আসন, জ্বালাইবার প্রদীপ, খাইবার অন্ন এবং বাস করিবার জন্য গৃহ প্রদান করেন, এইভাবে অতিথি সৎকারের জন্য তাঁহার এই পঞ্চবিধ বস্তুর দান পঞ্চদক্ষিণ যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ১১

যে ব্যক্তি বীরাসন গ্রহণপূর্বক যাইয়া বীরশয্যা (কুশ) লাভ করত বীরস্থান (স্বর্গলোকে) গমন করেন, তিনি সমস্ত কামনা পূর্ণকারী অক্ষয় লোকসকল প্রাপ্ত হন ॥ ১০

প্রজানাথ ! মানুষ দানের দ্বারা ধনলাভ করেন, মৌনব্রত পালনে অপরকে দিয়া আজ্ঞা পালন করাইবার শক্তি প্রাপ্ত হন, তপস্যায় ভোগ ও ব্রহ্মচর্য পালনে জীবন (আয়ু) লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৪

অহিংসা ধর্মের আচরণে রূপ, ঐশ্বর্য ও আরোগ্যরূপী ফলপ্রাপ্তি হয়। ফল-মূলভক্ষণকারী ব্যক্তিগণ রাজা ও পত্রভক্ষণকারী ব্যক্তিরা স্বর্গ লাভ করেন ॥ ১৫

যে ব্যক্তি আমরণ অনশনব্রত গ্রহণ করেন, তাঁহার পক্ষে সর্বত্রই সুখ লাভ হয়। শাকাহারের দীক্ষা (ব্রত) গ্রহণ করিলে পর মোদন প্রাপ্তি হয় এবং কেবল তৃণভোজী মানুষ স্বর্গলোকে গমন করেন ॥ ১৬

স্নিগ্ধবাক্য প্রয়োগ করিয়া স্নিগ্ধকালে স্নান করত বায়ু ভক্ষণ করিয়া জীবনযাপনকারী ব্যক্তি যজ্ঞফল প্রাপ্ত হন। সত্যের দ্বারা মানুষ স্বর্গ এবং দীক্ষার (ব্রতাদি নিয়ম পালনের) দ্বারা উত্তম কুল লাভ করেন ॥ ১৭

যে ব্রাহ্মণ জলপান করিয়া জীবনযাপন করেন, অগ্নিহোত্র করেন এবং ব্রহ্মসাধনায় নিরত থাকেন, তিনি রাজা প্রাপ্ত হন। আর নিরাহার-ব্রত করিলে পর মানুষ স্বর্গলোকে গমন করেন ॥১৮

পৃথ্বীনাথ ! যে মানুষ বার বৎসরের জন্য ব্রতের দীক্ষা লইয়া অন্ন ত্যাগ করেন এবং তীর্থে তীর্থে স্নান করেন, তিনি রণভূমিতে প্রাণত্যাগকারী বীর অপেক্ষাও উত্তম লোক প্রাপ্ত হন ॥ ১৯

যিনি সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া যান এবং যিনি মনে মনে ধর্মধ্যান করেন, তিনি স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২০

দুর্মতি পুরুষগণের পক্ষে যাহাকে ত্যাগ করা কঠিন, মানুষ জীর্ণ হইয়া যাইলেও যাহা স্বয়ং জীর্ণ হয় না এবং যাহা প্রাণনাশক রোগের ন্যায় সর্বদা কষ্ট দিয়া থাকে, সেই তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিয়া দিলেই মানুষের সুখলাভ হয় ॥ ২১

যেরূপ বৎস কাতার ধেনুর (গাভীর) মধ্যে নিজের মাতাকে অন্বেষণ করিয়া লাভ করে, সেইরূপ পূর্বকৃত কর্মও কর্মকারী পুরুষকে চিনিতে পারিয়া তাহারই অনুসরণ করিতে থাকে ॥ ২২

যেরূপ পুষ্প ও ফলসকল কাহারও প্রেরণা না পাইলেও নিজের সময় উল্লঙ্ঘন করে না অর্থাৎ যথাসময়ে উহারা বিকশিত ও উৎপন্ন হয়, সেইরূপ পূর্বকৃত কর্মও যথাসময়ে ফলদান করে ॥২৩

মানুষ জীর্ণ (জরাগ্রস্ত) হইলে পর তাহার কেশরাজি জীর্ণ (পক্ক) হইয়া যায়; মুখ পুরুষের দন্তসকলও বলিয়া পড়ে এবং নেত্র

যেন প্রীণাতি পিতরং তেন প্রীতঃ প্রজাপতিঃ।
প্রীণাতি মাতরং যেন পৃথিবী তেন পূজিতা ॥ ২৫
যেন প্রীণাত্যুপাধ্যায়ং তেন সাধু ব্রহ্মপূজিতম্।
সর্বে তস্যাদৃতা ধর্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ।
অনাদৃত্যাস্তু যস্যৈতে সর্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

ভীষ্মস্যৈতদ্ বচঃ শ্রুত্বা বিস্মিতাঃ কুরুপূজবাঃ।
আসন্ প্রহৃষ্টমনসঃ প্রীতিমন্তোঽভবংস্তদা ॥ ২৭

ও সর্বত্র জীর্ণ হইয়া (অক্ষয়ফল হইয়া) যায়। সেই অবস্থায় কেবল তুম্বাই জীর্ণ হয় না (সে সর্ব্বদা অক্ষয় হইয়াই থাকে)। ২৪

মানুষ যে ব্যবহারে পিতাকে প্রসন্ন করেন, তাহার দ্বারা ভগবান্ প্রজাপতি প্রসন্ন হন। যাহার দ্বারা মানুষ মাতাকে সন্তুষ্ট করেন, তাহার দ্বারা তিনি পৃথিবীদেবীকে পূজা করিয়া থাকেন এবং যাহার দ্বারা মানুষ উপাধ্যায়কে তৃপ্ত করেন, তাহার দ্বারা তাঁহার পরব্রহ্ম পরমাত্মার পূজা সম্পন্ন হইয়া যায়। ২৫

যে ব্যক্তি এই তিনজনকে (পিতা, মাতা ও উপাধ্যায়) সম্মান করেন, তাহার দ্বারা সেই ব্যক্তির সমস্ত ধর্মই সম্মানিত হইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি এই তিনজনকে অনাদর করে, তাহার কৃত সমস্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়াই নিষ্ফল হইয়া যায়। ২৬

যত্র যজ্ঞে ভবতি বৃথোপযুজ্যমানে
যৎ সোমে ভবতি বৃথাভিষূয়মাণে।
যচ্চাগ্নৌ ভবতি বৃথাভিহূয়মানে
তৎ সর্বং ভবতি বৃথাভিধীয়মানে ॥ ২৮

ইত্যেতদৃষিণা প্রোক্তমুক্তবানস্মি যদ্ বিভো
শুভাশুভফলপ্রাপ্তৌ কিমতঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি কর্মফলিতোপাখ্যানে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ভীষ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ সকলে বিস্মিত হইলেন। সেই সময় তাঁহাদের মন হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিল এবং সকলেই অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। ২৭

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যেসমস্তমন্ত্রের দ্বারা (অজ্ঞতা) উপযোগ (উচ্চারণ) করিলে যে পাপ হয়, সোমযাগে অভিষবাদি না দিয়া ব্যর্থ করিয়া দিলে পর যে দোষ হয় এবং আহবনীয়পূজন বিনা যজ্ঞে অগ্নিতে নিরর্থক আহুতি দিলে পর যে পাপ হয়, সেই সমস্ত পাপ বিদ্যা কথা বলিলে হইয়া থাকে। ২৮

রাজন্! শুভ ও অশুভ ফলের প্রাপ্তিবিষয়ে মহর্ষি ব্যাসদেব এই সব যে কথা বলিয়াছিলেন, সে সমস্তই বর্তমানে তোমাকে আমি বলিলাম। অতঃপর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা-মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে কর্মফলের উপাখ্যানবিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

(শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণানাং মহিমবর্ণনম্।)

যুধিষ্ঠির উবাচ

কে পূজ্যাঃ কে নমস্কার্যাঃ কান্ নমস্যসি ভারত
এতন্মে সর্বমাচক্ষ্ব যেভ্যঃ স্পৃহয়সে নৃপ ॥ ১
উত্তমাপদ্গতস্যাপি যত্র তে বর্ততে মনঃ।
মনুষ্যলোকে সর্বস্মিন্ যদমুষ্মে চ পুণ্যতে ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

স্পৃহয়ামি দ্বিজাতিভ্যো বেদ্যং ব্রহ্ম পরং ধনম্।
যেষাং স্বপ্রকাশঃ স্বর্গস্তপঃ স্বাধ্যায়সাধনম্ ॥ ৩

অষ্টম অধ্যায়।

[শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের মহিমাবর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভারত! এ জগতে কোন্ কোন্ পুরুষ পূজার ও নমস্কারের যোগ্য? আপনি কাহাদিগকে প্রণাম করেন? নরপালক! আপনি কাহাদের কামনা করেন? এ সমস্ত কথা আমাকে বলুন। ১

যেরূপের বিপদের সম্মুখীন হইলে পর আপনার মন যাঁহাদের স্মরণে অবস্থান করে অর্থাৎ যাঁহাদের স্মরণ করে? এই মনুষ্যলোকে ও পরলোকে হিতকারী কি? উহাও বলুন। ২

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! যাঁহাদের ব্রহ্ম (বেদ) পরম ধন, স্বাধ্যায়ই স্বর্গ এবং বেদের স্বাধ্যায় করাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা, সেই সব ব্রাহ্মণগণকে আমি কামনা করি। ৩

যেষাং বালাস্ত বৃদ্ধাস্ত পিতৃপৈতামহীং ধুরম্ ।
উদ্বহন্তি ন সীদন্তি তেভ্যো বৈ স্পৃহয়াম্যহম্ ॥ ৪
বিদ্যাব্রতবিনীতানাং দান্তানাং মৃদুভাষিণাম্ ।
ক্রতত্বত্তোপশান্তানাং সদাক্ষরবিদাং সতাম্ ॥ ৫
সংসৎসু বদতাং তাত হংসানামিব সত্বনঃ ।
মঙ্গল্যরূপা রুচিরা দিবাজীমৃতনিঃস্বনাঃ ॥ ৬
সম্যগুচ্চরিতা বাচঃ শ্রবতে হি যুধিষ্ঠির
শুশ্রূষমাণে নৃপতৌ প্রেত্য চেহ সুখাবহাঃ ॥ ৭
যে চাপি তেষাং শ্রোতারঃ সদা সদসি সম্মতাঃ
বিজ্ঞানগুণসম্পন্নাস্তেভ্যশ্চ স্পৃহয়াম্যহম্ ॥ ৮
সুসংস্কৃতানি প্রবতাং শুচীনি গুণবন্তি চ ।
হৃদয়ঙ্গমানি তৃপ্ত্যর্থং ব্রাহ্মণেভ্যো যুধিষ্ঠির ॥ ৯
যে চাপি সততং ব্রাহ্মণেভ্যস্তান্ স্পৃহয়াম্যহম্ ।
শক্যা হ্যেষাহবে যোদ্ধুং ন দাতুমনসূচিতম্ ॥ ১০

শূরা ধীরাশ্চ শতশঃ সন্তি লোকে যুধিষ্ঠির
যেষাং সংখ্যাহমানানাং দানশূরো বিশিষ্যতে ॥ ১১
যতঃ শ্রুতং ততঃ কৃত্বঃ সৌম্য ব্রাহ্মণকোঽপি বা
কুলে জাতো ধর্মগতিস্তপোবিদ্যাপরায়ণঃ ॥ ১২
ন মে কুন্তঃ প্রিয়তরো লোকেঽস্মিন্ পাণ্ডুনন্দন
তস্মাদপি প্রিয়তরা ব্রাহ্মণা ভরতর্ষভ ॥ ১৩
যথা মম প্রিয়তমাস্তথা পিতরঃ সুব্রতম ।
তেন সত্যেন গচ্ছেয়ং লোকান্ যত্র স শান্তনুঃ ॥ ১৪
ন মে পিতা প্রিয়তরো ব্রাহ্মণেভ্যস্তথাভবৎ
ন মে পিতুঃ পিতা যাপি যে চান্যেঽপি সুহৃজ্জনাঃ ॥ ১৫
ন হি মে বৃজিনং কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে ব্রাহ্মণেষিহ
অণু বা যদি বা স্থূলং বিদ্যতে সাধুকর্মসু ॥ ১৬
কর্মণা মনসা বাপি বাচা বাপি পরন্তপ
যন্মে কৃতং ব্রাহ্মণেভ্যস্তেনাহং ন তপাম্যহম্ ॥ ১৭

যাঁহাদের বংশে বালক হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই পিতা-পিতামহ পরম্পরাক্রমে প্রবর্তমান ধর্মীয় কার্যাসকল পরিপালন করেন ; কিন্তু তাহার জন্য যাঁহাদের মনে কোনরূপ খেদের অনুভব হয় না, এরূপ লোকসমূহকেই আমি আকাঙ্ক্ষা করি । ৪

যাঁহারা বিনীতভাবে বিদ্যাধ্যয়ন করেন, ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত রাখেন, মৃদু কথা বলেন, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানে ও সদাচারসম্পন্ন, অবিনাশী পরমাত্মাকে যাঁহারা জানেন, সেই সৎপুরুষগণ ; তাত যুধিষ্ঠির ! সভায় ধর্মাদি আলোচনা করিবার সময় বা তাপসদানের সময় যাঁহাদের মুখ হইতে বেদতুল্য সত্যেশ্বরে মনোহর মঙ্গলময়ী ও স্পষ্ট ভাষায় কবিতা বাণী শুনিতে পাওয়া যায়, সেই ব্রাহ্মণগণকেই আমি কামনা করি । যদি তাঁহারা এই সব মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের বাক্য শুনিয়া তাহা-আচরণ করিতে থাকেন, তবে তাঁহাদের উপদেষ্টাগণ ইহলোকে ও পরলোকেও সুখলাভ করে । ৫-৭

যাঁহারা প্রতিদিন এই মহাত্মাগণের বাক্য শ্রবণ করেন, সেই সব শ্রোতারা বিজ্ঞানগুণে সম্পন্ন হইয়া সভামধ্যে সম্মানিত হন । আমি এরূপ শ্রোতাদিগকেও কামনা করি । ৮

রাজন্ যুধিষ্ঠির ! যাঁহারা পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য শুদ্ধ ও উত্তম ভাবে প্রস্তুত পবিত্র এবং সুস্বাদুযুক্ত খাদ্য প্রদান করেন, তাঁহাদিগকে আমি সর্বদা আকাঙ্ক্ষা করি । ৯

যুধিষ্ঠির ! সংগ্রামে যুদ্ধ করা সহজ । কিন্তু যোদ্ধৃত্বরহিত হইয়া দান করা সহজ নয় । সংসারে শত শত সৌম্যশালী বীর আছেন, কিন্তু তাঁহাদের গণনা করিবার সময় যে ব্যক্তি দানশূর অর্থাৎ উপযুক্তরূপে যোগ্য ব্যক্তিকে দেয় বস্তু দান করেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হন । ১০-১১

সৌম্য ! যদি আমি কুলীন, ধর্মাত্মা, তপস্বী ও বিদ্বান্ অথবা যে কোনও ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতাম, তবে আমি নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করিতাম । ১২

পাণ্ডুনন্দন ! এ সংসারে আমার তোমা অপেক্ষা আর কেহই অধিক প্রিয় নয় ; কিন্তু ভরতশ্রেষ্ঠ ! "ব্রাহ্মণগণ আমার তোমা অপেক্ষাও অতিশয় প্রিয়" এই সত্যের প্রভাবেই আমি সেই পুণ্যলোকে গমন করিব, সেখানে আমার পিতা শান্তনু গমন করিয়াছেন । ১৩

আমার পিতাও আমার নিকট ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় নন্ । পিতামহ ও অন্যান্য সুহৃদ্বর্গকেও আমি ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় বলিয়া মনে করি না । ১৪

আমার দ্বারা ব্রাহ্মণগণের প্রতি কোনও দ্বেষ বশে কখনও অল্পমাত্রও অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় নাই । ১৬

শত্রুতাপন নরেশ ! আমি মন, বাক্য ও কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণগণের যে অতি অল্পমাত্রায় উপকার করিয়াছি, তাহারই প্রভাবে আমি আজ এই অবস্থায় পতিত হইয়াও কোনও পীড়া অনুভব করিতেছি না । ১৭

ব্রহ্মণ্য ইতি মামাহুস্তত্রা বাচশ্চি তোষিতঃ।
এতদেব পবিত্রেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পরমং স্মৃতম্ ॥ ১৮
পশ্যামি লোকানমলান্ শুচীন্ ব্রাহ্মণদাবিনঃ।
তেষু মে ভাত শন্তবামস্থায় চ চিরায় চ ॥ ১৯
যথা ভর্ত্রাশ্রিতো ধর্মঃ স্ত্রীণাং লোকে যুধিষ্ঠির
স দেবঃ সা গতির্নাস্যা ক্ষত্রিয়স্য তথা বিভাঃ ॥ ২০
ক্ষত্রিয়ঃ শতবর্ষী চ দশবর্ষী দ্বিজোত্তমঃ
পিতাপুত্রৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ তয়োর্হি ব্রাহ্মণো গুরুঃ ॥ ২১
নারী তু পত্যভাবে বৈ দেবরং কুরুতে পতিম্।
পৃথিবী ব্রাহ্মণাভাবে ক্ষত্রিয়ং কুরুতে পতিম্ ॥ ২২
(ব্রাহ্মণাহুজ্ঞয়া প্রাপ্তা রাজ্যং সপুরোহিতৈঃ
তত্রক্ষণেন সর্বোঽস্য তৎকোশাগ্নরকোঽক্ষয়ঃ।)
পুত্রবচ্চ ততো রক্ষ্যা উপাস্যা গুরুবচ্চ তে।
অগ্নিবচ্চোপচর্য্যা বৈ ব্রাহ্মণা. কুরুসত্তম ॥ ২৩
যজন্ সতঃ সত্যশীলান্ সর্বভূতহিতে রতান্
আশীবিষানিব ক্রুদ্ধান্ বিদ্যান্ পরিচরেৎ সদা ॥ ২৪
(দূরতো মাতৃবৎ পূজ্যা বিপ্রদারাঃ সুরক্ষতা।)
তেজসস্তপসশ্চৈব নিত্যং বিত্তোদ্ যুধিষ্ঠির।
ভীতে ভৈতে পরিত্যাজ্যে তেজশ্চৈব তপস্তথা ॥ ২৫
ব্যবসারতয়োঃ শ্রীমন্নুভয়োরেব বিদ্যতে
হন্যাঃ ক্রুদ্ধা মহারাজ ব্রাহ্মণা যে তপস্বিনঃ ॥ ২৬
তূষ্ণীমাহুভয়ং হন্যাৎ ব্রাহ্মণাদ্ যদকোপনাৎ।
তূষ্ণীমাহুভয়ঞ্চ শেষা হন্যুশ্চেষং ন শেষয়েৎ ॥ ২৭
দণ্ডপাণির্যথা গোষু পালো নিত্যং হি রক্ষয়েৎ।
ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্ম চ তথা ক্ষত্রিয়ঃ পরিপালয়েৎ ॥ ২৮

সকল ব্রাহ্মণ আমাকে ব্রাহ্মণভক্ত বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই কথাতেই আমার অত্যন্ত সন্তোষ লাভ হয়। ব্রাহ্মণদের সেবাই সমস্ত পবিত্র কর্মসমূহ হইতেও পরম পবিত্র কার্য্য। ১৮

ভাত! ব্রাহ্মণদিগের সেবাপরায়ণ পুরুষদিগের যে পবিত্র ও নির্মল লোকসমূহ প্রাপ্তি হয়, সেই সব লোক আমি এস্থান হইতেই দেখিতে পাইতেছি। এখন শীঘ্রই আমাকে চিরকালের জন্য সেই লোকে গমন করিতে হইবে। ১৯

যুধিষ্ঠির! যেরূপ স্ত্রীগণের পক্ষে পতিসেবাই সংসারে সনাতন ধর্ম, পতিই তাঁহাদের দেবতা ও পতিই তাঁহাদের গতি, তাঁহাদের পক্ষে অন্য আর কোন গতি নাই; সেইরূপ ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে ব্রাহ্মণগণের সেবাই পরম ধর্ম। ব্রাহ্মণগণই তাঁহাদের দেবতা ও পরম গতি, অন্য কেহ নহে। ২০

ক্ষত্রিয় যদি শতবর্ষ বয়স্ক হন এবং ব্রাহ্মণ যদি দশবর্ষ বয়স্কও হন, তবে ইঁহাদের উভয়ের পরস্পরকে পুত্র ও পিতা বলিয়াই জানিতে হইবে। ইঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ পিতা ও ক্ষত্রিয় পুত্র। ২১

যেরূপ নারী পতির অভাবে দেবরকে পতি করে, সেইরূপ পৃথিবী ব্রাহ্মণ না পাইলে ক্ষত্রিয়কে নিজের অধিপতি করিয়া থাকেন। ২২

(পুরোহিতসহ রাজার ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানুসারে রাজ্য গ্রহণ করা উচিত। ব্রাহ্মণের দ্বারা রক্ষিত হইলে পর রাজার স্বর্গলাভ হয় এবং ব্রাহ্মণ রুষ্ট হইলে পর রাজ্যের অনন্তকাল ধরিয়া নরকভোগ হয়।)

যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণগণকে পুত্রের ন্যায় রক্ষা, গুরুর ন্যায় উপাসনা এবং অগ্নির ন্যায় সেবা-পূজা করা কর্তব্য। ২৩

সরল, সাধু, স্বভাবতঃ সত্যবাদী ও সমস্ত প্রাণিগণের হিতে নিরত ব্রাহ্মণদিগকে সর্বদাই সেবা করা উচিত এবং ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পের ন্যায় মনে করিয়া তাঁহাদিগকে সর্বদা ভয় করিবে। ব্রাহ্মণস্ত্রীগণকে সর্বদা রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া মাতার ন্যায় দূর হইতেই তাঁহাদের পূজা করিবে। ২৪

যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণগণের তেজ ও তপস্যা হইতে সদা ভীত থাকিবে এবং তাঁহাদের সম্মুখে নিজের তপস্যা ও তেজের অভিমান পরিত্যাগ করিবে। ২৫

মহারাজ! ব্রাহ্মণের তপস্যা ও ক্ষত্রিয়ের তেজের (প্রতাপের) ফল সমান উদ্ভূত হয়, তথাপি যাহারা তপস্বী ব্রাহ্মণ, তাঁহারা কুপিত হইলে পর তেজস্বী ক্ষত্রিয়কে নিজের তপের প্রভাবে বিনাশ করিয়া থাকেন। ২৬

ক্রোধরহিত—ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণকে প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রিয়ের দ্বারা অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত তপস্যা ও তেজ অগ্নিতে ক্ষিপ্ত তূলার রাশির ন্যায় তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। যদি উভয়ের দিক্ হইতেই পরস্পরের উদ্দেশে তেজ ও তপ প্রযুক্ত হয়, তবে উহাদের সর্বথা নাশ হয় না; কিন্তু ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণের দ্বারা খণ্ডিত হইবার পর অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়ের তেজ কোন তেজস্বী ব্রাহ্মণের উপর প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে সেই তেজ ব্রাহ্মণকর্তৃক প্রতিহত হইয়া সর্বথা নষ্ট হইয়া যায়, কিছুও অবশিষ্ট থাকে না। ২৭

যেরূপ গোচারণকারী গোপাল হস্তে দণ্ড লইয়া সর্বদা গো-সকলকে রক্ষাবেক্ষণ করে, সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের উচিত হইল যে, তিনি সদা ব্রাহ্মণ ও বেদসকলকে রক্ষা করিবেন। ২৮

পিতেব পুত্রান্ রক্ষেথা ব্রাহ্মণান্ ধর্মচেতসঃ
গুহে চৈষামবেক্ষেথাঃ কিংবিদস্তীতি জীবনম্ ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

রাজার কর্তব্য হইল —তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণগণকে সেইভাবে রক্ষা করিবেন, যেরূপ পিতা পুত্রদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি সর্বদা তাঁহাদের, ব্রাহ্মণদের, এই সব বিষয় লক্ষ্য রাখিবেন যে, তাঁহাদের গৃহে জীবন ধারণোপযোগী তাণ্ডুলাদি কোন্ বস্তু আছে বা কোন্ বস্তু নাই ? ১১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

(ব্রাহ্মণায় দাতুং প্রতিজ্ঞায় তদদানাৎ তদ্ধনাপহরণাচ্চ দেষপ্রাপ্তিবিষয়ে শৃগাল-বানরসংবাদোল্লেখঃ, ব্রাহ্মণেভ্যো দানস্য মহিমকথনঞ্চ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ

ব্রাহ্মণানাং তু যে লোকাঃ প্রতিশ্রুত্য পিতামহ
ন প্রযচ্ছন্তি মোহাৎ তে কে ভবন্তি মহাদ্যুতে ॥ ১
এতন্মে তত্ত্বতো ব্রূহি ধর্মং ধর্মভৃতাং বর।
প্রতিশ্রুত্য দুরাত্মানো ন প্রযচ্ছন্তি যে নরাঃ

ভীষ্ম উবাচ।

যো ন দদ্যাৎ প্রতিশ্রুত্য স্বল্পং বা যদি বা বহু।
আশাস্তস্য হতাঃ সর্বাঃ ক্লীবস্যেব প্রজাক্ষয়ম্ ॥ ৩
যাং রাত্রিং জায়তে জীবো যাং রাত্রিং বিনশ্যতি।
এতস্মিন্নন্তরে যদ্ যৎ সুকৃতং তস্য জায়তে ॥ ৪
যচ্চ তস্য হুতং কিঞ্চিদ্ দত্তং বা ভরতর্ষভ।
তপস্তপ্তমথো বাপি সর্বং তস্যোপহন্যতে ॥ ৫

অত্রৈতদ্ বচনং প্রাহুর্ধর্মশাস্ত্রবিদো জনাঃ
নিদর্শনং তত্ত্বতস্তত্র যুক্ত্যা পরমযুক্তয়া। ৬
অপি চোদাহরন্তীমং ধর্মশাস্ত্রবিদো জনাঃ।
অশ্বানাং শ্যামকর্ণানাং সহস্রেণ স যুচ্যতে ॥ ৭
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
শৃগালস্য চ সংবাদং বানরস্য চ ভারত ॥ ৮
তৌ সখায়ৌ পুরা হ্যাস্তাং মানুষত্বে পরন্তপ।
অজাং যোনিং সমাপন্নৌ শার্দূলীং বানরীং তথা ॥ ৯
ততঃ পরাসুন্ খাদন্তং শৃগালং বানরোঽব্রবীৎ
শ্মশানমধ্যে সম্প্রেক্ষ্য পূর্বজাতিমনুস্মরন্ ॥ ১০
কিং ত্বয়া পাপকং পূর্বং কৃতং কর্ম সুদারুণম্।
যস্ত্বং শ্মশানে মৃতকান্ পূতিকানবসি কুৎসিতান্ ॥ ১১

নবম অধ্যায়

[ব্রাহ্মণকে দান করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া না দেওয়া হইলেও তাঁহাকে অপহরণ করিলে দোষপ্রাপ্তি বিষয়ে শৃগাল এবং বানরের সংবাদ উল্লেখ ও ব্রাহ্মণগণকে দান করিবার মহিমা কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন : মহাতেজস্বী পিতামহ! যে সব লোক ব্রাহ্মণগণকে কিছু দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে মোহবশতঃ যদি কিছু না দেয়, যে সকল দুরাত্মা ব্যক্তি দানের সঙ্কল্প করিয়াও দান করে না, তাহারা কি হয়? এই ধর্মের বিষয় আপনি যথাযথভাবে আমাকে বলুন। ১-২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি অল্প বা অধিক দানের প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা দান না করে, তাহার সকল আশা সেইভাবে নষ্ট হইয়া যায়, যেরূপ নপুংসকের সন্তানরূপ ফললাভের আশা নষ্ট হয়। ৩

হে ভারত! জীব যে রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করে ও যে রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করে—এই উভয়ের মধ্যবর্তী দিবসগুলিতে সে যাহা যাহা পুণ্য করে, ভরতশ্রেষ্ঠ! সে আজীবন যাহা কিছু যোগ, দান ও তপস্যা করে, তাহার এই সব সৎকর্মই প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপে নষ্ট হইয়া যায়। ৪-৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানী পুরুষগণ নিজেদের পরম যোগযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা বিচার করত উপরোক্ত বাক্য বলিয়াছেন। ৬

ধর্মশাস্ত্রবিৎ বিদ্বান্ মহাত্মগণ বলেন যে, প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী পাপী পুরুষ যদি এক হাজার শ্যামবর্ণ অশ্ব দান করে, তবে সে সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৭

ভারত! এ বিষয়ে দিজ পুরুষগণ শৃগাল এবং বানরের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস এস্থলে উদাহরণ দিয়া থাকেন। ৮

শত্রুতাপন নরনাথ! বহুজন্মে যাহারা উভয়ে ছিল ছিল তাহারা উভয়েই পরজন্মে একজন শৃগাল ও একজন বানর হয়। ৯

তারপর একদিন শ্মশান মধ্যে শৃগালকে মৃতদেহ খাইতে দেখিয়া বানর পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করত জিজ্ঞাসা করিল—তুমি পূর্বজন্মে অত্যন্ত দুষ্কর কি পাপ কর্ম করিয়াছ, যাহার ফল তুমি এই শ্মশানে ঘৃণিত ও দুর্গন্ধযুক্ত মৃতদেহ ভক্ষণ করিতেছ? ১০-১১

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ শৃগালো বানরং তদা
ব্রাহ্মণস্য প্রতিশ্রুতা ন ময়া তদুপপাদিতম্ ॥ ১১
তৎকৃতে পাপকীং যোনিমাপন্নোঽস্মি প্লবঙ্গম।
তস্মাদেবংবিধং ভক্ষ্যং ভক্ষয়ামি বুভুক্ষিতঃ ॥ ১২

ভীষ্ম উবাচ

শৃগালো বানরং প্রাহ পুনরেব নরোত্তম
কিং ত্বয়া পাতকং কর্ম কৃতং যেনাসি বানরঃ ॥ ১৩

বানর উবাচ।

সদা চাহং ফলাহারো ব্রহ্মণানাং প্লবঙ্গমঃ।
তস্মান্ন ব্রাহ্মণস্বং তু হর্তব্যং বিদুষা সদা ॥
সদৃশং বিবাহো যোক্তব্যো দাতব্যং স প্রতিশ্রুতম্ ॥ ১৪

ভীষ্ম উবাচ

ইত্যেতদ্ ব্রুবতো রাজন্ ব্রাহ্মণস্য ময়া শ্রুতম্।
কথাং কথয়তঃ পুণ্যাং ধর্মজ্ঞস্য পুরাতনীম্ ॥ ১৬

বানর এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলে পর শৃগাল বানরকে উত্তর দিল,—বানর! আমি ব্রাহ্মণকে দান করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই বস্তু তাঁহাকে দান করি নাই। আমি সেই কারণে এই পাপ যোনিতে আসিয়া পড়িয়াছি এবং সেই পাপে বুভুক্ষাবশতঃ আমাকে এই ঘৃণিত ভোজন করিতে হইতেছে ॥ ১২-১৩

ভীষ্ম বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! ইহার পর শৃগাল বানরকে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি পাপ করিয়াছ, যাহার ফলে বানর হইয়াছ? ১৪

বানর বলিল, আমি সর্বদা ব্রাহ্মণগণের ফলমূল চুরি করিয়া খাইতাম; এই পাপে আমি বানর হইয়াছি। অতএব জ্ঞানী পুরুষের কখনও ব্রাহ্মণের দ্রব্য চুরি করা উচিত নয়। তাঁহার সহিত কখনও বিবাদ করিতে নাই এবং তাঁহার উদ্দেশে যদি কোন বস্তু দান করিবার প্রতিজ্ঞা করা হয়, তবে তাহা অবশ্যই প্রদান করা কর্তব্য ॥ ১৫

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এই কথা আমি এক ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের মুখে শুনিয়াছি, যিনি প্রাচীনকালের পবিত্র কথাসমূহ বলিতে ছিলেন ॥ ১৬

প্রণানাথ! পাণ্ডুনন্দন! পুনরায় আমি এই কথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি, যখন তিনি এই কথা পূর্বে কোন এক ব্রাহ্মণের প্রতি বলিতেছিলেন ॥ ১৭

শ্রুতস্যাপি ময়া ভূয়ঃ কৃষ্ণস্যাপি বিশাম্পতে
কথাং কথয়তঃ পূর্বং ব্রাহ্মণস্য প্রতি শাশ্বতম্ ॥ ১৭
ন হর্তব্যং বিপ্রধনং কর্তব্যং তেষু নিত্যশঃ।
বালাশ্চ নাবমন্তব্যা দরিদ্রাঃ কৃপণা অপি ॥ ১৮
এবমেব চ মাং নিত্যং ব্রাহ্মণাঃ সান্ত্বয়ন্তি যে
প্রতিশ্রুতা তবেদ্ দেয়ং নাশা কার্যা দ্বিজোত্তমে ॥ ১৯
ব্রাহ্মণো হ্যাশয়া পূর্বং কৃতয়া পৃথিবীপতে
সুসমিদ্ধো যথা দীপ্তঃ পাবকস্তদ্বিধঃ স্মৃতঃ ॥ ২০
যং নিরীক্ষেত সংক্রুদ্ধ আশয়া পূর্বজাতয়া
প্রদহেচ্ছ হি তং রাজন্ ভক্ষয়ন্নিবাত্মনঃ যথা ॥ ২১
স এষ হি যদা তুষ্টো বচসা প্রতিনন্দতি
ভবত্যাগমসম্পন্নো বিষয়ে তস্য ভারত ॥ ২২
পুত্রান্ পৌত্রান্ পশূংশ্চৈব বান্ধবান্ সচিবাংস্তথা
পুরং জনপদং চৈব শান্তিরিষ্টেন পোষয়েৎ ॥ ২৩

ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করা উচিত নয়। তাঁহারা যদি কোনও অপরাধ করেন, তবে তাঁহাদিগকে সতত ক্ষমা করিতে হইবে। তাঁহারা যদি বালক, দরিদ্র অথবা দীনও হন, তথাপি তাঁহাদিগকে কখনও অবজ্ঞা করিবে না ॥ ১৮

ব্রাহ্মণগণও সর্বদা আমাকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, দান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলে পর সেই বস্তু অবশ্যই ব্রাহ্মণকে দেওয়া উচিত। কখনও কোনও ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের আশা ভঙ্গ করিতে নাই ॥ ১৯

পৃথিবীনাথ! পূর্বে কোন বস্তু দান করিবার অঙ্গীকার করায় ব্রাহ্মণ যদি সেই আশায় থাকেন, তবে তাঁহাকে তখন সমিধের দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় উদ্দীপিত বলিয়া জানিবে ॥ ২০

রাজন্! পূর্বোৎপন্ন আশা ভঙ্গ হইলে পর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ব্রাহ্মণ যদি কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তবে তাঁহাকে সেইভাবে দগ্ধ করিয়া থাকেন, যেরূপ অগ্নি শুষ্ক তৃণাদির রাশিকে দগ্ধ করে ॥ ২১

ভারত! এই ব্রাহ্মণ যখন আশাপূরণে সন্তুষ্ট হইয়া বাক্যের দ্বারা রাজাকে অভিনন্দন করেন অর্থাৎ তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন, তখন উহা তাঁহার রাজ্যের পক্ষে চিকিৎসকের তুল্য হইয়া যায় ॥ ২২

সেই রাজার পুত্র-পৌত্র, বন্ধু-বান্ধব, পশু, মন্ত্রী, নগর ও জনপদের পক্ষে সেই আশীর্বাদ শান্তিদায়ক হইয়া তাহাদের কল্যাণকামী হয় এবং সকলকে পোষণ করে ॥ ২৩

এতদ্ধি পরমং ভেজো ব্রাহ্মণস্যেহ দৃশ্যতে।
সহস্রকিরণস্যেব সবিতুর্ধরণীতলে ॥ ২৪
তস্মাদ্ দাতব্যমেবেহ প্রতিগৃহ্য যুধিষ্ঠির
যদীচ্ছেদ্ভোক্তুমাত্মানং প্রাপ্তুং স্বর্গমনুত্তমম্ ॥ ২৫
ব্রাহ্মণস্য হি দত্তেন ধ্রুবং স্বর্গো হ্যনুত্তমঃ
শক্যঃ প্রাপ্তুং বিশেষেণ দানং হি মহতী ক্রিয়া ॥ ২৬
ইতো দত্তেন জীবন্তি দেবতাঃ পিতরস্তথা।
তস্মাদ্ দানানি দেয়ানি ব্রাহ্মণেভ্যো বিজানতা ॥ ২৭
মহর্ষি ভরতশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণস্তীর্থমুচ্যতে
বেলায়াং ন তু তস্যাস্তি গন্ধেন বিপ্রো হ্যপূজিতঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি শৃগাল-বানরসংবাদে
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

এই কুলে ব্রাহ্মণের উৎকৃষ্ট তেজ সহস্র কিরণবিশিষ্ট সূর্য্যদেবের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ২৪

তএব শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! সেইজন্য যে ব্যক্তি উত্তম যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে বাসনা করে, তাহার পক্ষে ব্রাহ্মণকে দিবার জন্য প্রতিজ্ঞাত বস্তু অবশ্যই তাঁহাকে দেওয়া উচিত। ২৫

ব্রাহ্মণকে দান করিলে পর নিশ্চয়ই সর্ব্বোত্তম স্বর্গলোক বিশেষরূপে প্রাপ্ত হইবে, কারণ, দান মহাপুণ্য কর্ম। ২৬

এ জগতে ব্রাহ্মণকে দান করিলে পর দেবতা ও পিতৃগণ তৃপ্ত হন, সেইজন্য বিদ্বান্ পুরুষ অবশ্যই ব্রাহ্মণগণকে দান করিবেন। ২৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ মহাতীর্থ বলিয়া অভিহিত হন, অতএব তিনি যে কোনও সময় গৃহে আসিলে পর তাঁহার পূজা না করিয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে যাইতে দিবে না। ২৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে শৃগাল ও বানরের সংবাদ-বিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

[অনধিকারিণে উপদেশদানেন হানির্ভবতীতি বিবরণমিতিহাস্য শূদ্র-তপস্বিব্রাহ্মণয়োঃ কথাবর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বিদ্যালৌদার্য্যযোগেন উপদেশঃ ক্রিয়তে যঃ।
জাত্যাবরস্য রাজর্ষেরেতন্মে ভবেন্ন বা ॥ ১
এতদিচ্ছামি তত্ত্বেন ব্যাখ্যাতুং বৈ পিতামহ
শ্রুত্বা গতিং হি ধর্মস্য যত্র মুহ্যন্তি মানবাঃ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

অত্র তে বর্ত্তয়িষ্যামি শৃণু রাজন্ যথাক্রমম্।
অযোগাং যজতা পূর্বং শ্রুতমাসীদ্ যথা পুরা ॥ ৩
উপদেশো ন কর্ত্তব্যো জাতিহীনস্য কদাচিৎ
উপদেশে মহান্ দোষ উপাধ্যায়স্য ভারত ॥ ৪
নিদর্শনমিদং রাজন্ শৃণু মে ভরতর্ষভ
দুষ্কৃতস্য বচনে রাজন্ যথাপূর্বং যুধিষ্ঠির ॥ ৫
ব্রহ্মাক্রমপদে বৃত্তঃ পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে।
তত্রাশ্রমপদং পুণ্যং নানাবৃক্ষগণাবৃতম্ ॥ ৬

দশম অধ্যায়

[অনধিকারীকে উপদেশ দান করিলে পর হানি হয়, এ বিষয়ে শূদ্র ও তপস্বী ব্রাহ্মণের কথা বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যদি কোন বিদ্বত্তা বা সৌহার্দ্দ সম্বন্ধবশতঃ কোন নীচ জাতির মানুষকে উপদেশ দেওয়া হয়, তবে উহাতে রাজর্ষির কোন দোষ হয় কি না? আমি এই কথা যথার্থরূপে জানিতে বাসনা করি। আপনি ইহা বিশদভাবে বলুন; কারণ, ধর্ম্মের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সেখানে সকল মানুষ মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ১-২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এ বিষয়ে পুরাকালে ঋষিদিগের মুখ হইতে আমি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, আমি তাহা যথাক্রমে, বলিব তুমি একাগ্রচিত্তে উহা শ্রবণ কর। ৩

কোনও নীচজাতির মানুষকে ধর্ম্মোপদেশ করা উচিত নয়। তাহাকে উপদেশ করিলে পর উপদেশক আচার্য্যের মহাদোষ হইয়া থাকে বলা হয়। ৪

ভরতকুলশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে এক দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর, যাহা পূর্ব্বে দুঃখে পতিত কোন নীচ জাতির মানুষকে উপদেশ দেওয়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ৫

হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বভাগে, যেখানে ব্রাহ্মণগণের বহু আশ্রম ছিল, সেখানে এই বৃত্তান্ত সংঘটিত হইয়াছিল। সেই প্রদেশে এক পবিত্র আশ্রম ছিল। এই আশ্রম চারিদিকে নানাপ্রকার বৃক্ষে সুশোভিত ছিল। ৬

নানাগুল্মলতাকীর্ণং মৃগদ্বিজনিষেবিতম্ ।
সিদ্ধ-চারণসংঘুক্তং রম্যং পুষ্পিতকাননম্ ॥ ৭
ব্রতৈস্তির্বহুভিঃ কীর্ণং তাপসৈরুপসেবিতম্ ।
ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাভাগৈঃ সূর্য্যজ্বলনসন্নিভৈঃ ॥ ৮
নিয়মব্রতসম্পন্নৈঃ সমাকীর্ণং তপস্বিভিঃ
দীক্ষিতৈর্ভরতশ্রেষ্ঠ যজ্ঞাধারৈঃ কৃতাত্মভিঃ ॥ ৯
তপোঽধ্যায়মযোগৈশ্চ নাধিতঃ ভরতর্ষভ ।
বালখিল্যৈশ্চ বহুভির্মিতভিশ্চ নিষেবিতম্ ॥ ১০
তত্র কশ্চিৎ সমুৎসাহাৎ কৃষ্ণা শূদ্রো দদাবিতঃ ।
আগতো হ্রাশ্রমপদং পুণ্ডিতশ্চ তপস্বিভিঃ ॥ ১১
তাংশ্চ দৃষ্ট্বা মুনিগণান্ দেবকল্পান্ মহৌজসঃ ।
বিবিধাং বহুতো দীক্ষাং সম্প্রাপ্তস্তত ভারত ॥ ১২
অথাস্য বুদ্ধিরভবৎ তপসো ভরতর্ষভ
ততোঽব্রবীৎ কুলপতিং পাদৌ সংগৃহ্য ভারত ॥ ১৩

নানাবিধ গুল্ম ও লতা সেখানে পূর্ণ ছিল। মৃগ এবং পক্ষিগণ সেই আশ্রমে বাস করিত। সিদ্ধ ও চারণগণ সর্ব্বদা সেখানে বিরাজ করেন। এই রমণীয় আশ্রমের বনভূমি সুন্দর পুষ্পসমূহে সুশোভিত ছিল। ৭

বহুসংখ্যক ব্রতপরায়ণ তপস্বী সেই আশ্রমের সেবা করিতেন এবং সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী মহাভাগ বহু ব্রাহ্মণের দ্বারা এই আশ্রম পূর্ণ ছিল। ৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! নিয়ম ও ব্রতসমূহে সম্পন্ন, তপস্বী, দীক্ষিত, যিজ্ঞাধারী ও জিতাত্মা মুনিগণের দ্বারা এই আশ্রম পরিপূর্ণ ছিল। ৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই আশ্রমের চারিদিক্ হইতে বেদাধ্যয়নের ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। বহুসংখ্যক বালখিল্য মুনি ও সন্ন্যাসীদিগের দ্বারা সেই আশ্রম তৃপ্তিত ছিল ॥ ১০

এই আশ্রমে কোন এক মন্দভাগ্য শূদ্র অতিশয় উৎসাহের সহিত আসিল। সেখানে অবস্থিত তপস্বী ঋষিগণ তাহার অভ্যর্থনা করিলেন ॥ ১১

হে ভারত! সেই আশ্রমের মহাতেজস্বী দেবোপম মুনিগণকে নানাপ্রকার দীক্ষা (ব্রতপালনের নিয়ম) গ্রহণ করিতে দেখিয়া সেই শূদ্র অত্যন্ত হৃষ্ট হইল। ১২

ভরতর্ষভ! ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! তখন তাহার মনে সেখানে তপস্যা করিবার বুদ্ধি উৎপন্ন হইল; অতএব সে কুলপতির পদদ্বয় ধারণ করিয়া বলিল — ॥ ১৩

ভবৎপ্রসাদাদিচ্ছামি ধর্মং বক্তুং দ্বিজর্ষভ
তস্মাৎ ত্বং ভগবন্ বক্তুং প্রব্রাজয়িতুমর্হসি ॥ ১৪
বর্ণাবরোঽহরং ভগবন্ শূদ্রো জাত্যাস্মি সত্তম
শুশ্রূষাং কর্তুমিচ্ছামি প্রপন্নায় প্রসীদ মে ॥ ১৫

কুলপতিরুবাচ

ন শক্যমিহ শূদ্রেণ লিঙ্গমাস্থায় বর্ত্তিতুম্ ।
আস্তাং যদি তে বুদ্ধিঃ শুশ্রূষানিরতো ভব ॥ ১৬
শুশ্রূষতা পরাং প্রোক্তানবাপ্স্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ১৭

ভীষ্ম উবাচ ।

এবমুক্তস্তু মুনিনা স শূদ্রোঽচিন্তয়ন্নৃপ ।
কথমত্র ময়া কার্য্যং ব্রহ্মা ধর্মপরা চ মে ॥ ১৮
দ্বিজাতয়েবং ভবতু করিষ্যে প্রিয়মাত্মনঃ ।
গত্বাঽঽশ্রমপদাদ্ দূরমুটজং কৃতবাংস্তু সঃ ॥ ১৯
তত্র বেদীঞ্চ ভূমিঞ্চ দেবতায়তনানি চ ।
নিবেশ্য ভরতশ্রেষ্ঠ নিয়মস্থোঽভবন্মুনিঃ ॥ ২০

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার কৃপায় ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ভগবন্! অতএব আপনি আমাকে বিধিপূর্ব্বক সন্ন্যাসীর দীক্ষা দান করুন ॥ ১৪

ভগবন্! সাধুশ্রেষ্ঠ! আমি বর্ণসমূহের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ শূদ্র জাতিতে উৎপন্ন হইয়াছি এবং এখানে থাকিয়া সাধুগণের সেবা করিবার বাসনা করিতেছি। আমি আপনার শরণাগত, অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১৫

কুলপতি বলিলেন,— এই আশ্রমে কোন শূদ্র সন্ন্যাসের চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকিতে পারে না। যদি তোমার এখানে বাস করিবার বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে এখানে থাক এবং সাধুমহাত্মাগণের সেবা কর। এই সেবার দ্বারাই তুমি উত্তম লোকসমূহ প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১৬-১৭

ভীষ্ম বলিলেন,— হে নৃপ! মুনি এই কথা বলিলে পর শূদ্র চিন্তা করিতে লাগিল,— এখানে থাকিয়া আমার কি করা কর্ত্তব্য? সন্ন্যাস-ধর্ম্মাচরণেই আমার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে ॥ ১৮

আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, শূদ্রের পক্ষে এরূপ বিধানই আছে; আচ্ছা, তাহাই থাকুক। আর আমার প্রিয় কার্য্য করিব। এরূপ চিন্তা করিয়া সেই শূদ্র আশ্রম হইতে কিয়দ্দূরে যাইয়া একটি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিল ॥ ১৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেখানে যজ্ঞের জন্য বেদী, থাকিবার স্থান ও

অভিষেকাংশ্চ নিয়মান্ দেবতায়তনেষু চ
বলিঞ্চ কৃত্বা হুত্বা চ দেবতাঃ চাপ্যপূজয়ৎ ॥ ২১
সত্ত্বনিষ্ঠমনোপেতঃ ফলাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ
নিত্যং সংনিহিতাভিজ্ঞ ওষধীজ্ঞঃ ফলৈস্তথা ॥ ২২
অতিথীন্ পূজয়ামাস যথাবৎ সমুপাগতান্
এবং হি সুমহান্ কালো যাতাক্রান্তস্য তস্য বৈ ॥ ২৩
অথাস্য মুনিরাগচ্ছৎ সংগত্যা বৈ যমাশ্রমম্
সম্পূজ্য যাজ্ঞসেনিঃ বিধিবৎ সমতে ঘরৎ ॥ ২৪
অনুকূলাঃ কথাঃ কৃত্বা যথারত্নমপৃচ্ছত
ঋষিঃ পরমতেজস্বী ধর্মাত্মা সংশিতব্রতঃ ॥ ২৫
এবং সুবহুলস্তস্য সূত্রস্য তরতর্ষভ
সোঽপ্রজ্ঞাত্রাশ্রমযুষিঃ সূত্রঃ তুষ্টুঃ নরর্ষভ ॥ ২৬
অথ তং তাপসং সূত্রঃ সোঽব্রবীদ্ ভরতর্ষভ
পিতৃকার্যাং ঋষিশ্রেষ্ঠ তত্র মেঽনুগ্রহং কুরু ॥ ২৭

যেখানে নির্বাণ করিয়া মুনির তাঁহার নিয়মানুসারে বাস করিতে লাগিল ॥ ২০

সে তিন বেলা স্নান, নানাবিধ নিয়ম পালন, দেবালয়ে পূজা, অগ্নিতে আহুতি দান এবং দেবতার পূজা করিতে লাগিল ॥ ২১

সে মানসিক সত্ত্বগুণের নিষ্ঠা (চিত্তবৃত্তির নিরোধ) করিতে করিতে ফলাহার করত বাস করিতে লাগিল এবং ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া রাখিল। তাহার কুটীরে যে সব অন্ন ও ফলমূল নিত্য আসিত, সেই সমস্ত দ্বারা সে প্রতিদিন আগত অতিথিগণের যথোচিত সৎকার করিতে লাগিল। এইভাবে বাস করিতে করিতে সেই সূত্রমুনির বহুদিন অতিবাহিত হইয়া যাইল ॥ ২২-২৩

একদিন এক মুনি সাধুর আশ্রম ভাবিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই সূত্র তাঁহার বিধিমতন যাগত সৎকার করত ঋষির পূজা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিল ॥ ২৪

তরতশ্রেষ্ঠ নরশ্রেষ্ঠ! তাহার পর সে অনুকূল বাক্য বলিয়া তাঁহার আগমনের কথা জিজ্ঞাসা করিল। এই সময় হইতেই কঠোর ব্রতপালনকারী সেই পরম তেজস্বী ধর্মাত্মা ঋষি অনেকবার এই সূত্রের আশ্রমে তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য আসিয়াছিলেন ॥ ২৫-২৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! একদিন সেই সূত্র সেই তপস্বী মুনিকে বলিল—আমি পিতৃকার্য্য প্রাপ্ত করিব। আপনি এই বিষয়ে আমার উপর অনুগ্রহ করুন ॥ ২৭

বাঢ়মিত্যেব তং বিপ্র উবাচ ভরতর্ষভ
শুচির্ভূত্বা স সূত্রস্ত তস্যার্থেঃ পাত্রমানয়ৎ ॥ ২৮
অথ দর্ভাংশ্চ যজ্ঞাংশ্চ ওষধীর্ভরতর্ষভ
পবিত্রমাসনং চৈব বৃষীক সমুপানয়ৎ ॥ ২৯
অথ দক্ষিণমাধায় বৃষীং চরুবৈধিকীম্
কৃতমন্ত্রাহুতো পৃষ্ট্বা তং সূত্রমৃষিরব্রবীৎ ॥ ৩০
কুরুষ্বেমাং পূর্বদীর্ঘাং ভবাংস্তোদত্ত মুখঃ শুচিঃ
স তং তথা কৃতবান্ সূত্রঃ সর্বং যদ্ যদ্ব্রবীৎ ॥ ৩১
সংঘোপদিষ্টং মেধাবী দর্ভার্ঘাদি যথাবিধম্
হুত্বা-চরুবিধিং কৃৎস্নমুক্তং তেন তপস্বিনা ॥ ৩২
ঋষিণা পিতৃকার্যে চ স চ ধর্মপথে স্থিতঃ
পিতৃকার্যে কৃতে চাপি বিসৃষ্টঃ স জগাম হ ॥ ৩৩
অথ দীর্ঘস্য কালস্য স তপান্ সূত্রতাপসঃ
মনে পঞ্চত্বমগমৎ সুকৃতেন চ তেন বৈ ॥ ৩৪

ভরতশ্রেষ্ঠ নরশ্রেষ্ঠ! তখন ব্রাহ্মণ 'আচ্ছা, তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তাহার পর সূত্র স্নানাদি করত শুচি হইয়া সেই ঋষির পাদ্যৌত করিবার জন্য জল লইয়া আসিল ॥ ২৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর সে দর্ভাসন, অর্ঘাদি, পবিত্র আসন এবং বৃষীনামক ঋষিগণের বসিবার যোগ্য বৃষের আসন আনয়ন করিল ॥ ২৯

সে দক্ষিণদিকে লইয়া গিয়া ব্রাহ্মণের জন্য পশ্চিমাগ্র কুশের বৃষী পাতিয়া দিল। সূত্রের বিনয়ী এই অনুষ্ঠিত আচার দেখিয়া ঋষি সূত্রকে বলিলেন ॥ ৩০

তুমি এই কুশের আসনের অগ্রভাগ পূর্বদিক্ অভিমুখে কর এবং নিজে শুচি হইয়া উত্তরাভিমুখে উপবেশন কর। ঋষি যাহা যাহা বলিলেন, সূত্র তৎসমস্তই করিল ॥ ৩১

বুদ্ধিমান্ সূত্র কুশ, অর্ঘাদি ও হব্য-কব্যের বিধি—সব কিছুই সেই তপস্বী মুনির উপদেশানুসারে যথাযথভাবে অনুষ্ঠান করিল ॥ ৩২

ঋষির দ্বারা পিতৃকার্য্য বিধিবৎ সম্পন্ন হইলে পর সেই ঋষি সূত্রের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া যাইলেন এবং সেই সূত্র ধর্মপথে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩৩

তদনন্তর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তপস্যা করত সেই সূত্র তপস্বী মনেই মৃত্যুবরণ করিল এবং সেই পুণ্যের প্রভাবে সে এক প্রখ্যাত রাজবংশে মহাতেজস্বী বালকরূপে উৎপন্ন হইল ॥ ৩৪

অজায়ত মহারাজবংশে স চ মহাদ্যুতি:
তথৈব স ঋষিস্তাত কালধর্মমবাপ হ ॥ ৩৭
পুরোহিতকুলে বিপ্র আজাতো ভরতর্ষভ।
এবং তৌ তত্র সম্ভূতাবুভৌ সূত-মুনী তদা ॥ ৩৮
ক্রমেণ বর্ধিতৌ চাপি বিদ্যাসু কুশলাবুভৌ ॥ ৩৯
অথর্ববেদে বেদে চ মন্ত্রবিধি: সুনিষ্ঠিত:
কল্পপ্রয়োগে চোৎপন্নে জ্যোতিষে চ পরং গত: ॥৩৮
সাংখ্যে চৈব পরা প্রীতিস্তথা চৈবং ব্যবর্ধত
পিতর্যূর্ধ্বগতে চাপি কৃতমৌচস্তু পার্থিব ॥ ৩৯
অভিষিক্ত: প্রকৃতিভী রাজপুত্র: স পার্থিব:।
অভিষিক্তেন স ঋষিরভিষিক্ত: পুরোহিত: ॥ ৪০
স তং পুরোধায় সুখমবসদ্ ভরতর্ষভ।
রাজ্যং শশাস ধর্মেণ প্রজাশ্চ পরিপালয়ন্ ॥ ৪১
পুণ্যাহবাচনে নিত্যং ধর্মকার্য্যেষু চাসকৃৎ।
উৎসহন্ প্রাহসচ্চাপি দৃষ্ট্বা রাজা পুরোহিত:। ৪২

এবং স বহুশো রাজন্ পুরোধসমুপাহসৎ
লক্ষয়িত্বা পুরোধাস্তু বহুশস্তং নরাধিপম্ ॥ ৪৩
উৎসহন্তঞ্চ সততং দৃষ্ট্বৈনং মন্যুমাবিশৎ
অথ মুক্তে পুরোধাস্তু সহ রাজ্ঞা সভাগত: ॥ ৪৪
কথাভিরনুকূলাভী রাজানং চাভ্যরোচয়ৎ
ততোঽস্মরদ্বীরসেনস্তং স পুরাণং ভরতর্ষভ ॥ ৪৫
বরমিচ্ছাম্যহং ত্বেকং ত্বয়া দত্তং মহাদ্যুতে ॥ ৪৬

রাজোবাচ

বরাণাং তে শতং দদ্যাং কিং পুনর্দ্বৌকরং দ্বিজোত্তম।
স্নেহাচ্চ বহুমানাচ্চ নাস্ত্যদেয়ং হি মে তব ॥ ৪৭

পুরোহিত উবাচ

একং তৈ বরমিচ্ছামি যদি তুষ্টোঽসি পার্থিব
প্রতিজানীহি তাবৎ ত্বং সত্যং যদ্ যদ যাচিতম্ ॥ ৪৮

ভীষ্ম উবাচ

বাঢ়মিত্যেব তং রাজা প্রত্যুবাচ যুধিষ্ঠির
যদি জ্ঞাস্যামি শক্ষ্যামি অজ্ঞানন্ ন তু সংশয়ে ॥ ৪৯

ভ্রান্ত। এইরূপ সেই ঋষিও কালধর্ম—মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন ভরতশ্রেষ্ঠ। এই ঋষিও পরবর্তে সেই রাজবংশের পুরোহিতের কুলে জন্মগ্রহণ করিলেন। এইভাবে সেই সূত ও এই মুনি উভয়েই সেখানে উৎপন্ন হইলেন, ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন এবং সর্বপ্রকার বিদ্যায় নিপুণ হইলেন। ৩৬-৩৭

সেই ঋষি বেদ ও অথর্ববেদের পরিনিষ্ঠিত বিদ্বান্ হইলেন। কল্পপ্রয়োগ ও জ্যোতিষশাস্ত্রেও পারদর্শী হইলেন। সাংখ্যশাস্ত্রেও তাঁহার অতিশয় অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ৩৮-৩৯

কৃপাল! পিতা পরলোকবাসী হইলে শুভ দিবসের পর মন্ত্রী ও প্রজাবর্গ মিলিত হইয়া সেই রাজকুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। ৩৯

রাজা অভিষিক্ত হওয়ার পরই সেই ঋষিকেও পুরোহিতের পদে অভিষেক করিয়া দিলেন। ৪০

ভরতশ্রেষ্ঠ! ঋষিকে পুরোহিত করিয়া সেই রাজা সুখে বাস করিতে থাকিয়া ধর্মানুসারে প্রজাপালন করিতে করিতে রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন। ৪১

যখন পুরোহিত প্রতিদিন পুণ্যাহবাচন করিতেন এবং নিয়ত ধর্মকার্য্যে সংলগ্ন থাকিতেন, সেই সময় রাজা তাঁহাকে দেখিয়া কখনও ঈষৎ হাস্য করিতেন ও কখনও উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেন। ৪২

রাজন্! এইভাবে রাজা অনেকবার পুরোহিতকে উপহাস করিলেন। পুরোহিত যখন অনেকবার ও নিয়তই সেই রাজাকে তাঁহার দিকে হাস্য করিতে ও উপহাস করিতে দেখিলেন, তখন তাঁহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। ৪৩

তদনন্তর একদিন পুরোহিত রাজার সহিত নির্জনে মিলিত হইলেন এবং তাঁহার মনের অনুকূল বহু কথা বলিয়া রাজাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। ৪৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর পুরোহিত রাজাকে বলিলেন,—বংশতেজসী নরেশ! আমি আপনার প্রদত্ত একটি বর লাভ করিতে বাসনা করি। ৪৫-৪৬

রাজা বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি আপনাকে শত বর দান করিতে পারি। একটি বরের কথা আর কি বলিবার আছে? আপনার প্রতি আমার যে স্নেহ ও বিশেষ সম্মানের বুদ্ধি আছে, তাহার ফলে আপনাকে আমার কোন কিছুই অদেয় নাই। ৪৭

পুরোহিত বলিলেন,—পৃথ্বীনাথ! যদি আপনি প্রসন্ন হন, তবে আমি আপনার নিকট হইতে একটি বর আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। আপনি প্রথমে এই প্রতিজ্ঞা করুন যে, 'আমি বর দান করিব। এ বিষয়ে সত্য কথা বলুন, মিথ্যা কথা বলিবেন না। ৪৮

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তখন রাজা এই উত্তর দিলেন

পুরোহিত উবাচ।

পুণ্যাহবাচনে নিত্যং ধর্মকৃত্যেষু চাসকৃৎ
শান্তিহোমেষু চ সদা কিং ত্বং হসসি বীক্ষ্য মাম্ ॥ ৩০
সব্রীড়ং বৈ ভবতি হি মনো মে হসতা ত্বয়া
কারণং শ্রোতুমিচ্ছামি নানৃতং বক্তুমর্হসি ॥ ৩১
সুব্যক্তং কারণং ত্রাত্র ন তে ধাস্যমকারণম্
কৌতূহলং মে সুমহৎ তদ্ভবান্ কথয়তু মে ॥ ৩২

রাজোবাচ

এবমুক্তে ত্বয়া বিপ্র বদবাচ্যং তবেরিতম্।
অবশ্যমেব বক্তব্যং শৃণুষৈকমনা দ্বিজ ॥ ৩৩
পূর্বদেহে যথা বৃত্তং তন্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
জাতিং স্মরামাহং ব্রহ্মন্নবধানেন মে শৃণু ॥ ৩৪

শূদ্রোঽহমভবং পূর্বং তাপসো ভৃশসংবৃতঃ।
ঋষিরুগ্রতপাশ্চক্ষ তদাসীদ্ দ্বিজসত্তম ॥ ৩৫
প্রীয়তা হি তদা ব্রহ্মন্ ময়ানুগ্রহবুদ্ধিনা।
পিতৃকার্যে ত্বয়া পূর্বমুপদেশঃ কৃতোঽনঘ ॥ ৩৬
বৃত্তাং দর্ভেষু হব্যে চ কব্যে চ মুনিসত্তম।
এতেন কর্মযোগেন পুরোধাস্যমজায়থাঃ ॥ ৩৭
অহং রাজা চ বিপ্রেন্দ্র পশ্য কালস্য পর্যয়ম্।
মৎকৃতস্যোপদেশস্য ত্বয়াবাপ্তমিদং ফলম্ ॥ ৩৮
এতস্মাৎ কারণাদ্ ব্রহ্মন্ প্রহসে ত্বাং দ্বিজোত্তম
ন ত্বাং পরিভবন্ ব্রহ্মন্ প্রহসামি গুরুর্ভবান্ ॥ ৩৯
বিপর্যাসেন মে মন্যুস্তেন সন্তপ্যতে মনঃ
জাতিং স্মরামাহং ভূত্যামত্বাং প্রহসামি বৈ ॥ ৪০

যে, আজ্ঞা, তাহাই হইবে। যদি আমি উহা জানি, তবে, অবশ্যই বলিব এবং যদি না জানি, তবে কিছুই বলিব না। ৩২

পুরোহিত বলিলেন,—মহারাজ! প্রতিদিন পুণ্যাহবাচন করিবার সময়, বারংবার ধর্মকার্য্য করিবার সময় এবং শান্তি হোম করিবার সময় আপনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কেন হাস্য করেন? ৩০

আপনি হাস্য করিলে আমি যেন লজ্জিত হইয়া পড়ি। রাজন্! আমি সবিনয় প্রার্থনা করাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, অতএব আপনি স্বেচ্ছায় সত্য কথা বলুন। অসত্য কথা বলিবেন না। ৩১

আপনার হাসিতে স্পষ্টই কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হইতেছে। আপনার হাসি বিনা কারণে হইতেই পারে না। উহা জানিবার জন্য আমার মনে অতিশয় কৌতূহল হইতেছে, অতএব আপনি যথাযথভাবে এই সব কথা বলুন। ৩২

রাজা বলিলেন,—বিপ্রবর! আপনি এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলে পর যদি কোন কথা বলিবার যোগ্য নাও হয় তবে উহাও অবশ্যই এখন বলা উচিত। অতএব আপনি একমনে উহা শ্রবণ করুন। ৩৩

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যখন আমি পূর্ব জন্মে শরীর ধারণ করিয়াছিলাম, সেই সময় যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। ব্রহ্মন্! আমার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ হইতেছে। আপনি সাবধানে আমার কথা শ্রবণ করুন। ৩৪

বিপ্রবর! পূর্ব জন্মে আমি শূদ্র ছিলাম। কিন্তু আমি অতিশয় তপস্বী হইয়াছিলাম। সেই সময় আপনি কাহার তপস্যাকারী শ্রেষ্ঠ মহর্ষি ছিলেন। ৩৫

নিষ্পাপ ব্রহ্মন্! সেই সময় আপনি আমার উপর অত্যন্ত প্রীতিমান্ ছিলেন; অতএব আমার উপর অনুগ্রহ করিবার জন্য আপনি পিতৃকার্যে আমাকে প্রয়োজনীয় বিধির উপদেশ করিয়াছিলেন। ৩৬

মুনিশ্রেষ্ঠ! কুশাসন কিভাবে পাতিতে হইবে? কুশ কিরূপে বিছাইতে হইবে? হব্য ও কব্য কি প্রকারে সমর্পণ করিতে হইবে? এই সব বিষয়ই আপনি আমাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। এই কর্মযোগেরই ফলে আপনারই এই জন্মে পুরোহিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। ৩৭

বিপ্রেন্দ্র! কালের এই বিপরীত গতি অবলোকন করুন,—আমি শূদ্র হইতে রাজা হইয়াছি, আর আপনি আমাকেই উপদেশ করায় এরূপ ফল লাভ করিয়াছেন। ৩৮

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মন্! এই কারণেই আমি আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করিতেছিলাম। আপনাকে অনাদর করিবার জন্য আমি হাস্য করি নাই; কারণ, আপনি আমার গুরু। ৩৯

এই যে কালের বৈপরীত্য, ইহাতে আমার ক্ষোভ হইতেছে এবং আমার মন সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমি নিজের এবং আপনারও পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করিতেছি; সেইজন্য আপনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া হাস্য করি। ৪০

এবং তবোগ্রং হি তপ উপদেশেন নাশিতম্।
পুরোহিতত্বমুৎসৃজ্য যতস্ব ত্বং পুনর্ভবে ॥ ৬১
ইতস্তমবমন্যন্তা: মা যোনিং প্রাপ্স্যসে দ্বিজ।
গৃহতা: ক্রবিণং বিপ্র পুতাত্মা ভব সত্তম ॥ ৬২

ভীষ্ম উবাচ।

ততো বিসৃষ্টো রাজ্ঞা তু বিপ্রো দানান্যনেকশ:।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিত্তং ভূমিং গ্রামাংশ্চ সর্বশ: ॥ ৬৩
কৃচ্ছ্রাণি চীর্ত্বা চ ততো যথোক্তানি দ্বিজোত্তমৈ:।
তীর্থানি চাপি গত্বা বৈ দানানি বিবিধানি চ ॥ ৬৪
দত্ত্বা গাশ্চৈব বিপ্রেভ্য: পুতাত্মাতপদান্বিত:
তমেব চাশ্রমং গত্বা চচার বিপুলং তপ: ॥ ৬৫
ততঃ সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তো ব্রাহ্মণো রাজসত্তম
সম্মতশ্চাভবৎ তেষামাশ্রমে তন্নিবাসিনাম্ ॥ ৬৬
এবং প্রাপ্তো মহৎকৃচ্ছ্রমৃষি: সন্নৃপসত্তম

ব্রাহ্মণেন ন বক্তব্যা তস্মাদ্ বর্ণাবরে জনে ॥ ৬৭

(বর্জয়েদ্ধুপদেশঞ্চ সদৈব ব্রাহ্মণো নৃপ।
উপদেশং হি কুর্বাণো দ্বিজ: কৃচ্ছ্রমবাপ্নুয়াৎ ॥
নৈষিতব্যা সদা বাচা দ্বিজেন নৃপসত্তম
ন চ প্রবক্তব্যমিহ কিঞ্চিদ্ বর্ণাবরে জনে।)

ব্রাহ্মণা: ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়:।
এতেষু কথয়ন্ রাজন্ ব্রাহ্মণো ন প্রহুষ্যতি ॥ ৬৮
তস্মাৎ সদ্ভির্ন বক্তব্যা: কদাচিৎ কিঞ্চিদগ্রত:
সূক্ষ্মা গতিরিহ ধর্মস্য দুর্জ্ঞেয়া কৃতবুদ্ধিভি: ॥ ৬৯
তস্মান্মৌনেন মুনয়ো দীক্ষাং কুর্বন্তি চাদৃতা:
দুরুক্তস্য ভয়াদ্ রাজন্ নাতাষন্তে চ কিঞ্চন ॥ ৭০
ধার্মিকা গুণসম্পন্না: সত্যার্জবসমন্বিতা:।
দুরুক্তবাচাতিতিতৈ: প্রাপ্নুবন্ত্যহ দুষ্কৃতম্ ॥ ৭১

আপনার উগ্র তপস্যা ছিল, কিন্তু আমাকে উপদেশ দেওয়ায় আপনার সেই তপস্যা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব আপনি পৌরহিত্য ত্যাগ করিয়া সংসার-সাগর পার হইবার জন্য পুনরায় চেষ্টা আরম্ভ করুন ॥ ৬১

ব্রহ্মন্! সাধুশ্রেষ্ঠ! এরূপ যেন আর না হয় যে, আপনি ইহা হইতেও কোন নীচ যোনিতে যাইয়া অবতরণ করেন। বিপ্রবর! অতএব আপনার যত ইচ্ছা ধন গ্রহণ করুন এবং নিজের অন্তঃকরণকে পবিত্র করিবার জন্য প্রযত্ন করুন ॥ ৬২

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! তদনন্তর রাজার নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুরোহিত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে অনেক প্রকার দান করিলেন। ধন, ভূমি ও গ্রামও দান করিলেন ॥ ৬৩

সেই সময় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা কথিত বাক্যানুসারে অনেক প্রকার কৃচ্ছ্রব্রত পালন করিলেন এবং বহুতীর্থে যাইয়াও নানাপ্রকারের বস্তু দান করিলেন ॥ ৬৪

ব্রাহ্মণগণকে গো-দান করত পবিত্রাত্মা হইয়া সেই মনস্বী ব্রাহ্মণ সেই আশ্রমে যাইয়া অতিশয় কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫

নৃপশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর পরম সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ সেই আশ্রমে অবস্থিত সমস্ত সাধকগণের পক্ষে মাননীয় হইয়া উঠিলেন ॥ ৬৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! এইভাবে সেই ঋষি শূদ্রকে উপদেশ দান করিলে সে অতিশয় কষ্টে পতিত হইলেন, সেইজন্য ব্রাহ্মণের কর্তব্য হইল, তিনি নীচবর্ণের ব্যক্তিকে কোন উপদেশ করিবেন না ॥ ৬৭

হে নৃপ! ব্রাহ্মণের কর্তব্য তিনি কখনও শূদ্রকে উপদেশ দান করিবেন না; কারণ উপদেশকারী ব্রাহ্মণ অবশ্যই সঙ্কটে পতিত হন।

নৃপশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ কখনও নিজের বাক্যের দ্বারা কাহাকেও কেবল উপদেশ দিবার ইচ্ছা করিবেন না। যদি কাহাকেও উপদেশ দেন, তবে কোন নীচবর্ণের ব্যক্তিকে উপদেশ করিবেন না।)

রাজন্! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণকে দ্বিজাতি বলা হয়। ইঁহাদিগকে কোন উপদেশ করিলে পর ব্রাহ্মণ দোষভাগী হন না ॥ ৬৮

সেইজন্য সৎপুরুষগণের কখনও কাহারও সম্মুখে উপদেশ দেওয়া উচিত নয় কারণ, ধর্মের গতি সূক্ষ্ম। যাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও মার্জিত নয়, তাহাদের পক্ষে ধর্মের গতি বুঝা অতিশয় কঠিন বিষয় ॥ ৬৯

রাজন্! সেইজন্য ঋষি-মুনিগণ মৌনভাবেই সমাধির সহিত দীক্ষা নিয়া থাকেন। কোন অনুচিত কথা যাহাতে মুখ হইতে নির্গত হইয়া না পড়ে, সেই ভয়ে তাঁহারা কোনও কথা বলেন না ॥ ৭০

ধার্মিক, গুণবান্ ও সত্য-সরলতাদি গুণসমূহে সম্পন্ন পুরুষগণও

উপদেশো ন কর্ত্তব্যঃ কস্যচিদপি কস্যচিৎ
উপদেশাদ্ধি তৎ পাপং ব্রাহ্মণঃ সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭২
বিমৃশ্য তস্মাৎ প্রাজ্ঞেন বক্তব্যং ধর্মমিচ্ছতা
সত্যানৃতেন হি কৃত উপদেশো হিনস্তি যি ॥ ৭৩
বক্তব্যমিহ পৃষ্টেন বিনিশ্চিত্য বিনিশ্চয়ম্ ।
স চোপদেশঃ কর্ত্তব্যো যেন ধর্ম্মমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৪

এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতমুপদেশকৃতে ময়া ।
মহান্ ক্লেশো হি ভবতি তস্মাদ্রোপদিশেদিহ ॥ ৭৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি-পুত্রমুনিসংবাদে
দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

শাস্ত্রবিরুদ্ধ অহিতের কথা বলার ফলে এ জগতে দুষ্কৃতভাগী হইয়া থাকেন ॥ ৭১

ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য হইল তিনি কখনও কাহাকেও কিছু উপদেশ করিবেন না, কারণ, উপদেশ করিলে পর তিনি শিষ্যের পাপ স্বয়ং গ্রহণ করেন ॥ ৭২

অতএব ধর্ম্মাভিলাষী বিদ্বান্ পুরুষের কর্ত্তব্য হইল—তিনি নানাভাবে বিচার করিয়া উপদেশ করিবেন ; কারণ, সত্য বিদ্যা মিশ্রিত থাকায় যাহা কৃত উপদেশ হানিকারক হয় ॥ ৭৩

এ সংসারে কাহারও দ্বারা কিছু জিজ্ঞাসিত হইলে পর নানাভাবে চিন্তা করিয়া শাস্ত্রের যাহা সিদ্ধান্ত, তাহাই বলিতে হইবে এবং সেরূপ উপদেশই করিতে হইবে, যাহাতে ধর্ম্মলাভ হয় ॥ ৭৪

উপদেশ সম্বন্ধে আমি এই সব কথা তোমাকে বলিলাম। অনধিকারীকে উপদেশ দান করিলে পর মহান্ ক্লেশ প্রাপ্তি হয়, সেইজন্য এ জগতে কাহাকেও উপদেশ করিবে না ॥ ৭৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে পুত্র ও মুনির সংবাদবিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

[লক্ষ্মী বাসযোগ্যাযোগ্য-পুরু-স্ত্রী-স্থানানাং বর্ণনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কীদৃশে পুরুষে তাত স্ত্রীষু বা ভরতর্ষভ ।
শ্রীঃ পদ্মা বসতে নিত্যং তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

অত্র তে বর্ত্তয়িষ্যামি যথাবৃত্তং যথাশ্রুতম্ ।
রুক্মিণী দেবকীপুত্রসন্নিধৌ পর্য্যপৃচ্ছত ॥ ২

নারায়ণস্যাঙ্কগতাং জ্বলন্তীং
দৃষ্ট্বা শ্রিয়ং পদ্মসমানবর্ণাম্ ।
কৌতূহলাদ্ বিস্মিতচারুনেত্রা
পপ্রচ্ছ মাতা মকরধ্বজস্য ॥ ৩

কানীহ ভূতান্যুপসেবসে ত্বং
সন্তিষ্ঠসে কানিব দেবসে ত্বম্ ।
তানি ত্রিলোকেশ্বরভূতকান্তে
তত্ত্বেন মে ব্রূহি মহাধিকন্তে ॥ ৪

একাদশ অধ্যায়।

[লক্ষ্মীর বাসযোগ্য ও অযোগ্য পুরুষ, স্ত্রী ও স্থানসকলের বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তাত! ভরতশ্রেষ্ঠ! কিরূপ পুরুষ ও স্ত্রীগণের মধ্যে লক্ষ্মী নিত্য নিবাস করেন? পিতামহ! ইহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এ বিষয়ে আমি যে যথার্থ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, তদনুসারে আমি তোমাকে এই কথা বলিব। দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে রুক্মিণীদেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎ সমস্তই তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ২

ভগবান্ নারায়ণের ক্রোড়ে উপবিষ্টা পদ্মতুল্য কান্তিবিশিষ্টা লক্ষ্মীদেবীকে নিজের প্রভায় উদ্ভাসিতা হইতে দেখিয়া যাঁহার মনোহর নেত্র আশ্চর্য্যে উল্লসিতা হইয়াছিল, সেই প্রদ্যুম্নের মাতা রুক্মিণীদেবী কৌতূহলবশতঃ লক্ষ্মীদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩

মহর্ষি তৃণের কন্যা ও ত্রিলোকীনাথ ভগবান্ নারায়ণের প্রিয়তমা দেবি! তুমি এ জগতে কোন প্রাণিগণের উপর কৃপা করিয়া তাহাদের গৃহে অবস্থান কর? কোথায় বাস কর এবং কাহাদের তুমি সেবা কর? এ সবই তুমি আমাকে যথাযথভাবে বল ॥ ৪

এবং তদা শ্রীরভিভাষমাণা
দেব্যা সমক্ষং গরুড়ধ্বজস্য।
উবাচ বাক্যং মধুরাভিধানং
মনোহরঃ চন্দ্রমুখী প্রসন্না ॥ ৪

শ্রীরুবাচ।

বসামি নিত্যং সুভগে প্রগল্‌ভে
দক্ষে নরে কর্মণি বর্তমানে।
অক্রোধনে দেবপরে কৃতজ্ঞে
জিতেন্দ্রিয়ে নিত্যমুদীর্ণসত্ত্বে ॥ ৬
নাকর্মশীলে পুরুষে বসামি
ন নাস্তিকে সাঙ্করিকে কৃতঘ্নে
ন ভিন্নবৃত্তে ন নৃশংসবর্ণে
ন চাপি চৌরে ন গুরুষ্বপূয়ে ॥ ৭
যে চাল্পতেজোবলসত্ত্বমানাঃ
ক্লিশ্যন্তি ক্ষুপ্যন্তি চ যত্র তত্র।
ন তৈব তিষ্ঠামি তথাবিধেষু
নরেষু সংক্ষুব্ধমনোরথেষু ॥ ৮

যশ্চাত্মনি প্রার্থয়তে ন কিঞ্চিদ্
যস্য স্বভাবোপহতান্তরাত্মা।
তেষ্বল্পসন্তোষপরেষু নিত্যং
নরেষু নাহং নিবসামি সম্যক্ ॥ ৯
অদমশীলেষু চ ধর্মবিৎসু
বৃদ্ধোপসেবানিরতে চ দান্তে।
কৃতাত্মনি ক্ষান্তিপরে সমর্থে
ক্ষান্তাসু দান্তাসু তথাবলাসু ॥ ১০
সত্যস্বভাবার্জবসংযুতাসু
বসামি দেবদ্বিজপূজিকাসু।
(অবন্ধ্যকালেষু সদা দানশৌচরতেষু চ
ব্রহ্মর্ষ্যতপোজ্ঞানগোদ্বিজাগ্নিপ্রিয়েষু চ ॥
বসামি স্ত্রীষু কান্তাসু দেবদ্বিজপরাসু চ
বিশুদ্ধগৃহভাণ্ডাসু গোষ্বাঙ্গাতিরতাসু চ ॥)
প্রকীর্ণভাণ্ডাগমনবেক্ষ্যকারিণীং
সদা চ তন্ত্রীং প্রতিকূলবাদিনীম্ ॥ ১১

শ্রীদেবী এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর চন্দ্রমুখী লক্ষ্মীদেবী প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে মধুর ভাষায় এই কথা বলিলেন ॥ ৪

লক্ষ্মীদেবী বলিলেন,—দেবি! আমি প্রতিদিন এরূপ পুরুষের মধ্যে বাস করি, যে সৌভাগ্যশালী, নির্ভীক, কার্যকুশল, কর্মপরায়ণ, ক্রোধহীন, দেবারাধনতৎপর, কৃতজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় ও বর্দ্ধিত সত্ত্বগুণে যুক্ত ॥ ৬

যে পুরুষ অকর্মণ্য, নাস্তিক, বর্ণসঙ্কর, কৃতঘ্ন, দুরাচারী, ক্রূর, চোর ও গুরুজনগণের দোষদর্শী, সেরূপ পুরুষের মধ্যে আমি বাস করি না ॥ ৭

যাহার মধ্যে তেজ, বল, সত্ত্ব ও গৌরবের মাত্রা অতি অল্প আছে, যে ব্যক্তি যখন তখন ক্লিষ্ট হয় ও ক্ষুব্ধ হয়, যে ব্যক্তি মনের মধ্যে এক ভাব পোষণ করে এবং বাহিরে অন্য ভাব দেখায়, এরূপ মানুষের মধ্যেও আমি বাস করি না ॥ ৮

যে ব্যক্তি নিজের জন্য কিছুই কামনা করে না, যাহার অন্তঃকরণ মূঢ়তায় আচ্ছন্ন, যে ব্যক্তি অল্পেতেই সন্তুষ্ট হয়, এরূপ মানুষের মধ্যে আমি ভালভাবে নিত্য বাস করি না ॥ ৯

যে সব ব্যক্তি স্বভাবতঃ ধর্মপরায়ণ, ধর্মজ্ঞ, বৃদ্ধ পুরুষগণের সেবায় তৎপর, জিতেন্দ্রিয় মনকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ, ক্ষমাশীল ও সামর্থ্যশালী, এরূপ পুরুষগণের মধ্যে এবং ক্ষমাশীলা ও জিতেন্দ্রিয়া রমণীগণের মধ্যেও আমি নিত্য নিবাস করি। যে সকল স্ত্রী স্বভাবতঃ সত্যবাদিনী ও সরলস্বভাবা, যাহারা দেবতা এবং দ্বিজগণের পূজা করে, তাহাদের মধ্যেও আমি বাস করি ॥ ১০-১

(যাহারা নিজেদের সময়কে কখনও বৃথা অতিবাহিত করে না, সর্বদা দান ও শৌচাচারে তৎপর থাকে, যাহাদের ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, জ্ঞান, গো ও দ্বিজগণ পরম প্রিয়, এরূপ পুরুষদিগের মধ্যে আমি নিবাস করি।

যে সব স্ত্রী কমনীয় গুণসমূহে যুক্ত, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের সেবায় তৎপর, গৃহের পাত্র ও স্থানাদি সর্বদা শুদ্ধ ও পরিষ্কার থাকে, গো-সকলের সেবা এবং রান্নাদির সংস্কারে তৎপর থাকে, তাহাদের মধ্যেও আমি সদা বাস করি।)

যে স্ত্রী গৃহের পাত্রাদি (বাসন-পত্র) সুসজ্জিত করিয়া না রাখিয়া এদিক্ ওদিকে ছড়াইয়া রাখে, বিচার-বিবেচনা করিয়া কোন কার্য করে না, সদা নিজের পতির প্রতিকূল কথা বলে, অপরের গৃহে পরিভ্রমণ করিতে (বেড়াইতে) ভালবাসে এবং

পরস্য যেষ্টাভিরতামলজ্জা-
যেষংবিধাং তাং পরিবর্জয়ামি
পাপাচারোক্কাযবলেহিনীক
যাপেতধৈর্য্যাং কলহপ্রিয়াক ॥ ১১
নিদ্রাভিভূতাং সততং নরানা-
যেষংবিধাং তাং পরিবর্জয়ামি
সত্যাসু নিত্যং প্রিয়দর্শনাসু
সৌভাগ্যযুক্তাসু গুণান্বিতাসু ॥ ১২
বসামি নারীষু পতিব্রতাসু
কল্যাণশীলাসু বিভূষিতাসু
ধানেষু কাম্যাসু বিভূষণেষু
যজ্ঞেষু যেষেষু চ বৃদ্ধিমৎসু ॥ ১৩
বসামি পুত্রাসু চ পত্নিকীষু
নক্ষত্রবীনিষু চ শারদীষু ।
গজেষু গোষ্ঠেষু তথাঽঽসনেষু
সরঃসু ফুল্লোৎপলপঙ্কজেষু ॥ ১৪
নদীষু হংসস্বননাদিতাসু
শ্রোণ্যাবধূষ্টেষরশোভিতাসু

সর্বতোভাবে লজ্জাকে ত্যাগ করিয়া দিয়াছে, আমি সেই স্ত্রীকেও পরিত্যাগ করি। ১০½

যে স্ত্রী নির্লজ্জতাপূর্বক পাপাচারে রত থাকে, অপবিত্রা, অবলেহনী, ধৈর্যহীনা, কলহপ্রিয়া, নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া সর্বদা শয়ন করিয়া থাকে, এরূপ নারীকে আমি সর্বদা বর্জন করি। ১১½

যে সব স্ত্রী সত্যবাদিনী, নিজেদের সৌধা যেমনভাবে রক্ষা করিতে সকলেরই প্রিয়, সৌভাগ্যশালিনী, সদ্গুণবতী, পতিব্রতা ও কল্যাণময় আচার-বিচারসম্পন্না এবং সর্বদা যত্নসহকারে বিভূষিতা থাকে, এরূপ স্ত্রীদের মধ্যে আমি সতত বাস করি।১২½

সুন্দর যানসমূহে, কুমারী কন্যাগণে, আভরণসকলে, সমস্ত যজ্ঞে, যজ্ঞকারী যেষগুলে, বিকসিত পদ্মপুষ্পসমূহে, সমস্ত কতুর নক্ষত্র-যামায়, হস্তিগণে, গোষ্ঠসকলে, সুন্দর আসনসমূহে এবং বিকসিত বহু উৎপল ও পদ্মে সুশোভিত সরোবরে আমি সর্বদা বাস করি। ১৩-১৫

যেখানে হাসির মধুর ধ্বনি উত্থিত হয়, শ্রোণি নদীর কলরব শোভা বর্ধন করে, যাহারা নিজেদের তীরে বিস্তৃত বৃক্ষরাজিতে

বিকীর্ণকুসুমক্রমরাজিতাসু
তপস্বিসিদ্ধদ্বিজসেবিতাসু ॥ ১৬
বসামি নিত্যং সরযূদকাসু
সিংহৈর্গজৈশ্চাকুলিতোদকাসু
যজ্ঞে গজে গোবৃষভে নরেন্দ্রে
সিংহাসনে সৎপুরুষেষু নিত্যম্ ॥ ১৭
যস্মিন্ জনো যথাকামং জুহোতি
গোব্রাহ্মণং চার্চতি দেবতাশ্চ।
কালে চ পুষ্পৈর্বলয়ঃ ক্রিয়ন্তে
তস্মিন্ গৃহে নিত্যমুপৈমি বাসম্ ॥ ১৮
স্বাধ্যায়নিত্যেষু সদা দ্বিজেষু
হুতে চ বহ্নাভিরতে সদৈব।
বৈশ্যে চ কৃষ্যাভিরতে বসামি
শূদ্রে চ শুশ্রূষণনিত্যযুক্তে ॥ ১৯
নারায়ণে স্বেকমনা বসামি
সর্বেণ ভাবেন হরীশ্বরস্য
তস্মিন্ হি ধর্মঃ সুমহান্ নিবিষ্টো
ব্রহ্মণ্যতা চাত্র তথা প্রিয়ত্বম্ ॥ ২০

সুশোভিত, যাহার তীরে তপস্বী, সিদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণ বাস করেন, যাহার অগাধ জলে পরিপূর্ণ থাকে এবং সিংহ ও হস্তিরা যাহাদের জলে অবগাহন করে, এরূপ সরযূতীরে আমি সর্বদা বাস করি।১৬½

যজ্ঞস্থল হস্তী, বৃষভ, রাজা, সিংহাসন ও সৎপুরুষগণের মধ্যে আমার নিত্য নিবাস। যে গৃহে মানুষ নিত্য অগ্নিতে আহুতি দান করে, গো, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করে এবং সময়ে সময়ে যেখানে পুষ্পসকলের দ্বারা দেবগণকে উপহার সমর্পণ করা হয়, সেই গৃহে আমি নিত্য বাস করি। ১৭-১৮

সর্বদা বেদের স্বাধ্যায়ে নিরত ব্রাহ্মণগণ, যজ্ঞসম্পাদন সকল করিয়া, হুতাবশেষ ভক্ষণে নিরত বৈশ্যগণ এবং নিত্য সেবাপরায়ণ শূদ্রদিগের মধ্যে আমি সতত বাস করি। ১৯

আমি বুদ্ধিমতী ও অনন্যচিত্তা হইয়া ভগবান্ নারায়ণে সর্বতোভাবে বাস করি; কারণ, তাঁহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম সন্নিবিষ্ট আছে। তাঁহার ব্রাহ্মণগণের প্রতি প্রেম আছে এবং সর্বপ্রিয় হইবার গুণও তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান আছে। ২০

নাহং শরীরেণ বসামি দেবি
নৈবং ময়া শক্যমিহাভিধাতুম্।
ভাবেন যস্মিন্ নিবসামি পুংসি
স ধর্মতে বর্ষবরোঽর্থকামৈঃ ॥ ২১

ইতি মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি শ্রীকৃষ্ণশ্রীসংবাদে
একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

দেবি! আমি নারায়ণ ব্যতীত অন্যত্র নশ্বরীরে বাস করি না। আমি এখন এরূপ কথা বলিতে পারি না যে, আমি সর্বত্র এইরূপেই বাস করি। আমি যে পুরুষের মধ্যে ভাবনার দ্বারা বাস করি, সে ধর্ম, যশ, ধন ও কামসম্পন্ন হইয়া সর্বদা বর্দ্ধিত হইতে থাকে ॥ ২১

নীলকণ্ঠপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে লক্ষ্মী ও কৃষ্ণিণীর সংবাদবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[কৃতঘ্নস্য গতেঃ প্রায়শ্চিত্তস্য চ বর্ণনম্, স্ত্রী-পুরুষয়োঃ সমাগমে স্ত্রিয়া এবাধিকং সুখলাভো ভবতীতি বিষয়মধিকৃত্য ভঙ্গাশ্বনস্যোপাখ্যানকথনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

প্রায়শ্চিত্তং কৃতঘ্নানাং প্রতিক্রান্তি পিতামহ
মাতাপিতৃন গুরূংশ্চৈব যেঽবমন্যন্তি মোহিতাঃ ॥ ১

যে চাপ্যন্যে পরে তাত কৃতঘ্না নিরপত্রপাঃ।
তেষাং গতিঃ মহাবাহো শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ

ভীষ্ম উবাচ।

কৃতঘ্নানাং গতিস্তাত নরকে শাশ্বতীঃ সমাঃ।
মাতাপিতৃগুরূণাঞ্চ যে ন তিষ্ঠন্তি শাসনে ॥ ৩

কৃমিকীটপিপীলেষু তাবন্তে স্থাবরেষু চ
দুর্লভো হি পুনস্তেষাং মানুষ্যে পুনরুদ্ভবঃ ॥ ৪

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
বৎসনাভো মহাপ্রাজ্ঞো মহর্ষিঃ সংশিতব্রতঃ ॥ ৫

বল্মীকভূতো ব্রহ্মর্ষিস্তপ্যতে সুমহত্তপঃ।
তস্মিংশ্চ তপ্যতি তপো বাসবো ভরতর্ষভ ॥ ৬

ববর্ষ সুমহদ্ বর্ষং সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুমান্
তত্র সপ্তাহবর্ষং তু মুমুচে পাকশাসনঃ ॥ ৭

দ্বাদশ অধ্যায়।

[কৃতঘ্নের গতি ও প্রায়শ্চিত্তের বর্ণন এবং স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে স্ত্রীরই অধিক সুখলাভ সম্বন্ধে ভঙ্গাশ্বনের উপাখ্যান কথন।]

(যুধিষ্ঠির বলিলেন,— পিতামহ! যে সব ব্যক্তি মোহবশতঃ মাতা, পিতা ও গুরুজনগণের অপমান করে, সেই সমস্ত কৃতঘ্নের কি প্রায়শ্চিত্ত? ইহা আমাকে বলুন ॥ ১

তাত! মহাবাহো! অন্য যে সব নির্লজ্জ ও কৃতঘ্ন আছে, তাহাদের কিরূপ গতি হইয়া থাকে? এই সব আমি যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ২

ভীষ্ম বলিলেন,— তাত! কৃতঘ্নের একটি মাত্র গতি যে, তাহারা চিরকালের জন্য নরকে পতিত থাকে। যাহারা মাতাপিতা ও গুরুজনগণের শাসনাধীনে থাকে না, তাহারা কৃমি, কীট, পিপীলিকা ও বৃক্ষাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। মনুষ্য-যোনিতে জন্মলাভ তাহাদের পক্ষে দুর্লভ হইয়া যায় ॥ ৩-৪

এ বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। পুরাকালে বৎসনাভ নামে এক পরম বুদ্ধিমান্ মহর্ষি কঠোর ব্রতপালনে নিরত ছিলেন। তাঁহার শরীরে বল্মীকগণ বাস নির্মাণ করিয়াছিল, সেইজন্য এই ব্রহ্মর্ষি বল্মীকস্বরূপ হইয়া গিয়াছিলেন এবং সেই অবস্থাতেই কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন ॥ ৫-৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহার তপস্যা করিবার সময় ইন্দ্র বিদ্যুতের সহিত মেঘের গভীর গর্জনসহকারে প্রচণ্ড বর্ষণ আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥ ৬½

পাকশাসন ইন্দ্র যখাক্রমে এক সপ্তাহ পর্যন্ত সেখানে জল বর্ষণ করিলেন সেই ব্রাহ্মণ বৎসনাভ নয়ন নিমীলিত করিয়া নীরবে সেই বর্ষার আঘাত সহ্য করিতে লাগিলেন ॥ ৭½

নির্বীর্য্যাস্তাক্তবর্ষাং প্রভাপ্রস্থীত বৈষিতঃ
তস্মিন্ পতত্রি বর্ষে তু শীতবাতসমন্বিতে
বিশীর্ণজন্তুশিখরো বল্মীকোঽশনিতাড়িতঃ ॥৮
তাড্যমানে ততস্তস্মিন্ বৎসনাভে মহাদ্যুনি
কারুণ্যাৎ তস্য ধর্মঃ ক্ষমাবৃদ্ধ্যাসমন্বিতঃ ॥ ৯
চিন্তয়ানস্য ব্রহ্মর্ষেঃ তপস্তমবিবাধিকম্
অনুরূপা মতিঃ ক্ষিপ্রমুপজাতা মহাবলা ॥ ১০
যং রূপং মাহিষং কৃত্বা সুমহান্তং মনোহরম্
ভ্রাতার্থং বৎসনাভস্য চতুষ্পাদ্গণপরিবৃতঃ ॥
যদা স্থপয়তঃ ধর্মঃ শীতবাতসমন্বিতঃ
ততো মহিষরূপী স ধর্মো ধর্মভৃতাং বর ॥১১
শনৈর্বল্মীকমুৎসৃজ্য প্রাদ্রবদ্ ভরতর্ষভ
স্থিতেঽস্মিন্ বৃষ্টিসম্পাতে রক্ষিতঃ স মহাতপাঃ ॥ ১২
দিশঃ সুবিপুলাস্তত্র শিরীষাঃ শিখরাণি চ ॥
দৃষ্ট্বা চ পৃথিবীং সর্বাং সলিলেন পরিপ্লুতাম্ । ১

জলাশয়ান্ স তান্ দৃষ্ট্বা বিপ্রঃ প্রমুদিতোঽভবৎ ॥
অচিন্তয়দ্ বিস্মিতশ্চ বর্ষাং কেনাভিরক্ষিতঃ
ততোঽপশ্যৎ তং মহিষমবস্থিতমদূরতঃ ॥১৩
তির্যগ্‌যোনাবপি কথং দৃশ্যতে ধর্মবৎসলঃ
অহো খু তত্রং মহিষঃ শিলাপট্ট ইব স্থিতঃ ॥ ১৪
শীকরৈশ্চৈব শূলাশ্চ বহবঃসো তত্রেদরম্ ॥
তস্য বুদ্ধিরিয়ং জাতা ধর্মসংরক্ষিতা মুনেঃ
কৃতঘ্না নরকং যান্তি যে তু বিশ্বাসঘাতিনঃ ॥ ১৭
নিষ্কৃতিঃ নৈব পশ্যামি কৃতঘ্নানাং কথঞ্চন
হন্তে প্রাণপরিত্যাগং ধর্মজ্ঞানাং বধো যথা ॥ ১৮
অকৃত্বা ভরণং পিত্রোরনত্বা গুরুদক্ষিণাম্
কৃতঘ্নস্যাস্য সম্প্রাপ্য মরণান্তা চ নিষ্কৃতিঃ ॥
আকাঙ্ক্ষায়ামুপেক্ষায়াং চোপপাতকমুত্তমম্ ।
তস্মাৎ প্রাণান্ পরিত্যক্ষ্যে প্রায়শ্চিত্তার্থনিষ্কৃতে ॥ ২০

শীত ও বায়ুর সহিত সেই বর্ষা হইতে থাকিলে বজ্রের আঘাতে সেই বল্মীকের শিখর বিশীর্ণ হইয়া যাইল ॥ ৮

সেই মহাত্মা বৎসনাভের উপর তখন বর্ষার আঘাত পড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ধর্মের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। ইহাতে তিনি বৎসনাভের প্রতি নিজের সহজ দয়া প্রকাশিত করিলেন ॥ ৯

তপোনিরত সেই ধার্মিক ব্রহ্মর্ষির চিন্তা করিতে করিতে ধর্মের হৃদয়ে শীঘ্রই বাস্তবিক সহানুভূতির উদয় হইল, যাহা তাঁহার অনুরূপ ছিল ॥ ১০

তিনি বিষাণ ও মনোহর মহিষের ন্যায় নিজের স্বরূপ নির্মাণ করিয়া বৎসনাভকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার চারিদিকে নিজের চার পদ স্থির করিয়া তাঁহার উপর দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ১১

বর্ষাস্নাগণের শ্রেষ্ঠ ভরতকুলশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! যখন শীতল বায়ুযুক্ত সেই বর্ষা বন্ধ হইয়া যাইল, তখন সেই মহিষরূপধারণকারী ধর্ম ধীরে ধীরে সেই বল্মীক ত্যাগ করিয়া সেস্থান হইতে দূরে সরিয়া যাইলেন। সেই মুনিবর বর্ষার মহিষরূপধারী ধর্ম দণ্ডায়মান হইলে পর মহাতপস্বী বৎসনাভ রক্ষিত হইলেন ॥ ১২-১৩

তদনন্তর সেস্থানে পরিষ্কৃত দিক্‌সমূহ, পর্বতশিখরের শিখর-শ্রেণী, জলে নিমগ্না সম্পূর্ণা পৃথিবী ও জলাশয়সমূহকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ বৎসনাভ অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ১৪

তারপর তিনি বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই বর্ষা হইতে আমাকে কে রক্ষা করিলেন। এই সময়েই নিকটে দণ্ডায়মান সেই মহিষের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল ॥ ১৫

অহো! পশু-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও ইহাতে কিরূপ ধর্মপরায়ণতা দেখা যাইতেছে! নিশ্চয়ই এই মহিষ আমার উপর শিলাপট্টের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য আমার মঙ্গল হইয়াছে। এই মহিষ অত্যন্ত স্থূল (মোটা) ও অতিশয় শ্রান্ত ॥

তদনন্তর ধর্মে অকৃত্রিমভক্ত মুনির হৃদয়ে এই বুদ্ধি উৎপন্ন হইল যে, যে সব ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতী ও কৃতঘ্ন, তাহারা নরকে পতিত হয় ॥ ১৭

আমি প্রাণ ত্যাগ করা ব্যতীত কৃতঘ্নতার উদ্ধারের অন্য কোন উপায় কোনরূপেই দেখিতে পাইতেছি না। ধর্মজ্ঞ পুরুষগণের উপদেশ থাকাও এইরূপই ॥ ১৮

মাতা-পিতার ভরণ-পোষণ না করিয়া এবং গুরু দক্ষিণা না দিয়া আমি এই কৃতঘ্নতার ঘোর পাপে পতিত হইয়াছি। এই কৃতঘ্নতার প্রায়শ্চিত্ত হইল সেজন্য মৃত্যু বরণ করা ॥ ১৯

নিজের কৃতঘ্ন জীবনের আকাঙ্ক্ষা করিয়া ও প্রায়শ্চিত্ত উপেক্ষা করিয়াও গুরুতর উপপাতক পতিত হইতে থাকে। অতএব আমি প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিব ॥ ২০

স মেরুশিখরং গত্বা নিঃসঙ্গেনান্তরাত্মনা।
প্রায়শ্চিত্তং কর্তুকামঃ শরীরং ত্যক্তুমুদ্যতঃ ॥
নিগৃহীতশ্চ ধর্মাত্মা হৃদ্যে ধর্মেণ ধর্মবিৎ ॥ ২১

ধর্ম উবাচ।

বৎসনাভ মহাপ্রাজ্ঞ বহুবর্ষশতায়ুষঃ
পরিপূর্ণোঽপি ত্যাগেন নিঃসঙ্গেন তথাঽঽত্মনঃ ॥ ২২
এবং ধর্মভৃতঃ সর্বে বিমৃশন্তি তথা কৃতম্
ন স কশ্চিদ্ বৎসনাভ যস্য নাপহৃতং মনঃ ॥ ২৩
যস্তানমনুতিষ্ঠন্তি শক্রো ধর্ম ইতি শাশ্বতঃ
নিবর্তস্ব মহাপ্রাজ্ঞ ভূতাত্মা ত্বমি শাশ্বতঃ ॥ ২৪)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স্ত্রী-পুংসয়োঃ সম্প্রযোগে স্পর্শঃ কস্যাধিকো ভবেৎ।
এতস্মিন্ সংশয়ে রাজন্ যথাবদ্ বক্তুমর্হসি ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্

অনাসক্ত চিত্তে মেরুশিখরের নিকটে গমন করত প্রায়শ্চিত্ত করিবার বাসনায় তিনি নিজের দেহ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময় ধর্ম আসিয়া সেই ধর্মজ্ঞ, ধর্মাত্মা বৎসনাভকে ধরিতে ধারণ করিলেন। ২১

ধর্ম বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ বৎসনাভ! তোমার আয়ু অবশ্য শত বৎসরের। তোমার এই অনাসক্তভাবে আত্মত্যাগের বিচারে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। ২২

এইভাবেই সকল ধর্মাত্মা পুরুষই নিজের কৃত কর্মের আলোচনা করিয়া থাকেন। বৎসনাভ! জগতে এমন কোন পুরুষ নাই, যাহার মন কখনও দূষিত না হয়। যে মানুষ নিন্দনীয় কর্ম হইতে দূরে থাকিয়া সর্বতোভাবে ধর্মাচরণই করে, সেই মানুষই শক্তিশালী। মহাপ্রাজ্ঞ! এখন তুমি প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হও; কারণ, তুমি সনাতন (অজর-অমর) আত্মা। ২৩-২৪)

যুধিষ্ঠির বলিলেন, -রাজন্! স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগে বিষয়-সুখের অনুভূতি কাহার অধিক হয় (স্ত্রীর অথবা পুরুষের)? এই সংশয়-বিষয়ে আপনি যথাযথ উত্তর প্রদান করুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন, - রাজন্! এই বিষয়েও পূর্বে উতথ্যের সহিত ইন্দ্রের যে শত্রুতা হইয়াছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাস এস্থলে বিজ্ঞ পুরুষগণ উদাহরণ দিয়া থাকেন। ২

পুরুশ্রেষ্ঠ! পুরাকালের বৃত্তান্ত, উতথ্য নামে প্রসিদ্ধ

তস্যাবসথেন শক্রস্য যথা বৈরমভূৎ পুরা ॥ ১
পুরা উতথ্যনো নাম রাজর্ষিরতিধার্মিকঃ
অপুত্রঃ পুত্রবদ্যাগ্র পুত্রার্থং যজমাহরৎ ॥ ৩
অগ্নিষ্টুতং স রাজর্ষিরিন্দ্রদ্বিষ্টঃ মহাবলঃ।
প্রায়শ্চিত্তেষু মর্তানাং পুত্রকামেষু চেষ্যতে ॥ ৪
ইন্দ্রো জ্ঞাত্বা তু তং যজ্ঞং মহাত্মানং সুরেশ্বরঃ।
অন্তরা তস্য রাজর্ষেরধিক্রমিতুমাত্মনঃ ॥ ৫
ন চৈবাস্যান্তরং রাজন্ স দদর্শ মহাত্মনঃ
কদাচিত্তস্য কালস্য মৃগয়াং গতবান্ নৃপঃ ॥ ৬
ইদমন্তরমিত্যেব শক্রো নৃপমমোহয়ৎ।
একাগ্রেণ চ রাজর্ষির্ত্রাস্য ইন্দ্রেণ মোহিতঃ ॥ ৭
ন নিশোঽবিন্দত নৃপঃ ক্ষুৎপিপাসাদিতস্তদা
ইতশ্চেতশ্চ বৈ রাজন্ শ্রমতৃষ্ণাবিতো নৃপ ॥ ৮
সরোঽপশ্যৎ সুরুচিরং পূর্ণং পরমবারিণা
সোঽবগাহ্য সরস্তাত পায়য়ামাস বাহিনম্ ॥ ৯

অত্যন্ত ধর্মাত্মা এক রাজর্ষি পুত্রহীন হওয়ায় পুত্রলাভের জন্য যজ্ঞ করিতেছিলেন। ৩

সেই মহাবল রাজর্ষি অগ্নিষ্টুত নামক এক যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে ইন্দ্রের প্রাধান্য না থাকায় ইন্দ্র সেই যজ্ঞকে দ্বেষ করেন। এই যজ্ঞ মনুষ্যগণের প্রায়শ্চিত্তের সময় অথবা পুত্রপ্রাপ্তির কামনা হইলে পর অতীষ্ট মনে করিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ৪

মহাত্মাগ দেবরাজ ইন্দ্র যখন সেই যজ্ঞের কথা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি মনকে দৃঢ়ীকৃত রাখিতে সমর্থ রাজর্ষি উতথ্যনের ত্রুটি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ৫

রাজন্! বহুভাবে অন্বেষণ করিয়াও তিনি সেই মহাত্মা নরপতির কোনও ত্রুটি পাইলেন না। অনন্তর কিছুকালের পর রাজা উতথ্যনকে মৃগয়া করিবার জন্য মনে গমন করিলেন। ৬

হে নৃপ! 'ইহাই প্রতিযোধ লইবার সময়' এরূপ নিশ্চয় করিয়া ইন্দ্র রাজাকে মোহগ্রস্ত করিলেন। ইন্দ্রের দ্বারা মোহিত ও ত্রাস্ত হইয়া রাজর্ষি উতথ্যন একমাত্র অশ্বের সহায়ে এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার দিক্‌সমূহেও কোনরূপ পরিচয় থাকিল না। এরূপ অবস্থায় তিনি ক্ষুধা ও পিপাসায় পীড়িত এবং পরিশ্রম ও তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া এদিক্ ওদিক্ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৭-৮

অথ শীতোদকং সোঽথো বৃক্ষে বদ্ধ্বা নৃপোত্তমঃ।
অবগাহ্য ততঃ স্নাতস্তত্র স্ত্রীত্বমবাপ্তবান্।
আত্মানং স্ত্রীকৃতং দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতো নৃপসত্তমঃ
চিন্তানুগতসর্বাত্মা ব্যাকুলেন্দ্রিয়চেতনঃ॥ ১১
আরোহিষ্যে কথং স্বর্গং কথং যাস্যামি বৈ পুরম
ইষ্টৈর্নাপ্নুতা চাপি পুত্রাণাং শতমৌরসম্॥ ১২
জ্ঞাতং মহাসজ্জনানাং যে তান্ প্রবক্ষ্যামি কিং বয়ম্
দারেষু চাত্মকীয়েষু পৌরজানপদেষু চ॥ ১৩
মৃদুত্বক তনুত্বক স্নিগ্ধত্বং তথৈব চ
স্ত্রীগুণা ঋষিভিঃ প্রোক্তা দর্শনস্পর্শবর্দ্ধিতাঃ॥ ১৪
ব্যায়ামে তর্কণত্বক যৌবাঙ্গে পুরুষে গুণাঃ
পৌরুষং বিপ্রনষ্টং বৈ স্ত্রীত্বং কেনাপি হেতুনা॥ ১৫
স্ত্রীভাবাৎ পুনরস্মাং তু কথমারোহ্যুৎসহে
মহতা খলু যত্নেন আরুরুক্ষাথ নরাধিপঃ॥ ১৬

পুনরাত্মানং পুত্রং তাত্ত স্ত্রীকৃতো নৃপসত্তমঃ।
পুত্রা দারাশ্চ ভৃত্যাশ্চ পৌরজানপদাশ্চ যে॥ ১৭
কিং ত্বিদং ত্বিতি বিজ্ঞায় বিস্ময়ং পরমং গতাঃ
অথোবাচ স রাজর্ষিঃ স্ত্রীকৃতো বরবর্ণিনীঃ॥ ১৮
মৃগয়ামন্বি নির্যাতো বলৈঃ পরিবৃতো দৃঢ়ম্
ঊর্দ্ধশ্রান্তঃ প্রবিশ্যাহং ঘোরামটবীং দৈবচোদিতঃ॥ ১৯
অটব্যাশ্চ সুঘোরায়াঃ ক্লান্তাত্তো নষ্টচেতনঃ।
দদর্শ সুরুচিরপ্রখ্যং পদ্মিনীষণ্ডমুত্তমম্॥ ২০
তত্রাবগাঢ়ঃ স্ত্রীকৃতো দৈবেনাহং কৃতঃ পুরা।
নামগোত্রাণি চাস্যাস্ত দারাণাং সন্নিধাবহং তথা॥ ২১
আহ পুত্রাংস্ততঃ সোঽথ স্ত্রীকৃতঃ পার্থিবোত্তমঃ।
সম্প্রীয়ধ্বং ভৃত্যাস্তাঃ রাজ্যং বনং যাস্যামি পুত্রকাঃ॥ ২২
এবমুক্ত্বা পুত্রশতং বনমেব জগাম হ
গত্বা চৈবাশ্রমং সো তু তাপসঃ প্রত্যপদ্যত॥ ২৩

তাত = পুরিতে পুরিতে তিনি উত্তম জলে পরিপূর্ণ একটি সরোবর দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি সেই সরোবরে অশ্বকে স্নান করাইয়া জলপান করাইলেন॥ ৯

যখন অশ্ব জলপান করিল, তখন সেই অশ্বকে একটি বৃক্ষে বাঁধিয়া সেই শ্রেষ্ঠ নরপতি স্বয়ং জলে নামিলেন এবং উহাতে স্নান করিতেই সেই রাজা স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইলেন॥ ১০

নিজেকে স্ত্রীরূপে দেখিয়া নৃপশ্রেষ্ঠ তখনও অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তাঁহার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুরুতর চিন্তায় ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ এবং চেতনা শক্তি ব্যাকুল হইয়া পড়িল॥ ১১

তিনি স্ত্রীরূপে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এখন আমি কি ভাবে স্বর্গে আরোহণ করিব? কিরূপে নগরে যাইব? অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠানে আমার মহাবলবান্ শত ঔরস পুত্র লাভ হইয়াছে। তাহাদেরই বা সকলকে কি বলিব? নিজের স্ত্রী, নগর ও জনপদের লোকসকলের সম্মুখেই বা আমি কিভাবে যাইব? ১২-১৩

স্বর্গের স্তব ও অর্থ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ঋষিগণ মৃদুতা, কৃশতা ও ব্যাকুলতা—এই সকলকে স্ত্রীগুণ বলিয়া অভিহিত করেন॥ ১৪

পরিশ্রমে কঠোরতা ও বল পরাক্রম—এই সব হইল পুরুষের গুণ। আমার পৌরুষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং কোন এক অজ্ঞাত কারণে আমার স্ত্রীভাব প্রকাশ পাইয়াছে॥ ১৫

এখন স্ত্রীভাব আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় আমি কিরূপে অশ্বে আরোহণ করিব? তারপর বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেই স্ত্রীরূপধারী নরপতি অশ্বে আরোহণ করত নিজের নগরে আসিলেন॥ ১৬½

রাজার পুত্রগণ, স্ত্রী, সেবকবর্গ এবং নগর ও জনপদবাসী সকলে—এ কি হইয়াছে? এরূপ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাঁহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন॥ ১৭½

তখন বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, স্ত্রীরূপধারী রাজর্ষি তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমি নিজের সৈন্যবাহিনীতে পরিবেষ্টিত হইয়া মৃগয়া করিবার জন্য নির্গত হইয়াছিলাম, কিন্তু দৈবের প্রেরণায় আকৃষ্টচিত্ত হইয়া এক ভয়ঙ্কর বনে যাইয়া প্রবেশ করিলাম॥ ১৮-১৯

সেই ঘোর বনে পিপাসায় পীড়িত ও অচেতন প্রায় হইয়া আমি এক সরোবর দেখিলাম। এই সরোবর পক্ষিগণে পরিবৃত ও মনোহর শোভাসম্পন্ন ছিল॥ ২০

সেই সরোবরে নামিয়া স্নান করিতেই দৈব আমাকে স্ত্রী করিয়া দিয়াছেন। নিজের স্ত্রী ও বন্ধিসমূহের নাম-গোত্র উল্লেখ করিয়া সেই স্ত্রীরূপধারী শ্রেষ্ঠ নরপতি নিজের পুত্রগণকে বলিলেন,—পুত্রগণ! তোমরা পরস্পর প্রীতিসহকারে বাস করিয়া এই রাজ্য উপভোগ কর। এখন আমি বনে গমন করিব॥ ২১-২২

নিজের শত পুত্রকে এরূপ কথা বলিয়া রাজা বনেই চলিয়া যাইলেন। সেই স্ত্রী কোন এক তাপস আশ্রমে যাইয়া তাঁহার নিকট বাস করিতে লাগিলেন॥ ২৩

তাপসেনাস্য পুত্রাণামাশ্রমেষ্বভবজ্জন্ম

অথ সাঽন্যদাঽঽত্মানং সর্বান্ পূর্বসুতানভাষত ॥ ২৫

পুরুষত্বে সুতা যূয়ং স্ত্রীত্বে চেমে শতং সুতাঃ।

একত্র ভুঞ্জতাং রাজ্যং ভ্রাতৃভাবেন পুত্রকাঃ ॥২৬

সহিতা ভ্রাতরস্তেঽথ রাজ্যং বুভুজিরে তদা।

তান্ দৃষ্ট্বা ভ্রাতৃভাবেন ভুঞ্জানান্ রাজ্যমুত্তমম্ ॥ ২৭

চিন্তয়ামাস দেবেন্দ্রো মনুষ্যানাথ পরিগ্লুতঃ

উপকারোঽস্য রাজর্ষেঃ কৃতো নাপকৃতং ময়া ॥ ২৮

ততো ব্রাহ্মণরূপেণ দেবরাজঃ শতক্রতুঃ।

জগাম তান্ গত্বা নগরং বৈ নৃপাত্মজান্ ॥ ২৯

ভ্রাতৄণাং নাস্তি সৌভ্রাত্রং যেষামেকস্য পিতুঃ সুতাঃ

রাজ্যহেতোর্বিবদিতাঃ কল্মষস্য সুরাসুরাঃ ॥ ৩০

যূয়ং তদ্ভাষণাদস্মাত্তাপসস্যোত্তরে সুতাঃ

কল্মষস্য সুরাশ্চৈব অসুরাস্ত সুতাস্তথা ॥ ৩১

যুষ্মাকং পৈতৃকং রাজ্যং ভুঞ্জতে তাপসাত্মজৈঃ

ইন্দ্রেণ ভেদিতাস্তে তু যুদ্ধেঽন্যোন্যমপাতয়ন্ ॥ ৩২

তচ্ছ্রুত্বা তাপসী চাপি সন্তপ্তা প্রাক্রোদ হ।

ব্রাহ্মণস্তামনাথ্যেতা তাপিস্ত্রোঽথাবপৃচ্ছত ॥ ৩৩

কেন দুঃখেন সন্তপ্তা রোদিষি ত্বং বরাননে।

ব্রাহ্মণং তং ততো দৃষ্ট্বা সা স্ত্রী করুণমব্রবীৎ ॥ ৩৪

পুত্রাণাং মে শতে ব্রহ্মন্ কালেন বিনিপাতিতে

অহং রাজাভবং বিপ্র তত্র পূর্বং শতং মম ॥ ৩৫

সমুৎপন্নং স্বরূপাণাং পুত্রাণাং ব্রাহ্মণোত্তম।

কদাচিদ্গয়াং যাত উদ্ভ্রান্তো গহনে বনে ॥ ৩৬

অবগাঢ়স্ত নবসি স্ত্রীভূতো ব্রাহ্মণোত্তম

পুত্রান্ রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপ্য বনমস্মি ততো গতঃ ॥ ৩৭

ত্রিয়ামস্ত মে পুত্রশতং তাপসেন মহাত্মনা

আশ্রমে ভাবিতং ব্রহ্মন্ নীতং তরুণতাং ময়া ॥ ৩৮

তোমাদের যে এই পৈতৃক রাজ্য, তাহা এই তাপসের পুত্রগণ আসিয়া ভোগ করিতেছে। এইভাবে ইন্দ্রের দ্বারা বিভেদগ্রস্ত হইয়া তাহারা পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল এবং পরস্পর সম্বন্ধে নিহত হইয়া একে অন্যকে তূণ ভিত্ত করিল। ৩১

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাপসী অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন এবং রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময় ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করত ইন্দ্র তাঁহার নিকটে আসিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩২

সুমুখি! তুমি কোন্ দুঃখে সন্তপ্তা হইয়া এরূপ রোদন করিতেছ? সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তখন তাপসবেশধারিণী সেই স্ত্রী করুণস্বরে বলিলেন। ৩৩

ব্রহ্মন্! আমার শতপুত্র কালের দ্বারা নিহত হইয়াছে বিপ্রবর! আমি পূর্বে রাজা ছিলাম, তখন আমার একশত পুত্র হইয়াছিল। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তাহারা সকলেই আমার অনুরূপ ছিল। একদিন আমি মৃগয়া করিবার জন্য বনে গমন করি এবং সেখানে আমি অকারণ ঘুরিতে ঘুরিতে যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ি। ৩৪-৩৫

ব্রাহ্মণোত্তম! সেখানে আমি এক সরোবরে স্নান করিতেই পুরুষ হইতে স্ত্রী হইয়া যাইলাম। তখন আমি পুত্রগণকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া বনে চলিয়া আসিলাম। ৩৬

স্ত্রীরূপে আসিলে পর এই মহাত্মা তাপস এই আশ্রমে আমা হইতে শত পুত্র উৎপন্ন করিলেন। ব্রহ্মন্! আমি সেই শত

তেষাঞ্চ বৈরমুৎপন্নং কালযোগেন বৈ দ্বিজ
এতদ্ধ্যোচামাহং ব্রহ্মন্ দৈবেন সমভিপ্লুতা ॥ ৩৮
ইন্দ্রস্ত্বাং দুঃখিতাং দৃষ্ট্বা অব্রবীৎ পরুষং বচঃ।
পুরা সুদুঃসহং তুভ্যং ময়া দুঃখং কৃতম্ ॥ ৩৯
ইন্দ্রদ্বিষ্টেন যজ্ঞেন মামনাদৃত্য বিস্তৃতম্।
ইন্দ্রোঽহমস্মি দুর্বুদ্ধে বৈরং তে পাতিতং ময়া ॥ ৪০
ইত্যুক্ত্বা দৃষ্ট্বা তু রাজর্ষিঃ পাদয়োঃ শিরসা গতঃ।
প্রসীদ ত্রিদশশ্রেষ্ঠ পুত্রকামেন সা ক্রতুঃ ॥ ৪১
ইষ্টস্ত্রিদশশার্দূল তত্র যে কর্তুমর্হসি
প্রদিশাত্তেন শক্রেন্দ্রঃ পরিতুষ্টো বরং দদৌ ॥ ৪২
পুত্রাস্তে কতমে রাজন্ জীবন্ত্বেতৎ প্রচক্ষ্ব মে।
স্ত্রীভূতস্য হি যে জাতাঃ পুরুষস্যাথ যেহভবন্ ॥ ৪৩
তাপসী তু ততঃ শক্রমুবাচ প্রযতাঞ্জলিঃ।

স্ত্রীভূতস্য হি যে পুত্রাস্তে যে জীবন্তু বাসব ॥ ৪৪
ইন্দ্রস্তু বিস্মিতো দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং পপ্রচ্ছ তাং পুনঃ
পুরুষোৎপাদিতা যে তে কথং যেষ্যাঃ সুতাস্তব ॥ ৪৫
স্ত্রীভূতস্য হি যে জাতাঃ স্নেহস্তেভ্যোঽধিকঃ কথম্।
কারণং শ্রোতুমিচ্ছামি তন্মে বক্তুমিহার্হসি ॥ ৪৬

স্ত্র্যুবাচ।

স্ত্রিয়াস্তাবধিকঃ স্নেহো ন তথা পুরুষস্য বৈ
তস্মাৎ তে শক্র জীবন্তু যে জাতাঃ স্ত্রীভূতস্য বৈ ॥ ৪৭

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্তস্ততস্ত্রিস্তঃ প্রীতো বাক্যমুবাচ হ।
সর্ব এবেহ জীবন্তু পুত্রাস্তে সত্যবাদিনি ॥ ৪৮
বরঞ্চ বৃণু রাজেন্দ্র যং ত্বমিচ্ছসি সুব্রত।
পুরুষত্বমথ স্ত্রীত্বং যত্তে ব্যবসিতং ভবেৎ ॥ ৪৯

পুত্রকে নগরে লইয়া যাইলেন। এবং পুত্র পুত্রগণকে বুঝাইয়া ইহাদিগকেও রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন)। ৩৭

বিপ্রবর! তারপর কালের যোগায় সেই সব পুত্রগণের মধ্যে শত্রুতা উৎপন্ন হইল (এবং পরস্পর বিবাদ করত সকলে নিহত হইয়া তাহারা সকলেই নিধন হইয়াছে)। এইভাবে দৈবের দ্বারা পরিপীড়িতা হইয়া আমি শোক করিতেছি। ৩৮

ইন্দ্র তাঁহাকে দুঃখিত দেখিয়া কঠোর ভাষায় এই কথা বলিলেন,—ভদ্রে! পূর্বে যখন তুমি রাজা ছিলে, তখন তুমিও আমাকে এরূপ দুঃখই দিয়াছ। ৩৯

তুমি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, যে যজ্ঞের সহিত আমার শত্রুতা রহিয়াছে। আমার আবাহন না করিয়া তুমি এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলে। দুর্মতি স্ত্রী! আমি সেই ইন্দ্র এবং তোমার নিকট হইতে আমি নিজের শত্রুতার প্রতিশোধ লইলাম। ৪০

ইন্দ্রকে দেখিয়া সেই স্ত্রীরূপধারী রাজর্ষি তখনও তাঁহার চরণে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন—সুরশ্রেষ্ঠ! আমি পুত্রলাভের ইচ্ছায় সেই যজ্ঞ করিয়াছিলাম। দেবেশ্বর! সেইজন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ৪১½

তাঁহার এইভাবে প্রণামের দ্বারা ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং বরদানের জন্য উদ্যত হইয়া বলিলেন,—রাজন্! তোমার কোন্ পুত্রগণ জীবিত হইবে? তুমি স্ত্রী হইয়া যাহাদিগকে উৎপন্ন করিয়াছ, তাহারা? পুরুষাবস্থায় যাহারা তোমার পুত্র হইয়াছিল, তাহারা? ৪২-৪৩

তখন তাপসী কৃতাঞ্জলি হইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন,—দেবেন্দ্র! স্ত্রীরূপ হইবার পর আমার যে সব পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই জীবিত হউক। ৪৪

তখন ইন্দ্র বিস্মিত হইয়া সেই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি পুরুষরূপে যাহাদের উৎপন্ন করিয়াছ, সেই সব পুত্রগণ তোমার স্নেহের পাত্র হইল কি করিয়া? এবং তুমি স্ত্রীরূপে যাহাদের জন্মদান করিয়াছ, তাহাদের উপর তোমার অধিক স্নেহ হইল কিরূপে? আমি ইহার কারণ শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, তুমি ইহার কারণ আমাকে যথাযথভাবে বল। ৪৫-৪৬

স্ত্রী বলিলেন,—ইন্দ্র! নিজের পুত্রগণের উপর স্ত্রীর অধিক স্নেহ হয়, কিন্তু পুরুষের সেরূপ স্নেহ হয় না। অতএব স্ত্রীরূপ হইবার পর আমার যে সব পুত্র হইয়াছে, তাহারাই জীবিত হউক। ৪৭

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তাপসী এই কথা বলিলে পর ইন্দ্র প্রীত হইয়া তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন—সত্যবাদিনি! তোমার সকল পুত্রই জীবিত হউক। ৪৮

উত্তম ব্রতপালনকারী রাজেন্দ্র! তুমি নিজের ইচ্ছানুসারে অন্য এক বর প্রার্থনা কর। বল, তোমার পুনরায় পুরুষ হইবার ইচ্ছা আছে অথবা স্ত্রী থাকিবারই বাসনা আছে? তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমার নিকট হইতে প্রার্থনা কর। ৪৯

ন্ত্র্যুবাচ

স্ত্রীত্বমেব বৃণে শক্র পুংস্ত্বং নেচ্ছামি বাসব
এবমুক্তস্তু দেবেন্দ্রস্তাং স্ত্রিয়ং প্রত্যুবাচ হ ॥ ৫০
পুরুষত্বং কথং ত্যক্ত্বা স্ত্রীত্বং চোদ্বহসে বিভো
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ স্ত্রীভূতো রাজসত্তম ॥ ৫১
স্ত্রিয়াঃ পুরুষসংযোগে প্রীতিরত্যধিকা সদা।
এতস্মাৎ কারণাচ্ছক্র স্ত্রীত্বমেব বৃণোম্যহম্ ॥ ৫২

রমিতাস্মাধিকং স্ত্রীত্বে সত্যং বৈ দেবসত্তম
স্ত্রীভাবেন হি ভুঙ্ক্তাস্মি সম্যক্তাং ত্রিদশাধিপ ॥ ৫৩
এবমস্ত্বিতি চোক্ত্বা তামাপৃচ্ছ্য ত্রিদিবং গতঃ
এবং স্ত্রিয়া মহারাজ অধিকা প্রীতিরুচ্যতে ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ভগাখ্যানোপাখ্যানে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

ইন্দ্র বলিলেন,— ইন্দ্র! আমি স্ত্রীত্বকেই বরণ করিয়া লইলাম। বাসব! এখন আমি আর পুরুষ হইতে আকাঙ্ক্ষা করি না। তিনি এই কথা বলিলে পর দেবরাজ সেই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫০

প্রভাবশালী রাজন্! তুমি পুরুষত্ব ত্যাগ করিয়া স্ত্রী থাকিবার কেন বাসনা করিতেছ? ইন্দ্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর সেই স্ত্রীরূপধারী নৃপশ্রেষ্ঠ ভগাখ্যান এইরূপ উত্তর করিলেন ॥ ৫১

দেবেন্দ্র! স্ত্রীর পুরুষের সহিত সংযোগ হইলে পর পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীরই অধিক বিষয় সুখ লাভ হয়, এই কারণে আমি স্ত্রীত্বকেই বরণ করিতেছি ॥ ৫২

দেবশ্রেষ্ঠ! সুরেশ্বর! আমি সত্যকথা বলিতেছি যে, স্ত্রীরূপে আমি অধিক রতিসুখ অনুভব করিয়াছি, অতএব আমি স্ত্রীরূপেই সন্তুষ্ট। আপনি এখন নিজস্থানে গমন করুন ॥ ৫৩

মহারাজ! তখন 'এবমস্তু' এই কথা বলিয়া আপনার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ইন্দ্র স্বর্গলোকে গমন করিলেন। এই ভাবে বিষয়ভোগে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর অধিক সুখলাভের কথা কথিত হইয়াছে ॥ ৫৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ভগাখ্যানের উপাখ্যানবিষয়ক বারশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

(দেহ-মনো-বাক্যৈরুদ্ভূতানাং পাপানাং পরিত্যাগস্যোপদেশঃ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিং কর্তব্যং মনুষ্যেণ লোকযাত্রাবিধানিনা।
কথং বৈ লোকযাত্রাং তু কিংশীলশ্চ সমাচরেৎ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

কায়েন ত্রিবিধং কর্ম বাচা চাপি চতুর্বিধম্।
মনসা ত্রিবিধং চৈব দশকর্মপথাংস্ত্যজেৎ ॥ ২
প্রাণাতিপাতঃ স্তৈন্যঞ্চ পরদারাগমস্তথা চ
ত্রীণি পাপানি কায়েন সর্বতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ ৩
অসৎপ্রলাপঃ পারুষ্যং পৈশুন্যমনৃতং তথা।
চত্বারি বাচা রাজেন্দ্র ন জল্পেন্নানুচিন্তয়েৎ ॥ ৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[দেহ, মন ও বাক্যের দ্বারা উদ্ভূত পাপসমূহ পরিত্যাগের উপদেশ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! লোকযাত্রা ভালভাবে নির্বাহ করিতে অভিলাষী মানুষের কি করা কর্তব্য? কিরূপ স্বভাবযুক্ত হইয়া কিভাবে এই লোকে মানুষের জীবন অতিবাহিত করা উচিত? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! শরীরের দ্বারা উৎপন্ন তিন প্রকারের কর্ম, বাক্যের দ্বারা চার প্রকারের কর্ম এবং মনের দ্বারা তিন প্রকারের কর্ম—সর্বসমেত দশ প্রকার কর্ম পরিত্যাগ করিবে ॥ ২

অপরের প্রাণ নাশ করা, চুরি করা ও পরস্ত্রীসংসর্গ করা—এই তিন প্রকার কর্ম শরীরের দ্বারা উৎপন্ন হয়। এ সবই পরিত্যাগ করা কর্তব্য ॥ ৩

অসৎ কথা বলা, কর্কশ কথা বলা, মর্মভেদী কথা বলা এবং মিথ্যা কথা বলা—এই চারি প্রকারের পাপ বাক্য দ্বারা উৎপন্ন হয়। রাজেন্দ্র! এরূপ কথা জীবনে কখনও বলা উচিত নয় এবং মনে মনে তাহাদের চিন্তাও করিবে না ॥ ৪

অনভিধ্যা পরস্বেষু সর্বসত্ত্বেষু সৌহৃদম্ ।
কর্মণা ফলবত্তীতি ত্রিবিধং মনসা চরেৎ ॥ ৫
তস্মাদ্ বাঙ্মানসা নাচরেদশুভং নরঃ
শুভাশুভাস্বাচরন্ হি তস্য তস্যাপ্নুতে ফলম্ ॥ ৬
(অমৃতস্য সমুৎপত্তৌ দেবানামসুরৈঃ সহ ।
বভূবুর্বর্ষসহস্রাণি দেবাসুরমবর্তত ॥ ১
তত্র দেবাস্তু দৈত্যেয়ৈর্বধ্যন্তে ভৃশদারুণৈঃ
ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তি বধ্যমানা মহাসুরৈঃ ॥ ২
আর্তাস্তে দেবদেবেশং প্রপন্নাঃ শরণৈষিণঃ ।
পিতামহং মহাপ্রাজ্ঞং বধ্যমানাঃ সুরেতরৈঃ ॥ ৩
বৈকুণ্ঠং শরণং দেবাঃ প্রতিপেদে চ তৈঃ সহ ॥ ৪
ততঃ স দেবৈঃ সহিতঃ পদ্মযোনির্নরেশ্বর ।
তুষ্টাব প্রাঞ্জলির্ভূত্বা নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ৫

ব্রহ্মোবাচ

কৃতপচিন্তনাদ্যায়াঃ স্মরণাদর্চনাদপি ।
তপোযোগাদিভিশ্চৈব শ্রেয়ো যান্তি মনীষিণঃ ॥ ৬
ভক্তবৎসল পদ্মাক্ষ পরমেশ্বর পাপহন্ ।
পরমাত্মাধিকারাত্ত নারায়ণ নমোঽস্তু তে ॥ ৭
নমস্তে সর্বলোকায় সর্বাত্মাপ্রতিবিক্রম ।
সর্বভূতভবিষ্যেশ সর্বভূতমহেশ্বর ॥ ৮
দেবানামপি দেবস্ত্বং সর্ববিদ্যাপরায়ণঃ ।
জগদ্বীজমনাদ্যন্তং জগতঃ পরমো ভবি ॥ ৯
ত্রাহ্যস্ব দেবতা বীর দানবাদ্যৈঃ সুপীড়িতাঃ ।
লোকাংশ্চ লোকপালাংশ্চ ঋষীংশ্চ জয়তাং বর ॥ ১০
বেদাঃ সাঙ্গোপনিষদঃ সরহস্যাঃ সসংগ্রহাঃ ।
সোঙ্কারাঃ সবষট্কারাঃ প্রাহুত্বাং যজ্ঞমুত্তমম্ ॥ ১১

অপরের ধন গ্রহণের কথা চিন্তা না করা, সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি মৈত্রীভাব রাখা এবং কর্মফলের ফল অবশ্যই লাভ হয়, এই কথায় বিশ্বাস রাখা,—এই তিনটি কর্ম মনের দ্বারা আচরণ-যোগ্য কর্ম। ইহা অবশ্যই করা উচিত। (ইহার বিপরীত—অপরের ধন গ্রহণের কথা চিন্তা করা, সমস্ত প্রাণীর প্রতি শত্রুতা করা ও কর্মফলের উপর বিশ্বাস না করা—এই তিনটি মানসিক পাপ। এই সব হইতে সর্বদা নিজেকে রক্ষা করিবে)। ৪

সেইজন্য প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হইল—তিনি মন, বাক্য ও দেহের দ্বারা কখনও অশুভ কর্ম করিবেন না, কারণ, শুভ বা অশুভ যেরূপই কর্ম তিনি করিবেন, সেরূপ ফলই তিনি নিজেই ভোগ করিবেন—অন্য কেহ সেই ফলের ভোক্তা হন না। ৬

[ব্রহ্মা কর্তৃক দেবগণকে পরম-কারুণিক নারায়ণের নিকটে গমন, ঋষিগণের সম্মুখে নারায়ণের মহিমা সম্বন্ধে পরমেষ্ঠীর নিজের অনুভব বর্ণন এবং এই প্রসঙ্গে পাঠ ও শ্রবণের মহিমা কথন।]

(এক সময় অমৃতের উৎপত্তি হইলে পর তাহার প্রাপ্তির জন্য দেবগণের অসুরদিগের সহিত ষাট হাজার বৎসর পর্যন্ত যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ 'দেবাসুর সংগ্রাম' নামে প্রসিদ্ধ। ১

সেই যুদ্ধে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দৈত্য ও শ্রেষ্ঠ অসুরগণের দ্বারা দেবতারা প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছিলেন। সেই আঘাতে জর্জরিত হইয়া দেবতাগণ তখন তাঁহাদের রক্ষকরূপে পাইলেন না। ২

দৈত্যসকলের দ্বারা পীড়িত হইয়া দেবগণ দুঃখিত মনে নিজেদের জন্য আশ্রয় অন্বেষণ করিতে করিতে দেবদেবেশ্বর মহাজ্ঞানী ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ৩

তখন ব্রহ্মা তাঁহাদের সহিত তখনই বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলেন। ৪

নরেশ্বর! তদনন্তর দেবতাগণের সহিত পদ্মযোনি ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলি হইয়া যোগ-শ্লোকসহিত ভগবান্ নারায়ণের স্তুতি করিতে লাগিলেন। ৫

ব্রহ্মা বলিলেন,—প্রভো! আপনার গুণ চিন্তা করিয়া, নাম-সকল স্মরণ করিয়া, আপনার পূজা করিয়া, আপনার উদ্দেশে তপস্যা ও যোগাদির দ্বারা মনীষী পুরুষগণ কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন। ৬

ভক্তবৎসল! কমললোচন! পরমেশ্বর! পাপহারী পরমাত্মন্! নির্বিকার, আদিপুরুষ, নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার। ৭

সম্পূর্ণ লোকসমূহের আধিকরণ! সর্বাত্মন্! অমিত পরাক্রমশালী নারায়ণ! সমস্ত ভূত ও ভবিষ্যতের অধীশ্বর! সকল প্রাণীর মহেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। ৮

প্রভো! আপনি দেবতাগণেরও দেবতা এবং সমস্ত বিদ্যার পরম আশ্রয়। জগতের যত বীজ আছে, সেই সবের সংগ্রহকারী আপনিই। আপনিই জগতের পরম কারণ। ৯

বীর! এই দেবতারা দৈত্য-দানবাদির দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইতেছে আপনি ইহাদের রক্ষা করুন। অমরগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণ! আপনি লোকসকল, লোকপালগণ এবং ঋষিদিগকে রক্ষা করুন। ১০

পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ ।
তপস্বিনাং তপস্তৈব দৈবতং দেবতাশ্চপি ॥ ১২

ভীষ্ম উবাচ ।

এবমাদিপুরস্কারৈর্ঋক্-সাম-যজুষাং গণৈঃ ।
বৈকুণ্ঠং তুষ্টুবুর্দেবাঃ সমেতা ব্রহ্মণা সহ ॥ ১৩
ততোঽন্তরিক্ষে বাগাসীদ্দেবগম্ভীরনিঃস্বনা
জেষ্যথ যূয়ং দানবান্ যুধি মরৈব সহ সঙ্ঘশঃ ॥ ১৪
ততো দেবগণানাঞ্চ দানবানাঞ্চ যুধ্যতাম্
প্রাদুরাসীন্মহাতেজাঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ১৫
সুপর্ণপৃষ্ঠমাস্থায় তেজসা প্রজ্বলন্নিব ।
বাধমানঃ দানবান্ সর্বান্ বাহুভ্যাবিপতেজসা ॥ ১৬
তং সমাসাদ্য সময়ে দৈত্যদানবপুঙ্গবাঃ ।
বাণশক্তি মহারাজ পতঙ্গা ইব পাবকম্ ॥ ১৭
স বিজিত্যাসুরান্ সর্বান্ দানবাংশ্চ মহামতিঃ ।
পশ্যতামেব দেবানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৮

তং দৃষ্ট্বান্তর্হিতং দেবং বিষ্ণুং দেবাগ্রিতস্তাতিম্ ।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়না ব্রহ্মাণমিদমব্রুবন্ ॥ ১৯

দেবা ঊচুঃ ।

ভগবন্ সর্বলোকেশ সর্বলোকপিতামহ ।
ইদমত্যদ্ভুতং বৃত্তং ত্বং নঃ শংসিতুমর্হসি ॥ ২০
কোঽয়মস্মান্ পরিত্রায় তৃতীয়েন যথাগতম্ ।
প্রতিপ্রয়াতো দিব্যাত্মা ত্বং নঃ শংসিতুমর্হসি ॥২১

ভীষ্ম উবাচ ।

এবমুক্তঃ সুরৈঃ সর্বৈঃ প্রভুঃ সর্বার্থবিৎ ।
উবাচ পদ্মনাভস্য পূর্বরূপং প্রতি প্রভো ॥ ২২

ব্রহ্মোবাচ ।

ন জ্ঞেয়ং দেবদেবস্য ভুবনং ভুবনেশ্বরম্ ।
সাংখ্যাদ্যৈর্নৈব চাস্মাভির্নির্গুণং গুণিনাং বরম্ ॥ ২৩
অত্র বো বর্তয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্
সুপর্ণস্য চ সংবাদমৃষীণাং চাপি দেবতাঃ ॥ ২৪

সমস্ত অঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ —এই ছয় অঙ্গ) ও উপনিষৎ সহ বেদ, তাহার রহস্য (মন্ত্র), সংগ্রহ (বিধি), ওঙ্কার ও বষট্‌কার—এই সমস্তই আপনাকেই উত্তম যজ্ঞের স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১১

আপনি পবিত্রসকলের পবিত্র (পবিত্রকারিগণেরও পবিত্রকারক), মঙ্গলসমূহেরও মঙ্গল, তপস্বিগণের তপ এবং দেবতাদিগেরও দেবতা ॥ ১২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এইভাবে ব্রহ্মার সহিত দেবগণ একত্র হইয়া ঋক্, সাম ও যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহের দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর স্তুতি করিলেন ॥ ১৩

তখন মেঘতুল্য গম্ভীর স্বরে আকাশবাণী হইল—দেবগণ! তোমরা যুদ্ধে আমার সহিত থাকিয়া দানবগণকে অবশ্যই জয় করিবে ॥ ১৪

তাহার পর পরস্পর যুদ্ধরত দেবতা ও দানবগণের মধ্যে শঙ্খ, চক্র এবং গদাধারণকারী মহাতেজস্বী ভগবান্ বিষ্ণু প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ১৫

তিনি গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বীয় তেজে বিরোধিগণকে যেন দগ্ধ করিতে করিতে নিজের বাহুবলের তেজ ও বৈভবে সমস্ত দানবগণকে সংহার করিলেন ॥ ১৬

মহারাজ! সমরাঙ্গণে দৈত্য ও দানবগণের প্রধান বীরগণ ভগবানের নিকটে আসিয়া প্রাণ হইয়া তাঁহার প্রতাপে অগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়া পতঙ্গমণ্ডলের বিনাশের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যাইল ॥ ১৭

মহামতি শ্রীহরি সমস্ত দানব ও অসুরগণকে পরাজিত করিয়া দেবতাদিগের সাক্ষাতেই সেইখানে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ১৮

অমিততেজস্বী এই বিষ্ণুদেবকে অন্তর্হিত হইয়া যাইতে দেখিয়া বিস্ময়ে উৎফুল্লনয়ন দেবগণ ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৯

দেবগণ বলিলেন,—সর্বলোকেশ্বর! সমস্ত প্রাণীর পিতামহ! ভগবন্! এই অত্যন্ত অদ্ভুত বৃত্তান্ত আপনি কৃপা করিয়া আমাদের বলুন ॥ ২০

কোন্ দিব্যাত্মা পুরুষ আমাদের রক্ষা করত নীরবেই যেরূপে আসিয়াছিলেন, সেইরূপেই প্রস্থান করিলেন? ইহা আপনি আমাদের কৃপা করিয়া বলুন ॥ ২১

ভীষ্ম বলিলেন,—প্রভো! সমস্ত দেবতাগণ এই কথা বলিলে পর বাক্যের তাৎপর্য বুঝিতে সমর্থ ব্রহ্মা ভগবান্ পদ্মনাভের (বিষ্ণুর) পূর্বরূপবিষয়ে এই কথা বলিলেন ॥ ২২

ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ! এই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু সকল ভুবনের অধীশ্বর। ইঁহাকে জগতের কোন প্রাণীই যথার্থরূপে জানে না। ভগবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নির্গুণ পরমাত্মার মহিমা কেহই পূর্ণরূপে বর্ণনা করিতে সমর্থ নহে ॥ ২৩

দেবগণ! এ বিষয়ে আমি তোমাদের নিকট গরুড় ও ঋষিগণের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস বলিব ॥ ২৪

পুরা ব্রহ্মর্ষয়শ্চৈব সিদ্ধাশ্চ ভুবনেশ্বরম্
আস্থিত্য হিমবৎপৃষ্ঠে চক্রিরে বিবিধাঃ কথাঃ ॥ ১৫
তেষাং কথান্তরাং শুভ্রা কথান্তে পতত্তাং বরঃ।
প্রাদুরাসীদ্বয়াভেজা বাহশ্চক্রগদাভৃতঃ ॥ ১৬
স তানৃষীন্ সমাসাদ্য বিনয়াবনতাত্মনঃ।
অবতীর্য্য মহাযীর্য্যস্তানৃষীনভ্যভাষিবান্ ॥ ১৭
তমাচিতঃ স ঋষিভিঃ আসনেন মহাবলঃ।
উপাবিশত্ত তেজস্বী ভূমৌ বেদসমত্তাং বরঃ ॥১৮
তমাসীনং মহাত্মানং বৈনতেয়ঃ মহাত্মানম্।
ঋষয়ঃ পরিপপ্রচ্ছুর্মহাত্মানঃ তপস্বিনঃ ॥ ১৯

ঋষয় উচুঃ।

কৌতূহলং বৈনতেয় পরং নো হৃদি বর্ত্ততে
তস্য নাত্যোহস্তি বক্তেহ ত্বামৃতে পন্নগাশন ॥ ৩০
তদাখ্যাতুমিহেচ্ছামো ভবতা প্রভ্রমুত্তমম্।

পুরাকালের কথা, হিমালয়ের শিখরের উপর ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ ভগবীশ্বরের শরণ গ্রহণ করত তাঁহার বিষয়ে নানাপ্রকার বহু কথা আলোচনা করিতেছিলেন। ১৫

তাঁহাদের আলোচনা শেষ হইতেই চক্র ও গদাধারী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর বাহন বলবেগশালী পক্ষিরাজ গরুড় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৬

সেই ঋষিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া মহাপরাক্রমশালী গরুড় নিজে অবতীর্ণ হইলেন এবং সবিনয়ে মস্তক নত করিয়া তাঁহাদের সমীপে গমন করিলেন। ১৭

ঋষিগণ আসনসহকারে বেদবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাবল ও তেজস্বী গরুড়ের পূজা করিলেন। তাঁহাদের দ্বারা পূজিত হইয়া গরুড় ভূতলে উপবিষ্ট হইলেন। ১৮

তিনি উপবেশন করিলেন পর মহাতেজস্বী, বিনতাদেবীর মহাত্মা পুত্রকে সেখানে উপবিষ্ট দেখিয়া ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৯

ঋষিগণ বলিলেন, "বিনতানন্দন গরুড়! আমাদের হৃদয়ে এক প্রশ্ন লইয়া অতিশয় কৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছে। উহার সমাধানকারী কোন পুরুষ এ জগতে আপনি ব্যতীত আর কেহই নাই; অতএব আমরা আপনার দ্বারা নিজেদের সেই উত্তম প্রশ্নের সমাধান করিতেই উদ্যুক্ত হইয়াছি। ৩০½

গরুড় বলিলেন,—ব্রহ্মাসনের যোগ্য শ্রেষ্ঠ মুনীশ্বরগণ! আমার দ্বারা কোন্ বিষয় আপনারা প্রবণ করাইতে চান? তাহা

গরুড় উবাচ।

কিং ময়া শ্রুত বক্তব্যং কার্য্যঞ্চ বদতাং বরাঃ ॥৩১
যুয়ং হি মাং যথাযুক্তং সর্বে বৈ বেদুমর্হথ।

ব্রহ্মোবাচ।

নমস্কৃত্বা জনন্যাস্তু ততস্তে হৃদি সত্তমাঃ।
প্রষ্টুং প্রচক্রমুস্তত্র বৈনতেয়ং মহাবলম্ ॥৩২

ঋষয় উচুঃ।

দেবদেবং মহাত্মানং নারায়ণমনাময়ম্
ভবাভূপান্তে বরদা কৃতোহয়ো ক্ষত্র ভবতঃ ॥৩৩
প্রকৃতিবিকৃতির্বাসা কীদৃশী ক চ সা স্থিতিঃ।
এতদ্ ভবন্তঃ পৃচ্ছামো দেবোহয়ং ক কৃতালয়ঃ ॥ ৩৪
এষ ভক্তপ্রিয়ো দেবঃ প্রিয়ভক্তস্তথৈব চ।
যঃ প্রিয়শ্চাসি ভক্তশ্চ নান্যঃ কাশ্যপ বিদ্যতে ॥ ৩৫
যুক্তশ্চিব মনশ্চক্ষুরাদিভাবাত্মবিভুঃ
অনাদিমধ্যনিধনো ন বিদ্মোনং কৃতো ভবো ॥ ৩৬

বলুন। আপনারা আমাকে সর্বপ্রকার যথোচিত কার্য্যের জন্য আদেশ করিতে পারেন। ৩১

ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবতাগণ! তদনন্তর সেই সৎপুরুষপ্রধান ঋষিগণ অখণ্ডীন ভগবান নারায়ণকে নমস্কার করিয়া মহাবল গরুড়কে সেস্থানে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩২

ঋষিগণ বলিলেন,—বিনতানন্দন! রোগ-শোকরহিত, বরদাতা, দেবাধিদেব যে মহাত্মা নারায়ণের আপনি উপাসনা করিতেছেন, তাঁহার আবির্ভাব কোথা হইতে হইয়াছে? এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি কে? ৩৩

তাঁহার প্রকৃতি বা বিকৃতি কিভাবে হইয়াছে? তাঁহার স্থিতি কোথায়? এবং সেই নারায়ণদেব কোথায় নিজের গৃহ নির্মাণ করিয়া বিরাজমান আছেন। এই সব কথা আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ৩৪

গরুড়কুমার! এই ভগবান্ নারায়ণ ভক্তগণের প্রিয় এবং ভক্তও তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। আপনি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ও ভক্ত। আপনার তুল্য অন্য কেহই তাঁহার প্রিয় নহে ॥ ৩৫

তাঁহার বিগ্রহ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভব করিবার যোগ্য নহেন। তিনি যেন সকলেরই মন ও নয়ন হরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই। আমরা ইঁহার বিষয়ে এই কথা বুঝিতে পারিতেছি না যে, ইঁহার আবির্ভাব কোথা হইতে হইয়াছে? ৩৬

বেদেষ্বপি চ বিদ্বাংসো গীয়তে ন চ বিদ্মহে।
তত্ত্বতস্তত্ত্বভূতাত্মা বিষ্ণুর্নিত্যঃ সনাতনঃ ॥৩৭
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্
গুণাস্তেষাং সখাসাখ্যাঃ ভাবাভাবৌ তথৈব চ ॥ ৩৮
তমঃ সত্ত্বং রজশ্চৈব ভাবাশ্চৈব তদাত্মকাঃ
মনো বুদ্ধিশ্চ তেজশ্চ বুদ্ধিগম্যানি তত্ত্বতঃ ॥ ৩৯
তাত তস্মাদ্ধি তিষ্ঠতে তেজসো বিষ্ণুঃ।
সংচিন্ত্য বহুধা বুদ্ধ্যা নাধ্যগচ্ছামহে পরম্ ॥
তস্য দেবস্য তত্ত্বেন তত্ত্বঃ শাস্ত্রে যথাগতম্ ॥ ৪০

সুপর্ণ উবাচ।

স্তুতো যজ্ঞ ভগবাংস্তেনৈব যেন হেতুনা
ত্রৈলোক্যস্য তু রক্ষার্থং সৃজ্যতে রূপমাস্থিতঃ ॥ ৪১
ময়া তু মহদাশ্চর্যং পুরা দৃষ্টং সনাতনে
দেবে শ্রীবৎসনিলয়ে তচ্ছৃণুধ্বমতন্দ্রিতঃ ॥
ন স্ম শক্যো ময়া বেত্তুং ন ভবদ্ভিঃ কদাচন ॥ ৪২

যথা মাং প্রাহ ভগবাংস্তথা তচ্ছ্রুয়তাং মম।
ময়ানুক্তা দেবতানাং নিবদ্ধাম্যমিতস্তথা ॥ ৪৩
স্তুতঃ বিপাট্য তং যন্ত্রং বিস্ত্রাস্যামৃতরক্ষিণঃ
দেবতা বিমুখীকৃত্য দেত্রাঃ সমরতো মৃধে ॥ ৪৪
তং দৃষ্ট্বা মম বিক্রান্তং বাগুবাচাশরীরিণী
অশরীরিণী বাগুবাচ।
প্রীতোঽস্মি তে বৈনতেয় কর্মণানেন সুব্রত।
অমৃতা ত্বেঽদ্য মদ্বাক্যাৎ ব্রূহি কিং করবাণি তে ॥ ৪৫

সুপর্ণ উবাচ।

তামেবংবাদিনীং বাচমহং প্রত্যব্রুবং তদা
জ্ঞাতুমিচ্ছামি ত্বাং হি ত্বত্তো মে দাস্যসে বরম্ ॥ ৪৬
ততো জলদগম্ভীরং প্রহস্য শ্লক্ষ্ণয়া গিরা।
উবাচ বরদঃ প্রীতঃ কালে ত্বং মাভিবেৎস্যসি ॥ ৪৭
বালস্ত্বং মে সখা সাধু বরং দদ্মি তবোত্তমম্।
ন তে বীর্যেণ সদৃশঃ কশ্চিল্লোকে ভবিষ্যতি ॥ ৪৮

বেদেও বিদ্বাংসো বলিয়া ইঁহার মহিমা গান করা হইয়াছে, কিন্তু আমরা ইঁহা জানিতে পারিতেছি না যে, সেই তত্ত্বভূততত্ত্বরূপ নিত্য সনাতন প্রভু বস্তুতঃ কিরূপ ? ৩৭

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও অগ্নি—এই পঞ্চভূত, ক্রমশঃ এই ভূতসকলের গুণ ; ভাব-অভাব, সত্ত্ব, রজ, তম, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসভাব ; বুদ্ধি ও তেজ—এই সমস্ত বস্তুকে বুদ্ধিগম্য ? ৩৮-৩৯

তাত ! এই সবই সেই শ্রীহরি হইতে উৎপন্ন হয় এবং সেই ভগবান্ এই সমস্তের মধ্যে ব্যাপকরূপে অবস্থিত আছেন। আমরা তাঁহার বিষয়ে নিজ নিজ বুদ্ধির দ্বারা বহুভাবে বিচার করিয়াছি, তথাপি কোন এক উত্তম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই ; অতএব আপনি যথার্থরূপে আমাদের এই সব তত্ত্ব বলুন। ৪০

গরুড় বলিলেন,—মহাত্মাগণ ! যিনি স্থূলস্বরূপ ভগবান্, তিনিই ত্রিভুবনের রক্ষার জন্য সেই কারণভূত নিজের স্বরূপের দ্বারা সকল লোকের দৃষ্টিগোচর হন ? ৪১

আমি পূর্বে সেই পরমদেব সনাতন শ্রীবৎসনিলয় ভগবানের মধ্যে যে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয় দর্শন করিয়াছি, তাহা সর্বতোভাবে শ্রবণ করুন।

আমি কিংবা আপনারা কোনও ব্যক্তিই কোনরূপে ভগবানের যথার্থস্বরূপ জানিতে সমর্থ নহি। ভগবান্ স্বয়ংই নিজের বিষয়ে আমাকে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তৎসমস্তই আপনারা সেইরূপেই শ্রবণ করুন ? ৪২-৪৩½

মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! আমি দেবগণের আক্রমণেই তাঁহার রক্ষাদক্ষ বিশীর্ণ করত অমৃতের রক্ষকসকলকে বিত্রাসিত করিয়া উগ্র ও রক্তনয়নের সহিত সমস্ত দেবতাগণকে পরাজিত করত সত্বর অমৃত অপহরণ করিয়া লইলাম। আমার সেই পরাক্রম দেখিয়া আকাশবাণী বলিলেন ? ৪৪-৪৫½

আকাশবাণী বলিলেন, উত্তম ব্রতপালনকারী বিনতানন্দন ! আমি তোমার এই পরাক্রমে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। আমার বাক্য কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না ; অতএব বল, আমি তোমার কোন্ মনোরথ পূর্ণ করিব ? ৪৫

গরুড় বলিলেন,—ঋষিগণ ! আকাশবাণীর এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি সেই সময় এই উত্তর দিলাম আমি প্রথমে ইহা জানিতে অভিলাষী যে, আপনি কে ? তাহার পর আমাকে বরদান করিবেন ? ৪৬

তখন বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বরদাতা ভগবান্ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত মেঘসদৃশ গম্ভীর স্বরে শ্রীতিসহকারে বলিলেন,—সময় আসিলে পর তুমি আমার বিষয়ে সব কিছুই জানিতে পারিবে ? ৪৭

পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গরুড় ! আমি তোমাকে এই বরদান করিতেছি যে, দেবতা বা মানব কেহই এ সংসারে তোমার তুল্য পরাক্রমশালী হইবে না।

পতঙ্গ পতত্তাং শ্রেষ্ঠ ন দেবো নাপি দানবঃ।
যৎসধিষ্ণ্যমনুপ্রাপ্তো দুর্ধর্ষশ্চ ভবিষ্যসি ॥ ৪৯
তমব্রবং দেবদেবং ব্রহ্মেবংবাদিনং পরম্।
প্রণতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা প্রণম্য শিরসা বিভুম্ ॥ ৫০
এবমেতন্মহাবাহো সর্বমেতদ্ ভবিষ্যতি।
বাহনং ত্বে ভবিষ্যামি যথা বদতি মাং ভবান্ ॥ ৫১
ধ্বজস্তেঽহং ভবিষ্যামি রথস্য চ ন সংশয়ঃ।
তথাস্ত্বিতি স মামুক্ত্বা রথাভিপ্রায়তো গতঃ ॥ ৫২
ততোঽহং কৃতসংবাদস্তেন কেনাপি সত্তমাঃ।
কৌতূহলসমাবিষ্টঃ পিতরং কাশ্যপং গতঃ ॥ ৫৩
সোঽহং পিতরমাসাদ্য প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ।
সর্বমেতদ্ যথাতথ্যমুক্তবান্ পিতুরন্তিকে ॥ ৫৪
শ্রুত্বা তু ভগবান্ মহ্যং ধ্যানমেবান্বপদ্যত।
স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা মামাহ বদতাং বরঃ ॥ ৫৫

তুমি আমার শ্রেষ্ঠ বাহন হও, আমার সন্নিধানে প্রাপ্ত হওয়ায় তুমি সর্বদা দুর্জয় হইয়া থাকিবে ॥৪৮-৪৯

তখন আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া সংযতচিত্তে পূর্বোক্ত বাক্যত্রয়ী সর্বব্যাপী দেবাধিপতি ভগবান্ পরমপুরুষকে বন্দন নত করিয়া প্রণাম করত এই কথা বলিলাম ॥ ৫০

মহাবাহো! আপনার কথা সত্য। এ সব কিছুই আপনার আদেশানুসারেই হইবে। আপনি আমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহারই অনুসারে আমি আপনার অবশ্যই বাহন হইব। আপনি ধ্বজে বিরাজমান থাকিলে আমি আপনার ধ্বজে অবস্থান করিব– ইহাতে কোনও সংশয় নাই। তখন ভগবান্ আমাকে 'তথাস্তু' বলিয়া তিনি নিজের ইচ্ছানুসারে চলিয়া যাইলেন ॥ ৫১-৫২

সাধুশ্রেষ্ঠগণ! তদনন্তর সেই অনির্বচনীয় দেবতার সহিত বার্তালাপ করত আমি কৌতূহলবশে নিজের পিতা কশ্যপের নিকট গমন করিলাম ॥ ৫৩

পিতার নিকট উপস্থিত হইয়াই আমি তাঁহার চরণে প্রণাম করিলাম এবং সেই সব বৃত্তান্ত আমি তাঁহাকে যথাযথভাবে বলিলাম ॥ ৫৪

ইহা শ্রবণ করিয়া আমার পূজ্যপাদ পিতা ধ্যানমগ্ন হইলেন। মুহূর্তকাল ধ্যান করিয়া সেই বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুনি আমাকে বলিলেন ॥ ৫৫

তাত! আমি ধন্য, আমি ভগবানের কৃপার পাত্র, যাহার

ত্বয়োঽহমনুগৃহীতোঽস্মি যৎ ত্বং তেন মহাত্মনা
সংবাদং কৃতবাংস্তাত গুহ্যেন পরমাত্মনা ॥ ৫৬
ময়া হি স মহাতেজা নাতিযোগসমাধিনা
তপসোগ্রেণ তেজস্বী তোষিতস্তপসাং নিধিঃ ॥ ৫৭
ততো মে দর্শয়ামাস তোয়মধ্যে পুত্রক।
শ্বেতপীতারুণশিতঃ কৃষ্ণ-কপিল-পিঙ্গলঃ ॥ ৫৮
রক্তনীলাসিতশ্চিত্রঃ সহস্রোদরপাণিপাদ্।
দ্বিসাহস্রমবক্ত্র একাক্ষঃ শতলোচনঃ ॥ ৫৯
নমস্যাস্তু ত্বং বিশ্বময়ং মূর্ধ্না প্রণম্য চ
শুক্ল-যজুঃ-সামভিঃ স্তুত্বা শরণ্যং শরণং গতঃ ॥ ৬০
তেন ত্বং কৃতসংবাদঃ স্বতঃ সর্বহিতৈষিণা
বিশ্বরূপেণ দেবেন পুরুষেণ মহাত্মনা ॥ ৬১
তমেবারাধয় ক্ষিপ্রং হ্যারাধ্যো ন সীদসি।
সোঽহমেবং ভগবতা পিত্রা ব্রহ্মর্ষিসত্তমাঃ ॥ ৬২

পুত্র হইয়া তুমি সেই মহাত্মা তব পরমাত্মার সহিত বার্তালাপ করিয়াছ ॥ ৫৬

আমি অনন্যভাবে মনকে একাগ্র করিয়া উগ্র তপস্যার দ্বারা সেই মহাতেজস্বী পরম তপস্যার নিধিস্বরূপ শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিয়াছি ॥ ৫৭

পুত্র! তখন আমাকে সন্তুষ্ট করিতে করিতেই যেন ভগবান্ শ্রীহরি আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন। তাঁহার বিভিন্ন অঙ্গের কান্তি শ্বেত, পীত, অরুণ, কৃষ্ণ, কপিল ও পিঙ্গলবর্ণের ছিল ॥ ৫৮

তিনি রক্ত, নীল ও কৃষ্ণবর্ণচূড়াযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সহস্র উদর ও হস্ত ছিল। তাঁহার দ্বিসহস্র মুখ দুই সহস্র সংখ্যায় ছিল। কিন্তু তাঁহার একটি নয়ন ও মাথায় শত নয়ন ছিল ॥ ৫৯

সেই বিশ্বাত্মাকে নিকটে প্রাপ্ত হইয়া আমি মস্তক নত করত প্রণাম করিয়া ঋক্, যজুঃ ও সামমন্ত্রসমূহের দ্বারা তাঁহার স্তুতি করিয়া সেই শরণাগতবৎসল ভগবানের শরণাগত হইলাম ॥ ৬০

পুত্র শরভ! সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী সেই বিশ্বরূপধারী সর্বব্যাপী পরমাত্মাদেবের সহিত তুমি বার্তালাপ করিয়াছ; অতএব শীঘ্র তাঁহার আরাধনা কর। তাঁহার আরাধনা করিয়া তুমি কখনও কষ্ট পাইবে না ॥ ৬১½

ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠগণ! এইরূপে আমার পূজ্যপাদ পিতা যথোচিতরূপে বুঝাইলে পর আমি নিজ গৃহে গমন করিলাম। পিতার নিকট হইতে গমনানুমতি লইয়া নিজের গৃহে আগমন করত আমি সেই পরমাত্মার ধ্যানে মন নিবিষ্ট করিয়া তাঁহারই চিন্তা করিতে লাগিলাম ॥ ৬১-৬৩½

অনুনীতো যথান্যায়ং যমেন ভবনং গতঃ
সোঽহমামন্ত্র্য পিতরং তমুত্তাগবতমানসঃ ॥ ৬৩
যমেবালম্বমাসাদ্য তমেবার্থমচিন্তয়ম্ ।
তদ্ভাবেগতভাবাত্মা তদ্ভূতগতমানসঃ ॥ ৬৪
গোবিন্দং চিন্তয়ন্নাসং পুনে শাশ্বতং পরমব্যয়ম্ ।
ধৃতং বভূব হৃদয়ং নারায়ণদিদৃক্ষয়া ॥ ৬৫
সোঽহং বেগং সমাস্থায় মনোমারুতবেগবান্ ।
রম্যাং বিশালাং বদরীং গতো নারায়ণাশ্রমম্ ॥ ৬৬
তত্তত্র হরিং দৃষ্ট্বা জগতঃ প্রভবং বিভুম্ ।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং প্রণতঃ শিরসা হরিম্ ॥ ৬৭
অগৃহ্ণদ্ভূদামভিশ্চৈনং ভূষাব পরয়া মুদা
সোঽহং প্রপন্নঃ শরণং দেবদেবং সনাতনম্ ॥
প্রাঞ্জলির্মনসা ভূত্বা বাক্যমেতদ্ অদোক্তবান্ ॥ ৬৮
ভগবন্ ভূতভব্যেশ ভবদ্ভূতগবায় ।
শরণং সম্প্রপন্নং মাং ত্রাতুমর্হস্যরিন্দম ।৬৯

অহং তু তত্ত্বজিজ্ঞাসুঃ কোঽসি কস্যাসি কুত্র বা ।
সম্প্রাপ্তঃ পদবীং দেব স মাং সন্ত্রাতুমর্হসি ॥ ৭০

শ্রীভগবানুবাচ

মম ত্বং বিদিতঃ সৌম্য যথাবৎ তত্ত্বদর্শনে ।
জ্ঞাপিতশ্চাপি যৎ পিত্রা তচ্চাপি বিদিতং মহৎ ॥ ৭১
বৈনতেয় ন কস্যাপি অহং বেদ্যঃ কথঞ্চন ।
মাং হি বিন্দন্তি বিদ্বাংসো যে জ্ঞানে পরিনিষ্ঠিতাঃ ॥ ৭২
নির্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বাশীর্বন্ধনাবৃতাঃ ।
তথাঽন্তু সততং ভক্তো মদ্মনাঃ পক্ষিসত্তম ।৭৩
স্থূলং মাং বেৎস্যসে তস্মাজ্জগতঃ কারণে স্থিতম্

সুপর্ণ উবাচ ।

এবং ধর্মাত্মতন্ত্রেণ ততোঽহমবিমনস্তমাঃ
নষ্টখেদশ্রমতন্দ্রঃ ক্ষণেন স্তুতবং তদা ॥ ৭৪
স শনৈর্যাতি ভগবান্ গত্বা লম্বপরাক্রমঃ
অহং তু সুমহাবেগমাস্থায়ানুব্রজামি তম্ ॥ ৭৫

ভগবান্ বলিলেন,—সৌম্য! তুমি যথাযথভাবে আমার তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছ, এই কথা আমি পূর্বেই জ্ঞাত হইয়াছি। তোমার পিতা তোমাকে আমার সম্বন্ধে যে জ্ঞান প্রদান করিয়াছে, সেই সমস্ত আমি বিদিত আছি। ৭১

বিনতানন্দন! কাহারও কোনরূপেই আমার স্বরূপের পরিপূর্ণ জ্ঞান হয় না। কিন্তু জ্ঞাননিষ্ঠ বিদ্বান্‌গণ আমার বিষয়ে কিছু জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। ৭২

যাহারা মমতাহীন, অহঙ্কারশূন্য এবং সর্ববিধ কামনার বন্ধন হইতে মুক্ত, তাহারাই আমার জ্ঞান লাভ করে। পক্ষিপ্রবর! তুমি আমার ভক্ত ও সর্বদা আমাতেই মনকে নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছ, সেইজন্য জগতের কারণরূপে স্থিত আমার স্থূল স্বরূপের বোধ তুমি পাইবে। ৭৩-৭৪

সুপর্ণ (গরুড়) বলিলেন,—অরিন্দমেশ্বর! এইভাবে ভগবান্ অন্তর্ধান করিলে পর কণকালের মধ্যেই আমার খেদ, শ্রম ও তন্দ্রা সব নষ্ট হইয়া গেল। ৭৪

সেই সময় শীঘ্রগামী ভগবান্ নিজের গতিতে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন এবং আমি তীব্র বেগ অবলম্বন করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। ৭৫

স গত্বা দীর্ঘমধ্বানমাকাশমবিচারয়ন্।
মনসাপ্যগমং দেশমাসসাদাত্মতত্ত্ববিৎ ॥ ৭ ॥
অথ দেবঃ সমাসাদ্য মনসঃ সদৃশং জবম্।
মোহয়িত্বা চ মাং তত্র ক্ষণেনান্তরধীয়ত ॥ ৭৭
তত্রানুধরধীরেণ ভোঃশব্দেনানুনাদিনা
অয়ং ভোঽহমিতি প্রাহ বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥ ৭৮
শব্দানুসারী তু ততস্তং দেশমহমাব্রজম্।
তত্রাপশ্যং ততশ্চাহং শ্রীমদ্ধ্বসমুত্তমং সরঃ ॥ ৭৯
স তৎসরঃ সমাসাদ্য ভগবানাত্মবিত্তমঃ।
ভোঃ শব্দ প্রতিসংহৃত্য স্বরেণাপ্রতিবাদিনা ॥ ৮০
বিবেশ দেবঃ স্বাং যোনিং যামিদং চাভ্যভাষত

শ্রীভগবানুবাচ

বিশস্ব সলিলং সৌম্য সুখমত্র বসাবহে ॥ ৮১

সুপর্ণ উবাচ।

ততশ্চ প্রাবিশং তত্র সহ তেন মহাত্মনা।
দৃষ্টবানস্মি তত্তত্র তস্মিন্ সরসি ভাস্বরম্ ॥ ৮২

অগ্নীণাং সুপ্রতীতানামিদ্ধানামিন্ধনৈর্বিনা।
দীপ্তানামাজ্যসিক্তানাং স্থানেষ্বচিষ্মতাং সদা ॥ ৮৩
দীপ্তিভেষামনাখ্যানাং প্রাগ্রাজ্যানামিবাভবৎ।
অগ্নিষ্ঠানামিব সতামগ্নিষ্ঠানামিব ভাস্বতাম্ ॥ ৮৪
অথাহং বরদং দেবং নাপশ্যং তত্র সত্তমম্।
তেষাং তত্রাগ্নিহোত্রাণামীড়িতানাং সহস্রশঃ ॥ ৮৫
সমীপে বহুতত্ত্বমপশ্যমহমব্যয়ম্।
এষু চাগ্নিষ্ঠনীপেষু শুশ্রাব সুপদাক্ষরাঃ ॥ ৮৬
প্রভাবাস্তরিতানাং তু প্রস্পষ্টাক্ষরভাষিণাম্
ঋগ্যজুঃসামগানাঞ্চ মধুরাঃ সুস্বরা গিরঃ ॥ ৮৭
তাস্তনেকসহস্রাণি পঞ্চীরাত্ত মহাজবাৎ।
অপশ্যমানস্তং দেবং ততোঽহং ব্যথিতোঽভবম্ ॥ ৮৮
ততস্তেষ্বগ্নিহোত্রেষু জ্বলৎসু বিমলার্চিষু
তানুমৎস্থ ন পশ্যামি দেবদেবং সনাতনম্ ॥ ৮৯

সেই অগ্নিহোত্রে অগ্নী ও আত্মতত্ত্ববিৎ ভগবান্ শ্রীহরি আকাশের বহুদূর পর্য্যন্ত পথ অতিক্রম করিয়া মনের অগম্য নিজের দেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ৭৬

তদনন্তর ভগবান্ মনের ন্যায় বেগ অবলম্বন করিয়া আমাকে মোহিত করত সেখানে ক্ষণকালের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যাইলেন। ৭৭

সেখানে মেঘের তুল্য ধীর গম্ভীরস্বরে উচ্চারিত 'ভো:' শব্দের দ্বারা বাক্যে বলিতে নিপুণ ভগবান্ এই প্রকার বলিলেন—হে গরুড়! এই আমি। ৭৮

আমি সেই শব্দের অনুসরণ করিতে করিতে সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে আমি এক সুন্দর সরোবর দেখিলাম, যাহাতে বহু হ্রদ শোভা পাইতেছিল। ৭৯

আত্মতত্ত্বজ্ঞেষ্ঠ ভগবান্ নারায়ণ সেই সরোবরের নিকট উপস্থিত হইয়া 'ভো' শব্দযুক্ত অনুপম গম্ভীর স্বরে আমাকে আহ্বান করিতে করিতে নিজের শয়ন-স্থান জলে প্রবিষ্ট হইয়া যাইলেন এবং আমাকে এই কথা বলিলেন। ৮০-৮১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—সৌম্য! তুমিও জলে প্রবিষ্ট হও। আমরা উভয়ে এস্থানে সুখে বাস করিব। ৮১

গরুড় বলিলেন,—ঋষিগণ! আমি তখন সেই মহাত্মা শ্রীহরির সহিত সেই সরোবরে প্রবেশ করিলাম। সেখানে আমি অত্যন্ত অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিধি অনুসারে স্থাপিত অগ্নিসকল বিনা কাষ্ঠেই জ্বলিতেছে এবং ঘৃতাহুতি পাইয়া উদ্দীপিত হইতেছে। ৮২-৮৩

ঘৃত না পাইলেও সেই সব অগ্নির লৌকি ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত অগ্নির তুল্য ছিল এবং কাষ্ঠ ব্যতীতই কাষ্ঠযুক্ত অগ্নির সদৃশ তাহাদের প্রভা প্রকাশিত হইতেছিল। ৮৪

সেখানে গমন করিলেও সেই বরদায়ক দেবতা নারায়ণের দর্শন লাভ আমার হইল না। সহস্র সহস্র স্থানে প্রজ্বলিত সেই অগ্নিহোত্রের সমীপে আমি সেই অদ্ভুত ও অবিনাশী শ্রীহরিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। ৮৫

সেই সকল অগ্নির নিকটে অক্ষরসমূহের স্পষ্ট উচ্চারণকারী এবং নিজের প্রভাবে অদৃশ্য ভাবে স্থিত, ঋগ্‌বেদ যজুর্ব্বেদ ও সামবেদের বিদ্বান্‌গণের সুন্দর মধুর বাণী আমি শ্রবণ করিলাম। তাঁহাদের পদ ও অক্ষরসমূহ সুন্দর রীতিতে উচ্চারিত হইতেছিল। ৮৬-৮৭

আমি অতিবেগে সেখানের সহস্র সহস্র ঘৃত ঘুরিয়া আসিলাম; কিন্তু কোথাও নিজের আরাধ্যদেবের দর্শন লাভ হইল না। ইহাতে আমি ব্যথিত হইলাম। ৮৮

নির্ম্মল শিখাযুক্ত সেই অগ্নিহোত্র পূর্ব্ববৎ প্রকাশিত হইতেছিল। তাঁহার সমীপেও আমি কোথাও সনাতন দেবাধিদেব

ততোঽহং তানি দীপ্তানি পরীর বাধিতেন্দ্রিয়ঃ।
নাস্তং বেদাঃ প্রপদ্যন্তি যেনাহমিহ চোদিতঃ ॥ ৯০
এবং চিন্তাসমাপন্নঃ প্রধ্যাতুমুপচক্রমে
বিনয়াবনতো ভূত্বা নমশ্চক্রে মহাত্মনে ঃ ৯১
অনাদিনিধনায়ৈর্ত্তিনামভিঃ পরমাত্মনে।
নারায়ণায় শুদ্ধায় শাশ্বতায় ধ্রুবায় চ ঃ ৯২
ভূতভব্যভবেশায় শিবায় শিবমূর্ত্তয়ে।
শিবযোনেঃ শিবাত্মায় শিবপূজ্যতমায় চ ঃ ৯৩
ঘোররূপায় মহতে যুগান্তকরণায় চ।
বিশ্বায় বিশ্বদেবায় বিশ্বেশায় মহাত্মনে ॥ ৯৪
সহস্রোদারপাদায় সহস্রনয়নায় চ
সহস্রবাহবে চৈব সহস্রবদনায় চ ঃ ৯৫
শুচিশ্রবায় মহতে শতুসংবৎসরায় চ
ঋক্‌যজুঃসামবক্ত্রায় অথর্বশিরসে নমঃ ॥ ৯৬
হৃষীকেশায় কৃষ্ণায় ক্রুবিশোরুক্রমায় চ।
ব্রহ্মেন্দ্রকায় তার্ক্ষ্যায় বরাহায়ৈকশৃঙ্গিণে ঃ ৯৭
নিধিনিষ্টায় সত্যায় হরয়েঽথ শিখণ্ডিনে
হংসায়োর্দ্ধায় বক্ত্রায় লৌত্রানীকায় সাধবে ॥ ৯৮
সিন্ধবে সিন্ধুবর্ণায় দেবানাং সিন্ধবে নমঃ
গরুত্মতে ত্রিনেত্রায় সুধামায় বৃষাত্মনে ঃ ৯৯
সন্ন্যাড়ুগ্রে সংকুসুকে বিরূপে সম্ভবে ভবে।
বৃষায় বৃষরূপায় বিভবে ভূর্ভুবায় চ ঃ ১০০
দীপ্তমূর্দ্ধায় যজ্ঞায় স্থিরায় ধ্রুবিরায় চ
অচ্যুতায় ধ্রুবায়ায় বীরায় চ সমায় চ ঃ ১০১
জিষ্ণবে পুরুহূতায় বশিষ্ঠায় বরায় চ।
সত্যোদায় সুরেশায় হরয়েঽথ শিখণ্ডিনে ঃ ১০২

দীহরিকে দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি সেই প্রদীপ্ত অগ্নিহোত্রসদৃশ পরিক্রমা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যথিত হইয়া উঠিল; কিন্তু তাঁহার কোথাও আমি শেষ দেখিতে পাইলাম না। যে ভগবান্ আমাকে এখানে আসিবার জন্য প্রেরিত করিয়াছিলেন, তাঁহার দর্শনও আমার হইল না ঃ ৮৯-৯০

এইভাবে চিন্তায় পতিত হইয়া আমি ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলাম; এবং সবিনয়ে নতমস্তক হইয়া আমি নিম্নোক্ত নাম-সমূহের দ্বারা আদি-অন্তরহিত পরমাত্মা মহাধনস্বী নারায়ণের বন্দনা আরম্ভ করিলাম ঃ ৯১

যিনি শুদ্ধ, শাশ্বত, ধ্রুব, এবং ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের অধিপতি, শিবস্বরূপ, মঙ্গলমূর্ত্তি, কল্যাণের উৎপত্তিস্থান, শিবেরও আদিকারণ এবং ভগবান্ শিবেরও পরমপূজনীয়, সেই নারায়ণকে নমস্কার ঃ ৯২-৯৩

যিনি প্রলয়কে অন্ত করিবার জন্য অত্যন্ত ঘোর রূপ ধারণ করেন, যিনি বিশ্বরূপ, বিশ্বদেব, বিশ্বেশ্বর ও পরমাত্মা, সেই শ্রীহরিকে নমস্কার ঃ ৯৪

যাঁহার সহস্র উদর, সহস্র পদ ও সহস্র নেত্র আছে, যিনি সহস্র বাহু ও সহস্র মুখশোভিত, সেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে নমস্কার ঃ ৯৫

যাঁহার যশ পবিত্র, যিনি মহান্, ঋতু ও সংবৎসরস্বরূপ, ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ যাঁহার মুখ এবং অথর্ববেদ যাঁহার মস্তক, সেই নারায়ণকে নমস্কার ঃ ৯৬

যিনি হৃষীকেশ (সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক), কৃষ্ণ (সচ্চিদানন্দস্বরূপ), ক্রুবিণ (ধ্বজ), উরুক্রম (বহুবিক্রমযুক্ত ত্রিবিক্রম), ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রস্বরূপ, গরুড়রূপ ও একশৃঙ্গবিশিষ্ট বরাহস্বরূপধারী, সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে নমস্কার ঃ ৯৭

যিনি নিধিনিষ্ট (ভেদে পরিজ্ঞাত), সত্য, হরি, শিখণ্ডী (বহুবর্ণচূড়াধারী) প্রভৃতি নামসমূহে প্রসিদ্ধ, যিনি হংস (ধ্যানকারী অগ্নিস্বরূপ), ঊর্দ্ধমুখ, রুদ্রদেবের সেনা, সাধু, সিন্ধু, সমুদ্রে অবস্থানকারী এবং দেবাসন্ধু (সকলস্বরূপ), সেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে নমস্কার ঃ ৯৮

যিনি গরুড়রূপধারী, ত্রিনেত্র (ত্রিকালজ্ঞ), উত্তমধামযুক্ত, সুধাময়, বৃষস্বরূপ, সকলের সম্রাট্, উত্তমরূপধারী, উগ্র কুটিলযুক্ত, ঘণ্টাশব্দরহিত, সকলের উৎপত্তির কারণ এবং ভবস্বরূপ, সেই শ্রীহরিকে নমস্কার ঃ ৯৯

যিনি বৃষ (অভীষ্ট বস্তুসমূহের বর্ষণকারী), বৃষরূপ (ধর্মস্বরূপ), বিভু (ব্যাপক), ভূর্লোক ও ভুবর্লোকময়, তেজস্বী পুরুষগণের দ্বারা সম্পূজিত যজ্ঞরূপ, স্থির এবং ধ্রুবিরূপ (ধ্রুব), সেই ভগবান্‌কে নমস্কার ঃ ১০০

যিনি বীর মহিমা হইতে কখনও চ্যুত হন্ না, স্থিরতুল্য শীতল, বীর, সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত, বিজয়শীল, যাঁহাকে বহু লোক আহ্বান করে কিংবা যিনি ইন্দ্রস্বরূপ এবং যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ, সেই ভগবান্‌কে নমস্কার ঃ ১০১

যিনি সত্য, দেবতাগণের অধিপতি, হরি (ভাবযুক্তময়), শিখণ্ডী (বহুবর্ণচূড়াশোভিত) এবং মুণ্ডের উপর উপবিষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুখস্বরূপ, সেই বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ বিষ্ণুকে নমস্কার ঃ ১০২

বহিষায় ধরেণ্যায় বসবে বিশ্বধেরবে
কিরীটিনে সুকেশায় বাসুদেবায় তুষিণে ॥ ১০৩
বৃহদ্বৃষসুষেণায় বৃশো হৃষ্ণুতরে তথা।
ভবেসযায় বিভবে ভরযাজাভয়ায় চ ॥ ১০৪
ভাস্করায় ধরেন্দ্রায় পদ্মনাভায় ভূমিণে
পুনর্বসুভৃত্তরায় জীবপ্রভবিষায় চ ॥ ১০৫
বষট্‌কারায় স্বাহায়ৈ স্বধায়ৈ নিধনায় চ
ওঙ্কে চ বজুষে সাম্নে ত্রৈলোক্যপতয়ে নমঃ ॥ ১০৬
শ্রীপদ্মায়াস্বসদৃশে ধরণে ধারণে পরে।
সৌম্যায় সৌম্যরূপায় সোমো সুমনসে নমঃ ॥ ১০৭
বিদ্যায় চ সুবিদ্যায় বিশ্বরূপধরায় চ।
কেশবায় সুকেশায় রশ্মিকেশায় তুমিণে ॥ ১০৮
হিরণ্যগর্ভায় নমঃ সৌম্যায় বৃষরূপিণে।
নারায়ণায়প্রবপুষে পুরুহূতায় বজ্রিণে ॥ ১০৯

যিনি কিরীটধারী, সুন্দর কেশসমূহে সুশোভিত, পরাক্রমশালী বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, বৃহদ্বৃষ নাম যাঁহার স্বরূপ, যিনি সুন্দর সেনাযুক্ত, ভূমণ্ডলধারণকারী বৃষভরূপী এবং সুখপ্রদ নামক বাক্য-বিশেষ, সেই ভগবান্‌কে নমস্কার। ১০৩½

যিনি এই জগতের জীবসমূহেরই সখা, যাঁহার অভয়দাতা, পূর্বরূপে প্রজাবিস্তারকারী, শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের প্রভু, যাঁহার নাভি হইতে পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছে এবং যিনি মহান্, সেই ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার। ১০৪½

যিনি পুনর্বসু নামক নক্ষত্রের দ্বারা পরিপালিত, জীবসমূহেরই উৎপত্তিস্থান, বষট্‌কার, স্বাহা, স্বধা ও নিধন—এই সব যাঁহার নাম ও রূপ এবং যিনি ত্রিলোকের অধিপতি, সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে আমার প্রণাম। ১০৫-১০৬

যিনি সৌন্দর্যমণ্ডিত পদ্ম হস্তে ধারণ করিয়া থাকেন, যিনি নিজের তুলনা নিজেই, যিনি ধরণ ও ধারণকারী পরম পুরুষ, যিনি সৌম্যরূপধারী, সৌম্য ও সুন্দর মনযুক্ত, সেই শ্রীহরিকে নমস্কার। ১০৭

যিনি বিশ্বরূপ, বিশ্বের নির্বাহকারী, বিশ্বরূপধারী, কেশব, সুন্দর কেশশোভিত, কিরণরূপ কেশবিশিষ্ট, অধিক বলশালী, সেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে আমার প্রণাম। ১০৮

যিনি হিরণ্যগর্ভ, সৌম্য, বৃষরূপধারী, নারায়ণ, শ্রেষ্ঠ শরীরধারী, পুরুহূত (ইন্দ্র), বজ্রধারী, ধর্মাত্মা, বৃষসেন, ধর্মসেন ও তীক্ষ্ণস্বরূপ, সেই ভগবান্ শ্রীহরিকে আমার প্রণাম ॥ ১০৯½

ধন্বিণে বৃষসেনায় ধর্মসেনায় রোধসে
মুনয়ে অরয়ুক্তায় অরাবিপতয়ে নমঃ ॥ ১১০
অনেত্রায় ত্রিনেত্রায় পিঙ্গলায় বিভূমিণে
তপোরত্ননিধানায় যুগপর্যায়িণে নমঃ ॥ ১১১
শরণায় শরণ্যায় শক্তেষ্টশরণায় চ
নমঃ সর্বভবেশায় ভূতভব্যভবায় চ ॥ ১১২
পাহি মাং দেবদেবেশ কোঽহ্যাত্মোঽসি সনাতন।
এবং গতোঽসি শরণং শরণ্যা ব্রহ্মযোনিনাম্ ॥ ১১৩
ভব্যং ভবং ভূতভবত্তং তমো যে প্রপদ্যতে।
শৃণোমি চ গিরং দিব্যামন্তর্ধানগতাং শিবাম্ ॥ ১১৪

শ্রীভগবানুবাচ

মা ভৈর্গরুত্মন্ দাস্যোঽসি পুনঃ
সেন্দ্রান্ দিবৌকসঃ।

যিনি ধনুর্ধর মুনি, অরাতি রোগমুক্ত, অন্নের অধিপতি, যাঁহার নেত্র নাই অথচ ত্রিনেত্র, যিনি পিঙ্গলবর্ণ ও প্রভাশালী তপস্যারূপ রত্নের উৎপত্তির জন্য মহাসাগর-সদৃশ, সেই শ্রীভগবান্ বিষ্ণুকে নমস্কার ১১০½

যিনি তপস্যা ও বেদের নিধি, পর্য্যায়ক্রমে যুগসমূহের পরিবর্তন-কারী, সকলের শরণদাতা, শরণাগতবৎসল, শক্তিশালী পুরুষের অভীষ্ট আশ্রয়, সমস্ত সংসারের অধীশ্বর, ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অধিপতি, সেই ভগবান্ নারায়ণকে আমার নমস্কার। ১১১-১১২

দেবদেবেশ আপনি আমাকে রক্ষা করুন। সনাতন পরমাত্মন্! আপনি কোন এক অনির্বচনীয় অবস্থা পুরুষ। আপনি ব্রাহ্মণগণের শরণদাতা, আমি সঙ্কটে পতিত হইয়া আপনার শরণগ্রহণ করিলাম। ১৩

এইভাবে সেই ভবনীয় পরমেশ্বরের স্তুতি করিতেই আমার সমস্ত দুঃখ নষ্ট হইয়া যাইল। তাহার পর আমি কোন এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা কথিত এই মঙ্গলময়ী দিব্য বাণী শ্রবণ করিলাম্। ১১৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—গরুড়! তুমি ভীত হইও না। তুমি মন ও ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়াছ। এখন তুমি পুনরায় ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত নিজ গৃহে যাইয়া পুত্র ও বন্ধুদিগকে দর্শন করিবে। ১১৫

যা চৈব ভবনং গত্বা ব্রহ্মণঃ পুত্রবান্ধবান্

সুপর্ণ উবাচ

ততস্তস্মিন্ ক্ষণেনৈব সহসৈব মহাদ্যুতিঃ ॥ ১১৬
প্রত্যদৃশ্যত তেজস্বী পুরস্তাৎ স মমাত্মনঃ।
সমাগম্য ততস্তেন শিবেন পরমাত্মনা ॥ ১১৭
অপশ্যং চাহমারাস্তং নরনারায়ণাশ্রমে।
চতুর্বিগুণবিন্যাসং তমেবং সনাতনম্ ॥ ১১৮
যজতস্তান্ঋষীন্ দেবান্ বদতো ধ্যায়তো মুনীন্।
মুক্তান্ সিদ্ধান্ নৈষ্ঠিকাংশ্চ জপতো যজতো গৃহীন্ ॥১১৯
পুষ্পপুরপরিক্ষিপ্তং ধূপিতং দীপিতং হিতম্
বন্দিতং সিক্তসম্মৃষ্টং নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥ ১২০
তদদ্ভুতমহং দৃষ্ট্বা বিস্মিতোঽস্মি তদানঘাঃ।
জগাম শিরসা দেবং প্রণতেনান্তরাত্মনা ॥ ১২১
তদদ্যাদ্ভুতসঙ্কাশং কিমেতদিতি চিন্তয়ন্

নাধ্যগচ্ছং পরং দিব্যং তস্য সর্বভবাত্মনঃ ॥ ১২২
প্রণিপত্য মুহুর্মূর্ধ্না পুনঃ পুনরুদীক্ষ্য চ
শিরস্যঞ্জলিমাধায় বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ১২৩
অব্রুবং তমদীনার্থং শ্রেষ্ঠানাং শ্রেষ্ঠমুত্তমম্।
নমস্তে ভগবন্ দেব ভূতভব্যভবৎপ্রভো ॥ ১২৪
যদেতদদ্ভুতং দেব ময়া দৃষ্টং স্বদাশ্রয়ম্।
অনাদিমধ্যপর্যন্তং কিং তদ্ব্রূহি বদস্ব মে ॥১২৫
যদি জানাসি মাং ভক্তং যদি বানুগ্রহো ময়ি।
সংসর্বমশেষেণ শ্রোতব্যং যদি চেন্মম ॥ ১২৬
স্বভাবস্তব দুর্জ্ঞেয়ঃ প্রাদুর্ভাবোঽদ্ভুতস্য চ
ভবন্তূতভবিষ্যেশ সর্বথা গহনো ভবান্ ॥ ১২৭
ব্রূহি সর্বমশেষেণ তদাশ্চর্যং মহামুনে।
কিং তদদ্যাদ্ভুতা বৃত্তাঃ ত্বয়িষ্বিহ সমন্ততঃ ॥ ১২৮
ক্বানি তাক্ষ্যহোত্রাণি ক্বেমাঃ শব্দ. শ্রুতো ময়া।
শৃণ্বতাং ব্রহ্ম সত্তমদৃশ্যানাং মহাত্মনাম্ ॥ ১২৯

গরুড় বলিলেন,—মুনিগণ! তদনন্তর সেই ক্ষণেই সেই পরম কান্তিমান্ তেজস্বী নারায়ণ সহসা আমার সম্মুখে অত্যন্ত নিকটে দৃষ্টিগোচর হইলেন। ১১৬॥

তখন সেই মহদ্ভয় পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। তারপর আমি দেখিলাম—সেই অষ্টবাহুসমন্বিত সনাতনদেব পুনরায় নর-নারায়ণের আশ্রমের দিকে আসিতেছেন। ১১৭॥

সেখানে আমি দেখিলাম, ঋষিরা যজ্ঞ করিতেছেন, দেবগণ পরস্পর আলাপ করিতেছেন, মুনিরা ধ্যানমগ্ন হইয়াছেন, যোগযুক্ত সিদ্ধ ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ জপ করিতেছেন এবং গৃহস্থগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন। ১১৯

নর-নারায়ণের আশ্রম ধূপের দ্বারা সুগন্ধিত ও দীপের দ্বারা প্রকাশিত ছিল। তাহার চারিদিকে রাশি রাশি পুষ্প বিকীর্ণ ছিল। এই আশ্রম সকলের পক্ষেই হিতকর এবং সৎপুরুষগণের দ্বারা বন্দিত। ইহার সমস্ত স্থান সুসিক্ত ও পরিষ্কৃত ছিল। ১২০

নিষ্পাপ মুনিগণ! সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম এবং আমি পবিত্র ও একাগ্র হৃদয়ে মস্তক নত করিয়া সেই ভগবানের শরণগ্রহণ করিলাম। ১২১

এই সব অদ্ভুত দৃশ্য কিরূপ ছিল, ইহা বহু চিন্তা করিয়াও আমি বুঝিতে পারিলাম না। সকলেরই উৎপত্তির কারণভূত সেই পরমাত্মার পরম দিব্যভাব আমি বুঝিতে সমর্থ হইলাম না। ১২২

সেই দুর্জ্ঞেয় পরমাত্মাকে বারংবার প্রণাম করিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করত আমার নেত্র বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং আমি মস্তকের উপরে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ হইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ ও উত্তম পুরুষোত্তমকে বলিলাম। ১২৩॥

ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অধিপতি ভগবান্ নারায়ণ। দেব! আমি আপনার আশ্রিত, এই যে অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম, ইহার কোথায় আদি, মধ্য ও অন্ত নাই। এ সমস্ত কি? আপনি কৃপা করিয়া আমাকে বলুন। ১২৪-১২৫

আপনি যদি আমাকে আপনার ভক্ত বলিয়া জানেন অথবা যদি আমার উপর আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে এসব যদি আমার শুনিবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে আমাকে পূর্ণরূপে বলুন। ১২৬

আপনার স্বভাব দুর্জ্ঞেয়, অথবা পরমেশ্বর আপনার প্রাদুর্ভাবও বুঝা কঠিন। ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অধিপতি নারায়ণ! আপনি সর্বথা গহন (অগম্য)। ১২৭

মহামুনে! এই সমস্ত আশ্চর্যজনক ও অদ্ভুত বৃত্তান্ত, যাহা আমি অগ্নিসকলকে চারিদিকে দেখিয়াছিলাম, উহা কি? পূর্ণরূপ আপনি সে সমস্তই আমাকে বলুন। ১২৮

সেই সব অগ্নিহোত্র কোথায় ছিল? নিষ্পাপ বেদজ্ঞগণের শ্রবণ ও পাঠকারী সেই অদৃশ্য মহাত্মাগণই বা কে? আমি কেবল তাঁহাদের শব্দমাত্র শ্রবণ করিয়াছিলাম। ১২৯

এতন্মে ভগবন্ কৃষ্ণ ব্রূহি সর্বমশেষতঃ।
পৃচ্ছতাগ্নিসমীপেষু কে চ তে ব্রহ্মরাশয়ঃ ॥ ১০০

শ্রীভগবানুবাচ

নাং ন দেবা ন গন্ধর্বা ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ।
বিদুস্তত্ত্বেন তত্ত্বজ্ঞং সূক্ষ্মাত্মানমবস্থিতম্ ॥ ১০১

চতুর্ণাং বিদুষাং বিদ্বা লোকানাং হিতকাম্যয়া।
ভূতভব্যভবিষ্যাদ্যৈরনাদিবিধিরুত্তমঃ ॥ ১০২

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্।
মনো বুদ্ধিশ্চ তেজশ্চ তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০৩

প্রকৃতিবিকৃতিশ্চেতি বিদ্যাবিদ্যে শুভাশুভে।
মত্ত এতানি জায়ন্তে নাহমেভ্যঃ কথঞ্চন ॥ ১০৪

যৎকিঞ্চিদ্রেয়সা যুক্তঃ শ্রেষ্ঠভাবো ব্যবস্যতি।
ধর্মযুক্তঞ্চ পুণ্যঞ্চ সোঽহমস্মি নিরাময়ঃ ॥ ১০৫

যঃ স্বভাবাদ্গুণত্বজ্ঞৈঃ কারণৈরুপলক্ষ্যতে।
অনাদিমধ্যনিধনঃ সোঽহমাত্মানি শাশ্বতঃ ॥ ১০৬

যৎ তু মে পরমং গুহ্যং রূপং সূক্ষ্মার্থচিন্তিতৈঃ
গৃহ্যতে সূক্ষ্মভাবজ্ঞৈঃ স হিতার্থোঽস্মি শাশ্বতঃ ॥ ১০৭

যৎ তু মে পরমং গুহ্যং যেন ব্যাপ্তমিদং জগৎ
সোঽহং গুপ্তঃ সর্বসত্ত্বঃ সর্বঞ্চ প্রভবোঽব্যয়ঃ ॥ ১

সত্ত্বো জাতানি ভূতানি ময়া বার্ষ্ণেয়হিংসিতম্
ময্যেব বিলয়ং যান্তি প্রলয়ে পন্নগাশন ॥ ১০৯

যো মাং যথা বেদয়তি তত্ত্বং তত্ত্বাস্মি কাশ্যপ
মনোবুদ্ধিগতঃ শ্রেয়ো বিদ্ধ্যাত্মি বিহঙ্গম ॥ ১১০

মাং তু জ্ঞাতুং কৃতা বুদ্ধির্ভবতা পক্ষিসত্তম।
শৃণু যোঽহং যতশ্চাহং যদর্থং চাহমুদ্যতঃ ॥ ১১১

যে কেচিন্নিয়তাত্মানস্ত্রেতাগ্নিপরমা দ্বিজাঃ।
অগ্নিকার্যপরা নিত্যং জপহোমপরায়ণাঃ ॥ ১১২

ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ! এই সব আপনি পূর্ণরূপে আমাকে বলুন। যাঁহারা অগ্নির নিকটে বেদের স্বাধ্যায় করিতেছিলেন, সেই সব ব্রাহ্মণগণ কাঁহারা ছিলেন? ১০০

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—গরুড়! আমাকে না দেবতা, না গন্ধর্ব, না পিশাচ ও না রাক্ষসগণ যথার্থরূপে জানিতে পারে। আমি সকল ভূতে তাহাদের সূক্ষ্ম আত্মারূপে অবস্থিত। ১০১

লোকসকলের হিতকামনায় আমি আমাকে নিজেই চারি স্বরূপে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছি। আমি ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের আদি। আমার আদি কেহ নাই। আমি সর্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ বিধাতা ॥ ১০২

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, মন, বুদ্ধি, তেজ (অহঙ্কার), সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, প্রকৃতি, বিকৃতি, বিদ্যা, অবিদ্যা, এবং শুভ ও অশুভ—এই সবই আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি ইহাদের দ্বারা কোনরূপেই উৎপন্ন নহি ॥ ১০৩-১০৪

মানুষ কল্যাণভাবনায় যুক্ত হইয়া যে কোন পবিত্র, ধর্মযুক্ত ও শ্রেষ্ঠভাবের নিশ্চয় করে, সেই সবই আমি নিরাময় (রোগ শোকহীন) পরমেশ্বর ॥ ১০৫

স্বভাব ও আমার তত্ত্বসম্বন্ধে অভিজ্ঞ পুরুষগণ বিভিন্ন হেতু-সমূহের দ্বারা যাঁহার সাক্ষাৎকার করেন, সেই আমি, মধ্য ও অন্তরহিত সর্বাত্মভাবা সনাতন পুরুষ আমি-ই ॥ ১০৬

সূক্ষ্ম অর্থ চিন্তিতে ও বুঝিতে সমর্থ এবং সূক্ষ্মভাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ জ্ঞানী পুরুষগণ আমার যে পরম গুহ্য রূপকে গ্রহণ করে, সেই অচিন্তনীয় সনাতন পরমাত্মা আমি-ই ॥ ১০৭

আমার যে পরম গুহ্যরূপ আছে এবং যাহার দ্বারা জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেই সর্বজনস্বরূপ পরমাত্মা আমিই সকলের অবিনাশী পরম কারণ ॥ ১০৮

সর্পভক্ষী গরুড়! সমস্ত প্রাণী আমা হইতেই উৎপন্ন হয়, আমাতেই থাকে। তাহারা অবশ্যই জীবনধারণ করে এবং প্রলয়ের সময় তাহারা সকলেই আমাতেই লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ১০৯

পক্ষিপ্রবর! যে আমাকে যেরূপে জানে, আমি তাহার নিকটে সেইরূপই। আকাশচারী গরুড়! আমি সকলেরই মনে ও বুদ্ধিতে থাকিয়া সকলেরই কল্যাণসাধন করি। ১১০

পক্ষিশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার তত্ত্ব জানিবার জন্য মনে মনে বিচার করিয়াছিলে, অতএব আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? এবং কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উদ্যত আছি? এই সব বৃত্তান্তই আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ১১১

যে সব ব্রাহ্মণগণ নিজেদের মনকে বশীভূত করিয়া ত্রিবিধ অগ্নির (গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয়) উপাসনা করে, নিত্য অগ্নিকার্যেতে নিরত থাকে, জপহোমে রত থাকে, যাহারা নিয়মে থাকিয়া নিজেদের ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া নিজেদের মধ্যেই

আত্মক্রীড়ান্ সমাধায় নিয়তা নিয়তেন্দ্রিয়াঃ
অনন্তমনসো মাং বৈ সর্বে সর্বত্র সর্বদা উপাসতে ॥ ১৪৩
যজন্তো জপনৈর্যজ্ঞৈঃ জ্ঞানৈশ্চ সুসংযতাঃ
অগ্নীনভ্যাদধানাঃ শরণমগ্নিসমাশ্রিতাঃ ॥ ১৪৪
অনন্যকার্যাঃ শুচয়ো নিত্যমগ্নিপরায়ণাঃ
ন এবংবুদ্ধয়ো ধীরাস্তে মাং গচ্ছন্তি তাদৃশাঃ ॥ ১৪৫
অকামহতসঙ্কল্পা জ্ঞানে নিত্যাঃ সমাহিতাঃ
আত্মক্রীড়ান্ সমাধায় নিরাহারা নিরাশিষঃ ॥ ১৪৬
বিষয়েষু নিরাবৃত্তা বিমুক্তা জ্ঞানচক্ষুষঃ
অনন্যমনসো ধীরাঃ স্বভাবনিয়মাশ্রিতাঃ ॥ ১৪৭
যৎ তৎ বিয়তি দৃষ্টং তৎ সরঃ পদ্মোৎপলাবৃতম্ ।
তত্রাগ্রতঃ সন্নিহিতা দীপাস্তে চ নিরিন্ধনাঃ ॥ ১৪৮
জ্ঞানাগ্নিসমাশ্রয়াস্তস্মিন্ যে চ চন্দ্রাংশুনির্মলাঃ ।
উপাসীনা গৃণন্তোঽগ্নিং প্রস্পষ্টাক্ষরভাষিণঃ ॥ ১৪৯

অগ্নিদিগকে সমাধান করে এবং সকলেই অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকেই উপাসনা করে, যাহারা নিজেদের সংযমের মধ্যে রাখিয়া জপ-যজ্ঞ ও মনোযোগের দ্বারা আমার আরাধনা করে, যাহারা সর্বদা অগ্নিহোত্রেই তৎপর থাকিয়া অগ্নিসকলকে স্থাপন করিয়া এবং অন্যকার্যে নিযুক্ত না থাকিয়া শুদ্ধভাবে সদা অগ্নির পরিচর্যা করে, এরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষগণ সেইরূপ ভক্তিভাবে প্রাপ্ত হয়, তাহারা আমাকে লাভ করে ॥ ১৪৫-১৪৫

যাহারা নিষ্কামভাবের দ্বারা নিজেদের সম্পূর্ণ সংযত করিয়া রাখিয়াছে, যাহারা জ্ঞানেই চিত্তকে একাগ্র করিয়া রাখে এবং অগ্নিসকলকে নিজেদের আত্মায় স্থাপিত করিয়া আহার ভোগ ও কামনাসমূহ ত্যাগ করিয়া থাকে, বিষয়সমূহের উপলব্ধির জন্য যাহাদের কোনও প্রবৃত্তি হয় না, যাহারা সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত ও জ্ঞানপূর্ণচিত্তসম্পন্ন, সংযতঃ নিয়মপরায়ণ এবং অনন্যচিত্তে আমার চিন্তাকারী, সেই সব ধীর পুরুষগণ আমাকেই প্রাপ্ত হয় ॥ ১৪৬-৪৭

তুমি যে আকাশে কমল ও উৎপলে পরিপূর্ণ সুন্দর সরোবর দেখিতেছিলে, তাহার নিকটে স্থাপিত অগ্নিসকল কাষ্ঠ ব্যতীতই প্রজ্বলিত হইতেছে ॥ ১৪৮

যাহাদের অন্তঃকরণ জ্ঞানের প্রকাশে নির্মল হইয়া গিয়াছে, যাহারা চন্দ্রকিরণতুল্য উজ্জ্বল, তাহারাই সেখানে স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করিতে করিতে বেদমন্ত্রসমূহ উচ্চারণপূর্বক অগ্নির

আকাঙ্ক্ষমাণাঃ শুচয়স্তেষ্বগ্নিষু নিরন্তরম্
যে মদ্গা আসিতাজ্ঞানো মদ্যোগাভিরতাঃ সদা ॥ ১৫০
উপাসতে চ মামেব জ্যোতির্ভূতা নিরাময়াঃ
তৈর্হি তত্রৈব বস্তব্যং নীরাগাগ্ন্যভিরচ্যুতৈঃ
নিরাহারা জ্ঞানমুদ্যাশ্চন্দ্রাংশুসদৃশপ্রভাঃ ।
নির্মলা নিরহঙ্কারা নিরালম্বা নিরাশিষঃ ॥ ১৫১
মদ্ভক্তাঃ সততং যে বৈ তেষ্বস্তব্যমপি ত্বয়া ।
চতুর্ধাহং বিভক্ত্বাত্মা চরামি জগতো হিতঃ ॥ ১৫২
লোকানাং ধারণার্থায় সিসৃক্ষামি চ
সর্গাবস্তরশেষেণ স্রোতুমর্হসি যে ভবান্ ॥ ১৫৩
একা মূর্তির্নিগূঢ়াত্মা যোগং পরমমাশ্রিতা
দ্বিতীয়া সৃজতে তাত ভূতগ্রামং চরাচরম্ ॥ ১৫৪
সৃষ্টং সংহরতে চৈকা জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্
জ্ঞাত্বাত্মনিষ্ঠা ক্ষপয়ন্ মোহমস্মিন্ মাধবী ॥ ১৫৫

উপাসনা করে। আকাঙ্ক্ষাকারী পুরুষ। তাহারা পবিত্রভাবে থাকিয়া সেই অগ্নিসকলের পরিচর্যাতেই অধিকাল করে ॥ ১৪৯॥

আমার চিন্তা করাই যাহাদের একমাত্র শাস্ত্র হইয়া গিয়াছে, যাহারা সদা আমারই উপাসনা করে, তাহারাই সেখানে রোগ-শোকরহিত ও জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া আমারই উপাসনায় নিরত থাকে। তাহারা নিজেদের মর্যাদা হইতে কখনও চ্যুত না হইয়া বীতরাগত্বসহকারে সদা সেখানে নিবাস করে ॥ ১৫০-১৫১

তাহাদের অঙ্গকান্তি চন্দ্রকিরণসদৃশ উজ্জ্বল। তাহারা নিরাহার, প্রসন্নচিত্ত, নির্মল, অহঙ্কারশূন্য, অনালম্বনীল ও নিষ্কাম পুরুষ। তাহারা সর্বদা আমার প্রতি ভক্তিমান্ এবং আমিও ত হাদের প্রতি সর্বদা ভক্তিভাবে রহিয়াছি ॥ ১৫২॥

আমি নিজেকে চার স্বরূপে বিভক্ত করিয়া জগতের হিত-সাধনে তৎপর থাকিয়া বিচরণ করি। যাহাতে সমস্ত লোক জীবিত ও সুরক্ষিত থাকে, তাহার জন্য বিধান প্রস্তুত করি। সেই সব তুমি জানিবার যথার্থ অধিকারী ॥ ১৫৩-১৫৪

তাত! আমার এক নির্গুণ মূর্তি আছে, যাহা পরম যোগের আশ্রয় লইয়া সর্বদা বিরাজমান। অপর এক মূর্তি আছে, যাহা চরাচর প্রাণিবর্গকে সৃজন করে ॥ ১৫৪

তৃতীয় মূর্তি স্থাবর-জঙ্গমময় জগৎকে সংহার করে এবং চতুর্থ মূর্তি আত্মনিষ্ঠ, যাহা আসুরী শক্তিকে নিজ মায়ার মোহিত করিয়া নষ্ট করিয়া দেয় ॥ ১৫৫

ক্ষিপন্তী মোহয়ন্তী চ জ্ঞাননিষ্ঠা ময়াময়া
চতুর্থী যে মহামূর্তিঃ সর্বমৃত্যুঃ দদাতি সা ॥ ১৫৭

রক্ষন্তে চাপি নিয়তা মোহয়ন্তি নরেশ্বর।
ময়া সর্বমিদং ব্যাপ্তং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫৮

অহং সর্বগতত্বাচ্চ সর্বত্রগতিরব্যয়ঃ।
যানি তাক্তগ্নিহোত্রাণি যে চ চন্দ্রাংশুরাশ্রয়ঃ ॥ ১৫৯

গৃণন্তি বেদ সততং তেষ্বহমিতু দ্বিজম ॥ ১৬০

ক্রমেণ মাং সমায়ান্তি সুখিনো জ্ঞানসংযুতাঃ।
তেষামহং তপো দীপ্তঃ তেজঃ সমাক্ সমাহিতম্।
নিত্যং তে ময়ি বর্তন্তে তেষু চাহমতন্দ্রিতঃ ॥ ১৬১

সর্বতো মুক্তসঙ্গেন ময্যনন্যসমাধিনা
শক্যঃ সমাসাদয়িতুমহং বৈ জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ১৬২

একান্তিনো ধ্যানপরা যাবত্তাবাদ্ ব্রজন্তিমাম্।
সত্ত্বযুক্তা মতির্যেষাং কেবলাত্মবিনিশ্চিতা ॥ ১৬৩

তে পশ্যন্তি স্বমাত্মানং পরমাত্মানমব্যয়ম্
অহিংসা সর্বভূতেষু যেষবস্থিতমার্জবম্ ॥ ১৬৪

তেষেব চ সমাধায় সম্যগেতি স মামজম
যদেতৎ পরমং গুহ্যমাখ্যানং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১৬৫

যত্নেন তদশেষেণ যথাবচ্ছ্রোতুমর্হসি
যে ত্বগ্নিহোত্রনিরতা জপযজ্ঞপরায়ণাঃ ॥ ১৬৬

যে মামুপাসতে শাশ্বদেতাংস্ত্বং দৃষ্টবানসি
শাস্ত্রদৃষ্টবিধানজ্ঞা অসক্তাঃ ক্বচিদস্তথা ॥ ১৬৭

শক্যোঽহং বেদিতুং লৈস্তু যদ্যে পরমমব্যয়ম্।
তস্মাজ্জ্ঞানেন শুদ্ধেন প্রসন্নাত্মাত্মবিচ্ছুচিঃ ॥ ১৬৮

আসাদয়তি তদ্ ব্রহ্ম যত্র গত্বা ন শোচন্তি।
শুদ্ধাভিজনসম্পন্নাঃ শ্রদ্ধাযুক্তেন চেতসা ॥ ১৬৯

নিজের মায়ায় দুইদলকে মোহিত ও নষ্ট করিতে সমর্থ আমার যে চতুর্থী আত্মনিষ্ঠা মহামূর্তি, উহা নিয়মসহকারে অবস্থান করত জগতের বৃদ্ধি ও রক্ষা করে পরন্তু উহা আমিই ॥১৫৭-৫৮॥

আমি এই সম্পূর্ণ জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি। সম্পূর্ণ জগৎ আমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। আমিই সমস্ত জগতের বীজ। আমার সর্বত্র গতি এবং আমি অবিনাশী ॥ ১৫৮॥

বিহঙ্গম! যে সব অগ্নিহোত্র সেখানে ছিল এবং চন্দ্রকিরণ-পুঞ্জতুল্য কান্তিবিশিষ্ট যে সব পুরুষগণ নিয়ত অগ্নিমণ্ডলের নিকট উপবেশন করত বেদপাঠ করিতেছিল, তাহারা জ্ঞানী ও সুখী হইয়া ক্রমশঃ আমাকেই প্রাপ্ত হয়। আমিই তাহাদের উদীপ্ত তপ ও সম্যক্‌রূপে সঞ্চিত তেজ। তাহারা সর্বদা আমার মধ্যে বিদ্যমান থাকে এবং আমিও তাহাদের মধ্যে সর্বদা সাবধানে বাস করি ॥ ১৫৯-১৬১

যাহারা সর্বতোভাবে আসক্তিশূন্য, তাহারা আমাতে অনন্য-ভাবে চিত্তকে একাগ্র করত জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা আমার সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে ॥ ১৬২

যাহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করত অনন্যভাবে আমারই ধ্যানে তৎপর থাকে, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। যাহাদের বুদ্ধি সত্ত্বগুণযুক্ত এবং আত্মতত্ত্বেরই নিশ্চয় করত তাহারই চিন্তায় অবস্থিত থাকে, তাহারা নিজেদের আত্মরূপ অবিনাশী পরমাত্মার দর্শনলাভ করে ॥ ১৬৩-৬৪॥

তাহাদের সমস্ত প্রাণীর প্রতিই অহিংসভাব সঞ্জাত হয়, তাহাদের মধ্যে 'সরলতা' নামক সদ্‌গুণের স্থিতি হয় এবং সেই গুণেই তাহারা স্থিতিলাভ করে, যাহারা চিরকাল পরমাত্মা আমার মধ্যে সম্যক্‌ভাবে সমাহিত করিয়া থাকে, তাহারা অজন্মা পরমেশ্বর আমাকেই প্রাপ্ত হয় ॥ ১৬৪॥

এই যে পরম গোপনীয় ও অত্যন্ত অদ্ভুত উপাখ্যান, উহা তুমি পূর্ণরূপে যত্নসহকারে যথাযথভাবে শ্রবণ কর ॥ ১৬৫॥

যাহারা অগ্নিহোত্রপরায়ণ ও জপযজ্ঞকারী, যাহারা নিয়ত আমার উপাসনা করে, তাহাদিগকে তুমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছ ॥ ১৬৬॥

যাহারা শাস্ত্রোক্ত বিধি জানিয়া অনন্যভাবে সৎকর্ম করে, কখনও শাস্ত্র বিপরীত অন্য কর্মে প্রবৃত্ত হয় না, তাহাদের যাহাই আমি জ্ঞাত হই। আমার যে অবিনাশী পরম তত্ত্ব, তাহাও তাহারা জানিতে সমর্থ হয় ॥ ১৬৭॥

সেইজন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা যাহাদের চিত্ত প্রসন্ন (নির্মল) হইয়া গিয়াছে, যাহারা অন্তরস্থ ভাবে ও পবিত্র, সেই সব জ্ঞানী পুরুষগণই সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, যেখানে যাইয়া আর শোক করিতে হয় না ॥ ১৬৮॥

যাহারা পবিত্র কুলে উৎপন্ন, যে সব শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে আমার স্তবন করে, তাহারা আমার ভক্তির দ্বারা পরম গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৬৯॥

মদ্ভক্তা চ দ্বিজশ্রেষ্ঠা গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্ ।
যদ্ গুহ্যং পরমং ব্রহ্মেত্যলিঙ্গগ্রহণঞ্চ যৎ ॥ ১৭০
তৎ সূক্ষ্মং গৃহ্যতে যৈর্যৈর্যতিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ
ন বায়ুঃ পবতে তত্র ন তস্মিন্ জ্যোতিষাং গতিঃ ॥১৭১
ন চাপঃ পৃথিবী নৈব নাকাশং ন মনোগতিঃ
তস্মাচ্চৈতানি সর্বাণি প্রজাদন্তে দ্বিজক্ষয় ॥ ১৭২
সর্বেভ্যস্তান্ স ভেভ্যশ্চ প্রভবত্যমলো বিভুঃ
যদ্ দৃষ্টং দর্শনেষ্বেষু যদ্ দৃষ্টং তবতানঘ ॥ ১৭৩
এতৎ সূক্ষ্মস্য চ দ্বারঃ কার্য্যাণাং কারণং মহৎ ।
দৃষ্টো বৈ ভবতা তস্মাৎ সনন্তমিতিবিক্রম ॥ ১৭৪
মাং যজ্ঞমাহুর্যজ্ঞজ্ঞা বেদং বেদবিদো জনাঃ
মুনয়শ্চাপি মামেব জপযজ্ঞং প্রচক্ষতে ॥ ১৭৫
বক্তা মন্তা রসয়িতা ঘ্রাতা স্রষ্টা প্রদর্শকঃ
বোদ্ধা বোদ্ধয়িতা চাহং গন্তা শ্রোতা চিদাত্মকঃ ॥১৭৬
মামিষ্ট্বা স্বর্গমায়ান্তি তথা চাপ্নুবতে মহৎ ।
জ্ঞাত্বা মামেব চৈবং তে নিঃসঙ্গেনান্তরাত্মনা ॥ ১৭৭
অহং তেজো দ্বিজাতীনাং মম তেজো দ্বিজাতয়ঃ
মম যত্তেজসা দেহঃ সোঽগ্নিস্ত্রিষ্ট্বগমাত্মাম্ ॥১৭৮
প্রাণপালঃ শরীরেঽহং যোগিনামহমীশ্বরঃ
সাংখ্যানামিদমেবাগ্রে মযি সর্বমিদং জগৎ ॥ ১৭৯
ধর্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষং চৈবার্জবং তপম্ ।
তমঃ সত্ত্বং রজশ্চৈব কর্মজঞ্চ তবাপ্যয়ম্ ॥ ১৮০
স তদাহং তথাত্মানমুত্তমা দৃষ্টঃ সনাতনঃ
তত্তত্ত্বং পরতরঃ শক্যঃ কালেন বেদিতুম্
মম যৎ পরমং গুহ্যং শাশ্বতং ধ্রুবমব্যয়ম্ ।
তদেবং পরমো গুহ্যো দেবো নারায়ণো হরিঃ ॥ ১৮১
ন তদ্ধক্ষ্যে ভুজঙ্গায় নেত্তু্যস্তাদয়াদ্বিতৈঃ ।
নিরারম্ভনমস্কারা নিরাশীর্বন্ধনাস্তথা ॥ ১৮৩
গচ্ছন্তি তং মহাত্মানং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্
স্থূলোঽহমেবং বিহগ ত্বয়া দৃষ্টস্তথানঘ ॥ ১৮৪

যাহা বুদ্ধির পক্ষে পরম গুহ্য ব্রহ্ম, যাহা কোনও আকৃতির দ্বারা গৃহীত হয় না, অথচ যে সেই সূক্ষ্ম পরব্রহ্মকে তত্ত্বদর্শী যতি ব্রাহ্মণগণ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে। ১৭০½

সেখানে এই বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে না, গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডল উপস্থিত হইতে পারে না এবং জল, পৃথিবী, আকাশ ও মনেরও গতি হয় না ॥ ১৭১

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেই ব্রহ্ম হইতেই এই সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি হয়। সেই বিপুল ও সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা এই সমস্ত দ্বারা সব কিছুই উৎপন্ন করিতে সমর্থ ॥ ১৭২½

অনঘ! তুমি যে আমার স্থূলরূপ দর্শন করিতেছ, ইহাই আমার সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ করিবার দ্বার। সমস্ত কার্য্যেরও কারণ আমিই ॥ ১৭৩½

অমিত পরাক্রমশালী পুরুষ! সেইজন্য তুমি এই সংসারে আমাকে দর্শন করিয়াছিলে। যজ্ঞবিদ্‌গণ আমাকেই যজ্ঞ বলে। বেদজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষেরা আমাকেই বেদ বলিয়া থাকে এবং মুনিগণও আমাকেই জপযজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করে ॥ ১৭৪-১৭৫

আমিই বক্তা, মননকর্ত্তা, রসগ্রহণকারী, আঘ্রাণকারী, স্রষ্টা, প্রদর্শক, বোদ্ধা, বোধপ্রদাতা, গমনকর্ত্তা ও শ্রবণকারী চেতন আত্মা ॥ ১৭৬

আমারই যজন করিয়া যজমানগণ স্বর্গে যায় এবং মহৎ পদ প্রাপ্ত হয়। এইভাবে যাহারা অনাসক্ত হৃদয়ে আমাকেই জানে, তাহারা পরমাত্মা আমাকে লাভ করে ॥ ১৭৭

আমি ব্রাহ্মণগণের তেজ এবং ব্রাহ্মণগণ আমার তেজ। আমারই তেজের দ্বারা যে দেহ উৎপন্ন হয়, তাহাকে তুমি অগ্নি বলিয়া জানিও ॥ ১৭৮

আমিই শরীরে প্রাণের রক্ষক। আমিই যোগিগণের ঈশ্বর। সাংখ্যের যে প্রধান তত্ত্ব, তাহাও আমিই। আমাতেই সম্পূর্ণ জগৎ অবস্থিত ॥ ১৭৯

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সরলতা, তম, সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ, রজোগুণ, কর্মজনিত তম সমস্ত—এ সবই আমার স্বরূপ ॥ ১৮০

সেই সময় তুমি সনাতন পুরুষ আমাকে যে রূপে দর্শন করিয়াছিলে, তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট আমার যে স্বরূপ, তাহা তুমি সমধ্যানুসারে জানিতে পারিবে। আমার যে পরম গোপনীয়, শাশ্বত, ধ্রুব ও অব্যয় পদ, তাহারও জ্ঞান তুমি যথাসময়ে লাভ করিবে। এইরূপে আমি নারায়ণদেব এবং হরি নামে প্রসিদ্ধ পরমেশ্বর পরম গোপনীয় বলিয়া কথিত হই ॥ ১৮০-১৮২

পক্ষ! যাহারা লৌকিক অনুরাগে আসক্ত, তাহারা আমার সেই স্বরূপকে জানিতে পারে না। যাহারা কর্মফলের আরম্ভ পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছে, নমস্কারকে বর্জন করিয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকার কামনার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছে, এই সব ব্যক্তিগণ সেই সনাতন পরমাত্মা পরব্রহ্মকে লাভ করে ১৮৩½

এতচ্চাপি ন বেত্তাস্মত্ত্বামৃতে পন্নগাশন।
ন হি তিস্তব গাত্রাণামেষা গতিরনুত্তমা ॥ ১৮৫
মদ্ভক্তো ভব নিত্যং ত্বং আত্মা হ্যেষ্যসি মে পন্নগ
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং রহস্যং দিব্যমানুষম্ ॥ ১৮৬
এতচ্ছ্রুত্বা পরং হৈতৎ পন্নগাং স্ত্বিষি মোক্ষণম্

যুধিষ্ঠির উবাচ

এবমুক্ত্বা স ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৮৭
পন্নগস্তো মে মহাযোগী ভগবান্ত্বগতির্গতিম্
এতদেবাবিদং তস্য মহিমানং মহাত্মনঃ ॥ ১৮৮
অদ্ভুতশ্চাপ্রমেয়শ্চ দৃষ্টবানস্মি যৎ পুরা
এতদ্ যঃ সর্বমাখ্যাতং চেষ্টিতং তস্য ধীমতঃ ॥ ১৮৯
ময়ানুকৃতং প্রত্যক্ষং দৃষ্ট্বা চাদ্ভুতকর্মণঃ

ঋষয়ঃ ঊচুঃ

অহো শ্রাবিষমাখ্যানং ভবতাদ্যদ্ভুতং মহৎ ॥ ১৯০
পুণ্যং পাপহরমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং বস্ত্র্যঞ্চ মহৎ

নিষ্পাপ পান্নগাশ গরুড়! এইরূপে তুমি আমার মূলরূপ দর্শন করিয়াছ। কিন্তু তুমি ব্যতীত অন্য কেহই আমার এই স্বরূপকে জানিতে পারে নাই ॥ ১৮৪

তোমার বুদ্ধি নাশ না হউক ইহাই সর্বোত্তম গতি। তুমি নিত্য আমার ভক্তনশীল হও ইহাতে তুমি আমার স্বরূপের যথার্থ বোধ লাভ করিবে ॥ ১৮৫

এই সব তত্ত্বই আমি তোমাকে বলিলাম ইহা কথা দেবতা ও মহর্ষিগণের পক্ষেও রহস্যের বিষয়। ইহাই পরম কল্যাণস্বরূপ। তুমি ইহাকে যোগাভিলাষিগণের মার্গ বলিয়া জানিও ॥ ১৮৬

গরুড় বলিলেন, ঋষিগণ! এই কথা বলিয়া সেই ভগবান্ দেবাদিদেব অন্তর্হিত হইলেন সেই যোগাত্মা ও আত্মগতিস্বরূপ পরমেশ্বর আমার সম্মুখে তেই তখন অদৃশ্য হইয়া যাইলেন ॥ ১৮৭

এইভাবে আমি পুরাকালে অমরের মহাত্মা অচ্যুতের এই মহিমা দর্শন করিয়াছিলাম ॥ ১৮৮

অদ্ভুতকর্মা পরম বুদ্ধিমান্ ভগবান্ শ্রীহরির এই সমস্ত লীলা যাহা আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা আপনাদিগকে বলিলাম ॥ ১৮৯

ঋষিগণ বলিলেন, অহো! আপনি এই অত্যন্ত অদ্ভুত ও বৃত্তান্তপূর্ণ আখ্যান শুনাইলেন। এই পরম পবিত্র প্রসঙ্গ যশ, আয়ু ও স্বর্গপ্রাপ্তিকারক এবং অতিশয় মঙ্গলকর ॥ ১৯০

এতৎ পবিত্রং দেবানামেতদ্ গুহ্যং পরন্তপ ॥ ১৯১
এতদ্ জ্ঞানবতাং জ্ঞেয়মেষা গতিরনুত্তমা।
য ইমাং শ্রাবয়েদ্ বিদ্বান্ কথাং পর্বসু পর্বসু ॥ ১৯২
স লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যান্ দেবর্ষিভিরভিষ্টুতান্।
শ্রাদ্ধকালে চ বিপ্রাণাং য ইমাং শ্রাবয়েদ্ শুচিঃ ॥ ১৯৩
ন তত্র রক্ষসাং ভাগো মানুষাণাঞ্চ বিদ্যতে
অনসূয়ুর্জিতক্রোধঃ সর্বসত্ত্বহিতে রতঃ ॥ ১৯৪
যঃ পঠেৎ সততং যুক্তঃ স ব্রজেৎ তৎসলোকতাম্
যেষান্ পারয়তে বিপ্রো রাজা বিজয়বান্ ভবেৎ ॥ ১৯৫
বৈশ্যস্তু ধনধান্যাঢ্যঃ শূদ্রঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ।

ভীষ্ম উবাচ।

ততস্তে মুনয়ঃ সর্বে সম্পূজ্য বিনতাসুতম্।
স্বানেব চাশ্রমান্ জগ্মুর্বভূবুঃ শান্তিতৎপরাঃ ॥ ১৯৬
মূলদর্শিভিরাকৃষ্টো যুক্তে যো ভক্তভাজিঃ।
এষা শ্রুতিমহারাজ ধর্ম্যা বর্মভৃতাং বর ॥ ১৯৭

পরন্তপ গরুড়! এই পবিত্র বিষয় দেবতাগণেরও গুহ্য রহস্য। ইহা জ্ঞানিগণের জ্ঞেয় ও ইহা সর্বোত্তম গতি ॥ ১৯১½

যে বিদ্বান্ মুনষ্য প্রত্যেক পর্বকালে এই কথা শুনাইবেন, তিনি দেবগণের দ্বারা প্রশংসিত পুণ্যলোকসমূহ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১৯২½

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধের সময় পবিত্রভাবে ব্রাহ্মণগণকে এই উপখ্যান শুনাইবেন, সেই শ্রাদ্ধে রাক্ষস ও মনুষ্যগণের কোন ভাগ লাভ হইবে না ॥ ১৯৩॥

যে ব্যক্তি দোষদৃষ্টিরহিত হইয়া ক্রোধকে জয় করত সমস্ত প্রাণিগণের হিতে তৎপর থাকিয়া সদা যোগযুক্ত হইয়া ইহার পাঠ করিবেন, তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর লোক প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১৯৪½

ইহার পাঠকারী ব্রাহ্মণ বেদের পারগত বিদ্বান্ হন। ক্ষত্রিয় ইহা পাঠ করিলে যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন বৈশ্য ইহার পাঠে ধন-ধান্য সম্পন্ন হইবেন এবং শূদ্র সুখী হইবেন ॥ ১৯৫॥

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! তদনন্তর সেই সব মহর্ষিগণ বিনতা নন্দন গরুড়ের পূজা করিয়া নিজ নিজ আশ্রমে চলিয়া যাইলেন এবং সব-সব শাসনে নিরত হইলেন ॥ ১৯৬

ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির! যাহাদের মন বশীভূত নয়, সেই মূলদর্শী পুরুষগণের ভগবান্ শ্রীহরির তত্ত্বজ্ঞান হওয়া কঠিন। ইহা ধর্মসম্মত শ্রুতি। পরন্তপ! ব্রহ্মা ইহা বিশ্বিত দেবগণকে পূর্বে বলিয়াছিলেন ॥ ১৯৭½

সুরাণাং ঋষয়ো প্রোক্তা বিশ্বিতানাং পরন্তপ।
মহাপ্যেষা কথা তাত কথিতা ধাতুরন্তিকে ॥ ১৯৮
বসুভিঃ সত্রসম্পাদৈঃ ত্বয়াপ্যেষা মহোচ্যতে।
ঔপরিহোত্রপরয়া তপযজ্ঞপরায়ণা: ॥ ১৯৯
নিরাশীর্বন্ধনাঃ সন্তঃ প্রহাস্যাক্ষরসাশ্রিতাম্।
আত্মত্বজ্ঞানমুৎসৃজ্য তপসোঽমরায়ণা: ॥ ১৭৬

তাত! তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিগণ আমার মাতামহ-সমীপে নিকটে এই কথা বলিয়াছিলেন এবং এখন আমি তাহা তোমাকে বলিলাম ॥ ১৯৮॥

যাঁহারা অগ্নিহোত্র তৎপর, তপস্যাতে নিরত ও সত্যাশ্রিত কামনার বন্ধন হইতে মুক্ত, তাঁহারাই অবিনাশী পরমাত্মার স্বরূপ প্রাপ্ত হন ॥ ১৯৯॥

যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জনপূর্বক পরিত্যাগ করত তপ ও হোমে নিরত থাকিয়া মনে মনেই ভগবান্ বাসুদেবের ধ্যান করেন, তাঁহারা পরম গতি প্রাপ্ত হন ॥ ২০০

যে ভারত! যখন বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত পুরুষগণ পরমাত্মতত্ত্ব জানিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন, তাহাকেই পরম মোক্ষ বা মোক্ষধর্ম বলা হয় ॥ ২০১

ধ্যায়ন্তো মনসা বিষ্ণুং গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্ ॥ ২০০
তদেব পরমো মোক্ষো মোক্ষধর্মশ্চ ভারত।
যথা বিনিশ্চিতাত্মানো গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্ ॥ ২০১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি লোকযাত্রাকথনে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়: ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপ্রসঙ্গে লোকযাত্রাকথনবিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মানুজ্ঞয়া ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন যুধিষ্ঠিরং প্রতি মহাদেবস্য মাহাত্ম্যকথনপ্রসঙ্গে উপমন্যুনা মহাদেবাৎ স্তুতিপ্রার্থনা, তস্য দর্শনস্য বরলাভস্য চ কথনম্, স্বস্য শিবদর্শনলাভস্য বর্ণনঞ্চ

যুধিষ্ঠির উবাচ

ত্বয়াঽঽদ্যপ্রভৃতি নামানি শ্রুতানীহ জগৎপতেঃ
পিতামহেশায় বিভো নামান্যাচক্ষ শম্ভবে ॥ ১
রুদ্রায় বিশ্বরূপায় মহাভাগায় তত্ত্বতঃ
সুরাসুরগুরৌ দেবে শঙ্করেঽব্যক্তযোনয়ে ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

অশক্তোঽহং গুণান্ বক্তুং মহাদেবস্য ধীমতঃ।
যো হি সর্বগতো দেবো ন চ সর্বত্র দৃশ্যতে ॥ ৩

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-সুরেশানাং স্রষ্টা চ প্রভুরেব চ।
ব্রহ্মাদয়ঃ পিশাচান্তা যং হি দেবা উপাসতে ॥ ৪
প্রকৃতীনাং পরত্বেন পুরুষস্য চ যঃ পরঃ।
চিন্ত্যতে যো যোগবিদ্ভির্বিশুদ্ধত্বদাশক্তিঃ।
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম অসচ্চ সদসচ্চ যৎ ॥ ৫
প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষোভয়িত্বা স্বতেজসা
ব্রহ্মাণমসৃজৎ তস্মাদ্ দেববেদঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৬
স্তোতুং হি শক্যো গুণান্ বক্তুং দেবদেবস্য ধীমতঃ।
গর্ভজন্মজরাবৃত্তো মর্ত্যো মৃত্যুসমন্বিতঃ ॥ ৭

চতুর্দশ অধ্যায়

[ভীষ্মের আজ্ঞায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে মহাদেবের মাহাত্ম্য কথন প্রসঙ্গে উপমন্যু মহাদেবের নিকট হইতে স্তুতি প্রার্থনা, তাঁহার দর্শন ও বরলাভ কথন এবং নিজের শিবদর্শন লাভের বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনি ব্রহ্মাদিও ঈশ্বর কল্যাণকারী জগদীশ্বর ভগবান্ শিবের যে সব নাম শুনিয়াছিলেন, সেই সমস্ত এখন বলুন ॥ ১

যিনি বিরাট্ বিশ্বরূপধারী, অব্যক্তেরও কারণ, সেই সুরাসুর গুরু ভগবান্ শঙ্করের মাহাত্ম্য যথাযথভাবে বর্ণনা করুন ॥ ২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! আমি পরম বুদ্ধিমান্ মহাদেবের গুণসকল বর্ণনা করিতে অসমর্থ যে ভগবান্ সর্বত্র ব্যাপক, কিন্তু (সকলের আত্মা বলিয়া) সর্বস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও দেবরাজ ইন্দ্রেরও স্রষ্টা এবং প্রভু, ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে আরম্ভ করিয়া পিশাচ পর্যন্ত সকলেই যাঁহার উপাসনা করেন, যিনি প্রকৃতি হইতেও পর এবং পুরুষ হইতেও বিলক্ষণ, যোগবিৎ তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ যাঁহার চিন্তা করেন, যিনি অবিনাশী পরব্রহ্ম, সদসৎস্বরূপ, যে দেবাধিদেব প্রজাপতি নিজ নিজের তেজে প্রকৃতি ও পুরুষকে ক্ষুব্ধ করিয়া ব্রহ্মাকে সৃষ্টি

কো হি শক্তো ভবঃ জ্ঞাতুং যদ্বিধঃ পরমেশ্বরম্
ঋতে নারায়ণাৎ পুত্র শঙ্খচক্রগদাধরাৎ। ৮
এষ বিদ্বান্ ভগশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুঃ পরমদুর্জয়ঃ
দিব্যচক্ষুর্ধরাত্যেজা বীক্ষতে যোগচক্ষুষা। ৯
রুদ্রভক্ত্যা তু রুদ্রেণ জগদ্ ব্যাপ্তং মহাত্মনা
তং প্রসাদ্য তদা দেবং বরার্থী কিল ভারত। ১০
অর্থাৎ প্রিয়তরশ্চক্র সর্বলোকেষু বৈ তদা
প্রাপ্তবানেষ রাজেন্দ্র সুবর্ণাক্ষাদ্বরেশ্বরাৎ। ১১
পূর্ণং বর্ষসহস্রং তু তপ্তবানেষ মাধবঃ
প্রসাদ্য বরদং দেবং চরাচরগুরুং শিবম্। ১২
যুগে যুগে তু রুদ্রেণ তোষিতো বৈ মহেশ্বরঃ।
ভক্ত্যা পরময়া চৈব প্রীতশ্চৈব মহাত্মনঃ। ১৩
ঐশ্বর্যং যাদৃশং তস্য জগদ্‌যোনের্মহাত্মনঃ
তপসা সৃষ্টবান্ সাক্ষাৎ পুত্রার্থে হরিরচ্যুতঃ। ১৪
যস্মাৎ পরতরা চৈব নাস্তি পশ্যামি ভারত

ব্যাখ্যাতুং দেবদেবস্য শক্তো নামাগুণেশ্বরঃ। ১৫
এষ শক্তো মহাবাহুর্বক্তুং ভগবতো গুণান্
বিভূতিং চৈব কার্ৎস্ন্যেন সত্যাং মাহেশ্বরীং নৃপ। ১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্ত্বা তদা ভীষ্মো বাসুদেবং মহাযশাঃ
তবমাহাত্ম্যসংযুক্তমিদমাহ পিতামহঃ। ১৭

ভীষ্ম উবাচ

সুরাসুরগুরো দেব বিষ্ণো ঘং বক্তুমর্হসি।
শিবায় বিশ্বরূপায় যস্মাৎ পৃচ্ছতি যুধিষ্ঠিরঃ। ১৮
নামাং সহস্রং দেবস্য তপিনা ব্রহ্মযোনিনা
নিবেদিতং ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মণো ঘৎ পুরাভবৎ। ১৯
দ্বৈপায়নপ্রভৃতয়স্তথা চেমে তপোধনাঃ।
অন্যে সুব্রতা দান্তাঃ শৃণ্বন্তু মমভাষতঃ। ২০
একায় নমিনে তোত্রে গোপ ত্রে বিশ্বসৃজেঽব্যয়ে।
মহাভাগায় বিত্তোর্দ্ধি যুক্তিনেত্রায় কপর্দিনে। ২১

করিয়াছেন, সেই দেবদেব বুদ্ধিমান্ মহাদেবের গুণসকল বর্ণনা করিতে গর্গ, অত্রি, ভৃগু ও মৃত্যুঞ্জয় কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে। ৩-৭

পুত্র! শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী ভগবান্ নারায়ণ ব্যতীত আমার ন্যায় কোন্ পুরুষ পরমেশ্বর শিবের স্তব করিতে সমর্থ হইবে? ৮

এই ভগবান্ বিষ্ণু সর্বজ্ঞ, গুণে সকলের শ্রেষ্ঠ, অত্যন্ত দুর্জয়, দিব্য নিত্রধারী ও মহাতেজস্বী। ইনি যোগদৃষ্টিতে সব কিছু নিরীক্ষণ করেন। ৯

ভরতসত্তম! রুদ্রদেবের ভক্তিবশতঃ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। রাজেন্দ্র! শুনা যায় পুরাকালে মহাদেবকে বরদিকাশ্রমে প্রসন্ন করিয়া সেই দিব্যদৃষ্টি মহেশ্বরের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত পদার্থ অপেক্ষা প্রিয়তরভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ ইনি সমস্ত লোকের প্রিয়তম হইয়া গিয়াছেন। ১০-১১

এই মাধব বরলাভের দেবতা চরাচর গুরু ভগবান্ শিবকে প্রসন্ন করিতে করিতে পুরাকালে পূর্ণ এক হাজার বৎসর পর্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। ১২

শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক যুগে ভগবান্ মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করেন। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্তিতে তিনি সদা প্রসন্ন থাকেন। ১৩

জগতের কারণভূত পরমাত্মা শিবের ঐশ্বর্য যেরূপ, তাহা পুত্রের জন্য তপস্যা করিতে করিতে এই অচ্যুত শ্রীহরি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ১৪

ভারত! এতাদৃশ ঐশ্বর্যের জন্য আমি পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এরূপ কোন পুরুষকে দেখিতে পাইতেছি না, যিনি দেবাধিদেব মহাদেবের নামসমূহের পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন। ১৫

নৃপ! এই মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্ মহেশ্বরের গুণসমূহ ও তাঁহার যথার্থ ঐশ্বর্যের পূর্ণরূপে বর্ণনা করিতে সমর্থ। ১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মহাযশস্বী পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি সম্ভ্রমের সহিত এই কথা বলিলেন। ১৭

ভীষ্ম বলিলেন,—দেবাসুরগুরো! বিষ্ণো! রাজা যুধিষ্ঠির আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, সেই বিশ্বরূপ শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবার যোগ্য আপনিই। ১৮

পুরাকালে ব্রহ্মপুত্র তপোধনকর্তৃক ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকটে যে শিবসহস্র নাম নিবেদিত হইয়াছিল, উহা আপনি বর্ণনা করুন এবং এই উত্তম ব্রতপালনকারী ব্যাসাদি তপোধনগণ ও জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিগণ আপনার নিকট হইতে তাহা শ্রবণ করুন। ১৯-২০

যিনি এক (কূটস্থ), নমী (আনন্দময়), হোতা, গোপ্তা (রক্ষক), বিশ্বস্রষ্টা, (সাইপজ্ঞ), অক্ষিণ্ণ ও অব্যয়নীয় এই তিন)

বাসুদেব উবাচ

না গতিঃ কর্মণাং শক্যা বেত্তুমীশস্য ভবতঃ।
হিরণ্যগর্ভপ্রমুখা দেবাঃ সেন্দ্রা মহর্ষয়ঃ ॥ ১১

ন বিদুর্যস্য ভবনমাদিত্যাঃ পুত্রদর্শিনঃ।
স কথং নরমাত্রেণ শক্যো জ্ঞাতুং সতাং গতিঃ ॥ ১২

তস্যাহমসুরঘ্নস্য কাংশ্চিদ্ ভগবতো গুণান্
তবতাং কীর্তয়িষ্যামি ব্রতেনোগ্রেণ যথাতথম্ ॥ ১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ গুণাংস্তস্য মহাত্মনঃ
উপস্পৃশ্য শুচির্ভূত্বা জপয়ামাস বৈষ্ণবঃ ॥ ১৪

বাসুদেব উবাচ

শুভ্রপক্ষে ব্রাহ্মণেন্দ্রাদ্য তাত যুধিষ্ঠির
ত্বং চাপগেয় নামানি শৃণুষেহ কপর্দিনে ॥ ১৫

যদবোচন্ত মে পূর্বং শাশ্বতেভ্যো মুখক্রমম্
যথাবদ্ ভগবান্ পৃষ্টো ময়া পূর্বং সমাধিনা ॥ ১৭

শম্ভবে নিহতে পূর্বং বৌদ্ধিশেষেণ বৈমনা
অতীতে দ্বাদশে বর্ষে জাম্ববত্যব্রবীদ্ধি মাম্ ॥ ১৮

প্রদ্যুম্ন-চারুদেষ্ণাদীন্ রুক্মিণ্যা বীক্ষ্য পুত্রকান্
পুত্রার্থিনী মামুপেত্য বাক্যমাহ যুধিষ্ঠির ॥ ১৯

শূরঃ বলবতাং শ্রেষ্ঠঃ কান্তরূপমকল্মষম্
আত্মতুল্যা মম সুতা প্রদক্ষাচ্যুত মাদিশম্ ॥ ৩০

ন হি তেঽপ্রাপ্যমস্তীহ ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
লোকান্ সৃজেত্যপরানিজন্ বহুকুলোদ্বহ ॥ ৩১

ধৃত্বা দ্বাদশবর্ষাণি ব্রতীভূতেন তদ্ভৃতা
আরাধ্য পশুভর্তারং রুক্মিণ্যাং জনিতাঃ সুতাঃ ॥ ৩২

চারুদেষ্ণঃ সুচারুশ্চ চারুবেশো যশোধরঃ
চারুশ্রবাশ্চারুযশাঃ প্রদ্যুম্নঃ শম্ভুরেব চ ॥ ৩৩

যথা তে জনিতাঃ পুত্রা রুক্মিণ্যাঃ চারুবিক্রমাঃ
তথা মমাপি তনয়াঃ প্রসজ্য মধুসূদন ॥ ৩৪

ইত্যেবং চোদিতো দেব্যা জাম্ববোঽহং সুমধ্যমাম্।
অনুজানীহি মাং রাজ্ঞি করিষ্যে বচনং তব ॥ ৩৫

অধিষ্ঠিত, মুণ্ডী (চূড়াঙ্কিত) ও কপর্দী জটাকূটধারী), সেই ভগবান্ শঙ্করের মহৎ মৌলানা আপনি বর্ণনা করুন ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ভগবান্ শঙ্করের কর্মসকলের যথার্থরূপে জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব। ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ, মহর্ষিগণ এবং সূক্ষ্মদর্শী আদিত্যগণও যাঁহার নিরূপণ করিতে পারেন না, সৎপুরুষদিগের আশ্রয়স্বরূপ সেই ভগবান্ শিবের তত্ত্বজ্ঞান মনুষ্যমাত্রের কিরূপে হইতে পারে ? ১১-১৩

অতএব আমি সেই অসুরবিনাশক ব্রতেশ্বর ভগবান্ শিবের কিছু গুণ আপনাদের সকলের সমক্ষে বর্ণনা করিব ১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয়। এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আচমন করত পবিত্র হইয়া বুদ্ধিমান্ পরমাত্মা শিবের গুণসকল বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এই স্থলে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। তাত যুধিষ্ঠির ও গঙ্গানন্দন ভীষ্ম! আপনারাও বর্তমানে ভগবান্ শঙ্করের নামসমূহ শ্রবণ করুন ॥ ১৬

পুরাকালে আমি শাম্বের উৎপত্তির জন্য অত্যন্ত দুষ্কর তপস্যা করিয়া যে দুর্লভ নামসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং সমাধির দ্বারা দেবাদেব যথাযথরূপে ভগবান্ শঙ্করকে সাক্ষাৎকার করিয়াছিলাম, এই সমস্ত আমি বলিতেছি ॥ ১৭

যুধিষ্ঠির ! বুদ্ধিমান্ রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নকর্তৃক পুরাকালে যখন শম্বরাসুর নিহত হইল এবং সে দ্বারকায় ফিরিয়া আসিল, তখন হইতে দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইবার পর রুক্মিণীর প্রদ্যুম্ন ও চারুদেষ্ণাদি পুত্রগণকে দেখিয়া পুত্রাভিলাষিণী জাম্ববতী আমার নিকটে আসিয়া এই কথা বলিল ! ১৮-১৯

প্রদ্যুম্ন ! আপনি আমাকে আপনারই তুল্য বীর, বলবান্ দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং কমনীয় রূপ-সৌন্দর্যযুক্ত নিষ্পাপ পুত্র প্রদান করুন। ইহাতে বিলম্ব করিবেন না ॥ ৩০

বহুকুলধুরন্ধর ! আপনার পক্ষে তিন লোকে কোনও বস্তুই দুর্লভ নহে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে অন্য লোকসকলও সৃষ্টি করিতে পারেন ॥ ৩১

আপনি যাঁর বৎসরকাল ব্রতপরায়ণ হইয়া নিজের দেহকে শুষ্ক করত ভগবান্ পশুপতির আরাধনা করিয়াছেন এবং রুক্মিণী দেবীর গর্ভে বহু পুত্র উৎপন্ন করিয়াছেন। ৩২

মধুসূদন ! চারুদেষ্ণ, সুচারু, চারুবেশ, যশোধর, চারুশ্রবা, চারুযশা, প্রদ্যুম্ন ও শম্ভু—এই সুন্দর পরাক্রমশালী পুত্রগণকে যে প্রকারে আপনি রুক্মিণীদেবীর গর্ভে উৎপন্ন করিয়াছেন, সেইরূপ আমাকেও আপনি পুত্র প্রদান করুন। ৩৩-৩৪

দেবী জাম্ববতী এইভাবে প্রার্থনা জ্ঞান করিলে পর আমি

মা চ মামব্রবীদ্ গচ্ছ শিবায় বিজয়ায় চ
ব্রহ্মা শিবঃ কন্দপশ্চ নন্দো দেবা মনোঽনুগাঃ ॥ ৩৮

কেত্রৌঘবো যজ্ঞবাহাশ্চন্দ্রাংশ্চাহিগণাশ্বরাঃ
সমুদ্রা দক্ষিণাস্তোতা অক্ষাণি পিতরো গ্রহাঃ ॥ ৩৯

দেবপত্নো দেবকন্যা দেবমাতর এব চ
মরুত্বরাশি গাধাশ্চ চন্দ্রমাঃ সবিতা হরিঃ ॥ ৪০

সাবিত্রী ব্রহ্মবিদ্যা চ ঋতবো বৎসরাস্তথা
ক্ষণা লবা মুহূর্তাশ্চ নিমেষা যুগপর্যয়াঃ ॥ ৪১

রক্ষন্তু সর্বত্র গতং ত্বাং মাধব সুখায় চ
অরিষ্টং গচ্ছ পন্থানমপ্রমত্তো ভবানঘ

এবং কৃতস্বস্ত্যয়নস্তরাহং
ততোঽভ্যনুজ্ঞায় নরেন্দ্রপুত্রীম্
পিতুঃ সমীপং নরসত্তমস্য
মাতুশ্চ রাজ্ঞশ্চ তথাহুকস্য ॥ ৪২

গত্বা সমাবেদ্য যদব্রবীন্মাং
বিদ্যাধরেন্দ্রসা সুতা তৃশার্তা

তানভ্যনুজ্ঞায় তথাতিদুঃখাদ্
গদং তথৈবাভিবলক্য রামম্
অথোঽক্তুঃ প্রীতিযুতো তদানীং
তপঃসমৃদ্ধির্ভবতোঽস্ত্বিয়ন্ত ॥ ৪৩

প্রাপ্যানুজ্ঞাং গুরুজনাদহং তাক্ষ্যমচিন্তয়ম্
সোঽথমদ্ভিমবস্তং মাং প্রাপ্য চৈনং বাসয়ন্তম্ ৪৩

তত্রাহমদ্ভুতান ভাবানপশ্যং গিরিসত্তমে
যেত্রক তপসা শ্রেষ্ঠং পশ্যামাদ্ভুতমুত্তমম্ ॥ ৪

দিব্যং বৈরাজপদাসা উপমজ্যোর্ধবাহুনঃ ।
পূজিতং দেবগন্ধর্বৈরাক্ষ্যা লক্ষ্যা সমাবৃতম্ ॥ ৪৫

ধবকৃতকদম্বনারিকেলৈঃ
কুরবকচেতকবকুলাটলাদ্যৈঃ ।
বটবরুণকদম্বসপ্তবিল্বৈঃ
সরলকপিত্থপ্রিয়ালসালতালৈঃ ৪৬

বদরীকুসুমপুন্নাগৈরশোকাম্রাভিমুক্তকৈঃ ।
মধূকৈঃ কোবিদারৈশ্চ চম্পকৈঃ পনসৈস্তথা ॥ ৪৭

সেই সুন্দরীকে বলিলাম ভাবিনি ! আমাকে যাইবার অনুমতি দাও। আমি তোমার প্রার্থনা সফল করিব। ৩৪

তখন সেই ভাবতী হাসিলেন, প্রোত্তরে বলিলেন, আপনি কল্যাণ ও বিজয়লাভের জন্য গমন করুন। ব্রহ্মন্। ব্রহ্মা, শিব, কন্দর্প, নন্দীগণ, মনোরঙ্গকুল দেবগণ, ক্ষেত্র, ঋষিসমূহ, যজ্ঞবাহ (যজ্ঞ), চন্দ্র, অহিগণ, গ্রহ, দেবপত্নী, দেবকন্যা এবং দেবমাতৃগণ, মরুত্বান, গো, চন্দ্র, সূর্য, হরি, সাবিত্রী, ব্রহ্মবিদ্যা ঋতু, বর্ষ, ক্ষণ, লব মুহূর্ত, নিমেষ ও যুগসকল ইঁহারা সর্বত্র আপনাকে রক্ষা করুন। আপনি আপনার পথে নির্বিঘ্নে গমন করুন এবং আপনি সতত সাবধানে থাকিবেন। ৩৬-৪০

এইভাবে ভাবতী কর্তৃক বলিবার সম্পূর্ণ হইলে পর আমি সেই ভাবতুমারীর অনুমতি লইয়া নরশ্রেষ্ঠ পিতা বসুদেব, মাতা দেবকী এবং মাতা উগ্রসেনের নিকট গমন করিলাম। সেখানে গমন করিয়া বিদ্যাধররাজকুমারী ভাবতী অত্যন্ত আর্ত হইয়া আমাকে যে প্রার্থনা করিয়াছিল, তৎ সমস্তই তাঁহাদিগকে বলিলাম এবং তপস্যা করিতে যাইবার জন্য তাঁহাদের সকলের নিকট অনুমতি লইলাম। গদ ও অন্যান্য বলশালী বলরাম এই উত্তরের নিকট গমনের জন্য আজ্ঞা গ্রহণ করিলাম। তখন ইঁহারা উভয়ে অতিশয় দুঃখে ও প্রীতিসহকারে আমাকে বলিলেন- ভ্রাতঃ ! তোমার তপস্যা নির্বিঘ্নে পূর্ণ হউক। ৪১-৪৪

গুরুজনগণের আজ্ঞা লাভ করিয়া আমি গরুড়কে স্মরণ করিলাম। সে আসিয়া আমাকে বিদ্যাচলে লইয়া যাইল। সেখানে উপস্থিত হইয়া আমি গরুড়কে ত্যাগ করিলাম। ৪৩

আমি সেই শ্রেষ্ঠ পর্বতে সেখানে অদ্ভুত তাপসকুল লক্ষ্য করিলাম। আমি সেই স্থানকেই তপস্যার পক্ষে অদ্ভুত, উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থির করিয়া লইলাম। ৪৪

সেই স্থানে ব্যাঘ্রপাদের পুত্র ধৌম্য উপমন্যুর আশ্রম ছিল। উহা ব্রাহ্মী শোভাসম্পন্ন ও দেবতা এবং গন্ধর্বগণের দ্বারা সম্মানিত ছিল। ৪৫

ধব, কদম্ব, (অর্জুন), তাল, নারিকেল, কুরবক, কেতক, অম্বু, পাটল, বট, বরুণক, সপ্তপর্ণ, বিল্ব, সরল, কপিত্থ, প্রিয়াল, সাল, তাল, বদরী, নক্ত, পুন্নাগ, অশোক, আম্র, অতিমুক্ত, মধূক, কোবিদার, চম্পা ও কাঁটালাদি ফল-পুষ্পযুক্ত বিবিধ বনজাত বৃক্ষসকল সেই আশ্রমের শোভা বর্ধন করিতেছিল। পুষ্প, গুল্ম

বন্যৈর্বহুবিধৈর্বৃক্ষৈঃ ফলপুষ্পপ্রদৈর্যুতম্ ।
পুষ্পগুল্মলতাকীর্ণং কদলীষণ্ডশোভিতম্ ॥৪৪
নানাশকুনিসঙ্ঘোষৈঃ ফলৈর্বৃক্ষৈরলঙ্কৃতম্
যথাস্থানবিনিক্ষিপ্তৈর্ভূষিতং ভস্মরাশিভিঃ ॥ ৪৯
ঋক্ষ-বানর-শার্দূল-সিংহ-দ্বীপিনমাকুলম্
কুরঙ্গমহিষাকীর্ণং মার্জারভুজগাবৃতম্
পুণ্যৈশ্চ মৃগজাতীনাং মহিষর্ক্ষনিষেবিতম্ ॥ ৫০
সকৃৎপ্রভিন্নৈশ্চ গজৈর্বিভূষিতং
প্রহৃষ্টনানাবিহগপক্ষিসেবিতম্ ।
সুপুষ্পিতৈরদূরপ্রকাশৈ-
র্মহীরুহৈরাবৃতং বনৈর্বিচিত্রৈঃ ॥ ৫১
নানাপুষ্পরজোমিশ্রো গন্ধবানাবিবাসিতঃ ।
যাম্যানিলৈর্বিহগপ্রবাদৈঃ
শুভৈস্তথা বৃংহিতৈঃ কুঞ্জরাণাম্ ।
গীতৈস্তথা কিন্নরযামুদারৈঃ
শুভৈঃ স্বনৈঃ সাধুগানাঞ্চ বীর ॥ ৫৩
অচিন্ত্যং মনসাপ্যন্যৈঃ সরোভিঃ সমলঙ্কৃতম্ ।
বিশালৈশ্চাম্বুসলিলৈর্ভূষিতং কুসুমাবৃতৈঃ ॥ ৫৪
বিভূষিতং পুণ্যপবিত্রতোয়া
সদা চ জুষ্টং নৃপ জহ্নুকন্যয়া ।
বিভূষিতং ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠৈ-
র্মহাত্মভির্বল্কলিনমানকল্পৈঃ ॥ ৫৫
যাবদ্ভিরাহারমুপৈর্জপদ্ভি-
র্নিয়ম্য কালৈর্যোগিভির্ধ্যাননিষ্ঠৈঃ ।
ধূমপ্রাশৈরম্বুপৈঃ ক্ষীরপৈশ্চ
সম্প্রাপ্তং ব্রাহ্মণৈস্তৈঃ সমন্তাৎ ॥ ৫৬
গোচারিণোঽথাশ্মকুট্টা দন্তোলূখলিকাস্তথা ।
মরীচিপাঃ ফেনপাশ্চ তথৈব মৃগচারিণঃ ॥ ৫৭

ও লতাসমূহে সেই স্থান ব্যাপ্ত ছিল। কদলীবৃক্ষশ্রেণী সেই আশ্রমের আরও শোভা বর্ধিত করিতেছিল। ৪৪-৪৮

নানা প্রকার পক্ষিগণের ভোজনযোগ্য ফল ও বৃক্ষসকল সেই আশ্রমের অলঙ্কার ছিল। যথাস্থানে রক্ষিত ভস্মরাশির দ্বারা তাহার শোভা বর্ধিত হইতেছিল। ৪৯

ঋক্ষ, বানর, ব্যাঘ্র, সিংহ, চিতাবাঘ, মৃগ, মহিষ, বিড়াল, সর্প, বিভিন্ন জাতির মৃগদল, মহিষ ও ঋক্ষগণের দ্বারা সেই আশ্রমের নিকটবর্তী বন পরিপূর্ণ ছিল। ৫০

হরিণীবর্গ বহু হস্তীতে সেই বন ভূষিত ছিল। হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া নানাপ্রকার আকাশচারী পক্ষিগণ সেখানের বৃক্ষসকলের উপর বসবাস করিতেছিল। বহুবিধ বৃক্ষসকলের দ্বারা বিচিত্র বন সুন্দর পুষ্পসমূহে সুশোভিত হইয়া মেঘমণ্ডলের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল এবং এই সবের দ্বারা সেই আশ্রমের অনুপম শোভা হইতেছিল। ৫১

সম্মুখভাগ হইতে নানাপ্রকার পুষ্পসকলের পরাগপুঞ্জপূরিত এবং হরিণগণের মদের গন্ধে সুবাসিত মন্দ মন্দ বায়ু প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল; এই বায়ুর সহিত তখন দিগ্য হরিণীগণের মধুর শীতসকলের মনোরম ধ্বনি বিশেষভাবে ভাসিয়া আসিতেছিল। ৫২

বীর! পর্বতীয় শিখরসমূহ হইতে নির্গলিত ঝরণার ঝর ঝর ধ্বনি, আকাশচারী পক্ষিগণের মধুর কলরব, হস্তিসকলের গর্জন, কিন্নরদিগের উদার (মনোহর) গীত এবং সামগানকারী সাধুসেবী বিদ্বান্‌গণের মনোময় মন সেই বনপ্রান্তকে সঙ্গীতময় করিয়া রাখিয়াছিল। ৫৩

যাহার বিষয়ে অন্য মনুষ্যগণ মনের দ্বারাও চিন্তা করিতে পারে না, এরূপ অচিন্তনীয় শোভাসম্পন্ন সেই পর্বতীয় প্রান্তভাগ বহুবিধ সরোবরে অলঙ্কৃত এবং পুষ্পসমূহে আচ্ছাদিত বিশাল অগ্নিশালা-গৃহসকলের দ্বারা বিভূষিত ছিল। ৫৪

নৃপ! পুণ্যসলিলা জাহ্নবী সদা সেই ক্ষেত্রের শোভা বর্ধন করিতে করিতে যেন তাহার সেবা করিতেছিলেন। অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বহু মহাত্মাদিগের দ্বারা সেই স্থান বিভূষিত ছিল। ৫৫

সেখানে চারিদিকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ নিবাস করিতেছিলেন। কিছু লোক বল্কল পরিধান করিয়াই সেখানে জীবন ধারণ করিতেছিলেন। কিছু লোক নিয়মের জন্যই নিয়ত ছিলেন। বহু সাধক মৈত্রী-মুদিতাদি সাধনসমূহের দ্বারা নিজেদের চিত্তকে শোধন করিতেছিলেন। কিছু যোগী পুরুষ নিয়মের ধারণের ছিলেন। বহু সাধক অগ্নিহোত্রের ধূম, কেহ কেহ উষ্ণ সূর্যকিরণ এবং কেহ কেহ দুগ্ধ পান করিয়া অবস্থিত ছিলেন। ৫৬

কিছু মানুষ গো-সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া গো-গণের সহিত অবস্থান ও বিচরণ করিতেছেন। কিছু লোক গাছ বস্ত্র প্রস্তরে পেষণ করিয়া ভক্ষণ করেন এবং কিছু লোক ফলসমূহের দ্বারাই

অন্যেষ্বকলত্তকান্ত তথা হ্রস্বকধারিনঃ।
চীরচর্মাম্বরধরাস্তথা বল্কলধারিণঃ ॥ ৫৮
মুদ্গরান্ নিয়মোপাংস্তান্ বহতঃ শুক্লপোধনান্
পশ্যন্ মুনীন্ বহুবিধান্ প্রবেষ্টুমুপচক্রমে ॥ ৫৯
সুসূক্ষ্মিতং দেবগণৈর্মহাস্তুতিঃ
শিবাদিভির্ভারত পুণ্যকর্মভিঃ
বরাজ তচ্ছ্রাশ্রমমণ্ডলং সদা
দিবীব রাজন্ শশিমণ্ডলং যথা ॥ ৬০
ক্রীড়ন্তি সর্পৈর্নকুলা মৃগৈর্ব্যাঘ্রাশ্চ নিত্রবৎ
প্রভাবাদ্ দীপ্ততপসাং সংনিকর্ষান্মহাত্মনাম্ ॥ ৬১
তত্রাশ্রমপদে শ্রেষ্ঠে সর্বভূতমনোরমে।
সেবিতে দ্বিজশার্দূলৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ ॥ ৬২
নানানিয়মবাখ্যাভৈর্বিধিভিঃ সুমহাত্মভিঃ।
প্রবিশন্নেব চাপশ্যং জটাচীরধরং প্রভুম্ ॥ ৬৩
তেজসা তপসা চৈব দীপ্যমানং যথানলম্
শিষ্যৈরনুগতং শান্তং মুনিনা ব্রহ্মবাদিনম্ ॥ ৬৪
শিরসা বন্দমানং মামুপমন্যুরভাষত ঃ ৬৫
স্বাগতং পুণ্ডরীকাক্ষ সফলাস্তে তপাংসি নঃ
যং পূজ্যঃ পূজয়ংস্যদ্য দ্রষ্টাসো দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৬৬
ততঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা যুগপৎ সমিধাগ্নিষু
ধর্মে চ শিষ্টবর্গে চ সমপৃচ্ছমনাময়ম্ ঃ ৬৭
তাভ্যাং মাং ভগবানাহ সংস্তুতঃ পরমর্ষিভিঃ
লব্ধাপে জনয়ঃ কৃষ্ণ আত্মতুল্যেসমন্যুম্ ৬৮
তপঃ সুমহদাস্থায় তোষয়েশা-মীশ্বরম্
ইহ দেবঃ সপত্নীকঃ সমাক্রীড়ত্যুমোক্ষত
ইত্যেবং তৈরনুজ্ঞাতো দেবাঃ সর্ষিগণাঃ পুরা
তপসা ব্রহ্মচর্যেণ সত্যেন চ দমেন চ ঃ ৭০
তোষয়িত্বা শুভান্ কামান প্রাপ্তবানস্মি জনার্দন
তেজসা তপসা চৈব নিধিঃ স ভগবানিহ ॥ ৭১

উদূখল মুষলের কার্য্য সম্পন্ন করেন। কিছু মাতৃষ শিংগাবলি ও বেলসমূহ পান করেন। বহু ঋষি মৃগচর্মাম্বৃত হইয়া মৃগগণের সহিত বিচরণ ও অবস্থান করেন। ৫৭

কেহ অশ্মকুট্ট হইয়া কীলনযাপন করেন, কেহ কেহ জলেই শয়ন করেন এবং কিছু মাতৃষ চীর, বল্কল ও মৃগচর্ম ধারণ করেন। ৫৮

অত্যন্ত কষ্টসাধ্য নিয়মসমূহ পালন করিতে করিতে বহুবিধ তপস্বী মুনিগণকে দর্শন করিতে করিতে আমি সেই বিশাল আশ্রমে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলাম। ৫৯

তখন ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে। মহাত্মা ও পুণ্যকর্মা শিবাদি দেবগণের দ্বারা সমাবৃত হইয়া সেই আশ্রমমণ্ডল সর্বদাই আকাশে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ৬০

সেখানে কঠোর তপস্যাকারী মহাত্মাগণের প্রভাব ও সান্নিধ্যে প্রভাবিত হইয়া নকুলগণ সর্পগণের সহিত একসঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল এবং ব্যাঘ্রগণ মৃগগণের সহিত মিত্রভাবে বাস করিতেছিল। ৬১

বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শী দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ যাহার সেবা করিতেছেন এবং নানাপ্রকার নিয়মসমূহের দ্বারা বিখ্যাত মহাত্মা মহর্ষিরা যাহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন, সমস্ত প্রাণিগণেরই পক্ষে মনোরম সেই শ্রেষ্ঠ আশ্রমে প্রবেশ করিতেই আমি জটাবল্কল-ধারী, প্রভাবশালী, তেজস্বী ও তপস্যায় অগ্নিসদৃশ দেদীপ্যমান, শিষ্যগণের দ্বারা অনুগত শান্ত মুনিবর ব্রহ্মবাদিশ্রেষ্ঠ উপমন্যুকে শিরসের দ্বারা বন্দনা করিতেছি দেখিতে পাইলাম। ৬২-৬৪

আমি মস্তক নত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম আমাকে বন্দনা করিতে দেখিয়া উপমন্যু বলিলেন, পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনার তপস্যাসমূহ সফল হইয়াছে তাই আপনি পূজনীয় হইয়া আমার পূজা করিতেছেন এবং দর্শনীয় হইয়া আমার দর্শন-কামনা করিতেছেন, ইহাতে আমাদের সকলের তপস্যা সফল হইয়াছে। ৬৫-৬৬

তখন আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া আশ্রমের মুখ্য পক্ষী, অগ্নিহোত্র, বর্ণাশ্রমাচরণ ও শিষ্টবর্গের কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। ৬৭

তখন ভগবান্ উপমন্যু পরম মধুর সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে আমাকে বলিলেন,- শ্রীকৃষ্ণ! আপনি নিজের তুল্য পুত্র লাভ করিবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৬৮

অনোক্ষজ! আপনি বহুৎ তপস্যা অবলম্বন করিয়া এখানে সর্বেশ্বর শিবকে সন্তুষ্ট করুন। এখানে মহাদেব নিজের পত্নী উমাদেবী সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। ৬৯

জনার্দন! এখানে পূর্বকালে মহাদেবকে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া পূর্বে বহু দেবতা ও মহর্ষিগণ নিজেদের শুভ মনোরথ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৭০;

শত্রুতাপন শ্রীকৃষ্ণ! আপনি যাহাকে প্রার্থনা করিতেছেন,

শুভাশুভবিধাতা ভাবান্ বিসৃজন্ সংক্ষিপন্নপি ।
আত্তে দেবা। সদাচিন্ত্যো যং প্রার্থয়সি শক্রহন্ ॥৭২
হিরণ্যকশিপুর্যোঽভূদ্ দানবো মেরুকম্পনঃ
কেন সর্বামরৈর্ধ্যাঃ ঘর্ষাৎ প্রাপ্তঃ সমার্বুদম্ ॥ ৭৩
তস্যৈষ পুত্রপ্রবরো মন্দারো নাম বিশ্রুতঃ ।
মহাদেববরাজ্জজ্ঞে বর্ষাণামর্বুদোপমম্ ॥ ৭৪
বিষ্ণোশ্চক্রঞ্চ তদ্ ঘোরং বজ্রমাথ্যায়তে চ যৎ
শীর্ণং পুরাভবৎ তাত গ্রহসাঙ্গেষু কেশব ॥ ৭৫
যৎ তদ্ ভগবতা পূর্বং দত্তং চক্রং ভবায়ব
জলান্তরচরং হত্বা দৈত্যাঙ্গ বলগর্বিতম্ ॥ ৭৬
উৎপাদিতং বৃষাঙ্কেন দীপ্তজ্বলনসন্নিভম্
দত্তং ভগবতা তুভ্যং দুর্ধর্ষং দেবদানবৈঃ ॥ ৭৭
ন শক্যং দ্রষ্টুমস্মাভির্বর্জয়িত্বা পিনাকিনম্ ।
সুদর্শনং ভবত্যেবং ভাবনোক্তং তদা ত্বয়া তৎ ॥ ৭৮

সুদর্শনং তদা তস্য লোকে নাম প্রতিষ্ঠিতম্
তজ্জীর্ণমভবৎ তাত গ্রহসাঙ্গেষু কেশব ॥ ৭৯
গ্রহসাত্তিবলস্যাঙ্গে বরদত্তস্য ধীমতঃ
ন শস্ত্রাণি বহন্ত্যঙ্গে চক্রবজ্রশতান্যপি ॥ ৮০
অর্দয়ামাসুশ্চ বিবুধা গ্রহেণ সুবলীয়সা
শিবদত্তবরান্ জম্ভূরসুরেন্দ্রান্ সুরা ভৃশম্ ॥ ৮১
তুষ্টো বিত্তং প্রভবসি ত্রিলোকেশ্বরতাং গমো ।
শতং বর্ষসহস্রাণাং সর্বলোকেশ্বরোঽভবৎ ॥ ৮২
মমৈবানুচরো নিত্যং ভবিতাসীতি চাব্রবীৎ
তথা পুত্রসহস্রাণামনুরূপং গমো প্রভুঃ ॥ ৮৩
কুশদ্বীপঞ্চ স গমো রাজোন ভগবানজঃ
তথা শতমুখো নাম ধাত্রা সৃষ্টো মহাসুরঃ ॥ ৮৪
যেন বর্ষশতং সাগ্রমাত্মমাংসৈর্হুতোঽনলঃ ।
তং প্রাহ ভগবাংস্ত্বষ্টা কিং করোমীতি শঙ্করঃ ॥ ৮৫

ভেদ ও উপভোগ নিধি সেই আচিন্ত্যনীয় ভগবান্ শঙ্কর এখানে শমাদি শুভ ভাবসমূহের সৃষ্টি ও কামাদি অশুভ ভাবসমূহের নাশ করিতে করিতে দেবী পার্বতীর সহিত সদাই বিরাজমান আছেন ॥ ৭১-৭৮

পূর্বে যেরূপ পর্বতকেও কম্পিত করিতে সমর্থ যে হিরণ্যকশিপু নামে দানব উৎপন্ন হইয়াছিল, সে ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে এক অর্বুদ (দশ কোটি) বর্ষকালের জন্য সমস্ত দেবতাগণের ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৭৩

তাহার প্রধান পুত্র মন্দার নামে বিখ্যাত। সে মহাদেবের বরে এক অর্বুদ বর্ষকাল পর্যন্ত ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল ॥ ৭৪

তাত কেশব ভগবান্ বিষ্ণুর সেই শুভতর চক্র ও ইন্দ্রের বজ্রও পুরাকালে সেই গ্রহের অঙ্গে পুরাতন তৃণের ন্যায় যেন জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল ॥ ৭৫

পিনাকপাণি ভগবান্ শঙ্কর ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষই এই অস্ত্রকে দেখিতে সমর্থ ছিলেন না। সেই সময় ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন, এই অস্ত্র সুদর্শন (দেখিতে সুন্দর) হইয়া যাউক। তখন হইতে এ-সংসারে সেই অস্ত্র সুদর্শন নামে প্রচলিত হইল ॥ ৭৬-৭৯

ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে সে যত লাভ করিয়াছিল। সেই অত্যন্ত বলশালী ও বুদ্ধিমান্ গ্রহের অঙ্গে চক্র ও বজ্রকুলা শত শত অস্ত্র কোনরূপ প্রতিক্রিয়া করিতে পারে নাই ॥৮০

যখন সেই বলবান্ দেবতাগণকে পীড়িত করিতে লাগিল, তখন দেবতাগণও ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে বরলাভ হইয়া সেই অসুরশ্রেষ্ঠ জম্ভাসুরের সহ আঘাত করিয়াছিলেন। (এইভাবে তাহাদের মধ্যে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলিয়াছিল) ॥৮১

এইভাবে বিদ্যুৎপ্রভ নামক দৈত্যের উপরেও সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ তাহাকে তিন লোকের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে সে এক লক্ষ বর্ষ পর্যন্ত সমস্ত লোকসমূহের অধীশ্বর হইয়াছিল ॥ ৮২

ভগবান্ শঙ্কর তাহাকে এই বরও দিয়াছিলেন যে, তুমি আমার নিত্য সাধন হইবে এবং সেই সঙ্গে প্রভু মহাদেব তাহাকে সহস্র অনুজ (এক কোটি পুত্রও প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৮৩

অতঃপর ভগবান্ শিব তাহাকে রাজত্ব করিবার জন্য কুশদ্বীপ দান করিয়াছিলেন। এইরূপ ভগবান্ ব্রহ্মা এক মহা শতমুখ নামে এক অসুরকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই অসুর এক বর্ষের অধিককাল পর্যন্ত অগ্নিতে নিজেরই মাংস আহুতি দিয়াছিল ॥৮৪

উহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন,—বল, আমি তোমার কোন্ মনোরথ পূর্ণ করিব ? তখন শতমুখ

তং বৈ শতমুখঃ প্রাহ যোগো ভবতু মেঽদ্ভুতঃ
বলঞ্চ দৈবতশ্রেষ্ঠ শাশ্বতঃ সম্প্রযচ্ছ মে ॥ ৮৬
তথেতি ভগবানাহ তদা তস্য বচনং প্রভুঃ
ঋতধ্বজঃ ক্রতুশ্চাপি পুত্রার্থমভবৎ পুরা ॥ ৮৭
আহিত্য যোগেনাত্মানং ত্রীণি বর্ষশতান্যপি
তস্য চোপদধৌ পুত্রান্ সহস্রং ক্রতুসম্ভিতান্ ॥ ৮৮
যোগেশ্বরং দেবমীশং বেদ কৃষ্ণ ন সংশয়ঃ
যাজ্ঞবল্ক্য ইতি খ্যাত ঋষিঃ পরমধার্মিকঃ ॥ ৮৯
আরাধ্য স মহাদেবং প্রাপ্তবানতুলং যশঃ
বেদব্যাসশ্চ যোগাত্মা পরাশর সুতো মুনিঃ ॥ ৯০
সোঽপি শঙ্করমারাধ্য প্রাপ্তবানতুলং যশঃ ।
বালখিল্যা মরুদ্বত্তা ঋষয়স্তাতাঃ পুরা কিল ॥ ৯১
তৈঃ ক্রতুর্ভগবান্ রুদ্রস্তপসা তোষিতো ভৃশং
তাংশ্চাপি দৈবতশ্রেষ্ঠ প্রাহ প্রীতো জগৎপতিঃ ॥ ৯২

সুপর্ণঃ সোমহর্তারং তপসোৎপাদয়িষ্যতি
মহাদেবস্য রোষাচ্চ আপো নষ্টাঃ পুরাভবন ॥ ৯৩
তাশ্চ সপ্তকপালেন দেবৈরুদ্রাঃ প্রবর্তিতাঃ ।
ততঃ পানীয়মভবৎ প্রসন্নে ত্র্যম্বকে ভুবি ॥ ৯৪
অত্রের্ভার্যাপি ভর্তারং সস্মার ব্রহ্মবাদিনী ।
নাহং তস্য মুনের্ভূয়ো বশগা স্যাং কথঞ্চন ॥ ৯৫
ইত্যুক্ত্বা সা মহাদেবমগচ্ছচ্ছরণং কিল
নিরাহারা জয়াদত্রের্গীণি বর্ষশতান্যপি ॥ ৯৬
অথেশ্বর মুনেস্তস্যা প্রসাদার্থং ভবস্য সা
তাদৃগ্রূপধরং দেবী ভবিতা বৈ সুতস্তব ॥ ৯৭
বিনা ভর্ত্রা চ রুদ্রেণ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ
বংশে তবৈব নাম্না তু খ্যাতিং যাস্যতি চেল্লিতাম্ ॥ ৯৮
বিরূপঞ্চ মহাদেবং তদা ভক্তসুখাবহম্ ।
প্রসাদ্য ভগবান্ সিদ্ধিং প্রাপ্তবান্ মধুসূদন ॥ ৯৯

তাঁহাকে বলিল—সুরশ্রেষ্ঠ ! আমার অদ্ভুত যোগশক্তি লাভ হউক এবং এই সঙ্গে আপনি আমাকে চিরস্থায়ী অক্ষয় বল প্রদান করুন ॥ ৮৫-৮৬

তাঁহার সেই কথা শ্রবণ করিয়া শক্তিশালী ভগবান্ 'তথাস্তু' বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন। এইরূপ পুরাকালে ঋতধ্বজ পুত্র ক্রতু পুত্রলাভের জন্য তিন শত বৎসর কাল ধরিয়া যোগের দ্বারা নিজেকে ভগবান্ শিবের চিন্তায় নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন ; অতএব ক্রতুকেও ভগবান্ শঙ্কর তাঁহারই সদৃশ এক হাজার পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৮৭-৮৮

শ্রীকৃষ্ণ ! দেবগণ যাঁহার মহিমা প্রচার করেন, সেই যোগেশ্বর শিবকে আপনি ভালভাবেই জানেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্য নামে বিখ্যাত পরম ধর্মাত্মা ঋষি মহাদেবের আরাধনা করিয়া অতুলনীয় যশ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৮৯½

পরাশরের পুত্র মুনিবর বেদব্যাস ও যোগেরই স্বরূপ ছিলেন। তিনিও শঙ্করের আরাধনা করিয়া অতুলনীয় যশ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৯০½

শুনা যায়, পুরাকালে ইন্দ্র বালখিল্য ঋষিগণকে একবার অপমান করিয়াছিলেন। তখন সকল ঋষি দুঃখিত হইয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন এবং উহার দ্বারা তাঁহারা ভগবান্ রুদ্রকে প্রসন্ন করিলেন ॥ ৯১½

সেই সময় সুরশ্রেষ্ঠ জগৎপতি শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের বলিলেন,—তোমরা নিজেদের তপস্যার বলে গরুড়কে উৎপন্ন কর। সেই গরুড় ইন্দ্রের নিকট হইতে অমৃত অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবে ॥ ৯২½

পুরাকালের বৃত্তান্ত, মহাদেবের ক্রোধে সমস্ত জল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তখন দেবগণ শিব যাঁহার অধিপতি, সেই সপ্তকপাল নামক যোগের দ্বারা অক্ষয় জল প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ ত্রিলোচন শিব প্রসন্ন হইলে পরই ত্র্যম্বকে জলের উৎপত্তি হইল ॥ ৯৩-৯৪

অত্রির পত্নী ব্রহ্মবাদিনী অনসূয়াও কোন এক সময় ভয় হইয়া নিজের পতিকে ত্যাগ করত চলিয়া গিয়াছিলেন এবং 'এখন কোনরূপেই পুনরায় অত্রিমুনির বশীকৃত হইব না' মনে এই সঙ্কল্প করিয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন ॥ ৯৫½

তিনি অত্রিমুনির ভয়ে ভীতা হইয়া তিন শত বৎসরকাল কোনরূপ আহার না করিয়াই জলে শয়ন করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ শঙ্করের প্রসন্নতার জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ৯৬½

তখন মহাদেব তাঁহাকে হাস্য করিতে করিতে বলিলেন,—দেবি ! আমার কৃপায় কেবল বজ্রসদৃশী চরম দ্রব অপসারণ পান করিলেই তুমি পতির বিনা সংযোগেই এক পুত্র লাভ করিবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। সে তোমার বংশে তোমারই ইচ্ছানুসারে খ্যাতি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৯৭-৯৮

মধুসূদন ! ঐশ্বর্যশালী বিরূপ ভক্তসুখদায়ক মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া মনোবাঞ্ছিত সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ৯৯

শাকল্যঃ সংশিতাত্মা বৈ নববর্ষশতান্যপি
আরাধয়ামাস ভবং মনোযজ্ঞেন কেশব ॥ ১০০
তং চাহ ভগবান্তুষ্টো প্রযুক্তকারো ভবিষ্যসি
বৎসাক্ষয়া চ তে কীর্তিস্ত্রৈলোক্যে বৈ ভবিষ্যতি ॥১০১
অক্ষয়শ্চ কুলং তেঽস্তু মহর্ষিভিরলঙ্কৃতম্।
ভবিষ্যতি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ পুত্রকর্তা সুরস্তব ॥ ১০২
সাবর্ণিশ্চাপি বিখ্যাত ঋষিরাসীৎ কৃতে যুগে
ইহ তেন তপস্তপ্তং ষষ্টিবর্ষশতানি চ ॥ ১০৩
তমাহ ভগবান্ রুদ্রঃ সাক্ষাৎ তুষ্টোঽস্মি তেঽনঘ।
প্রযুক্তলোকবিখ্যাতো ভবিতাসাত্মজন্মনঃ ॥ ১০৪
শক্রেণ তু পুরা দেবো বারাণস্যাং জনার্দন।
আরাধিতোঽভূদ্ ভক্তেন দিবাসা ভস্মগুণ্ঠিতঃ ॥ ১০৫
আরাধ্য চ মহাদেবং দেবরাজমবাপ্তবান্
নারদেন তু ভক্ত্যাদৌ তব আরাধিতঃ পুরা ॥ ১০৬
তস্য তুষ্টো মহাদেবো জগৌ দেবগুরুর্গুরুঃ

কেশব! শাকল্য ঋষির মন সর্বদা সংশয়াচ্ছন্ন ছিল। তিনি মনোময় যজ্ঞের (ধ্যানের) দ্বারা শিবের নয় শত বৎসর আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ১০০

তখন ইহার দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন,—বৎস! তুমি প্রযুক্তকার হইবে এবং ত্রিলোকে তোমার অক্ষয় কীর্তি বিস্তৃত হইবে ॥ ১০১

তোমার কুল অক্ষয় এবং মহর্ষিগণের দ্বারা অলঙ্কৃত হইবে। তোমার পুত্র এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং পুত্রকার হইবে ॥ ১০২

সত্যযুগে সাবর্ণি নামে বিখ্যাত এক ঋষি ছিলেন। তিনি এস্থানে আসিয়া ছয় হাজার বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ১০৩

তখন ভগবান্ রুদ্র তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন দান করত বলিলেন,—অনঘ! আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট। তুমি বিশ্ববিখ্যাত প্রযুক্তকার ও অক্ষয়-অমর হইবে ॥ ১০৪

জনার্দন! পুরাকালের বৃত্তান্ত, ইন্দ্র ভক্তিভাবের সহিত বারাণসীতে ভস্মবিভূষিত দিগম্বর মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। মহাদেবের আরাধনা করিয়াই তিনি দেবরাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১০৫॥

দেবর্ষি নারদও পূর্ব্বে ভক্তিভরে ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করিয়াছিলেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া জগদ্গুরু মহাদেব তাঁহাকে এই বরদান করিয়াছিলেন যে, তেজ, তপ ও কীর্তিতে তেজসা তপসা কীর্ত্যা ত্বৎসমো ন ভবিষ্যতি ॥ ১০৭
গীতেন বাদিতবেণ নিত্যং গানমুপাসসি
ময়াপি চ সখা দৃষ্টো দেবদেবঃ পুরা বিভো ॥ ১০৮
সাক্ষাৎ পশুপতিস্তত্র তচ্চাপি শৃণু মাধব
যদর্থঞ্চ ময়া দেবঃ প্রযত্নেন তথা বিভো ॥ ১০৯
প্রবোধিতো মহাতেজাস্তং চাপি শৃণু বিস্তরম্।
যদবাপ্তঞ্চ যে পূর্বং দেবদেবাদ্মহেশ্বরাৎ ॥ ১১০
তৎ সর্বং নিখিলেনাদ্য কথয়িষ্যামি তেঽনঘ
পুরা কৃতযুগে তাত ঋষিরাসীন্মহাযশাঃ ॥ ১১১
ব্যাঘ্রপাদ ইতি খ্যাতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ
তস্যাহমভবং পুত্রো ধৌম্যশ্চাপি মমানুজঃ ॥ ১১২
কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য ধৌম্যেন সহ মাধব
আসঙ্গমাশ্রমং ক্রীড়ন্ মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ১১৩
তত্রাপি চ ময়া দৃষ্টা দুগ্ধমানা পয়স্বিনী
লক্ষিতশ্চ ময়া ক্ষীরং স্বাদুস্নৌ জম্বুতোপমম্ ॥১১৪

কেহই তোমার সমান হইবে না। তুমি গীত ও বীণাবাদ্যের দ্বারা সর্বদা আমার অনুসরণ করিবে ॥ ১০৬-১০৭॥

প্রভো! তাত মাধব! আমিও পুরাকালে সাক্ষাৎ দেবাধিদেব পশুপতিকে যেভাবে দর্শন করিয়াছিলাম, সেই প্রসঙ্গ আপনি শ্রবণ করুন ॥ ১০৮॥

ভগবন্! আমি যে উদ্দেশে প্রযত্নসহকারে মহাতেজস্বী মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলাম, সেই সব বিষয়ও শ্রবণ করুন ॥ ১০৯॥

অনঘ! পুরাকালে দেবাধিদেব মহেশ্বরের নিকট হইতে আমার যাহা কিছু প্রাপ্তি হইয়াছিল, সেই সব আজ আমি পূর্ণরূপে আপনাকে বলিব ॥ ১১০॥

পূর্ব্বে সত্যযুগে এক মহাযশস্বী ঋষি ছিলেন। তিনি ব্যাঘ্রপাদনামে প্রসিদ্ধ এবং বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শী বিদ্বান্ ছিলেন ॥ ১১১॥

আমি তাঁহারই পুত্র। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ধৌম্য। আমি কোন এক সময় তাঁহার সহিত খেলা করিতে করিতে পবিত্রাত্মা ঋষিগণের আশ্রমে আসিলাম ॥১১২-১১৩

সেখানে আমি দেখিলাম, এক দুগ্ধবতী গাভীকে দোহন করা হইতেছে। আমি স্বাদে অমৃততুল্য সেই দুগ্ধও দর্শন করিলাম ॥ ১১৪

ততোঽহমব্রুবং বালো মাতরং মাতৃবৎসলঃ
ক্ষীরৌদনমসাধুক্তং ভোজনং হি প্রযচ্ছ মে ॥ ১১৬
অভ্যাখ্যাতৈব দুঃখিতা জননী তদা
ততঃ পিষ্টং সমালোড্য ক্ষীরেণ সহ মাধব ॥
আবয়োঃ ক্ষীরমিত্যেব পানার্থং সমুপানয়ৎ
অথ গবাং পয়স্যাত্ত কদাচিৎ প্রোষিতে ময়া ॥১১৭
পিত্রাহং যজ্ঞকালে হি নীতো জ্ঞাতিকুলং মহৎ
তত্র মা জনয়ে দেবী দিব্যা সৌঃ সুরনন্দিনী ॥ ১১৮
তস্যাহং তৎ পয়ঃ পীত্বা রসেন হ্যমৃতোপমম্ ।
জ্ঞাত্বা ক্ষীরগুণাংশ্চৈব উপলব্ধা হি সত্ত্বরম্ ॥ ১১৯
ন চ পিষ্টরসস্যাত্ত ন মে প্রীতিমুপাবহৎ ।
ততোঽহমব্রুবং বালো মাতরং মাতৃবৎসলঃ ॥ ১২০
নেদং ক্ষীরৌদনং মাতর্যৎ ত্বং দত্তবতী মি ।
ততো মামব্রবীন্মাতা দুঃখশোকসমন্বিতা ॥ ১২১

পুত্রস্নেহাৎ পরিষ্বজ্য মূর্ধ্নি চাঘ্রায় মাধব
কৃতঃ ক্ষীরৌদনঃ বৎস মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ১২২
বনে নিবসতাং নিত্যং কন্দমূল-ফলাশিনাম্
আশ্রিতানাং বনং দিব্যং বালখিল্যৈর্নিষেবিতম্ ॥১২৩
কৃতঃ ক্ষীরং বনস্থানাং মুনীনাং গিরিবাসিনাম্ ।
শাবলানাং বনাশানাং বনাঙ্গনিবাসিনাম্ ॥ ১২৪
গ্রাম্যাহারনিবৃত্তানামারণ্যফলভোজিনাম্ ।
যান্তি পুত্র পয়োহরণ্যে সুরভীগোত্রমর্চিতে ॥ ১২৫
নদীগঙ্গাহরশৈলেষু তীর্থেষু বিবিধেষু চ
তপসা কর্শনিষ্যানাং শিবো নঃ পরমা গতিঃ ।
অপ্রসাদ্য বিরূপাক্ষং বরদং স্থাণুমব্যয়ম্ ।
কৃতঃ ক্ষীরৌদনঃ বৎস সুখানি বসনানি চ ॥ ১২৭
তং প্রসাদ্য সদা বৎস সর্বভাবেন শঙ্করম্ ।
তৎ প্রসাদাচ্চ ভাবেত্যাঃ ফলং প্রাপ্স্যসি পুত্রক ॥১২৮

তখন আমি বালসুলভ স্বভাববশতঃ নিজের মাতাকে বলিলাম,—মাতঃ! দুগ্ধমিশ্রিত অন্নযুক্ত খাদ্য আমাকে দাও। ১১৫

গৃহে দুগ্ধের অভাব ছিল বলিয়া তখন দুগ্ধ ছিল না, সেইজন্য আমার মাতা সেই সময়ে দুঃখিতা হইলেন মাধব! তখন তিনি জলের সহিত চালগুঁড়ি গুলিয়া দিয়া উহা দুগ্ধ বলিয়া আমাদের দুই ভ্রাতাকে খাইবার জন্য প্রদান করিলেন। ১১৬-১১৭

তাত! তাহার পূর্বে আমি একদিন দুগ্ধ খাইয়াছিলাম। পিতা যজ্ঞের সময় আমাকে এক ধনী জ্ঞাতির গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে দিব্যা সুরভি বেশ দুগ্ধ দান করিতেন। ১১৭-১১৮

সেই অমৃততুল্য খাদ্যই দুগ্ধ পান করিয়া আমি উহা জানিয়া গিয়াছিলাম যে, দুগ্ধের আস্বাদ কিরূপ এবং তাহার উপলব্ধি কিভাবে হয়? ১১৯

তাত! সেইজন্য চালগুঁড়ি মিশ্রিত জলরূপ আমার ভাল লাগে নাই; এই কারণে আমি বালসুলভস্বভাববশতঃ নিজের মাতাকে বলিলাম। ১২০

মাতঃ! তুমি আমাকে যাহা দান করিলে, উহা দুগ্ধমিশ্রিত অন্ন নহে। মাধব! তখন আমার মাতা দুঃখ ও শোকগ্রস্তা হইয়া পুত্রস্নেহবশতঃ আমাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া মস্তক আঘ্রাণ করত বলিলেন,—বৎস! যাঁহারা সদা বনে থাকিয়া ফল, মূল ও জল ভোজন করত জীবন নির্বাহ করেন, সেই পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট মুনিগণের উত্তম দুগ্ধযুক্ত অন্ন কোথা হইতে আসিবে? ১২১-১২২

যাঁহারা বালখিল্য মুনিগণ কর্তৃক সেবিত দিব্য বনী গঙ্গাতে আশ্রয় করিয়াছেন, পর্বত ও বনে যাঁহারা সেই মুনিদিগের দুগ্ধ কোথা হইতে আসিবে? ১২৩

যাঁহারা শাবল, বনজাত যজ্ঞকর্মই তপঃ করেন, তপস্বিত আশ্রমেই বাস করেন, গ্রামজাত আহার হইতে নিবৃত্ত হইয়া বনজাত ফল-মূলই ভোজন করেন, তাঁহাদের দুগ্ধ কিভাবে লাভ হইবে? ১২৪

পুত্র! এখানে সুরভির বংশজাত কোন সন্তান না থাকায় এই বনে দুগ্ধ নাই। নদী, তীর্থ, পর্বত ও নানাপ্রকার তীর্থসমূহে তপস্যা পূর্বক নিত্য তপনিরত ঋষি মুনি আমাদের ভগবান্ শঙ্করই একমাত্র পরম আশ্রয়। ১২৫-১২৬

বৎস! যিনি সকলের পরমগতি, নিত্য স্থির ও অবিনাশী ঈশ্বর, সেই ভগবান্ বিরূপাক্ষকে প্রসন্ন না করিলে দুগ্ধ, অন্ন ও সুখদায়ক বস্ত্র কিভাবে লাভ হইবে? ১২৭

বৎস! সদা সর্বতোভাবে তুমি সেই ভগবান্ শঙ্করের পরম প্রসন্ন কর। পুত্র! তাহা হইলেই তাঁহার কৃপায় ইচ্ছানুসারে তুমি ফল লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ১২৮

জনন্যাস্তদ্ বচঃ শ্রুত্বা তদাপ্রভৃতি শত্রুহন্।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা ইদমব্রামচোদয়ম্ ॥ ১২৯
কোঽয়মস্য মহাদেবঃ স কথঞ্চ প্রসীদতি
কৃত্স্নো বা বসতে দেবো দ্রষ্টব্যো বা কথঞ্চন ॥ ১৩০
দৃশ্যতে বা কথং স্বর্গো রূপং বাস্য চ কীদৃশম্
কথং জ্ঞেয়ঃ প্রসন্নো বা দর্শয়েচ্চাত্মনি স্বয়ম্ ॥ ১৩১
এবমুক্তা তদা কৃষ্ণ মাতা মে শুভবৎসলা।
মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় গোবিন্দ সবাষ্পাকুললোচনা। ১৩২
প্রমার্জন্তী চ গাত্রাণি মম বৈ মধুসূদন।
ইদমাহ জননী ঈশমাত্ম সুরোত্তম ॥ ১৩৩

অম্বোবাচ।

ত্র্যম্বকেত্যেষ মহাদেবো ত্রয়াণাং ত্রয়কঃ।
ত্রয়াণাঞ্চ ত্রয়ীণাঞ্চো ত্রয়ীস্ত্রো ত্রয়ভাবভিঃ ॥ ১৩৪
যস্য রূপাণ্যনেকানি প্রবদন্তি মনীষিণঃ
স্থানানি চ বিচিত্রাণি প্রসাদাচ্চাপ্যনেকশঃ ॥ ১৩৫
কো হি তত্ত্বেন তত্ত্ব বেদ ঈশস্য চরিতং শুভম্।
কৃতবান্ যানি রূপাণি দেবদেবঃ পুরা কিল
ক্রীড়তে চ তথা শর্বঃ প্রসীদতি যথা চ বৈ ॥ ১৩৬
হৃদিস্থঃ সর্বভূতানাং বিশ্বরূপো মহেশ্বরঃ
ভক্তানামনুকম্পার্থং দর্শনঞ্চ যথাব্রতম্ ॥ ১৩৭
মুনীনাং স্তুবতাং দিব্যামীশানচরিতং শুভম্
কৃতবান্ যানি রূপাণি কথিতানি দ্বিজৌকসৈঃ ॥ ১৩৮
অনুগ্রহার্থং বিপ্রাণাং শৃণু বৎস সমাসতঃ
তানি তে কীর্তয়িষ্যামি যথাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ১৩৯

অম্বোবাচ

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-সুরেন্দ্রাণাং রুদ্রাদিত্যাশ্বিনামপি
পিতৃণামপি দেবানাং সপূর্বাবয়তে ভবঃ ॥ ১৪০
নরাণাং নগ্নশবরীণাং তথা প্রেত-পিশাচয়োঃ
কিরাত-শবরাণাঞ্চ তানি নানারূপাণ্যনেকশঃ ॥ ১৪১
করোতি ভগবান্ রূপমাটব্যাশবরাণ্যপি
বৃষো বৎসস্তথা শঙ্খঃ প্রবালাঙ্কুরভূষণঃ ॥ ১৪২

শত্রুনাশন! মাতার এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই সময়েই আমি তাঁহার চরণে প্রণাম করিলাম এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া মাতাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম ॥ ১২৯

মাতঃ! এই মহাদেব কে? এবং কিভাবে তিনি প্রসন্ন হন? এই দেব কোথায় থাকেন ও কিরূপে তাঁহাকে দর্শন করা যায়? ১৩০

আমার মাতা তুমি ইহাও বল যে, এই মহাদেবের রূপ কি প্রকার? তিনি কিভাবে সন্তুষ্ট হন? তাঁহাকে কিরূপে জানা যায় অথবা তিনি কিরূপে প্রসন্ন হইয়া আমাকে দর্শন দান করিবেন? ১৩১

সচ্চিদানন্দস্বরূপ গোবিন্দ! সুতরাং মধুসূদন! আমি এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলে পর আমার পুত্রবৎসলা মাতা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে আমার মস্তক আঘ্রাণ করত আমার সর্বাঙ্গে হস্তামর্শন করিতে করিতে গদ্গদস্বরে বলিলেন। ১৩২-১৩৩

মাতা বলিলেন, যাহারা বিভেদের মনকে সংযত করিতে পারে না, এরূপ মনুষ্যগণের পক্ষে মহাদেবের জ্ঞান লাভ অত্যন্ত কঠিন তাঁহাকে মনে ধারণ করাও অতিশয় কঠিন ব্যাপার। তাঁহার প্রাপ্তির পথও বিঘ্নসঙ্কুল। তাহাতে যত বাধা আছে, তাহা দুরতিক্রমণীয়। তাঁহাকে গ্রহণ করা ও তাঁহার দর্শন লাভ করা অত্যন্ত দুষ্কর বিষয়। ১৩৪

মনীষী পুরুষগণ বলেন,—ভগবান্ শঙ্করের রূপ অনেক। তাঁহার থাকিবার স্থানসমূহও বিচিত্র এবং তাঁহার কৃপা প্রসাদও বহুরূপে হয়। ১৩৫

পূর্বকালে দেবাধিদেব মহাদেব যে যে রূপ ধারণ করিয়াছেন, ঈশ্বরের সেই সব শুভ চরিত্র কোন্ ব্যক্তি যথার্থরূপে জানিতে সমর্থ হয়? তিনি কিভাবে লীলাখেলা করেন ও কিরূপে প্রসন্ন হন, তাহা কে জানিতে পারে? ১৩৬

সেই বিশ্বরূপধারী মহেশ্বর সমস্ত প্রাণিগণের হৃদয়েই বিরাজমান আছেন তিনি ভক্তদিগকে কৃপা করিবার জন্য কিভাবে দর্শন দিয়া থাকেন, তাহা সমস্তের দিব্য ও কল্যাণময় চরিত্র বর্ণনাকারী মুনিগণের মুখে যেরূপ আমি শুনিয়াছি, তাহাই বলিব। ১৩৭

বৎস! তিনি ব্রাহ্মণগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য দেবতাদিগের দ্বারা কথিত যে যে রূপ ধারণ করিয়াছেন, তৎ সমস্তই সংক্ষেপে শ্রবণ কর। তুমি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, সেই সব বৃত্তান্ত আমি তোমাকে বলিব। ১৩৮-১৩৯

এই কথা বলিয়া মাতা পুনরায় বলিলেন—ভগবান্ শিব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার এবং সমস্ত দেবতাগণের পূর্বে বাস করেন। ১৪০

এই ভগবান পুরুষ, দেবাদনা, প্রেত, পিশাচ, কিরাত, শবর অনার্য এবং বনজাত শবরগণেরও রূপ গ্রহণ করেন ॥ ১৪১½

বৃষ, বৎস, শঙ্খ, নব নব পল্লবের অঙ্কুরে সুশোভিত বনমালা-

যক্ষ-রাক্ষস-সর্পাণাং দৈত্য-দানবয়োরপি
বপুর্ধারয়তে দেবো ভূতস্য বিলবাসিনাম্ ॥ ১৪৩
ব্যাঘ্র-সিংহ-মৃগাণাঞ্চ ভল্লুক-পশুযোনিষু
উলূক-শ্ব-শৃগালানাং রূপাণি কুরুতেঽপি চ ॥ ১৪৪
হংস-কাক-মযূরাণাং কুক্কুটাসক্তসারসাম্
রূপাণি চ বলাকানাং গৃধ্র-চক্রাক্ষয়োরপি ॥ ১৪৫
করোতি যা স রূপাণি ধারয়ত্যপি পর্বতম্
গোরূপশ্চ মহাদেবো হস্তাশ্বোষ্ট্রখরাকৃতিঃ ॥ ১৪৬
ছাগ-শার্দূলরূপশ্চ অনেকমৃগরূপধৃক্
অণ্ডজানাঞ্চ সিধ্যানাং বপুর্ধারয়তে ভবঃ ॥ ১৪৭
দণ্ডী ছত্রী চ কুণ্ডী চ দ্বিজানাং ধারণস্তথা।
বহ্বৃচো বৈ বহুমুখস্ত্রিনেত্রো বহুলীর্ষকঃ ॥ ১৪৮
অনেককটিপাদশ্চ অনেকোদরবক্ত্রধৃক্
অনেকপাণিপার্শ্বশ্চ অনেকগণসংবৃতঃ ॥ ১৪৯

রূপেও তিনি প্রকটিত হন। এই মহাদেব যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, দৈত্য, দানব ও পাতালবাসিগণেরও রূপ ধারণ করেন ॥ ১৪২-১৪৩

তিনি ব্যাঘ্র, সিংহ, মৃগ, ভল্লুক, পশু, উলূক, কুক্কুর এবং শৃগালগণেরও রূপ ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ১৪৪

হংস, কাক, ময়ূর, কুক্কুট, সারস, বক ও চক্রাক্ষ (হংস বিশেষ) রূপই এই মহাদেব ধারণ করেন। পর্বত, গো, হস্তী অশ্ব, উষ্ট্র এবং গর্দ্দভগণের আকারেও তিনি আবির্ভূত হন ॥ ১৪৫-১৪৬

তিনি ছাগল ও ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করেন। নানাপ্রকার মৃগ—বনজাত পশুসকলের রূপও ধারণ করিয়া থাকেন। ভগবান্ শঙ্কর দিব্য পক্ষিগণের দেহও অবলম্বন করেন ॥ ১৪৭

তিনি দ্বিজগণের চিহ্ন, দণ্ড, ছত্র ও কুণ্ড (কমণ্ডলু) ধারণ করেন। কখনও চারি মুখ ও কখনও বহু মুখবিশিষ্ট হন। কখনও তিনটি নেত্র গ্রহণ করেন। কখনও আবার বহু মস্তক ধারণ করেন ॥ ১৪৮

তাঁহার পাদ ও কটিভাগ অনেক। তিনি বহুসংখ্যক উদর ও মুখও ধারণ করেন। তাঁহার হস্ত ও পার্শ্বভাগও বহু। অনেক গণেশ্বরগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া রাখেন ॥ ১৪৯

তিনি ঋষি ও গন্ধর্ব্বস্বরূপ। তিনি সিদ্ধ এবং চারণগণের রূপও ধারণ করেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লিপ্ত থাকায় তিনি শ্বেতবর্ণ বলিয়া পরিলক্ষিত হন। তিনি ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রের আভরণ ধারণ করেন ॥ ১৫০

ঋষি-গন্ধর্বরূপশ্চ সিদ্ধচারণরূপধৃক্
ভস্মপাণ্ডুরগাত্রশ্চ চন্দ্রার্দ্ধকৃতভূষণঃ ॥ ১৫০
অনেকরূপধৃগ্ ঘৃষ্টশ্চানেকস্তুতিসংস্কৃতঃ।
সর্বভূতান্তকঃ সর্বঃ সর্বলোকপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৫১
সর্বলোকাত্মরাত্মা চ সর্বগঃ সর্ববাপ্যপি
সর্বত্র ভগবান্ জ্ঞেয়ো হৃদিস্থঃ সর্বদেহিনাম্ ॥ ১৫২
যো হি যং কাময়েৎ কামং যস্মিন্নর্থেঽর্চ্যতে পুনঃ
তৎ সর্বং বেত্তি দেবেশস্তং প্রপদ্য যদীচ্ছসি ॥ ১৫৩
নন্দতে কুপ্যতে চাপি তথা হুঙ্কারয়ত্যপি।
চক্রী শূলী গদাপাণির্মুসলী খড়্গপট্টিশী ॥ ১৫৪
মধুরো নাগমৌঞ্জী চ নাগকুণ্ডলকুণ্ডলী।
নাগযজ্ঞোপবীতী চ নাগচর্ম্মোত্তরচ্ছদঃ ॥ ১৫৫
হসন্তে গায়ন্তে চৈব নৃত্যন্তে চ মনোহরম্।
বাদয়ন্তাপি বাদ্যানি বিচিত্রাণি গণৈর্বৃতঃ ॥ ১৫৬

তাঁহার পার্শ্বে অনেক প্রকারের গণধ্বনি হইতে থাকে। তিনি অনেক প্রকারের স্তুতির দ্বারা সম্মানিত। তিনি সমস্ত প্রাণিগণের সংহারকারী, স্বয়ং সর্ব্বস্বরূপ এবং সকলের অন্তরাত্মা-রূপে সর্ব্বলোকে প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ১৫১

ইনি সমস্ত জগতের অন্তরাত্মা, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্ববাহী। এই ভগবান্ শিব সর্ব্বত্র ও সমস্ত দেহধারিগণের হৃদয়ে বিরাজমান রহিয়াছেন বলিয়া তুমি জানিও ॥ ১৫২

যে ব্যক্তি যে কামনায় কামনা করেন এবং যে উদ্দেশ্যে তাঁহার দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করা হয়, দেবেশ্বর শিব তৎসমস্তই জানেন। সেইজন্য যদি তুমি কোন বস্তু কামনা করিয়া থাক, তবে তাঁহার শরণ গ্রহণ কর ॥ ১৫৩

তিনি কখনও আনন্দিত হইয়া আনন্দ দান করেন, কখনও কুপিত হইয়া তিনি কোপ প্রকাশ করেন এবং হুঙ্কার ত্যাগ করেন। তিনি নিজ হস্তে চক্র, শূল, গদা, মুসল, খড়্গ ও পট্টিশ ধারণ করেন ॥ ১৫৪

তিনি ধনুর্দ্ধরের শ্রেষ্ঠ নাগস্বরূপ। তিনি নাগের মেখলা ধারণ করেন। নাগদ্বয় কুণ্ডলের দ্বারা তিনি কুণ্ডল ধারণ করিয়া থাকেন। নাগেরই যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন এবং নাগ-চর্ম্মেরই উত্তরীয় (চাদর) ধারণ করেন ॥ ১৫৫

তিনি নিজের গণের সহিত থাকিয়া হাস্য করেন, গান করেন, মনোহর নৃত্য করেন এবং বিচিত্র বাদ্যসমূহ বাজাইতে থাকেন ॥ ১৫৬

ধরতে ভূঙ্কতে চৈব রুরতে রোদয়ত্যপি
ঈশ্বরস্যেশ্বরস্যেব ভাষতে চাপি সুব্রতঃ ॥ ১৫৭
অস্তীব হসতে চৈত্রস্ত্রাসয়ন্ নরনৈর্জনম্
জাগর্ত্তি চৈব স্বপিতি ভুঙ্কতে চ যথাসুখম্ ॥ ১৫৮
জপতে তপ্যতে চৈব তপতে তপ্যতে পুনঃ।
দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি যুজতে ধ্যায়তেঽপি চ ॥ ১৫৯
বেদীমধ্যে তথা যূপে গোষ্ঠমধ্যে হুতাশনে।
দৃশ্যতে দৃশ্যতে চাপি বালো বৃদ্ধো যুবা তথা ॥ ১৬০
ক্রীড়তে ঋষিকন্যাভি র্ঋষিপত্নীভিরেব চ।
ঊর্দ্ধকেশো মহাশ্মশ্রু র্নগ্নো বিকৃতলোচনঃ ॥ ১৬১
গৌরঃ শ্যামস্তথা কৃষ্ণঃ পাণ্ডুরো ধূমলোহিতঃ।
বিকৃতাক্ষো বিশালাক্ষো দিগ্বাসাঃ সর্ব্ববাসকঃ ॥ ১৬২
অরূপস্যাস্তরূপস্য অতিরূপাস্তরূপিণঃ।
অনাদ্যন্তমধ্যস্য বেৎস্যতে কোঽন্যো ভবতঃ ॥ ১৬৩
হৃদি প্রাণো মনো জীবো যোগাত্মা যোগসংজ্ঞিতঃ
ধ্যানং তৎপরমাত্মা চ ভাবগ্রাহ্যো মহেশ্বরঃ ॥ ১৬৪
বাহুকো গায়নশ্চৈব সহস্রশতলোচনঃ।
একবক্ত্রো দ্বিবক্ত্রশ্চ ত্রিবক্ত্রোঽনেকবক্ত্রকঃ ॥ ১৬৫
তদ্ভক্তস্তদ্গতো নিত্যং তন্নিষ্ঠস্তৎপরায়ণঃ
তস্য পুত্র মহাদেবং ততঃ প্রাপ্স্যসি চেপ্সিতম্ ॥ ১৬৬
তদনন্তরং বচঃ শ্রুত্বা তদাপ্রভৃতি শঙ্করম্।
মম ভক্তির্মহাদেবে নৈষ্ঠিকী সমপদ্যত ॥ ১৬৭
ততোঽহং তস্য আস্থায় তোষয়ামাস শঙ্করম্
একং বর্ষসহস্রং তু বামাঙ্গুষ্ঠাগ্রবিষ্ঠিতঃ ॥ ১৬৮
একং বর্ষশতং চৈব ফলাহারস্ততোঽভবম্।
দ্বিতীয়ং শীর্ণপর্ণাশী তৃতীয়ং চাম্বুভোজনঃ ॥ ১৬৯

ভগবান্ শঙ্কর নাকালোকে করিয়া ক্রীড়া করেন, রুদন করেন, হাস্য করেন ও রোদন করান। কখনও ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণ বাক্য বলেন এবং কখনও মূঢ়ের ন্যায় উন্মত্ত কথা বলেন। ১৫৭

কখনও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে নিজের নেত্রসমূহের দ্বারা লোকসকলের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে অট্টহাস্য করেন, কখনও জাগরিত থাকেন, কখনও শয়ন করিয়া নিদ্রা যান এবং কখনও সুখানুসারে ভোজন করেন। ১৫৮

কখনও তিনি জপ করেন এবং কখনও অন্যের দ্বারা তিনিই জপিত হন, তিনি কখনও তপস্যা করেন ও কখনও অন্যের দ্বারা তাঁহারই তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি দান করেন এবং দান গ্রহণও করেন। তিনি কখনও যোগরত থাকেন এবং কখনও ধ্যানাবিষ্ট থাকেন। ১৫৯

যজ্ঞের বেদিতে, যূপে, গো-শালায় এবং প্রজ্বলিত অগ্নিতে তিনিই দৃষ্ট হন। বালক, বৃদ্ধ ও যুবকরূপে তিনিই সকলের দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকেন। ১৬০

তিনি ঋষি-কন্যাগণ ও ঋষি-পত্নীদিগের সহিত ক্রীড়া করেন। তিনি কখনও ঊর্দ্ধকেশ, কখনও মহাশ্মশ্রু, কখনও নগ্ন এবং কখনও বিকৃত নয়নযুক্ত হন। ১৬১

কখনও গৌর, কখনও শ্যাম, কখনও কৃষ্ণ, কখনও শ্বেত, কখনও ধূম্র ও কখনও লোহিত বর্ণ হইয়া তিনি দৃষ্টিগোচর হন। কখনও বিকৃতনয়ন, কখনও বিশালনয়ন, কখনও দিগম্বর এবং কখনও সর্ব্বপ্রকার বস্ত্রে বিভূষিত থাকেন। ১৬২

তাঁহার কোনও রূপ নাই। তাঁহার সকলই সকলের আদি কারণ। তিনি রূপের অতীত। সর্ব্বপ্রথমে যাহার রূপ সৃষ্টি হয়, সেই জনই তাঁহার রূপ। এই অবস্থা মহাদেবের স্বরূপ আদি ও অন্তহীন। তাঁহাকে যে যথার্থ রূপে জানিতে পারে? ১৬৩

ভগবান্ শঙ্কর প্রাণিগণের হৃদয়ে প্রাণ, মন ও জীবাত্মারূপে বিরাজমান আছেন। তিনিই যোগস্বরূপ, যোগী, ধ্যান ও পরমাত্মা। ভগবান্ মহেশ্বর ভক্তিভাবেই গৃহীত হন। ১৬৪

তিনি বাহুকাদক ও গায়ক। তাঁহার সহস্র নয়ন। তিনি একমুখ, দ্বিমুখ, ত্রিমুখ ও অনেকমুখবিশিষ্ট। ১৬৫

পুত্র! তুমি তাঁহারই ভক্ত হইয়া তাঁহাতেই আসক্ত থাক। সদা তাঁহাকেই নির্ভর করিয়া বাস কর এবং তাঁহার শরণাগত হইয়া মহাদেবের নিরন্তর ভজনা কর। ইহার দ্বারা তুমি মনোবাঞ্ছিত বস্তু লাভ করিবে। ১৬৬

শত্রুসূদন শ্রীকৃষ্ণ! মাতার এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তখন হইতেই মহাদেবের প্রতি আমার দৃঢ়া ভক্তি হইয়াছে। ১৬৭

তদনন্তর আমি তপস্যা অবলম্বন করিয়া ভগবান্ শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিয়াছি। এক হাজার বৎসর পর্য্যন্ত আমি বাম পদের অঙ্গুষ্ঠে অগ্রভাগের বলে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তপস্যা করিয়াছি। ১৬৮

প্রথমে ত' আমি এক শত বর্ষ পর্য্যন্ত ফলাহারী ছিলাম। দ্বিতীয় শত বর্ষে পতিত শুষ্কপত্র আমি ভক্ষণ করি এবং তৃতীয় শত বর্ষে আমি কেবল জলপানে করিয়াই প্রাণধারণ করিয়াছি। ১৬৯

শস্ত্রাণি সন্তু চৈবাহং বাহুভ্যস্তলাভবম্।
একো বর্ষসহস্রং তু দিব্যমাস্থিতো মহা। ১৭৮

ততস্তুষ্টো মহাদেবঃ সর্বলোকেশ্বরঃ প্রভুঃ
একত্বস্থ ইতি জ্ঞাত্বা ভক্তস্য কৃতবে তদা। ১৭৯

শক্রস্তপঃ স কৃত্বা তু সর্বৈর্দেবগণৈর্বৃতঃ।
সহস্রাক্ষস্তদা ভূত্বা বজ্রপাণির্মহাবলঃ। ১৮০

সুধাবদাতঃ রক্তাক্ষ স্তপ্তকর্ণ শ্মশ্রুকেশবান্।
আবেষ্টিতকরং ঘোরং চতুর্দংষ্ট্রং মহাগজম্। ১৮১

সমাস্থিতঃ স ভগবান্ দীপ্যমানঃ স্বতেজসা।
আজগাম ত্রিকূটং তু দ্যাংকেতুরভূষিতঃ। ১৮২

পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ ত্রিয়মাণেন মূর্ধনি।
সেবমানোঽপ্সরোভিশ্চ দিব্যসঙ্গীতনাদিভিঃ। ১৮৩

তমেবং মামকং দেবং বজ্রহস্তাগতং বিভুম্
বরং বৃণীষ ভদ্রন্তে যৎ ত্বে মনসি বর্ততে। ৭৮

শক্রস্য তু বচঃ শ্রুত্বা নাহং প্রীতমনাভবম্।
অব্রুবঞ্চ তদা ভদ্রে দেবরাজমিদং বচঃ। ১৮৫

নাহং ভবো বরং কাঙ্ক্ষে নানাশাস্ত্রাণি দৈবতাৎ
মহাদেবাদৃতে সৌম্য সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে। ১৮৬

সত্যং সত্যং হি নঃ শক্র যাক্যমেতৎ সুনিশ্চিতম্
ন বরস্তেষ্বয়ং যুক্তো কথাস্তা মম রাচতে। ১৮৭

পশুপতিবচনাদ্ ভবামি সদা:
কৃত্তিবসা অক্তরপানেকশাস্ত:
অপশুপতিবরপ্রসাদজং মে
ত্রিভুবনরাজ্যমিহাপি নাস্তি। ১৮৮

জন্ম ত্রপাকমযোঽপি
যেন্তু হরচরণবন্দনরক্তস্য।
যা বাণীবরভক্তো
ভবানি ভবনেঽপি শক্রস্য। ১৮৯

বায়ুভুক্তোঽপি সন্তো
নরস্য দুঃখক্ষয়ং কৃতজ্ঞস্য।
ভবতি হি সুরাসুরগুরো
যস্য ন বিশ্বেশ্বরে ভক্তিঃ। ১৯০

তারপর সেই সাত বৎসর পাল পর্যায় ক্রমে পান করিয়া অবস্থান করিয়াছি। এইভাবে আমি এক সহস্র দিব্য বর্ষ পর্যন্ত তাঁহার আরাধনা করিয়াছি। ১৭৮

সর্বলোকেশ্বর প্রভু মহাদেব আমাকে নিজের একত্ব ভক্ত জানিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমাকে দর্শন করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৭৯

তিনি সমস্ত দেবগণে পরিবৃত হইয়া ঐরাবত ধারণ করিয়াছিলেন। সেই মহাধনুর্ধর সহস্রলোচন ইন্দ্র তখন হাতে বজ্র ধারণ করিয়া অবস্থিত ছিলেন। ১৮০

এই ভগবান্ ইন্দ্র রক্তবর্ণ নেত্রযুক্ত ও শুভ্র কর্মবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার স্কন্ধদেশ উন্নত, আবেষ্টিত অঙ্গে সুশোভিত, চারিটি দন্তযুক্ত ও দেখিতে ভয়ঙ্কর যেমন প্রলয়কাল ঐরাবতের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাঁর থেকে প্রকাশিত হইতে হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মস্তকে মুকুট, কণ্ঠে হার ও বাহুতে কেয়ূর শোভা পাইতেছিল। ১৮১-১৮৪

তাঁহার মস্তকে শ্বেতবর্ণের ছত্র ধৃত ছিল। অপ্সরাগণ তাঁহার সেবায় নিরত ছিলেন এবং গন্ধর্বদিগের সঙ্গীতের মনোরম ধ্বনি সেখানে চারিদিকে শুশ্রূষিত হইতেছিল। ১৮৫

সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে বলিলেন, —ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার উগ্র তপস্যা দেখিয়াছি। তোমার মনে যে বর গ্রহণ করিবার বাসনা আছে, তাহা আমার নিকটে প্রার্থনা কর। ইন্দ্রের সেই কথা শ্রবণ করিয়া আমার মন প্রসন্ন হইল না। আমি বাহিরে হর্ষ প্রকাশ করিতে করিতে দেবরাজ ইন্দ্রকে এই কথা বলিলাম। ১৮৬-১৮৭

সৌম্য। আমি মহাদেব ব্যতীত তোমার নিকট বা অন্য কোন দেবতার নিকট হইতে বর গ্রহণ করিতে উদ্যুক্ত নই। এই সত্য কথা আমি তোমাকে বলিলাম। ১৮৮

ইন্দ্র। আমার এই কথা সত্য, সত্য ও সুনিশ্চিত। মহাদেব ব্যতীত আমার আর অন্য কোন কথাই ভাল লাগে না। ১৮৯

আমি ভগবান্ পশুপতির কথায় তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন মনে চীরী অথবা বল্কলধারী বৃক্ষও হইতে পারি। কিন্তু ভগবান্ শিব ভিন্ন অন্য কাহারও বরপ্রসাদে ত্রিভুবনের রাজ্যৈশ্বর্যও যদি আমার লাভ হয়, তবে তাহা আমার অভীষ্ট নহে। ৮০

যদি আমার ভগবান্ শঙ্করের চরণারবিন্দ অর্চনার নিরত থাকিবার সুযোগ লাভ হয়, তবে আমার জন্ম যদি চণ্ডাল বংশেও হয়; তাহা হইলেও আমি তাহা সানন্দে স্বীকার করিয়া লইব। কিন্তু আমি ভগবান্ শিবের প্রতি ভক্তি রহিত হইয়া ইন্দ্রের ভবনেও স্থান লাভ করিতে অভিলাষী নহি। ৮১

কেহ যদি জল বা বায়ুভোজী হইয়াও বাস করেন এবং তাঁহার যদি সুরাসুরগুরু ভগবান্ বিশ্বেশ্বরে ভক্তি লাভ না হয়, তবে সেই মানুষের দুঃখ ক্ষয় কিভাবে হইতে পারে। ১৮২

অলমন্যাভিস্তেষাং
কথাভিরন্যত্রধর্মযুক্তাভিঃ
যেষাং ন ক্ষণমপি রুচিতো
হরচরণস্মরণবিচ্ছেদঃ ॥ ১৮৩
হরচরণনিরতমতিনা
ভবিতব্যমনার্তেন খুগং প্রাপ্য।
সংসারতরুঃ ন ভবতি
হরভক্তিরসায়নং পীত্বা ॥ ১৮৪
দিবসং দিবসার্ধং বা মুহূর্তং বা ক্ষণং লবম্।
ন হ্যলব্ধপ্রসাদস্য ভক্তির্ভবতি শঙ্করে ॥ ১৮৫
অপি কীটঃ পতঙ্গো বা ভবেয়ং শঙ্করাজ্ঞয়া।
ন তু শক্র ত্বয়া দত্তং ত্রৈলোক্যমপি কাময়ে ॥ ১৮৬
যদপি মহেশ্বরবচনাদ্
ভবামি সদ্যঃ পরঃ কামঃ।
ত্রিদশগণরাজ্যমপি খলু
নেচ্ছামাহরহরেশ্বরাজ্ঞাম্ ॥ ১৮৭
ন নাকপৃষ্ঠং ন চ দেবরাজ্যং
ন ব্রহ্মলোকং ন চ নির্মলত্বম্।
ন সর্বকামানখিলান্ বৃণোমি
হরস্য দাসত্বমহং বৃণোমি ॥ ১৮৮
যাবচ্ছশাঙ্কবলয়াঙ্কিতবদ্ধমৌলি—
র্ন ক্ষীয়তে পশুপতির্ভগবান্ যমেশঃ।
তাবজ্জরামরণদুঃখশতাভিঘাতৈ—
র্দুঃখানি দেহবিহিতানি সমূদ্বহামি ॥ ১৮৯
দিবসকরশশাঙ্কবাহ্নদীপ্তং
ত্রিভুবনসা
অজরমমরমপ্রসাদ্য রুদ্রং
জগতি পুমানিহ কো লভেত শান্তিম্ ॥ ১৯০
যদি নাম জন্ম কুরো
ভবতি মদীয়ৈঃ পুণ্যপৌঘৈঃ।
তস্মিংস্তস্মিন্ জন্মনি
ভবে ভবেয়ং ভক্তিঃ ॥ ১৯১

অলমলম্ ইত্যাদি। যাহাদের ভগবান্ শিবের চরণারবিন্দের স্মরণের বিয়োগ ভাল লাগে না, সেই ব্যক্তিগণের অন্যান্য ধর্মযুক্ত নানাবিধ কথায় কোন প্রয়োজনই নাই ॥ ১৮৩

কুটিল কলিকাল প্রাপ্ত হইয়া সকল মানুষেরই নিজ নিজ মনকে ভগবান্ শঙ্করের চরণারবিন্দের চিন্তায় নিরত করিয়া রাখা কর্তব্য। শিব ভক্তিরূপ রসায়ন পান করিলে পর সংসার-রূপী রোগের ভয় আর কাহারও থাকে না ॥ ১৮৪

যাহার উপর ভগবান্ শঙ্করের কৃপা হয় নাই, সেই মানুষের একদিন, অর্ধদিন, এক মুহূর্ত, একক্ষণ বা এক লব শঙ্করের জন্যও ভগবান্ শঙ্করে ভক্তিলাভ হয় না ॥ ১৮৫

ইন্দ্র! আমি ভগবান্ শঙ্করের আজ্ঞায় কীট বা পতঙ্গও হইতে পারি, কিন্তু তোমার প্রদত্ত ত্রিলোকের রাজ্যও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। মহেশ্বরের কথায় যদি আমি কুকুরও হইয়া যাই, তবে তাহাতে আমার সর্বোত্তম মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করিব। কিন্তু মহাদেব ব্যতীত অন্য কাহারও দাস প্রাপ্ত দেবতাগণের রাজ্যও গ্রহণ করিতে বাসনা করি না ॥ ১৮৬-১৮৭

আমি স্বর্গলোক বাসনা করি না এবং আমি দেবতাগণের রাজ্যও লাভ করিতে অভিলাষী নই। আমার ব্রহ্মলোক লাভ করিবার ইচ্ছা নাই, নির্মল ব্রহ্মের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইতেও আমি কামনা করি না এবং তৃণতুল্য সমস্ত কাম্য বস্তুসকলও লাভ করিতে আমার কোন অভিলাষ নাই। আমি ত' কেবল ভগবান্ শিবের দাসত্বকেই বরণ করিয়া লইয়াছি ॥ ১৮৮

যাহার মস্তকে অর্ধচন্দ্রময় উজ্জ্বল ও নির্মল মুকুট বদ্ধ আছে, সেই আমার ভগবান্ পশুপতি যতক্ষণ না প্রসন্ন হন, ততক্ষণ আমি জরা, মৃত্যু ও নরকের শত শত আঘাতে প্রাপ্ত দৈহিক দুঃখসকলের ভার বহন করিয়া যাইব ॥ ১৮৯

যিনি নিজের নেত্রকৃত সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির প্রভায় উদ্ভাসিত হন, যিনি ত্রিভুবনের নাথ, যাঁহা অপেক্ষা অন্য কোন শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাই, যিনি জগতের আদি কারণ, যিনি অদ্বিতীয় ও অজর-অমর, সেই ভগবান্ রুদ্রকে ভক্তিভাবে প্রসন্ন না করিলে কোন্ মানুষ এ-সংসারে শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়? ১৯০

যদি আমার নানাবিধ দোষে আমাকে বারংবার এজগতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে আমার এই বাসনা যে, সেই সেই প্রত্যেক জন্মেই ভগবান্ শিবে আমার যেন অক্ষয় ভক্তি লাভ হয় ॥ ১৯১

শক্র উবাচ।

কঃ পুনর্ভবনে হেতুরীশে কারণকারণে
যেন শর্বাদৃতেঽন্যস্মাৎ প্রসাদং নাভিকাঙ্ক্ষসি ॥ ১৯২

উপমন্যুরুবাচ

সদসদ্ ব্যক্তমব্যক্তং যমাহুস্তত্ত্ব চিন্তকাঃ
নিত্যমেকমনেকঞ্চ বরং তস্মাদ্ বৃণীমহে ॥ ১৯৩
অনাদিমধ্যপর্য্যন্তং জ্ঞানৈশ্বর্যগুণৈঃ স্থিতম্
আত্মানি পরমং ধাম্নাং বরং তস্মাদ্ বৃণীমহে ॥ ১৯৪
ঐশ্বর্যং সকলং যস্মাদ্ যস্মাদনুৎপাদিতং ভবেৎ।
অধীতাদ্ বীজসম্ভূতং বরং তস্মাদ্ বৃণীমহে ॥ ১৯৫
তমসঃ পরমং জ্যোতিস্তপস্তপ্তস্য চাপরম্।
যং জ্ঞাত্বা নানুশোচন্তি বরং তস্মাদ্ বৃণীমহে ॥ ১৯৬
কৃত্তজ্ঞানন্তাবজ্ঞং সর্বভূতাভিভাবনম্
সর্বগং সর্বদং দেবং পুরুহূতং পুরন্দর ॥ ১৯৭
ঽঽত্মযোগৈর্বিনির্মুক্তং সাংখ্যযোগার্থদং পরম্
যমুপাসন্তি তত্ত্বজ্ঞা বরং তস্মাদ্ বৃণীমহে ॥ ১৯৮
যজ্ঞন্ যজ্ঞবিদাং যং বদন্তি পুরুষোত্তমম্।
সর্বভূতভবং দেবং বরং তস্মাদ্ বৃণীমহে ॥ ১৯৯
যঃ পূর্বমসৃজদ্ দেবং ব্রহ্মাণং লোকভাবনম্।
অন্তর্যাকাশমাপূর্য্য বরং তস্মাদ্ বৃণীমহে ॥২০০
অগ্নির্যাপোঽনিলঃ পৃথ্বী খং বুদ্ধিশ্চ মনো মহান্
স্রষ্টা চৈষাং ভবেদ্ যোঽন্যো জ্ঞাহি কঃ পরমেশ্বরাৎ ॥২০১
মনো মাতিরহঙ্কারস্তন্মাত্রাণীন্দ্রিয়াণি চ
জ্ঞাহি চৈষাং ভবেদ্ভক্তঃ কোঽন্যোঽস্তি পরমং শিবাৎ ॥২০২
স্রষ্টারং ভুবনস্যেহ বরদাঞ্চ পিতামহম্
আরাধ্য স তু দেবেশমসুরত্বে মহতীং শ্রিয়ম্ ॥ ২০৩

ইন্দ্র বলিলেন,—ব্রহ্মন্! ব্রহ্মলোকের কারণ মহাদেবের নিকট কি প্রধান আছে, যেজন্য তুমি শিবের অতিরিক্ত অন্য কোন দেবতার কৃপাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে বাসনা করিতেছ না? ১৯২

উপমন্যু বলিলেন,—দেবরাজ! ব্রহ্মবাদী মহাত্মাগণ যাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন মতানুসারে সৎ অসৎ, ব্যক্ত অব্যক্ত, নিত্য, এক ও অনেক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই মহাদেবের নিকট হইতেই আমি বর প্রার্থনা করিব। ১৯৩

যাঁহার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, জ্ঞানই যাঁহার ঐশ্বর্য এবং যিনি চিত্তের চিন্তাশক্তি হইতেও পরে বিদ্যমান ও এই কারণেই যিনি পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হন, সেই মহাদেবের নিকট হইতেই আমি বর প্রার্থনা করিব। ১৯৪

যোগিগণ মহাদেবের সমস্ত ঐশ্বর্যকেই নিত্যসিদ্ধ ও অবিনাশী বলেন। তিনি কারণরহিত কিন্তু সকল কারণই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব আমি তাঁহার নিকট হইতেই বর প্রার্থনা করিব। ১৯৫

যিনি অনাদিকাল অতীতের চিরন্তন পরম জ্যোতিঃস্বরূপ, তপস্বিগণের পরম তপস্যা এবং যাঁহার জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানী পুরুষেরা কখনও শোক করেন না, সেই ভগবান্ শিবের নিকট হইতেই আমি বর লাভ করিব। ১৯৬

পুরন্দর! যিনি সমস্ত কৃতগণের উৎপাদক এবং তাহাদের সকলেরই মনোভাব যিনি জানেন, সমস্ত প্রাণিগণের পরাভবেরও (সংহারও) যিনি একমাত্র স্থান, যিনি সর্বব্যাপী ও যিনি সব কিছু প্রদান করিতে সমর্থ, সেই মহাদেবের আমি পূজা করিতেছি। ১৯৭

যিনি যুক্তিবাদের অতীত, যিনি নিজের তত্ত্বজ্ঞানের সাংখ্য ও যোগের পরম প্রয়োজন। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রদানকারী, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণ সর্বদা যাঁহার উপাসনা করেন, সেই মহাদেবের নিকট হইতেই আমি বর প্রার্থনা করিব। ১৯৮

যজ্ঞন্! জ্ঞানীরা যাঁহাকে দেবেশ্বর ইন্দ্র ও সমস্ত কৃতগণের উদ্ভবের কারণ বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহার নিকট হইতেই আমি বর গ্রহণ করিব। ১৯৯

যিনি পূর্বকালে আকাশব্যাপী ব্রহ্মাণ্ড এবং লোকস্রষ্টা দেবেশ্বর ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়াছেন, সেই শিবের নিকট হইতেই আমি বর লাভ করিব। ২০০

দেবরাজ! যিনি অগ্নি, জল, বায়ু, পৃথ্বী, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই সকলের স্রষ্টা, সেই পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কোন্ পুরুষ আছেন? তাহা বল। ২০১

ইন্দ্র! যিনি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্রসকল এবং দশ ইন্দ্রিয়—এ সমস্তকেই সৃষ্টি করিতে পারেন, সেই শিব ব্যতীত আর কোন্ পুরুষ আছেন, যিনি তাঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট? তুমি ইহা আমাকে বল। ২০২

জ্ঞানী মহাত্মাগণ ব্রহ্মাকেই সমস্ত বিশ্বের স্রষ্টা বলিয়া বর্ণনা করেন, কিন্তু তিনিও দেবেশ্বর মহাদেবের আরাধনা করিয়াই বহু ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২০৩

ভগবত্ত্বাত্তবৈশ্বর্য্যং ব্রহ্ম-বিষ্ণুপুরোগমম্
নিত্যতে বৈ মহাদেবাদ্ ব্রূহি কঃ পরমেশ্বরাৎ ২০৪
দৈত্য-দানবমুখ্যানামাধিপত্যারিমর্দনাৎ।
কোঽন্যঃ শক্নোতি দেবেশাদ্
দিতেঃ সন্তানিষূন্ সুতান্ ॥ ২০৫
দিক্-কাল-সূর্যাগ্নেজাংসি গ্রহ বাহ্বিন্দু-তারকাঃ।
বিভ্তি যেন্তে মহাদেবাদ্ ব্রূহি কঃ পরমেশ্বরাৎ ॥ ২০৬
অযোৎপত্তিবিনাশে বা যজ্ঞস্য ত্রিপুরস্য বা।
দৈত্য-দানবমুখ্যানামাধিপত্যারিমর্দনঃ ॥ ২০৭
কিং চাত্র বহুভিঃ সূক্তৈর্হেতুবাদৈঃ পুরন্দর।
সহস্রনয়নং দৃষ্ট্বা ত্বামেব সুরসত্তম ॥ ২০৮
পূজিতঃ সিদ্ধ-গন্ধর্বৈর্দেবৈশ্চ ঋষিভিস্তথা।
দেবদেবপ্রসাদেন তৎ সর্বং কুশিকোত্তম ॥ ৯

যে ভগবান্ শিবের মধ্যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু হইতেও উত্তম ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান আছে, সেই পরমেশ্বর মহাদেব ব্যতীত আর কোন্ শ্রেষ্ঠ পুরুষ আছেন? তাহা বল। ২০৪

দৈত্য ও দানবগণের প্রধান বীর হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিকে যে তিন লোকের আধিপত্য স্থাপিত করা ও নিজের শত্রুদিগকে বিনষ্ট করার শক্তি শুনা যায়, তাহা একা করিয়া আমি ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, দেবেশ মহাদেব ব্যতীত অন্য আর কে এরূপ আছেন, যিনি দিতির পুত্রগণকে এইরূপ অসহ্য ঐশ্বর্য্যশালী করিতে পারেন? ২০৫

দিক্, কাল, সূর্য্য, অগ্নি, অন্য গ্রহ, বায়ু, চন্দ্র ও নক্ষত্র—ইহারা মহাদেবের কৃপায় এরূপ প্রভাবশালী হইয়াছেন। এই সব বৃত্তান্ত তুমি জান। অতএব তুমি বল, পরমেশ্বর মহাদেব ব্যতীত অন্য আর কে এতাদৃশ অচিন্তনীয় শক্তিশালী আছেন? ২০৬

যজ্ঞের উৎপত্তি ও ত্রিপুরের বিনাশও তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। প্রধান-প্রধান দৈত্য ও দানবগণকে আধিপত্য প্রদান এবং শত্রুগণের শক্তি প্রধান তিনিই করিয়াছেন। ২০৭

হয়শ্রেষ্ঠ পুরন্দর! কৌশিকবংশাবতংস ইন্দ্র! এখানে বহু-সংখ্যক যুক্তিযুক্ত যুক্তিসমূহ শুনাইয়া কি লাভ? আপনি যে সহস্র নেত্রে প্রশোভিত হইয়াছেন এবং আপনাকে দেখিয়া সিদ্ধ, গন্ধর্ব, দেবতা ও ঋষিগণ যে সম্মান প্রদর্শন করেন, সে সবই দেবাধিদেব মহাদেবের প্রসাদেই সম্ভব হইয়াছে। ২০৮-২০৯

অব্যক্তমুক্তকেশায় সর্বগন্ধেশ্বরায় চ।
চেতনাচেতনাদ্যেষু শক্র বিদ্ধি মহেশ্বরাৎ ॥ ২১০
ভূবাদ্যেষু মহান্তেষু লোকালোকান্তরেষু চ।
দ্বীপস্থানেষু মেরোশ্চ বিস্তরেষ্বন্তরেষু চ ॥ ২১১
ভগবন্ ভবভব দেবং বদন্তে তত্ত্বদর্শিনঃ
যদি দেবাঃ সুরাঃ শক্র পশ্যন্ত্যাত্মা ভবান্ গতিম্ ॥ ২১২
কিং ন গচ্ছন্তি শরণং দনিতাশ্চাসুরৈঃ সুরাঃ
অভিঘাতেষু দেবানাং সর্বক্ষোরস-রক্ষসাম্ ॥ ২১৩
পরস্পরবিনাশেষু স্বস্থানৈশ্বর্য্যদো ভবঃ
অন্ধকস্যাথ শুক্রস্য দুন্দুভের্মহিষস্য চ ॥ ২১৪
যজ্ঞেন্দ্রবলরক্ষঃসু নিবাত-কবচেষু চ
বরদানাবঘাতায় ব্রূহি কোঽন্যো মহেশ্বরাৎ ॥ ২১৫
সুরাসুরগুরোর্বক্তৃ কস্য বেগঃ পুরা ক্ষমম্।
কস্য বাস্তম্ভ বেগস্তদ্ মেরু র্যেন গিরিঃ কৃতঃ ॥ ২১৬

ইন্দ্র! চেতন ও অচেতন আদি পদার্থসমূহে 'ইহা এরূপ' এই প্রকার যে লক্ষণ দেখা যায়, তাহা সেই অব্যক্ত, মুক্তকেশ ও সর্বব্যাপী মহাদেবের প্রভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব সব কিছু মহাদেব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে—ইহাই জানিও। ২১০

ভগবন্ দেবদেব! ভূলোক হইতে আরম্ভ করিয়া মহর্লোক পর্যন্ত সমস্ত লোক লোকান্তরসমূহে, পর্বতের মধ্যভাগসকলে, সমস্ত দ্বীপস্থানে, মন্বন্তরসমূহের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কালে সর্বত্রই তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ মহাদেবের স্থিতি বর্ণনা করেন। ২১১½

ইন্দ্র! যদি তেজস্বী দেবগণ মহাদেব ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের আশ্রয় দেখিতে পান, তবে তাঁহারা যখন অসুরগণের দ্বারা উৎপীড়িত হন, তখন সেই পুরুষের শরণগ্রহণ কেন করেন না? ২১২½

দেবতা, যক্ষ, পন্নগ, নাগ ও রাক্ষসগণ—ইহাদের মধ্যে যখন সঙ্ঘর্ষ হয় এবং পরস্পর কলহ পরস্পরের যখন বিনাশকাল আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাঁহাদের নিজ নিজ স্থান ও ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তিকারক ভগবান্ শিবই হইয়া থাকেন। ২১৩½

তুমি বল,—অন্ধক, শুক্র, দুন্দুভি, মহিষ, যজ্ঞরাজ ইন্দ্রের সেনা রাক্ষসগণকে ও নিবাত কবচগণকে বরদান করিতে এবং তাহাদের বিনাশ করিতে ভগবান্ মহেশ্বর ব্যতীত আর কে সমর্থ আছেন? ২১৪-২১৫

পুরাকালে মহাদেব ব্যতীত অন্য কোন্ দেবতার বীর্য্যকে

দিবাসাঃ কীর্ত্যতে কোঽন্যো লোকে কস্যোর্দ্ধরেতসঃ
কস্য চার্ষে স্থিতা কান্তা অনঙ্গঃ কেন নির্জিতঃ ॥ ২১৭
ব্রহ্মেন্দ্র পরমং স্থানং কস্য দেবৈঃ প্রশস্যতে
শ্মশানে কস্য ক্রীড়ার্থং নৃত্তে বা কোঽভিতাম্যতে ॥২১৮
কপৈর্যুধাঃ সমানঙ্গ ভূতৈঃ কো বাপি ক্রীড়তে।
কস্য তুল্যবলা দেব গণাশ্চৈশ্বর্যমপিতাঃ ॥ ২১৯
ঘুষ্যতে জঙ্গমং স্থানং কস্য ত্রৈলোক্যপূজিতম
বর্ধতে তপসে কোঽন্যো জ্বলতে তেজসা চ কঃ ॥২২০
কস্যাদোষবিসম্পত্তিঃ কো বা ধারয়তে ধনু।
প্রকামং ক্রীড়তে কো বা ত্রৈলোক্যো সচরাচরে ॥২২১
জ্ঞানসিদ্ধিক্রিয়াযোগৈঃ সেব্যমানঙ্গ যোগিভিঃ।
ঋষি-গন্ধর্ব-সিদ্ধৈশ্চ বিহিতং কারণং পরম্ ॥ ২২২
কর্মযজ্ঞক্রিয়াযোগৈঃ সেব্যমানঃ সুরাসুরৈঃ।
নিত্যং কর্মফলৈর্হীনং তমহং কারণং বদে ॥ ২২৩
স্থূলং সূক্ষ্মমনৌপম্যমগ্র্যং গুণসোচেয়ম্
গুণহীনং গুণাধ্যক্ষং পরং যোগেশ্বরং পদম্ ॥ ২২৪
বিশ্বেশং কারণগুরুং লোকালোকান্তকারণম্।
ভূতাভূতগুবিজ্ঞং জনকং সর্বকারণম্ ॥ ২২৫
অক্ষরক্ষরমব্যক্তং বিদ্যাবিদ্যে কৃতাকৃতে
যস্মাদন্যো যতঃ সক্ত তমহং কারণং ভবে ॥ ২২৬
প্রত্যক্ষমিহ দেবেন্দ্র পশ্য লিঙ্গং ভগাঙ্কিতম্
দেবদেবেন রুদ্রেণ সৃষ্টি-সংহারহেতুনা ॥ ২২৭
যাত্রা পূর্বং ময়াখ্যাতং কারণং লোকলক্ষণম্
নাস্তি চেশাৎ পরং সক্ত তঃ প্রশস্তং বদীচ্ছসি ॥ ২২৮
প্রত্যক্ষং নহু তে সুরেশ বিহিতং সংযোগলিঙ্গোদ্ভবং
ত্রৈলোক্যং সহিকারনির্ভর গণং ব্রহ্মাদিদেবোদ্ভবম্

দেবাসুর-গুরু অগ্নির মুখে আহুতি দেওয়া হইয়াছিল? যাঁহার দ্বারা সুবর্ণময় মেরুপর্বতের নির্মাণ হইয়াছে, সেই বীর্য ভগবান্ শিব ভিন্ন অন্য কোন্ দেবতার ছিল? ২১৬

অন্য কাহাকে আর শিবময় বলা যায়? জগতে আর কে ঊর্ধ্বরেতা আছেন? কাঁহার অর্দ্ধদেহে ভবানী অবস্থান করিতেছেন? এবং কে কামদেবকে পরাজিত করিয়াছেন? ২১৭

ইন্দ্র! তুমিই বল, কাঁহার উৎকৃষ্ট স্থান দেবতাগণের দ্বারা প্রশংসিত হয়? কাঁহার ক্রীড়ার জন্য শ্মশানভূমি নির্দিষ্ট করা হইয়াছে? এবং তাণ্ডব নৃত্যে কাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করা যায়? ২১৮

ভগবান্ শঙ্করের তুল্য অন্য আর কাহার ঐশ্বর্য আছে? কে ভূতগণের সহিত ক্রীড়া করেন? দেব! কাঁহার পার্ষদগণ প্রভূত-বলবান্ এবং নিজেদের ঐশ্বর্যে গর্বিত? ২১৯

কাঁহার স্থান ত্রিলোকে পূজিত ও অবিচল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে? ভগবান্ শিব ব্যতীত অন্য আর কোন্ দেবতা তপস্যা করেন? কোন্ দেবতা তপস্যা করেন এবং কোন্ দেবতা তীব্র তেজে প্রজ্বলিত হন্? ২২০

কাঁহার দ্বারা ঔষধিসকলের শক্তাদির বৃদ্ধি হয়? কোন্ পুরুষ জগৎকে ধারণ-পোষণ করেন? কোন্ পুরুষ চেতনের প্রাপ্তিগণের সহিত ইচ্ছানুসারে ক্রীড়া করিয়া থাকেন? ২২১

যোগিগণ জ্ঞান, সিদ্ধি ও ক্রিয়াযোগের দ্বারা ভগবান্ শিবেরই সেবা করেন এবং ঋষি, গন্ধর্ব ও সিদ্ধগণ তাঁহাকেই পরম কারণ জানিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ২২২

দেবতা ও অসুরগণ সকলেই কর্ম, যজ্ঞ ও ক্রিয়াযোগের দ্বারা সর্বদাই যাঁহার সেবা করেন, সেই কর্মফলরহিত মহাদেবকেই আমি সকলের কারণ বলিয়া মনে করি। ২২৩

মহাদেবের পরম পদ স্থূল, সূক্ষ্ম, উপমারহিত, ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা অগ্রাহ্য, সগুণ, নির্গুণ ও গুণসমূহের নিয়ামক। ২২৪

ইন্দ্র! যিনি সম্পূর্ণ বিশ্বের অধীশ্বর, প্রকৃতিরও নিয়ামক, লোক (জগতের সৃষ্টি) এবং সমস্ত জগতের সংহারেরও কারণ-ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্য—এই ত্রিকালই যাঁহার স্বরূপ, যিনি সকলের উৎপাদক এবং কারণ, ক্ষর অক্ষর, অব্যক্ত, বিদ্যা-অবিদ্যা, কৃত-অকৃত ও যথাযথ এই সমস্তই যাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সেই মহাদেবকেই আমি সকলের পরম কারণ বলিয়া গণ্য করি। ২২৫-২২৬

দেবেন্দ্র! সৃষ্টি ও সংহারের কারণভূত দেবাধিদেব ভগবান্ রুদ্র যে ভগচিহ্নিত লিঙ্গমূর্তি ধারণ করেন, তাঁহাকে তুমি এখানে প্রত্যক্ষ দর্শন কর। উনিই তাঁহার কারণ স্বরূপের পরিচায়ক। ২২৭

ইন্দ্র! আমার যাত্রা পূর্বে বলিয়াছিলেন যে, মহাদেবের অতিরিক্ত অথবা তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহই লোকেশ্বর ঐশ্বর্যের কারণ নহেন; অতএব যদি কোন অতীষ্ট বস্তু লাভ করিবার তোমার বাসনা থাকে, তবে তুমি সেই ভগবান্ শঙ্করেরই শরণ গ্রহণ কর। ২২৮

ইন্দ্রদেব! তোমার ইহা প্রত্যক্ষ জানা আছে যে, ব্রহ্মাদি প্রজাপতিগণের সত্তা হইতে উৎপন্ন এই যজ্ঞ ও মূর্ত জীবসমূহের দ্বারা পরিপূর্ণ ত্রিভুবন ভগ ও লিঙ্গ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

যম ব্রহ্মেন্দ্র-চন্দ্রার্ক বিষ্ণুসহিতা দেবাশ্চ দৈত্যেশ্বরা
নানাং কামসহস্রকল্পিতধিয়ঃ প্রশংসন্তি ঈশাৎ পরম্ ॥
তং দেবং সচরাচরস্য জগতো ব্যাখ্যাতবেদোত্তমং
কামার্থীবরয়ামি সংযতমনা মোক্ষায় সম্ভঃ শিবম্ ॥২২৯

হেতুস্তির্বা কিমনৈস্তৈরীশঃ কারণকারণম্ ।
ন শুক্রম যদন্যস্য লিঙ্গমভ্যর্চিতং সুরৈঃ ॥ ২৩০

কল্যানাস্য সুরৈঃ সর্বৈর্লিঙ্গং মুক্ত্বা মহেশ্বরম্ ।
অর্চাস্তেঽচিন্তপূর্বং বা ব্রূহি যদ্যস্তি তে শ্রুতিঃ । ২৩১

যস্য ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চাপি সহ দৈবতৈঃ ।
অর্চয়ন্ত্যং সদা লিঙ্গং তস্মাল্লোষ্ঠতমো হি সঃ ২৩২

ন পদ্মাঙ্কা ন চক্রাঙ্কা ন বজ্রাঙ্কা যতঃ প্রজাঃ
লিঙ্গাঙ্কা চ ভগাঙ্কা চ তস্মাদ্যাবেশ্বরী প্রজা ॥ ২৩৩

দেবাঃ কারণরূপস্তাবজনিতাঃ সর্বা ভগাঙ্কাঃ স্ত্রিয়ো
লিঙ্গেনাপি হরস্য সর্বপুরুষাঃ প্রত্যক্ষচিহ্নীকৃতাঃ
যোঽন্যৎকারণমীশ্বরাৎ প্রনমতে দেবাচ্চ যন্নাস্তিতং
ত্রৈলোক্যে সচরাচরে স তু পুমান্
বাল্যে বেদ দুর্মতিঃ ॥২৩৪

পুংলিঙ্গং সর্বশীর্ষানং স্ত্রীলিঙ্গং বিদ্ধি চাপ্যুমাম্ ।
ব্যাপ্তাং তদুভয়ীং ব্যাপ্তং বি চরাচরমিদং জগৎ ॥ ২৩৫

(দিবসকরশশাঙ্কবহ্নিনেত্রঃ
ত্রিভুবনসারমপারমীশমাদ্যম্
অজরমমরমপ্রসাদ্য রুদ্রং
জগতি পুমানিহ কো লভেত শান্তিম্ ॥)

তস্মাদ্ বরয়ন্ত কালেন নিধনং বাপি কৌশিক ।
ব্রূহি বা তিষ্ঠ বা শক্র যথেষ্টং বলসূদন ॥ ২৩৬

কামমেষ বরো মেঽস্তু শাপো বাথ মহেশ্বরাৎ
ন চান্যাং দেবতাং কালেন সর্বকামফলামপি ॥ ২৩৭

সকল কারণাতীত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি ও বিষ্ণুসহ সমস্ত দেবতাবৃন্দ এবং দৈত্যেশ্বরগণ যাহাকে অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কোন দেবতার কথা বলেন নাই। যিনি সম্পূর্ণ চরাচর জগতের পক্ষে বেদ-বিখ্যাত সর্বোত্তম আশ্রয়ের যোগ্য তত্ত্ব, সেই কল্যাণময় দেব ভগবান্ শঙ্করকে কারণাতীতের জন্য বরণ করিতেছি এবং সংযতচিত্ত হইয়া সম্যোক্ষলাভের জন্যও তাঁহাকেই আমি প্রার্থনা করিতেছি। ২২৯

অন্যান্য কারণসকল বলিয়া কি লাভ হইবে? ভগবান্ শঙ্কর এইজন্যও কারণসমূহের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হন যে, আমরা দেবতাগণের দ্বারা অন্য কাহারও লিঙ্গ পূজিত হইতে শুনি নাই। ২৩০

ভগবান্ মহেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহার লিঙ্গ সমস্ত দেবতাগণ পূজা করেন অথবা পূর্বে কখনও পূজা করিয়াছেন? যদি তুমি ইহা শুনিয়া থাক, তবে তাহা আমাকে বল। ২৩১

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সমস্ত দেবতাগণ সহ তুমিও সর্বদা শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া আসিতেছ, সেইজন্য ভগবান্ শিবই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা। ২৩২

নারায়ণের দেহে যা পদ্মের চিহ্ন, না চক্রের চিহ্ন এবং না ব্রহ্মের চিহ্ন দেখা যায়। সকল প্রজা কিন্তু লিঙ্গ ও ভগের চিহ্ন ধারণ করে, সেইজন্য ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, সমস্ত প্রজাই মাহেশ্বরী (মহেশ্বর হইতেই উৎপন্ন)। ২৩৩

দেবী পার্বতীর কারণস্বরূপ ভাব হইতে সংসারের সমস্ত স্ত্রীগণ উৎপন্ন হইয়াছে। সেইজন্য ভগের চিহ্নযুক্ত এবং ভগবান্ শিব হইতে উৎপন্ন হওয়ায় সকল পুরুষ লিঙ্গ চিহ্নে চিহ্নিত—ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করে, এইরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি শিব ও পার্বতীর আভ্যন্তরিক অন্য কাহাকেও কারণ রূপে বর্ণনা করে, সেই অন্য কারণবাদী দুর্মতি ব্যক্তি চরাচর প্রাণিগণসহ ত্রিলোক হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়ার যোগ্য। ২৩৪

যত পুংলিঙ্গ আছে, তৎ সমস্তই শিবস্বরূপ এবং যাহা স্ত্রীলিঙ্গ, তাহা উমা বলিয়া জানিও মহেশ্বর ও উমা—এই উভয়ের শরীরের দ্বারা এই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত। ২৩৫

(সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি যাঁহার নেত্র, যিনি ত্রিভুবনের সারতত্ত্ব, অপার, ঈশ্বর, সকলের আদি কারণ এবং অজর-অমর, সেই রুদ্রদেবকে প্রসন্ন না করিয়া কোন্ ব্যক্তি সংসারে শান্তিলাভ করিতে পারে?

কৌশিক! অতএব আমি ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে বরলাভ ও মৃত্যুলাভ করিতে সাধনাপোষণ করিতেছি। বলাসুর-নাশী ইন্দ্র! তুমি যাও অথবা অবস্থান কর, যেরূপ তোমার ইচ্ছা, তাহাই কর। ২৩৬

যদি আমি মহেশ্বর হইতে বরলাভ করি কিংবা পাপ প্রাপ্ত হই, এই উভয়ই আমি বরণ করিয়া লইব। কিন্তু অন্য কোন দেবতা যদি সম্পূর্ণ মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদানও করেন, তবে তাহা আমি কামনা করি না। ২৩৭

এবমুক্ত্বা তু দেবেন্দ্রঃ দুঃখাদাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ
ন প্রসীদতি মে দেবঃ কিমেতদিতি চিন্তয়ন্ ॥ ২৩৮
অথাপশ্যং অনেনৈব রূপেণৈবাবরং পুনঃ
হংসযুক্তেন যুগপৎ যুগান্তরশতপ্রভম্ ॥ ২৩৯
বৃষরূপধরং সাক্ষাৎ ক্ষীরোদমিব সাগরম্
কৃষ্ণপুচ্ছং মহাকায়ং মধুপিঙ্গললোচনম্ ॥ ২৪০
বজ্রসারময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্নিষ্টপ্তকনকপ্রভৈঃ
সুতীক্ষ্ণৈর্দুষ্প্রকাশৈশ্চ কিরন্তমিবাবনিম্ ॥ ২৪১
জানুনোরন্তরা চ সর্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ।
সুবক্ত্রপুরনাসঞ্চ সুকর্ণং সুকটীতটম্ ॥ ২৪২
সুপার্শ্বং বিপুলস্কন্ধং সুরূপং চারুদর্শনম্ ।
ককুদং তস্য চাত্যুচ্চি স্কন্ধমাপূর্য্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ২৪৩
তুষারগিরিকূটাভং সিতাভ্রশিখরোপমম্ ।

তমারূঢ়ঞ্চ ভগবান্ দেবদেবঃ সহোময়া ॥ ২৪৪
অথোদতিষ্ঠ মহাদেবঃ পৌর্ণমাস্যামিবোডুরাট্ ।
তদা জ্যোতিষ্মতো বহ্নিঃ সমেঘঃ তনয়িত্নুমান্ ॥২৪৫
সহস্রমিব সূর্য্যাণাং সর্বমাপূর্য্য বিষ্ঠিতঃ ।
ঈশ্বরঃ সুমহাতেজাঃ সংবর্তক ইবানলঃ ॥ ২৪৬
যুগান্তে সর্বভূতানাং বিনাশুমিব চোদ্যতঃ
তেজসা তু সদা ব্যাপ্তা দ্যাবাপৃথিব্যন্তরিক্ষাঃ সমন্ততঃ ॥ ২৪৭
পুনরুদ্বিগ্নহৃদয়ঃ কিমেতদিতি চিন্তয়ম্ ।
মুহূর্তমিব তং তেজো ব্যাপ্য সর্বা দিশো দশ ॥ ২৪৮
প্রশান্তা দিক্ষু সর্বাসু দেবদেবস্য মায়য়া ।
অথাপশ্যং স্থিতং স্থাণুং ভগবন্তং মহেশ্বরম্ ॥ ২৪৯
নীলকণ্ঠং মহাত্মানমপ্রমেয়ং তেজসাং নিধিম্ ।
অষ্টাদশভুজং স্থাণুং সর্বাভরণভূষিতম্ ॥ ২৫০

ভগবান্ মহাদেব ভগবতী উমার সহিত আরোহণ করত পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। [৩৩ ২৪৪]

তাঁহাদের তেজ হইতে সমুৎপন্ন অগ্নির ন্যায় প্রভা গর্জনকারী মেঘমণ্ডলসহ সম্পূর্ণ আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া সহস্র সূর্যের সদৃশ প্রকাশমান হইতেছে। [৩৪৫]

সেই মহাতেজস্বী মহেশ্বর এরূপ দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন যে তিনি যেন যুগান্তের সময় সমস্ত ভূতগণকে দগ্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছেন। [৩৪৬]

তিনি স্বীয় তেজে দশদিক্ ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করাই কঠিন ছিল। তখন আমি ভীতচিত্ত হইয়া পুনরায় এই চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, ইহা কি ? [৩৪৭]

এই সময়ে মুহূর্তকালের মধ্যেই সেই তেজ সমস্ত দিক্‌সমূহকে ব্যাপ্ত করিয়া দেবাধিদেব মহাদেবের মায়াবশে সকল দিক্ শান্ত হইয়া গেল। [৩৪৮]

তাহার পর আমি দেখিলাম,- ভগবান্ মহেশ্বর স্থিরভাবে দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহার কণ্ঠে নীল চিহ্ন রহিয়াছে। সেই মহাত্মা কোন বিষয়েই আসক্ত ছিলেন না। তিনি তেজের নিধি বলিয়া প্রতীত হইতেছিলেন। তাঁহার আঠারটি বাহু ছিল। সেই ভগবান্ স্থাণু সমস্ত আভরণে বিভূষিত ছিলেন। [৩৪৯-৩৫০

শুক্লাম্বরধরঃ দেবঃ শুক্লমাল্যানুলেপনম্
শুক্লযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥ ২৫১

গায়দ্ভির্নৃত্যমানৈশ্চ বাদয়দ্ভিশ্চ সর্বশঃ
বৃতং পার্ষদচরৈর্দিব্যৈরাত্মতুল্যপরাক্রমৈঃ ॥ ২৫২

বালেন্দুমুকুটং পাতুঃ শরচ্চন্দ্রমিবোদিতম্।
ত্রিভির্নেত্রৈঃ কৃতোদ্যোতং
ত্রিভিঃ সূর্যৈরিবোদিতৈঃ ॥ ২৫৩

(সর্ববিদ্যাধিপং দেবং শরচ্চন্দ্রসমপ্রভম্
নয়নাহ্লাদসৌভাগ্যপরমং পরমেশ্বরম্ ।)

অশোভতাস্য দেবস্য মালা গাত্রে সিতপ্রভে
জাতরূপময়ৈঃ পদ্মৈর্গ্রথিতা রত্নভূষিতা ॥ ২৫৪

মূর্তিমন্তি তথাস্ত্রাণি সর্বতেজোময়ানি চ
ময়া দৃষ্টানি গোবিন্দ তবসাম্নিত্তেজসঃ ॥ ২৫৫

তিনি শ্বেতবর্ণ বস্ত্র ধারণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার উত্তরীয় শ্বেত চন্দন অনুলিপ্ত ছিল তাঁহার ধ্বজও শ্বেতবর্ণ ছিল এবং সকলেরই অগ্রে ভগবান্ মহেশ্বর শ্বেতবর্ণের যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছিলেন। ২৫১

তিনি নিজেরই তুল্য পরাক্রমশালী পার্ষদগণে পরিবৃত ছিলেন। তাঁহার সেই সব পার্ষদগণ সর্বদিকে নৃত্য, গীত ও বাদ্যবাদন করিতেছিলেন। ২৫২

ভগবান্ শিবের মস্তকে নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত ছিল তাঁহার অঙ্গকান্তি শ্বেতবর্ণের ছিল। তিনি শরৎ ঋতুর পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উদিত হইয়াছিলেন। তাঁহার তিন নেত্রের দ্বারা এরূপ প্রকাশপুঞ্জ উদ্ভাসিত হইতেছিল, যেন তিন সূর্য উদিত হইয়াছে। ২৫৩

(তিনি সকল বিদ্যার অধিপতি, শরৎকালের চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ এবং নয়নের আনন্দ ও সৌভাগ্যপ্রদানকারী, সেই পরমেশ্বর মহাদেবকে আমি তখন দর্শন করিলাম।)

ভগবানের উজ্জ্বল প্রভাময় গৌর বিগ্রহে সুবর্ণ-কমলে গ্রথিত রত্নভূষিত মালা অতিশয় শোভা পাইতেছিল। ২৫৪

গোবিন্দ! আমি অমিততেজস্বী মহাদেবের সম্পূর্ণ তেজোময় অস্ত্রসকল মূর্তিমান্ হইয়া তাঁহার সেবায় উপস্থিত আছেন— ইহা দেখিলাম। ২৫৫

সেই মহাত্মা রুদ্রদেবের ইন্দ্রধনুতুল্য বর্ণবিশিষ্ট যে পিনাক

ঐন্দ্রধনুসবর্ণাভং বহুত্বসা মহাস্বনঃ
পিনাকমিতি বিখ্যাতমভবৎ পন্নগো মহান্ ॥ ২৫৬

সপ্তশীর্ষো মহাকায়স্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো বিষোল্বণঃ।
জ্যাবেষ্টিতমহাগ্রীবঃ স্থিতঃ পুরুষবিগ্রহঃ ॥ ২৫৭

শরশ্চ সূর্যসঙ্কাশঃ কালানলসমদ্যুতিঃ
একদণ্ডো মহাঘোরঃ দিব্যঃ পাশুপতো মহৎ ॥ ২৫৮

অধিষ্ঠীয়মনির্দেশ্যং সর্বকৃত্তয়াবহম্।
সম্ফুলিঙ্গঃ মহাকায়ঃ বিস্ফুরন্নিবানলম্ ॥ ২৫৯

একপাদঃ মহাদংষ্ট্রঃ সংস্রশিরসোদরম্।
সংপ্রভুক্তজিহ্বোক্ষদৃশিরস্তমিবানলম্ ॥ ২৬০

ব্রাহ্মাদ্যারায়ণাচ্ছৈলাদাগ্নেয়াদপি বারুণাৎ।
যদ্ বিশিষ্টং মহাঘোরো সর্বশস্ত্রবিঘাতনম্ ॥ ২৬১

যেন তৎ ত্রিপুরং দগ্ধ্বা ভস্মাদ্ ভস্মীকৃতং পুরা।
শরেণৈকেন গোবিন্দ মহাদেবেন লীলয়া ॥ ২৬২

নামে বিখ্যাত ধনু, উহা বিশাল সর্পের রূপে বিদ্যমান ছিল। ২৫৬

এই সর্পের সাতটি ফণা ছিল। তাহার শরীরও ছিল বিশাল, দন্তগুলি তীক্ষ্ণ, উহা বিষে পরিপূর্ণ, বিশাল গ্রীবা গুণের দ্বারা আবেষ্টিত ছিল। পুরুষরূপ ধারণ করিয়া সেই ধনু উপস্থিত ছিল। ২৫৭

ভগবান্ শিবের যে বাণ ছিল, তাহা সূর্য ও প্রলয়কালীন অগ্নিতুল্য প্রচণ্ড তেজে প্রকাশিত হইতেছিল। উহাই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও দিব্য পাশুপত অস্ত্র। ২৫৮

ইহার তুল্য আর অন্য কোনও অস্ত্র নাই সমস্ত প্রাণীরই ত্রাসের এই বিষানলের অন্য অনির্বচনীয় ছিল এবং নিজের মুখ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতেছিল। ২৫৯

এই অস্ত্রও সর্পাকারেই দৃষ্ট হইতেছিল। তাহার এক পদ, বৃহৎ দন্ত, সহস্র মস্তক (ফণা সহস্র উদর, সহস্র বাহু, সহস্র জিহ্বা ও সহস্র নেত্র ছিল। এই অস্ত্র তখন যেন অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল। ২৬০

মহাবাহো! সমস্ত অস্ত্রসকলের বিনাশকারী এই পাশুপত অস্ত্র ব্রাহ্ম, নারায়ণ, ঐন্দ্র, আগ্নেয় ও বারুণ—এই সব অস্ত্র অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী। ২৬১

গোবিন্দ! এই অস্ত্রের দ্বারা মহাদেব লীলা সহকারে একটি মাত্র বাণ নিক্ষেপ করিয়া পূর্বকালের মধ্যেই দৈত্যগণের তিনটি নগরকে প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। ২৬২

নির্দহেচ্চ যদি কৃৎস্নং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
মহেশ্বরভুজোৎসৃষ্টো নিঃশেষার্থো মহাংস্তথা ॥ ২৬৩
নাবধ্যো যস্য লোকেঽস্মিন্ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-সুরেষ্বপি।
তদহং দৃষ্টবাংস্তত্র আশ্চর্যমিদমুত্তমম্ ॥ ২৬৪
গুহ্যমস্ত্রবরং নাম্নাং তত্ত্বলাভবিদং হি বা।
যৎ তদ্ধ্রুবমিতি খ্যাতং সর্বলোকেষু মূলিনঃ ॥ ২৬৫
দারয়েদ্ যদি মহীং কৃৎস্নাং শোষয়েদ্ বা মহোদধিম্।
সংহরেদ্ বা জগৎ কৃৎস্নং বিস্পষ্টং মূলপাণিনা ॥ ২৬৬
যৌবনাশ্বো হতো যেন মান্ধাতা সবলঃ পুরা।
চক্রবর্তী মহাতেজাস্ত্রিলোকবিজয়ী নৃপঃ ॥ ২৬৭
মহাবলো মহাবীর্যঃ শক্রতুল্যপরাক্রমঃ
ঋতধ্বজেন যোগিন্দ্র ভবতশ্চেব রক্ষসঃ ॥ ২৬৮
তদ্ধ্রুবমতিতীক্ষ্ণাগ্রং সুতীব্রং লোমহর্ষণম্।
ত্রিশিখাং ভ্রুকুটিং কৃত্বা ভর্ত্সয়ানমিব স্থিতম্ ॥ ২৬৯
বিধূমং সার্চিষং কৃত্বং কালসূর্যমিবোদিতম্
সর্বহৃত্তমনির্দেষ্ট্রা পাশহস্তমিবান্তকম্ ॥ ২৭০
দৃষ্টবানস্মি গোবিন্দ তদস্ত্রং রুদ্রসন্নিধৌ
পরশুস্তীক্ষ্ণধারঞ্চ দত্তো রামস্য যঃ পুরা ॥ ২৭১
মহাদেবেন ভূতেন ক্ষত্রিয়াণাং ক্ষয়ঙ্করঃ
কার্তবীর্যো হতো যেন চক্রবর্তী মহামৃধে ॥ ২৭২
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী যেন নিঃক্ষত্রিয়া কৃতা।
জামদগ্ন্যেন গোবিন্দ রামেণাক্লিষ্টকর্মণা ॥ ২৭৩
দীপ্তধারঃ সুরৌদ্রাস্ত্রঃ সর্পকণ্ঠাপ্রবিষ্টিতঃ।
অন্তরঙ্গ নিনোঽভ্যাসে দীপ্তবহ্নিসমোপমঃ ॥ ২৭৪
অসাধ্যযোনি চাস্ত্রাণি তস্য দিব্যানি ধীমতঃ।
প্রাধান্যতো ময়ৈতানি ভীষিতানি ভবানঘ ॥ ২৭৫

ভগবান্ মহেশ্বরের বাহু হইতে মুক্ত হইলে পর এই অস্ত্র চরাচর প্রাণিগণের সহিত সম্পূর্ণ ত্রিলোককে অর্ধনিমেষের মধ্যেই ভস্ম করিয়া দিতে পারে। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২৬৩

এই জগতে যে অস্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের মধ্যে কেহই অবধ্য নন, সেই পরম উত্তম আশ্চর্যময় পাশুপতাস্ত্র আমি সেখানে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। এই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র পরম গোপনীয়। তাহার তুল্য অথবা উহা হইতে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র কোনও অস্ত্র নাই। ২৬৪-৬৫

ত্রিশূলধারী ভগবান্ শঙ্করের সমস্ত লোকে বিখ্যাত যে এই ত্রিশূল নামক অস্ত্র, উহা মূলপাণি শঙ্কর কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইলে পর এই সম্পূর্ণ পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া যাইতে পারে, মহাসাগর শুষ্ক হইয়া যায় অথবা সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। ২৬৬-৬৬

শ্রীকৃষ্ণ! পুরাকালে ত্রিলোকবিজয়ী, মহাতেজস্বী, মহাবল, মহাবীর্যশালী, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী, চক্রবর্তী রাজা যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা সবলাসুরের দ্বারা রক্ষিত হইয়া সেই শূলেরই দ্বারা সৈন্যসহ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। সেই অস্ত্র তখন সবলাসুরের হাতেই ছিল, নিক্ষেপ করিতে হয় নাই, তথাপি ভুবনাধিপতি নিহত হইয়াছিলেন। ২৬৭-৬৯

সেই শূলের অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। এই অস্ত্র অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকারী ছিল। সে তখন ত্রিস্থানে ভ্রুকুটি করিয়া যেন শত্রুদিগের প্রতি তর্জন করিতে করিতে অবস্থিত ছিল। ২৬৯

বিধূম, সার্চিঃ কৃষ্ণ কালসূর্যের ন্যায় উদিত ছিল এবং হস্তে সর্ব প্রাণহারী অবর্ণনীয় শক্তিশালী পাশধারী যমরাজের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। ভগবান্ রুদ্রের নিকট আমি এই অস্ত্রকেও দর্শন করিয়াছিলাম। ২৭০-৭১

পুরাকালে মহাদেব যাহা হইতে পরশুরামকে দান প্রদান করিয়াছিলেন এবং যাহার দ্বারা মহাযুদ্ধে চক্রবর্তী রাজা কার্তবীর্য অর্জুন নিহত হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়গণের বিনাশকারী ভীষণ সেই পরশু-অস্ত্রও আমি ভগবান্ শিবের নিকট দর্শন করিয়াছিলাম। ২৭১-২৭২

গোবিন্দ! অনায়াসেই বহু কর্মকারী জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম এই পরশুরই দ্বারা একুশবার এই পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়াছিলেন। ২৭৩

এই অস্ত্রের ধার প্রদীপ্ত (চকচকে) ছিল এবং মুখ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল। উহা সর্পযুক্ত কণ্ঠবিশিষ্ট মহাদেবের কণ্ঠের অগ্রভাগে অবস্থিত ছিল। এইভাবে ত্রিশূলধারী ভগবান্ শিবের নিকটে সেই পরশু শত-শত প্রজ্বলিত অগ্নির তুল্য দেদীপ্যমান হইতেছিল। ২৭৪

নিষ্পাপ শ্রীকৃষ্ণ! বুদ্ধিমান্ ভগবান্ শিবের অন্যান্য দিব্যাস্ত্র আছে। এখনে আপনার সম্মুখে তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান অস্ত্রের নাম বর্ণনা করিলাম। ২৭৫

সব্যদেশে তু দেবস্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ
দিব্যং বিমানমাস্থায় হংসযুক্তং মনোজবম্ । ২৭৬
বামপার্শ্বগতশ্চাপি তথা নারায়ণঃ স্থিতঃ
বৈনতেয়ং সমারুহ্য শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ । ২৭৭
স্কন্দো ময়ূরমাস্থায় স্থিতো দেব্যাঃ সমীপতঃ ।
শক্তি-ষষ্টে সমাদায় দ্বিতীয় ইব পাবকঃ । ২৭৮
পুরস্তাচ্চৈব দেবস্য নন্দিং পশ্যামবস্থিতম্ ।
শূলং বিষ্টভ্য তিষ্ঠন্তং দ্বিতীয়মিব শঙ্করম্ । ২৭৯
আয়ন্তুবাদ্যা মনবো ভৃগ্বাদ্যা অমরস্তথা
শক্রাদ্যা দেবতাশ্চৈব সর্ব এব সমস্ততঃ । ২৮০
সর্বভূতগণাশ্চৈব মাতরো বিবিধাঃ স্থিতাঃ ।
তেঽস্তুবন্ বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্মহাদেবং সুরাস্তদা
ব্রহ্মা তথৈব তদাস্তোষীদ্ রথন্তরমুদীরয়ন্ । ২৮২
জ্যেষ্ঠসাম্না চ দেবেশং জগৌ নারায়ণস্তদা । ২৮৩
গৃণন্ ব্রহ্ম পরং শক্রঃ শতরুদ্রিয়মুত্তমম্ ।
ব্রহ্মা নারায়ণশ্চৈব দেবরাজশ্চ কৌশিকঃ । ২৮৪
অশোভেতাং মহাস্তানত্রয়ত্রয় ইবাগ্নয়ঃ ।
তেষাং মধ্যগতো দেবো ররাজ ভগবান্ শিবঃ । ২৮৫
শরদভ্রবিনির্মুক্তঃ পার্বণীন্দু ইবাংশুমান্ ।
অযুতানি চ চন্দ্রার্কানদৃশ্যন্ দিবি কেশব । ২৮৬
ততোঽহমস্তুবং দেবং বিশ্বস্য জগতঃ পতিম্
উপমন্যুরুবাচ ।
নমো দেবাধিদেবায় মহাদেবায় তে নমঃ । ২৮৭
শক্ররূপায় শক্রায় শক্রবেশধরায় চ ।
নমস্তে ব্রহ্মহস্তায় পিঙ্গলায়াক্ষরায় চ । ২৮৮
পিনাকপাণয়ে নিত্যং শঙ্খশূলধরায় চ
নমস্তে কৃষ্ণবাসায় কৃষ্ণকুঞ্চিতমূর্ধজে ॥ ২৮৯
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়ায় কৃষ্ণাষ্টমিরতায় চ
শুক্লবর্ণায় শুক্লায় শুক্লাম্বরধরায় চ । ২৯০

সেই সময় মহাদেবের দক্ষিণভাগে লোকপিতামহ ব্রহ্মা মনের ন্যায় বেগশালী হংসযুক্ত দিব্য বিমানে বসিয়া শোভা পাইতেছিলেন এবং বামভাগে শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী ভগবান্ নারায়ণ গরুড়ের উপর বিরাজমান ছিলেন । ২৭৬-২৭৭

ময়ূরে আরোহণ করিয়া শক্তি ও ষষ্টিধারণ করিয়া পার্বতীদেবীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন । তিনি তখন দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিলেন । ২৭৮

মহাদেবের অগ্রে আমি নন্দীকে উপস্থিত দেখিলাম তিনি হস্তে শূল উত্তোলিত করিয়া দ্বিতীয় শঙ্করের ন্যায় অবস্থিত ছিলেন । ২৭৯

স্বায়ম্ভুবাদি মনুগণ, ভৃগু আদি ঋষিগণ ও ইন্দ্রাদি দেবতারা সকলেই সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন । ২৮০

সমস্ত ভূতগণ ও নানাবিধ মাতৃকাগণও তখন উপস্থিতছিলেন । এই সব দেবতারা মহাত্মা মহাদেবকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া নানাপ্রকার স্তুতির দ্বারা তাঁহার স্তব করিতেছিলেন । ২৮১½

ব্রহ্মা রথন্তর সামমন্ত্রসকল উচ্চারণ করিয়া ভগবান্ শঙ্করের স্তুতি করিতেছিলেন । নারায়ণ জ্যেষ্ঠসামমন্ত্রের দ্বারা শিবের মহিমা গান করিতেছিলেন । ২৮১-২৮৪

ইন্দ্র উত্তম শতরুদ্রিয় মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে পরব্রহ্ম শিবের স্তব করিতেছিলেন । তখন ব্রহ্মা, নারায়ণ ও দেবরাজ ইন্দ্র—এই তিন মহাত্মা তিন অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন । ২৮৪½

ইঁহাদের তিনজনের মধ্যে বিরাজমান ভগবান্ শিব শরৎকালের মেঘের আবরণ হইতে মুক্ত পরিবিতে (মণ্ডলমধ্যে) স্থিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন । ২৮৫½

কেশব ! সেই সময় আমি আকাশে সহস্র চন্দ্র ও সূর্যকে দর্শন করিলাম তদনন্তর আমি সম্পূর্ণ জগতের পরিচালক মহাদেবের স্তুতি করিতে লাগিলাম । ২৮৬½

উপমন্যু বলিলেন, প্রভো ! আপনি দেবতাগণেরও অধিদেবতা । আপনাকে নমস্কার আপনি মহাদেব, আপনাকে প্রণাম । ইন্দ্র আপনার স্বরূপ, আপনিই সাক্ষাৎ ইন্দ্র এবং আপনিই ইন্দ্রের বেশ ধারণ করেন । ইন্দ্ররূপে আপনিই হস্তে বজ্র ধারণ করেন, আপনার বর্ণ পিঙ্গল এবং অক্ষয়, আপনাকে নমস্কার । ২৮৭-২৮৮

আপনি হস্তে পিনাক ধারণ করেন, আপনি সর্বদা শঙ্খ ও ত্রিশূল ধারণ করিয়া থাকেন । আপনার বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণ এবং আপনি মস্তকে কৃষ্ণবর্ণের কুঞ্চিত কেশাবলি ধারণ করেন, আপনাকে নমস্কার । ২৮৯

কৃষ্ণবর্ণ মৃগের চর্ম আপনার উত্তরীয় (চাদর) । আপনি শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী ব্রতপালন করেন । আপনার বর্ণ শুক্ল আপনি

শুক্লভস্মাবলিপ্তায় শুক্লবস্ত্রধরায় চ।
নমোঽস্তু রক্তবর্ণায় রক্তাম্বরধরায় চ ॥ ২৯১
রক্তচন্দনদিগ্ধাঙ্গায় রক্তপ্রসূনলেপিনে।
নমোঽস্তু পীতবর্ণায় পীতাম্বরধরায় চ ॥ ২৯২
নমোঽস্তু তপ্তমুদ্রায় কিরীটবরধারিণে
অর্দ্ধনারীনরেন্দ্রায় অর্দ্ধকুণ্ডলধারিণে ॥ ২৯৩
নমঃ পবনবেগায় নমো দেবায় বৈ নমঃ।
সুরেন্দ্রায় সুনীলায় মহেন্দ্রায় নমোঽস্তু তে ॥ ২৯৪
নমঃ পদ্মার্দ্ধমালায় উৎপলৈর্মিশ্রিতায় চ।
অর্দ্ধচন্দনলিপ্তায় অর্দ্ধপ্রসূনলেপিনে ॥ ২৯৫
নমঃ আদিত্যবক্ত্রায় আদিত্যনয়নায় চ।
নমঃ আদিত্যবর্ণায় আদিত্যপ্রতিমায় চ ॥ ২৯৬

নমঃ সোমায় সৌম্যায় সৌম্যবক্ত্রধরায় চ।
সৌম্যরূপায় মুখায় সৌম্যদৃষ্টিবিভূষিণে ॥ ২৯৭
নমঃ শুক্লায় গৌরায় অর্দ্ধসীতার্দ্ধশুক্লে
নারীনরবপুষায় স্ত্রীপুংসায় নমোঽস্তু তে ॥ ২৯৮
নমো বৃষভবাহায় গজেন্দ্রগমনায় চ।
দুর্গমায় মনস্তুল্যমনোগমনায় চ ॥ ২৯৯
নমোঽস্তু গণপতয়ে গণবৃন্দরতায় চ
গণানুযাতমার্গায় গণনিত্যব্রতায় চ ॥ ৩০০
নমঃ শ্বেতাম্রবর্ণায় সন্ধ্যারাগপ্রভায় চ
অনুদ্দিষ্টাভিধানায় অরূপায় নমোঽস্তু তে ॥ ৩০১
নমো রক্তাম্রবাসায় রক্তমূর্দ্ধবরায় চ
রক্তমাল্যাবিচিত্রায় রক্তাম্বরধরায় চ ॥ ৩০২

পরমেশ্ব শুক্ল (শুভ্র) এবং আপনি শুক্ল বস্ত্রধারণ করেন, আপনাকে নমস্কার। ২৯০

আপনি নিজের সর্ব্বাঙ্গে শ্বেতভস্ম লেপন করেন, বিশুদ্ধ বর্ণে রক্ত থাকেন, কখনও কখনও রক্তবর্ণ ধারণ করেন এবং রক্তবর্ণের বস্ত্র পরিধান করেন, আপনাকে নমস্কার। ২৯১

রক্তবস্ত্রধারী হওয়ায় আপনি নিজের গাত্র-পতাকাও রক্তবর্ণেরই রাখিয়াছেন। আপনি রক্তপুষ্পের মালাধারণ করত শ্রীঅঙ্গে রক্তচন্দনই লেপন করিয়া থাকেন কোন কোনও সময়ে আপনার অঙ্গকান্তি পীতবর্ণেরও হইয়া থাকে সেই সময়ে আপনি পীতবর্ণের বস্ত্র পরিধান করেন, আপনাকে নমস্কার। ২৯২

আপনার মস্তকে অতি উচ্চ ছত্র শুভ্র আছে। আপনি মুক্তার কিরীট ধারণ করেন। অর্দ্ধনারীশ্বররূপে আপনার অর্দ্ধ অঙ্গে নারী, অর্দ্ধ অঙ্গে কেয়ূর এবং অর্দ্ধ অঙ্গের কর্ণে কুণ্ডল শোভা পাইতেছে। আপনাকে নমস্কার। ২৯৩

আপনি বায়ুতুল্য বেগশালী। আপনাকে নমস্কার আপনিই সুরেন্দ্র, সুনীল ও মহেন্দ্র। আপনাকে নমস্কার। ২৯৪

আপনি অর্দ্ধ অঙ্গে পদ্মপুষ্পের মালাধারণ করেন এবং অর্দ্ধ অঙ্গে উৎপলে বিভূষিত থাকেন। অর্দ্ধ অঙ্গে চন্দন লেপন করেন ও অর্দ্ধ অঙ্গে পুষ্পমাল্য-পরাগ অনুলেপন করেন। তাদৃশ অর্দ্ধ-নারীশ্বররূপে আপনাকে নমস্কার। ২৯৫

আপনার মুখ সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সূর্য্য আপনার নেত্র। আপনার অঙ্গকান্তিও সূর্য্যসদৃশ এবং অধিক সাদৃশ্যবশতঃ আপনি সূর্য্যের প্রতিমা বলিয়া প্রতিভাত হন। ২৯৬

আপনি সোমস্বরূপ। আপনার আকৃতিও সৌম্য। আপনি সৌম্য মুখ ধারণ করেন। আপনার চরণও সৌম্য। আপনি মুখ (সকলের প্রধান) এবং সৌম্য দৃষ্টিতে বিভূষিত। আপনাকে নমস্কার। ২৯৭

আপনি কখনও কখনও শরীর অর্দ্ধ অঙ্গে ভস্মবর্ণ ও অর্দ্ধ অঙ্গে গৌরবর্ণ ধারণ করেন। আপনি অর্দ্ধ অঙ্গে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন এবং অর্দ্ধ অঙ্গে শ্বেত বস্ত্র ধারণ করেন। আপনাকে নমস্কার আপনার অর্দ্ধ অঙ্গ নারীর মূর্ত্তি ও অর্দ্ধ অঙ্গ নরের (পুরুষের) মূর্ত্তি, অতএব আপনি স্ত্রী-পুরুষ স্বরূপ। আপনাকে নমস্কার। ২৯৮

আপনি কখনও বৃষে আরোহণ করেন এবং কখনও গজেন্দ্রে আরোহণ করিয়া গমন করেন আপনি দুর্গম। আপনাকে নমস্কার। যিনি অপরের পক্ষে অগম্য, সেখানেও আপনি গমন-করেন। আপনাকে নমস্কার। ২৯৯

প্রমথগণ আপনার মহিমা গান করেন। আপনি আপনার পার্শ্বচরদের অনুগমনেই অবস্থান করেন। আপনার প্রত্যেক গমনপথেই প্রমথগণ আপনার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করেন। আপনার সেবাই গণসকলের নিত্য ব্রত। আপনাকে নমস্কার। ৩০০

আপনার অঙ্গকান্তি শ্বেত-রোহিতুল্য। আপনার প্রভা সন্ধ্যাকালীন অরুণরাগের সমান। আপনার কোন নির্দ্দিষ্ট নাম নাই আপনি সর্ব্বদাই অরূপ অবস্থিত আছেন। আপনাকে নমস্কার। ৩০১

আপনার মুখ বস্ত্র রক্তবর্ণ। আপনি রক্ত পুষ্প ধারণ করেন। রক্তবর্ণ মাল্যে আপনার বিচিত্র শোভা হইতেছে।

মণিভূষিতমূর্ধায় নমস্তস্যৈ বিভূষিণে
বিচিত্রমণিমূর্ধায় কুমুমাই·রায় চ ॥ ৩০৩
নমোঽগ্নিমুখনেত্রায় সহস্রশিরলোচনে
অগ্নিরূপায় ভাস্তায় নমোঽস্তু গহনায় চ ॥ ৩০৪
খচরায় নমস্তভ্যং গোচরাভিরতায় চ
তুচরায় ভুবনায় অনন্তায় শিবায় চ ॥ ৩০৫
নমো নিষাদনে নিত্যমবিবাসনভূষণে
নমো জগন্নিবাসায় প্রতিপত্তিসুখায় চ ॥ ৩০৬
নিত্যমুষ্ণমুকুটে মহাকেযূরধারিণে
সর্পকণ্ঠোপধারায় বিচিত্রাভরণায় চ ॥৩০৭
নমস্ত্রিনেত্রনেত্রায় সহস্রশতলোচনে
স্ত্রীপুংসায় নপুংসায় নমঃ সাংখ্যায় যোগিনে ॥ ৩০৮

আপনি রক্ত বর্ণের বস্ত্র পরিধান করেন। আপনাকে নমস্কার ॥ ৩০১

আপনার মস্তক দিব্য মণিতে বিভূষিত আপনি আপনার ললাটে অর্ধচন্দ্রের আভূষণ ধারণ করেন আপনার মস্তক বিচিত্র মণির প্রভায় প্রকাশমান এবং আপনি মাটটি পুষ্প ধারণ করেন ॥ ৩০২

আপনার মুখ ও নেত্র আছে বিশ্বতোমান আপনার নয়ন সহস্র চন্দ্রতুল্য প্রকাশিত। আপনি অগ্নিস্বরূপ, রমণীয় বিগ্রহ এবং দুর্গম গহন (বন)-স্বরূপ আপনাকে নমস্কার ॥ ৩০৩

আপনি চন্দ্র ও সূর্যরূপে আকাশে বিচরণ করেন। আপনাকে নমস্কার। দেবতারা যেখানে বিচরণ করে, সেখান আপনার বিশেষ প্রিয় আপনি পৃথিবীতে বিচরণ করেন এবং ত্রিভুবন আপনারই ভবন। আপনি শিব (কল্যাণ)-স্বরূপ ও আপনার কোনও অন্ত নাই আপনাকে নমস্কার ॥ ৩০৪

আপনি নিগ্রহ আপনাকে নমস্কার। আপনি সকলের আধারস্থান ও সুন্দর বস্ত্রধারী। সমস্ত জগৎ আপনার মধ্যেই বাস করে। আপনার সকল নিধির মুখ প্রসন্ন। আপনাকে নমস্কার ॥ ৩০৫

আপনি মস্তকের উপর সর্পের মুকুট বদ্ধ করিয়া রাখেন, বাহুতে বিশাল কেয়ূর ধারণ করেন। আপনার কণ্ঠে সর্পের হার শোভা পায় এবং আপনি বিচিত্র আভরণে বিভূষিত থাকেন। আপনাকে নমস্কার ॥ ৩০৭

সূর্য, চন্দ্র, ও অগ্নি -ইহারা আপনার তিন নেত্র হইয়া আপনাকে ত্রিনেত্র করিয়া রাখিয়াছেন। আপনার সহস্র নয়ন আছে। আপনি স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসকস্বরূপ। আপনি সাংখ্যবিৎ ও যোগী। আপনাকে নমস্কার ॥ ৩০৮

আপনি রক্তপুরুষ পাণ্ডু-লোহিত দেবতার প্রসাদস্বরূপ অথবা আপনি বৃহস্পতিপুত্র শনৈশ্চর দুর্ধর্ষনির্গত শুক্লবাসোধারণ এবং আপনি অথর্ববেদস্বরূপ আপনাকে বারংবার নমস্কার আপনি সকলের শীঘ্রগামী ও শোকহারী। আপনাকে নমস্কার নমস্কার ॥ ৩০৯

যিনি দেবতুল্য গম্ভীর নাদ করেন, মহর্ষির ন্যায় আহার, যিনি বীজ ও ক্ষেত্র পালন করেন এবং জগতের সৃষ্টি করেন, সেই ভগবান্ শিবকে বারংবার নমস্কার ॥ ৩১০

আপনি দেবতা ও অসুরগণের পতি। আপনাকে নমস্কার। আপনি বিশ্বের ঈশ্বর আপনাকে বারংবার নমস্কার আপনি বায়ুতুল্য বেগশালী ও বায়ুস্বরূপ। আপনাকে নমস্কার নমস্কার ॥ ৩১১

আপনি সুবর্ণমালাধারী এবং পর্বতমালা মধ্যে বিহারকারী আপনি দেবশত্রুগণের দুঃসহনের মালা ধারণ করেন ও আপনি প্রচণ্ডবেগশালী। আপনাকে নমস্কার নমস্কার ॥ ৩১২

আপনি রুদ্রাক্ষ মস্তক উত্তেজকারী এবং যজ্ঞবিঘ্নবিনাশকারী। আপনাকে নমস্কার। আপনি স্ত্রী রূপধারী ও যজ্ঞসংহারকারী। আপনাকে নমস্কার ॥ ৩১৩

আপনি অসুরগণের তিনটি পুরী বিনাশকারী ও যজ্ঞবিঘ্ন নাশকারী। আপনাকে নমস্কার। কামদেবের শরীরনাশী ও কালস্বরূপী আপনাকে নমস্কার ॥ ৩১৪

• মুণ্ডমাল ধারণ করিয়া গলাবলম্বনরূপা সন্ধ্যার পশ্চাতে পশ্চাতে মুণ্ডমাল ধারণ করত ধাবমান ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন শিব। এইপ্রসঙ্গ শিবপুরাণে দেখা যায়।

নমঃ স্কন্দবিশাখায় শর্বায় বরদায় চ নমঃ
নমো ভবায় শর্বায় রিষ্মরূপায় বৈ নমঃ ॥ ৩১৪
ঈশানায় ভবঘ্নায় নমোঽস্ত্বন্ধকঘাতিনে
নমো বিশ্বায় মায়ায় চিন্ত্যাচিন্ত্যায় বৈ নমঃ ॥ ৩১৫
ত্বং নো গতিশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ ত্বমেব সুহৃদস্তথা
ত্বং ব্রহ্মা সর্বদেবানাং রুদ্রাণাং নীললোহিতঃ ॥ ৩১৬
আত্মা চ সর্বভূতানাং সাংখ্যে পুরুষ উচ্যতে ।
তত্ত্বতত্ত্বা পবিত্রাণাং যোগিনাং নিষ্কলঃ শিবঃ ॥ ৩১৭
গৃহস্থধর্মাশ্রমিণামীশ্বরাণাং মহেশ্বরঃ
ভূতেয়ঃ সর্বযজ্ঞানাং ক্রতূনাং বিষ্ণুরুচ্যতে ॥ ৩১৮
পর্বতানাং ভবান্ মেরুর্নক্ষত্রাণাঞ্চ চন্দ্রমাঃ
ঋষিষ্ঠত্বমৃষীণাঞ্চ গ্রহাণাং সূর্য উচ্যতে ॥ ৩১৯
আরণ্যানাং পশূনাঞ্চ সিংহস্ত্বং পশুমেশ্বরঃ ।
গ্রাম্যাণাং গোবৃষশ্চাসি ত্বমীঙ্কারপ্রপূজিতঃ ॥ ৩২০

ভব ও বিশ্বাধরূপধারী আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্রহ্মস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার আপনি ভব (উৎপাদক) ও শর্ব (সংহারক) আপনাকে নমস্কার বিশ্বরূপধারী আপনাকে নমস্কার ॥ ৩১৪

আপনি সকলের ঈশ্বর, সংসারবন্ধননাশকারী ও অন্ধকাসুরের ঘাতক। আপনাকে নমস্কার। আপনি বিশ্বরূপ ও মায়াময়। আপনি চিন্তা ও অচিন্ত্যস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩১৬

আপনিই আমাদের গতি, শ্রেষ্ঠ ও আপনিই আমাদের সুহৃদ। আপনি সমস্ত দেবতাগণের মধ্যে ব্রহ্মা এবং রুদ্রগণের মধ্যে নীললোহিত ॥ ৩১৭

আপনি সমস্ত প্রাণিগণের আত্মা এবং সংখ্যাশাস্ত্রে পুরুষ বলিয়া কথিত হন আপনি পবিত্রসমূহের মধ্যে তত্ত্বত ও যোগিগণের মধ্যে নিষ্কল (অখণ্ড) শিবস্বরূপ ৩১৮

আপনি আশ্রমীদিগের মধ্যে গৃহস্থ, ঈশ্বরগণের মধ্যে মহেশ্বর, সমস্ত যজ্ঞসকলের মধ্যে ভূতেজ্য এবং সর্ব যজ্ঞে বিষ্ণু বলিয়া আপনি অভিহিত হন ॥ ৩১৯

পর্বতসমূহের মধ্যে আপনিই মেরু, নক্ষত্রসকলের মধ্যে চন্দ্র, ঋষিগণের মধ্যে ঋষিত্ব ও গ্রহদিগের মধ্যে আপনি সূর্য বলিয়া কথিত হন ॥ ৩২০

আপনি বনজাত পশুগণের মধ্যে সিংহ। আপনিই পশুশ্রেষ্ঠ। গ্রামজাত পশুসকলের মধ্যে আপনিই গোবৃষ-স্বরূপে অবস্থিত হন ॥ ৩২১

আদিত্যানাং ভবান্ বিষ্ণুর্বসূনাং চৈব পাবকঃ
পক্ষিণাং বৈনতেয়স্ত্বমনন্তো ভুজগেষু চ ॥ ৩২২
দানবেন্দ্রশ্চ দৈত্যানাং বজ্রিণাং শতক্রতুস্তম্ ।
সনৎকুমারো যোগানাং সাংখ্যানাং কপিলো ভবি ॥৩২৩
শক্রোঽসি মরুতাং দেব পিতৃণাং ত্বমথার্যমা
ব্রহ্মলোকশ্চ লোকানাং গতীনাং মোক্ষ উচ্যসে ॥৩২৪
ক্ষীরোদঃ সাগরাণাঞ্চ শৈলানাং হিমবান্ গিরিঃ ।
বর্ণানাং ব্রাহ্মণশ্চাসি বিপ্রাণাং দীক্ষিতো দ্বিজঃ
আদিত্যত্বমসি লোকানাং সংহর্তা কাল এব চ ।
যচ্চান্যদপি লোকে বৈ সর্বতেজোঽধিকং ধৃতম্ ॥ ৩২৬
তৎ সর্বং ভগবানেব ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ।
নমস্তে ভগবন্ দেব নমস্তে ভক্তবৎসল ॥ ৩২৭
যোগেশ্বর নমস্তেঽস্তু নমস্তে বিশ্বসম্ভব
প্রসীদ মম ভক্তস্য দীনস্য কৃপণস্য চ ৩২৮

আপনি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, বসুদিগের মধ্যে অগ্নি, পক্ষিসকলের মধ্যে বিনতানন্দন গরুড় এবং সর্পগণের মধ্যে অনন্ত (শেষ নাগ) ৩২২

আপনি দৈত্যসমূহের মধ্যে প্রহ্লাদ, বজ্রধারীদের মধ্যে শতক্রতু, যোগিগণের মধ্যে সনৎকুমার ও সাংখ্যবিদ্গণের আপনি কপিল ॥ ৩২৩

দেব! আপনি মরুদ্গণের মধ্যে ইন্দ্র, পিতৃগণের মধ্যে আপনি অর্যমা অগ্নি, লোকসকলের মধ্যে ব্রহ্মলোক এবং গতিসমূহের মধ্যে মোক্ষ বলিয়া কথিত হন ॥ ৩২৪

আপনি সমুদ্রসকলের মধ্যে ক্ষীরসমুদ্র, পর্বতসমূহের মধ্যে আপনি হিমালয়, বর্ণসকলের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও আপনি দীক্ষিত (যজ্ঞে ব্রতী) ব্রাহ্মণ ॥ ৩২৫

আপনিই লোকসমূহের আদি। আপনিই সংহারকারী কাল। সংসারে আরও যে সব বস্তু সর্বথা অধিক তেজস্বী সে সবই ভগবান্ আপনিই—এই আমার নিশ্চিত ধারণা ॥ ৩২৬॥

ভগবন্! দেব! আপনাকে নমস্কার। ভক্তবৎসল! আপনাকে নমস্কার। বিশ্বের উৎপত্তিস্থান! আপনাকে নমস্কার ॥ ৩২৭॥

সনাতন পরমেশ্বর! আপনি দীন দুঃখী ভক্ত আমার উপর প্রসন্ন হউন। আমি ঐশ্বর্য রহিত, আপনিই আমার আশ্রয় দাতা ॥ ৩২৮॥

অনৈশ্বর্যেণ যুক্তস্য গতির্ভবতু সন্মতম।
যচ্চাপরাধং কৃতবানজ্ঞাত্বা পরমেশ্বর ৩১৯
ভক্তস্তে ইতি দেবেশ তৎ সর্বং ক্ষন্তুমর্হসি
মোহিতশ্চাসি দেবেশ ত্বয়া রূপবিপর্যয়াৎ ॥৩২০
নার্ঘ্যং তে ন ময়া দত্তং পাদ্যং চাপি মহেশ্বর।
এবং জ্ঞাত্বাহমীশানং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ ভক্তিতঃ। ৩২১
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা সর্বং তস্মৈ ন্যবেদয়ম্।
ততঃ শীতানুসারযুক্তা দিব্যগন্ধসমন্বিতা ৩২২
পুষ্পবৃষ্টিঃ শুভা তাত পপাত মম মূর্ধনি।
দুন্দুভিশ্চ তদা দিব্যস্তাড়িতো দেবকিঙ্করৈঃ
ববৌ চ মারুতঃ পুণ্যঃ সুগন্ধঃ সুখাবহঃ ৩২৩
ততঃ প্রীতো মহাদেবঃ সপত্নীকো বৃষধ্বজঃ।
অব্রবীৎ ত্রিদশাংস্তত্র হর্ষয়ন্নিব মাং তদা ৩২৪
পশ্যন্তু ত্রিদশাঃ সর্বে উপমন্যোর্মহাত্মনঃ
ময়ি ভক্তিং পরাং নিত্যামেকভাবাদবস্থিতাম্। ৩২৫

হে কৃষ্ণ! মূলপাণি মহাদেব যে কথা বলিলে পর সেই সব দেবতাগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই বৃষধ্বজ শিবকে নমস্কার করত বলিলেন। ৩২৬

ভগবন্! দেবদেবেশ! লোকনাথ জগৎপতে! এই এই বিষয়েই উপমন্যু আপনার নিকট হইতে নিজের সমস্ত কামনানুসারে অভীষ্ট ফললাভ করুন। ৩২৭

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সকলে এই কথা বলিলে পর জগদীশ্বর কল্যাণকারী ভগবান্ শিব যেন সহাস্যে আমাকে বলিলেন। ৩২৮

শ্রীভগবান শিব বলিলেন, বৎস উপমন্যো! আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর। তুমি আমার দৃঢ় ভক্ত। আমি তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছি। ৩২৯

তোমার এই ভক্তির দ্বারা আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব আজ আমি তোমার সমস্ত মনোবাঞ্ছিত কামনা পূর্ণ করিয়া দিব। ৩৩০

পরম বুদ্ধিমান্ মহাদেব এই কথা বলিলে পর আমার নয়নযুগল দিয়া হর্ষে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ হইতে থাকিল। ৩৩১

তখন ধরাতলে জানুদ্বয় রাখিয়া ভগবান্ শঙ্করকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া হর্ষ গদ্গদ বাক্যে এই কথা বলিলাম। ৩৩২

পরমেশ্বর দেবেশ! আমি অজ্ঞানতাবশতঃ যে সব অপরাধ করিয়াছি, 'আমি আপনার ভক্ত' এই বুঝিয়া আপনি সে সমস্ত ক্ষমা করুন। ৩১৯]

দেবেশ্বর! আপনি আপনার রূপ পরিবর্তন করিয়া আমাকে মোহিত ক'রয়া দিয়াছেন। মহেশ্বর! সেই কারণে আমি আপনাকে অর্ঘ্য-দানও করি নাই এবং পাদ্যও সমর্পণ করি নাই। ৩২০]

এইভাবে ভগবান্ শিবের স্তুতি করিয়া আমি তাঁহাকে ভক্তি ভাবে পাদ্য ও অর্ঘ্য নিবেদন করিলাম। তারপর কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে নিজের সব কিছু সমর্পণ করিয়া দিলাম। ৩২১]

তাত! তাহার পর আমার মস্তকে শীতল জল ও দিব্য সুগন্ধযুক্ত পুষ্পসমূহের বৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই সময় দেবকিঙ্করগণ দিব্যদুন্দুভিবাদ্য সমূহ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং পবিত্র গন্ধযুক্ত পুণ্যময় সুখপ্রদ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ৩২২-৩২৩

তখন পত্নী দুর্গাদেবী সহ প্রসন্ন বৃষধ্বজ মহাদেব আমার হর্ষ বর্ধন করিতে করিতে সেখানে সমস্ত দেবতাগণকে বলিলেন। ৩২৪,

দেবগণ! তোমরা সকলে দেখ যে, এই মহাত্মা উপমন্যুর আমার প্রতি কিরূপ নিত্য এবং একভাবেই বিদ্যমান উত্তম ভক্তি আছে। ৩২৫

অস্য তাতো ভয়ং দেব সকলং জন্ম চাদ্য মে
সুরাসুরগুরুর্দেবো যং ভিষ্টসি সমাগতঃ। ৩৪৩
যং ন পশ্যন্তি দৈবাদ্যা দেবা অমিতবিক্রমম্
ওমর্ষ দৃষ্টবান্ দেবঃ ত্বমহ্নো বৃত্তয়ো মম। ৩৪৪
এবং ব্যাহরন্তি বিদ্বাংসঃ পরং তত্ত্বং সনাতনম্
তদ্ বিশ্বেশমিতি খ্যাতং যতয়ঃ আত্মদর্শনম্। ৩৪৫
স এষ ভগবান্ দেবঃ সর্বসত্ত্বাধিবাসকঃ।
সর্বতত্ত্ববিধানজ্ঞঃ প্রধানপুরুষঃ পরঃ। ৩৪৬
যোঽসৃজদ্ দক্ষিণাদক্ষাদ্ ব্রহ্মাণং লোকসম্ভবম্।
বামপার্শ্বাৎ তথা বিষ্ণুং লোকরক্ষার্থমীশ্বরঃ। ৩৪৭
যুগান্তে চৈব সম্প্রাপ্তে রুদ্রমীশোঽসৃজৎ প্রভুঃ।
স রুদ্রঃ সাধয়ন্ কৃৎস্নং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্। ৩৪৮
কালো ভূত্বা মহাতেজাঃ সাবর্তক ইবানলঃ
যুগান্তে সর্বভূতানি গ্রসিষ্যিব ব্যবস্থিতঃ। ৩৪৯

দেব! আজই আমি প্রকৃত জন্মগ্রহণ করিলাম আজ আমার জন্ম সফল হইল, যেহেতু এই সময় আমার সম্মুখে সুরাসুরগুরু সাক্ষাৎ ভগবান্ আপনি বিরাজমান রহিয়াছেন। ৩৪৩

যে অধিল প্রাণিকুলপালী মহাদেবকে দেবগণও সহজে দর্শন লাভ করিতে পারেন না তাঁহার আজ প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ আমার হইল। অতএব আমা অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান্ আর কে হইতে পারে? ৩৪৪

অজরা, অধিনাশী, জ্ঞানময় ও সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে বিখ্যাত যে পরম সনাতন তত্ত্ব, তাঁহাকে জ্ঞানী পুরুষগণ এই রূপেই ধ্যান করেন (যাহা আজ আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি)। ৩৪৫

যিনি সমস্ত প্রাণিগণের আদি কারণ, অধিনাশী, সমস্ত তত্ত্বসমূহের বিধানবিৎ ও প্রধান পুরুষ, তিনিই সেই এই ভগবান্ মহাদেব। ৩৪৬

এই ভগবানই নিজের দক্ষিণ অঙ্গ হইতে লোকস্রষ্টা ব্রহ্মাকে এবং নিজের বাম অঙ্গ হইতে জগতের রক্ষার জন্য বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ৩৪৭

প্রলয়কাল প্রাপ্ত হইলে পর এই ভগবান্ শিব রুদ্রকে সৃজন করিয়া থাকেন। সেই রুদ্রই চরাচর জগৎকে সংহার করেন। ৩৪৮

তিনিই মহাতেজস্বী কাল হইয়া তত্ত্বের অন্তে সমস্ত প্রাণিগণকে গ্রাস করিয়াই প্রলয়কালীন অগ্নিরূপে অবস্থান করেন। ৩৪৯

এষ দেবো মহাদেবো জগৎ সৃষ্ট্বা চরাচরম্।
কল্পান্তে চৈব সর্বেষাং সৃতিমাক্ষিপ্য তিষ্ঠতি। ৩৫০
সর্বগঃ সর্বভূতাত্মা সর্বভূতভবোদ্ভবঃ।
আদ্যন্তে সর্বগতো নিত্যমদৃশ্যঃ সর্বদৈবতৈঃ। ৩৫১
যদি দেয়ো বরো মহ্যং যদি তুষ্টোঽসি মে প্রভো।
ভক্তির্ভবতু মে নিত্যং ত্বয়ি দেব সুরেশ্বর। ৩৫২
অতীতানাগতং চৈব বর্তমানঞ্চ যদ্ বিভো
জ্ঞানীয়ামিতি মে বুদ্ধিঃ প্রসাদাৎ সুরসত্তম। ৩৫৩
ক্ষীরোদনদ্ভ ভুজীয়ামক্ষয়ং সহ বান্ধবৈঃ।
আশ্রমে চ সদাস্মাকং সান্নিধ্যং পরমস্তু তে। ৩৫৪
এবমুক্তঃ স মাং প্রাহ ভগবাঁল্লোকপূজিতঃ।
মহেশ্বরো মহাতেজাশ্চরাচরগুরুঃ শিবঃ। ৩৫৫
অজরশ্চামরশ্চৈব ত্বং দুঃখরহিতঃ সুখী
ধনধী তেজসা যুক্তো বিদ্যাজ্ঞানসমন্বিতঃ। ৩৫৬

এই দেবাদিদেব মহাদেব চরাচর জগৎকে সৃষ্টি করিয়া কল্পান্তে সকলের স্মৃতিসহিতকে গ্রহণ করিয়া স্বয়ংই অবস্থিত থাকেন। ৩৫০

ইনি সর্বত্র গমন করেন, সমস্ত প্রাণিগণের আত্মা এবং সকল ভূতের জন্ম ও বৃদ্ধির হেতু। এই সর্বব্যাপী পরমেশ্বর সর্বদা সমস্ত দেবতাগণেরও অদৃশ্য থাকেন। ৩৫১

প্রভো! যদি আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হন এবং আমাকে বরদান করিতে ইচ্ছুক হন, তবে হে দেব! হে সুরেশ্বর! আমার সদা আপনার প্রতি ভক্তি লাভ হউক॥ ৩৫২

সুরশ্রেষ্ঠ! বিভো! আপনার কৃপায় আমি ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কিছু যেন জানিতে পারি—ইহাই আমার নিশ্চয়॥ ৩৫৩

আমি স্বীয় বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত সদা অক্ষয় দুগ্ধ অন্ন ভোজন লাভ করি এবং আমার এই আশ্রমে সর্বদা আপনার সন্নিধান হউক॥ ৩৫৪

আমি এই কথা বলিলে পর লোকপূজিত চরাচরগুরু (অবধূতগুরু) মহা-তেজস্বী মহেশ্বর ভগবান্ শিব আমাকে এই কথা বলিলেন॥ ৩৫৫

শ্রীভগবান্ শিব বলিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি দুঃখরহিত হইয়া অজর-অমর হও এবং ধনধী, তেজস্বী ও বিদ্যাজ্ঞানসম্পন্ন হও॥ ৩৫৬

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ওঙ্কার মঠ

১৮।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ধর্মের হানি অধর্মের বৃদ্ধি হ'লে আমি আমাকে সৃজন করি।

আমি সব, যেমন মাকড়সা নীয় শরীর থেকে তন্তু উৎপাদন করে এবং আত্মসাৎ করে, পৃথিবীতে যেরূপ আমার অনতিরিক্ত ওষধিসকল জন্মায়, সজীব প্রাণীশরীর হ'তে যেমন কেশ লোম সকল নির্গত হয়, তদ্রূপ অক্ষর আমা হ'তে জগতে যা কিছু সব সমুদ্ভূত হ'য়েছে। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব আমার তপস্যা, সেই আমা হ'তে হিরণ্যগর্ভ নামরূপ ও অন্ন উৎপন্ন হ'য়ে থাকে। যেমন সুদীপ্ত অনল হ'তে তৎস্বরূপ স্বজাতীয় সহস্র সহস্র অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গসকল নির্গত হয়, তদ্রূপ আমা হ'তেই নানারূপ জীবসমূহ প্রজাত হয়, এবং আমাতেই বিলীন হ'য়ে যায়। যেহেতু সকল প্রকার মূর্ত্তিশূন্য জ্যোতির্ম্ময় স্বয়ং জ্যোতি পুরুষ আমি, অন্তরে বাইরে সর্ব্বত্র বিরাজ করি, তজ্জন্যই আমি জন্ম বিরহিত প্রাণশূন্য মনোবিহীন

১৩শ বর্ষ, আশ্বিনমাস, ১৩৮১] [চতুর্থসংখ্যা—বামপার্শ্বিকা যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

• •

যুগ্ম-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাপদকর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রকাশিকা :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(সরকার সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—

ডাঃ শ্রীবিভেন্দ্রনাথ দে, এম-বি,

ডি. ও. এম., এস্, ডি.পি.এইচ.,

ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৬৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলি

আর্যাশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থের মাসিক পত্র। প্রতিমাসে উহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে উহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক-'আর্যাশাস্ত্র', ৩৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্যাশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্যাশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮ মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্ট-ভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সাক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আর্যাশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা স্বীকৃত গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

আর্যাশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাক-যোগ ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৫। উল্লিখিত ৩ ও ৪ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্যাশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২৭·০০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৪০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৮·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৬০·০০

ঋষীণামতিগম্যস্ত মৎপ্রসাদাদ্ ভবিষ্যসি ।
শীলবান্ গুণসম্পন্নঃ সর্বজ্ঞঃ প্রিয়দর্শনঃ । ৩৫৭
অক্ষয়ং যৌবনং তেঽস্তু তেজশ্চৈবানলোপমম্ ।
ক্ষীরোদঃ সাগরশ্চৈব যত্র যত্রেচ্ছসি প্রিয়ম্ ॥ ৩৫৮
তত্র তে ভবিতা কামং সান্নিধ্যং পয়সো নিধেঃ ।
ক্ষীরোদক ভুঙ্‌ক্ষ্ব ত্বমমৃতেন সমন্বিতম্ ॥ ৩৫৯
বন্ধুভিঃ সহিতঃ কল্পং ততো মামুপযাস্যসি
অক্ষয়া বান্ধবাশ্চৈব কুলং গোত্রঞ্চ তে সদা । ৩৬০
ভবিষ্যন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠ ময়ি ভক্তিশ্চ শাশ্বতী
সান্নিধ্যং চাশ্রমে নিত্যং করিষ্যামি দ্বিজোত্তম । ৩৬১
তিষ্ঠ বৎস যথাকামং নোৎকণ্ঠাঞ্চ করিষ্যসি
স্মৃতস্ত্বয়া পুনর্বিপ্র করিষ্যামি চ দর্শনম্ । ৩৬২
এবমুক্ত্বা স ভগবান্ সূর্যকোটিসমপ্রভঃ ।
ঈশানঃ স বরান্ দত্ত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত । ৩৬৩
এবং দৃষ্টো ময়া কৃষ্ণ দেবদেবঃ সমাধিনা
তদবাপ্তঞ্চ যে সর্বং যত্তুক্তং তেন ধীমতা । ৩৬৪
প্রত্যক্ষশ্চৈব তে কৃষ্ণ পশ্য সিদ্ধান্ যথাস্থিতান্ ।
ঋষীন্ বিদ্যাধরান্ যক্ষান্ গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা । ৩৬৫
পশ্য বৃক্ষ-লতা-গুল্মান্ সর্বপুষ্পফলপ্রদান্ ।
সর্বর্তুকুসুমৈর্যুক্তান্ সুখপত্রান্ সুগন্ধিনঃ । ৩৬৬
সর্বমেতন্মহাবাহো দিব্যভাবসমন্বিতম্
প্রসাদাদ্ দেবদেবস্য ঈশ্বরস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৬৭

বাসুদেব উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য প্রত্যক্ষমিব দর্শনম্ ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা অব্রুবং তং মহামুনিম্ ॥ ৩৬৮
ধন্যস্ত্বমসি বিপ্রেন্দ্র কৃতকৃত্যোঽসি পুণ্যকৃৎ ।
যস্য দেবাদিদেবস্তে সান্নিধ্যং কুরুতেঽন্বহম্ ॥ ৩৬৯
অপি স্যাদস্মমাশ্যেবং দত্তাৎ স ভগবাঞ্ছিবঃ
দর্শনং মুনিশার্দূল প্রসাদং চাপি শঙ্করঃ । ৩৭০

আমার কৃপায় তুমি ভবিগণেরও দর্শনীয় এবং আরাধ্য হইবে। সর্ব্বদা গুণবান্, শীলবান্, সর্ব্বজ্ঞ ও প্রিয়দর্শন হইবে । ৩৫৭

তোমার অক্ষয় যৌবন ও অগ্নিতুল্য তেজ লাভ হউক। তোমার পক্ষে ক্ষীরসাগর সুলভ হইবে। তুমি যে যে স্থানে প্রিয় বস্তু কামনা করিবে, সেই সেই স্থানে তোমার সমস্ত কামনা পূর্ণ হইবে এবং তোমার ক্ষীরসাগরের সান্নিধ্য লাভ হইবে ।৩৫৮।

তুমি নিজ বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত এক কল্পকাল অমৃতময় সুধায় ভোজন প্রাপ্ত হইবে। তাহার পর তুমি আমাকেই লাভ করিবে। তোমার বন্ধু-বান্ধব, কুল ও গোত্রের সকলেই সদা অক্ষয় থাকিবে । ৩৫৯-৬০

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমার সর্ব্বদা আমার প্রতি অচলা ভক্তি থাকিবে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমার এই আশ্রমের নিকটে আমি সর্ব্বদা অনুগ্রহরূপে বাস করিব । ৩৬১

পুত্র! তুমি ইচ্ছানুসারে এখানে বাস কর। কখনও কোন বিষয়ের চিন্তা করিও না। বিপ্রবর! তুমি স্মরণ করিলে পর আমি পুনরায় তোমাকে দর্শনদান করিব । ৩৬২

এই কথা বলিয়া কোটি সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী ভগবান্ পূর্ব্বোক্ত বরদান করত সেখানেই অন্তর্হিত হইয়া গেলেন । ৩৬৩

শ্রীকৃষ্ণ! এইরূপে আমি সমাধির দ্বারা দেবাধিদেব ভগবান্ শঙ্করের প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ করিয়াছিলাম। সেই বুদ্ধিমান্ মহাদেব যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, সেই সমস্তই আমার লাভ হইয়াছে । ৩৬৪-৭০

হে কৃষ্ণ! এই সব আপনি প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করুন। এখানে সিদ্ধ, ঋষি, বিদ্যাধর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ সকলেই বিদ্যমান আছেন । ৩৬৫

দেখুন, এখানের বৃক্ষ, লতা ও গুল্মসকল সকলপ্রকার পুষ্প এবং ফলসমূহ প্রদান করে। ইহারা সকল ঋতুতেই পুষ্পসমূহে যুক্ত, সুখদায়ক পল্লবসকলে সম্পন্ন এবং সুগন্ধে পরিপূর্ণ । ৩৬৬

মহাবাহো! দেবতাগণেরও দেবতা এবং সকলের ঈশ্বর মহাত্মা শিবের প্রসাদে এখানের সব কিছুই দিব্যভাবসম্পন্ন দেখিয়া লওয়া যাইতেছে । ৩৬৭

ভগবান্ বাসুদেব বলিলেন,—রাজন্! তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া যেন আমার ভগবান্ শিবের প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ হইয়া গেল। আমি তখন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সেই মহামুনি উপমন্যুকে জিজ্ঞাসা করিলাম । ৩৬৮

বিপ্রবর! আপনি ধন্য আপনা হইতে অধিক পুণ্যাত্মা পুরুষ আর কে আছে? কারণ, আপনার এই আশ্রমে সাক্ষাৎ দেবাধিদেব মহাদেব নিবাস করেন । ৩৬৯

মুনিশ্রেষ্ঠ! কল্যাণকারী ভগবান্ শিব কি আমাকেও এইরূপে প্রত্যক্ষ দর্শনদান করিবেন? আমার প্রতি কি তিনি কৃপা করিবেন? ৩৭০

উপমন্যুরুবাচ

ত্র্যক্ষং সে পুণ্ডরীকাক্ষ মহাদেবং ন সংশয়ঃ
অচিরেণৈব কালেন যথা দৃষ্টো ময়ানঘ । ৩৭১
চক্ষুষা চৈব দিব্যেন পশ্যসীমিতবিক্রমম্ ।
ষষ্ঠে মাসি মহাদেবং ত্র্যক্ষং পুরুষোত্তম । ৩৭২
ষোড়শাষ্টৌ বরংস্তাপি প্রাপ্স্যসি ত্বং মহেশ্বরাৎ ।
সপত্নীকাদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে । ৩৭৩
অতীতানাগতজ্ঞ চৈব বর্তমানজ্ঞ নিষ্প্রভঃ
বিদিতং মে মহাবাহো প্রসাদাৎ তস্য ধীমতঃ । ৩৭৪
এতান্ সহস্রশশ্চান্যান্ সমতুল্যাতিমানুষ হরঃ
কস্মাৎ প্রসাদং ভগবান ন কুর্য্যাৎ তব মাধব ।৩৭৫
তাদৃশেন হি দেবানাং প্রার্থনীয়ঃ সমাগমঃ
ব্রহ্মণ্যেনানৃশংসেন শ্রদ্দধানেন চাপ্যুত । ৩৭৬
কৃপাং ত্বং তে প্রদাস্যামি যেন ত্র্যক্ষমি শঙ্করম্

উপমন্যু বলিলেন,—নিষ্পাপ কমললোচন! যেরূপ আমি ভগবান্ শিবের প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ করিয়াছি, সেইরূপ আপনিও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মহাদেবের দর্শনলাভ করিবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৩৭১

পুরুষোত্তম! আমি দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখিতে পাইতেছি যে, আপনি আজ হইতে ছয় মাসের মধ্যেই অমিতপরাক্রমশালী মহাদেবের দর্শনলাভ করিবেন। ৩৭২

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পত্নী দুর্গাদেবীসহ মহেশ্বরের নিকট হইতে আপনি ষোল ও আটটি বর প্রাপ্ত হইবেন এই সত্য কথা আমি আপনাকে বলিলাম। ৩৭৩

মহাবাহো! বুদ্ধিমান্ মহাদেবের কৃপাপ্রসাদে আমার সর্বদাই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালের জ্ঞানলাভ হইয়াছে। ৩৭৪

মাধব! ভগবান্ হর এস্থানে অবস্থিত এই সহস্র সহস্র মুনিগণকে কৃপাপূর্ণ হৃদয়ে অনুগৃহীত করিয়াছেন। সুতরাং আপনার প্রতি তিনি কৃপা কি হেতু না করিবেন? ৩৭৫

আপনার ন্যায় ব্রাহ্মণভক্ত, কোমলস্বভাব ও শ্রদ্ধালু পুরুষের সমাগম দেবতাগণেরও প্রার্থনীয়। আমি আপনাকে অপরোক্ষ ব্রহ্ম প্রদান করিব; যাহার দ্বারা আপনি ভগবান্ শঙ্করের দর্শন লাভ করিবেন। ৩৭৬½

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম—ব্রহ্মন্!

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

অক্রুধং ভগবন্তং ব্রহ্মাক্ষংপ্রসাদান্মহামুনে । ৩৭৭
ত্র্যক্ষো বিভিত্সমানাং দর্শনং ত্রিদশেশ্বরম্
এবং বরমতস্তস্য মহাদেবাদ্লিপ্সাং কথাম্ । ৩৭৮
দিনার্দ্ধেন ততো ভূয় মুহূর্তমিব ভারত ।
দিনেঽষ্টমে তু বিপ্রেণ দীক্ষিতোঽহং যথাবিধি । ৩৭৯
দণ্ডী মুণ্ডী কুশী চীরী কৃতাক্ষো মেখলীকৃতঃ ।
মাসমেকং ফলাহারো দ্বিতীয়ং সলিলাশনঃ । ৩৮০
তৃতীয়ঞ্চ চতুর্থঞ্চ পঞ্চমং চানিলাশনঃ
একপাদেন তিষ্ঠংশ্চ ঊর্ধ্ববাহুরতন্দ্রিতঃ । ৩৮১
তেজঃ সূর্যসহস্রস্য অপশ্যং দিবি ভারত
তস্য মধ্যগতং চাপি তেজসঃ পাণ্ডুনন্দন । ৩৮২
ইন্দ্রায়ুধনিভাকারং বিদ্যুন্মালাগণাকুলম্ ।
নীলশৈলচয়প্রখ্যং বলাকাভূষিতাম্বরম্ । ৩৮৩

মহামুনে! আমি আপনার কৃপাপ্রসাদে দৈত্যদলদলনকারী দেবেশ্বর মহাদেবের দর্শনলাভ অবশ্যই করিব। ৩৭৭½

হে ভারত! এইভাবে মহাদেবের মহিমা সম্বন্ধযুক্ত কথা বলিতে বলিতে সেই মুনীশ্বরের আটদিন এক মুহূর্তের ন্যায় অতিবাহিত হইল। অষ্টম দিনে বিপ্রবর উপমন্যু বিধি অনুসারে আমাকে দীক্ষা দান করিলেন। ৩৭৮-৩৭৯

তিনি আমার মস্তক মুণ্ডন করাইলেন, আমার দেহে ভস্ম মাখাইলেন এবং আমাকে দণ্ড, কুশ, চীর ও মেখলা ধারণ করাইলেন। আমি এক মাস পর্যন্ত ফলাহার করিয়া থাকিলাম এবং দ্বিতীয় মাসে কেবল জল ভক্ষণ করিয়া রহিলাম। ৩৮০

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মাসে আমি দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিয়া একপদে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তখন সর্বতোভাবে আলস্যকে পরিত্যাগ করিয়া আমি কেবল বায়ুভোজী হইলাম। ৩৮১

ভারত! পাণ্ডুনন্দন! ষষ্ঠ মাসে আমি আকাশের মধ্যে যেন সহস্র সূর্যের তেজ দর্শন করিলাম। সেই তেজের মধ্যে একদিকে তেজোমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হইল, যাহার সর্বাঙ্গ ইন্দ্রধনুতে পরিবেষ্টিত ছিল। বিদ্যুন্মালা উহাতে জ্বালার ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। সেই তেজ নীল পর্বতমালার ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। এই দুই প্রকার তেজের মধ্য সে স্থানের আকাশ বকপঙ্‌ক্তিতে সুশোভিত বলিয়া মনে হইতেছিল। ৩৮২-৩৮৩

তত্র স্থিতশ্চ ভগবান্ দেব্যা সহ মহাদ্যুতিঃ।
তপসা তেজসা কান্ত্যা দীপ্ত্যা সহ ভার্য্যয়া ॥৩৮৩
বিরাজ ভগবাংস্তত্র দেব্যা সহ মহেশ্বরঃ।
সোমেন সহিতঃ সূর্য্যো যথা মেঘস্থিতস্তথা ॥৩৮৪
সাশ্চর্য্যরোমা কৌন্তেয় বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ
অপশ্যং দেবসঙ্ঘানাং গতিমাত্তিহরং হরম্ ॥ ৩৮৫
কিরীটিনং গদিনং শূলপাণিং
ব্যাঘ্রাজিনং জটিলং দণ্ডপাণিম্।
পিনাকিনং খড়্গিণং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং
শুভাঙ্গদং ব্যালযজ্ঞোপবীতম্ ॥৩৮৬
দিব্যাং মালামুরসানেকবর্ণাং
সমুদ্বহন্তং গুল্ফদেশাবলম্বাম্
চন্দ্রং যথা পরিবিষ্টং সসন্ধ্যং
বর্ষাভ্রান্তে তত্তমপশ্যমেনম্ ॥ ৩৮৮

সেই নীল তেজের মধ্যে মহাতেজস্বী ভগবান্ শিব তপ, তেজ, কান্তি ও নিজের তেজস্বিনী পত্নী উমাদেবীর সহিত বিরাজমান ছিলেন। ৩৮৩

সেই নীল তেজের মধ্যে পার্ব্বতীদেবীর সহিত অবস্থিত ভগবান্ মহেশ্বর এরূপ শোভা পাইতেছিলেন, যেন চন্দ্রের সহিত সূর্য্য ভাদ্রবর্ণ মেঘের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। ৩৮৪

কুন্তীনন্দন! যিনি সমস্ত দেবগণের গতি ও সকলের পীড়া হরণকারী, সেই ভগবান্ হরকে যখন আমি দর্শন করিলাম, তখন তোমার জোরাক হইতে লাগিল এবং আমার নয়নদ্বয় বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ॥ ৩৮৫

ভগবান্ শিবের মস্তকে মুকুট ছিল। তাঁহার হস্তে গদা, ত্রিশূল ও দণ্ড শোভা পাইতেছিল। মস্তকে জটা ছিল। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম ধারণ করিয়াছিলেন। পিনাক ও খড়্গও তাঁহার ছিল। তাঁহার দন্তগুলি তীক্ষ্ণ ছিল এবং তিনি সুন্দর অঙ্গদধারী ছিলেন ও সর্পময় যজ্ঞোপবীতও তিনি ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮৭

তিনি নিজের বক্ষঃস্থলে বহু বর্ণের দিব্য মালা ধারণ করিয়াছিলেন, উহা গুল্ফদেশ (পায়ের গোড়ালী) পর্য্যন্ত লম্বিত ছিল। যেরূপ শরৎ ঋতুতে সন্ধ্যাকালীন লালিমাযুক্ত ও পরিমণ্ডলবেষ্টিত চন্দ্রকে দেখা যায়, সেইরূপ আমিও মালাপরিবেষ্টিত সেই ভগবান্ মহাদেবকে দর্শন করিলাম। ৩৮৮

প্রমথানাং শতৈশ্চৈব সমন্তাৎ পরিবারিতম্
শরদীব সুদুষ্প্রেক্ষ্যং পরিবিষ্টং দিবাকরম্ ॥ ৩৮৯
একাদশশতান্যেবং রুদ্রাণাং ঘৃণিবাহনম্।
অন্তরং নিয়তাত্মানো কর্ম্মভিঃ শুভকর্ম্মিণম্ ॥ ৩৯০
আদিত্যা বসবঃ সাধ্যা বিশ্বেদেবাস্তথাশ্বিনৌ
বিদ্যাভিঃ স্তুতিভির্দেবং বিশ্বদেবং সমস্তবন্ ॥ ৩৯১
শক্রক্রতুশ্চ ভগবান্ বিষ্ণুশ্চাদিতিনন্দনৌ।
ব্রহ্মা রথন্তরং সাম ঈয়রন্তি স্তবান্তিকে ॥৩৯২
যোগীশ্বরাঃ সুব্রহ্মণ্যো যোগাংশ্চ পিতরং গুরুম্
ব্রহ্মর্ষয়শ্চ সুমনস্তাস্তথা দেবর্ষয়শ্চ যে ॥ ৩৯৩
(মহাভূতানি ছন্দাংসি প্রজানাং পতয়ো যথাঃ।
সরিতঃ সাগরা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাস্তথা ॥
বিদ্যাধরাশ্চ শীতেন বাদ্যেনাদ্যাদিনার্চ্চয়ন্
তেজশ্বিনাং যথাগস্তং তেজোরাশিং জগৎপতিম্ ॥)

প্রমথগণের দ্বারা সর্ব্বদিকে পরিবৃত মহাতেজস্বী মহাদেব পরিবিষ্ট অস্তকালের সূর্য্যের ন্যায় অতিশয় কষ্টে সহকারে দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন। ৩৮৯

এইভাবে মনকে বশীকৃতকারী ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলের দ্বারা শুভ কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানকারী মহাদেব একাদশ রুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। এইরূপে বিরাজমান মহাদেবকে আমি স্তুতি করিতে লাগিলাম ॥ ৩৯০

দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, সাধ্যগণ, বিশ্বেদেব ও অশ্বিনীকুমার-দ্বয়—ইঁহারাও নানাবিধ স্তুতিসমূহের দ্বারা সকলের দেবতা মহাদেবকে স্তুতি করিতেছিলেন ॥ ৩৯১

ইন্দ্র ও যাজ্ঞসেনধারী ভগবান্ বিষ্ণু—এই দুই অদিতিপুত্র এবং ব্রহ্মা ভগবান্ শিবের নিকট সামগান করিতেছিলেন। ৩৯২

বহু যোগীশ্বরগণ, পুত্রদের সহিত ব্রহ্মর্ষিগণ ও দেবর্ষিগণও যোগসিদ্ধিপ্রদানকারী, পিতা (পরিপালক) ও গুরু (তত্ত্বপ্রদর্শনকারী) মহাদেবের স্তুতি করিতে ছিলেন। ৩৯৩

(মহাভূত, ছন্দ, প্রজাপতি, যজ্ঞ, নদী, সমুদ্র, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও বিদ্যাধর—ইঁহারা সকলেই গীত, বাদ্য এবং নৃত্য প্রভৃতির দ্বারা তেজস্বিগণের মধ্যভাগে বিরাজমান তেজোরাশি জগদীশ্বর শিবের পূজা-অর্চ্চনা করিতেছিলেন।)

রাজন্! পৃথ্বী, অন্তরিক্ষ, নক্ষত্র, গ্রহ, মাস, পক্ষ, ঋতু, রাত্রি, সংবৎসর, কল্প, মুহূর্ত্ত, নিমেষ, সূর্য্যচন্দ্র এবং দিবা বিদ্যাসকল—

পৃথিবী চান্তরিক্ষঞ্চ নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা
সাদার্দ্ধমাসা ঋতবো রাত্রিঃ সংবৎসরাঃ ক্ষপাঃ ॥ ৩৯৪
মুহূর্ত্তাশ্চ নিমেষাশ্চ তথৈব যুগপর্য্যয়াঃ
দিব্যা রাজন্ নমস্যন্তি বিদ্যাঃ সত্ত্ববিদস্তথা ॥ ৩৯৫
সনৎকুমারো দেবাশ্চ ইতিহাসাস্তথৈব চ ।
মরীচিরঙ্গিরা অত্রিঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ॥ ৩৯৬
মনবঃ সপ্ত সোমশ্চ অর্য্যমা সবৃহস্পতিঃ
ভৃগুর্দক্ষঃ কশ্যপশ্চ বশিষ্ঠঃ ত্বাষ্ট্র এব চ ॥ ৩৯৭
ব্রহ্মাণি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ দক্ষিণাঃ পাবকো হবিঃ
যজ্ঞোপযানি দ্রব্যাণি মূর্ত্তিমন্তি যুধিষ্ঠির ॥৩৯৮
প্রজানাং পালকাঃ সর্বে সবিতঃ পয়সা নদাঃ
দেবানাং মাতরঃ সর্বা দেবপত্ন্যঃ সরস্বতাঃ ॥৩৯৯
সহস্রাণি মুনীনাঞ্চ অদৃশ্যাস্তর্দ্ধানি চ
নমস্যন্তি প্রভুং শান্তং পর্বতাঃ সাগরা দিশঃ ॥ ৪০০
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব গীতবাদিত্রকোবিদাঃ ।
দিব্যতালেষু গায়ন্তঃ স্তবন্তি তমনুত্তমম্ ॥ ৪০১
বিদ্যাধরা দানবাশ্চ গুহ্যকা রাক্ষসাস্তথা
সর্বাণি চৈব ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥
নমস্যন্তি মহারাজ বাঙ্মনঃকর্ম্মভির্বিভুম্ ॥ ৪০২
পুরস্তাদ্ বিহিতঃ সর্বো মামাসীৎ ত্রিদশেশ্বরঃ ।
পুরস্তাদ্ বিহিতং দৃষ্ট্বা মমেশানশ্চ ভারত ॥ ৪০৩
সম্প্রজাপতিশক্রাস্তু জগন্মামভ্যুপৈরত ।
ঈক্ষিতুঞ্চ মহাদেবং নৈনং শক্তিরভূৎ তদা ॥ ৪০৪
ততো মামব্রবীদ্ দেবঃ পশ্য কৃষ্ণ বদস্ব চ ।
ইত্যুক্তা দ্বারাবিতস্তাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৪০৫
ত্বৎসমো নাস্তি মে কশ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বৈ প্রিয়ঃ ।
শিবয়া বর্দ্ধিতে দেবে দেবী প্রীতা হ্যমা তদা ।
ততোঽহমব্রুবং স্থাণুং স্তুত্বা ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈঃ ॥ ৪০৬

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

নমোঽস্তু তে শাশ্বত সর্ব্বযোনে
ব্রহ্মার্ষিপূর্বা মনুজর্ষভা বদন্তি
তপশ্চ সত্ত্বঞ্চ রজস্তমশ্চ
ত্বামেব সন্তাঞ্চ বদন্তি সন্তঃ ॥ ৪০৭
ত্বং বৈ ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ বরুণোঽগ্নির্মরুদ্ভবঃ
ধাতা ত্বষ্টা বিধাতা চ ত্বং প্রভুঃ সর্বতোমুখঃ ॥ ৪০৮

এই সব মূর্ত্তিমান্ হইয়া শিবকে নমস্কার করিতেছিল অন্যান্য সকল পুরুষগণও ভগবান্ শিবকে নমস্কার করিতেছিলেন ॥ ৩৯৪-৩৯৫

মুধিষ্ঠির সনৎকুমার, দেবগণ, ইতিহাস, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, সপ্ত মরু, সোম, অর্যমা, বৃহস্পতি, ভৃগু, দক্ষ, কশ্যপ, দধীচি, কাশ্য, ভৃগু, দীক্ষা, যজ্ঞ, দক্ষিণা, অগ্নি, হবিস্, যজ্ঞোপযোগী মূর্ত্তিমান্ দ্রব্য সমূহ, সমস্ত প্রজাপালকগণ, নদী, নদ, নাগ, সমস্ত দেবমাতৃগণ, দেবপত্নীগণ দেবকন্যাগণ, সহস্র, লক্ষ ও অর্ব্বুদ সংখ্যক মহর্ষিগণ, পর্ব্বত, সমুদ্র ও দিক্‌সমূহ—ইঁহারা সকলেই শান্তস্বরূপ ভগবান্ শিবকে নমস্কার করিতেছিলেন ॥ ৩৯৬-৪০০

গীত ও বাদ্যবাদনে নিপুণ অপ্সরাগণ ও গন্ধর্বগণ দিব্যতানে গান করিতে করিতে বহুত শক্তিশালী ভগবান্ শিবের স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪০১

মহারাজ! বিদ্যাধর, দানব, গুহ্যক, রাক্ষস ও সমস্ত চরাচর প্রাণিগণ মন, বাক্য এবং ক্রিয়ার দ্বারা ভগবান্ শিবকে নমস্কার করিতেছিলেন ॥ ৪০২

দেবেশ্বর শিব আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। ভারত! আমার সম্মুখে মহাদেবকে দণ্ডায়মান দেখিয়া প্রজাপতিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্র পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ জগৎ আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ছিল। কিন্তু সেই সময় মহাদেবকে দর্শন করিবার সামর্থ্য আমার ছিল না ॥ ৪০৩-৪০৪

তখন ভগবান্ শিব আমাকে বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে দর্শন কর এবং আমার সহিত বার্ত্তালাপ কর। তুমি পূর্ব্বেও আমার শত শত ও সহস্র সহস্র বার স্তবনা করিয়াছ ॥ ৪ ॥

ত্রিভুবনের মধ্যে তোমার সমান আমার আর কেহই প্রিয় নাই। যখন আমি মস্তক নত করিয়া মহাদেবকে প্রণাম করিলাম, তখন দেবী উমা অতিশয় প্রসন্না হইলেন। সেই সময় আমি ব্রহ্মাদি দেবগণের দ্বারা সংস্তুত ভগবান্ শিবকে এই কথা বলিলাম ॥ ৪০৬

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—সকলের কারণভূত সনাতন পরমেশ্বর! আপনাকে নমস্কার ঋষিগণ আপনাকে ব্রহ্মার অধিপতি বলিয়া বর্ণনা করেন। সৎপুরুষগণ আপনাকেই তপ, সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ ও সত্তাস্বরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ৪০৭

আপনি ব্রহ্মা, রুদ্র, বরুণ, অগ্নি, মরুৎ, শিব, ধাতা, বিধাতা ও ত্বষ্টা। আপনিই সর্ব্বদিকে মুখ বিশিষ্ট পরমেশ্বর ॥ ৪০৮

ত্বত্তো জাতানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ
ত্বয়া সৃষ্টমিদং কৃৎস্নং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৪০৯
বাঙ্মনীন্দ্রিয়াণীহ মনশ্চ কৃৎস্নং
যে বায়বঃ সপ্ত তথৈব চাগ্নয়ঃ
যে দেবসাধ্যাস্তব দেবতাস্তু
তস্মাৎ পরং ত্বামৃষয়ো বদন্তি ॥ ৪১০
যেদাস্তু যজ্ঞাঃ সোমশ্চ দক্ষিণা পাবকো হবিঃ।
যজ্ঞোপগন্ধ যৎ কিঞ্চিদ্ ভাবাভাবসমাশ্রয়ম্ ॥ ৪১১
ইষ্টং দত্তমথোদ্গীতঞ্চ ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে।
হ্রীঃ কীর্তিঃ শ্রীর্দ্যুতিস্তুষ্টিঃ সিদ্ধিস্তৈব তদর্পণী ॥ ৪১২
কামঃ ক্রোধো ভয়ং লোভো মদঃ স্তম্ভোঽথ মৎসরঃ।
আবয়ো ব্যাবয়শ্চৈব ভগবংস্তনয়স্তব ॥ ৪১৩
কীর্তিবিকারঃ প্রণয়ঃ প্রধানং বীজমব্যয়ম্
মনসঃ পরমা যোনিঃ প্রভাবশ্চাপি শাশ্বতঃ ॥ ৪১৪
অব্যক্তঃ পবনোঽচিন্ত্যঃ সংপ্রাপ্তোঽথিলগ্রহঃ।
আদির্গণানাং সর্বেষাং ভবান্ বৈ ভাবিতাত্মনঃ ॥ ৪১৫
মহানাত্মা মতির্ব্রহ্মা বিশ্বঃ শম্ভুঃ স্বয়ম্ভুবঃ।
বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞোপলব্ধিশ্চ সংবিৎ খ্যাতির্ধৃতিঃ স্মৃতি ॥ ৪১৬
পর্য্যায়বাচকৈঃ শব্দৈর্যমাহুস্ত্বাং বিপশ্চিতঃ
ত্বাং বুদ্ধ্যা ব্রাহ্মণো যোগাৎ প্রবোহং বিনিশ্চিতি ॥ ৪১৭
হৃদয়ং সর্বভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞস্ত্বমুষিস্তুতঃ
সর্বতঃ পাণিপাদস্ত্বং সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ ॥ ৪১৮
সর্বতঃ শ্রুতিমাঁল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠসি
কলাঃ কাষ্ঠাদি ভিন্নাংশ্চোন্মিষাদীন্ কর্মসু ॥ ৪১৯
ত্বং বৈ প্রভাচিঃ পুরুষঃ সর্বদা হৃদি সংশ্রিতঃ
অণিমা মহিমা প্রাপ্তিরীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥ ৪২০
ত্বয়ি বুদ্ধির্মতির্লোকাঃ প্রণয়াঃ সংশ্রিতাস্তু যে।
ধ্যায়িনো নিত্যযোগাস্তু সত্যসন্ধা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৪২১

সমস্ত চরাচর প্রাণীরা আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিগণসহ এই সম্পূর্ণ ত্রিলোক সৃষ্টি করিয়াছেন। ৪০৯

এ-সংসারে যত ইন্দ্রিয় আছে, সম্পূর্ণ মন, এই সমস্ত বায়ু এবং এই সপ্ত অগ্নি, যাহারা দেবগণের অন্তরবাসী যজনযোগ্য দেবতা, এই সকলেরই পরে আপনার স্থিতি। ঋষিগণ আপনার বিষয়ে এই কথাই বলিয়াছেন। ৪১০

বেদ, যজ্ঞ, সোম, দক্ষিণা, অগ্নি, হবিস্, এবং যাহা কিছু যজ্ঞসংযোগী সামগ্রী আছে, সে সবই সমস্তরূপ আপনিই—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৪১১

যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন, ব্রত, নিয়ম, লজ্জা, কীর্তি, শ্রী, দ্যুতি, তুষ্টি এবং সিদ্ধি—এ সবই আপনার স্বরূপপ্রাপ্তিকারক। ৪১২

ভগবন্! কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ মদ, গুরুতা, মাৎসর্য আধি ও ব্যাধি— এ সবই আপনার শরীর। ৪১৩

ক্রিয়া, বিকার, প্রণয়, প্রধান, অবিনাশী, বীজ, মনের পরম কারণ ও সনাতন প্রভাব— এ সমস্তই আপনারই স্বরূপ। ৪১৪

অব্যক্ত, পবন, অচিন্ত্য, হিরণ্ময় সূর্যস্বরূপ আপনিই সমস্ত

---

* গার্হপত্য, দক্ষিণ, আহবনীয়, সভ্য ও আবসথ্য—এই পঞ্চ হইলেন বৈদিক অগ্নি আর্ত হইলেন যজ্ঞ ও লৌকিক হইলেন সপ্তম অগ্নি।

প্রাণিসমূহের আদি কারণ ও জীবনের আশ্রয়। ৪১৫

মহান্ আত্মা, মতি, ব্রহ্মা, বিশ্ব, শম্ভু, স্বয়ম্ভু, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা উপলব্ধি, সংবিৎ, খ্যাতি, ধৃতি ও স্মৃতি এই চতুর্দশ পর্য্যায়বাচী শব্দের দ্বারা পণ্ডিতগণ আপনাকেই স্তুতিগান করেন। যেন হইতে আপনার জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ যোগবলে সর্বতোভাবে লাভ করিয়া থাকেন। ৪১৬-৪১৭

ঋষিগণের দ্বারা প্রশংসিত আপনিই সমস্ত ভূতগণের হৃদয়ে অবস্থিত ক্ষেত্রজ্ঞ। আপনার সর্বদিকেই হস্ত ও পদ বিদ্যমান আপনার সর্বদিকে নেত্র, মস্তক ও মুখ বিরাজমান আছেন। ৪১৮

আপনার সর্বদিকে কর্ণ এবং জগতে আপনিই সকলকে প্রাপ্ত করিয়া অবস্থিত আছেন। জীবের চক্ষু মুদ্রিত করা ও উন্মিলিত করা প্রভৃতি যত কর্ম আছে, সে সবের মূল আপনিই। ৪১৯

অবিনাশী পরমেশ্বর আপনিই সূর্যের প্রভা ও অগ্নির শিখা আপনিই সকলের হৃদয়ে আত্মারূপে অবস্থান করেন। অণিমা, মহিমা ও প্রাপ্তি প্রভৃতি সিদ্ধিসকল এবং জ্যোতিঃ আপনিই। ৪২০

আপনার মধ্যে বোধ ও মননের শক্তি বিদ্যমান আছে। যাহারা আপনাকে শরণাপন্ন হইয়া আপনারই আশ্রয়ে থাকেন, তাঁহারাই ধ্যানপরায়ণ, নিত্য যোগযুক্ত, সত্যসঙ্কল্প এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন। ৪২১

যস্যাঃ ধ্রুবং বেদয়তে গুহাশয়ং
প্রভুং পুরাণং পুরুষঞ্চ বিগ্রহম্
হিরণ্ময়ং বুদ্ধিমতাং পরাং গতিং
স বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিমতীত্য তিষ্ঠতি ॥ ৪১১
বিদিত্বা সপ্ত পুরাণি ষড়ঙ্গং ত্রাহ্ম মুত্তিতঃ
প্রধানবিধিযোগজ্ঞস্তত্ত্বেন বিন্দতে বুধঃ ॥ ৪১৩
এবমুক্তে তদা পার্থ তত্রে চার্তিবিনাশনে
চরাচরং জগৎ সর্বং সিংহনাদং তদাকরোৎ ॥ ৪১৪
তা বিপ্রসস্ত্রাস্ত সুরাসুরাস্ত
নাগাঃ পিশাচাঃ পিতরো যক্ষাদি
রক্ষোগণা ভূতগণাস্ত সর্বে
মহর্ষয়শ্চৈব তদা প্রণেমুঃ ॥ ৪১৫

যে ব্যক্তি আপনাকে স্বীয় হৃৎপদ্মস্থ বিশুদ্ধ আত্মা, প্রভু, পুরাণ পুরুষ, মূর্তিমান্ পরব্রহ্ম, হিরণ্ময় পুরুষ ও বুদ্ধিমান্‌গণের পরম গতি বলিয়া নিশ্চিত ভাবে জানেন, সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি লৌকিক বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া পরব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যান। ৪১০

বিদ্বান্ পুরুষ ঋগ্বেদ, অথর্ব ও সামবেদ—এই সপ্ত পুস্তক জানিয়া আপনার নিকট হইতে সর্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাবিলবোধ, স্বতন্ত্রতা, নিত্য অমৃত শক্তি ও অনন্ত শক্তি—এই ষড়ৈশ্বর্যের ষড়ঙ্গভূত ছয় অঙ্গের জ্ঞান লাভ করত প্রধান বিধি যোগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনারই মধ্যে প্রবেশ করেন। ৪১৩

ভূতভাবন! যখন আমি সকলের পীড়ানাশক মহাদেবের এইভাবে স্তুতি করিলাম, তখন এই চরাচর সম্পূর্ণ জগৎ হর্ষে সিংহনাদ করিয়া উঠিল। ৪১৪

ব্রাহ্মণসমূহ, দেবতা, অসুর, নাগ, পিশাচ ও পিতৃগণ, যক্ষ, রাক্ষসগণ এবং ভূতগণ ও সকল ঋষিগণ সেই সময় ভগবান্ শিবকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ৪১৫

আমার মস্তকে তখন রাশি রাশি সুগন্ধযুক্ত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং অত্যন্ত সুখদায়ক বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিল। ৪১৬

শত্রুর বিনাশকারী ভগবান্ শঙ্কর উমাদেবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাহার পর ইন্দ্রের দিকে তাকাইয়া আমাকে বলিলেন। ৪১৭

শত্রুহন্তা শ্রীকৃষ্ণ! আমার প্রতি তোমার যে পরা ভক্তি আছে, তাহা সকলেই জানে। এখন তুমি নিজের কল্যাণ কর; কারণ, তোমার উপর আমার বিশেষ প্রেম আছে। ৪১৮

সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! বৃষ্ণিকুলসিংহ শ্রীকৃষ্ণ! আমি তোমাকে আটটি বরদান করিব। তুমি যে সব দুর্লভ বর লাভ করিতে ইচ্ছুক, সেই সব আমাকে বল। ৪১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি মেঘবাহনপর্বাধ্যানে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

ইতিশ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে মেঘবাহনপর্বের আখ্যান-বিষয়ক চতুর্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[শিব-পার্ব্বতীভ্যাং শ্রীকৃষ্ণায় বরদানম্, উপমন্যুনা মহাদেবমহিম্নঃ বর্ণনঞ্চ।]

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

মূর্দ্ধ্না নিপত্য নিতরাং ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরে স্থিতঃ।
পরমং হর্ষমাগত্য ভগবন্তমথাব্রবীৎ ॥ ১

ধর্ম্মে দৃঢ়ত্বং যুধি শত্রুঘাতং
যশস্তথাগ্র্যং পরমং বলঞ্চ
যোগপ্রিয়ত্বং তব সন্নিকর্ষং
বৃণে সুতানাঞ্চ শতং শতানি ॥ ২

এবমস্ত্বিতি তস্যোক্তঃ স বরোক্তঃ প্রাহ শঙ্করঃ
ভক্তো মাং জগতো মাতা পার্ব্বতী সর্ব্বপাবনী ॥ ৩

উমায়োনা প্রণিহিতা শর্ব্বাণী তপসা নিধিঃ
সত্যো ভগবতঃ পুত্রঃ শাম্বো নাম ভবানঘ ॥ ৪

মত্তোঽপ্যষ্টৌ বরানিষ্টান্ গৃহাণ ত্বং দদামি তে
প্রণম্য শিরসা সা চ মহোক্তা পাণ্ডুনন্দন ॥ ৫

পঞ্চদশ অধ্যায়

[শিব ও পার্ব্বতী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে বরদান এবং উপমন্যুর দ্বারা মহাদেবের মহিমা বর্ণন]

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ভারত! তখনকার মতো মস্তক অবনত করিয়া জ্যোতির্ম্মণ্ডলে অবস্থিত মহাদেবকে প্রণাম করত অত্যন্ত হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া আমি সেই ভগবান্ শিবকে বলিলাম। ১

ধর্ম্মে দৃঢ়তা সহকারে অবস্থান, যুদ্ধে শত্রুগণকে সংহার করার ক্ষমতা, শ্রেষ্ঠ যশ, উত্তম বল, যোগবল, সকলের প্রিয় হওয়া, আপনার সান্নিধ্যলাভ এবং শত শতাব্দী পুত্র—এই আট বর আমি প্রার্থনা করিতেছি। ২

আমি এই কথা বলিলে পর ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন—'এবমস্তু'—এরূপই হউক। তখন সকলের ধারণ-পোষণ-কারিণী সর্ব্বপাবনী জগৎপূজ্যা ভগবতী (জগজ্জননী) উমাদেবী একাগ্রচিত্ত হইয়া বলিলেন নিষ্পাপ ভাগিনেয়! ভগবান্ তোমাকে শাম্বনামক পুত্র প্রদান করিয়াছেন। ৩-৪

এখন আমার নিকট হইতেও অভীষ্ট আটটি বর প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে সেই বর প্রদান করিব। পাণ্ডুনন্দন! তখন আমি জগদম্বার চরণে প্রণাম করত তাঁহাকে বলিলাম। ৫

ব্রাহ্মণগণের প্রতি আমার যেন কখনও ক্রোধ না হয়, আমার পিতা আমার উপর প্রসন্ন থাকুন, আমার শত পুত্র লাভ হউক; উত্তম ভোগ সর্ব্বদা প্রাপ্তি হউক, আমার কৃষ্ণে প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকুক, আমার ভ্রাতাও সদা প্রসন্ন থাকুন, আমার শান্তিলাভ হউক এবং প্রত্যেক জন্মে আমার বিপুলতা লাভ হউক—এই আট বর আমি প্রার্থনা করিলাম। ৬

উমাদেবী বলিলেন, অমিতপ্রভা প্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণ! এরূপই হইবে আমি কখনও মিথ্যা বলি না। তোমার ষোলহাজার পত্নীলাভ হইবে। তাহাদের সকলের তোমার প্রতি প্রেম থাকিবে। তোমার অক্ষয় ধনরাশি লাভ হইবে বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট হইতে তোমার উত্তম প্রীতি লাভ হইবে। আমি তোমার এই শরীরের সদা কমনীয় থাকিবার বরদান করিলাম এবং তোমার গৃহে প্রতিদিন লাভ হাজার অতিথি ভোজন করিবে। ৭-৮

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত আটটি বর (৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। 'এবং ভবিষ্যতি' এই কথা বলিয়া উমাদেবী প্রদান করিবার পর তিনি স্বয়ং অবহিত হইয়া আরও আটটি বর দিলেন, 'অবতোষণ' এই সম্বোধনের দ্বারা ষোলহাজার প্রভাবশালিনী হইল প্রথম বর। 'আমি কখনও মিথ্যা বলিব না' এই বাক্যের দ্বারা তুমি কখনও মিথ্যা বলিবে না—ইহা দ্বিতীয় বর, ষোল হাজার পত্নীলাভ তৃতীয় বর। তাহাদের প্রিয় হওয়া চতুর্থ বর, অক্ষয় ধনপ্রাপ্তি পঞ্চম বর, বান্ধবপ্রীতি ষষ্ঠ বর, শরীরের কমনীয়তা সপ্তম বর, এবং লাভ হাজার অতিথিকে প্রতিদিন ভোজন করা হইল আট বর। ইহাতে পূর্ব্বাধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে বর্ণিত যে ষোড়শ বর ও আট বরের কথা বলা হইয়াছে। এইভাবে তাহার সঙ্গতি হইবে।

বাসুদেব উবাচ।

এবং দত্ত্বা বরান্ দেবো মম দেবী চ ভারত
অন্তর্হিতঃ ক্ষণে তস্মিন্ সগণো ভীমপূর্বজ। ৯
এতদত্যদ্ভুতং পূর্বং ব্রাহ্মণায়াতিতেজসে।
উপমন্যবে ময়া কৃৎস্নং ব্যাখ্যাতং পার্থিবোত্তম।
নমস্কৃত্বা তু স প্রাহ দেবদেবায় শূলিনে ॥ ১০

উপমন্যুরুবাচ

নাস্তি শর্বসমো দেবো নাস্তি শর্বসমা গতিঃ
নাস্তি শর্বসমো দানে নাস্তি শর্বসমো রণে। ২১
ইতি শ্রীমহাভারতে সপ্তসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি দেবযাহনপর্বাধ্যায়ানে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ভারত! শ্রীবাসুদেবের পুত্র-লাভ হোক্ প্রার্থনা করিয়া এইভাবে মহাদেব ও দেবী পার্বতী আমাকে বরদান করিয়া নিজ গণের সহিত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। ৯

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই অত্যন্ত অদ্ভুত বৃত্তান্ত আমি প্রথমে মহা-তেজস্বী ব্রাহ্মণ উপমন্যুকে পূর্ণরূপে বলিয়াছিলাম। উহার ব্রতপালনকালে মহেশ। উপমন্যু দেবাধিদেব মহাদেবকে প্রণাম করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

উপমন্যু বলিলেন,—মহাদেবতুল্য কোন দেবতা নাই, মহাদেবের সমান কোন গতি নাই, দানে মহাদেবের সমান কেহই নাই এবং যুদ্ধেও ভগবান্ শঙ্করের সমানভাবাপন্ন আর কেহই নাই।

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত সপ্তসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে দেবযাহনপর্বের আখ্যান-বিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[উপমন্যু-শ্রীকৃষ্ণসংবাদ—মহাত্মা-তাণ্ডিকৃত মহাদেবের স্তুতি, প্রার্থনা ও তৎফলবর্ণনক]

উপমন্যুরুবাচ।

ঋষিরাসীৎ কৃতে তাত তণ্ডিরিত্যেব বিশ্রুতঃ
দশবর্ষসহস্রাণি যেন দেবঃ সমার্চিতঃ। ১
আরাধিতোঽভূদ্ ভক্তেন তস্যোগ্রৈঃ নিয়মৈর্দমৈঃ
স দৃষ্টবান্ মহাদেবমস্তৌষীচ্চ শুচৈর্বিভুম্। ২
ইতি তণ্ডিস্তপোযোগাৎ পরমাত্মানমব্যয়ম্
চিন্তয়িত্বা মহাত্মানমিদমাহ সুচিস্মিতঃ। ৩
যং স্তুবন্তি সদা সাংখ্যাশ্চিন্তয়ন্তি চ যোগিনঃ
পরং প্রধানং পুরুষমধিষ্ঠাতারমীশ্বরম্। ৪
উৎপত্তৌ চ বিনাশে চ কারণং যং বিদুর্বুধাঃ
দেবাসুর-মুনীনাঞ্চ পরং যস্মান্ন বিদ্যতে। ৫
অজঃ তমমহমীশানমনাদিনিধনং প্রভুম্
অরাম্যুপগমিষ্যামি দেবদেবং শরণ্যং ব্রজে। ৬
এবং ক্রুবন্নেব তদা দদর্শ তপসা নিধিম্।
তত্ত্বব্যয়মনৌপম্যমচিন্ত্যং শাশ্বতং ধ্রুবম্। ৭

ষোড়শ অধ্যায়।

[উপমন্যু-শ্রীকৃষ্ণসংবাদ মহাত্মা তণ্ডিকর্তৃক কথিত মহাদেবের স্তুতি, প্রার্থনা ও তাহার ফল বর্ণন।]

উপমন্যু বলিলেন,—তাত! সত্যযুগে তণ্ডিনামে বিখ্যাত এক ঋষি ছিলেন। তিনি ভক্তিভাবে যাহার দ্বারা দশ হাজার বর্ষ কাল মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি যে ফললাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। তিনি মহাদেবের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং স্তোত্রের দ্বারা সেই প্রভুর স্তব করিয়াছিলেন। ১-২

এইভাবে তণ্ডি তপস্যায় নিরত হইয়া অবিনাশী পরমাত্মা শিবকে চিন্তা করত অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন। ৩

সাংখ্যশাস্ত্রের বিদ্বান্‌গণ যাঁহাকে পর, প্রধান, পুরুষ, অধিষ্ঠাতা ও ঈশ্বর বলিয়া সর্বদা গুণগান করেন, যোগিগণ যাঁহার চিন্তায় নিরত থাকেন, বিদ্বান্ পুরুষেরা যাঁহাকে জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ বলিয়া জানেন, দেবতা, অসুর এবং মুনিগণও যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অন্য কাহাকেও জানেন না, সেই অজন্মা, অনাদি, অনন্ত, অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও প্রভাবশালী মহাদেবের আমি শরণ গ্রহণ করিলাম। ৪-৬

এইরূপ বলিয়াই তণ্ডি সেই তপোনিধি, অবিকারী, অচিন্ত্য, শাশ্বত, ধ্রুব, নিষ্কল, সকল, নির্গুণ এবং সগুণ ব্রহ্মের

নিষ্কলা সকলং ব্রহ্ম নির্গুণং গুণগোচরম্
যোগিনাং পরমানন্দরূপং মোক্ষস্বরূপিণম্ ॥ ৮
মনোরিন্দ্রিয়বর্গাণাং বিষয়ৈ ব্রহ্মণো গতিম্।
অপ্রাহ্যমচলং শুদ্ধং বুদ্ধিগ্রাহ্যং মনোময়ম্ ॥ ৯
দুর্বিজ্ঞেয়মনাখ্যেয়ং দুষ্প্রাপং কৃতাত্মভিঃ
যোনিং বিষ্ণবা জগত্তস্থুষঃ পরতঃ পরম ॥ ১০
যঃ প্রাণবন্তমাত্মানং জ্যোতির্লীনস্থিতং মনঃ
তং দেবং দর্শনাকাঙ্ক্ষী বহূন্ বর্ষগণানৃষিঃ ॥ ১১
তপস্যুগ্রে স্থিতো ভূত্বা দৃষ্ট্বা তুষ্টাব তেশ্বরম্।
ঋষিরুবাচ
পবিত্রাণাং পবিত্রত্বং গতির্গতিমতাং বরঃ ॥ ১২
অগ্র্যাগ্র্যে তেজসাং তেজস্তপসাং পরমং তপঃ।
বিষ্ণাবস্থ-হিরণ্যাক্ষ-পুরুহূতনমস্কৃতঃ ॥ ১৩

দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, যিনি যোগিগণের পরমানন্দস্বরূপ অবিনাশী ও মোক্ষস্বরূপ। ৭-৮

ইনিই ব্রহ্ম, রুদ্র, অত্রি, ব্রহ্মপুত্রগণ, সম্পূর্ণ বিশ্ব ও ব্রহ্মার গতি। মন এবং ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা ইহাকে গ্রহণ করা যায় না। তিনি অপ্রাহ্য, অচল, বুদ্ধির দ্বারা অনুভব করিবার যোগ্য ও মনোময়। ৯

তাঁহার জ্ঞানলাভ করা অত্যন্ত কঠিন, তিনি অনির্দেশ্য। যাহারা নিজেদের অন্তঃকরণকে পবিত্র ও বশীভূত করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে ইনি সর্বথা দুর্লভ। অজ্ঞানময় অন্ধকারের পরে তিনি অবস্থিত। ১০

যে দেবতা নিজেকে প্রাণবান্—জীবরূপ করিয়া উহাতে মনোময় জ্যোতিরূপে অবস্থিত, তাঁহাকেই দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে ঋষিশ্রেষ্ঠ বহু বর্ষ পর্যন্ত উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার দর্শন লাভ করিলেন, তখন সেই ধ্রুবেশ্বর ভগবান্ শিবের এই স্তুতি করিলেন। ১১½

স্তুতি বলিলেন,—সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর! আপনি পবিত্র-সকলেরও পরম পবিত্র এবং গতিশীল প্রাণিগণের উত্তম গতি। তেজসমূহের মধ্যে অত্যন্ত উগ্র তেজ ও তপস্যাসকলের মধ্যে উৎকৃষ্ট তপ। ১২½

সমরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণাবস্থ, দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ এবং দেবরাজ ইন্দ্রও আপনাকে বন্দনা করেন। সকলকে মহান্ কল্যাণপ্রদানকারী প্রভো! আপনি পরম সত্য। আপনাকে নমস্কার। ১৩½

ভূরিকল্যাণদ বিভো পরং সত্ত্বাং নমোঽস্তু তে।
জাতীমরণভীরুণাং যতীনাং যততাং বিভো ॥ ১৪
নির্বাণদ সহস্রাংশো নমস্তেঽস্তু শুভাত্মন
ব্রহ্মা শক্রক্রতুবিষ্ণুবিশ্বেদেবা মহর্ষয়ঃ ॥ ১৫
ন বিদুস্ত্বাং তু তত্ত্বেন কুতো নেৎকামহে বয়ম্
ত্বত্তঃ প্রবর্ততে সর্বং ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৬
কালাখ্যঃ পুরুষাখ্যশ্চ ব্রহ্মাখ্যশ্চ ত্বমেব হি।
তনবস্তে স্মৃতাস্তিস্রঃ পুরাণজ্ঞৈঃ সুরর্ষিভিঃ ॥ ১৭
অবিলোরুষমধ্যাত্মমবিভূত্যাবিদৈবতম্
অবিলোকাবিবিজ্ঞানমবিষজ্ঞত্বমেব হি ॥ ১৮
ত্বাং বিদিত্বাত্মদেহস্থং ভূমিস্থং দৈবতৈরপি
বিষ্ণাবসো যান্তি নির্মুক্তাঃ পরং ভাবমনাময়ম্ ॥ ১৯
অনিচ্ছতস্তব বিভো জন্মমৃত্যুরনেকধা
দ্বারং তু স্বর্গমোক্ষাণামাক্ষেপ্তা ত্বং দদাসি চ ॥ ২০

বিভো! যাঁহারা জন্ম মরণের ভয়ে ভীত হইয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রযত্ন করেন, সেই যতিগণের নির্বাণ (মোক্ষ) প্রদানকারী আপনিই। আপনিই সহস্র কিরণযুক্ত সূর্য হইয়া তাপ দান করেন। সুরেশ আত্মস্বরূপ ঈশ্বর আপনাকে নমস্কার। ১৪½

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বিশ্বেদেব ও মহর্ষিগণও আপনাকে যথার্থরূপে জানিতে পারেন না। আপনার নিকট হইতেই সকলের উৎপত্তি হইয়াছে এবং আপনার মধ্যেই সম্পূর্ণ জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৫-১৬

কাল, পুরুষ ও ব্রহ্ম—এই তিন নামের দ্বারা আপনিই প্রতিপাদিত হন। পুরাণবিৎ দেবর্ষিগণ আপনাকেই এই তিন রূপ বলিয়া বর্ণনা করেন। ১৭

অবিলোরুষ, অধ্যাত্ম, অবিভূত, অবিদৈবত, অবিলোক, অবিবিজ্ঞান এবং অবিষজ্ঞ হইলেন আপনিই। ১৮

আপনি দেবগণেরও দুর্জ্ঞেয়। বিদ্বান্ পুরুষগণ আপনাকেই নিজেদের শরীরের মধ্যে অবস্থিত অন্তর্যামী আত্মারূপে জানিয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করত রোগ-শোকরহিত পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হন। ১৯

প্রভো! যদি আপনি স্বয়ংই কৃপা করিয়া জীবগণকে উহার করিতে ইচ্ছুক না হন, তবে তাহারা বারংবার জন্ম ও মৃত্যুবরণ করিতে থাকে। আপনিই স্বর্গ এবং মোক্ষের দ্বার। আপনিই

ত্বং বৈ ধর্মশ্চ মোক্ষশ্চ কাম: ক্রোধস্তথৈব চ
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব অধশ্চোর্ধং তথৈব হি ॥ ২১
ব্রহ্মা ভবশ্চ বিষ্ণুশ্চ স্কন্দশ্চন্দ্রো রবির্যম:
বরুণশ্চাপি মনুর্ধাতা বিধাতা ত্বং ধনেশ্বর: ॥ ২২
পৃথ্বাপু: সলিলাগ্নিশ্চ খং বায়ুর্ধি: ক্ষিতির্মতি:।
কর্মসত্ত্বানৃতে চোভে ত্বমেবাসি চ নাস্তি চ ॥ ২৩
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ প্রকৃতিস্থ: পরং ধ্রুবম্
বিদ্যাবিদ্যে তথাশ্চিন্ত্যাচিন্ত্যস্তমেব হি ॥ ২৪
যচ্চৈতৎ পরমং ব্রহ্ম যচ্চ তৎ পরমা পদম্
যা গতি: সাংখ্যযোগানাং স ভবান্ নাত্র সংশয়: ॥ ২৫
নূনমদ্য কৃতার্থা: স্ম নূনং প্রাপ্তা: সতাং গতিম্।
যাং গতিং প্রার্থয়ন্ত্যেহ জ্ঞানবিশ্চলমুদ্ধয়:॥ ২৬
অতো মৃত্যু: স্ম সুচিরমিমং কালমচেতসা
বয়ং বিদ্ম: পরং দেবং শাশ্বতং যং বিদুর্বুধা: ॥ ২৭
দেবমাসাদিতা সাক্ষাৎ ভক্তিভির্ভক্তিভির্বয়া।
তস্মাদনুগ্রহকৃদ্ দেবো ন: জ্ঞাত্বাত্মকমুচ্যতে ॥ ২৮
দেবাসুর-মুনীনাং তু যচ্চ গুহ্যং সনাতনম্।
গুহায়াং নিহিতং ব্রহ্ম দুর্বিজ্ঞেয়ং মুনেরপি ॥ ২৯
স এষ ভগবান্ দেব: সর্বকৃৎ সর্বতোমুখ:
সর্বাত্মা সর্বদর্শী চ সর্বজ্ঞ: সর্ববেদিতা ॥ ৩০
দেবকৃদ্ দেবভৃদ্ দেবো দেবভৃদ্ দেহিনাং গতি:
প্রাণকৃদ্ প্রাণভৃদ্ প্রাণী প্রাণদ: প্রাণিনাং গতি: ॥ ৩১
অব্যাহতগতিরিষ্টানাং ব্যাহতানামাত্মবেদিনাম্
অপুনর্ভবকামানাং যা গতি: সোঽয়মীশ্বর: ॥ ৩২
অন্তক: সর্বভূতানাং শুভাশুভগতিপ্রদ:
অন্তক: ক্ষয়রূপে বিদ্যাৎ সর্বজন্তূন্ ॥ ৩৩
অন্তা সংনিধিকামানাং যো গতি: সোঽয়মীশ্বর:
ভূরাদ্যান্ সর্বভুবনানুৎপাদ্য সদিবৌকস:
দধাতি দেবস্তনুভিরষ্টাভির্যো বিভাতি চ ॥ ৩৪

উহার প্রাপ্তিতেও যাহাদের এবং আপনিই এই দুই বস্তু (ধর্ম ও মোক্ষ) প্রদান করেন। ২০

আপনি পূর্ণ ও অক্ষয়। আপনিই ক্ষয় ও ক্রোধ এবং আপনিই সত্ত্ব, রজ, তম, অধোলোক ও ঊর্ধ্বলোক। ২১

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্কন্দ, ইন্দ্র, সূর্য, যম, বরুণ, চন্দ্র, মনু, ধাতা, বিধাতা ও ধনরাজ কুবেরও আপনিই। ২২

পৃথিবী, বায়ু, জল, অগ্নি, আকাশ, বাণী, বুদ্ধি, স্থিতি, মতি, কর্ম, সত্তা, অসত্তা এবং অস্তি ও নাস্তিক আপনিই। ২৩

আপনিই ইন্দ্রিয়াদি ইন্দ্রিয়গণের এবং তাহাদের কথিত বিষয়-সমূহ। আপনিই প্রকৃতি হইতেও পরে স্থিত নিশ্চল ও অবিনাশী তত্ত্ব। আপনি বিদ্য এবং অবিদ্য এই উভয়ের পরে বিদ্যমান ভাব ও আপনিই চিন্তা এবং অচিন্ত্যস্বরূপ। ২৪

যাহা এই পরমব্রহ্ম, যাহা এই পরমপদ এবং যাহা সাংখ্যবিৎ ও যোগিগণের গতি, এ সবই আপনি—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২৫

জ্ঞানের দ্বারা নির্মল বুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানী পুরুষগণ এ জগতে যে গতি লাভ করিতে অভিলাষ করেন, সৎপুরুষদিগের সেই গতি আমি নিশ্চিতরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব আজ আমি নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইয়া যাইলাম। ২৬

অহো! আমি অজ্ঞানতাবশতঃ এত দীর্ঘকাল পর্যন্ত মোহে পতিত ছিলাম; জ্ঞানী পুরুষগণ যাহাকে জানেন, সেই সনাতন পরম দেবকে আমি আজ পর্যন্ত জানিতে পারি নাই। ২৭

এখন অনেক জন্মের প্রযত্নবলে আমি এই সাক্ষাৎ আপনার ভক্তি লাভ করিয়াছি। আপনিই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহকারী মহান্ দেবতা, যাঁহাকে জানিয়া জ্ঞানী পুরুষেরা মোক্ষলাভ করেন। ২৮

যে সনাতন ব্রহ্ম দেবতা, অসুর ও মুনিগণেরও গুহ্যবিষয়, যিনি হৃদয়গুহায় বিরাজিত থাকিয়া মহর্ষি মুনিগণেরও দুর্বিজ্ঞেয়, এই সেই ভগবান্। ইনিই সকলের সৃষ্টিকর্তা দেবতা। ইঁহার সর্বদিকেই মুখ। ইনিই সর্বাত্মা, সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ॥ ২৯-৩০

আপনি দেবের সৃষ্টিকর্তা ও দেবধারী, সেইজন্য আপনাকে দেবী বলা হয়। আপনি দেহের ভোক্তা ও দেহধারিগণের পরম গতি। আপনি প্রাণের উৎপাদক, প্রাণধারী, প্রাণী, প্রাণদাতা এবং প্রাণিগণের গতি। ৩১

যাহাদের চিত্ত ভক্তিযোগের দ্বারা অব্যাহতগতি এবং পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক আত্মজ্ঞানী পুরুষগণের যে গতি বলা হইয়াছে, তিনিই এই ঈশ্বর॥ ৩২

ইনিই সমস্ত প্রাণিগণের শুভ ও অশুভ গতি প্রদানকারী। ইনিই সকল প্রাণীকে জন্ম এবং মৃত্যু প্রদান করিয়া থাকেন। ৩৩

অতঃ প্রবর্ত্ততে সর্ব্বমস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
অস্মিংশ্চ প্রলয়ং যাতি অয়মেকঃ সনাতনঃ ॥ ৩৫
অয়ং স সত্যকামানাং সত্যলোকঃ পরং সত্যম্
অপবর্গশ্চ মুক্তানাং কৈবল্যঃ চাত্মবেদিনাম্ ॥ ৩৬
অয়ং ব্রহ্মাদিভিঃ সিদ্ধৈর্গুহাশয়ঃ গোপিতঃ প্রভুঃ
দেবাসুরমনুষ্যাণামপ্রকাশো ভবেদিতি ॥ ৩৭
তং ত্বাং দেবাসুর-নরাস্তত্ত্বেন ন বিদুর্ভবম্ ।
মোহিতাঃ খলুনৈবেহ শুদ্ধিস্থেনাপ্রকাশিনা ॥ ৩৮
যে চৈনং প্রতিপদ্যন্তে তস্মিন্যোগেন ভাবিতাঃ
তেষামেবাত্মনাঽঽত্মানং দর্শয়ত্যেষ শুদ্ধয়ঃ ॥ ৩৯
যং জ্ঞাত্বা ন পুনর্জন্ম মরণং চাপি বিদ্যতে ।
যং বিদিত্বা পরং বেদ্যং বেদিতব্যং ন বিদ্যতে ॥ ৪০
যং লব্ধ্বা পরমং লাভং নাধিকং মন্যতে বুধঃ ।
যং সুখ্বা পরমং প্রাপ্য শান্তরবাবতিষ্ঠতে ॥ ৪১
যং সাংখ্যা গুণতত্ত্বজ্ঞাঃ সাংখ্যশাস্ত্রবিশারদাঃ
সূক্ষ্মজ্ঞানতরাঃ সূক্ষ্মং জ্ঞাত্বা মুচ্যন্তি বন্ধনৈঃ ॥ ৪২
যঞ্চ বেদবিদো বেদ্যং বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতম্
প্রাণায়ামপরা নিত্যং যং বিশন্তি তপস্বিনঃ ॥ ৪৩
ওঙ্কারবষট্কারৈশ্চ যে যজন্তি মহেশ্বরম্
অয়ং স দেবযানানামাদিত্যো দ্বারমুচ্যতে ॥ ৪৪
অয়ঞ্চ পিতৃযানানাং চন্দ্রমা দ্বারমুচ্যতে
এষ কাষ্ঠা দিশশ্চৈব সংবৎসরযুগাদি চ ॥ ৪৫
দিবা রাত্রিঃ পরো লাভ অয়নে দক্ষিণোত্তরে ।
এবং প্রজাপতিঃ পূর্বমারাধ্য বহুভিঃ ভবৈঃ ॥ ৪৬
প্রজার্থং বরয়ামাস নীললোহিতসংজ্ঞিতম্
অনুশিষ্যমনুশাসন্তি ত্বত্তো কর্মণি বহ্বৃচাঃ ॥ ৪৭

—

নাস্তিধি (মুক্তি)-কামী পুরুষগণের যে পরম গতি, তাহাই ঈশ্বর দেবগণের সহিত ও আদি সর্গের লোককে উৎপন্ন করিয়া এই মহাদেবই (পৃথ্বী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, যজমান—এই) নিজের অষ্টমূর্তির দ্বারা তাহাদের ধারণ এবং পোষণ করেন । ৩৪

ইঁহা হইতেই সকলের উৎপত্তি হয় এবং ইঁহাতেই সকল জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, আবার ইঁহাতেই সেই সবের লয় হয়, কারণ, ইনিই একমাত্র সনাতন পুরুষগণের সর্বোত্তম সত্যলোক । ইনি মুক্ত পুরুষগণের অপবর্গ (মোক্ষ) এবং আত্মজ্ঞানীদিগের কৈবল্য ধাম । ৩৫-৩৬

দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণের নিকট ইনি যাহাতে অপ্রকাশ থাকেন, সেইজন্য ব্রহ্মাদিসিদ্ধ পুরুষযুক্ত এই পরমেশ্বরকে নিজেদের হৃদয়গুহায় লুকাইয়া রাখিয়াছেন ॥ ৩৭

হৃদয়গুহায় সূক্ষ্ম ভাবে থাকিয়া অপ্রকাশিত এই পরমাত্মাকে সকলকে নিজের মায়ায় মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন । সেই জন্য দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণ মহাদেব আপনাকে যথার্থভাবে জানিতে পারেন না ॥ ৩৮

যাঁহারা ভক্তিযোগের দ্বারা ভাবিত হইয়া এই পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকেই এই হৃদয়-মন্দিরে শয়নকারী ভগবান্ স্বয়ং দর্শনদান করিয়া থাকেন ॥ ৩৯

যাঁহাকে জানিয়া পুনর্জন্ম ও মৃত্যু আর থাকেনা এবং যাঁহাকে জানিতে পারিলে অন্য কোন উৎকৃষ্ট জ্ঞেয় তত্ত্ব জানিবার আর অবশিষ্ট থাকে না, যাঁহাকে লাভ করিলে পর বিদ্বান্ পুরুষ অন্য কোন শ্রেষ্ঠ লাভকেও তাঁহা হইতে অধিক বলিয়া মনে করেন না, যে সূক্ষ্ম পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানী পুরুষ হ্রাস ও নাশরহিত পরমপদ প্রাপ্ত হন, সাংখ্যজ্ঞানে নিপুণ সাংখ্যযোগী বিদ্বান্ পুরুষ যে সূক্ষ্ম তত্ত্বকে জানিয়া সেই সূক্ষ্ম-জ্ঞানরূপী নৌকার দ্বারা সংসার-সমুদ্র হইতে পার হইয়া যান এবং সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হন, প্রাণায়াম পরায়ণ পুরুষ বেদবিদ্গণের জানিবার যোগ্য ও বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত যে নিত্য তত্ত্বের ধ্যান এবং জপ করেন ও তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হন, তিনিই সেই মহেশ্বর । ওঙ্কাররূপী রথে আরোহণ করিয়া সেই নিত্য পুরুষগণ ইঁহার মধ্যেই প্রবেশ করেন ইনিই দেবযানের দ্বার-স্বরূপ সূর্য বলিয়া অভিহিত হন । ৪০-৪৪

ইনিই পিতৃযান-মার্গের দ্বার চন্দ্র বলিয়া কথিত হন । কাষ্ঠা, দিকসমূহ, সংবৎসর ও যুগাদিও ইনিই । দিবা লাভ (দেবলোকের সুখ অর্থাৎ লাভ । এই মর্ত্যলোকের সুখ), পরম লাভ (মোক্ষ), উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়নও ইনিই । ৪৫-৪৬

পূর্বকালে প্রজাপতি নানাপ্রকার ভোগের দ্বারা এই নীল-লোহিত-নামধারী ভগবানের আরাধনা করিয়া প্রজাগণের সৃষ্টির জন্য বরলাভ করিয়াছিলেন । ৪৬½

ভগবানের অশিক্ষিত বিদ্বান্গণ তত্ত্বময় যজ্ঞকর্ম ঋগ্‌বেদের মন্ত্রসমূহের দ্বারা ইঁহার স্তবিয়া গান করেন, ঋগ্বেদবিদ্ দ্বিজগণ যজ্ঞে ঋগ্মন্ত্রসকলের দ্বারা দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয়—এই

ঋক্‌মূর্তির্যংত্রিধা বেদ্যঃ জুহ্বতাংবর্ষযোঽধ্বরে
সামভির্যঞ্চ গায়ন্তি সামগাঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪৮
যতঃ সত্যাঃ পরং ব্রহ্ম স্তুবন্ত্যাথর্বণা দ্বিজাঃ
যজসা পরমা যোনিঃ পতিশ্চাঃ পরঃ স্বয়ঃ ॥ ৪৯
রাত্রাহঃ শ্রোত্রনয়নঃ পক্ষমাসশিরোভুজঃ
ঋতুবীর্যাস্তপোধৈর্যো হ্রস্বগুহ্যোঽরূপাদয়ান্ ॥ ৫০
মৃত্যুর্যমো হরশ্চাগ্নিঃ কালঃ সংহারবেগবান্।
কালস্য পরমা যোনিঃ কালশ্চাঃ সনাতনঃ ॥ ৫১
চন্দ্রাদিত্যৌ সনক্ষত্রৌ গ্রহাশ্চ সহ বায়ুনা
ধ্রুবঃ সপ্তর্ষয়শ্চৈব ভুবনাঃ সপ্ত এব চ ॥ ৫২
প্রধানং মহদব্যক্তং বিশেষাস্তুঃ স বৈকৃতম্
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তং কৃত্যাদি সদসচ্চ যৎ ॥৫৩
অষ্টৌ প্রকৃতয়শ্চৈব প্রকৃতিভ্যশ্চ যঃ পরঃ
অস্য দেবস্য যদ্ ভাগং তৃৎস্নং সম্পরিবর্ততে ॥ ৫৪
এতৎ পরমমানন্দং যং তুষ্ণাস্তুতমেব চ।

এষা গতির্বিরক্তানামেষ তেষাং পরঃ পন্থাঃ ॥ ৫৫
এষঃ পরমমুদ্দিষ্টমেতদ্ ব্রহ্ম সনাতনম্।
শাস্ত্রবেদাঙ্গবিদুষামেতদ্ ধ্যানং পরং পদম্ ॥ ৫৬
ইয়ং সা পরমা কাষ্ঠা ইয়ং সা পরমা কলা।
ইয়ং সা পরমা সিদ্ধিরিয়ং সা পরমা গতিঃ ॥ ৫৭
ইয়ং সা পরমা শান্তিরিয়ং সা নিবৃত্তিঃ পরা।
যং প্রাপ্য কৃতকৃত্যা স্ম ইত্যায়ন্তি যোগিনঃ ॥ ৫৮
ইয়ং তুষ্টিরিয়ং সিদ্ধিরিয়ং প্রকৃতিরিয়ং স্মৃতিঃ।
অব্যাহতগতিরিয়ং বিদুষাং প্রাপ্তিরব্যয়া ॥ ৫৯
যজন্তো বহুযজ্ঞানাং যৈর্বিপুলদক্ষিণৈঃ
যা গতির্যজ্ঞশীলানাং সা গতিস্ত্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৬০
সম্যগ্ যোগজপৈঃ শান্তৈর্নিঃসঙ্গৈর্দেহতাপনৈঃ।
তপোভাং যা গতির্দেব পরমা সা গতির্ভবান্ ॥ ৬১
কর্মসন্ন্যাসকৃতানাং বিরক্তানাং ততস্ততঃ।
যা গতির্ব্রহ্মসদনে সা গতিস্ত্বং সনাতন ॥ ৬২

হিরণ্যরেতে অগ্নিষোম যোগ্য যে মহাদেবের উদ্দেশে আহুতি দিয়া থাকেন এবং শুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত সামগানকারী বিদ্বান্ পুরুষগণ সামমন্ত্রসমূহের দ্বারা যাঁহার স্তুতি করেন, অথর্ববেদী ব্রাহ্মণগণ ঋক, সত্য ও পরব্রহ্মবাদে যাঁহার স্তুতি করিয়া থাকেন, যিনি যজ্ঞের পরম কারণ, সেই এই পরমেশ্বর সমস্ত যজ্ঞের পরম গতি বলিয়া কথিত হন। ৪৭-৪৯

রাত্রি ও দিন ইঁহার কর্ণ এবং নেত্র, পক্ষ ও মাস ইঁহার মস্তক এবং বাহু, ঋতু বীর্য, তপস্যা ধৈর্য এবং কর্ম গুহ্য ইন্দ্রিয়, উরু ও পদ। ৫০

মৃত্যু, যম, অগ্নি, সংহারের ন্যায় বেগশালী কাল, কালের পরম কারণ এবং সনাতন কালও—এই মহাদেবই। ৫১

চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, গ্রহ, বায়ু, ধ্রুব, সপ্তর্ষি, সপ্ত ভুবন, মূল প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া কীট পর্যন্ত সম্পূর্ণ জগৎ, কৃত্যাদি, সৎ ও অসৎ আট প্রকৃতি এবং প্রকৃতিরও পরে যে পুরুষ, এই সব রূপেই এই মহাদেবই বিরাজমান আছেন। ৫২-৫৩½

এই মহাদেবের অংশভূত যে সম্পূর্ণ জগৎ চক্রের ন্যায় নিরন্তর পরিবর্তিত হইতেছে, তাহাও এই মহাদেবই। ইনি পরমানন্দ স্বরূপ। যিনি শাশ্বত ব্রহ্ম, তিনিও ইনিই। ইনিই বিরক্তগণের গতি এবং ইনিই সংপুরুষগণের পরম ভাব। ৫৪-৫৫

ইনিই উদ্বেগরহিত পরম পন্থা ইনিই সনাতন ব্রহ্ম। শাস্ত্র ও বেদাঙ্গসমূহে অভিজ্ঞ পুরুষগণের পক্ষে ইনিই ধ্যান করিবার যোগ্য পরম পদ। ৫৬

ইনিই সেই পরা কাষ্ঠা, ইনিই সেই পরম কলা, ইনিই সেই পরম সিদ্ধি, ইনিই সেই পরম গতি, ইনিই সেই পরম শান্তি এবং ইনি সেই পরম নিবৃত্তি, যাহাকে প্রাপ্ত হইয়া যোগিগণ নিজেদের কৃতকৃত্য বলিয়া মনে করেন। ৫৭-৫৮

এই তুষ্টি, এই সিদ্ধি, এই প্রকৃতি, এই স্মৃতি, তত্ত্বজ্ঞগণের এই অব্যাহতগতি এবং জ্ঞানী পুরুষগণের এই অক্ষয় প্রাপ্তি (পুনরাবৃত্তি-রহিত মোক্ষলাভ) আপনিই। ৫৯

প্রচুর দক্ষিণাবিশিষ্ট বহুসংখ্যক যজ্ঞের দ্বারা সম্যকভাবে যজনকারী যজমানগণের যে গতি লাভ হয়, সেই গতি আপনিই ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৬০

দেব! উত্তম যোগ-জপ এবং শরীর শুষ্ককারী নিঃসঙ্গসমূহের দ্বারা যে শান্তি লাভ হয় ও তপস্যাকারী পুরুষগণের যে দিব্য গতি প্রাপ্তি হয়, সেই পরম গতি আপনিই। ৬১

সনাতন দেব! কর্মসন্ন্যাসিগণের ও বিরক্তদিগের ব্রহ্মলোকে যে উত্তম গতি লাভ হয়, তাহা আপনিই। ৬২

অপুনর্ভবকামানাং বৈরাগ্যে বর্ত্তভাঞ্চ যা
প্রকৃতীনাং লয়ানাঞ্চ সা গতিস্ত্বা সনাতন। ৬৩
জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্তানাং নিরুপাখ্যা নিরঞ্জনা
কৈবল্যা যা গতির্দেব পরমা সা গতির্ভবান্। ৬৪
বেদশাস্ত্রপুরাণোক্তাঃ পঞ্চৈতা গতয়ঃ স্মৃতাঃ
যৎপ্রসাদাদ্ধি লভ্যন্তে ন লভ্যন্তেঽন্যথা হিতাঃ। ৬৫
ইতি স্তুতিস্তপোরাশিস্তাভ্যাবেশনমাত্মনা
জগৌ চ পরমং ব্রহ্ম যৎ পূতা লোককৃজ্জগৌ। ৬৬

উপমন্যুরুবাচ

এবং স্তুতো মহাদেবস্তপিনা ব্রহ্মযোনিনা
উবাচ ভগবান্ দেব উময়া সহিতঃ প্রভুঃ। ৬৭
ব্রহ্মা শক্রক্রতুর্বিষ্ণুর্বিশ্বেদেবা মরুদ্গণাঃ
ন বিদুস্ত্বামিতি স্তত্তস্তাঃ প্রোবাচ তং শিবঃ। ৬৮

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষয়শ্চাব্যয়শ্চৈব ভবিতা ত্বমরর্ষিতঃ

সনাতন পরমেশ্বর। যাঁহারা মোক্ষের ইচ্ছা রাখিয়া বৈরাগ্য-পথে গমন করেন এবং যাঁহারা প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের যে গতি লাভ হয়, তাহা আপনিই। ৬৩

দেব! জ্ঞান ও বিজ্ঞানযুক্ত পুরুষগণের নামরূপাদি নাম-রহিত, নিরঞ্জন ও কৈবল্য রূপ যে পরম গতি প্রাপ্তি হয়, তাহাও আপনিই। ৬৪

প্রভো! বেদ, শাস্ত্র ও পুরাণসমূহে যে এই পঞ্চগতির কথা বলা হইয়াছে, এ সবই আপনার কৃপায় লাভ হয়, অন্যথা হয় না। ৬৫

এইরূপ তপস্যার নিধিরূপী স্তুতি নিজের মনের দ্বারা মহাদেবের স্তুতি করিলেন এবং পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা যে পরব্রহ্ম-স্বরূপ স্তোত্রের গান করিয়াছিলেন, উহাই স্বয়ংও গান করিলেন। ৬৬

উপমন্যু বলিলেন,—ব্রহ্মবাদী স্তুতি এই ভাবে স্তুতি করিলে পর প্রভাবশালী ভগবান্ মহাদেব পার্ব্বতীসহ তাঁহাকে বলিলেন। ৬৭

স্তুতি স্তুতি করিতে করিতে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বিশ্বেদেব ও মহর্ষিগণও আপনাকে যথার্থরূপে জানেন না', ইহার দ্বারা ভগবান্ শঙ্কর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন। ৬৮

যশস্বী তেজসা যুক্তো দিব্যজ্ঞানসমন্বিতঃ। ৬৯
ঋষীণামতিগম্যশ্চ পুত্রকর্ত্তা পুনস্তব
মৎপ্রসাদাদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভবিতৃস্তি ন সংশয়ঃ। ৭০
কং বা কামং দদাম্যদ্য ব্রূহি যদ্ যৎসে তপোধন।
প্রাঞ্জলিঃ স উবাচেদং ধৃত্বা ভক্তির্দৃঢ়াস্ত মে। ৭১

উপমন্যুরুবাচ

এতান্ দত্ত্বা বরান্ দেবো বন্দ্যমানঃ সুরর্ষিভিঃ
স্তূয়মানশ্চ বিবুধৈস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। ৭২
অন্তর্হিতে ভগবতি শাম্ভুগে ভাদবেশ্বর।
অম্বিরাজমমাগম্য ময়ৈতৎ প্রোক্তবানিহ। ৭৩
যানি চ প্রথিতান্যাশু তপিরাখ্যাতবান্ মম
নামানি মানবশ্রেষ্ঠ তানি ত্বং শৃণু সিদ্ধয়ে। ৭৪
দশনামসহস্রাণি দেবেশস্য পিতামহঃ।
সর্বস্য শাস্ত্রেষু তথা দশনামশতানি চ। ৭৫

শ্রীভগবান্ শঙ্কর বলিলেন,—ব্রহ্মন্! তুমি অক্ষয়, অবিকারী, দুঃখরহিত, যশস্বী, তেজস্বী এবং দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন হইবে। ৬৯

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার কৃপায় তুমি এক বিদ্বান্ পুত্র লাভ করিবে, যাঁহার নিকটে ঋষিগণ শিক্ষালাভের জন্য গমন করিবেন। সে কল্পসূত্র নির্ম্মাণ করিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। বৎস! বল, তুমি কি কামনা কর? এখন আমি তোমায় কোন্ মনোবাঞ্ছিত বর প্রদান করিব? ৭০।

তখন ভক্তি কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—প্রভো! আপনার চরণারবিন্দে আমার দৃঢ় ভক্তি হউক। ৭১

উপমন্যু বলিলেন,—দেবর্ষিগণের দ্বারা বন্দিত এবং দেবতা-দিগের দ্বারা প্রশংসিত হইতে হইতে মহাদেব সেই বরদান করত সেখানেই অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। ৭২

যাদবেশ্বর! যখন পার্ষদগণের সহিত ভগবান্ শঙ্কর অন্তর্হিত হইয়া গেলেন, তখন তুমি আমার আশ্রমে আসিয়া এখানে আমাকে এই সব কথা বলিয়াছিলে। ৭৩

মানবশ্রেষ্ঠ! তপিরাখ্যান যে আদিকালের প্রসিদ্ধ নামসমূহ আমার সম্মুখে বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেই সব তুমি শ্রবণ কর। সেই নামসকল সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। ৭৪

পিতামহ ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে দেবতাগণের নিকট মহাদেবের

স্বর্গাচ্চৈবাত্র ভূর্লোকং ত্বয়িনা হ্রবতারিতঃ।
সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্যং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২৪

নিগদিষ্যে মহাবাহো স্তবানামুত্তমং স্তবম্।
ব্রহ্মণামপি যদ্ ব্রহ্ম পরমামপি যৎ পরম্ ॥ ২৫

তেজসামপি যৎ তেজস্তপসামপি যৎ তপঃ
শান্তানামপি যঃ শান্তো দান্তানামপি যা দান্তিঃ ॥ ২৬

ধাতৃনামপি যো ধাতো ধীমতামপি যা চ ধীঃ।
দেবানামপি যো দেব ঋষীণামপি যদ্ ঋষিঃ ॥ ২৭

যজ্ঞানামপি যো যজ্ঞঃ শিবানামপি যঃ শিবঃ।
রুদ্রাণামপি যো রুদ্রঃ প্রভা প্রভবতামপি ॥ ২৮

যোগিনামপি যো যোগী কারণানাঞ্চ কারণম্।
যতো লোকাঃ সম্ভবন্তি ন ভবন্তি যতঃ পুনঃ ॥ ২৯

সর্বভূতাত্মভূতস্য হরস্যামিততেজসঃ।
অষ্টোত্তরসহস্রং তু নাম্নাং মে শৃণু ॥
শ্রুত্বা যমুজব্যাঘ্র সর্বান্ কামানবাপ্স্যসি ॥ ৩০

স্থিরঃ স্থাণুঃ প্রভুর্ভীমঃ প্রবরো বরদো বরঃ।
সর্বাত্মা সর্ববিখ্যাতঃ সর্বঃ সর্বকরো ভবঃ ॥ ৩১
জটী চর্মী শিখণ্ডী চ সর্বাঙ্গঃ সর্বভাবনঃ
হরশ্চ হরিনাক্ষশ্চ সর্বভূতহরঃ প্রভুঃ ॥ ৩২

প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ নিয়তঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ
শ্মশানবাসী ভগবান্ খচরো গোচরোঽর্দনঃ ॥ ৩৩
অভিবাদ্যো মহাকর্মা তপস্বী ভূতভাবনঃ
উন্মত্তবেশপ্রচ্ছন্নঃ সর্বলোকপ্রজাপতিঃ ॥ ৩৪
মহারূপো মহাকায়ো বৃষরূপো মহাযশাঃ
মহাত্মা সর্বভূতাত্মা বিশ্বরূপো মহাহনুঃ ॥ ৩৫

ত্বয়িনা—তুমি স্বর্গ হইতে ইহাকে ভূতলে আনয়ন করিয়াছ। ইহা সমস্ত মঙ্গলসমূহেরও মঙ্গল এবং সকল পাপের বিনাশকারী। মহাবাহো—সপ্তম শ্লোক হইতে উত্তম এই সহস্র নাম শ্লোক আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিব ॥ ২৪-২৯

যিনি ব্রহ্মসকলেরও ব্রহ্ম, উত্তম ব্রহ্মসমূহেরও পরম উত্তম, যিনি তেজসমূহেরও তেজ, যিনি সকল তপস্যারও তপস্যা, যিনি শান্ত পুরুষগণেরও পরম শান্ত, যিনি দান্তিসকলেরও দান্তি, যিনি ধাতু (জিতেন্দ্রিয়) পুরুষগণেরও ধাতু, যিনি বুদ্ধিমান্‌দিগেরও বুদ্ধি, যিনি দেবগণেরও দেবতা, যিনি ঋষিদিগেরও ঋষি, যিনি যজ্ঞসমূহেরও যজ্ঞ, যিনি কল্যাণসকলেরও কল্যাণ, যিনি রুদ্রগণেরও রুদ্র, যিনি প্রভাবশালী ঈশ্বরদিগেরও প্রভা (ঐশ্বর্য), যিনি যোগিগণেরও যোগী এবং কারণসমূহেরও পরম কারণ; যাঁহা হইতে সমস্ত লোক উৎপন্ন হয়, যিনি সমস্ত ভূতগণের আত্মা, সেই অমিততেজস্বী ভগবান্ শিবের একহাজার আট নামের বর্ণনা তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ! তুমি ইহার শ্রবণমাত্রেই নিজের সমস্ত কামনাসমূহ প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৫-৩০

* স্থিরঃ—চঞ্চলতারহিত, কূটস্থ ও নিত্য, ২। স্থাণুঃ—যাহার আধারভূত স্তম্ভের ন্যায় সম্পূর্ণ জগতের আধারস্বরূপ, ৩। প্রভুঃ—সর্বসমর্থ ঈশ্বর, ৪। ভীমঃ—সংহারকারী বলিয়া ভয়রূপ, ৫। প্রবরঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ, ৬। বরঃ—অভীষ্ট বরদাতা, বরঃ—বরণ করিবার যোগ্য, বরস্বরূপ, ৮। সর্বাত্মা—সকলের আত্মা, সর্ববিখ্যাত—সর্বত্র প্রসিদ্ধ, ১০। সর্বঃ—বিশ্বকর্তা বলিয়া সর্বস্বরূপ, ১১। সর্বকরঃ—সম্পূর্ণ জগতের স্রষ্টা, ১২। ভবঃ—সকলের উৎপত্তি স্থান ॥ ৩১

১৩ জটী জটাধারী, ১৪। চর্মী—ব্যাঘ্রচর্মধারী, শিখণ্ডী—শিখাধারী, ১৬। সর্বাঙ্গঃ—সমস্ত অঙ্গসম্পন্ন, সর্বভাবনঃ—সকলের উৎপাদক, ১৮। হরঃ—পাপহারী, ১৯। হরিনাক্ষঃ—সূর্যমণ্ডলের ন্যায় বিশাল নয়নযুক্ত, ২০। সর্বভূতহরঃ—সমস্তভূতগণের সংহারকারী, ২১। প্রভুঃ—স্বামী ॥ ৩২

২২। প্রবৃত্তিঃ—প্রবৃত্তিমার্গ, ২৩। নিবৃত্তিঃ—নিবৃত্তিমার্গ, ২৪। নিয়তঃ—নিয়মপরায়ণ, ২৫। শাশ্বতঃ—নিত্য, ২৬। ধ্রুবঃ—অচল, ২৭। শ্মশানবাসী—শ্মশানভূমিতে নিবাসকারী, ২৮। ভগবান্—সমস্ত ঐশ্বর্য, জ্ঞান, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য ও ধর্মসম্পন্ন, ২৯। খচরঃ—আকাশে বিচরণকারী, ৩০। গোচরঃ—পৃথিবীতে বিচরণকারী, ৩১। অর্দনঃ—পাপীসকলকে পীড়াদায়ক ॥ ৩৩

৩৪। অভিবাদ্যঃ—নমস্কারের যোগ্য, ৩৫। মহাকর্মা—মহৎ কর্মকারী, ৩৬। তপস্বী—তপস্যায় নিরত, ৩৭। ভূতভাবনঃ—সমস্তমাত্রেই আকাশাদি ভূতসকলের সৃষ্টিকারী, ৩৮। উন্মত্তবেশপ্রচ্ছন্নঃ—সমস্ত লোকসমূহের প্রজাগণের পালক ॥ ৩৪

৩৮। মহারূপঃ—মহান্ রূপধারী, ৩৯। মহাকায়ঃ—বিরাট স্বরূপ, ৪০। বৃষরূপঃ—ধর্মস্বরূপ, ৪১। মহাযশাঃ—মহান্ যশস্বী, ৪২। মহাত্মা, ৪৩। সর্বভূতাত্মা, ৪৪। বিশ্বরূপঃ, ৪৫। মহাহনুঃ বিশাল মুখ (জোবাল)-বিশিষ্ট ॥ ৩৫

---

* এই শিবসহস্রনামস্তোত্রে একপ্রকার বহু শব্দ প্রযুক্ত আছে, সেস্থলে অর্থভেদবশতঃ ও অপূর্বার্থত্ববশতঃ পরস্পরের ভেদ জানিতে হইবে এবং যেস্থলে একার্থক বহু শব্দ পরিলক্ষিত হইবে সে স্থলে শব্দভেদবশতঃ পরস্পরের ভেদ বুঝিতে হইবে।

লোকপালোঽন্তর্হিতাত্মা প্রলাদো হরসর্দতিঃ
পবিত্রঞ্চ মহাংশ্চৈব নিয়মো নিয়মাশ্রিতঃ ॥ ৩৬
সর্বকর্মা স্বয়ম্ভূশ্চ আদিরাদিকরো নিধিঃ ।
সহস্রাক্ষো বিশালাক্ষঃ সোমো নক্ষত্রসাধকঃ ॥ ৩৭
চন্দ্রঃ সূর্যঃ শনিঃ কেতুর্গ্রহো গ্রহপতির্বরঃ ।
অত্রিরত্র্যা নমস্কর্তা মৃগবাণার্পণোঽনঘঃ ॥ ৩৮
মহাতপা ঘোরতপা অদীনো দীনসাধকঃ ।
সংবৎসরকরো মন্ত্রঃ প্রমাণং পরমং তপঃ ॥ ৩৯
যোগী যোজ্যো মহাবীজো মহারেতা মহাবলঃ
সুবর্ণরেতাঃ সর্বজ্ঞঃ সুবীজো বীজবাহনঃ ॥ ৪০
দশবাহুস্ত্রিনিমিষো নীলকণ্ঠ উমাপতিঃ ।
বিশ্বরূপঃ স্বয়ং শ্রেষ্ঠো বলবীরোঽবলো গণঃ ॥ ৪১
গণকর্তা গণপতির্দিগ্বাসাঃ কাম এব চ
মন্ত্রবিৎ পরমো মন্ত্রঃ সর্বভাবকরো হরঃ ॥ ৪২
কমণ্ডলুধরো ধন্বী বাণহস্তঃ কপালবান্
অশনী শতঘ্নী খড়্গী পট্টিশী চায়ুধী মহান্ ॥ ৪৩
প্রস্রবশ্চ সুরূপশ্চ তেজস্তেজস্করো নিধিঃ
ঊর্ধ্বগো জ সুবক্ত্রশ্চ উষ্ণীষী চ সুবক্ত্রকঃ ॥ ৪৪

৩৬। লোকপালঃ—লোকরক্ষক, ৩৭। অন্তর্হিতাত্মা—অদৃশ্যরূপবিশিষ্ট, ৩৮। প্রলাদঃ প্রলয়ভাবে পরিপূর্ণ, ৩৯। হরসর্দতিঃ—বৃষভরূপধারিত রথে গমনকারী, ৪০ পবিত্রম্—শুদ্ধ বস্তুস্বরূপ, ৪১। মহান্—পূজনীয়, ৪২। নিয়মঃ—শৌচ-সন্তোষাদি নিয়মপালনে লাভ করিবার যোগ্য, ৪৩। নিয়মাশ্রিতঃ—নিয়মসমূহের আশ্রয়ভূত। ৩৬

৩৭। সর্বকর্মা—যাঁহা হইতে জগৎ যাঁহার কর্ম, তিনি, ৩৮। স্বয়ম্ভূতঃ—নিত্যসিদ্ধ, ৩৯। আদিঃ—সর্বপ্রথম, আদিকরঃ—আদিপুরুষ হিরণ্যগর্ভের স্রষ্টা, ৪০। নিধিঃ—অক্ষয় ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার, সহস্রাক্ষঃ—সহস্র নেত্রবিশিষ্ট, ৪১। বিশালাক্ষঃ—বিশালনয়নযুক্ত, ৪২। সোমঃ—চন্দ্রস্বরূপ, ৪৩। নক্ষত্রসাধকঃ—নক্ষত্রমণ্ডলের সাধক। ৩৭

৪৩। চন্দ্রঃ—চন্দ্রমারূপে আহ্লাদকারী, ৪৪। সূর্যঃ সকলের উৎপত্তির হেতুভূত সূর্যস্বরূপ, ৪৫। শনিঃ, ৪৬। কেতুঃ, ৪৭। গ্রহঃ—সূর্য ও চন্দ্রের গ্রাসকারী রাহু, ৪৮। গ্রহপতিঃ—গ্রহগণের পালক, ৪৯। বরঃ—বরণীয়, ৫০। অত্রিঃ অত্রিঋষিস্বরূপ, ৫১। অত্র্যা নমস্কর্তা—অত্রিপত্নী অনসূয়াকে মূর্তিমানরূপে নমস্কারকারী, ৫২। মৃগবাণার্পণঃ মৃগরূপধারী যজ্ঞের উপর বাণনিক্ষেপকারী, ৫৩। অনঘঃ—পাপরহিত। ৩৮

৫৪। মহাতপাঃ মহান্ তপস্বী, ৫৫। ঘোরতপাঃ—ভয়ঙ্কর তপস্যাকারী, ৫৬। অদীনঃ—উদার, ৫৭। দীনসাধকঃ—শরণাগত দীন দুঃখিগণের মনোরথসিদ্ধিকারী, ৫৮। সংবৎসরকরঃ—সংবৎসরের স্রষ্টা, ৫৯। মন্ত্রঃ—প্রণবাদি মন্ত্রস্বরূপ, ৬০। প্রমাণম্—প্রমাণস্বরূপ, ৬১। পরমং তপঃ—উৎকৃষ্ট তপস্যাস্বরূপ। ৩৯

৬২। যোগী—যোগনিষ্ঠ, ৬৩। যোজ্যঃ—মনোযোগের আশ্রয়, ৬৪। মহাবীজঃ—মহান্ কারণস্বরূপ, ৬৫। মহারেতাঃ—মহাবীর্যশালী, ৬৬ মহাবলঃ—মহাশক্তিধর, ৬৭ সুবর্ণরেতাঃ—অগ্নিস্বরূপ, ৬৮। সর্বজ্ঞঃ সব কিছু জানিতে সমর্থ, ৬৯। সুবীজঃ উত্তম বীজস্বরূপ, ৭০ বীজবাহনঃ—জীবগণের সংস্কারেরূপ বীজবহনকারী। ৪০

৭১। দশবাহুঃ দশবাহুবিশিষ্ট, ৭২। ত্রিনিমিষঃ—জগতের রক্ষার জন্য সমুদ্রমন্থনে উত্থিত হলাহল বিষ পান করিয়া কণ্ঠে নীল চিহ্নধারণকারী, ৭৩। উমাপতিঃ—গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা উমার পতিদেব, ৭৪। বিশ্বরূপঃ—জগৎস্বরূপ, ৭৫ স্বয়ংশ্রেষ্ঠঃ—স্বতঃসিদ্ধ শ্রেষ্ঠত্বসম্পন্ন, ৭৬। বলবীরঃ—বলের (দৈহিক সামর্থ্যের) দ্বারা বীরত্ব প্রকাশকারী, ৭৮। অবলো গণঃ—নির্বল প্রাণসমূহের। ৪১

৭৯ গণকর্তা—নিজের পার্ষদগণের সংগঠনকারী, গণপতিঃ—প্রথমগণের প্রভু, ৮০। দিগ্বাসাঃ—দিগম্বর, ৮২। কামঃ—কমনীয়, ৮৩ মন্ত্রবিৎ—মন্ত্রবেত্তা, ৮৪। পরমো মন্ত্রঃ—উৎকৃষ্ট মন্ত্রস্বরূপ, ৮৫ সর্বভাবকরঃ—সমস্ত পদার্থসমূহের সৃষ্টিকারী, ৮৬। হরঃ দুঃখহরণকারী। ৪২

৮৭। কমণ্ডলুধরঃ—একহস্তে কমণ্ডলুধারী, ধন্বী—দ্বিতীয় হস্তে ধনুর্ধারণকারী, ৮৯। বাণহস্তঃ তৃতীয় হস্তে বাণধারী, ৯০। কপালবান্—চতুর্থ হস্তে কপালধারী, অশনী—পঞ্চম হস্তে বজ্রধারী, ৯১। শতঘ্নী—ষষ্ঠ হস্তে শতঘ্নীধারী, ৯২। খড়্গী—সপ্তম হস্তে খড়্গধারী, ৯৩ পট্টিশী—অষ্টম হস্তে পট্টিশধারণকারী, ৯৪ আয়ুধী নবম হস্তে সাধারণ অস্ত্রধারী, ৯৬। মহান্—সর্বশ্রেষ্ঠ। ৪৩

৯৭। প্রস্রবহস্তঃ—দশম হস্তে জলধারণকারী, ৯৮। সুরূপঃ, ৯৯। তেজঃ—তেজস্বী, তেজস্করো নিধিঃ—ভক্তগণের

দীর্ঘশ্চ হরিকেশশ্চ সুতীর্থঃ কৃষ্ণ এব চ
শৃগালরূপঃ সিদ্ধার্থো মৃতঃ সর্বতটস্থরঃ ॥ ৪৪
অক্ষশ্চ রথরূপশ্চ গন্ধধারী কপর্দনি
ঊর্ধ্বরেতা ঊর্ধ্বলিঙ্গ ঊর্ধ্বশায়ী নভঃস্থল ॥৪৬
ত্রিজটী চীরবাসাশ্চ রুদ্রঃ সেনাপতিবিভুঃ
অহশ্চরো নক্তঞ্চরস্তিগ্মমন্যুঃ সুবর্চসঃ ॥ ৪৭
গজহা দৈত্যহা কাশো লোকধাতা গুণাকরঃ
সিংহ-শার্দূলরূপশ্চ আর্দ্রচর্মাম্বরাবৃতঃ ॥৪৮
কালযোগী মহানাদঃ সর্বকামশ্চতুষ্পথঃ

ভেজোবৃদ্ধিকারী নিবন্ধরহিত, ১৭১। উকীর্ণী—মস্তকে উষ্ণীষধারী, ১৭২ সুবক্ত্রঃ—সুন্দর মুখবিশিষ্ট, ১৭৩। উদগ্রঃ—উগ্রতনু, ১৭৪ বিনতঃ—বিনম্রশীল। ৪৫

১৭৫। দীর্ঘঃ, ১৭৬ হরিকেশঃ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপ, ১৭৭। সুতীর্থঃ উত্তম তীর্থস্বরূপ, ১৭৮। কৃষ্ণঃ—সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ১৭৯। শৃগালরূপঃ শৃগালের রূপধারণকারী শিব।৩ ১৮০ সিদ্ধার্থঃ—সর্বপ্রয়োজনপূর্ণ, ১৮১ মৃতঃ—মৃত্তিকাস্বরূপ, ভিক্ষুরূপী, ১৮২ সর্বতটস্থরঃ—সমস্ত প্রাণিগণের হিতকারী। ৪৫

১৮৩ অক্ষঃ—অক্ষয়া, ১৮৪। রথরূপঃ—বহুসংখ্যক রূপধারণকারী, ১৮৫ গন্ধধারী—বৃক্ষ ও কস্তুরী প্রভৃতি সুগন্ধিত পদার্থধারণকারী, ১৮৬ কপর্দী—জটাজূটধারী, ১৮৭ ঊর্ধ্বরেতাঃ—অখণ্ড ব্রহ্মচর্যপালনকারী, ১৮৮ ঊর্ধ্বশায়ী—আকাশে শয়নকারী, ১৮৯ নভঃস্থলঃ—আকাশে বাসকারী। ৪৬

১৯১ ত্রিজটী—তিনটি জটা ধারণকারী, ১৯১ চীরবাসাঃ বল্কলবস্ত্র পরিধানকারী, ১৯২। রুদ্রঃ—দুঃখদূরকারী, ১৯৩। সেনাপতিঃ, ১৯৪ বিভুঃ—সর্বব্যাপী, ১৯৫। অহশ্চরঃ—দিনে বিচরণকারী, ১৯৭। নক্তঞ্চরঃ—রাত্রিতে বিচরণকারী, ১৯৮। তিগ্মমন্যুঃ তীব্র ক্রোধবিশিষ্ট, ১৯৯ সুবর্চসঃ—সুন্দর তেজোযুক্ত। ৪৭

২০০। গজহা—গজ (হস্তী)-রূপধারী মহাসুরের বিনাশক, ২০১। দৈত্যহা—অন্তকারি দৈত্যবধকারী, ২০২ কাশঃ—মৃত্যু অথবা বৎসরাদি সময়, ২০৩। লোকধাতা সমস্ত জগতের ধারণ-পোষণকারী, ২০৪। গুণাকরঃ—সদ্‌গুণসমূহের খনি, ২০৫। সিংহশার্দূলরূপঃ—সিংহ ও ব্যাঘ্রাদি রূপধারণকারী, ২০৬। আর্দ্রচর্মাম্বরাবৃতঃ গজাসুরের রক্তাক্ত চর্মকে বস্ত্ররূপে পরিণত করিয়া তাঁহার দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদিতকারী। ৪৮

নিশাচরঃ প্রেতচারী ভূতচারী মহেশ্বরঃ ॥ ৪৯
বহুভূতো বহুধরঃ স্বর্ভানুরমিতো গতিঃ
নৃত্যপ্রিয়ো নিত্যনর্তো নর্তকঃ সর্বলালসঃ ॥ ৫০
ঘোরো মহাতপাঃ পাশো নিত্যো গিরিরুহো নভঃ
সহস্রহস্তো বিজয়ো ব্যবসায়ো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫১
অস্বর্যশো স্বর্গদাতা বজ্রহা কামনাশকঃ
দক্ষযাগাপহারী চ সুসহো মধ্যমস্তথা ॥ ৫২
তেজোঽপহারী বলহা মুদিতোঽর্থোঽজিতোঽবরঃ
গম্ভীরঘোষো গম্ভীরো গম্ভীরবলবাহনঃ ॥ ৫৩

১৯৭। কালযোগী কালকেও যোগবলে বশকারী, ১৯৮। মহানাদঃ অনাহত ধ্বনিস্বরূপ, ১৯৯। সর্বকামঃ—সমস্ত কামনাপূরণ, ২০০ চতুষ্পথঃ—যাহাতে লাভ করিবার জন্য জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ—এই চারিটি পথ নির্দিষ্ট আছে, সেই মহাদেব, ২০১। নিশাচরঃ—রাত্রিতে বিচরণকারী, ৬১। প্রেতচারী—প্রেতগণের সহিত বিচরণকারী, ২০৩। ভূতচারী—ভূতগণের সহিত বিচরণকারী, ২০৪। মহেশ্বরঃ—ইন্দ্রাদি লোকেশ্বরগণ হইতেও মহান্। ৪৯

২০৫। বহুভূতঃ—সৃষ্টিকালে এক হইতে অনেক রূপধারণকারী, ২০৬। বহুধরঃ—বহু (সব) কিছু ধারণকারী, ২০৭। স্বর্ভানুঃ, ২০৮। অমিতঃ অনন্ত, ২০৯। গতিঃ—ভক্ত ও মুক্তাত্মাগণের প্রাপ্য, ২১০। নৃত্যপ্রিয়ঃ—তাণ্ডব নৃত্য যাঁহার প্রিয়, সেই শিব, ২১১। নিত্যনর্তঃ—নিরন্তর নৃত্যকারী, ২১২। নর্তকঃ নৃত্য করিতে ও করাইতে সমর্থ, ২১৩। সর্বলালসঃ—সকলের প্রতি স্নেহভাব জ্ঞাপনকারী। ৫০

২১৫। ঘোরঃ—ভয়ঙ্কর রূপধারী, ২১৫। মহাতপাঃ—কঠোর তপস্বী, ২১৬। পাশঃ—জীব মায়াদ্বারা পাশের দ্বারা আবদ্ধকারী, ২১৭। নিত্যঃ—বিনাশরহিত, ২১৮। গিরিরুহঃ—পর্বতে আরোহণকারী—কৈলাসবাসী, ২১৯। নভঃ—আকাশের ন্যায় অনন্ত, ২২ । সহস্রহস্তঃ, ২২১। বিজয়ঃ, ২২২। ব্যবসায়ঃ—দৃঢ়নিশ্চয়ী, ২২৩। অবস্থিতঃ—আলস্যরহিত। ৫১

২২৪। অস্বর্যঃ—অজেয়, ২২৫। স্বর্গদাতা—স্বর্গস্বরূপ, ২২৬। বজ্রহা—বজ্রের বজ্র ধ্বংসকারী, ২২৭। কামনাশকঃ—কামদেবকে বিনাশকারী, ২২৮। দক্ষযাগাপহারী—দক্ষের যজ্ঞনাশকারী, ২২৯। সুসহঃ—অতিশয় সহনশীল, ২৩০। মধ্যমঃ—মধ্যস্থ। ৫২

২৩১। তেজোঽপহারী—শত্রুর তেজ হরণকারী, ২৩২। বলহা—বলনাশক দৈত্যবধকারী, ২৩৩। মুদিতঃ—আনন্দস্বরূপ,

৩ যদিও কর্তৃক অপমানিত হইয়া প্রায়োপবিষ্ট ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা দান করিবার জন্য ইন্দ্র শৃগালরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

ন্যগ্রোধরূপো ন্যগ্রোধো মৃগকর্ণস্থিতিস্থিতিঃ
সুতীক্ষ্ণদর্শনশ্চৈব মহাকায়ো মহাননঃ ॥ ৫৪

বিশ্বক্সেনো হরির্যজ্ঞঃ সংযুগাপীড়বাহনঃ
তীক্ষ্ণতাপশ্চ হর্যশ্বঃ সহায়ঃ কর্মকালবিৎ ॥৫৫

বিষ্ণুপ্রসাদিতো যজ্ঞঃ সমুদ্রো বড়বামুখঃ।
হুতাশনসহায়শ্চ প্রশান্তাত্মা হুতাশনঃ ॥ ৫৬

উগ্রতেজা মহাতেজা জয়ো বিজয়কালবিৎ।
জ্যোতিষাময়নঃ সিদ্ধিঃ সর্ববিগ্রহ এব চ ॥ ৫৭

শিখী মুণ্ডী জটী জ্বালী মূর্তিজো মূর্ধগো বলী
বেণবী পণবী তালী বলী কালকটঙ্কটঃ ॥ ৫৮

নক্ষত্রবিগ্রহমতির্গুণবৃদ্ধিলোহগয়ঃ
প্রজাপতিবিশ্ববাহুবিভাগঃ সর্বগোঽমুখঃ ॥ ৫৯

বিমোচনঃ সুসরণো হিরণ্যকবচোদ্ভবঃ
মেঢ্রজো বলচারী চ মহীচারী তথৈব চ ॥ ৬০

সর্বতূর্যনিনাদী চ সর্বাতোদ্যপরিগ্রহঃ
ব্যালরূপো গুহাবাসী গুহো মালী তরঙ্গবিৎ ॥৬১

১৯৪। অর্থঃ অর্থস্বরূপ, ১৯৫। অজিতঃ অপরাজিত, ১৯৬। অবরঃ—যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কেহ নাই, ১৯৭। গম্ভীরঘোষঃ গম্ভীর শব্দকারী অথবা গম্ভীর স্বরবিশিষ্ট, ১৯৮। গম্ভীরঃ—গাম্ভীর্যযুক্ত, ১৯৯ গম্ভীরবলচারিঃ অগাধ বলশালী জলের উপর আরোহণ করত গমনকারী। ৫০

২০০ ন্যগ্রোধরূপঃ বটবৃক্ষস্বরূপ, ২০১। ন্যগ্রোধঃ—বটবৃক্ষ-নিকটবাসী, বৃক্ষকর্ণস্থিতিঃ—বটবৃক্ষের পত্রে শয়নকারী বালমুকুন্দস্বরূপ, ২০৩ বিষ্ণুঃ বিবিধ রূপে আত্মপ্রকাশকারী, ২০৪ সুতীক্ষ্ণদশনঃ—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দন্তযুক্ত, ২০৫। মহাকায়ঃ—সর্বাতিশয়ী দেহধারী, ২০৬ মহাননঃ—বিশাল মুখবিশিষ্ট অথবা সর্বতোমুখ। ৫৪

২০৭। বিশ্বক্সেনঃ—দৈত্যসৈন্যদিগকে চারিদিকে বিতাড়নকারী, ২০৮। হরিঃ—বিপদসমূহ অপহরণকারী, ২০৯। যজ্ঞঃ—যজ্ঞস্বরূপ, ২১০। সংযুগাপীড়বাহনঃ—যুদ্ধে পীড়ারহিত বাহনযুক্ত ২১১। তীক্ষ্ণতাপঃ—দুঃসহ তাপস্বরূপ, সূর্য, ২১২। হর্যশ্বঃ—হরিদ্বর্ণ অশ্বযুক্ত, ২১৩। সহায়ঃ—জীবমাত্রেরই সখা, ২১৪ কর্মকালবিৎ সকল কর্মের যথাযথ কালসম্বন্ধে অভিজ্ঞ। ৫৫

২১৫। বিষ্ণু-প্রসাদিতঃ—ভগবান্ বিষ্ণু আরাধনা করিয়া যাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়াছেন, সেই শিব, ২১৬। যজ্ঞ—বিষ্ণুস্বরূপ (যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ ইতি শ্রুতেঃ। ২১৭। সমুদ্রঃ—মহাদাগরস্বরূপী, ২১৮। বড়বামুখঃ—সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত বড়বা নামক অগ্নি-স্বরূপ, ২১৯। হুতাশনসহায়ঃ—অগ্নিসখা বায়ুরূপী, প্রশান্তাত্মা—শান্তচিত্ত, ২২১। হুতাশনঃ—অগ্নিস্বরূপ। ৫৬

২২২। উগ্রতেজাঃ—ভয়ঙ্কর তেজস্বী, ২২৩। মহাতেজাঃ, ২২৪। জয়ঃ—সংসারের জয়দাতা, ২২৫। বিজয়কালবিৎ—বিজয়ের সময়-জ্ঞানবিশিষ্ট, ২২৬। জ্যোতিষাময়নম্—জ্যোতিঃসমূহের স্থান, ২২৭ সিদ্ধিঃ সিদ্ধিস্বরূপ, ২২৮। সর্ববিগ্রহঃ—সর্বস্বরূপ। ৫৭

২২৯ শিখী শিখাধারী বৃহৎস্বরূপ, ২৩০। মুণ্ডী—শিখাহীন সন্ন্যাসী, ২৩১ জটী জটাধারী বানপ্রস্থস্বরূপ, ২৩২। জ্বালী—অগ্নির প্রজ্বলিত শিখায় সমিধ্ আহুতি দানকারী ব্রহ্মচারী, ২৩৩। মূর্তিজঃ—দেহরূপে প্রকাশিত, ২৩৪ মূর্ধগঃ—মূর্ধা—সর্বপ্রাণ চক্রে যোগরূপে বিদ্যমান, ২৩৫। বলী বলিষ্ঠ, ২৩৬। বেণবী—বংশীবাদনকারী শ্রীকৃষ্ণ, ২৩৭। পণবী পণব-নামক বাদ্যবাদনকারী, ২৩৮। তালী তালযুক্ত, ২৩৯। বলী—বলিষ্ঠদের স্বামী, ২৪০ কালকটঙ্কটঃ—ভয়ঙ্করের ভয়ঙ্কে আসুরকারী। ৫৮

২৪১। নক্ষত্রবিগ্রহমতিঃ—নক্ষত্র-গ্রহ-তারা প্রভৃতির গতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, ২৪২। গুণবৃদ্ধিঃ- গুণসমূহে নিবিষ্ট বুদ্ধি, ২৪৩। লয়ঃ—প্রলয়ের স্থান, ২৪৪। অগয়ঃ জ্ঞানের অগোচর, ২৪৫। প্রজাপতিঃ—প্রজাগণের পালক, ২৪৬। বিশ্ববাহুঃ—সর্বদিকে বাহুবিশিষ্ট, ২৪৭। বিভাগঃ—বিভাগ-স্বরূপ, ২৪৮। সর্বগঃ—সর্বব্যাপী, ২৪৯। অমুখঃ—মুখরহিত। ৫৯

২৫০ বিমোচনঃ—সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তকারী, ২৫১। সুসরণঃ—শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, ২৫২। হিরণ্যকবচোদ্ভবঃ হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তির স্থান, ২৫৩। মেঢ্রজঃ—লিঙ্গরূপে আবির্ভূত, ২৫৪। বলচারী—বলের সঞ্চারকারী, ২৫৫। মহীচারী—সমস্ত ভূতলে বিচরণকারী, ২৫৬ তথৈব—সর্বত্র স্থিত। ৬০

২৫৭ সর্বতূর্যনিনাদী—সর্বপ্রকার বাদ্য-বাদনকারী, ২৫৮। সর্বাতোদ্যপরিগ্রহঃ—সকল বাদ্যের সংগ্রহকারী, ২৫৯। ব্যালরূপী—সর্পাকার, ২৬০। গুহাবাসী—সকলের হৃদয় গুহায় বাসকারী, ২৬১। গুহঃ—কার্তিকেয়-স্বরূপ, ২৬২। মালী—মালাধারী, ২৬৩। তরঙ্গবিৎ—ক্ষুধা-পিপাসাদি ছয়টি তরঙ্গ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সাক্ষী। ৬১

ত্রিদশস্ত্রিকালধৃক্ কর্মসর্ববন্ধবিমোচনঃ
বন্ধনস্থমুরেন্দ্রাণাং যূপি শত্রুবিনাশনঃ ৬২
সাংখ্যপ্রসাদো দুর্বাসা সর্বসাধুনিষেবিতঃ।
প্রস্কন্দনো বিভাগজ্ঞোঽতুল্যো যজ্ঞবিভাগবিৎ ৬৩
সর্ববাসঃ সর্বচারী দুর্বাসা বাসবোঽমরঃ
হৈমো হেমকরোঽযজ্ঞঃ সর্ববাসী বরোত্তমঃ ৬৪
লোহিতাক্ষো মহাক্ষশ্চ বিজয়াক্ষো বিশারদঃ
সংগ্রহো নিগ্রহঃ কর্তা সর্পচীরনিবাসনঃ ৬৫
মুখ্যোঽমুখ্যশ্চ দেহশ্চ কাহলিঃ সর্বকামদঃ।
সর্বকালপ্রসাদশ্চ সুবলো বলরূপধৃক্ ৬৬
সর্বকামবরশ্চৈব সর্বদঃ সর্বতোমুখঃ।
আকাশনিধিরূপশ্চ নিপাতী ধ্রুবঃ খগঃ ৬৭
রৌদ্ররূপোঽংশুরাদিত্যো বহুরশ্মিঃ সুবর্চসী।
মনুবেগো মহাবেগো মনোবেগো নিশাচরঃ ৬৮
সর্ববাসী শ্রিয়াবাসী উপদেশকরোঽকরঃ।
মুনিরাত্মনিরালোকঃ সম্ভগ্নশ্চ সহস্রদঃ ৬৯
পক্ষী চ পক্ষরূপশ্চ অতিদীপ্তো বিশাম্পতিঃ।
উন্মাদো মদনঃ কামো অশ্বত্থোঽর্থকরো যশঃ ৭০

১৬১। ত্রিদশঃ—প্রাণিগণের তিনটি দশা (অবস্থা) -জন্ম, স্থিতি ও বিনাশের হেতুভূত, ১৬২। ত্রিকালধৃক্ - ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই তিন কালের ধারক, ১৬৩। কর্মসর্ববন্ধবিমোচনঃ—কর্মসমূহের সমস্ত বন্ধন ছেদনকারী, ১৬৪। অসুরেন্দ্রাণাং বন্ধনঃ—ব ল প্রভৃতি অসুরপতিগণের বন্ধনকারী, ১৬৫। যূপি শত্রুবিনাশনঃ—যূপে শত্রুগণের বিনাশকারী। ৬১

১৬৬। সাংখ্যপ্রসাদঃ -আত্মা ও অনাত্মার বিবেকরূপ সাংখ্যজ্ঞানের দ্বারা প্রসন্ন থাকিয়া বিরাজমান, ১৬৭। দুর্বাসাঃ—অত্রি ও অনসূয়ার পুত্র ক্রোধবতার দুর্বাসা মুনি, ১৬৮। সর্বসাধুনিষেবিতঃ—সমস্ত সাধুপুরুষগণের দ্বারা সেবিত, ১৬৯। প্রস্কন্দনঃ—ব্রহ্মাদিরও স্থানভ্রষ্টকারী, ১৭০। বিভাগজ্ঞঃ—প্রাণিগণের কর্ম ও ফলসমূহের বিভাগ যথোচিতরূপে যিনি জানেন, সেই অন্তর্যামী পুরুষ ১৭১। অতুল্যঃ—তুলনারহিত, ১৭২। যজ্ঞবিভাগবিৎ—যজ্ঞসম্বন্ধীয় হবিষ্যের বিভিন্ন বিভাগের জ্ঞানসম্পন্ন। ৬২

১৭৩। সর্ববাসঃ—সর্বত্র নিবাসকারী, ১৭৪ সর্বচারী—সর্বত্র বিচরণকারী, ১৭৫। দুর্বাসাঃ -অন্ন ও আশ্রয় বলিয়া যাঁহাকে যজ্ঞাদির আচ্ছাদন করা অসম্ভব, ১৭৬ বাসবঃ—ইন্দ্রস্বরূপ, ১৭৭। অমরঃ -অবিনাশী, ১৭৮। হৈমঃ হিমসমূহ—হিমালয়স্বরূপ, ১৭৯। হেমকরঃ—সুবর্ণের উৎপাদক, ১৮০। অযজ্ঞঃ—কর্মরহিত, ১৮১। সর্ববাসী সকলকে ধারণকারী, ১৮২ বরোত্তমঃ—বারগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ধারণকারী। ৬৪

১৮৩। লোহিতাক্ষঃ—রক্তিমলোচন, ১৮৪। মহাক্ষঃ—বিশালনেত্র, ১৮৫। বিজয়াক্ষঃ—বিজয়শীল দৃষ্টিবিশিষ্ট, ১৮৬। বিশারদঃ—বিদ্বান্, ১৮৭। সংগ্রহঃ—সংগ্রহকারী, ১৮৮। নিগ্রহঃ—উচ্ছৃঙ্খলগণের দণ্ডদাতা, ১৮৯। কর্তা—সকলের উৎপাদক, ১৯০। সর্পচীরনিবাসনঃ—সর্পের চীরধারণকারী। ৬৫

১৯১। মুখ্যঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ, ১৯২। অমুখ্যঃ—যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই, ১৯৩। দেহঃ -দেহস্বরূপ, ১৯৪। কাহলিঃ—কাহলনামক বাদ্য বাদনকারী, ১৯৫ সর্বকামদঃ—সমস্ত কামনাসমূহের দাতা, ১৯৬। সর্বকালপ্রসাদঃ—সর্বদা ফলদাতা, ১৯৭। সুবলঃ—উত্তম বলসম্পন্ন, ১৯৮। বলরূপধৃক্—বল ও রূপের আধার, ১৯৯। সর্বকামবরঃ—সমস্ত কামনাযোগ্য পদার্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—মোক্ষস্বরূপ, ২০০। সর্বদঃ—সর্ববস্তুপ্রদাতা, ২০১। সর্বতোমুখঃ সর্বত্রমুখবিশিষ্ট, ২০২। আকাশনিধিরূপঃ—আকাশের ন্যায় যাঁহা হইতে নানাপ্রকার রূপ প্রকাশিত হয়, সেই শিব, ২০৩। নিপাতী—পাপিগণকে নরকে পাতনকারী, ২০৪। অধ্রুবঃ—যাঁহার উপর কাহারও মন চলে না, তিনি, ২০৫। খগঃ -আকাশগামী। ৬৬-৬৭

২০৬। রৌদ্ররূপঃ ভয়ঙ্করস্বরূপধারী, ২০৭। অংশুঃ -কিরণস্বরূপ, ২০৮। আদিত্যঃ -অদিতিপুত্র, ২০৯। বহুরশ্মিঃ, অসংখ্য কিরণজালোদ্ভাসিত সূর্যস্বরূপ, ২১০। সুবর্চসী- উত্তম তেজস্বী, ২১১। মনুবেগঃ—বায়ুসমান বেগশালী, ২১২। মহাবেগঃ—বায়ু হইতেও অধিক বেগশালী, ২১৩। মনোবেগঃ—মনের সমান বেগবান্, ২১৪। নিশাচরঃ রাত্রিতে বিচরণকারী। ৬৮

২১৫। সর্ববাসঃ—সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে আত্মারূপে নিবাসকারী, ২১৬। শ্রিয়াবাসী—লক্ষ্মীর সহিত বাসকারী বিষ্ণুস্বরূপ, ২১৭। উপদেশকরঃ—জিজ্ঞাসুগণকে তত্ত্বসমূহ ও ধর্মীতে মৃত্যুপ্রাপ্ত জীবগণকে তারকব্রহ্ম উপদেশকারী, ২১৮। অকরঃ—কর্তৃত্বাভিমানরহিত, ২১৯। মুনিঃ - মননশীল, ২২০। আত্মনিরালোকঃ -দেহাদি উপাধি হইতে পৃথক্ থাকিয়া পর্যালোচনকারী, ২২১। সম্ভগ্নঃ—সম্যগ্‌রূপে সেবিত, ২২২। সহস্রদঃ—হাজার বস্তুদানকারী। ৬৯

২২৩। পক্ষী—পক্ষরূপধারী, ২২৪। পক্ষরূপঃ—পক্ষরূপস্বরূপ,

বামদেবশ্চ বামশ্চ প্রাগ্ দক্ষিণশ্চ বামনঃ
সিদ্ধযোগী মহর্ষিশ্চ সিদ্ধার্থঃ সিদ্ধসাধকঃ ॥ ৭১
ভিক্ষুশ্চ ভিক্ষুরূপশ্চ বিপণো মৃদুরব্যয়ঃ ।
মহাসেনো বিশাখশ্চ ষষ্টিভাগো গবাং পতিঃ ॥ ৭২
বজ্রহস্তশ্চ বিষ্কম্ভী চমূস্তম্ভন এব চ
তত্ত্বাবৃত্তকরস্তালো মধুর্মধুকলোচনঃ ॥ ৭৩
বাচস্পত্যো বাজসনো নিত্যমাশ্রমপূজিতঃ
ব্রহ্মচারী লোকচারী সর্ব্বচারী বিচারবিৎ ॥ ৭৪

ঈশান ঈশ্বরঃ কালো নিশাচারী পিনাকবান্ ।
নিমিত্তস্থো নিমিত্তঞ্চ নন্দির্নন্দিকরো হরিঃ ॥ ৭৫
নন্দীশ্বরশ্চ নন্দী চ নন্দনো নন্দিবর্দ্ধনঃ
ভগহারী নিহন্তা চ কালো ব্রহ্মা পিতামহঃ ॥ ৭৬
চতুর্মুখো মহালিঙ্গশ্চারুলিঙ্গস্তথৈব চ
লিঙ্গাধ্যক্ষঃ সুরাধ্যক্ষো যোগাধ্যক্ষো যুগাবহঃ ॥ ৭৭
বীজাধ্যক্ষো বীজকর্ত্তা অধ্যাত্মানুগতো বলঃ
ইতিহাসঃ সকল্পশ্চ গৌতমোঽথ নিশাকরঃ ॥৭৮

৩১৮। অক্ষিণীলঃ—অনন্তরোগী, ৩১৯। নিশাস্পতিঃ—প্রজাগণের পালক, ৩৩০। উষাদঃ—প্রেমে উন্মত্ত, ৩৩১। বামনঃ—বামদেবস্বরূপ, ৩৩২। বামঃ—কামনার বিষয়স্বরূপ, ৩৩৩। অবধঃ—সংসার বৃক্ষরূপী, ৩৩৪। অর্থজঃ—ধনাদি প্রদাতা, ৩৩৫। যশঃ—যশস্বরূপ ॥ ৭০

৩৩৬। বামদেবঃ—বামদেব ঋষিস্বরূপ, ৩৩৭। বামঃ—প্রাণিগণের প্রতিকূল, ৩৩৮। প্রাক্—সকলের আদি, ৩৩৯। দক্ষিণঃ—দুঃখ, ৩৪০। বামনঃ—যজ্ঞির বস্তুনকারী বামনরূপধারী, ৩৪১। সিদ্ধযোগী—সনৎকুমারাদি সিদ্ধমহাত্মাগণ, ৩৪২। মহর্ষিঃ বশিষ্ঠাদি, ৩৪৩। সিদ্ধার্থঃ—আপ্তকাম, ৩৪৪। সিদ্ধসাধকঃ—সিদ্ধ ও সাধকরূপী ॥ ৭১

৩৪৫। ভিক্ষুঃ—সন্ন্যাসী, ৩৪৬। ভিক্ষুরূপঃ—শ্রীরাম-কৃষ্ণাদির শিশুমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য ভিক্ষুরূপ ধারণকারী, ৩৪৭। বিপণঃ—ব্যবহারের অতীত, ৩৪৮। মৃদুঃ—কোমলস্বভাব, ৩৪৯। অব্যয়ঃ—অবিনাশী, ৩৫০। মহাসেনঃ—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়স্বরূপ, ৩৫১। বিশাখঃ—কার্ত্তিকেয়ের সহায়ক, ৩৫২। ষষ্টিভাগঃ—প্রহরাদি ষাটভাগে বিভক্ত সংবৎসরস্বরূপ, ৩৫৩। গবাম্পতিঃ—ইন্দ্রিয়গণের প্রভু ॥ ৭২

৩৫৪। বজ্রহস্তঃ—হাতে বজ্রধারণকারী ইন্দ্রস্বরূপ, ৩৫৫। বিষ্কম্ভী—বিস্তারযুক্ত, ৩৫৬। চমূস্তম্ভনঃ—সৈন্যসেনাস্তম্ভনকারী, ৩৫৭। তত্ত্বাবৃত্তকরঃ—যুদ্ধে রথের দ্বারা সপ্তসৈন্যনির্ম্মাণ করাকে বলে বৃত্ত এবং শত্রুসৈন্যদলকে বিদীর্ণ করিয়া অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়া আসাকে আবৃত্ত। এই উভয়ই নৈপুণ্যের সহিত প্রদর্শনকারী, ৩৫৮। তালঃ সংসারসাগরের তলস্পর্শের আধার স্থান অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ে বিশেষজ্ঞ, ৩৫৯। মধুঃ—মধুরস্বরূপ, ৩৬০। মধুকলোচনঃ মধুপানে পিঙ্গলবর্ণের নেত্রবিশিষ্ট ॥ ৭৩

৩৬১। বাচস্পত্যঃ—পুরোহিতের কার্য্যকারী, ৩৬২। বাজসেনঃ—শুক্লযজুর্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার প্রবর্ত্তক, ৩৬৩। নিত্যাশ্রমপূজিতঃ—সদা আশ্রমসমূহে পূজিত, ৩৬৪। ব্রহ্মচারী—ব্রহ্মনিষ্ঠ, ৩৬৫ লোকচারী—সমস্ত লোকসমূহে বিচরণকারী, ৩৬৬। সর্ব্বচারী—সর্ব্বত্র গমনকারী, ৩৬৭। বিচারবিৎ—সর্ব্ববিষয় বিচারে অভিজ্ঞ ॥ ৭৪

৩৬৮। ঈশানঃ—নিয়ন্তা, ৩৬৯ ঈশ্বরঃ—সকলের শাসক, ৩৭০। কালঃ—কালস্বরূপ, ৩৭১। নিশাচারী—প্রলয়কালের রাত্রিতে বিচরণকারী, ৩৭২ পিনাকবান্—পিনাক নামক ধনুর্দ্ধারী, ৩৭৩। নিমিত্তস্থঃ—অন্তর্য্যামী, ৩৭৪। নিমিত্তম্—নিমিত্ত কারণস্বরূপ, ৩৭৫। নন্দিঃ—জ্ঞানসম্পত্তিরূপ, ৩৭৬। নন্দিকরঃ—জ্ঞানরূপী সম্পত্তিদাতা, ৩৭৭। হরিঃ—বিষ্ণুস্বরূপ ॥ ৭৫

৩৭৮। নন্দীশ্বরঃ—নন্দীনামক পার্ষদের প্রভু, ৩৭৯। নন্দী—নন্দীনামক জ্ঞানরূপী, ৩৮০। নন্দনঃ—পরমানন্দ প্রদানকারী, ৩৮১। নন্দিবর্দ্ধনঃ—সমৃদ্ধি বৃদ্ধিকারী, ৩৮২। ভগহারী—ঐশ্বর্য্যাপহরণকারী, ৩৮৩। নিহন্তা—মৃত্যুরূপে সকলের বিনাশকারী, ৩৮৪। কালঃ—চৌষট্টি কলার নিবাসস্থান, ৩৮৫। ব্রহ্মা—লোকস্রষ্টা, ৩৮৬। পিতামহঃ প্রজাপতিগণেরও পিতা ॥ ৭৬

৩৮৭। চতুর্ম্মুখঃ, ৩৮৮। মহালিঙ্গঃ—মহালিঙ্গস্বরূপ, ৩৮৯। চারুলিঙ্গঃ—রমণীয় বেশধারী, ৩৯০। লিঙ্গাধ্যক্ষঃ—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসমূহের অধ্যক্ষ, ৩৯১। সুরাধ্যক্ষঃ—দেবতাগণের অধিপতি, ৩৯২। যোগাধ্যক্ষঃ—যোগের অধিপতি, ৩৯৩। যুগাবহঃ—চারিযুগের নির্ব্বাহক ॥ ৭৭

৩৯৪। বীজাধ্যক্ষঃ—কারণসমূহের অধিপতি, ৩৯৫। বীজকর্ত্তা—কারণসমূহের উৎপাদক, ৩৯৬। অধ্যাত্মানুগতঃ—অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুসরণকারী, ৩৯৭। বলঃ—বলবান্, ৩৯৮। ইতিহাসঃ মহাভারতাদি ইতিহাসস্বরূপ, ৩৯৯। সকল্পঃ কল্প—যজ্ঞসমূহের প্রয়োগ ও বিধির বিচারের সহিত বীজাংসা এবং জ্ঞানসমূহ,

যজ্ঞো যজ্ঞপতির্যজ্ঞো যজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞবাহনঃ
লোকপালোঽন্তর্হিতাত্মা প্রবাসাদিরমোঘদৃক্ ॥ ৭৯
অশ্বত্থঃ পরমো ব্রহ্ম বলহন্তা চ বৃত্রহা
নীতির্হ্যনীতিঃ শুদ্ধাত্মা শুদ্ধো মান্যো গতাগতঃ ॥ ৮০
বহুপ্রসাদঃ সুস্বপ্নো দর্পণোঽথ ত্বমিত্রজিৎ
বেদকারো মন্ত্রকারো বিদ্বান্ সমরমর্দনঃ ॥ ৮১
মহামেঘনিবাসী চ মহাঘোষো বশী বলঃ
অগ্নিজ্বালো মহাজ্বালো অতিধূম্রো হবির্ধরিঃ ॥ ৮২
ধূম্রকেতুরভূরো নিত্যো যজ্ঞী ধুমকেতনঃ
নীলস্তথাঙ্গলুব্ধশ্চ শোভনো নিয়তাশ্রয়ঃ ॥ ৮৩
ক্ষয়িতঃ ক্ষয়িতাত্মশ্চ ভাগী ভাগকরো লঘুঃ
ঊৎসঙ্গশ্চ মহাঙ্গশ্চ মহাগর্ভপরায়ণঃ ॥ ৮৪
কৃষ্ণবর্ণঃ সুবর্ণশ্চ ইন্দ্রিয়ং সর্বদেহিনাম্
মহাপাদো মহাহস্তো মহাকায়ো মহাযশাঃ ॥ ৮৫
মহামূর্ধা মহামাত্রো মহানেত্রো নিশালয়ঃ
মহাওষ্ঠো মহাকর্ণো মহোষ্ঠশ্চ মহাহনুঃ ॥ ৮৬
মহানাসো মহাকম্বুর্মহাগ্রীবঃ শ্মশানভাক্
মহাবক্ষা মহোরস্কো অন্তরাত্মা মৃগালয়ঃ ॥ ৮৭

---

৪০০ লৌকয়ঃ—ঔর্ধ্বশাস্ত্রের প্রণেতা লৌকয়মুনিস্বরূপ, ৪০১। নিষাদঃ ব্রহ্মস্বরূপ ॥ ৭৮

৪০২। যজ্ঞঃ—যজ্ঞসম্পাদনকারী, ৪০৩ যজ্ঞপতিঃ—যজ্ঞরহিত, ৪০৪ যজ্ঞাঙ্গঃ—যজ্ঞহীন পুরুষগণের আশ্রয়, ৪০৫। যজ্ঞবাহনঃ—যজ্ঞস্বরূপাধীন, ৪০৬। লোকপালঃ—জগৎসৃষ্টিকারী, ৪০৭। অন্তর্হিতাত্মা—প্রলয়কালে যিনি সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, ৪০৮। প্রবাসাদিঃ—প্রবাস হইতে প্রত্যাগমনকারী, ৪০৯। অমোঘদৃক্—অব্যর্থদর্শী, ৪১০। বেদকারঃ—বেদকর্তা, ৪১১। মন্ত্রকারঃ—মন্ত্রসমূহের আবিষ্কারকারী, ৪১২। বিদ্বান্—সর্বজ্ঞ, ৪১৩। সমরমর্দনঃ—যুদ্ধে শত্রুগণের বিনাশকারী ॥ ৭৯

৪১৪। মহামেঘনিবাসী—প্রলয়কালীন মহামেঘসমূহে নিবাসকারী, ৪১৫। মহাঘোষঃ—প্রলয়কারী, বশী—সকলকে বশীভূতকারী, ৪১৬। বলঃ—সংহারকারী, ৪১৭। অগ্নিজ্বালঃ—অগ্নি হইতেও মহাতেজস্বী, ৪১৮। অতিধূম্রঃ—কালাগ্নিরূপে সকলকে দাহ করিবার সময় অত্যন্ত ধূম্রবর্ণবিশিষ্ট, ৪১৯। হবিঃ—আহুতি প্রাপ্ত হইয়া প্রলয় অগ্নিস্বরূপ, ৪২০। ধরিঃ—ঘৃত ঘৃতাদি হোমযোগ্য পদার্থস্বরূপ ॥ ৮২

৪২১। ধূম্রঃ কর্মফলের ধারণকারী, ধূম্রবর্ণ, ৪২২। অরুণঃ—কল্যাণকারী ৪২৩ নিত্যং যজ্ঞী—সদা জেগে উঠিয়া, ৪২৪। ধূম্রকেতুঃ—অগ্নিস্বরূপ, ৪২৫। নীলঃ—শ্যামবর্ণ ইন্দ্রিয়, ৪২৬ অঙ্গলুব্ধঃ—নিজ ইন্দ্রিয়ের সৌন্দর্যে নিজেই প্রলুব্ধ, ৪২৭। শোভনঃ শোভাশালী, ৪২৮ নিয়তাশ্রয়ঃ—প্রতিষ্ঠাকর্তাধীন ॥ ৮৩

৪২৯। ক্ষয়িতঃ কল্যাণদাতা, ৪৩০। ক্ষয়িতাত্মাঃ—কল্যাণময়ী সত্তাদেহবিশিষ্ট, ৪৩১। ভাগী—যজ্ঞে ভাগ গ্রহণকারী, ৪৩২ ভাগকরঃ—যজ্ঞে হবিঃপ্রাপ্তি বিধায়কারী, ৪৩৩। লঘুঃ—ক্ষিপ্রকারী, ৪৩৪। ঊৎসঙ্গঃ—দেহরহিত, ৪৩৫। মহাঙ্গঃ—বিশাল দেহসম্পন্ন, ৪৩৬। মহাগর্ভপরায়ণঃ—হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার পরম আশ্রয় ॥ ৮৪

৪৩৭। কৃষ্ণবর্ণঃ—শ্যামবর্ণ বিষ্ণুস্বরূপ, ৪৩৮। সুবর্ণঃ—উত্তম বর্ণবিশিষ্ট, ৪৩৯। সর্বদেহিনাম্ ইন্দ্রিয়ম্—সমস্ত দেহধারী প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়সমূহের স্বরূপ, ৪৪০। মহাপাদঃ—দীর্ঘপাদযুক্ত ত্রিবিক্রমস্বরূপ, ৪৪১। মহাহস্তঃ আজানুলম্বিতবাহু, ৪৪২ মহাকায়ঃ—বিশ্বরূপ, ৪৪৩। মহাযশাঃ—মহান্ যশস্বী ॥ ৮৫

৪৪৪। মহামূর্ধা বিশাল মস্তকযুক্ত, ৪৪৫। মহামাত্রঃ—মহাপ্রমাণ ৪৪৬। মহানেত্রঃ—দীর্ঘ নয়নযুক্ত, ৪৪৭। নিশালয়ঃ—নিশা অর্থাৎ অবিদ্যার লয় স্থান, ৪৪৮। মহান্তকঃ—মৃত্যুরও মৃত্যু, ৪৪৯। মহাকর্ণঃ—দীর্ঘকর্ণশোভিত, ৪৫০ মহোষ্ঠঃ—লম্বা ওষ্ঠবিশিষ্ট ৪৫১ মহাহনুঃ—পুষ্ট ও দীর্ঘ হনুশোভিত ॥ ৮৬

৪৫২। মহানাসঃ—দীর্ঘনাসিকাযুক্ত, ৪৫৩। মহাকম্বুঃ—লম্বা কণ্ঠশোভিত, ৪৫৪। মহাগ্রীবঃ—বিশাল গ্রীবাযুক্ত, ৪৫৫। শ্মশানভাক্—শ্মশানভূমিতে ক্রীড়াকারী, ৪৫৬। মহাবক্ষাঃ—বিশাল বক্ষঃস্থলবিশিষ্ট, ৪৫৭। মহোরস্কঃ—দীর্ঘ (চওড়া) বক্ষঃস্থল

লম্বনো লম্বিতোষ্ঠশ্চ মহামায়ঃ পয়োনিধিঃ ।
মহাদন্তো মহাদংষ্ট্রো মহাজিহ্বো মহামুখঃ ॥ ৮৮
মহানখো মহারোমা মহাকোশো মহাজটঃ
প্রসন্নশ্চ প্রসাদশ্চ প্রত্যয়ো গিরিসাধনঃ ॥ ৮৯
স্নেহনোঽস্নেহনশ্চৈব অজিতশ্চ মহামুনিঃ ।
বৃক্ষাকারো বৃক্ষকেতুরনলো বায়ুবাহনঃ ॥ ৯০
গণ্ডলী মেরুধামা চ দেবাধিপতিরেব চ ।
অথর্বশীর্ষঃ সামাস্য ঋক্সহস্রামিতেক্ষণঃ ॥ ৯১

যজুঃপাদ-ভুজো গুহ্যঃ প্রকাশো জঙ্গমস্তথা
অমোঘার্থঃ প্রসাদশ্চ অভিগম্যঃ সুদর্শনঃ ॥ ৯২
উপকারঃ প্রিয়ঃ সর্বঃ কনকঃ কাঞ্চনচ্ছবিঃ
নাভির্নন্দিকরো ভাবঃ পুষ্করস্থপতিঃ স্থিরঃ ॥ ৯৩
দ্বাদশস্রাশনশ্চাস্যো যজ্ঞো যজ্ঞসমাহিতঃ
নক্তং কলিশ্চ কালশ্চ মকরঃ কালপূজিতঃ ॥ ৯৪
সগণো গণকারশ্চ ভূতবাহনসারথিঃ
ভস্মশয়ো ভস্মগোপ্তা ভস্মভূতস্তরুর্গণঃ ॥ ৯৫

শোভিত, ৮৭। অন্তরাত্মা—সকলের অন্তরাত্মা, দুর্গাসখঃ—দুর্গাশিশুকে নীয় ক্রোড়ে লইয়া অবস্থিত। ৮৭

৪৭৮। লম্বনঃ—অনেক ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, ৪৭৯। লম্বিতোষ্ঠঃ প্রলয়কালে সম্পূর্ণ বিশ্বকে নিজের গ্রাস করিবার জন্য ওষ্ঠ বিস্তার করিয়া অবস্থিত, ৪৮০। মহামায়ঃ—মহামায়াবী, ৪৮ পয়োনিধিঃ—ক্ষীরসাগরস্বরূপ, ৪৮১। মহাদন্তঃ—বৃহৎ বৃহৎ দন্তযুক্ত, ৪৮৩। মহাদংষ্ট্রঃ—বিশাল দন্ত-শোভিত, ৪৮৪। মহাজিহ্বঃ—প্রকাণ্ড জিহ্বাযুক্ত, ৪৮৫ মহামুখঃ—বিশাল মুখমণ্ডিত। ৮৮

৪৮৬। মহানখঃ—বৃহৎ বৃহৎ নখযুক্ত নৃসিংহ-স্বরূপ, ৪৮৭ মহারোমা—বিশাল রোমাবলি-যুক্ত বরাহস্বরূপ, ৪৮৮। মহাকোশঃ—অতিশয় বৃহৎ উদরযুক্ত, ৪৮৯। মহাজটঃ—দীর্ঘ জটাযুক্তিত, ৪৯০। প্রসন্নঃ—আনন্দময়, ৪৯১। প্রসাদঃ—প্রসন্ন-মূর্তি; ৪৯২। প্রত্যয়ঃ—জ্ঞানস্বরূপ, ৪৯৩। গিরিসাধনঃ—পর্বতকে যুদ্ধের অস্ত্ররূপে ব্যবহারকারী। ৮৯

৪৯৪। স্নেহনঃ—প্রজাগণের প্রতি পিতৃবৎ স্নেহকারী, ৪৯৫। অস্নেহনঃ—আসক্তিরহিত ৪৯৬ অজিতঃ—সর্বদা অপরাজিত, ৪৯৭। মহামুনিঃ—অতিশয় মননশীল, ৪৯৮ বৃক্ষাকারঃ—সংসার-বৃক্ষ-স্বরূপ, ৪৯৯। বৃক্ষকেতুঃ—বৃক্ষতুল্য উচ্চ ধ্বজশোভিত, ৫০০। অনলঃ—অগ্নিস্বরূপ, ৫০১। বায়ুবাহনঃ—বায়ুকে নিজের বাহন রূপে ব্যবহারকারী। ৯০

৫০২। গণ্ডলী—পর্বতের ন্যায় আত্মগোপন করিয়া অবস্থিত, ৫০৩। মেরুধামা—মেরুপর্বতকে নিজের নিবাসস্থান-রূপে গ্রহণকারী, ৫০৪। দেবাধিপতিঃ—দেবতাগণের অধিপতি, ৫০৫। অথর্বশীর্ষঃ—অথর্ববেদ যাঁহার মস্তক, ৫০৬। সামাস্যঃ—সামবেদ যাঁহার মুখ, ৫০৭। ঋক্সহস্রামিতেক্ষণঃ—সহস্র ঋক্ যাঁহার নেত্র। ৯১

৫০৮। যজুঃপাদভুজ—যজুর্বেদ যাঁহার হস্ত ও পদ, ৫০৯। গুহ্যঃ—গোপনীয় স্বরূপ, ৫১০ প্রকাশঃ—ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া স্বয়ংই নিজেকে তাঁহাদের সম্মুখে প্রকাশকারী, ৫১১। জঙ্গমঃ—সর্বত্র গমনাগমনকারী, ৫১২ অমোঘার্থঃ—কোন প্রার্থনা করিলে তাহা অবশ্যই সফলতা (প্রদান)-কারী, ৫ ৩। প্রসাদঃ—সদয় হইয়া শীঘ্র প্রসন্নভাব অবলম্বনকারী, ৫১৪। অভিগম্যঃ—সহজে লাভ করিবার যোগ্য, ৫১৫। সুদর্শনঃ—সুন্দর দর্শন যাঁহার অবয়ব দেখিতে অতিশয় সুন্দর। ৯২

৫১৬ উপকারঃ—উপকারকারী, ৫১৭। প্রিয়ঃ—ভক্তগণের প্রেমাস্পদ, ৫১৮ সর্বঃ—সর্বস্বরূপ, ৫১৯। কনকঃ—সুবর্ণ-স্বরূপ, ৫২০। কাঞ্চনচ্ছবিঃ—কাঞ্চনতুল্য কমনীয় কান্তিবিশিষ্ট, ৫২১ নাভিঃ—সমস্ত ভুবনের মধ্যদেশস্বরূপ, ৫২২ নন্দিকরঃ—আনন্দদাতা, ৫২৩। ভাবঃ—ব্রহ্ম-শক্তিস্বরূপ, ৫২৪। পুষ্কর স্থপতিঃ—ব্রহ্মাণ্ডরূপী পুষ্করনির্মাতা, ৫২৫। স্থিরঃ—স্থির-স্বরূপ। ৯৩

৫২৬। দ্বাদশঃ—একাদশ, রুদ্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ রুদ্র, ৫২৭। আসনঃ—সংহারকারী বলিয়া মৃত্যুস্বরূপ, ৫২৮। আস্যঃ—সকলের আধিষ্ঠানরূপ, ৫২৯। যজ্ঞঃ—যজ্ঞপুরুষ, ৫৩০। যজ্ঞ-সমাহিতঃ—যজ্ঞে সদা বিরাজমান, ৫৩১। নক্তম্—প্রলয়কালের রাত্রিস্বরূপ, ৫৩২। কলিঃ—কলির মূলস্বরূপ, ৫৩৩। কালঃ—সকলকে নিজের গ্রাসকারী কালস্বরূপ, ৫৩৪। মকরঃ—মকরাকার শিরস্ত্রাণ চক্র, ৫৩৫। কাল-পূজিতঃ—কাল অর্থাৎ মৃত্যুর দ্বারা পূজিত। ৯৪

৫৩৬। সগণঃ—প্রমথাদি গণসমূহে যুক্ত, ৫৩৭। গণকারঃ—ত্রিপুরাসুরাদি ভক্তগণকে নিজের গণমধ্যে সন্নিবিষ্টকারী, ৫৩৮। ভূতবাহনসারথিঃ—ত্রিপুরবিনাশের জন্য সমস্ত প্রাণিগণের যোগ-ক্ষেম নির্বাহকারী ব্রহ্মাকে নিজের সারথিরূপে গ্রহণকারী, ৫৩৯। ভস্মশয়ঃ—ভস্মের উপর শয়নকারী, ৫৪০। ভস্মগোপ্তা—ভস্মের

লোকপালস্তথালোকো মহাত্মা সর্বপূজিতঃ
শুক্লস্ত্রিশুক্লঃ সম্পন্নঃ শুচির্ভূতনিষেবিতঃ ॥ ৯৬

আশ্রমস্থঃ ক্রিয়াবন্তো বিশ্বকর্মমতির্বরঃ।
বিশালশাখস্তাম্রোষ্ঠো হ্রদুদ্ভালঃ সুনিশ্চলঃ ॥ ৯৭

কপিলঃ কপিশঃ শুক্ল আয়ুষ্যৈব পরোঽপরঃ।
গন্ধর্বো হ্রদিতিস্তার্ক্ষ্যঃ সুবিজ্ঞেয়ঃ সুশারদঃ ॥ ৯৮

পরশ্বধায়ুধো দেবো অনুকারী সুবান্ধবঃ।
তুম্ববীণো মহাক্রোধ ঊর্ধ্বরেতা জলেশয়ঃ ॥ ৯৯

ঊর্দ্ধো বাশকরো বাহ্যো বাশনাথো হ্রনিন্দিতঃ।
সর্বাজ্ঞরূপো বায়ব্যো মুক্তদো হ্রনিলোঽনলঃ ॥ ১০০

বন্ধনো বন্ধকর্তা চ সুবন্ধনবিমোচনঃ।
সমজ্যাতিঃ সমাকাশস্তমধ্যাকরস্ত্রিলো মহাভুজঃ ॥ ১০১

বহুধা নিন্দিতঃ শর্বঃ শঙ্করঃ শঙ্করোঽধনঃ
অমরেশো মহাদেবো বিশ্বদেবঃ সুরারিহা ॥ ১০২

অহির্বুধ্ন্যোঽনিলাভশ্চ চেকিতানো হবিষ্যদ্বা।
অজৈকপাচ্চ কাপালী ত্রিশঙ্কুরজিতঃ শিবঃ ॥ ১০৩

ধারা ব্রহ্মচারী. ৫৯১। শুক্লত্রিঃ—শুক্লবরণঃ ৫৯২ শুচিঃ—শুক্লবরণ, ৫৯৩ সম্পন্নঃ—তৃপ্তিপ্রাপ্তি ও অনিচ্ছেদাদি পার্থক্যবরণ। ৯৬

৫৯৪ লোকপালঃ—ত্রিভুবন রক্ষণের পালনকারী. ৫৯৫। আলোকঃ—লোকপালক, ৫৯৬। মহাত্মা, ৫৯৭ সর্বপূজিতঃ, ৫৯৮। শুক্লঃ—শুক্লবরণ, ৫৯৯ ত্রিশুক্লঃ. মন, বাক্য ও কর্মের —এই তিনটি যাহার শুক্ল, ৫৯০। সম্পন্নঃ—সমস্ত সম্পদযুক্ত. ৫৯১ শুচিঃ—স্বয়ং পবিত্র, ভূতনিষেবিতঃ—সমস্ত প্রাণিগণের দ্বারা সেবিত। ৯৯

৫৯৩। আশ্রমস্থঃ—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রমে ধর্মরূপে অবস্থিত, ৫৯৪। ক্রিয়াবন্তঃ—যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহে সংলগ্ন. ৫৯৫ বিশ্বকর্মমতিঃ—সংসার রচনারূপ কর্মে কুশল, ৫৯৬। বরঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ, ৫৯৭। বিশালশাখঃ—দীর্ঘবাহুবিশিষ্ট, ৫৯৮ তাম্রোষ্ঠঃ—রক্তবর্ণ ওষ্ঠবিশিষ্ট ৫৯৯। অরুণাক্ষঃ—রক্ত-নেত্র—সাধনরূপ, ৬০০। সুনিশ্চলঃ—সর্বদা নিশ্চলরূপ। ৯৭

৫৯৫। কপিলঃ—কপিলবর্ণ, ৫৯৬। কপিশঃ—পীতবর্ণ, ৫৯৭। শুক্লঃ—শ্বেতবর্ণ, ৫৯৮ আয়ুঃ—জীবনরূপ, ৫৯৯। পরঃ—প্রাচীন, ৬০০। অপরঃ—অর্বাচীন, ৬০১। গন্ধর্বঃ—চিত্ররথাদিগন্ধর্বরূপ, ৬০২। অদিতিঃ—দেবমাতা অদিতিস্বরূপ, ৬০৩। তার্ক্ষ্যঃ—বিস্তারনাম গরুড়রূপ, ৬০৪। সুবিজ্ঞেয়ঃ—সহজে জানিবার যোগ্য, ৬০৫। সুশারদঃ—উত্তম বাক্যভাষী। ৯৮

৬০৬। পরশ্বধায়ুধঃ—পরশুকে অস্ত্ররূপে ধারণকারী পরশু-ধারণকর্তা, ৬০৭। দেবঃ—মহাদেবস্বরূপ, ৬০৮। অনুকারী—শুক্লপক্ষের অনুকরণকারী, ৬০৯। সুবান্ধবঃ—উত্তম বান্ধবস্বরূপ, ৬১০। তুম্ববীণঃ—তুম্বুরুকে বীণারূপে ধারণকারী, ৬১১। মহাক্রোধঃ—প্রলয়কালে তাণ্ডব ক্রোধ প্রকাশকারী. ৬১২। ঊর্ধ্বরেতাঃ—অখণ্ডিতবীর্য. ৬১৩। জলেশয়ঃ—বিষ্ণুরূপে জলমধ্যে শয়নকারী। ৯৯

৬১৪ ঊর্দ্ধঃ—প্রলয়কালে তাণ্ডবরতধারী, ৬১৫। বাশকরঃ—বাশপ্রবর্তক, ৬১৬ বাশঃ—বাশস্বরূপ, ৬১৭। বাশনাথঃ—শ্রীকৃষ্ণ রূপে বংশীবাদ্যকারী), ৬১৮ অনিন্দিতঃ ৬১৯ সর্বাজ্ঞরূপঃ,—সর্বজ্ঞানপূর্ণ-তত্ত্বপ্রকাশকারী, ৬২০। বায়ব্যঃ, ৬২১। মুক্তদঃ—নির্বাণ দাতা, ৬২২। অনিলঃ—বায়ুস্বরূপ, ৬২৩। অনলঃ—অগ্নি-স্বরূপ। ১০০

৬২৪। বন্ধনঃ—স্নেহবন্ধনে আবদ্ধকারী, ৬২৫ বন্ধকর্তা,—বন্ধনরূপ সংসারের নির্মাতা, ৬২৬। সুবন্ধনবিমোচনঃ—মায়ার দৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্তকারী, ৬২৭। সমজ্যাতিঃ—সমস্ত যজ্ঞের সম্পাদনের সহায়ক, ৬২৮ সমাকাশঃ—কাশবিহারী যোগিগণের সহায়তাকারী, ৬২৯ মধ্যাকরস্ত্রিলোঃ—অতিসূক্ষ্ম হইতে মহা-বৃহৎ পর্যন্ত সর্বত্র বিরাজমান, ৬৩০। মহাভুজঃ—প্রকাণ্ড বাহুধারী। ১০১

৬৩১। বহুধা নিন্দিতঃ—নিজ ও তাঁহার সমর্থকগণের দ্বারা নানাপ্রকারে নিন্দিত, ৬৩২ শর্বঃ—প্রলয়কালে সকলের সংহারকারী, ৬৩৩। শঙ্করঃ—কল্যাণকারী, ৬৩৪। অধনঃ—শুক্ল-গণের আনন্দদায়ক, ৬৩৫। অমরেশঃ—দেবগণেরও ঈশ্বর, ৬৩৬। মহাদেবঃ, ৬৩৭ বিশ্বদেবঃ ৬৩৮। সুরারিহা—দেবশত্রুগণের হন্তা। ১০২

৬৩৯। অহির্বুধ্নঃ—শেষনাগস্বরূপ, ৬৪০। অনিলাভঃ—বায়ুতুল্য বেগবান্, ৬৪১। চেকিতানঃ—অতিশয় জ্ঞানসম্পন্ন, ৬৪২। হবিষ্যঃ—হবিস্বরূপ, ৬৪৩। অজৈকপাৎ—একাদশ রুদ্রগণের মধ্যে একজন, ৬৪৪। কাপালী—দুই কপালের দ্বারা নির্মিত কপালরূপ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, ৬৪৫। ত্রিশঙ্কুঃ—ত্রিশঙ্কুরূপী, ৬৪৬। অজিতঃ—সর্বদা অপরাজিত, ৬৪৭। শিবঃ—কল্যাণস্বরূপ। ১০৩

ধনুর্ধরির্ধনুর্বেদঃ দণ্ডো দময়তাং দমঃ।
দান্তা শত্রুহন বিজ্ঞাতা ধ্রুবো ধরঃ ॥ ১০৪
প্রভাবঃ সর্বগো বায়ুরর্যমা সবিতা রবিঃ।
ঊর্ধ্বগঃ বিধাতা চ মান্ধাতা ভূতভাবনঃ ॥ ১০৫
বিভূর্বর্ণবিভাবী চ সর্বকামগুণাবহঃ।
পদ্মনাভো মহাগর্ভশ্চন্দ্রবক্ত্রোঽনিলোঽনিলঃ ॥ ১০৬
বলবাংশ্চোপশান্তশ্চ পুরাণঃ পুণ্যচঞ্চুরী।
কুরুকর্তা কুরুবাসী কুরুভূতো গুণৌষধঃ ॥ ১০৭

সর্বাশয়ো দর্ভচারী সর্বেষাং প্রাণিনাং পতিঃ।
দেবদেবঃ সুখাসক্তঃ সদসৎসর্বরত্নবিৎ ॥ ১০৮
কৈলাসগিরিবাসী চ হিমবদ্গিরিসংশ্রয়ঃ।
কুলধারী কুলকর্তা বহুবিদ্যো বহুপ্রদঃ ॥ ১০৯
বণিজো বর্ধকী বৃক্ষো বকুলশ্চন্দনচ্ছদঃ
সারগ্রীবো মহাজত্রুরলোলশ্চ মহৌষধঃ ॥ ১১০
সিদ্ধার্থকারী সিদ্ধার্থশ্ছন্দোব্যাকরণোত্তরঃ।
সিংহনাদঃ সিংহদংষ্ট্রঃ সিংহগ, সিংহবাহনঃ ॥ ১১১

৬১৫। বরত্রিঃ—মহাবৈষ্ণবরূপ, ৬১৬। ধনুর্ধরঃ—ধনুর্ধররূপ, ৬১৭। দণ্ডঃ—প্রভু ভাবিদেহরূপী, ৬১৮। দৈন্যবঃ—দমুদেবরূপ, ৬১৯। দান্তা—দমনের কারণকর্তা, ৬২০। শত্রুঃ ইন্দ্ররূপ, ৬২১ বিষ্ণু—সর্বব্যাপী নারায়ণদেব, ৬২২। বিজ্ঞঃ—জ্ঞান আত্মিতোর মধ্যে অন্তরতম, ৬২৩। ধ্রুবঃ—প্রজাপতি বিশ্বকর্মা, ৬২৪। ধরঃ—নিত্যস্বরূপ, ৬২৫। প্রভাবঃ—অষ্টৈশ্বর্য মধ্যে অন্যতম ॥ ১০৫

৬২৬ প্রভাবঃ উৎকৃষ্টভাবসম্পন্ন, ৬২৭ সর্বগো বায়ুঃ সর্বব্যাপী বায়ু—সূত্রাত্মা, ৬২৮। অর্যমা—জ্ঞান আত্মিতোর মধ্যে অন্যতম, ৬২৯। সবিতা—সম্পূর্ণ জগতের উৎপাদনকারী, ৬৩০। রবিঃ—সূর্যস্বরূপ, ৬৩১। ঊর্ধ্বগঃ—সকলাকর্ষক কিরণযুক্ত সূর্যরশ্মি, ৬৩২। বিধাতা—প্রজাগণের বিশেষরূপে ধারণ-পোষণকারী, ৬৩৩। মান্ধাতা—জীবের তৃপ্তিপ্রদানকারী, ৬৩৪। ভূতভাবনঃ সমস্ত প্রজাগণের উৎপাদক ॥ ১০৫

৬৩৫। বিভূঃ—বিবিধরূপে বিদ্যমান, ৬৩৬। বর্ণবিভাবী—শ্বেত-পীতাদি বর্ণসকলের বিবিধরূপে প্রকাশকারী, ৬৩৭। সর্বকামগুণাবহঃ—সমস্ত ভোগ ও গুণসমূহের প্রাপ্তিকারক, ৬৩৮। পদ্মনাভঃ—জীব নাভি হইতে পদ্ম উৎপাদনকারী বিষ্ণুস্বরূপ, ৬৩৯। মহাগর্ভঃ—বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে নিজ উদরমধ্যে ধারণকারী, ৬৪০। চন্দ্রবক্ত্রঃ—চন্দ্রতুল্য রমণীয় মুখশোভিত, ৬৪১। অনিলঃ—বায়ুদেব, ৬৪২। অনলঃ—অগ্নিদেব ॥ ১০৬

৬৪৩। বলবান্—শক্তিশালী, ৬৪৪। উপশান্তঃ—শান্তস্বরূপ, ৬৪৫। পুরাণঃ—পুরাণপুরুষ, ৬৪৬। পুণ্যচঞ্চুঃ—পুণ্যের দ্বারা জানিবার যোগ্য, ৬৪৭। ঈ—লক্ষ্মীস্বরূপ, ৬৪৮। কুরুকর্তা—কুরুক্ষেত্রতীর্থের বিধাতা, ৬৪৯। কুরুবাসী—কুরুক্ষেত্রনিবাসী, ৬৫০। কুরুভূতঃ—কুরুক্ষেত্রস্বরূপ, ৬৫১। গুণৌষধঃ—গুণসমূহের উৎপাদক ঔষধির ন্যায় জ্ঞান, গুণসকলের উৎপাদক ॥ ১০৭

৬৫২। সর্বাশয়ঃ—সকলের আশ্রয় ৬৫৩। দর্ভচারী—যজ্ঞবেদীর উপরে পাতিত কুশসমূহের উপর গমন করিয়া ঋষিত্ব লাভকারী, ৬৫৪। সর্বেষাং প্রাণিনাং পতিঃ—সকল প্রাণিরই পরিপালক, ৬৫৫। দেবদেবঃ—দেবতাগণেরও দেবতা, ৬৫৬। সুখাসক্তঃ—স্বীয় পরমানন্দময় স্বরূপেই রত, ৬৫৭ সৎ—সৎস্বরূপ, ৬৫৮ অসৎ—অসৎস্বরূপ, ৬৫৯। সর্বরত্নবিৎ—সমস্ত রত্নসমূহের জ্ঞাতা ॥ ১০৮

৬৬০। কৈলাসগিরিবাসী,—কৈলাসপর্বতে নিবাসকারী, ৬৬১। হিমবদ্গিরিসংশ্রয়ঃ—হিমালয় পর্বতবাসী, ৬৬২। কুলধারী—প্রবল প্রবাহরূপে নদীসকলের তীর উল্লেখকারী, ৬৬৩। কুলকর্তা—পুত্রপ্রাপ্তি বিশালাকার সন্তোষরত্নসমূহের নির্মাতা, ৬৬৪। বহুবিদ্যঃ—বহু বিদ্যাসম্পন্ন, ৬৬৫। বহুপ্রদঃ—সর্ব বিষয়েই অধিকরূপে প্রদানকারী ॥ ১০৯

৬৬৬। বণিজঃ—বৈশ্যরূপী, ৬৬৭। বর্ধকী—সংসাররূপ বৃক্ষছেদনকারী বর্ধকীস্বরূপ, ৬৬৮। বৃক্ষঃ—সংসাররূপবৃক্ষস্বরূপ, ৬৬৯ বকুলঃ—বকুলবৃক্ষস্বরূপ, ৬৭০। চন্দনঃ—চন্দনবৃক্ষস্বরূপ, ৬৭১ ছদঃ—ছাতিমবৃক্ষস্বরূপ, ৬৭২। সারগ্রীবঃ—দৃঢ় কণ্ঠযুক্ত ৬৭৩। মহাজত্রুঃ বিশাল গ্রীবাযুক্ত, ৬৭৪। অলোলঃ—অচঞ্চল, ৬৭৫। মহৌষধঃ—মহৌষধিস্বরূপ ॥ ১১০

৬৭৬। সিদ্ধার্থকারী—আশ্রিত জনগণের মনোরথ সিদ্ধকারী, ৬৭৭। সিদ্ধার্থশ্ছন্দোব্যাকরণোত্তরঃ—বেদের ব্যাখ্যায় নির্ণীত উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্তস্বরূপ, ৬৭৮। সিংহনাদঃ—সিংহের ন্যায় গর্জনকারী, ৬৭৯। সিংহদংষ্ট্রঃ—সিংহতুল্য দন্তযুক্ত, ৬৮০। সিংহগঃ—সিংহের উপর আরোহণ করিয়া গমনকারী, ৬৮১। সিংহবাহনঃ ॥ ১১১

প্রভাবান্ত্যা জগৎকালস্থালো লোকহিতোদয়ঃ
সারঙ্গো নবচক্রাঙ্গঃ কেতুমালী সভাবনঃ ॥ ১১২

ভূতালয়ো ভূতপতিরহোরাত্রমনিন্দিতঃ
বাহিতা সর্বভূতানাং নিলয়শ্চ বিভুর্ভবঃ

অঘোরঃ সংবতো ভ্রুবো ভোজনঃ প্রাণধারণঃ ॥ ১১৪

ধৃতিমান্ মতিমান্ দক্ষঃ সংকৃতশ্চ যুগাধিপঃ।
গোপালির্গোপতির্গ্রামো গোচর্মবসনো হরিঃ ॥ ১১৫

হিরণ্যবাহুশ্চ তথা গুহাপালঃ প্রবেশিনাম্
প্রকৃষ্টারিরমহার্হো জিতকামো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১১৬

সাদ্ভারশ্চ সুবাসশ্চ তপঃসক্তো রতির্নরঃ।
মহাগীতো মহানৃত্তো দুঃখরোগগণসেবিতঃ ॥ ১১৭

মহাকেতুর্মহাধাতুর্নৈকসানুচরশ্চলঃ
আবেদনীয় আদেশঃ সর্বগন্ধসুখাবহঃ ॥ ১১৮

তোরণস্তারণো বাতঃ পরিধী পতিখেচরঃ।
সংযোগো বর্ধনো বৃদ্ধো অতিবৃদ্ধো গুণাধিকঃ ॥ ১১৯

নিত্য আত্মসহায়শ্চ দেবাসুরপতিঃ পতিঃ
যুক্তশ্চ যুক্তবাহুশ্চ দেবো দিবিসুপর্বণঃ ॥ ১২০

আষাঢ়শ্চ সুষাঢ়শ্চ ধ্রুবোঽথ হরিণো হরঃ।
বপুরাবর্তমানেভ্যো বসুশ্রেষ্ঠো মহাপথঃ ॥

৬৮১। প্রভাবান্ত্যা—উৎকৃষ্টসত্ত্বাস্বরূপ, ৬৮৩। জগৎকালস্থলঃ—প্রলয়কালে জগৎসংহারকারী কালের স্থান, ৬৮৪। লোকহিতঃ—লোকহিতৈষী, ৬৮৫ ভবঃ—ভাবনকারী, ৬৮৬। সারঙ্গঃ—চাতকস্বরূপ, ৬৮৭ নবচক্রাঙ্গঃ—নূতন হংসস্বরূপ, ৬৮৮। কেতুমালী—ধ্বজপতাকারূপ মালাসমূহে অলঙ্কৃত, ৬৮৯। সম্ভাবনঃ—ধৈর্যবান ইত্যাকারী। ১১২

৬৯০। ভূতালয়ঃ—সমস্ত ভূতগণের আবাসস্বরূপ, ৬৯১। ভূতপতিঃ—সকলপ্রাণীর প্রভু, ৬৯২। অহোরাত্রম্—দিন-রাত্রিস্বরূপ, ৬৯৩। অনিন্দিতঃ। ১১৩

৬৯৪। সর্বভূতানাং বাহিতা—সম্পূর্ণ ভূতবর্গের ভার বহনকারী, ৬৯৫ সর্বভূতানাং নিলয়ঃ—সমস্ত প্রাণিগণের নিবাসস্থান, ৬৯৬। বিভুঃ—সর্বব্যাপী, ৬৯৭ ভবঃ সত্তাস্বরূপ ৬৯৮। অঘোরঃ—অঘোরস্বরূপ, ৬৯৯। সংবতঃ—সংযমস্বরূপ, ৭০০ ধ্রুবঃ—উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতি উত্তম অশ্বরূপী, ৭০১ ভোজনঃ—অন্নদাতা, ৭০২ প্রাণধারণঃ—সকলের প্রাণরক্ষাকারী। ১১৪

৭০৩। ধৃতিমান্—ধৈর্যশালী, ৭০৪ মতিমান্—বুদ্ধিমান্, ৭০৫। দক্ষঃ—চতুর, ৭০৬। সংকৃতঃ—সকলের দ্বারা সম্মানিত, ৭০৭। যুগাধিপঃ—যুগসমূহের পরিপালক, ৭০৮। গোপালিঃ—ইন্দ্রিয়সমূহের পালক, ৭০৯ গোপতিঃ—গোসমূহের পালনকর্তা, ৭১০ গ্রামঃ—সমূহস্বরূপ, ৭১১। গোচর্মবসনঃ—গোচর্মরূপ বস্ত্র পরিধানকারী, ৭১২। হরিঃ ভক্তগণের দুঃখহরণকারী। ১১৫

৭১৩। হিরণ্যবাহুঃ—সুবর্ণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট বাহুশোভিত ৭১৪। গুহাপালঃ প্রবেশিনাম্—গুহার মধ্যে প্রবেশকারী যোগিগণের গুহারক্ষক, ৭১৫। প্রকৃষ্টারিঃ—কামক্রোধাদি শত্রুগণের ধ্বংসকারী, ৭১৬। মহার্হঃ—পরমানন্দস্বরূপ, ৭১৭। জিতকামঃ—কামবিজয়ী, ৭১৮। জিতেন্দ্রিয়ঃ। ১১৬

৭১৯। সাদ্ভারঃ—সাদ্ভারনামক স্বয়ম্বরূপ, ৭২০। সুবাসঃ—কৈলাসনামক পর্বতের স্থানে বাসকারী, ৭২১। তপঃসক্তঃ—তপস্যায় নিরত, ৭২২। রতিঃ—প্রীতিস্বরূপ, ৭২৩। নরঃ—বিরাট্ পুরুষ, ৭২৪। মহাগীতঃ—যাঁহার মাহাত্ম্য বেদশাস্ত্রের দ্বারা গান করা হইয়াছে, এরূপ মহাদেবস্বরূপ, ৭২৫ মহানৃত্তঃ—প্রকাণ্ড তাণ্ডব নৃত্যকারী, ৭২৬। দুঃখরোগগণসেবিতঃ। ১১৭

৭২৭। মহাকেতুঃ—ধ্বজস্বরূপ মহৎ লক্ষবিশিষ্ট, ৭২৮। মহাধাতুঃ—সুবর্ণস্বরূপ, ৭২৯। নৈকসানুচরঃ—মেরুগিরির অনেক শিখরে বিচরণকারী, ৭৩০। চলঃ—কারণরূপ দ্বারা যিনি গৃহীত হন না, ৭৩১। আবেদনীয়ঃ—প্রার্থনা করিবার যোগ্য, ৭৩২। আদেশঃ আজ্ঞাপ্রদানকারী, ৭৩৩। সর্বগন্ধসুখাবহঃ—সমস্ত গন্ধাদি বিষয়সমূহের সুখপ্রাপ্তিকারক। ১১৮

৭৩৪। তোরণঃ মুক্তিদ্বারস্বরূপ, ৭৩৫। তারণঃ—তারণকারী ৭৩৬। বাতঃ—বায়ুস্বরূপ, ৭৩৭। পরিধী ব্রহ্মাণ্ডের মণ্ডলস্বরূপ ৭৩৮। পতিখেচরঃ—আকাশচারীদিগের প্রভু, ৭৩৯। সংবর্ধনঃ সংযোগঃ—বৃদ্ধির হেতুভূত স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ, ৭৪০ বৃদ্ধঃ—গুণসমূহে শ্রেষ্ঠ, ৭৪১ অতিবৃদ্ধঃ—সর্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া অতিবৃদ্ধ, ৭৪২ গুণাধিকঃ—জ্ঞান-ঐশ্বর্যাদি গুণসকলের দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিকতর। ১১৯

৭৪৩। নিত্য আত্মসহায়ঃ—আত্মার ন্যায় সহায়তাকারী, ৭৪৪। দেবাসুরপতিঃ—দেবতা ও অসুরগণের পালক, ৭৪৫। পতিঃ—সকলের পালক, ৭৪৬। যুক্তঃ—ভক্তদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য উদ্যত ৭৪৭। যুক্তবাহুঃ—সকলকে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যুক্ত বাহু শোভিত, ৭৪৮। দেবো দিবিসুপর্বণঃ—স্বর্গে যে মহান্ দেব ইন্দ্র, তাঁহারও আরাধ্য দেব। ১২০

৭৪৯। আষাঢ়ঃ—ভক্তগণকে সব কিছু সহ্য করিবার শক্তি-

শিরোধারী বিমর্শশ্চ সর্বলক্ষণলক্ষিতঃ
অক্ষশ্চ রথযোগী চ সর্বযোগী মহাবলঃ ॥ ১২২

সদাত্মাত্মোঽসদাত্মাত্মতীর্থদেবো মহারথঃ
নিজীবো জীবনো মন্ত্রঃ সুতাক্ষো বহুকর্কশঃ ॥ ১২৩

মন্ত্রপ্রভূতো রত্নাক্ষো মহার্ণবনিপানবিৎ
মূলং বিশালো হ্যমৃতো ব্যক্তাব্যক্তস্তপোনিধিঃ ॥ ১২৪

আরোহণোঽধিরোহশ্চ শীলধারী মহাযশাঃ।
সেনাকল্পো মহাকল্পো যোগো যুগকরো হরিঃ ॥ ১২৫

যুগরূপো মহারূপো মহানাগহনোঽবধঃ।
ন্যায়নির্বপণঃ পাদঃ পণ্ডিতো ন্যচলোপমঃ ॥ ১২৬

বহুমালো মহামালঃ শশী হরসুলোচনঃ
বিস্তারো লবণঃ কূপস্ত্রিযুগঃ সফলোদয়ঃ ॥ ১২৭

ত্রিলোচনো বিষন্নাক্ষো মণিবিদ্ধো জটাধরঃ।
বিন্দুর্বিসর্গঃ সুমুখঃ শরঃ সর্বায়ুধঃ সহঃ ॥ ১২৮

নিবেদনঃ সুখাজাতঃ সুগন্ধারো মহাধনুঃ।
গন্ধপালী চ ভগবানুত্থানঃ সর্বকর্মণাম্ ॥ ১২৯

ধাতা, ৭৫০। সুষাদঃ - উত্তম সহনশীল, ৭৫১। ক্ষয়ঃ-অবিচলস্বরূপ, ৭৫২। হরিঃ - শুদ্ধস্বরূপ, ৭৫৩। হরঃ—পাপহারী, ৭৫৪। আবর্তমানেজ্যো মনুঃ—স্বর্গলোক হইতে প্রত্যাবর্তনকারিগণের নূতন সৃষ্টির প্রধানকারী, ৭৫৫। বসুশ্রেষ্ঠঃ - শ্রেষ্ঠধামস্বরূপ অর্থাৎ মুক্তিস্বরূপ, ৭৫৬। ৭৫৩ মহাপথঃ - সর্বোত্তম মার্গস্বরূপ। ১২১

৭৫৭। বিমর্শঃ শিরোধারী বিচার করিয়া দুষ্টগণের শিরশ্ছেদকারী, ৭৫৮। সর্বলক্ষণলক্ষিতঃ সমস্ত শুভলক্ষণসম্পন্ন, ৭৫৯ রথযোগী—রথের সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাই বিশেষস্বরূপ, ৭৬০ সর্বযোগী—সর্বদা যোগযুক্ত, ৭৬১। মহাবলঃ - অনন্ত শক্তিশালী ॥ ১২২

৭৬২। সদাত্মাত্মঃ—বেদস্বরূপ, ৭৬৩। অসদাত্মাত্মঃ—বেদভিন্ন স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ও আগমস্বরূপ, ৭৬৪। তীর্থদেবঃ—সমস্ত তীর্থের স্বরূপ, ৭৬৫। মহারথঃ - ত্রিপুরদাহের সময় পৃথিবীরূপী বিশাল রথে আরোহণকারী, ৭৬৬। নিজীবঃ - জন্ম প্রলয়স্বরূপ ৭৬৭। জীবনঃ—জীবনদাতা, ৭৬৮। মন্ত্রঃ - প্রণবাদি মন্ত্রস্বরূপ, ৭৬৯। সুতাক্ষঃ - মঙ্গলময়ী দৃষ্টিসম্পন্ন, ৭৭০। বহুকর্কশঃ - সংহার কালে অত্যন্ত কঠোর স্বভাবযুক্ত। ১২৩

৭৭১। মন্ত্রপ্রভূতঃ - অনেক মন্ত্রের আকরস্বরূপ, ৭৭২। রত্নাক্ষঃ—রত্নসম অমবিশিষ্ট, ৭৭৩ মহার্ণবনিপানবিৎ - মহাসাগররূপী নিপানসমূহে অভিজ্ঞ, ৭৭৪। মূলম্, - সংসাররূপী বৃক্ষের কারণ, ৭৭৫। বিশালঃ—অত্যন্ত শোভাশালী, ৭৭৬। অমৃতঃ—অমৃত বা মুক্তির স্বরূপ, ৭৭৭। ব্যক্তাব্যক্তঃ - সাকার-নিরাকারস্বরূপ, ৭৭৮। তপোনিধিঃ—তপস্যার নিধিস্বরূপ। ১২৪

৭৭৯। আরোহণঃ—পরমপদে আরোহণ করিবার দ্বারস্বরূপ, ৭৮০। অধিরোহঃ—পরমপদে আরূঢ়, ৭৮১। শীলধারী—সুশীলসম্পন্ন, ৭৮২। মহাযশাঃ—মহান্ যশে শোভিত, ৭৮৩। সেনাকল্পঃ—সেনার আভরণস্বরূপ, ৭৮৪। মহাকল্পঃ—বহুমূল্য আভরণে বিভূষিত, ৭৮৫। যোগঃ—চিত্তবৃত্তির নিরোধস্বরূপ, ৭৮৬ যুগকরঃ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগের প্রবর্তক, ৭৮৭। হরিঃ—ভক্তগণের দুঃখহরণকারী। ১২৫

৭৮৮ যুগরূপঃ—যুগসমূহের স্বরূপ, ৭৮৯। মহারূপঃ—সকল রূপের শ্রেষ্ঠ, ৭৯০। মহানাগহনঃ—বিশালকায় গজাসুরবধকারী, ৭৯১। অবধঃ—মৃত্যুরহিত, ৭৯ ন্যায়নির্বপণঃ—ন্যায়োচিত দানকারী, ৭৯৩ পাদঃ -শরণাগতগণের যোগ্য (পদ্মতে ভবৈঃ ইতি পাঠঃ), ৭৯৪ পণ্ডিতঃ - জ্ঞানী, ৭৯৫। ন্যচলোপমঃ - পর্বততুল্য অবিচল। ১২৬

৭৯৬। বহুমালঃ—বহু মালাধারণকারী, ৭৯৭ মহামালঃ—বহুতী (পদ পর্যন্ত লম্বিত) মালাধারণকারী, ৭৯৮। শশী হরসুলোচনঃ চন্দ্রসদৃশ সৌম্য দৃষ্টিযুক্ত মহাদেব, ৭৯৯। বিস্তারো লবণঃ কূপঃ - বিস্তৃত লবণসমুদ্রস্বরূপ, ৮০০। ত্রিযুগঃ—সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ ও দ্বাপরযুগ—এই তিনযুগস্বরূপ, ৮০১। সফলোদয়ঃ অবতাররূপে বারবার আবির্ভাব সফলতাকারক। ১২৭

৮০২। ত্রিলোচনঃ, ৮০৩। বিষন্নাক্ষঃ অমরহিত অর্থাৎ সর্বদা নিরাকার, ৮০৪। মণিবিদ্ধঃ—মণিময় কুণ্ডলধারণোপযোগী কর্ণে ছিদ্রযুক্ত, ৮০৫ জটাধরঃ, ৮০৬। বিসর্গঃ - বিসর্জনীয়স্বরূপ, ৮০৮। সুমুখঃ, ৮০৯। শরঃ—বাণস্বরূপ, ৮১০। সর্বায়ুধঃ - সমস্ত অস্ত্রে সম্পন্ন, ৮১১। সহঃ - সহনশীল। ১২৮

৮১২। নিবেদনঃ—সর্বপ্রকার বৃত্তিহীন জ্ঞানবিশিষ্ট, ৮১৩। সুখাজাতঃ—সকল বৃত্তি লয় হইয়া যাইলে পর সুখরূপে প্রকাশিত, ৮১৪। সুগন্ধারঃ—উত্তম গন্ধযুক্ত, ৮১৫। মহাধনুঃ—পিনাকনামক বিশাল ধনুর্ধারী, ৮১৬। ভগবান্ গন্ধপালী—উত্তম গন্ধযুক্ত, ঐশ্বর্যশালী ভগবান্, ৮১৭। সর্বকর্মণামুত্থানঃ—সমস্ত কর্মের উত্থান স্থান। ১২৯

মহানো বহুলো বায়ুঃ সকলঃ সর্বলোচনঃ
তলস্তালঃ করস্থালী ঊর্ধ্বসংহননো মহান্ ॥ ১০০
হ্রস্বো সুরুচো বিখ্যাতো লোকঃ সর্বাশ্রয়ঃ ক্রমঃ
মুণ্ডো বিরূপো বিকৃতো দণ্ডী কুণ্ডী বিকুর্বণঃ ॥ ১০১
হর্যক্ষঃ ককুভো বজ্রী শতজিহ্বঃ সহস্রপাৎ
সহস্রমূর্ধা দেবেন্দ্রঃ সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ১০২
সহস্রবাহুঃ সর্বাঙ্গঃ শরণ্যঃ সর্বলোককৃৎ
পবিত্রং ত্রিককুন্মন্ত্রঃ কনিষ্ঠঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ ॥ ১০৩
ব্রহ্মদণ্ডবিনির্মাতা শতঘ্নীপাশশক্তিমান্ ।
পদ্মগর্ভো মহাগর্ভো ব্রহ্মগর্ভো জলোদ্ভবঃ ॥ ১০৪
গভস্তির্ব্রহ্মকৃদ্ ব্রহ্মী ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণো গতিঃ ।
অনন্তরূপো নৈকাত্মা তিগ্মতেজাঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ১০৫
ঊর্ধ্বগাত্মা পশুপতির্বাতরংহা মনোজবঃ
চন্দনী পদ্মনালাগ্রঃ সুরভ্যুত্তরণো নরঃ ॥ ১০৬
কর্ণিকারমহাস্রগ্বী নীলমৌলিঃ পিনাকধৃৎ
উমাপতিরুমাকান্তো জাহ্নবীধৃদ্ধুমাধবঃ ॥ ১০৭
বরো বরাহো বরদো বরেণ্যঃ সুমহাস্বনঃ
মহাপ্রসাদো দমনঃ শত্রুহা শ্বেতপিঙ্গলঃ ॥ ১০৮

---

৮১৮ বহ্বানো বহুলো বায়ুঃ—বিশ্বকে হরণ করিতে সমর্থ প্রলয়কালের মহান্ বায়ুস্বরূপ, ৯১৯। সকলঃ—সমস্ত অবয়বযুক্ত, ৯২০ সর্বলোচনঃ—সকলের দ্রষ্টা, ৯২১ তলস্তালঃ—হস্তেরই দ্বারা তালপ্রয়োগকারী, ৮১২। করস্থালী—হস্তেরই দ্বারা ভোজনপাত্রের কার্য সম্পাদনকারী (করপাত্র ৮১৩ ঊর্ধ্বসংহননঃ—দৃঢ় শরীরযুক্ত, ৮১৪। মহান্—শ্রেষ্ঠতম ॥ ১০০

৮১৫। হ্রস্বঃ—হ্রস্বের ন্যায় পাদ-ত্রাণ হইতে ভক্তগণকে সর্বতোভাবে রক্ষাকারী, ৮১৬। সুরুচঃ—উত্তম হ্রস্বস্বরূপ, ৮১৭। বিখ্যাতো লোকঃ—সুপ্রসিদ্ধ লোকস্বরূপ, ৮১৮ সর্বাশ্রয়ঃ ক্রমঃ—সকলের আশ্রয়রূপ গতি, ৮১৯। মুণ্ডঃ—মুণ্ডিতমস্তক, ৮২০। বিরূপঃ—বিকট রূপবান্, ৮২১। বিকৃতঃ—সম্পূর্ণ বিপরীত জিহ্বাদন্তের ধারণকারী, ৮২২। দণ্ডী—দণ্ডধারণকারী, ৮২৩। কুণ্ডী—কুণ্ডাকৃতি উদরধারণকারী, ৮২৪। বিকুর্বণঃ—ক্রিয়ার দ্বারা অলক্ষ্য ॥১০১

৮২৫ হর্যক্ষঃ—সিংহস্বরূপ, ৮২৬। ককুভঃ—সমস্ত দিক্‌স্বরূপ, ৮২৭। বজ্রী—বজ্রধারী, ৮২৮। শতজিহ্বঃ—শতজিহ্বাযুক্ত, ৮২৯। সহস্রপাৎ সহস্রমূর্ধা—সহস্র পদ ও সহস্র মস্তকশোভিত, ৮৩০। দেবেন্দ্রঃ—দেবতাগণের রাজা, ৮৩১। সর্বদেবময়ঃ, ৮৩২। গুরুঃ—জ্ঞানদাতা ও মন্ত্রদাতা। ১০২

৮৩৩। সহস্রবাহুঃ, ৮৩৪। সর্বাঙ্গঃ—সমস্ত অঙ্গসম্পূর্ণ, ৮৩৫। শরণ্যঃ—শরণগ্রহণের যোগ্য, ৮৩৬। সর্বলোককৃৎ—সমস্ত লোকসমূহের উৎপাদক, ৮৩৭। পবিত্রম্—পরম পাবন, ৮৩৮। ত্রিককুন্মন্ত্রঃ—ত্রিশূল গায়ত্রীস্বরূপ, ৮৩৯। কনিষ্ঠঃ—অতিশিশু পুত্রগণের মধ্যে অল্পবয়স্ক, বামনরূপধারী বিষ্ণু, ৮৪০। কৃষ্ণপিঙ্গলঃ—শ্যাম ও গৌর—হরিহরমূর্তি ॥ ১০৩

৮৪১। ব্রহ্মদণ্ডবিনির্মাতা—ব্রহ্মদণ্ডের নির্মাণকারী, ৮৪২। শতঘ্নীপাশ-শক্তিমান্—শতঘ্ন, পাশ ও শক্তি অস্ত্রধারী, ৮৪৩। পদ্মগর্ভঃ—জগদ্রূপ গর্ভধারণকারী, ৮৪৪ মহাগর্ভঃ—উদরে বেদসমূহের ধারণকারী, ৮৪৫। জলোদ্ভবঃ—এরূপ অর্থের জন্য প্রাদুর্ভূত ॥ ১০৪

৮৪৬। গভস্তিঃ—সূর্যরূপী, ৮৪৭। ব্রহ্মকৃৎ—বেদসমূহের আবিষ্কর্তা, ৮৪৮ ব্রহ্মী—বেদাধ্যায়ী, ৮৪৯। ব্রহ্মবিৎ—বেদার্থ বেত্তা, ৮৫০। ব্রাহ্মণঃ—ব্রহ্মবিৎ, ৮৫১ গতিঃ—ব্রহ্মবিদগণের পরম গতিস্বরূপ, ৮৫২। অনন্তরূপঃ—অনন্ত রূপধারী, ৮৫৩। নৈকাত্মা—অনেক শরীরধারী, ৮৫৪। তিগ্মতেজাঃ স্বয়ম্ভুবঃ—ব্রহ্মা অপেক্ষা প্রচণ্ড তেজস্বী ॥ ১০৫

৮৫৬। ঊর্ধ্বগাত্মা—দেশ-কাল-বস্তুকৃত উপাধি হইতে অতীত স্বরূপবিশিষ্ট, ৮৫৭। পশুপতিঃ—জীবগণের পরিপালক, ৮৫৮ বাতরংহাঃ—বায়ুতুল্য বেগশালী, ৮৫৯ মনোজবঃ—মনের ন্যায় বেগশালী, ৮৬০। চন্দনী—চন্দনচর্চিত অঙ্গবিশিষ্ট, ৮৬১। পদ্মনালাগ্রঃ—সমুদ্রমন্থনের মূল বিষ্ণুস্বরূপ, ৮৬২ সুরভ্যুত্তরণঃ—সুরভির নিকট অবতরণকারী, ৮৬৩। নরঃ—পুরুষস্বরূপ ॥ ১০৬

৮৬৪। কর্ণিকারমহাস্রগ্বী—কর্ণিকার পুষ্পের দ্বারা নির্মিত বিশাল মালাধারী, ৮৬৫। নীলমৌলিঃ—মস্তকে নীল মণিময় মুকুট ধারণকারী ৮৬৬। পিনাকধৃক্—পিনাকনামে প্রসিদ্ধ ধনুর্ধারী, ৮৬৭। উমাপতিঃ—উমা ব্রহ্মবিদ্যার স্বামী, ৮৬৮ উমাকান্তঃ—পার্বতীর প্রাণ-প্রিয়তম, ৮৬৯। জাহ্নবীধৃৎ—গঙ্গাকে মস্তকে ধারণকারী, ৮৭০। ঊমাধবঃ—পার্বতীপতি ॥ ১০৭

৮৭১। বরো বরাহঃ—শ্রেষ্ঠ মহাশক্তিধারী ভগবান্, ৮৭২। বরদঃ—বরদাতা, ৮৭৩। বরেণ্যঃ—বরণরূপে গ্রহণের যোগ্য, ৮৭৪। সুমহাস্বনঃ—অতিশয় ভীষণ গর্জনকারী, ৮৭৫। মহাপ্রসাদঃ—ভক্তগণের প্রতি পরম অনুগ্রহকারী, ৮৭৬। দমনঃ—শত্রুগণের দমনকারী, ৮৭৭ শত্রুহা—শত্রুনাশক, ৮৭৮। শ্বেত-পিঙ্গলঃ—অর্জুনারী-নরেশ্বর-বেশে শ্বেত ও পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট ॥ ১০৮

পীতাত্মা পরমাত্মা চ প্রযতাত্মা প্রধানভৃৎ।
সর্বপার্শ্বমুখস্ত্র্যক্ষো ধর্মসাধারণো বরঃ॥ ১৫৯
চরাচরাত্মা সূক্ষ্মাত্মা অমৃতো গোবৃষেশ্বরঃ
সাধ্যর্ষির্বসুরাদিত্যো বিশ্বকর্মা সবিতামৃতঃ॥ ১৬০
ব্যাসঃ সর্গঃ সুসংক্ষেপো বিস্তরঃ পর্যয়ো নরঃ
ঋতুঃ সংবৎসরো মাসঃ পক্ষঃ সংখ্যাসমাপনঃ॥ ১৬১
কলাঃ কাষ্ঠা লবা মাত্রা মুহূর্তাহঃক্ষপাঃ ক্ষণাঃ
বিশ্বক্ষেত্রং প্রজাবীজং লিঙ্গমাদ্যস্ত নির্গমঃ॥ ১৬২
সদসদ্ ব্যক্তমব্যক্তং পিতা মাতা পিতামহঃ
স্বর্গদ্বারং প্রজাদ্বারং মোক্ষদ্বারং ত্রিবিষ্টপম্॥ ১৬৩
নির্যাণঃ হ্লাদনশ্চৈব ব্রহ্মলোকঃ পরা গতিঃ
দেবাসুরবিমর্দাত্মা দেবাসুরপরায়ণঃ॥ ১৬৪
দেবাসুরগুরুর্দেবো দেবাসুরনমস্কৃতঃ
দেবাসুরমহামাত্রো দেবাসুরগণাশ্রয়ঃ
দেবাসুরগণাধ্যক্ষো দেবাসুরগণাগ্রণীঃ
দেবাতিদেবো দেবর্ষির্দেবাসুরবরপ্রদঃ॥ ১৬৬
দেবাসুরেশ্বরো বিশ্বো দেবাসুরমহেশ্বরঃ।
সর্বদেবময়োঽচিন্ত্যো দেবাত্মাঽঽত্মসম্ভবঃ॥ ১৬৭

৮৮৯। পীতাত্মা—হিরণ্যঃ পুরুষ, ৮৯০। পরমাত্মা—পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, ৮৯১। প্রযতাত্মা—বিশুদ্ধচিত্ত, ৮৯২। প্রধানভৃৎ—জগতের কারণভূত ত্রিগুণময় প্রধানের অধিষ্ঠানস্বরূপ, ৮৯৩। সর্বপার্শ্বমুখঃ—সমস্ত দিক্ অভিমুখে মুখ করিয়া অবস্থিত, ৮৯৪। ত্র্যক্ষঃ—ত্রিনয়নধারী, ৮৯৫। ধর্মসাধারণো বরঃ—ধর্মশাস্ত্রানুসারে বরদানকারী। ১৫৯

৮৯৬ চরাচরাত্মা—চরাচর প্রাণিগণের আত্মা, ৮৯৭। সূক্ষ্মাত্মা—অতিসূক্ষ্মস্বরূপ, ৮৯৮। অমৃতো গোবৃষেশ্বরঃ—নিত্যধর্মের ঈশ্বর, ৮৯৯। সাধ্যর্ষিঃ—সাধ্যদেবতাগণের আচার্য, ৯০০। আদিত্যো বসুঃ—অদিতিপুত্র বসু, ৯০১। সবিতামৃতঃ—ত্রিভুবনসমূহে সুশোভিত এবং জগতের সৃজনকারী অমৃতস্বরূপ সূর্য। ১৬০

৯০২। ব্যাসঃ—পুরাণ-ইতিহাসাদির দ্রষ্টা বেদব্যাসস্বরূপ, ৯০৩। সর্গঃ সুসংক্ষেপো বিস্তরঃ—সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত সৃষ্টিস্বরূপ, ৯০৪। পর্যয়ো নরঃ—সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত বৈমানস্বরূপ, ৯০৫। ঋতুঃ—ঋতুস্বরূপ, ৯০৬। সংবৎসরঃ—সংবৎসরস্বরূপ, ৯০৭। মাসঃ—মাসস্বরূপ, ৯০৮। পক্ষঃ—পক্ষস্বরূপ, ৯০৯। সংখ্যাসমাপনঃ—পূর্বোক্ত ঋতু প্রভৃতি সংখ্যাসমাপ্তিকারী পর্ব-(সংক্রান্তি, সর্গ ও পূর্ণমাসাদি) স্বরূপ। ১৬১

৯১০। কলাঃ, ৯১১। কাষ্ঠাঃ, ৯১২। লবাঃ, ৯১৩। মাত্রাঃ—(ইত্যাদিরূপে কালাবয়বস্বরূপ,। ৯১৪। মুহূর্তাহঃক্ষপাঃ—মুহূর্ত, দিন ও রাত্রিস্বরূপ, ৯১৫। ক্ষণঃ—ক্ষণরূপী, ৯১৬। বিশ্বক্ষেত্রম্—ব্রহ্মাণ্ডরূপী বৃক্ষের আধার, ৯১৭। প্রজাবীজম্—প্রজাগণের কারণস্বরূপ, ৯১৮। লিঙ্গম্—মহত্তত্ত্বস্বরূপ, ৯১৯ আদ্যো নির্গমঃ—সর্গপ্রথমে উদ্ভূত। ১৬২

৯২০। সৎ—সৎস্বরূপ, ৯২১। অসৎ—অসৎস্বরূপ, ৯২২। ব্যক্তম্—সাকারস্বরূপ, ৯২৩ অব্যক্তম্—নিরাকারস্বরূপ, ৯২৪। পিতা, ৯২৫। মাতা, ৯২৬। পিতামহঃ, ৯২৭। স্বর্গদ্বারম্—স্বর্গের সাধনস্বরূপ, ৯২৮ প্রজাদ্বারম্—প্রজার কারণ, ৯২৯। মোক্ষদ্বারম্—মোক্ষের সাধনস্বরূপ, ত্রিবিষ্টপম্—স্বর্গের সাধনস্বরূপ। ১৬৩

৯৩১। নির্যাণম্—মোক্ষস্বরূপ, ৯৩২ হ্লাদনঃ—আনন্দপ্রদানকারী, ৯৩৩ ব্রহ্মলোকঃ—ব্রহ্মলোকস্বরূপ, ৯৩৪। পরা গতিঃ—সর্বোৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ, ৯৩৫। দেবাসুরবিমর্দাত্মা—দেবতা ও অসুরগণের ক্ষয়কারী, ৯৩৬। দেবাসুরপরায়ণঃ—দেবতা ও অসুরগণের পরম আশ্রয়। ১৬৪

৯৩৭। দেবাসুরগুরুঃ—দেবতা ও অসুরগণের গুরু, ৯৩৮। দেবঃ—পরম দেবস্বরূপ, ৯৩৯। দেবাসুরনমস্কৃতঃ—দেবতা ও অসুরদিগের দ্বারা বন্দিত, ৯৪০। দেবাসুরমহামাত্রঃ—দেবতা এবং অসুরগণ হইতে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, ৯৪১ দেবাসুরগণাশ্রয়ঃ—দেবতা এবং অসুরগণের আশ্রয়রূপের যোগ্য। ১৬৫

৯৪২। দেবাসুরগণাধ্যক্ষঃ—দেবতা এবং অসুরগণের অধ্যক্ষ, ৯৪৩। দেবাসুরগণাগ্রণীঃ—দেবতা ও অসুরগণের অগ্রগামী নেতা, ৯৪৪। দেবাতিদেবঃ—দেবগণ হইতে শ্রেষ্ঠ মহাদেব, ৯৪৫। দেবর্ষিঃ—নারদস্বরূপ, ৯৪৬। দেবাসুরবরপ্রদঃ—দেবতা এবং অসুরগণকেও বরদানকারী। ১৬৬

৯৪৭। দেবাসুরেশ্বরঃ—দেবতা ও অসুরগণের ঈশ্বর, ৯৪৮। বিশ্বঃ—বিরাট্ স্বরূপ, ৯৪৯ দেবাসুরমহেশ্বরঃ—দেবতা ও অসুর সকলের মহান্ ঈশ্বর, ৯৫০ সর্বদেবময়ঃ—সমস্ত দেব স্বরূপ, ৯৫১ অচিন্ত্যঃ—অচিন্তনীয়স্বরূপ, ৯৫২। দেবতাত্মা—দেবতাদিগের আত্মস্বরূপ, ৯৫৩। আত্মসম্ভবঃ স্বয়ম্ভু, ৯৫৪। উদ্ভিৎ—বৃক্ষাদি স্বরূপ, ৯৫৫ ত্রিনিত্যঃ তিন লোকের তিন পদের দ্বারা

ঊর্দ্ধিং ত্রিবিক্রমো বৈদ্যো বিরজো নীরজোঽমরঃ
ঈড্যো হস্তীশ্বরো ব্যাঘ্রো দেবসিংহো নরর্ষভঃ ॥১৪৮
বিবুধোঽগ্রবরঃ সূক্ষ্মঃ সর্বদেবস্তপোময়ঃ
সুযুক্তঃ শোভনো বজ্রী প্রাসানাং প্রভবোঽব্যয়ঃ ॥১৪৯
গুহঃ কান্তো নিজঃ সর্গঃ পবিত্রঃ সর্বপাবনঃ।
শৃঙ্গী শৃঙ্গপ্রিয়ো বভ্রু রাজরাজো নিরামযঃ ॥ ১৫০
অভিরামঃ সুরগণো বিরামঃ সর্বসাধনঃ।
ললাটাক্ষো বিশ্বদেবো হরিণো ব্রহ্মবর্চসঃ ॥ ১৫১
স্থাবরাণাং পতিশ্চৈব নিয়মেন্দ্রিয়বর্ধনঃ।
সিদ্ধার্থঃ সিদ্ধভূতার্থোঽচিন্তাঃ সত্যব্রতঃ শুচিঃ ॥১৫২

ব্রতাধিপঃ পরং ব্রহ্ম ভক্তানাং পরমা গতিঃ।
বিমুক্তো মুক্ততেজাশ্চ শ্রীমান্ শ্রীবর্ধনো জগৎ ॥১৫৩
যথাপ্রধানং ভগবানিতি ভক্ত্যা স্তুতো ময়া।
যং ব্রহ্মাদয়ো দেবা বিদুস্তত্ত্বেন নর্ষয়ঃ ॥ ১৫৪
স্তোতব্যমর্চ্যো বন্দ্যশ্চ কঃ স্তোষ্যতি জগৎপতিম্
ভক্ত্যা ত্বেবং পুরস্কৃত্য ময়া যজ্ঞপতির্বিভুঃ ॥ ১৫৫
স্তুতোঽভ্যনুজ্ঞাং সম্প্রাপ্য স্তুতো মতিমতাং বরঃ।
শিবমেতিঃ স্তবন্ দেবং নামভিঃ পুষ্টিবর্ধনৈঃ ॥ ১৫৬
নিত্যযুক্তঃ শুচির্ভক্তঃ প্রাপ্নোত্যাত্মানমাত্মনা ॥ ১৫৭

পরিত্রাণকারী ভগবান্ যাজন. ১৫৬। বৈদ্যঃ—বৈদ্যস্বরূপ, ১৫৭। বিরজঃ—রজোগুণরহিত, ১৫৮। নীরজঃ—নির্মল, ১৫৯ অমরঃ—নাশরহিত, ১৬০। ঈড্যঃ—স্তুতিযোগ্য, ১৬১। হস্তীশ্বরঃ—ঐরাবত হস্তীর উপর ইন্দ্রস্বরূপ, ১৬২। ব্যাঘ্রঃ—ব্যাঘ্রস্বরূপ, ১৬৩। দেবসিংহঃ—দেবতাগণের মধ্যে সিংহতুল্য পরাক্রমশালী, ১৬৪ নরর্ষভঃ—মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ১৪৭-১৪৮

১৪৮। বিবুধঃ—বিশেষ জ্ঞানবান্, ১৫৯। অগ্রবরঃ—যজ্ঞসমূহের সর্বপ্রথমে ভাগগ্রহণের অধিকারী, ১৬১। সূক্ষ্মঃ—অত্যন্ত সূক্ষ্মস্বরূপ, ১৬৮। সর্বদেবঃ—সর্বদেবস্বরূপ, ১৬৯। তপোময়ঃ, ১৭০। সুযুক্তঃ—ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিবার জন্য সদা সাবধানে অবস্থিত, ১৭১। শোভনঃ—কল্যাণস্বরূপ, ১৭২ বজ্রী—বজ্রায়ুধধারী, ১৭৩। প্রাসানাং প্রভবঃ—প্রাসনামক অস্ত্রের উৎপত্তিস্থান, ১৭৪। অব্যয়ঃ—বিনাশরহিত। ১৪৯

১৫০। গুহঃ—হৃদয় গুহাবিহারস্বরূপ, ১৭৬। কান্তঃ—আনন্দের পরাকাষ্ঠারূপী, ১৭৭। নিজঃ সর্গঃ—সৃষ্টি হইতে অভিন্ন, ১৭৮। পবিত্রম্,—পরম পবিত্র, ১৭৯। সর্বপাবনঃ—সকলকে পবিত্রকারী, ১৮০। শৃঙ্গী—শৃঙ্গী নামকপ্রাণায়ামী, ১৮১। শৃঙ্গপ্রিয়ঃ—পর্বত-শিখরপ্রিয়, ১৮২। বভ্রুঃ—বিষ্ণুস্বরূপ, ১৮৩। রাজরাজঃ—রাজাদেরও রাজা অথবা কুবেরস্বরূপ, ১৮৪। নিরাময়ঃ—সর্বথা রোগরহিত। ১৫০

১৫১। অভিরামঃ—আনন্দস্বরূপ, ১৮৬। সুরগণঃ—দেব-সমূহস্বরূপ, ১৮৭। বিরামঃ—সর্ববিষয় হইতে উপরত, ১৮৮ সর্বসাধনঃ—সর্বপ্রকার সাধনার দ্বারা সাধ্য, ১৮৯। ললাটাক্ষঃ—ললাটে তৃতীয় নয়নশোভিত, ১৯০। বিশ্বদেবঃ—সম্পূর্ণ বিশ্বের দ্বারা ক্রীড়াকারী, ১৯১। হরিণঃ—মৃগস্বরূপ, ১৯২। ব্রহ্মবর্চসঃ—ব্রহ্মতেজসম্পন্ন। ১৫১

১৫২ স্থাবরাণাং পতিঃ—পর্বতসকলের পতি হিমালয়াদি-স্বরূপ, ১৯৪। নিয়মেন্দ্রিয়বর্ধনঃ—নিয়মসমূহের দ্বারা মন এবং ইন্দ্রিয়গণের দমনকারী, ১৯৫ সিদ্ধার্থঃ আনন্দময়, ১৯৬। সিদ্ধভূতার্থঃ যাঁহার সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, ১৯৭। অচিন্ত্যঃ—চিত্তের দ্বারা চিন্তনের অতীত, ১৯৮ সত্যব্রতঃ—সত্যপ্রতিজ্ঞ, ১৯৯। শুচিঃ সর্বথা শুদ্ধ। ১৫২

ব্রতাধিপঃ ব্রতসমূহের অধিপতি, ২০০১। পরম্—সর্বশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্ম দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন চিন্ময়তত্ত্ব, ২০০৩। ভক্তানাং পরমা গতিঃ—ভক্তগণের পরম গতি-স্বরূপ, ২০০৫। বিমুক্তঃ নিত্য মুক্ত, ২০০৫। মুক্ততেজাঃ—ভক্ত-শিরের উপর তেজ নিক্ষেপকারী, ২০০৬। শ্রীমান্—যোগৈশ্বর্য-সম্পন্ন, শ্রীবর্ধনঃ—ভক্তগণের সম্পত্তিবর্ধনকারী, ২০০৮। জগৎ—জগৎস্বরূপ ।১৫৩

হে কৃষ্ণ। এইরূপ বহুসংখ্যক নামসমূহের মধ্যে প্রধান প্রধান নাম সংগ্রহ করিয়া আমি সেই সবের দ্বারা ভক্তিসহকারে ভগবান্-স্বরূপের স্তব করিলাম। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ঋষিগণও যাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন না, সেই স্তবের যোগ্য, অর্চনীয় জগৎপতি শিবের স্তুতি করিতে কে সমর্থ হইবে ?১৫৪।

এইভাবে ভক্তির দ্বারা ভগবান্‌কে সন্মুখে রাখিয়া আমি তাঁহারই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ যজ্ঞপতির স্তুতি করিলাম। ১৫৫।

একাগ্রচিত্তযুক্ত ও পবিত্রভাবে স্থিত যে ভক্ত এই পুষ্টিবর্ধক নামসমূহের দ্বারা ভগবান্ শিবের স্তুতি করিবেন, তিনি স্বয়ংই সেই পরমাত্মা শিবকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ১৫৬-১৫৭

এতদ্ধি পরমং ব্রহ্ম পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ।
অবরস্তৈব দেবাশ্চ স্তবন্ত্যেতেন তৎপরম্ ॥ ১৪৮
স্তূয়মানো মহাদেবস্তুতে নিয়তাত্মভিঃ ।
ভক্তানুকম্পী ভগবানাত্মসংস্থাকরো বিভুঃ ॥ ১৪৯
তথৈব চ মনুষ্যেষু যে মনুষ্যাঃ প্রধানতঃ ।
আস্তিকাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ বহুভির্জন্মভিঃ শুচৈঃ ॥ ১৫০
ভক্ত্যা ত্বনন্যমীশানং পরং দেবং সনাতনম্ ।
কর্মণা মনসা বাচা ভাবেনামিততেজসঃ ॥ ১৫১
শরণং প্রাপ্নুবন্তশ্চ ব্রজন্ত্যপুনরাগতিম্ ।
ঊনয়িন্ নিয়তাত্মাশ্চ চিন্তয়ন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৫২
শৃণ্বন্তঃ শ্রাবয়ন্তশ্চ কথয়ন্তশ্চ যে ভবম্
স্তবন্তঃ স্তূয়মানাশ্চ তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ১৫৩
জন্মকোটিসহস্রেষু নানাসংসারযোনিষু ।
অন্তোবিগতপাপানাং তবে ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ১৫৪
উৎপন্না চ তবে ভক্তিরনন্তা সর্বভাবতঃ ।
ভাবিনঃ কারণে চাস্য সর্বমুক্তস্য সর্বথা ॥ ১৫৫
এতদ্ দেবেষু দুষ্প্রাপং মনুষ্যেষু ন লভ্যতে ।
নির্বিঘ্না নিশ্চলা রুদ্রে ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥ ১৫৬
তস্যৈব চ প্রসাদেন ভক্তিরুৎপদ্যতে নৃণাম্ ।
যেন যান্তি পরাং সিদ্ধিং তদ্ভাগবততেজসঃ ॥ ১৫৭
যে সর্বভাবানুগতাঃ প্রপদ্যন্তে মহেশ্বরম্
প্রপন্নবৎসলো দেবঃ সংসারাৎ তান্ সমুদ্ধরেৎ ॥ ১৫৮
এবমস্তে বিকুর্বন্তি দেবাঃ সংসারমোচনম্ ।
মনুষ্যাণামৃতে দেবং নাস্তা শক্তিস্তপোবলম্ ॥ ১৫৯
ইতি তেনেন্দ্রকল্পেন ভগবান্ সদসৎপতিঃ ।
কৃত্তিবাসাঃ স্তুতঃ কৃষ্ণ তথিনা স্তুতবুদ্ধিনা ॥ ১৭০
স্তবমেতং ভগবতো ব্রহ্মা স্বয়মধারয়ৎ ।
দীয়তে চ স বুদ্ধোত ব্রহ্মা শঙ্করসন্নিধৌ ॥ ১৭১

এই উত্তম বেদতুল্য স্তোত্র পরব্রহ্ম পরমাত্মস্বরূপ শিবকে নিবেদন করিয়া রাখিয়াছেন। ঋষি ও দেবতাগণও এই স্তবের দ্বারা সেই পরমাত্মা শিবের স্তুতি করেন। ১৪৮

যাঁহারা মনকে সংযত রাখিয়া এই নামসমূহের দ্বারা ভক্তবৎসল ও আত্মনিষ্ঠাপ্রদানকারী ভগবান্ মহাদেবের স্তুতি করেন, তাঁহাদের প্রতি ইনি সদাই প্রসন্ন হন। ১৪৯

এইরূপ মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা প্রধানতঃ আস্তিক ও শ্রদ্ধাবান্ এবং বহু জন্ম ধরিয়া ভক্ত স্তুতি ও ভক্তির প্রভাবে যাঁহারা মন, বাক্য এবং ক্রিয়া ও প্রেমভাবের দ্বারা শরণ করেন ও আশ্রয়ে থাকেন, চলিতে চলিতে ও বলিতে বলিতে এবং চক্ষুর উন্মেষ ও নিমেষ গ্রহণ করিতে করিতে যাঁহারা অনন্যভাবে পুনঃ পুনঃ সেই পরম সনাতনদেব ভগবান্ শিবের ধ্যান করেন, তাঁহারা অমিততেজস্বী হইয়া যান এবং যাঁহারা তাঁহারই বিষয় শুনিতে শুনিতে, শুনাইতে শুনাইতে ও তাঁহারই মহিমা যথোপযুক্ত কীর্তন করিতে করিতে এই স্তোত্রের দ্বারা তাঁহার স্তুতি করেন, তাঁহারা স্বয়ংও স্তুত্য হইয়া সদা সন্তুষ্ট থাকেন এবং পরমানন্দে বিহার করেন। ১৫০-১৬৩

কোটি সহস্র জন্ম পর্যন্ত নানাপ্রকার সংসারী যোনিতে বিচরণ করিতে করিতে যখন কোন জীব সর্বথা নিষ্পাপ হইয়া যায়, তখন তাঁহার ভগবান্ শিবে ভক্তি হয়। ১৬৪

জন্মান্তরে যে ব্যক্তি সকল সাধনসম্পন্ন হইয়া যান, তাঁহারই ভগবান্ শিবে সম্পূর্ণভাবে সর্বথা অনন্যা ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। ১৬৫

রুদ্রদেবে নিশ্চলা ও নির্বিঘ্নরূপে অনন্যা ভক্তি লাভ যদি হইয়া যায়, তবে উহা দেবগণের পক্ষেও দুর্লভ, মনুষ্যদিগের মধ্যে প্রায়শঃ এরূপ ভক্তি স্বতঃই উপলব্ধ হয় না। ১৬৬

ভগবান্ শঙ্করের কৃপাতেই মনুষ্যগণের হৃদয়ে তাঁহার অনন্যা ভক্তি উৎপন্ন হয়, যাহার দ্বারা তাঁহারা নিজেদের চিত্তকে তাঁহারই চিন্তায় নিবিষ্ট রাখিয়া পরম সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৬৭

যাঁহারা সম্পূর্ণভাবে ভক্তিযুক্ত হইয়া মহেশ্বরের শরণ গ্রহণ করেন, শরণাগতবৎসল মহাদেব তাঁহাদিগকে এই সংসার হইতে উদ্ধার করেন। ১৬৮

এইভাবে ভগবানের স্তুতির দ্বারা অন্য দেবগণও নিজেদের সংসারবন্ধন নাশ করেন ; কারণ মহাদেবের শরণগ্রহণ করা ব্যতীত এরূপ ঘোর অন্য শক্তি বা তপোবল নাই, যাহার দ্বারা মনুষ্যগণের সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ১৬৯

হে কৃষ্ণ! ইহা চিন্তা করিয়া ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী ও শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন তপস্বী মুনি গণচর্যাধারী এবং সমস্ত কার্য-কারণের অধিপতি ভগবান্ শিবের স্তুতি করিলেন। ১৭০

ভগবান্ শঙ্করের এই স্তোত্রকে ব্রহ্মা স্বয়ং নিজের হৃদয়ে ধারণ করিলেন। তিনি ভগবান্ শিবের নিকটে এই বেদতুল্য স্তুতি

ইদং পুণ্যং পবিত্রঞ্চ সর্বদা পাপনাশনম্ ।
যোগদং মোক্ষদং চৈব স্বর্গদং তোষদং তথা ॥ ১৭১
এবমেতৎ পঠেত্তে য একভক্ত্যা তু শঙ্করম্ ।
যা গতিঃ সাংখ্যযোগানাং ব্রহ্মভূতাং গতিং তদা ॥১৭৩
স্তবমেতং প্রযত্নেন সদা কৃষ্ণস্য সন্নিধৌ ।
অশ্বমেধং চরেদ্ যজ্ঞঃ প্রাপ্নুয়াদীপ্সিতং ফলম্ ॥ ১৭৪
এতদ্ রহস্যং পরমং ব্রহ্মণো হৃদি সংস্থিতম্ ।
ব্রহ্মা প্রোবাচ শক্রায় শক্রঃ প্রোবাচ মৃত্যবে ॥ ১৭৫
মৃত্যুঃ প্রোবাচ রুদ্রেভ্যো রুদ্রেভ্যস্তদ্ঋষিমাগমৎ
মন্বতা তপসা প্রাপ্তস্তদ্ঋষিনা ব্রহ্মসদ্মনি ॥ ১৭৬
তদ্ঋষিঃ প্রোবাচ শুক্রায় গৌতমায় চ ভার্গবঃ
বৈবস্বতায় মনবে গৌতমঃ প্রাহ মাধব ॥ ১৭৭
নারায়ণায় সাধ্যায় সমাধিষ্ঠায় ধীমতে ।
যমায় প্রাহ ভগবান্ সাধ্যো নারায়ণোঽচ্যুতঃ ॥ ১৭৮
নাচিকেতায় ভগবানাহ বৈবস্বতো যমঃ
মার্কণ্ডেয়ায় বার্ষ্কের নাচিকেতোঽভ্যভাষত ॥ ১৭৯
মার্কণ্ডেয়াস্মরা প্রাপ্তো নিহতেন ভবার্দনি
ভবাপ্যয়মিমং স্তব্যং স্তবং দত্তাং সুবিস্তৃতম্ ॥১৮০
স্বর্গ্যমারোগ্যমায়ুষ্যং বলং বেদেন সম্মিতম্
নাস্ত বিদ্ম বিকুর্বন্তি দানবা যক্ষ-রাক্ষসাঃ ।
পিশাচা যাতুধানা বা গুহ্যকা ভুজগা অপি ॥ ১৮১
যঃ পঠেত শুচিঃ পার্থ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ
অন্তরযোগো বর্ষং তু সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ১৮২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি সহস্রনামস্তোত্রে
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

গান করিলেন। অতএব এই স্তোত্রের জ্ঞান লাভ করা সকলেরই উচিত ॥ ১৭১

ইহা পরম পবিত্র, পুণ্যজনক এবং সর্বদা পাপনাশকারী। ইহা যোগ্য, মোক্ষ, স্বর্গ ও সন্তোষ—এই সব কিছুই প্রদান করে ॥ ১৭২

যে ব্যক্তি অনন্য ভক্তিভাবে ভগবান্ শিবের স্বরূপভূত এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি যেরূপ গতি প্রাপ্ত হন, যে গতি সাংখ্যবিদ্‌গণ ও যোগিগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৭৩

যে ভক্ত এক বৎসরকাল এই স্তোত্র সদা প্রযত্নসহকারে পাঠ করিবেন, তিনি মনোবাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ১৭৪

এই পরম রহস্যময় স্তোত্র ব্রহ্মার হৃদয়ে অবস্থিত আছেন। ব্রহ্মা ইন্দ্রকে ইহার উপদেশ করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্র মৃত্যুকে উপদেশ করেন ॥ ১৭৫

মৃত্যু একাদশ রুদ্রকে ইহার উপদেশ করেন। রুদ্রগণ হইতে তত্ত্বজ্ঞ ঋষি ইহাকে প্রাপ্ত হন। তত্ত্বজ্ঞ ঋষি ব্রহ্মলোকেই কঠোর তপস্যা করিয়া ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৭৬

মাধব! তত্ত্বজ্ঞ ঋষি শুক্রকে, শুক্র গৌতমকে এবং গৌতম বৈবস্বতমনুকে ইহার উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ১৭৭

বৈবস্বতমনু সমাধিনিষ্ঠ ও জ্ঞানী নারায়ণনামক কোন এক সাধ্য দেবতাকে এই স্তোত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতে অবিচ্যুত সেই পুরুষোত্তম নারায়ণ নামক সাধ্যদেব যমকে ইহার উপদেশ করেন ॥ ১৭৮

নাচিকেতস! ঐশ্বর্যশালী বৈবস্বত (সূর্যপুত্র) যম নাচিকেতকে এবং নাচিকেত মার্কণ্ডেয়মুনিকে এই স্তোত্র প্রদান করেন ॥ ১৭৯

শত্রুসূদন জনার্দন! মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট হইতে আমি নিয়মানুসারে এই স্তোত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম। এখন এই স্তোত্রের অধিক প্রসিদ্ধি নাই অতএব আমি তোমাকে ইহার উপদেশ করিব ॥ ১৮০

এই বেদতুল্য স্তোত্র স্বর্গ, আরোগ্য, আয়ু ও বল-বীর্য প্রদান করেন। যক্ষ, রাক্ষস, দানব, পিশাচ, যাতুধান, গুহ্যক ও নাগগণও ইহাতে বিঘ্নসৃষ্টি করিতে পারেন না ॥ ১৮১

(শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—) কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির! যে মানুষ পবিত্রভাবে ব্রহ্মচর্যপালনপূর্বক ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া এক বৎসরকাল যোগযুক্ত হইয়া এই স্তোত্র পাঠ করিবে, সেই মানুষ অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে ॥ ১৮২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে মহাদেবের সহস্রনাম-স্তোত্র-বিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

(শিবসহস্রনামপাঠমহিমকথনম্ ঋষিভিঃ ভগবতঃ শিবস্য কৃপয়াভীষ্টসিদ্ধিলাভবিষয়কস্য স্ব-স্বানুভবস্য বর্ণনং তথা শ্রীকৃষ্ণেন ভগবতঃ শিবস্য মহিমঃ কথনঞ্চ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মহাযোগী ততঃ প্রাহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ
পঠস্ব পুত্র ভদ্রং তে প্রীয়তাং তে মহেশ্বরঃ ॥ ১
পুরা পুত্র ময়া মেরৌ তপ্যতা পরমং তপঃ
পুত্রহেতোর্মহারাজ তব এষোঽনুকীর্তিতঃ ॥ ২
লব্ধবানীপ্সিতান্ কামানহং বৈ পাণ্ডুনন্দন।
তথা ত্বমপি শর্বাদ্ধি সর্বান্ কামানবাপ্স্যসি ॥ ৩
কপিলস্ত ততঃ প্রাহ সাংখ্যর্ষির্দেবসম্মতঃ
ময়া জন্মান্তরেকানি তপ্ত্বা চারাধিতো ভবঃ ॥ ৪
প্রীতশ্চ ভগবান্ জ্ঞানং বরো মম ভবাত্মকম্।
চারুশীর্ষস্ততঃ প্রাহ শক্রস্য দয়িতঃ সখা ॥
আলম্বায়ন ইত্যেবং বিশ্রুতঃ করুণাত্মকঃ ॥ ৫
ময়া লোকেশ্বরাসাদ্য তপস্তপ্ত্বা শতং সমাঃ
অযোনিজানাং দান্তানাং ধর্মজ্ঞানাং সুবর্চসাম্ ॥৬
অজরাণামদুঃখানাং শতবর্ষসহস্রিণাম্।
লব্ধঃ পুত্রশতং শর্বাৎ পুরা পাণ্ডুনৃপাত্মজ ॥ ৭
বাল্মীকিশ্চাহ ভগবান্ যুধিষ্ঠিরমিদং বচঃ
বিষাদে সাগ্নিমুনিভির্ঋষ্যৈ বৈ ভবানিতি ॥৮
উক্তঃ ক্ষণেন চাবিষ্টস্তেনাবর্ষেণ ভারত
সোঽহমীশানমনঘমশোচং শরণং গতঃ ॥ ৯
মুক্তশ্চাস্মি ততঃ পাপৈস্ততো দুঃখবিনাশনঃ।
আহ মাং ত্রিপুরঘ্নো বৈ যশস্তেঽগ্র্যং ভবিষ্যতি ॥ ১০
জামদগ্ন্যশ্চ কৌন্তেয়মিদং ধর্মভৃতাং বরঃ।
ঋষিমধ্যে স্থিতঃ প্রাহ অগস্ত্যমিব দিবাকরঃ ॥ ১১
পিতৃবিপ্রবধেনাহমার্তো বৈ পাণ্ডবাগ্রজ
শুচির্ভূত্বা মহাদেবং গতোঽস্মি শরণং নৃপ ॥ ১২

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[শিবসহস্রনামপাঠের মহিমাকথন, ঋষিগণকর্তৃক ভগবান্ শঙ্করের কৃপায় অভীষ্টসিদ্ধিলাভবিষয়ে নিজ নিজ অনুভব বর্ণন এবং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ভগবান্ শিবের মহিমাকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনিবর ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—পুত্র! তোমার কল্যাণ হউক। তুমিও এই স্তোত্র পাঠ কর, যাহাতে তোমারও উপর মহেশ্বর প্রসন্ন হন। ১

পুত্র! পুরাকালে আমি পুত্রলাভের জন্য মেরুপর্বতে কঠোর তপস্যা করি। মহারাজ! সেই সময় আমি এই স্তোত্র বহু বার পাঠ করিয়াছিলাম। ২

পাণ্ডুনন্দন! ইহার পাঠে আমি নিজের মনোবাঞ্ছিত কামনা-সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। সেইরূপ তুমিও মহাদেবের নিকট হইতে ইহার সমস্ত কামনা পূর্ণ করিতে পারিবে। ৩

তাহার পর সেখানে সাংখ্যের আচার্য দেবসম্মানিত কপিল বলিলেন—আমিও বহু জন্ম ধরিয়া ভক্তিভাবে ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করিয়াছি। ইহার দ্বারা প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ শঙ্কর আমাকে ভব-ভয়নাশক জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। ৪

তদনন্তর ইন্দ্রের প্রিয় সখা, আলম্বায়ন নামে প্রসিদ্ধ ও পরম দয়ালু আলম্বগোত্রজাত চারুশীর্ষ বলিলেন। ৫

অযোনিজ, দান্ত, ধর্মজ্ঞ, সুবর্চস, অজর, অদুঃখ, শতবর্ষসহস্রজীবী, লব্ধ পুত্রশত শর্বাৎ পুরা পাণ্ডুনৃপাত্মজ ॥ ৭

বাল্মীকি ভগবান্ যুধিষ্ঠিরমিদং বচঃ
বিষাদে সাগ্নিমুনিভির্ঋষ্যৈ বৈ ভবানিতি ॥৮
উক্তঃ ক্ষণেন চাবিষ্টস্তেনাবর্ষেণ ভারত
সোঽহমীশানমনঘমশোচং শরণং গতঃ ॥ ৯
মুক্তশ্চাস্মি ততঃ পাপৈস্ততো দুঃখবিনাশনঃ।
আহ মাং ত্রিপুরঘ্নো বৈ যশস্তেঽগ্র্যং ভবিষ্যতি ॥ ১০
জামদগ্ন্যশ্চ কৌন্তেয়মিদং ধর্মভৃতাং বরঃ।
ঋষিমধ্যে স্থিতঃ প্রাহ অগস্ত্যমিব দিবাকরঃ ॥ ১১
পিতৃবিপ্রবধেনাহমার্তো বৈ পাণ্ডবাগ্রজ
শুচির্ভূত্বা মহাদেবং গতোঽস্মি শরণং নৃপ ॥ ১২

পাণ্ডুনন্দন! পুরাকালে মেরুপর্বতে সমস্ত করত আমি শতবৎসরকাল তপস্যা করিয়া ভগবান্ শঙ্করকে সন্তুষ্ট করি। ইহার দ্বারা আমি ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে শত পুত্র প্রাপ্ত হই। তাহারা সকলেই অযোনিজ, জিতেন্দ্রিয়, বলবান্, পরমতেজস্বী, ভয়রহিত, দুঃখহীন এবং এক লক্ষ বর্ষ আয়ুষ্মান্ ছিল। ৪-৭

ইহার পর ভগবান্ বাল্মীকি রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—ভারত! এক সময় অগ্নিহোত্র মুনিগণের সহিত আমার বিবাদ হইতেছিল। সেই সময় তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে এই শাপ দিলেন যে, তুমি ব্রহ্মহত্যাকারী হও। তাঁহারা এই কথা বলিলে পরই আমি ক্ষণকালের মধ্যেই সেই অধর্মে আসক্ত হইয়া যাইলাম। তখন আমি নিষ্পাপ ও অদোষ শাস্ত্রজ্ঞানী ভগবান্ শঙ্করের শরণাপন্ন হইলাম। ইহাতে আমি সেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইলাম। তারপর সেই দুঃখনাশন ত্রিপুরঘ্ন আমাকে বলিলেন তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ যশ লাভ হইবে। ৮-১০

ইহার পর ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরশুরাম ঋষিগণের মধ্যে বর্তমান হইয়া সূর্যতুল্য প্রকাশিত হইতে হইতে সেখানে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন। ১১

জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব! নৃপ যুধিষ্ঠির! আমি পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া পিতৃবধ ও ব্রাহ্মণবধের পাপে লিপ্ত হই। ইহাতে দুঃখিত হইয়া পড়ি এবং পবিত্রভাবে মহাদেবের শরণগ্রহণ

নামভিস্তাবয়ং দেবং ততস্তুষ্টোঽভবদ্ ভবঃ
পরশুঞ্চ ততো দেবো দিব্যানাস্ত্রাণি চৈব মে ॥ ১
পাপঞ্চ তে ন ভবিতা অক্ষয়শ্চ ভবিষ্যসি।
ন প্রভবিতা মৃত্যুরজরশ্চ ভবিষ্যসি ॥ ১৪
আর্য্য মাং ভগবানেবং শিখণ্ডী শিববিগ্রহঃ
ভগবাংস্তুষ্ট মে সর্বং প্রসাদাৎ তস্য ধীমতঃ ॥ ১৫
বিশ্বামিত্রস্ততোঽহাচ ক্ষত্রিয়োঽহং তপোবলম্
ব্রাহ্মণোঽহং ভবানীতি ময়া চারাধিতো ভবঃ ॥ ১৬
তৎপ্রসাদাময়া প্রাপ্তা ব্রাহ্মণ্যা দুর্লভাঃ মহৎ
অগিতো দেবলশ্চৈব প্রাহ পাণ্ডুসুতং নৃপম্ ॥ ১৭
শাপাদ্ধক্রস্য কৌন্তেয় বিত্তো ধর্মোঽনলং তদা
তস্মে ধর্মং যশস্কাম্যামাহুশ্চৈবাদদৎ প্রভুঃ ॥ ১৮
ঋষির্ধৃৎসমদো নাম শক্রস্য দয়িতঃ সখা
প্রাহাজমীঢ়ং ভগবান্ বৃহস্পতিসমদ্যুতিঃ ॥ ১৯
যবিষ্ঠো নাম ভগবাংশ্চাক্ষুষস্য মনোঃ সুতঃ।
শতক্রতোরচিন্তায়া সত্রে বর্ষসহস্রিকে ॥ ২০
বর্তমানেঽব্রবীদ্ বাক্যং নাস্মি যাজ্যাবিতে ময়া
রথন্তরে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ন সমাপ্তিং ব্রজত্যুত ॥ ২১
সমীক্ষস্ব পুনর্বুদ্ধ্যা পাপং ত্যক্ত্বা দ্বিজোত্তম
অবজ্ঞবাহিনং পাপমকার্ষীঃ সুমহদ্যশঃ ॥ ২২
এবমুক্ত্বা মহাক্রোধঃ প্রাহ শক্রঃ পুনর্যবিঃ
প্রজয়া রহিতো দুঃখী নিত্যভীতো বনেচরঃ ॥ ২৩
দশবর্ষসহস্রাণি দশাষ্টৌ চ শতানি চ।
নষ্টপানীয়পবনে মৃগৈরন্যৈশ্চ বর্জিতে ॥ ২৪
অবক্ষীরদ্রুমে দেশে কৃকলাসনিষেবিতে
ভবিতা ত্বং মৃগঃ ক্রুদ্ধো মহাদুঃখসমন্বিতঃ ॥ ২৫
তস্য বাক্যস্য নিধনে পার্থো জাতো ভবং মৃগঃ।
ততো মাং শরণং প্রাপ্তঃ প্রাহ যোগী মহেশ্বরঃ ॥ ২৬
অক্ষয়স্তাময়শ্চৈব ভবিতা দুঃখবর্জিতঃ।
সাম্যং মমাস্ত তে সৌম্যাং মুনেরুর্ধ্বগতাং ক্রতুঃ ॥ ২৭

করিলাম। শরণাগত হইয়া আমি এই সব নামের দ্বারা ভগবানের স্তুতি করি। ইহাতে ভগবান্ মহাদেব আমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং নিজের পরশু ও দিব্যাস্ত্রপ্রদান করিয়া বলিলেন—তোমার পাপ আর থাকিবে না। তুমি যুদ্ধে অক্ষয় হইবে তোমার উপর মৃত্যুর প্রভাব থাকিবে না এবং তুমি অজর-অমর হইবে। ১২-১৪

এইরূপ কল্যাণমূর্তি ধারণকারী ভগবান্ শিব আমাকে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, আমি তৎ সমস্তই জানী মহেশ্বরের কৃপায় লাভ করিয়াছি। ১৫

তদনন্তর বিশ্বামিত্র বলিলেন,—রাজন্! যে সময় আমি ক্ষত্রিয় ছিলাম, সেই সময়ের কথা। তখন আমার মনে এই দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছিল যে, আমি ব্রাহ্মণ হইব—এই উদ্দেশ্য লইয়াই আমি ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করি এবং তাঁহার কৃপায় আমি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হই। ১৬

তাহার পর অগিত দেবল পাণ্ডুসুতরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—কুরুনন্দন! প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির! ইন্দ্রের অভিশাপে আমার ধর্ম নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু ভগবান্ শঙ্কর আমাকে ধর্ম, উত্তম যশ ও দীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন। ১৭-১৮

ইহার পর ইন্দ্রের প্রিয় সখা ও বৃহস্পতিসদৃশ তেজস্বী মুনিবর ভগবান্ ঋৎসমদ অজমীঢ়বংশজাত যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন। ১৯

চাক্ষুষমনুর পুত্র ভগবান্ যবিষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এক সময় অচিন্তনীয় শক্তিশালী শতক্রতু ইন্দ্রের এক হাজার বৎসর ব্যাপী এক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে আমি রথন্তর সাম পাঠ করিতেছিলাম, আমি সেই সামমন্ত্র উচ্চারণ করিলে পর যবিষ্ঠ আমাকে বলিলেন -দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমার এই রথন্তর সাম পাঠ ঠিক হইতেছে না। ২০-২১

দ্বিজোত্তম! তুমি পাপপূর্ণ আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া নিজের বুদ্ধি অনুসারে বিচার কর। দুর্মতে! তুমি এরূপ পাপ করিয়াছ যাহাতে এই যজ্ঞ নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। ২২

এই কথা বলিয়া মহাক্রোধী যবিষ্ঠ ভগবান্ শতক্রতুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—তুমি একাদশ সহস্র আট শতবর্ষ পর্যন্ত জল ও বায়ুরহিত, অন্যান্য পশু-পরিত্যক্ত, কেবল কৃকলাস ও সিংহসেবিত এবং যজ্ঞের অনুচিত বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ বিশাল বনে বুদ্ধিমুক্ত, দুঃখিত, সর্বদা ভীত, বনচারী, অত্যন্ত কটতর ও ক্রূর স্বভাববিশিষ্ট পশু হইয়া থাকিবে। ২৩-২৫

কুরুনন্দন! তাঁহার এই বাক্য শেষ হইতেই আমি ক্রূরস্বভাব পশু হইয়া যাইলাম। তখন আমি ভগবান্ শঙ্করের শরণাপন্ন হই। তাঁহার শরণাগত দেখিয়া আমাকে যোগী মহেশ্বর এই কথা বলিলেন। ২৬

মুনে! তুমি অক্ষয়-অমর ও দুঃখরহিত হইয়া যাইবে।

অনুগ্রহায়েবমেব করোতি ভগবান্ বিভুঃ।
পরং ধাতা বিধাতা চ সুখদুঃখে চ সর্বদা ॥ ২৮
অচিন্ত্য এষ ভগবান্ কর্মণা মনসা গিরা
ন মে তাত মুনিশ্রেষ্ঠ বিদ্যতে পণ্ডিতঃ সমঃ। ২৯
বাসুদেবস্তথোবাচ পুনর্মন্ত্রিমতাং বরঃ
সুবর্ণাক্ষো মহাদেবস্তপসা তোষিতো ময়া। ৩০
ততোঽস্য ভগবানাহ প্রীতো মাং বৈ যুধিষ্ঠির
অর্থাৎ প্রিয়তরঃ কৃষ্ণ মৎপ্রসাদাদ্ ভবিষ্যসি। ৩১
অপরাজিতশ্চ যুদ্ধেষু তেজশ্চৈবানলোপমম্
এবং সহস্রশশ্চান্যান্ মহাদেবো বরান্ দদৌ। ৩২
মণিমন্তেঽথ শৈলে বৈ পূজা সম্পূজিতো ময়া
বর্ষাণামুতসহস্রাণাং সহস্রং শতমেব চ। ৩৩
ততো মাং ভগবান্ প্রীত ইদং বচনমব্রবীৎ
বরং বৃণীষ ভদ্রং তে যত্তে মনসি বর্ততে। ৩৪

আমার সমাধান ও সুখসমৃদ্ধি লাভ তোমার হউক এবং তোমাদের উভয়ের যজমান ও পুরোহিতের এই যজ্ঞ বর্ধিত হউক। ২৭

এইভাবে সর্বব্যাপী ভগবান্ শঙ্কর সকলের উপরই অনুগ্রহ করেন। ইনিই সকলকে সর্বতোভাবে ধারণ-পোষণ করেন এবং সকলের সুখ-দুঃখ বিধানও করেন। ২৮

তাত! সমস্তাধনের শ্রেষ্ঠ বীর! এই অচিন্তনীয় ভগবান্ শিব হন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা আরাধনা করিবার যোগ্য। তাঁহার আরাধনায় এই জগতে, আজ আমার পাণ্ডিত্যের সমানকারী আর কেহই নাই। ২৯

সেই সময় বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় এই কথা বলিলেন—আমি সুবর্ণসদৃশ নেত্রবিশিষ্ট মহাদেবকে নিজের তপস্যার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছি। ৩০

যুধিষ্ঠির! তখন ভগবান্ শিব আমাকে প্রসন্নতা পূর্বক বলিলেন—কৃষ্ণ! তুমি আমার কৃপায় শ্রিয় সমস্তপদার্থ অপেক্ষা অত্যন্ত শ্রিয় হইবে। যুদ্ধে তোমার কখনও পরাজয় হইবে না এবং তুমি অগ্নিসদৃশ তেজ লাভ করিবে। ৩১।

এইরূপ মহাদেব আমাকে আরও সহস্র বর দিয়াছিলেন। পূজাকালে অন্য অবতার হইয়া আমি মণিমন্ত পর্বতের উপর লক্ষ-কোটি বর্ষকাল পর্যন্ত ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করিয়া ছিলাম। ৩২-৩৩

ততঃ প্রণম্য শিরসা ইদং বচনমব্রবম্।
যদি প্রীতো মহাদেবো ভক্ত্যা পরময়া প্রভুঃ। ৩৪
নিত্যজ্ঞানং তবেশান ভক্তির্ভবতু মে স্থিরা
এবমস্ত্বিতি ভগবাংস্তত্রোক্ত্বান্তরধীয়ত। ৩৫

শৈব্যীষবা উবাচ।

মমাষ্টগুণমৈশ্বর্যং দত্তং ভগবতা পুরা
যজ্ঞেনাজেন বলিনা বারাণস্যাং যুধিষ্ঠির। ৩৬

গর্গ উবাচ

চতুঃষষ্টীকলমদং কলাজ্ঞানং ময়াদ্ভুতম্
সরস্বত্যাস্তটে তুষ্টো মনোযজ্ঞেন শাশ্বত। ৩৮
তুল্যাং মম সহস্রং তু পুত্রানাং ব্রহ্মবাদিনাম্
আয়ুষ্টৈব সপুত্রস্য সাযুতং বৎসরশতায়ুতম্। ৩৯

পরাশর উবাচ।

প্রসাদ্যেহ পুরা শর্বং মনসাচিন্ত্যং নৃপ
মহাতপা মহাযোগী মহাত্মানঃ। ৪০

ইহাতে প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ শিব আমাকে বলিলেন—কৃষ্ণ! তোমার কল্যাণ হউক। তোমার মনে যাহা আছে, তদনুসারে কোন বর প্রার্থনা কর। ৩৪

ইহা শ্রবণ করিয়া আমি মস্তক অবনত করত প্রণাম করিয়া এই কথা বলিলাম—যদি আমার পরম ভক্তিতে প্রভু মহাদেব প্রসন্ন হন, তবে হে ঈশান! আপনার প্রতি আমার ভক্তি সর্বদা স্থির থাকুক। তখন 'এবমস্তু' এই কথা বলিয়া ভগবান্ শিব সেখানে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। ৩৪-৩৬

শৈব্যীষবা বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! পুরাকালে ভগবান্ শিব কাশীপুরীর মধ্যে অদ্ভুত এক যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি প্রদান করিয়াছিলেন। ৩৭

গর্গ বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন! আমি সরস্বতী নদীর তীরে মানস যজ্ঞ করিয়া ভগবান্ শিবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলাম। ইহাতে প্রসন্ন হইয়া তিনি আমাকে চতুঃষষ্টী কলাসমূহের অদ্ভুত জ্ঞান প্রদান করেন। আমাকে আমার তুল্য এক সহস্র ব্রহ্মবাদী পুত্রও দিয়াছিলেন এবং পুত্রগণের সহিত আমার দশ লক্ষ বৎসর আয়ু নিয়ত করিয়া দেন। ৩৮-৩৯

পরাশর বলিলেন,—নৃপ যুধিষ্ঠির! পূর্বে আমি এখানে মহাদেবকে প্রসন্ন করত মনে মনেই তাঁহার চিন্তা করিতে ছিলাম। আমার এই তপস্যার উদ্দেশ্য ছিল, মহেশ্বরের কৃপায়

বেদব্যাসঃ স্থিরাধাসো ব্রাহ্মণঃ কল্পনাধিতঃ।
অপাসাধীশিতঃ পুত্রো মম স্যাদ্ বৈ মহেশ্বরাৎ ॥ ৪১
ইতি মত্বা প্রভূ মহ্যং প্রাহ মাং সুরসত্তমঃ
যদি সম্ভাবনা বাসাঃ ফলাৎকৃষ্টো ভবিষ্যতি ॥ ৪২
সাবর্ণস্য মনোঃ সর্গে সপ্তর্ষিষ্ব ভবিষ্যতি
বেদানাং স চ বৈ বক্তা কুরুবংশকরস্তথা ॥ ৪৩
ইতিহাসস্য কর্তা চ পুত্রস্তে জগতো হিতঃ
ভবিষ্যতি মহেন্দ্রেণ সহিতঃ স মহামুনিঃ ॥ ৪৪
অজরশ্চামরশ্চৈব পরাশর সুতস্তব।
এবমুক্ত্বা স ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৪৫
যুধিষ্ঠির মহাযোগী বীর্যবানক্ষয়োঽব্যয়ঃ

মাণ্ডব্য উবাচ

অচৌরস্চৌরশঙ্কায়াং শূলে ভিন্নো হ্যহং তদা ॥ ৪৬
তত্রস্থেন ময়া দেবঃ প্রাহ মাং বৈ মহেশ্বরঃ।
মোক্ষং প্রাপ্স্যসি শূলাচ্চ ভবিষ্যসি সমাবুষি ॥ ৪৭
কল্পা শূলকৃতা চৈব ন তে বিপ্র ভবিষ্যতি।
আধিভির্ব্যাধিভিশ্চৈব বর্জিতস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ৪৮
পাদাচ্চতুর্থাৎ সম্ভূত আত্মা ধর্মানুনে তব
ত্বং ভবিষ্যসানুপমো জন্ম বৈ সফলং কুরু ॥ ৪৯
তীর্থাভিষেকঃ সকলং ত্বমবিপ্লেন চাপ্স্যসি
স্বর্গং চৈবাক্ষয়ং বিপ্র বিদধামি তবোক্তিতম্ ॥ ৫০
এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ বরেণ্যো বৃষবাহনঃ
মহেশ্বরো মহারাজ কৃত্তিবাসা মহাদ্যুতিঃ ॥ ৫১
সগণো দৈবতৈর্জুষ্টস্তত্রৈবান্তরধীয়ত

শাল্য উবাচ

বিশ্বামিত্রাভ্যনুজ্ঞাতো হ্যহং পিতরমাগতঃ ॥ ৫২
অন্ধবীক্ষ্য ততো মাতা দুঃখিতা কৃপণা ভৃশম্
কৌশিকেনাভ্যনুজ্ঞাতং পুত্রং বেদবিভূষিতম্ ॥ ৫৩
ন তাত তরুণঃ শাল্য পিতা তে পঞ্চতেঽনঘ
শ্রুত্বা জনন্যা বচনং নিরাশো গুরুদর্শনে ॥ ৫৪

মহাতপস্বী, মহাযোগী, মহাবলশালী, দয়ালু, ঐশ্বর্যশালী এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদব্যাসসেবক আমার এক পুত্র লাভ হউক ॥ ৪০-৪১

আমার এই মনোরথ জানিয়া সুরশ্রেষ্ঠ শিব আমাকে বলিলেন,—মুনি! তোমার আমার প্রতি যে সম্ভাবনা অর্থাৎ যে বর লাভ করিতে তোমার বাসনা জন্মিয়াছে, উহার ফলে তোমার কৃষ্ণ নামক পুত্র প্রাপ্তি হইবে ॥ ৪২

সাবর্ণিক মন্বন্তরের সময় যে সপ্তর্ষি হইবে, উহাতে তোমার এই পুত্র সপ্তর্ষির পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং এই বৈবস্বত মন্বন্তরে সে বেদের বক্তা, কৌরব-বংশের প্রবর্তক, ইতিহাসের নির্মাতা, জগতের হিতৈষী এবং দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত শিব মহামুনি হইবে। পরাশর! তোমার এই পুত্র সদা অজর-অমর থাকিবে। যুধিষ্ঠির! এই কথা বলিয়া মহাযোগী শক্তি-পাণী, অব্যয়ী ও নির্বিকার ভগবান্ শিব সেখানে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন ॥ ৪৩-৪৫½

মাণ্ডব্য বলিলেন,—মহেশ্বর! আমি চোর ছিলাম না, তথাপি আমাকে চুরি করার সন্দেহে শূলে আরোপিত করা হয়। সেখানে আমি মহাদেবের স্তুতি করিলাম। তখন তিনি আমাকে বলিলেন,—বিপ্রবর! তুমি শূল হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে এবং দশ কোটি বৎসরকাল জীবিত থাকিবে। তোমার দেহে শূল প্রবিষ্ট হইলেও কোন পীড়া তোমার হইবে না। তুমি আধি-ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে ॥ ৪৬-৪৮

মুনে! তোমার এই দেহ ধর্মের চতুর্থ পাদ সত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব তুমি অতুলনীয় সত্যবাদী হইবে। যাও, নিজের জন্ম সফল কর ॥ ৪৯

ব্রহ্মন্! তুমি বিনিদ্রে সমস্ত তীর্থে স্নানের সৌভাগ্য লাভ করিবে। আমি তোমাকে অক্ষয় ও তেজস্বী স্বর্গলোক প্রদান করিতেছি ॥ ৫০

মহারাজ! এই কথা বলিয়া কৃত্তিবাসা (যাঁহার চর্মের বস্ত্র পরিধানকারী) মহাতেজস্বী, বৃষভবাহন ও বরণীয় সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ মহেশ্বর নিজের গণসমূহের সহিত সেখানে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন ॥ ৫১½

শাল্য বলিলেন, রাজন্! বিশ্বামিত্র মুনির আজ্ঞা লাভ করিয়া আমি নিজের পিতাকে দর্শন করিবার জন্য গৃহে আসিলাম। সেই সময় আমার ধাত্রী দৈবের দুঃখে দুঃখিতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে আমাকে বলিলেন,—তাত! অনঘ! কৌশিক মুনির আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া গৃহে আগত, বেদবিভায় বিভূষিত, তরুণ ও জিতেন্দ্রিয় পুত্র তোমাকে তোমার পিতা দর্শন করিতে পারিলেন না ॥ ৫২-৫৩½

ধাত্রীর কথা শ্রবণ করিয়া আমি পিতার দর্শন লাভে নিরাশ হইয়া পড়িলাম এবং মনকে সংযত করিয়া মহাদেবের আরাধনা

নিয়তাত্মা মহাদেবমপশ্যং সোঽব্রবীচ্চ মাম্ ।
পিতা মাতা চ তে তত্র পুত্র মৃত্যুবিবর্জিতাঃ ॥ ৫৫
ভবিষ্যথ বিশ ক্ষিপ্রং দ্রষ্টাসি পিতরং ক্বচিৎ
অনুজ্ঞাতো ভগবতা পুনঃ গত্বা যুধিষ্ঠির ॥ ৫৬
অপশ্যং পিতরং তাত ইষ্টিং কৃত্বা বিনির্গতম্
উপস্পৃশ্য গৃহীত্বেষ্টং কুশাংশ্চ শরণাকুলম্ ॥ ৫৭
তাং বিসৃজ্য চ মাং প্রাহ পিতা মাত্রাভিলক্ষণঃ ।
প্রণমন্তং পরিষজ্য মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় পাণ্ডব ॥ ৫৮
দিষ্ট্যা দৃষ্টোঽসি মে পুত্র কৃতবিদ্য ইবাগতঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতাস্তস্যানুভাবেন কর্মাণ্যন্য মহাত্মনঃ ॥ ১৯
প্রোক্তানি মুনিভিঃ শ্রুত্বা বিস্ময়মাস পাণ্ডবঃ ।
ততঃ কৃষ্ণোঽব্রবীদ্ বাক্যং পুনর্মজ্জিষতাং বরঃ ॥ ৬০
যুধিষ্ঠিরং ধর্মনিধিং পুরুহূতসমিদ্যুতিম্ ।

বাসুদেব উবাচ ।

ঔপমন্যুর্মহাপ্রাজ্ঞ তপস্যিব দিবাকরঃ ॥ ৬১
অশুভৈঃ পাপকর্মাণো যে নরাঃ কলুষীকৃতাঃ ॥
ঈশানং ন প্রপদ্যন্তে তমোরাজসবৃত্তয়ঃ ॥ ৬২
ঈশ্বরং সম্প্রপদ্যন্তে দ্বিজা ভাবিতভাবনাঃ ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি যো ভক্তঃ পরমেশ্বরে ॥ ৬৩
সদৃশোঽয়মৃষীণাং বা মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্
ব্রহ্মণঃ কেশবস্য বা শক্রস্য বা সুরৈঃ সহ ॥ ৬৪
ত্রৈলোক্যস্যাধিপত্যং বা ভুক্তো রুদ্রঃ প্রযচ্ছতি
মনসাপি শিবং তাত যে প্রপদ্যন্তি মানবাঃ ॥ ৬৫
বিধূয় সর্বপাপানি দেবৈঃ সহ বসন্তি তে ।
ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা চ কূলানি হ্রদা সর্বস্রিতাং জগৎ ॥ ৬৬
যজেদ্ দেবং বিরূপাক্ষং ন স পাপেন লিপ্যতে
সর্বলক্ষণহীনোঽপি যুক্তো বা সর্বপাতকৈঃ ॥ ৬৭

করত তাঁহার দর্শন লাভ করিলাম। সেই সময় তিনি আমাকে বলিলেন,—বৎস! তোমার পিতা, মাতা ও তুমি এই তিনজনেই মৃত্যুরহিত হইয়া থাকিবে। এখন তুমি সত্বর নিজ গৃহে প্রবেশ কর। সেখানে তুমি তোমার পিতাকে দেখিতে পাইবে। ৪৪-৫৫।

তাত যুধিষ্ঠির! ভগবান্ শিবের আজ্ঞায় আমি পুনরায় গৃহে যাইয়া সেখানে যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া যজ্ঞশালা হইতে নিষ্ক্রান্ত পিতাকে দর্শন করিলাম। তিনি সেই সময় সমিধ, কুশ ও কুশসমূহ হইতে খণ্ডিত পবিত্র কলাদি হব্যসমার্থ লইয়া অবস্থিত ছিলেন। ৫৬-৫৭

পাণ্ডুনন্দন! তাঁহাকে দেখিয়াই আমি তাঁহার চরণে পতিত হইলাম। পিতাও সেই সমিধ্, প্রভৃতি যজ্ঞসকল পৃথক্ রাখিয়া দিয়া আমাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন এবং আমার মস্তক আঘ্রাণ করত নেত্র হইতে অশ্রুমোচন করিতে করিতে আমাকে বলিলেন,—পুত্র! অতিশয় সৌভাগ্যের কথা যে, তুমি বিদ্বান্ হইয়া গৃহে আসিয়াছ এবং আমি তোমাকে দেখিতে পাইলাম। ৫৮।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মুনিগণের কথিত মহাদেবের এই অদ্ভুত চরিত্র শ্রবণ করিয়া পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তাহার পর বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ধর্মনিধি যুধিষ্ঠিরকে সেইভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন, যেরূপ ভগবান্ বিষ্ণু দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত কোন বাক্যালাপ

করিয়া থাকেন। ৫৯-৬০।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মহারাজ! সূর্যের ন্যায় তাপদান করিতে করিতে সেই তেজস্বী উপমন্যু আমার নিকট বলিয়াছিলেন যে সব পাপকর্মা মানুষ নিজেদের অশুভ আচরণে কলুষিত হইয়া গিয়াছে, সেই রজোগুণী ও তমোগুণী বুদ্ধির মানুষেরা ভগবান্ শিবের শরণাপন্ন হয় না। ৬১-৬২।

যাঁহাদের অন্তঃকরণ পবিত্র, সেই সব বিবেকশীল মহাদেবের শরণগ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি পরমেশ্বর শিবের ভক্ত, সেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার কর্মে বর্তমান থাকিয়াও পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট ঋষিবাদী মুনিগণের সমান। ৬৩।

ভগবান্ রুদ্র যদি সন্তুষ্ট হন, তবে তিনি ব্রহ্মপদ, বিষ্ণুপদ এবং দেবগণের সহিত দেবেন্দ্র পদ অথবা তিন লোকের আধিপত্য প্রদান করিয়া থাকেন। ৬৪।

তাত! যে সব মানুষ মনের দ্বারাও ভগবান্ শিবের শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারাও সর্বপ্রকার পাপ নাশ করত দেবতাগণের সহিত বাস করেন। ৬৫।

দ্বারবাহ পুরুষশ্রেষ্ঠগণের তীব্র তাড়িত দিয়া তাহাদিগকে শুভকারী ও এই জগৎকে অশিবে প্রবৃত্তকারী মানুষও যদি মহাদেবের আরাধনা করে, তবে সে পাপ-লিপ্ত হয় না। ৬৬।

সমস্ত শুভলক্ষণহীন অথবা সর্বপ্রকার পাপযুক্ত মানুষও যদি নিজের হৃদয়ে ভগবান্ শিবের ধ্যান করে, তবে সেই মানুষও নিজের সমস্ত পাপকে নষ্ট করিতে সমর্থ হয়। ৬৭।

সর্বং ভূতভি উৎপাদ্যং ভাবয়ন্ শিবমাত্মনঃ
কীটপক্ষিপশুজ্ঞানাং স্থিরস্থানপি কেশব ॥ ৬৮
মহাদেবপ্রসন্নানাং ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ
এবমেব মহাদেবো ভক্তা যে মানবা ভুবি ॥ ৬৯
ন তে সংসারবশগা ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।
ততঃ কৃষ্ণোঽব্রবীদ্ বাক্যং ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৭০

বিষ্ণুরুবাচ

আদিত্যচন্দ্রাবনিলানলৌ চ
দ্যৌর্ভূমিরাপো বসবোঽথ বিশ্বে
বাতার্যমা শুক্র-বৃহস্পতী চ
রুদ্রাঃ সসাধ্যা বরুণোঽথ সোমঃ ॥ ৭১
ব্রহ্মা শক্রো মারুতো ব্রহ্ম সত্যং
বেদা যজ্ঞা দক্ষিণা বেদবাহাঃ।
সোমো ধাতা যজ্ঞ ইত্যাশ্ব হবির্ভি
র্যজ্ঞা দীক্ষা সংবৎসরো যে চ কেচিৎ ॥ ৭২
ধাতা বিধাতা ব্রাহ্মণাঃ সৌরভেয়ী
ঋচঃ সাম্নো যজুষাং সপ্তচক্রঃ বলঞ্চ।
যশো দমো বুদ্ধিমত্তা স্থিতিশ্চ
শুভাশুভং যে মুনয়শ্চ সর্বে ॥ ৭৩
অগ্র্যা বুদ্ধির্মনসা দর্শনে চ
স্পর্শশ্চাগ্র্যঃ কর্মণাং যা চ নিষ্পত্তিঃ
গণা দেবানামৃষয়ঃ সোমপাশ্চ
দেবাঃ সুযামাস্তুষিতা ব্রহ্মকায়াঃ ॥ ৭৪
আজ্যাসুরা গন্ধপা ধূমপাশ্চ
যাচ্ঞা বিকল্পাশ্চ মনোবিকল্পাঃ
শুক্লাশ্চ নির্মাণরতাশ্চ দেবাঃ
স্পর্শানুগা দর্শপা আজ্যপাশ্চ ॥ ৭৫
চিন্ত্যাভোজা যে চ দেবেষু মুখ্যা
যে চাপ্যন্তে দেবতাশ্চাভ্রমীঢ়।
সুপর্ণ-গন্ধর্ব-পিশাচ-মানবা
যক্ষাস্তথা চারণপন্নগাশ্চ ॥ ৭৬
স্থূলাঃ সূক্ষ্মাঃ মৃদু চাপ্যতুগ্রা
দুঃখা সুখাঃ দুঃখমনন্তরঞ্চ।
সাংখ্যা যোগাঃ উৎপত্তয়ো গতয়শ্চ
সর্বাজ্ঞাতং বিদ্ধি যৎ কীর্তিতং মে ॥ ৭৭
উৎসসৃজুস্তা ভূতকৃতো বরেণ্যাঃ
সর্বে দেবা ভুবনস্যাস্য গোপ্তাঃ।
আবির্ভূতাঃ ধরণীং যেঽভ্যরক্ষন্
পুরাতনীং তস্য দেবস্য সৃষ্টিম্ ॥ ৭৮

কেশব! কীট, পতঙ্গ, পক্ষী ও পশুগণও যদি মহাদেবের পরায়ণ হয়, তবে তাহাদেরও কোথাও ভয় থাকে না। ৬৮-৭০

এইভাবে এই ভূতলে যে সব মানুষ মহাদেবের ভক্ত হয়, তাঁহারা কখনও সংসারের অধীন হয় না - ইহাই আমার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। তখনকার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন। ৬৯-৭০

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অজমীঢ়বংশজাত হে রাজা যুধিষ্ঠির! সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, স্বর্গ, ভূমি, জল, বসুগণ, বিশ্বদেব, ধাতা, অর্যমা শুক্র, বৃহস্পতি, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, রাজা বরুণ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বায়ুদেব, ওঙ্কার, সত্য, বেদ, যজ্ঞ, দক্ষিণা, বেদপাঠী ব্রাহ্মণ, সোমরস, যজমান হবনীয়, হবিঃ, দ্রব্য দীক্ষা, সর্বপ্রকার সংযম, ধাতা, বৌধাই, ব্রাহ্মণগণ, গো, ঋক্সাম, কালচক্র, বল, যশ, দম, বুদ্ধিমানদিগের স্থিতি, শুভাশুভ কর্ম, মহর্ষি, শ্রেষ্ঠবুদ্ধি, মন, দর্শন, শ্রেষ্ঠস্পর্শ, কর্ম-সমূহের সিদ্ধি, উত্তম, সোমপ, দেব, যাম ও তুষিতাদি দেবগণ, ব্রাহ্মণ শুচীষ, লোহিতবাসী পঞ্চজন, ঘৃতপায়ী, যাগ, বিরুদ্ধ ও মনোবিরুদ্ধ ভাব, শুক্লভাব, নির্মাণ-কার্যে নিরত দেবতা, স্পর্শমাত্রেই ভোজন-কারী, দর্শনমাত্রেই পেয় রস পানকারী, ঘৃতপায়ী, যাহাদের সংকল্প-মাত্রেই অভীষ্ট বস্তু নেত্র সমক্ষে প্রকাশিত হয়, এরূপ যে সব দেবশ্রেষ্ঠগণ, অন্য যে সব দেবতা, যাহারা সুপর্ণ, গন্ধর্ব, পিশাচ মানব, যক্ষ চারণ ও নাগগণ, যাহারা স্থূল, সূক্ষ্ম, কোমল, অনুষ্ণ, সুখ, এই সংসারে দুঃখ, পরলোকে সুখ, সাংখ্য, যোগ ও পুরুষার্থ-সমূহের শ্রেষ্ঠ মোক্ষরূপ পরম পুরুষার্থ যাহাকে বলা হয় এই সমস্তকেই তুমি মহাদেব হইতেই উৎপন্ন বলিয়া জানিও। ৭১-৭৭

যাহারা এই ভূতলে প্রবেশ করিয়া মহাদেবের পূর্বসৃষ্ট সৃষ্টিকে রক্ষা করেন, যাহারা সমস্ত জগতের রক্ষক, বিভিন্ন প্রাণিগণের সৃষ্টিকারী ও শ্রেষ্ঠ, এই সকল দেবতাই ভগবান্ শিব হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন। ৭৮

বিচিন্বন্তস্তপসা তৎস্তবীয়ঃ
কিঞ্চিৎ তত্ত্বা প্রাপ্নুহেতোর্নতোঽস্মি।
যদ্যাত্ত দেবঃ স বরান্নিহেতো-
নাভিষ্টুতো নঃ প্রভুরব্যয়ঃ সদা ॥ ৭৯
ইমং স্তবং সন্নিয়তেন্দ্রিয়শ্চ
ভূত্বা শুচির্যঃ পুরুষঃ পঠেত।
অভগ্নযোগো নিয়তো মাসমেকং
সম্প্রাপ্নুযাদ্যদ্যদুদাহরেদ্যৎ ॥ ৮০
যেদান্ কৃৎস্নান্ ব্রাহ্মণঃ প্রাপ্নুযাৎ তু
তত্তেনাপ্নোতি পার্থ মহীঞ্চ কৃৎস্নাম্।

ঋষি-মুনিগণ তপস্যার দ্বারা যাঁহার অন্বেষণ করেন, সেই সদা স্থির হইয়া বিদ্যাজ্ঞান আনর্জনীয় পরম সূক্ষ্ম সত্ত্বস্বরূপ সদাশিবকে আমি নিজের জীবন রক্ষার জন্য নমস্কার করিতেছি। যে অবিনাশী প্রভুকে আমি সর্বদা স্তুতি করিয়াছি, সেই মহাদেব এখানে আমাকে অভীষ্ট বরদান করুন ॥ ৭৯

যে মানুষ ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করত পবিত্র হইয়া এই স্তোত্র পাঠ করিবে এবং নিয়তাহারে একমাস পর্যন্ত অখণ্ড ভাবে ইহার পাঠ চালাইয়া যাইবে, সেই মানুষ পাঠের যে-যে ফল লাভ করিবে ॥ ৮০

যুধিষ্ঠির বলিলেন। ব্রাহ্মণ এই শিবসহস্রনামস্তোত্র পাঠের দ্বারা যেদের আধারের ফলপ্রাপ্ত হইবে। ক্ষত্রিয় সম্পূর্ণ পৃথিবীকে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবে বৈশ্য ধান্যের বিপুলতা ও মহান্ লাভের অধিকারী হইবে এবং শূদ্র ইহলোকে সুখ ও পরলোকে সদ্‌গতি লাভ করিবে ॥ ৮১

যে মানুষ সমস্ত দোষনাশকারী এই পুণ্যজনক পবিত্র স্তবরাজ পাঠ করত ভগবান্ রুদ্রদেবের চিন্তায় মনকে নিযুক্ত করিয়া থাকিবে, তাহারা ধনবান্ হইবে ॥ ৮২

ভারতশ্রেষ্ঠ! মানুষের শরীরে যত রোমকূপ আছে, এই স্তোত্রপাঠকারী মানুষ তত সংখ্যক বর্ষকাল স্বর্গে বাস করে ॥ ৮৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে মেঘবাহনপর্বাধ্যায়ের কথাবিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

॥ একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[মহাত্মা-ঋষিবাক্যের অষ্টাবক্রমুনেরুত্তরদিশি প্রস্থানম্, পথি কুবেরেণ তস্য সৎকারঃ, শ্রীরূপধারিণ্যা উত্তরদিশা সহ তস্যালাপশ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

যদ্দিজঃ সহধর্মেতি প্রোচ্যতে ভরতর্ষভ।
পাণিগ্রহণকালে তু স্ত্রীণামেতৎ কথং স্মৃতম্ ॥ ১
আর্ষ এষ ভবেদ্ ধর্মঃ প্রাজাপত্যোঽথবাসুরঃ
যদেতৎ সহধর্মেতি পূর্বমুক্তং মহর্ষিভি. ॥ ২
সন্দেহঃ সুমহানেষ বিরুদ্ধ ইতি মে মতিঃ।
ইহ যঃ সহধর্মো বৈ প্রেত্যাসৌ বিহিতঃ কথম্ ॥ ৩
স্বর্গে মৃতানাং ভবতি সহধর্মঃ পিতামহ।
পূর্বমেকস্য ম্রিয়তে ন চৈকস্যিষ্যতে বহু ॥ ৪

একোনবিংশ অধ্যায়।

[যদ্যপি ঋষির কথায় অষ্টাবক্রমুনির উত্তর দিক্ অভিমুখে প্রস্থান, পথে কুবের কর্তৃক তাঁহার সৎকার এবং শ্রীরূপধারিণী উত্তর দিকের সহিত তাঁহার আলাপ]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! এই যে স্ত্রীগণের পক্ষে বিবাহকালে সহধর্মের কথা বলা হইয়াছে, উহা কিপ্রকার কথিত হয়? ১

মহর্ষিগণ পূর্বকালে এই যে স্ত্রী-পুরুষগণের সহধর্মের কথা বলিয়াছেন, উহা আর্ষধর্ম বা প্রজাপত্য ধর্ম কিংবা আসুর ধর্ম নামে কথিত হয়? ২

আমার মনে এই গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আমি ত' এরূপই বুঝি যে, এই সহধর্ম কথা বলা বিরুদ্ধ। এক্ষণে এই যে সহধর্ম, উহা মৃত্যুর পর কোথায় থাকে? ৩

পিতামহ! যখন কি মৃত মনুষ্যগণের স্বর্গবাস এবং পতি ও পত্নীর একের পরে মৃত্যু হয়, তখন বহু ব্যক্তির মধ্যে সহধর্ম কোথায় থাকে? ইহা বলুন ॥ ৪

নানাধর্মফলোপেতা নানাকর্মনিবাসিতাঃ।
নানানিয়মনিষ্ঠাস্তা মানুষা বহবো মতা ॥ ৫
অনৃতাঃ স্ত্রিয় ইত্যেবং শ্রুতকারো ব্যবস্যতি
যথানৃতাঃ স্ত্রিয়স্তাত সর্বধর্মঃ কৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ৬
অনৃতাঃ স্ত্রিয় ইত্যেবং যেনেদমপি হি পঠ্যতে।
ধর্মোপায়ঃ পুরিকা সংজ্ঞা উপচারঃ ক্রিয়াবিধিঃ ॥ ৭
সহস্রয়া প্রতিভানোত্তমস্য চিত্তরত্নোদধিনস্য
নিঃসন্দেহমিদং সর্বং বিস্তারয় যথাশ্রুতি ॥ ৮
মনৈতদ্ ব্যাপৃতঃ পৈতৃষ্ণ যথা পৈতৃষ্ণ প্রবর্তিতম্।
নিখিলেন মহাপ্রাজ্ঞ শুভানেতদ্ ব্রবীতু মে ॥ ৯

ভীষ্ম উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
অষ্টাবক্রস্য সংবাদং বিদুষা সহ ভারত ॥ ১০

যখন সহ ধর্মের নানাপ্রকার ধর্মফলের যোগ হয়, নানাবিধ কর্মবশতঃ বিভিন্ন স্থানে বাস করে এবং তদনুরূপ কর্ম-সমূহের ফলস্বরূপ ধর্ম-নিয়মাদি নানা অবস্থায় পতিত হয়, তখন এই সত্যধর্মের আচরণ কিভাবে হইতে পারে? ৫

ধর্মজ্ঞেরাকারণ ইহা নিশ্চিতরূপে বলিয়াছেন যে, স্ত্রীরা অনৃত-স্বভাবা। তাত! যখন স্ত্রীরা অনৃতবাদিনীই হয়, তখন তাহাদের সঙ্গে রাখিয়া সত্যধর্মের অনুষ্ঠান কিভাবে হইতে পারে? ৬

বেদের পাঠ করা যায় যে, স্ত্রীগণ অনৃতবাদিনী হয়, এরূপ অবস্থায় তাহাদের সেই অনৃতত্ব সত্যধর্মের অন্তর্গত হইয়া যায়; কিন্তু অনৃত কখনও ধর্ম হইতে পারে না, অতএব স্ত্রীগণের ধর্মকে যে সত্যধর্ম বলা হইয়াছে, ইহা তাহার গৌণ সংজ্ঞা। এই পতি-পত্নী একসঙ্গে থাকিয়া যে সব ধর্ম করে, উপচার-বশতঃ তাহাকে ধর্ম নাম দেওয়া হইয়াছে। ৭

পিতামহ! আমি এ সম্বন্ধে যে যে বিষয় লইয়া বিচার করিতেছি, সেই সেই বিষয় আমার অত্যন্ত দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হইতেছে। অতএব আপনি এ বিষয়ে শ্রুতির যে সব বিধান আছে, তদনুসারে আমাকে বোধোদয় করুন, যাহাতে আমার সন্দেহ দূর হইয়া যায়। ৮

মহাত্মন্! এই সংবাদ যখন হইতে প্রচলিত হইয়াছে, যেরূপে সমুদ্ভূত হইয়াছে এবং যেভাবে ইহার প্রবৃত্তি হইয়াছে, এই সমস্ত বৃত্তান্ত আপনি আমাকে বলুন। ৯

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতনন্দন! এ বিষয়ে অষ্টাবক্র মুনির উত্তর দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সহিত যে সংবাদ হইয়াছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাস এখনে মহাত্মাগণ উদাহরণ দিয়া থাকেন। ১০

পুরাকালের কথা, মহাতপস্বী অষ্টাবক্র বিবাহ করিতে অভিলাষী হন, সেইজন্য তিনি মহাত্মা বদান্যঋষির নিকটে তাঁহার কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। ১১

সেই কন্যার নাম ছিল সুপ্রভা। ত্রিজগতে তাঁহার রূপের কোন তুলনা ছিল না। রূপ, প্রভাব, ধৈর্য ও চরিত্র এ সব বিষয়েই তিনি পরম সম্পদ ছিলেন।

যেরূপ সদ্য ঋতুতে সুন্দর পুষ্পসমূহে সুসজ্জিত বিচিত্র বনস্থলী মানুষের মনকে প্রসন্ন করে, সেইরূপ এই শুভলোচনা মুনিসত্তমকে অষ্টাবক্রের মনকে হরণ করিয়া ছিলেন। ১২

মহাত্মা অষ্টাবক্রের প্রার্থনায় এই উত্তর দিলেন- বিপ্রবর! আমার দ্বিতীয় কোন স্ত্রী নাই, যে পরদেশে থাকে না, যে বিদ্বান্, প্রিয়ভাষী, লোকসম্মানিত, ধীর, সুশীল, ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতে সমর্থ, ভাগ্যবান্ ও রূপবান, তাহার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব। যে স্ত্রীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যত্ন করে এবং উত্তম নক্ষত্রযুক্ত কন্যাকে বিবাহ করে, সেই পুরুষ নিজের পত্নীর সহিত ও পত্নী নিজের পতির সহিত বাস করিয়া উভয়েই ইহলোক এবং পরলোকে আনন্দ ভোগ করে। আমি তোমাকে

অষ্টাবক্র উবাচ।

কিং দ্রষ্টব্যং ময়া তত্র ব্রূহি যৎ তদ্বিবক্ষসি মে প্রভো।
তথেদানীং ময়া কার্য্যং যথা বক্ষ্যতি মাং ভবান্ ॥১৪

বদান্য উবাচ

ধনদং সমতিক্রম্য হিমবন্তঞ্চ পর্ব্বতম্
ক্রতুসারতনং দৃষ্ট্বা সিদ্ধচারণসেবিতম্ ॥ ১৬

সংস্তুতৈঃ পার্ষদৈর্জুষ্টং নৃত্যদ্ভির্বিবিধাননৈঃ
দিব্যাঙ্গরাগৈঃ পৈশাচৈরক্ষৈর্নানাবিধৈঃ প্রভোঃ ॥১৭

পাণিতাল-সুতালৈশ্চ সম্পাতালৈঃ সমৈস্তথা।
সম্প্রহৃষ্টৈঃ প্রনৃত্যদ্ভিঃ পর্ব্বতস্থৈ নিষেবসে ॥ ১৮

তত্রৈব কিল নিত্যো বৈ স্থানং তদ্দিব্যমিতি শ্রুতম্
নিত্যং সন্নিহিতো দেবস্তথা তে পার্ষদাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৯

তত্র দেব্যা তপস্তপ্তং শঙ্করার্থং সুদুশ্চরম্।
অতস্তদিষ্টং দেবস্য তথোমায়া ইতি শ্রুতিঃ ॥ ২০

পূর্বে তত্র মহাপার্শ্বে দেবক্ষোত্তরতস্তথা
ততঃ কালরাত্রিশ্চ যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ ॥ ২১

দেবং চোপাসতে সর্বে প্রণিপত্য কিল তত্র বৈ।
তদতিক্রম্য তানং ত্বয়া যাতব্যমেব হি ॥ ২২

ততো নীলং বনোদ্দেশং দ্রক্ষ্যসে মেঘসন্নিভম্।
রমণীয়ং মনোগ্রাহি তত্র বৈ দ্রক্ষ্যসে প্রিয়ম্ ॥ ২৩

তপস্বিনীং মহাভাগাং বৃদ্ধাং দীক্ষাপরিপ্লুতাম্
দ্রষ্টব্যা সা ত্বয়া তত্র সম্পূজ্যা চৈব যত্নতঃ ॥২৪

তাং দৃষ্ট্বা বিনিবৃত্তস্ত্বং ততঃ পাণিং গ্রহীষ্যসি।
যত্রেষ সময়ঃ সর্বঃ সাধ্যতাং তত্র গম্যতাম্ ॥২৫

অষ্টাবক্র উবাচ

তথাস্তু সাধয়িষ্যামি তত্র গন্তাস্মি সংশয়ম্
যত্র ত্বং বদসে সাধো ভবানেব ভবতু সখা ত্বে ॥ ২৬

নিজের কথা অবশ্যই প্রধান করিবে; কিন্তু প্রথমে একটি কথা আমার শ্রবণ কর, এখান হইতে পরম পবিত্র উত্তর দিক্ অভিমুখে তুমি গমন কর। সেখানে তুমি তাঁহার দর্শন লাভ করিবে। ১৪

অষ্টাবক্র বলিলেন,—প্রভো! উত্তরদিকে গমন করিয়া আমি তাঁহাকে দর্শন করিব? আপনি ইহা কৃপা করিয়া বলুন এবং সেই সময় আমাকে কি করিতে হইবে, তাহাও আপনি আমাকে বলুন। ১৫

বদান্য বলিলেন,—বৎস! তুমি কুবেরের অলকাপুরী অতিক্রম করিয়া যখন হিমালয় পর্ব্বতকেও উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইবে, তখন তুমি সিদ্ধ ও চারণগণ-সেবিত ক্রতুর নিবাসস্থান কৈলাস পর্ব্বতের দর্শন লাভ করিবে। ১৬

সেখানে নানাপ্রকার বেশবিশিষ্ট ও দিব্য বিবিধ অঙ্গরাগে রঞ্জিত বহু পিশাচ এবং অন্য ভূত-বৈতালাদি ভগবান্ শিবের পার্ষদ্‌গণ হর্ষ ও উল্লাসে পূর্ণ হইয়া নৃত্য করিতেছেন। ১৭

তাঁহারা করতাল ও সুন্দর তাল যন্ত্র করিয়া পদক্ষাতাল দিতে দিতে সমভাবে হর্ষে উল্লসিত হইয়া উদ্ধত নৃত্য করিতে করিতে সেখানে ভগবান্ শঙ্করের সেবা করিতেছেন। ১৮

সেই পর্ব্বতের এই দিব্যস্থান ভগবান্ শঙ্করের অত্যন্ত প্রিয়। এই কথা আমি শুনিয়াছি। সেখানে মহাদেব এবং তাঁহার পার্ষদগণ নিত্য বাস করেন। ১৯

সেখানে দেবী পার্ব্বতী ভগবান্ শঙ্করকে লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত দুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন, সেইহেতু এই স্থান ভগবান্ শিব ও পার্ব্বতীর অধিক প্রিয়, ইহা শুনা যায়। ২০

মহাদেবের পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগে মহাপার্শ্ব নামক পর্ব্বত আছে, সেখানে ঋতু, কালরাত্রি ও দিব্য এবং মানুষভাব সকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া মহাদেবের উপাসনা করিতেছে। এই স্থানকে অতিক্রম করিয়া তুমি অগ্রসর হইয়া যাইবে। ২১-২২

তদনন্তর তুমি মেঘতুল্য নীল এক বন প্রদেশ দেখিতে পাইবে। এই স্থান অতিশয় মনোরম ও রমণীয়। এই বনে তুমি এক স্ত্রীকে দেখিবে, যিনি তপস্বিনী, অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী, বৃদ্ধা ও দীক্ষাপরায়ণা। তুমি যত্ন সহকারে তাঁহাকে দর্শন ও পূজা করিবে। ২৩-২৪

তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পরই তুমি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। যদি এই সমস্ত সর্ত্ত তুমি স্বীকার কর, তবে সেখানে পূর্ণ করিবার জন্য গমন কর এবং এখনই সেখানে গমনের জন্য যাত্রা আরম্ভ করিয়া দাও। ২৫

অষ্টাবক্র বলিলেন,—তাহাই হইবে, এই সর্ত্ত আমি পূর্ণ করিব। হে পূজ্য! আপনি যাহা বলিলেন, সেখানে অবশ্যই যাইব। আপনার কথা সত্য হউক। ২৬

ভীষ্ম উবাচ।

ততোঽগচ্ছৎ স ভগবানুত্তরামুত্তরাং দিশম্।
হিমবন্তং গিরিশ্রেষ্ঠং সিদ্ধ-চারণসেবিতম্ ॥ ২৭

স গত্বা দ্বিজশার্দূলো হিমবন্তং মহাগিরিম্।
অভ্যগচ্ছন্নদীং পুণ্যাং বাহুদাং ধর্মশালিনীম্ ॥ ২৮

অশোকে বিমলে তীর্থে স্নাত্বা বৈ তর্পয়ন্ সুরান্।
তত্র বাসায় শয়নে কৌশে সুষুপুরাসত ॥ ২৯

ততো রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং প্রাতরুত্থায় স দ্বিজঃ।
স্নাত্বা প্রাহুশ্চকারাগ্নিং হুত্বা চৈনং প্রদক্ষিণম্ ॥ ৩০

ঋচঃ সামানি যজুষি ক্রমযোগাস্ত্র যুগে তত্র সমাহিতঃ।
বিধ্যন্তস্ত সমুত্থায় কৈলাসমভিতো যযৌ ॥ ৩১

সোঽপশ্যৎ কাঞ্চনদ্বারং দীপ্যমানমিব শ্রিয়া।
মন্দাকিনীং নলিনীং বনস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩২

অথ তে রাক্ষসাঃ সর্বে দেহরক্ষিণ পত্নিনীম্
প্রত্যুত্থিতা ভগবন্তং মণিভদ্রপুরোগমাঃ ॥ ৩৩

স তান্ প্রত্যর্চয়ামাস রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমান্।
নিবেদয়ত মাং ক্ষিপ্রং ধনদায়েতি চাব্রবীৎ ॥ ৩৪

তে রাক্ষসাস্তথা রাজন্ ভগবন্তমথাব্রুবন্।
অসৌ বৈশ্রবণো রাজা স্বয়মায়াতি দেহবান্ ॥ ৩৫

বিদিতো ভগবানস্ত কার্যযোগমনস্য বৈ।
পঞ্চেন্দ্রং ত্বং মহাভাগ অনন্তমিব তেজসা ॥ ৩৬

ততো বৈশ্রবণোঽভ্যেত্য অষ্টাবক্রমনিন্দিতম্
বিধিবৎ কুশলং পৃষ্ট্বা ততো ব্রহ্মবিমব্রবীৎ ॥ ৩৭

সুখং প্রাপ্তো ভবান্ কচ্চিৎ কিং বা মস্তস্কিকীর্ষতি।
ব্রূহি সর্বং করিষ্যামি যদ্যাং বক্ষ্যসি বৈ দ্বিজ ॥ ৩৮

তমেনং প্রবিশ ত্বা যে যথাকামং দ্বিজোত্তম
সংকৃতঃ কৃতকার্যশ্চ ভবান্ যাস্যত্যবিক্ষতঃ ॥ ৩৯

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর ভগবান্ অষ্টাবক্র উত্তরোত্তর দিকে গমন করিতে লাগিলেন। সিদ্ধ ও চারণগণ-সেবিত গিরিশ্রেষ্ঠ মহাপর্বত হিমালয়ে উপস্থিত হইয়া সেই শ্রেষ্ঠ দ্বিজ বহু সুশোভিতা পুণ্যবতী বাহুদা নদীর তীরে গমন করিলেন। ২৭-২৮

সেখানে নির্মল অশোক তীর্থে স্নান করিয়া দেবতাদিগের তর্পণ করিবার পর তিনি কুশ-নির্মিত আসনে সুখে বাস করিলেন। ২৯

তদনন্তর রাত্রি অতিবাহিত হইলে পর সেই দ্বিজ প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া স্নান করত অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। তারপর যুক্ত যুক্ত বৈদিক মন্ত্রসমূহের দ্বারা অগ্নিদেবের স্তুতি করিয়া 'ব্রহ্মাণী-হ্রদ' নামক তীর্থে গমন করিয়া সেখানে এক সরোবরের তীরে কিছুকাল বিশ্রাম করিলেন। বিশ্রাম করিবার পর উত্থিত হইয়া তিনি কৈলাস পর্বতের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ৩০-৩১

কিয়দ্দূর গমন করিবার পর তিনি কুবেরের অলকাপুরীর সুবর্ণময় দ্বার দেখিতে পাইলেন। এই দ্বার দিব্য দীপ্তিতে মেরীপ্যমান ছিল। সেখানে মহাত্মা কুবেরের পদ্মপুষ্প সুশোভিত এক পুষ্করিণী দেখিলেন। উহা গঙ্গার জলে পরিপূর্ণ থাকায় মন্দাকিনী নামে বিখ্যাত ছিল। ৩২

সেখানে যাঁহারা সেই পদ্মপূর্ণ পুষ্করিণীকে রক্ষা করিতেছিলেন, সেই সব মণিভদ্রাদি রাক্ষসগণ ভগবান্ অষ্টাবক্রকে দেখিয়া তাঁহাকে আগত সংবাদ জানাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ৩৩

মুনিও সেই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী রাক্ষসগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—আপনারা সত্বর ধনপতি কুবেরকে আমার আগমনের সংবাদ জানাইয়া দিন। ৩৪

রাজন্! সেই রাক্ষসগণ তাহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ অষ্টাবক্রকে বলিলেন—প্রভো! রাজা কুবের স্বয়ংই আপনার নিকটে আসিতেছেন। ৩৫

আপনার আগমন ও এই আগমনের যে উদ্দেশ্য, তৎসমস্তই পূর্ব হইতেই কুবের জ্ঞাত আছেন। দেখুন, এই মহাভাগ ধনাধ্যক্ষ কুবের যাঁহা তেজে প্রজ্বলিত হইতে হইতে এদিকে আসিতেছেন। ৩৬

তদনন্তর বিশ্রবামুনির পুত্র কুবের নিকটে আসিয়া অনিন্দিত প্রকৃতি অষ্টাবক্রকে বিধিমতোরে কুশল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বলিলেন। ৩৭

ব্রহ্মন্! আপনি সুখের সহিত এখানে আসিয়াছেন তো? বলুন—আমার নিকট হইতে আপনি কোন্ কার্যের সিদ্ধি অভিলাষ করেন? আপনি আমাকে যাহা যাহা বলিবেন, তাহা তাহা আমি অবশ্যই পূর্ণ করিব। ৩৮

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি ইচ্ছানুসারে আমার ভবনে প্রবেশ করুন এবং এখানকার সংকার গ্রহণ করত কৃতকৃত্য হইয়া আপনি এখান হইতে নির্বিঘ্নে যাত্রা করুন। ৩৯

প্রাবিশদ্ ভবনং স্বং বৈ গৃহীত্বা তং দ্বিজোত্তমম্ ।
আসনং স্বং পদ্যং চৈব পাদ্যমর্ঘ্যং তথৈব চ ॥ ৪০
তথোপবিষ্টয়োস্তত্র মণিভদ্রপুরোগমাঃ
নিষেদুস্তত্র কৌরব্য যক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নরাঃ ॥ ৪১
তত্তস্তেষাং নিষণ্ণানাং ধনদো রাজসত্তমঃ ।
তত্রস্থান্ সমাজ্ঞায় নৃত্যোপক্রমরোচনাঃ ॥ ৪২
আতিথ্যং পরমং কার্য্যং শুশ্রূষা ভবতস্তথা
সংবর্তন্তামিতি প্রাহ মনির্মধুরয়া গিরা ॥ ৪৩
অথোর্বশী মিশ্রকেশী রম্ভা চৈবোর্বশী তথা ।
অনঘা সুরজাচী চ চিত্রা চিত্রাঙ্গদা রুচিঃ ॥ ৪৪
মনোহরা সুকেশী চ সুমুখী হাসিনী প্রভা
বিদ্যুতা প্রমদী দান্তা বিদ্যোতা রতিরেব চ ॥ ৪৫
এতাশ্চান্যাশ্চ বৈ মুখ্যাঃ প্রনৃত্তাস্তত্রসত্তমঃ শুভাঃ
অবাদয়ংশ্চ গন্ধর্বা বাদ্যানি বিবিধানি চ ॥ ৪৬
অথ প্রবৃত্তে গান্ধর্বে দিব্যে ঋষিগণাবিশং ।

এই কথা বলিয়া কুবের দ্বিজবর অষ্টাবক্রকে সঙ্গে লইয়া নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসন সমর্পণ করিলেন । ৪০

যখন কুবের ও অষ্টাবক্র উভয়েই আরামের সহিত উপবেশন করিলেন, তখন কুবেরের সেবক মণিভদ্রাদি যক্ষ, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিলেন । ৪১

তারপর, তাঁহারা সকলে উপবিষ্ট হইলে কুবের বলিলেন—আপনার ইচ্ছা জানিয়া এখানে অপ্সরাগণ নৃত্য আরম্ভ করিবে ; কারণ, আপনার আতিথ্য সৎকার ও সেবা করা আমাদের পরম কর্তব্য । তখন মুনি মধুর ভাষায় বলিলেন—তথাস্তু । ৪২-৪৩

তদনন্তর উর্বশী, মিশ্রকেশী, রম্ভা, উর্বশী, অনঘা, সুরজাচী, চিত্রা, চিত্রাঙ্গদা, রুচি, মনোহরা, সুকেশী, সুমুখী, হাসিনী, প্রভা, বিদ্যুতা, প্রমদী, দান্তা, বিদ্যোতা ও রতি—ইঁহারা এবং আরও অন্যান্য শুভলক্ষণা বহু অপ্সরা নৃত্য আরম্ভ করিলেন ও গন্ধর্বগণ নানাপ্রকার বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন । ৪৪-৪৬

এই দিব্য, নিত্য-গীত আরম্ভ হইলে পর মহাতপস্বী ঋষি অষ্টাবক্রও দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং তিনি দেবতাদিগের ধর্মানুসারে এক বর্ষ পর্যন্ত সেই আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিলেন । ৪৭

তখন রাজা বৈশ্রবণ (কুবের) ভগবান্ অষ্টাবক্রকে বলিলেন

দিব্যং সংবৎসরং তত্রানৃতমত্যৈব মহাতপাঃ ॥ ৪৭
ততো বৈশ্রবণো রাজা ভগবন্তমুবাচ হ
মাত্রঃ সংবৎসরো জাতো দ্বিজেহ তব পশ্যতঃ ॥ ৪৮
গার্ধ্যোঽয়ং বিষয়ো ব্রহ্মন্ গান্ধর্বো নাম নামতঃ ।
ইচ্ছতো বর্ততাং বিপ্র যথা বদতি মা ভবান্ ॥ ৪৯
অতিথিঃ পূজনীয়স্ত্বমিতি চ ভবতো গৃহম্ ।
সর্বমাজ্ঞাপ্যতামাশু পরবন্তো বয়ং স্থিতি ॥ ৫০
অথ বৈশ্রবণং প্রীতো ভগবান্ প্রত্যভাষত ।
অতিথ্যোঽস্মি যথা-ন্যায়ং গমিষ্যামি ধনেশ্বর ॥ ৫১
প্রীতোঽস্মি সদৃশং চৈব তব সর্বং ধনাধিপ ।
তব প্রসাদাদ্ ভগবন্ মহর্ষেশ্চ মহাত্মনঃ ॥ ৫২
নিরোগাদস্তু বাস্তামি বুদ্ধিমানৃদ্ধিমান্ তব
অদ্য নিষ্ক্রম্য ভগবান্ প্রথমাবৃত্তরামুখঃ ॥ ৫৩
কৈলাসং মন্দরং চৈব হিমবন্তমুচ্চোর হ ।
জানতীত্য মহাশৈলান্ কৈরাতং স্থানমুত্তমম্ ॥ ৫৪

দ্বিজবর ! এখানে নৃত্য দেখিতে দেখিতে আপনার এক বৎসরের কিছু অধিক কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে । ৪৮

ব্রহ্মন্ ! এই নৃত্য-গীতকে 'গান্ধর্ব' নাম দেওয়া হইয়াছে, ইহা অতিশয় মনোহারী, অতএব আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তবে এই এই আমোদ আরও কিছুদিন ধরিয়া চলুক অথবা দ্বিজবর ! আপনি যেরূপ আজ্ঞা দিবেন, সেইরূপই হইবে । ৪৯

আপনি আমার পূজনীয় অতিথি, এই ভবন আপনারই ; আপনি নিঃসঙ্কোচে অতি সত্বর সকল কার্যের জন্য আমাদের অনুমতি করুন । আমরা আপনার বশম্বদী কিঙ্কর । ৫০

তখন অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ অষ্টাবক্র কুবেরকে বলিলেন—ধনেশ্বর ! আপনি যথোচিতরূপে আমার আদর-সৎকার করিয়াছেন । এখন অনুমতি করুন, আমি এখান হইতে গমন করিব । ৫১

ধনাধিপ ! আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি । আপনার সকল বিষয়ই আপনার অনুরূপই । ভগবন্ ! এখন আমি আপনার কৃপায় সেই মহাত্মা মহর্ষি বসিষ্ঠের আজ্ঞানুসারে গমন করিব । আপনি অক্ষুণ্ণস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিশালী হউন । এই কথা বলিয়া ভগবান্ অষ্টাবক্র কুবের-ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উত্তরমুখে গমন করিতে লাগিলেন । ৫২-৫৩

তারপর সহস্র কৈলাস, মন্দরাচল ও হিমালয়ের উপরে

প্রদক্ষিণং তথা চক্রে প্রযতঃ শিরসা ততঃ
ধরণীমবতীর্য্যাথ পূতাত্মাসৌ তদাভবৎ ॥ ৫৫
স তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা ত্রিঃ শৈলং চোত্তরামুখঃ।
সদেন ভূমিভাগেন যযৌ প্রীতিপুরস্কৃতঃ ॥ ৫৬
ততোঽপরং বনোদ্দেশং রমণীয়মপশ্যত।
সর্বর্তু ভির্মূলফলৈঃ পক্ষিভিশ্চ সমন্বিতৈঃ ॥ ৫৭
রমণীয়ৈর্বনোদ্দেশৈস্তত্র তত্র বিভূষিতম্।
তত্রাশ্রমপদং দিব্যং দদর্শ ভগবানৃষিঃ ॥ ৫৮
শৈলাংশ্চ বিবিধাকারান্ কাঞ্চনান্ রত্নভূষিতান্
মণিভূমৌ নিবিষ্টাংশ্চ পুষ্করিণ্যস্তথৈব চ ॥ ৫৯
অন্যাংশ্চাপি সুরম্যাণি পশ্যতঃ সুবহূন্যথ
তুষ্টং তস্য মনো রেমে মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ ॥ ৬০
স তত্র কাঞ্চনং দিব্যং সর্বরত্নময়ং গৃহম্
দদর্শাদ্ভুতসঙ্কাশং ধনদস্য গৃহাদ্ বরম্ ॥ ৬১

মহান্তো যত্র ত্রিবিধা মণি-কাঞ্চনপর্ব্বতাঃ
বিমানানি চ রম্যাণি রত্নানি বিবিধানি চ ॥৬২
মন্দারপুষ্পৈঃ সঞ্ছীর্ণাং তথা মন্দাকিনীং নদীম্।
স্বয়ংপ্রভাংশ্চ মণয়ো যত্রেমূর্নিত্য ভূষিতা ॥ ৬৩
নানাবিধৈশ্চ ভবনৈর্বিচিত্রমণিতোরণৈঃ
মুক্তাজালবিনিক্ষিপ্তৈর্মণিরত্নবিভূষিতৈঃ ॥ ৬৪
মনোদৃষ্টিহরৈর্হর্ম্যৈঃ সর্বতঃ সাবৃতং শুভৈঃ।
ঋষিভিশ্চাবৃতং তত্র আশ্রমং তং মনোহরম্ ॥ ৬৫
ততস্তস্যাতদর্থজ্ঞো কৃত্ব বাসো তথেতি চ।
অথ দ্বারং সমভিতো গত্বা দ্বিজ ততোঽবদীৎ ॥ ৬৬
অতিথিং সমনুপ্রাপ্তমভিজানন্তু যেঽত্র বৈ
অথ কন্যাঃ পরিবৃতা গৃহাৎ তস্মাদ্ বিনির্গতাঃ ॥ ৬৭
নানারূপাঃ সপ্ত দ্বিজো কন্যাঃ সর্বাঃ মনোহরাঃ
যাং যামপশ্যৎ কন্যাং বৈ সা সা তস্য মনোঽহরৎ ॥৬৮

বিচরণ করিতে লাগিলেন তিনি বহু বহু পর্ব্বতসকল অতিক্রম করিয়া সংযতচিত্তে বিদ্যাতপোধারী মহাদেবের উত্তম স্থান পরিক্রমা করিলেন এবং তাঁহাকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন। তারপর তিনি ভূতলে নামিয়া সেই স্থানের মাহাত্ম্যে তৎক্ষণাৎ পবিত্রাত্মা হইয়া যাইলেন। ৫৩-৫৪

তিনবার সেই পর্ব্বতকে পরিক্রমা করিয়া তিনি উত্তর মুখে সমতল ভূমিতে প্রীতিসহকারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ৫৫

কিয়দ্দূর পথে গমন করিবার পর তিনি অতি এক রমণীয় বনস্থলী দেখিতে পাইলেন যাহা সকল ঋতুতেই ফল-মূল, পক্ষিগণ ও মনোরম বনপ্রান্তসমূহের দ্বারা সর্ব্বত্র শোভা-সম্পন্ন ছিল। ৫৬-৫৭

সেখানে ভগবান্ ঋষিবর এক দিব্য আশ্রম দর্শন করিলেন। সেই আশ্রমের চারিদিক্ নানাপ্রকার সুবর্ণময় ও রত্নভূষিত বহু পর্ব্বত শোভা পাইতেছিল। সেখানে মণিময়ী ভূমিতে অনেক সুন্দর পুষ্করিণী ছিল। ৫৮-৫৯

ইহা ব্যতীত আরও অনেক সুরম্য দৃশ্য তিনি সেখানে দর্শন করিলেন। সেই সব দর্শন করিতে করিতে সেই ভাবিতাত্মা মহর্ষির মন বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। ৬০

মহর্ষি সেই প্রদেশে এক দিব্য সুবর্ণময় ভবন দেখিলেন। উহাতে সর্ব্বপ্রকার রত্ন বিভূষিত ছিল। এই মনোহর গৃহ কুবেরের রাজভবন হইতেও সুন্দর, শ্রেষ্ঠ এবং অদ্ভুত ছিল। ৬১

সেখানে নানাবিধ মণিময় ও সুবর্ণময় বিশাল পর্ব্বতসকল শোভা পাইতেছিল। বহুসংখ্যক সুরম্য বিমান এবং নানাপ্রকার রত্নসমূহও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। ৬২

সেই প্রদেশে মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হইতেছিল। তাহার স্রোতে মন্দারপুষ্পসমূহ ভাসিয়া যাইতেছিল, সেখানে স্বয়ং প্রকাশিত মণিসকল নিজেদের অদ্ভুত প্রভা উদ্ভাসিত করিতেছিল এবং সেখানে ভূমি হীরকের দ্বারা ভূষিত ছিল। ৬৩

সেই আশ্রমের চারিদিক্ বিচিত্র মণিময় তোরণসমূহে সুশোভিত, মুক্তার জালে (ঝালোরে) অলঙ্কৃত এবং মণি ও রত্নসমূহে বিভূষিত সুন্দর বহু ভবন শোভা পাইতেছিল। বন ও দৃষ্টি হরণকারী, হর্ষজনক এবং রমণীয় বহু ভবনে চারিদিক্ আবৃত ও ঋষি-মণিগণে পরিপূর্ণ সেই আশ্রম অতিশয় মনোহর ছিল। ৬৪-৬৫

সেখানে উপস্থিত হইয়া অতিথি মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন—এখন কোথায় অবস্থান করিব? এই চিন্তা হইতেই তিনি প্রধান দ্বারের সম্মুখে যাইলেন এবং সেখানে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন। ৬৬

এই গৃহে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা ইহা জানুন যে, আমি এক অতিথি আসিয়াছি। তিনি এইরূপ বলিতেই সেই গৃহ হইতে একসঙ্গে সাতজন কন্যা বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন রূপবতী ও মনোহরা ছিলেন। দ্বিজো!

ন চ শক্তো বারয়িতুং মনোঽস্যাধারসীদতি
ততো ধৃতিঃ সমুৎপন্না তস্য বিপ্রস্য ধীমতঃ। ৬৯
অথ তাং প্রমদাঃ তাদৃগ্‌ভাবান্ প্রবিশন্তিতি
ন চ তাসাং স্বরূপাণ্যং তস্যৈব ভবনস্য হি। ৭০
কৌতূহলং সমাবিষ্টঃ প্রাবিশেদ গৃহং দ্বিজঃ।
তত্রাপশ্যদ্ধরাদৃক্ষামরজোঽম্বরধারিণীম্। ৭১
বৃদ্ধাং পর্য্যন্তমাসীনাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্
অথাভীক্ষ্ণং তেন চৈবোক্তা সা স্ত্রী প্রত্যাদদৎ তদা। ৭২
প্রত্যুত্থায় চ তাং বিপ্রমাসাদ্যাভিপ্রসাদ্য চ
অষ্টাবক্র উবাচ
সর্ব্বাঃ স্বানালয়ান্ যান্তু একা মামুপতিষ্ঠতু। ৭৩
প্রজ্ঞাতা বা প্রশান্তা বা সেবা গচ্ছন্তু চেতরাঃ
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য কন্যাস্তাস্তমৃষিং তদা। ৭৪
নিশ্চক্রমুর্গৃহাৎ তস্মাৎ সা বৃদ্ধাথ ব্যতিষ্ঠত।

অষ্টাবক্র মুনি যে যে কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সেই সেই কন্যাই তাঁহার মন হরণ করিয়া লইলেন। ৬৭-৬৮

তিনি কোনক্রমেই নিজের মনকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। বলপূর্ব্বক নিবারণ করিলে পর তাঁহার মন বিশিষ্ট হইয়া যাইতেছিল। তদনন্তর সেই বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণের হৃদয়ে কোন প্রকারে ধৈর্য্য উৎপন্ন হইল। ৬৯

তাহার পর সেই সব তরুণী বলিলেন, ভগবন্! আপনি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করুন। ঋষি অষ্টাবক্রের মন সেই যুবতীগণের এবং সেই গৃহের বিষয়ে কৌতূহলে উপস্থিত হইয়াছিল, অতএব তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন। ৭০

সেখানে তিনি এক অত্যন্তবৃদ্ধা স্ত্রীকে দেখিলেন। তখন সেই বৃদ্ধা নির্ম্মল বস্ত্র পরিধান করত সমস্ত আভরণে বিভূষিতা হইয়া পালঙ্কের উপর উপবেশন করিয়াছিলেন। ৭১

অষ্টাবক্র 'স্বস্তি' এই কথা বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই স্ত্রী তাঁহাকে আগত জানাইবার জন্য উত্থিতা হইলেন এবং এই কথা বলিলেন—বিপ্রবর! উপবেশন করুন। ৭২

অষ্টাবক্র বলিলেন,—সমস্ত স্ত্রীগণ নিজ নিজ গৃহে গমন করুন। কেবল এক জন আমার নিকটে উপস্থিত থাকুন। যিনি জ্ঞানবতী এবং মন ও ইন্দ্রিয়গণকে শান্ত রাখিতে সমর্থ, তিনিই এখানে থাকিবেন। অন্য স্ত্রীগণ নিজেদের ইচ্ছানুসারে গমন করুন। ৭৩

অথ তাং সংবিদন্ প্রাহ শয়নে তাম্বরে তদা। ৭৪
তথাপি সুপ্রতাং তত্রে রজনীং ক্ষপিতব্রতে।
সালাপাং তেন বিপ্রেণ তথা সা তত্র ভাষিতা। ৭৫
দ্বিতীয়ে শয়নে দিব্যে সাবিবেশ মহাপ্রভে
অথ সা বেপমানাঙ্গী নিশিতং শীতজং তদা
বাপয়িত্বা মহর্ষেস্তৈ শয়নং বাপয়োহভত
আগচ্ছেত্যাগতাং তাং তু ভগবানভ্যভাষত। ৭৮
সোপাগৃহদ্ ভুজাভ্যাং তু ঋষিং প্রীত্যা নরর্ষভ।
নির্বিকারমৃষিং চাপি কাষ্ঠবদ্যোপলক্ষয়ন্ তদা। ৭৯
দুঃখিতা প্রেক্ষ্য সংভ্রমকামার্ত্তিমিবাগ সহ
ব্রহ্মন্নকামতোঽস্যাস্তি স্ত্রীণাং পুরুষতো ধৃতিঃ। ৮০
কামেন মোহিতা চাহং ত্বা ভজন্তীং ভজস্ব মাম্।
প্রজ্ঞাষ্টো ভব বিপ্রর্ষে সমাগচ্ছ ময়া সহ। ৮১
উপগূঢ় চ মাং বিপ্র কামার্ত্তাং ভুবং ত্বয়ি
এতদ্ধি তব ধর্ম্মাত্মংস্তপসঃ পূজাতে ফলম্। ৮২

তদনন্তর সেই সব তরুণীগণ সেই নগর হইতে পরিক্রমা করিয়া গৃহ হইতে চলিয়া যাইলেন। কেবল সেই বৃদ্ধাই সেই স্থানে রহিয়া যাইলেন। ৭৪

তারপর উজ্জ্বল ও প্রকাশমান শয্যায় শয়ন করিতে করিতে ঋষি সেই বৃদ্ধাকে বলিলেন—ভদ্রে! এখন আপনিও শয়ন করুন। রাত্রি অধিক অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ৭৫

তখনকার্য্যা প্রকৃতি সেই ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে পর তিনি অন্য এক অত্যন্ত মনোজ্ঞ শয়নের উপর শয়ন করিলেন। ৭৬

কিছুকাল পরে তিনি শীতের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া মহর্ষির শয্যায় আরোহণ করিলেন। পার্শ্বে আসিলে ভগবান্ অষ্টাবক্র 'আসুন, আসুন' এই কথা বলিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করিলেন। ৭৭-৭৮

নরশ্রেষ্ঠ! তিনি প্রীতিসহকারে দুই বাহুর দ্বারা ঋষিকে আলিঙ্গন করিলেন, তথাপি তিনি দেখিলেন—ঋষি অষ্টাবক্র শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় তাহাতেও নির্ব্বিকার রহিয়াছেন। ৭৯

তাঁহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন এবং মুনিকে এই কথা বলিলেন—ব্রহ্মন্! পুরুষকে নিজের সমীপে পাইয়া তাহার কাম-ব্যাধির বাতীত অন্য আর কোন কথায় স্ত্রীর ধৈর্য্য থাকে না। আমি কামমোহিতা হইয়া আপনার সেবায় উপস্থিত হইয়াছি। আপনি আমাকে গ্রহণ করুন। ৮০-৮১

বিপ্রবর! আপনি আমাকে আলিঙ্গন করুন। আমি

প্রার্থিতং দর্শনাদেব ভবদ্ভ্যাং ভজতাং মম।
মম চেদং ধনং সর্বং যচ্চাস্তরপি পশ্যসি ॥ ৮৩
প্রভুত্বং তব সর্বত্র ময়ি চৈব ন সংশয়ঃ।
সর্বান্ কামান্ বিধাস্যামি রমস্ব সহিতো ময়া ॥ ৮৪
রমণীয়ে বনে বিপ্র সর্বকামফলপ্রদে
ভবনানাং সহস্রাণি সংস্যসে চ ময়া সহ ॥ ৮৫
সর্বান্ কামানুপাদায়ৈবং যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ
নাতঃ পরং হি নারীণাং বিদ্যতে চ কদাচন ॥ ৮৬
যথা পুরুষসংসর্গঃ পরমেতাসু বঃ ফলম্
আত্মজন্মেন বর্তন্তে নার্যো মন্ত্রবচোদিতাঃ ॥ ৮৭
ন চ বক্ষ্যন্তি গচ্ছন্ত্যাঃ সুতত্রৈরপি পার্থিবৈঃ
অষ্টাবক্র উবাচ
পরদারানহং ভদ্রে ন গচ্ছেয়ং কথঞ্চন ॥ ৮৮

আপনার প্রতি অত্যন্ত কামাতুর হইয়া পড়িয়াছি। যথাজ্ঞান। ইহা আপনার ভগবান্ প্রসন্ন হন। ৮২

আমি আপনাকে দেখিয়াই আপনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছি; অতএব দেহিকা আমাকে আপনি গ্রহণ করুন। আমার এই সব ধন ও যাহা কিছু আপনি দেখিতেছেন, এই সবের এবং আমারও আপনি স্বামী—ইহাতে কোনও সংশয় নাই আপনি আমার সহিত রমণ করুন। আমি আপনার সমস্ত কামনা পূর্ণ করিব। ৮৩-৪

ব্রহ্মন্! সম্পূর্ণ মনোবাঞ্ছিত ফলপ্রদানকারী এই রমণীয় বনে আমি আপনার অধীন হইয়া থাকিব। আপনি আমার সহিত রমণ করুন। ৮৫

আমরা এখানে দিব্য ও মনুষ্যলোকসম্ভবী সমস্ত ভোগসমূহ উপভোগ করিব। স্ত্রীগণের পক্ষে পুরুষসংসর্গ যেরূপ প্রিয়, উহা হইতে অধিক অন্য কোনও ফল বরাদি তাহাদের প্রিয় নহে। ইহাই আমাদের পক্ষে সর্বোত্তম ফল। ৮৬।

কামের দ্বারা প্রতিষ্ঠানারীগণ সর্বদা নিজেদের ইচ্ছানুসারে আচরণ করিয়া থাকে। কামে সমর্থা হইলে পর তাহারা অতিসহজ তপ্ত বালুকার উপর দিয়াও গমন করিতে পারে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের পাপের কোন আশা হয় না। ৮৭।

অষ্টাবক্র বলিলেন,—ভদ্রে! আমি পরের স্ত্রীর সহিত কোনরূপেই সংসর্গ করিতে পারি না; কারণ, ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌গণ পরস্ত্রী-গমনকারীর নিন্দা করেন। ৮৮।

দৃষ্টিতা ধর্মশাস্ত্রজ্ঞৈঃ পরদারাভিমর্শনম্
ভদ্রে নিবেদয়ামি ত্বাং বিদ্ধি সত্যেন বৈ শপে ॥ ৮৯
বিষয়েষ্বনভিজ্ঞোঽহং ধর্মার্থং ত্বমভিস্পৃতঃ
এবং লোকান্ গমিষ্যামি পুত্রৈরিতি ন সংশয়ঃ ॥ ৯০
ভদ্রে ধর্মং বিজানীহি জায়া চোপরমস্ব হ
ব্রাহ্মণ উবাচ
নাবিলোঽহমিমং ধর্মং ন চাস্তে ত্রিদশা দ্বিজ ৯১
প্রিয়াঃ স্ত্রীণাং যথা কামো ব্রতিশীলা হি যোষিতঃ
সহস্রে ত্বিহ নারীণাং প্রায়েণৈকা কদাচন ॥ ৯২
তথা শতসহস্রেষু যদি কাচিৎ পতিব্রতা
নৈতা জানন্তি পিতরং ন কুলং ন চ মাতরম্ ॥ ৯৩
ন ভ্রাতৃন্ ন চ ভর্তারং ন চ পুত্রান্ ন দেবরান্।
লীলাভস্তাঃ কুলং হ্যন্তি কুলানীব সরিদ্বরাঃ
দোষান্ সর্বাংস্তু মত্বাস্ত প্রজাপতিরভাষত ॥ ৯৪

ভদ্রে! আমি সত্যের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি এক ধর্মোদ্দেশ্যে পুনিমুদ্দারীর সহিত বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। তুমি ইহা যথার্থ বলিয়া জানিও। আমি বিষয়সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। কেবল ধর্মের জন্য সন্তানলাভ আমার অভীষ্ট, অতএব ইহাই আমার বিবাহের উদ্দেশ্য। এরূপ হইলে পর আমি পুত্রগণের দ্বারা অভীষ্টলোকে গমন করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ভদ্রে! তুমি ধর্মকে জানিবার চেষ্টা কর এবং তাহাকে জানিয়া এই স্বেচ্ছাচার হইতে নিবৃত্ত হও। ৮৯-৯০।

স্ত্রী বলিলেন,—ব্রহ্মন্! বায়ু, অগ্নি, যম ও অন্য দেবতাগণও সেরূপ স্ত্রীলিঙ্গের প্রিয় নহে, যেরূপ প্রিয় তাহাদের কাম; কারণ, স্ত্রীগণ স্বভাবতঃ রতির অভিলাষিণী হয়। সমস্ত নারীর মধ্যে এরূপ এক নারীকে পাওয়া যায়, যিনি রতিলোলুপ না হন এবং লক্ষ স্ত্রীর মধ্যে কদাচিৎ কোন এক পতিব্রতা স্ত্রী পাওয়া যাইতে পারে। ৯১-৯৩।

এই স্ত্রীগণ পিতাকে জানেন না, এরূপ না কুল, না মাতা, না ভ্রাতৃগণ, না পতি, না পুত্রসকল এবং না দেবরদিগকে জানেন। নিজের ভগ রতির ইচ্ছা পোষণ করিয়া ইহারা সমস্ত কুলসংঘাতকে সেইভাবে নাশ করিতে পারে, যেরূপ শ্রেষ্ঠ নদীসকল তাহাদের তীরকে জীর্ণ বিজীর্ণ করিয়া থাকে। এই সব দোষ বুঝিয়াই প্রজাপতি স্ত্রীগণবিষয়ে উপরোক্ত কথা বলিয়াছেন ॥ ৯৪-৯৪

ভীষ্ম উবাচ

অস্তঃ স মন্ত্রিরেকাগ্র্যাং স্ত্রিয়া প্রশ্নাভাষত ।
আসাত্যা রুচিতস্তুভ্যং ভিক্ষ কার্য্যং ব্রবীহি মে ॥ ৯৪
সা স্ত্রী প্রোবাচ ভগবন্ ব্রহ্মচর্য্যে দেশকালতঃ
বস ভাবন্মহাভাগ কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥ ৯৬
ব্রহ্মবিত্তাময়োযোগ ন তথেতি মুধিষ্ঠির ।
সংসোঽহং ভাবতুৎসাহো ভবত্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৭
অথস্থিরমিসম্প্রেক্ষ্য স্ত্রিয়ং তাং ভরতর্ষভ ।
চিন্তাং পরমিকাং ভেজে সন্তপ্ত ইব চাতুরঃ ॥ ৯৮
যদ্ যদজ্ঞং হি সোঽপশ্যৎ তস্যা বিপরিবর্তনম্
নায়মৎ তত্র তত্রাসা দৃষ্টী রূপবিরাগিতা ॥ ৯৯

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্ ! তখন ঋষি অষ্টাবক্র একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই স্ত্রীকে বলিলেন,—নারীর যাহা, মনে ভোগের রুচি হইলে পরই স্বেচ্ছাচারিতা আসে। আমার ভোগে রুচি নাই, অতএব আমার দ্বারা এই কার্য্য হইবে না। ইহার অতিরিক্ত যদি আমার দ্বারা কোন কার্য্য থাকে, তবে উহা বল। ৯৫

সেই স্ত্রী বলিলেন,—ভগবন্ ! মহাভাগ ! দেশ ও কালানুসারে আপনার এ বিষয় অনুভব হইয়া যাইবে। আপনি এখানে থাকুন, কৃতকৃত্য হইয়া যাইবেন। ৯৬

যুধিষ্ঠির ! তখন ব্রহ্মর্ষি বলিলেন,- আচ্ছা, তাহাই হইবে, যতক্ষণ আমার মনে এখানে থাকিবার উৎসাহ থাকিবে, ততক্ষণ আমি আপনার সহিত বাস করিব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৯৭

ইহার পর ঋষি সেই স্ত্রীকে অনবধানতায় পীড়িতা দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন এবং সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। ৯৮

বিপ্রবর অষ্টাবক্র তাঁহার যে যে অঙ্গ দেখিতে লাগিলেন, সেই সেই অঙ্গে তাঁহার দৃষ্টি আনন্দ অনুভব করিল না, বরং দেখিলেন গৃহস্থামী শাপাৎ ভিক্ষে বিত্রসিতা
অন্যান্ত কারণং বেত্তুং ন মুক্তং সহসা ময়া ॥ ১০০
ইতি চিন্তাবিবিক্তস্য তস্যর্ষেঃ ভাবুমিচ্ছতঃ ।
সাগচ্ছৎ মহতশ্রেষ্ঠং মনসা ব্যাকুলেন চ ॥ ১০১
অথ সা স্ত্রী তমোবাচ ভগবন পশ্য বৈ রবেঃ ।
রূপং শক্রাভ্রসংকাশং কিমুপস্থাস্যতে তব ॥ ১০২
স উবাচ তদস্তাং স্ত্রীং স্বাসনাদকমিদানব
উপাসিষ্যে ততঃ সন্ধ্যাং বাগ্যতো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১০৩

ইতি শ্রীমহাভারতে সপ্তসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি অষ্টাবক্রদিক্‌সংবাদে
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

তাঁহার রূপে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। ৯৯

তখন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন এই নারী তো এই সূর্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী তবে কেন এতাদৃশ দুরবস্থা হইয়া গিয়াছেন? ইহাঁর দুরবস্থার কারণ কি কাহারও অভিশাপ? ইহাঁর দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসার জন্য সহসা চেষ্টা করা আমার উচিত হইবে না।

এইভাবে ব্যাকুলচিত্তে এক স্থানে বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে এবং তাঁহার দুরবস্থার কারণ জানিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে করিতে ঋষির সম্পূর্ণ দিন অতিবাহিত হইয়া গেল।

তখন সেই স্ত্রী বলিলেন,- ভগবন্ ! দেখুন, সূর্যের রূপ সন্ধ্যার মেঘের সহিত মিশিয়া লাল হইয়া গিয়াছে। এই সময় আপনার জন্য কে কুশ আসন উপস্থাপিত করিবে?

তখন ঋষি সেই স্ত্রীকে বলিলেন,—আমার স্নানের জন্য এখানে জল নিয়ে এস। স্নানের পর আমি মৌন হইয়া ইন্দ্রিয়-সংযম করত সন্ধ্যোপাসনা করিব। ১০৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত সপ্তসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে অষ্টাবক্র ও উত্তর দিকের সংবাদবিষয়ক একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[অষ্টাবক্রসোত্তরদিশা সহ সংবাদবর্ণনম্ ।]

ভীষ্ম উবাচ

অথ সা স্ত্রী অনুবচ্চ বাচমেবং তবর্ষিণ্ডি
তৈলং দিবানুপাহার স্নানশাটীমুপানয়ৎ ॥ ১
অনুজ্ঞাতা চ মুনিনা সা স্ত্রী তেন মহাত্মনা ।
অথাস্য তৈলেনাঙ্গানি সর্বাণ্যেবাভ্যমৃক্ষত ॥ ২
শনৈশ্চোৎসাদিতস্তত্র স্নানশালামুপাগমৎ ।
তত্রাসনং তস্তস্তিরমৃষিরন্যমদয়ৎ ॥ ৩
অথোপবিষ্টশ্চ বলা তস্মিন ভদ্রাসনে তদা ।
স্নাপয়ামাস শনকৈস্তমৃষিং সুখদস্তবৎ ॥ ৪
দিব্যঞ্চ বিধিবচ্চক্রে সোপচারং মুনিস্তদা ।
স তেন সুসুখোক্তেন তস্যা হস্তসুখেন চ । ৫
বাভীভাং রজনীং কৃৎস্নাং নাজানাৎ স মহাব্রতঃ ।
তত্র উষার স মুনিস্তদা পরমবিস্মিতঃ ॥ ৬

পূর্বস্যাং দিশি সূর্যাক্ষ মোহিপশুদ্বিতং দিবি ।
তস্য বুদ্ধিরয়ং কিং নু মোহস্তত্ত্বমিদং ভবেৎ ॥ ৭
অথোপাস্য সহস্রাংশুং কিং করোমীত্যুবাচ তাম্ ।
সা চামুবচসপ্রথাম্ অথেদমুপাবরৎ । ৮
তস্য স্বাদুতরাহন্যা ন প্রভুতং চকার সঃ
ব্যগমচ্চাপ্যহঃশেষং ততঃ সন্ধ্যাগমৎ পুনঃ ॥ ৯
অথ সা স্ত্রী ভগবন্তং সুপাত্তামিত্যচোদয়ৎ
তত্র বৈ শয়নে দিব্যে তস্য তস্যাশ্চ কল্পিতে । ১০
পৃথক্ চৈব তথা সুপ্তৌ সা স্ত্রী স চ মুনিস্তদা ।
তথার্ধরাত্রে সা স্ত্রী তু শয়না তদুপাগমৎ ॥ ১১

অষ্টাবক্র উবাচ ।

ন তত্রে পরদারেষু মনো যে সম্প্রসজ্জতি ।
উত্তিষ্ঠ তত্র তত্র তে স্বয়ং বৈ বিগমশ্চ ভ ॥ ১২

বিংশ অধ্যায়।

[অষ্টাবক্র ও উত্তর দিকের সহিত সংবাদ বর্ণন]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! ঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই স্ত্রী বলিলেন, —আচ্ছা, তাহাই হউক। এই কথা বলিয়া তিনি দিব্য তৈল ও স্নানোপযোগী বস্ত্র লইয়া আসিলেন। ১

তাহার পর সেই মহাত্মা মুনির আজ্ঞা লইয়া সেই স্ত্রী তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া দিলেন। ২

তাহার পর সেই স্ত্রী উঠাইলে পর তিনি ধীরে ধীরে স্নান গৃহে গমন করিলেন। সেখানে তিনি এক বিচিত্র ও নূতন আসন (চৌকী) প্রাপ্ত হইলেন। ৩

যখন তিনি সেই সুখদ আসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন সেই স্ত্রী ধীরে ধীরে হস্তের কোমল স্পর্শে তাঁহাকে স্নান করাইলেন। ৪

তিনি মুনির জন্য বিধি অনুসারে সমস্ত দিবা সামগ্রীসমূহ প্রস্তুত করিলেন। সেই মহাব্রতধারী মুনি তাঁহার প্রদত্ত উষ্ণ উষ্ণ বাক্যের সুখপ্রদ জলে স্নান করিয়া তাঁহার হস্তের সুখদায়ক স্পর্শে প্রেরিত হইয়া এরূপ আনন্দে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তখন রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, ইহা তাঁহার কোনও জ্ঞান ছিল না। ৫

তদনন্তর সেই মুনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বলিলেন। তখন তিনি দেখিলেন যে, পূর্ব্বদিকের আকাশে সূর্য্যদেব উদিত হইয়াছেন। তিনি সেই সময় চিন্তা করিলেন যে, ইহা কি আমার মোহ কিংবা প্রকৃতই সূর্য্যোদয় হইয়াছে। ৬-৭

তাহার পর তিনি স্নান, সন্ধ্যোপাসনা ও সূর্য্যোপস্থান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,- এখন আমি কি করিব? এই সময় সেই স্ত্রী ঋষির নিকটে অমৃততুল্য মধুর অন্ন আনিয়া উপস্থিত করিলেন। ৮

সেই অন্নের স্বাদে তিনি এরূপ আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, উহাকে পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। এইভাবে তাঁহার সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়া যাইল এবং পুনরায় সন্ধ্যাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। ৯

ইহার পর সেই ভগবান্ অষ্টাবক্রকে বলিলেন,— এখন আপনি শয়ন করুন। তদনন্তর সেই স্থানে তাঁহার জন্য ও সেই স্ত্রীর জন্য দুইটি শয্যা প্রস্তুত করা হইল। ১০

সেই সময় এই স্ত্রী ও মুনি উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ শয্যায় শয়ন করিলেন। যখন অর্দ্ধ রাত্রি হইল, তখন সেই স্ত্রী উঠিয়া মুনির শয্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১১

অষ্টাবক্র বলিলেন,—ভদ্রে ! আমার মন পরের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয় না। তোমার কল্যাণ হউক, তুমি এস্থান হইতে উঠিয়া যাও এবং স্বয়ংই পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হও। ১২

ভীষ্ম উবাচ

সা তদা তেন বিপ্রেণ তথা তেন নিবর্তিতা।
স্বতন্ত্রাস্মীত্যুবাচৈনং ন ধর্মস্কন্দমাপ্নুহি মে ॥ ১৩

অষ্টাবক্র উবাচ।

নাস্তি স্বতন্ত্রতা স্ত্রীণামস্বতন্ত্রতা হি যোষিতঃ
প্রজাপতিমতং হ্যেতন্ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥ ১৪

স্ত্র্যুবাচ।

যাবতে মৈথুনং বিপ্র নয় ভক্তিশ্চ পশ্য মে।
অধর্মং প্রাপ্নুহি বিপ্র যন্মাং ত্বং নাভিনন্দসি ॥ ১৫

অষ্টাবক্র উবাচ

হরন্তি দোষজাতানি নরং জাতং যথেচ্ছকম্
প্রভবামি সদা তুষ্ট্যা তস্মে স্বপনরং ব্রজ ॥ ১৬

স্ত্র্যুবাচ।

শিরসা প্রণমে বিপ্র প্রসাদং কর্তুমর্হসি
ভূমৌ নিপতমানায়াঃ শরণং ভব মেঽনঘ ॥ ১৭

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে সেই ব্রহ্মর্ষি তাঁহাকে নিবারিত করিলে পর তিনি বলিলেন—আমি স্বতন্ত্রা স্ত্রী, অতএব আমার সহিত সহবাস করিলে আপনার ধর্মের স্কন্ধ নষ্ট হইবে না ॥১৩

অষ্টাবক্র বলিলেন,—ভদ্রে! স্ত্রীগণের কোনরূপ স্বতন্ত্রতা নাই; কারণ, তাঁহারা পরতন্ত্র বলিয়া গণ্য করা হয়। প্রজাপতির এই মত যে, স্ত্রী স্বতন্ত্র থাকিবার যোগ্যা নহে ॥ ১৪

স্ত্রী বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমাকে মৈথুন নিমিত্তই আহ্বান করিতেছে। আপনার প্রতি আমার যে ভক্তি, ইহার উপরেও আপনি দৃষ্টিপাত করুন বিপ্রবর! যদি আপনি আমাকে সন্তুষ্ট না করেন, তাহা হইলে আপনার পাপ হইবে ॥ ১৫

অষ্টাবক্র বলিলেন,—ভদ্রে! স্বেচ্ছাচারী মানুষকেই পাপসমূহ নিজেদের দিকে আকর্ষণ করিতে পারে। আমি বৈরাগ্যের দ্বারা সর্বথা নিজের মনকে বশীভূত করিয়া রাখি, অতএব তুমি নিজ শয্যায় গমন কর ॥ ১৬

স্ত্রী বলিলেন, অনঘ! বিপ্রবর! আমি নম্র হইয়া আপনাকে প্রণাম করিতেছি এবং আপনার সম্মুখে ভূতলে পতিত হইতেছি। আপনি আমার উপর কৃপা করুন ও আমাকে শরণদান করুন ॥ ১৭

ব্রহ্মন্! যদি আপনি পর-স্ত্রীর সহিত সহবাসে দোষ দেখিয়া থাকেন, তবে আমি স্বয়ংই নিজেকে দান করিতেছি। আপনি

যদি বা দোষজাতং ত্বং পরদারেষু পশ্যসি।
আত্মানং স্পর্শয়ামাশু লাভং মৃষ্টুং হি মে দ্বিজ ॥ ১৮
ন দোষো ভবিতা চৈব সত্যেনৈতদ্ ব্রবীম্যহম্।
স্বতন্ত্রাং মা বিজানীহি যোঽহমস্মি সোঽস্তু বৈ মহি ॥
ন্যস্যাবেশিতচিত্তা চ স্বতন্ত্রাপি ভজস্ব মাম্ ॥

অষ্টাবক্র উবাচ।

স্বতন্ত্রা ত্বং কথং ভদ্রে ব্রূহি কারণমত্র বৈ
নাস্তি ত্রিলোকে স্ত্রী কাচিদ্ যা বৈ স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥ ২০
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রাস্তু স্থাবিরে কালে নাস্তি স্ত্রীণাং স্বতন্ত্রতা ॥ ২১

স্ত্র্যুবাচ।

কৌমারং ব্রহ্মচর্যাং মে কথমেবাদ্য ন সংশয়ঃ।
পত্নীং কুরুষ মাং বিপ্র প্রমাণং বিদ্ধি মে মনঃ ॥ ২২

অষ্টাবক্র উবাচ।

যথা মম তথা তুভ্যং যথা তুভ্যং তথা মম
জিজ্ঞাসেয়মৃষেস্তস্য বিদ্মঃ সত্যং ন কিং তবেৎ ॥ ২৩

আমার পাণি গ্রহণ করুন ॥ ১৮

আমি সত্য করিয়া বলিতেছি—ইহাতে আপনার কোন দোষ হইবে না। আপনি আমাকে স্বতন্ত্র বলিয়া জানিবেন। ইহাতে যে পাপ হইবে, উহা আমারই হউক। আমার চিত্ত আপনার চিন্তায় নিবিষ্ট আছে আমি স্বতন্ত্র, অতএব আমাকে গ্রহণ করুন ॥ ১৯

অষ্টাবক্র বলিলেন,—ভদ্রে! তুমি স্বতন্ত্র কিরূপে? ইহার যে কারণ, তাহা তুমি আমাকে বল। ত্রিলোকে এরূপ কোনও স্ত্রী নাই, যে স্বতন্ত্র থাকিবার যোগ্য ॥ ২০

কুমারী বয়সে স্ত্রীকে তাঁহার পিতা রক্ষা করেন, পতি তাঁহাকে যৌবনে রক্ষা করেন এবং বৃদ্ধবয়সে পুত্রগণ তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকে, অতএব স্ত্রীগণের কোনও স্বতন্ত্রতা নাই ॥ ২১

স্ত্রী বলিলেন,—বিপ্রবর! আমি কুমারী বয়স হইতেই ব্রহ্মচারিণী; অতএব আমি কন্যা ই—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। এখন আমাকে আপনি পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। আমার প্রস্তাবে না করিয়া দিবেন না ॥ ২২

অষ্টাবক্র বলিলেন,—যেরূপ আমার সম্বন্ধে, সেইরূপ তোমার সম্বন্ধে এবং যেরূপ তোমার বিষয়ে, সেইরূপ আমারও বিষয়ে যথার্থ ঋষির জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা যথার্থ ঋষি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন কিংবা সত্যই ইহা কোন ভিন্ন নয় ত' ? ২৩

আশ্চর্যং পরমং হীদং কিং নু শ্রেয়ো হি মে ভবেৎ
বিখ্যাতরূপবন্ত্বং হি কস্মাদ্ব্রহ্মর্ষেরমুপাস্কৃতা ॥ ২ ॥
কিং স্বরূপঃ পরমং রূপং ত্যক্ত্বা ত্বীর্ঘতপাসৌ কথং পুনঃ
কস্মাদ্রূপবিহীনোঽয়ং কিমিদানীং ভবেৎ ॥ ২৪
যথা পরং শক্তিমতের্ব্রূহি মে ভগবন্

ন হ্যেতদ্ধি বুধ্যামি সত্যোনাদাদ্বয়াদ্বয়ম্ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে সপ্তসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি অষ্টাবক্রঋষিসংবাদে
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

(তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—) ইনি পূর্বে রূপবতী ছিলেন, কিন্তু তখন ইনি বস্তুতঃই বিরূপিণী হইয়া কঠোর তপস্যার দ্বারা আমার সেবার উপযুক্ত হইয়াছেন। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। ইহাতে কি আমার কল্যাণ হইবে ? ২৩

কিন্তু ইহার এই পরম সুন্দর রূপ পূর্বে কেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল, আর এখন ইনার কদাকারতাই বা কিভাবে প্রাদুর্ভূত হইল ? এরূপ অবস্থায় ইহার কি উত্তর হইবে ? ২৪

আমার মধ্যে তাহাকে লক্ষ্য করিবার শক্তি এবং পূর্বপ্রাপ্ত মুনিবচনে কোনরূপে সন্দেহ করিবার ধৈর্য্য রহিয়াছে। এই শক্তি ও ধৈর্য্যের দ্বারা আমি কোনরূপেই বিচালিত হইব না। ধর্মকে অবজ্ঞা করা আমার ভাল লাগিতেছে না। আমি সত্যের সহায়তায় পরীক্ষা করিব। ২৬

ঈষদ্বংশি বেদব্যাসপ্রণীত সপ্তসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে অষ্টাবক্র ও উত্তরদিকের সংবাদ-বিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[অষ্টাবক্রোত্তরদিগোঃ সংবাদকথনম্, অষ্টাবক্রস্য স্বপুরে প্রত্যাবর্তনম্, বদান্যস্বয়োঃ বরুণা সহ তস্যা বিবাহশ্চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন বিস্মেতি কথং সা স্ত্রী শাপাচ্ছ পরমর্ষেঃ
কথং নিষ্ক্রান্ত ভগবান্ ভবান্ প্রস্রবণাদ্ যে ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

অষ্টাবক্রোঽথপৃচ্ছৎ তাং রূপং বিকুরুষে কথম্
ন চানৃতং তে বক্তব্যং ব্রূহি ব্রাহ্মণকাম্যয়া ॥ ২

স্ত্র্যুবাচ।

ভাষাপুরিষয়োর্যৌত্রৈষা কাম্যা ব্রাহ্মণসত্তম।
শৃণুষাবহিতঃ সর্বং তদ্বিপ্র সত্যবিক্রম ॥ ৩
জিজ্ঞাসেয়ং প্রবৃত্তা মে স্ত্রিয়ো কর্তুং ভবানিব
অব্যাখ্যানেন তে লোকা জিতাঃ সত্যপরাক্রম ॥ ৪
উত্তরাং যাং দিশং বিদ্ধি গৃহা স্ত্রীচাপলক্ষ তে
স্ত্রিয়ো রাজন্যপি স্ত্রীণাং বাধতে মৈথুনজ্বরঃ ॥ ৫

একবিংশ অধ্যায়।

[অষ্টাবক্র ও উত্তরদিকের সংবাদকথন এবং অষ্টাবক্রের নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন এবং বদান্য ঋষির কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! এই স্ত্রী সেই মহাতেজস্বী ঋষির শাপ হইতে কেন ভীত হইতেছে না ? এবং ভগবান্ অষ্টাবক্র ঋষি সে স্থান হইতে কখন প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন ? এই সব আমাকে বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্ ! প্রথমে যখন অষ্টাবক্র সেই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নিজের রূপ পরিবর্তন করিতেছ কেন ? ইহা বল। যদি আমার স্থায় ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সম্মান পাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে মিথ্যা কথা বলিও না। ২

স্ত্রী বলিলেন,—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! স্বর্গলোক হইতে কিংবা মর্ত্য-লোক হইতে, যে কোনও স্থানে স্ত্রী ও পুরুষ বাস করে, সেখানে তাহাদের মধ্যে পরস্পর সংযোগের এই কামনা সর্বদা থাকে। সত্যপরাক্রমী বিপ্র ! এই যে সব রূপপরিবর্তনের লীলা করা হইয়াছে, তাহার কারণ আমি বলিতেছি, আপনি সাবধানে হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। ৩

নির্দোষ ব্রাহ্মণ ! আপনাকে বিদ্ধ করিবার জন্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে আমি এই কার্য্য করিয়াছি। সত্যপরাক্রমী বিপ্র ! আপনি নিজের ধর্ম হইতে বিচলিত না হইয়া সমস্ত পুণ্যলোক জয় করিয়াছেন। ৪

আপনি আমাকে উত্তর দিক্ বলিয়া জানিবেন। স্ত্রীর মধ্যে কিরূপ চপলতা আছে—তাহা আপনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। বৃদ্ধা স্ত্রীগণেরও মৈথুনের জন্য কামজনিত সন্তাপ বহু দিন থাকে। ৫

(অবিশ্বাসান্ন বাসনী নাতিসক্তোঽপ্রবাসকঃ
বিদ্বান্ সুশীলঃ পুরুষঃ সদারঃ সুখমশ্নুতে ॥)
তুষ্টঃ পিতামহস্তেঽস্তু তথা দেবাঃ সবাসবাঃ ।
স ত্বং যেন চ কার্যেণ সম্প্রাপ্তো ভার্গবানিহ ॥৬
শ্রোত্রিয়স্তেন বিপ্রেণ কন্যাপত্ন্যা বিভূষিত
তবোপদেশঃ কর্তুং বৈ তচ্চ সর্বং কৃতং ময়া ॥ ৭
কেনৈবমিদমুক্তং গৃহং ব্রহ্মন্ ন তদ্বিদ্মহি ।
কস্যাং প্রাক্ত্যাসি তাং বিপ্র পুত্রিণীং চ ভবিষ্যতি ॥ ৮
কাময়া পৃষ্টবানস্মি মাং ভবো বাহ্যমুত্তমম্
অনতিক্রমণীয়া সা কৃৎস্নৈর্লোকৈস্ত্রিভিঃ সদা ॥ ৯
গচ্ছস্ব সুকৃতা কৃত্বা কিং চানার্যেঽনুচিন্তসি
যাবদ্ ব্রবীমি বিপ্রর্ষে অষ্টাবক্র যথাতথম্ ॥ ১০
স্মিত্বা প্রসাদিতা চাস্মি তব হেতোর্দ্বিজর্ষভ
তস্যা সম্মাননার্থং মে ত্বয়ি বাক্যং প্রভাষিতম্ ॥ ১১

(যে কেহও বিশ্বাস না করায় কোন স্থানে নিত্য বাস করে না, কোথাও অধিক আসক্ত হয় না, পরদেশে বাস করে না এবং যে ব্যক্তি বিদ্বান্ ও সুশীল, সেই ব্যক্তিই স্ত্রী সহিত থাকিয়া সুখভোগ করেন।) আজ আপনার উপর ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাগণ সন্তুষ্ট। ভগবান্ ভবভর্তৃই! আপনি যেখানে যে কার্যের জন্য আসিয়াছেন, তাহা সফল হইয়া গিয়াছে। সেই কন্যার পিতা স্বয়ং ঋষি আমার নিকট আপনাকে উপদেশ দিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন সেই সব আমি সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছি ॥ ৬-৭

বিপ্রবর! এখন আপনি কুশলের সহিত নিজ গৃহে যাইবেন এবং পথে আপনার শ্রম বা কষ্ট হইবে না। সেই মনোনীত কন্যাকে আপনি লাভ করিবেন ও আপনার দ্বারা সে পুত্রবতীও হইবে ॥ ৮

আপনি আসিবার সময়ে আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেইজন্য আমিও উত্তরস্বরূপে সব কিছুর উত্তর দান করিয়াছি। ত্রিভুবনের সমস্ত অধিবাসিগণের পক্ষেই ব্রাহ্মণের আজ্ঞা কদাপি উল্লঙ্ঘনীয় নহে

ব্রহ্মর্ষি অষ্টাবক্র! আপনি পুণ্য উপার্জন করিয়া গমন করুন। আর কি শুনিতে বাসনা করেন? বলুন, আমি সেই সব যথাযথভাবে বলিব ॥ ১০

বিপ্রশ্রেষ্ঠ! যদাপি তুমি আপনার জন্য, আমাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার সম্মানের জন্যই আমি এই সব কিছু উপদেশ করিলাম ॥ ১১

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! সেই স্ত্রীর এই কথা শ্রবণ করিয়া বিপ্রবর অষ্টাবক্র তাঁহার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তারপর তাঁহার অনুমতি লইয়া পুনরায় তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ১২

কুরুনন্দন! গৃহে আসিয়া তিনি বিশ্রাম করিলেন এবং স্বজনগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি ভার্যানুসারে পুনরায় ব্রাহ্মণ যযাতির ভবনে গমন করিলেন ॥ ১৩

ব্রাহ্মণ যযাতি তাঁহার আগমনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি প্রসন্নচিত্তে যাহা কিছু সেখানে দেখিয়াছিলেন, সেই সব বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪

ব্রহ্মর্ষে! আপনার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আমি উত্তর দিকে সমুদ্রগামী পর্বতের দিকে গমন করিলাম। তাহা হইতেও উত্তরে যাইলে পর আমার এক ব্রহ্মবেত্তার দর্শনলাভ হইল। তিনি আমাকে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং আপনারও পরিচয় দিয়াছেন। প্রভো! তারপর তিনি বিবেক কথা শুনাইলেন ও আমি তাঁহার অনুমতি লইয়া স্বীয় গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি ॥ ১৫-১৬

তখন ব্রাহ্মণ যযাতি বলিলেন,—আপনি উত্তম নক্ষত্রে বিধি অনুসারে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন, কারণ, আপনি অত্যন্ত সুযোগ্য পাত্র ॥ ১৭

ভীষ্ম উবাচ

অষ্টাবক্রস্তথেত্যুক্ত্বা প্রতিগৃহ্য চ তাং প্রভো।
কন্যাং পরমধর্ম্মাত্মা প্রীতিমানভ্যচারয়ৎ তদা ॥ ১৮
কন্যাং তাং প্রতিগৃহ্যৈব ভার্য্যাং পরমশোভনাম্।

ভীষ্ম বলিলেন,—প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির! তখনকার 'তথাস্তু' বলিয়া পরম ধর্ম্মাত্মা অষ্টাবক্র সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। তখন ইহাতে তিনি অতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন ॥ ১৮

উবাস মুদিতস্তত্র বাসমেব বিগতজ্বরঃ ॥ ১৯
ইতি শ্রীমহাভারতে সপ্তসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি অষ্টাবক্রদিক্‌সংবাদে
একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

সেই পরম সুন্দরী কন্যাকে পত্নীরূপে দান লাভ করিয়াই অষ্টাবক্র মুনি নিশ্চিন্ত হইলেন এবং তিনি নিজের আশ্রমে পত্নীর সহিত আনন্দসহকারে বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বাধ্যর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে অষ্টাবক্র ও উত্তরদিকের সংবাদ-বিষয়ক একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(যুধিষ্ঠিরস্য নানাবিধ-ধার্ম্মিকপ্রশ্নানামুত্তরদানম্, শ্রাদ্ধ-দানয়োরুত্তমপাত্রাণাং লক্ষণনিরূপণঞ্চ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ

পুত্রৈঃ কথং মহারাজ পুরুষস্তারিতো ভবেৎ।
যাবন্ন লভতে পুত্রমক্ষয়ঃ পুরুষো নৃপ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
নারদেন পুরা গীতং মার্কণ্ডেয়ায় পৃচ্ছতে ॥ ২
পর্ব্বতং নারদং চৈব ত্রিদিবং দেবলং তথা।
আরুণেয়ঞ্চ রৈভ্যঞ্চ এতানভ্যাগতান্ পুরা ॥ ৩
গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে তোয়বত্যাঃ সমাগমে।
দৃষ্ট্বা পূর্ব্বং সমাসীনান্ মার্কণ্ডেয়োঽভ্যগচ্ছত ॥ ৪
ঋষয়স্তু মুনিং দৃষ্ট্বা সমুত্থায়োত্থিতাঃ স্থিতাঃ
অর্চয়িত্বাঽব্রুবন্ বিপ্রং কিং কৃত্যমিতি চাব্রুবন্ ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ

অয়ং সমাগমঃ সপ্তর্ষিভিরেবাসাদিতো ময়া
অত্র প্রাপ্যামি বর্ষাণামাচারস্য চ নিশ্চয়ম্ ॥ ৬
অল্পঃ কৃতযুগে ধর্ম্মস্তত্রৈন ক্ষীয়তে বিভো
যুগে যুগে মহর্ষিভ্যো ধর্ম্মমিচ্ছামি বেদিতুম ॥ ৭

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের বিবিধ ধর্ম্মযুক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর দান এবং শ্রাদ্ধ ও দানের উত্তম পাত্রসকলের লক্ষণ নিরূপণ]

(মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক বিবিধ প্রশ্ন উত্থাপন এবং নারদের সেই সবের উত্তর দান।)

(যুধিষ্ঠির বলিলেন, মহারাজ! নরনাথ! পুত্রগণের দ্বারা মানুষের কিরূপে উদ্ধার লাভ হয়? যতকাল পুত্র প্রাপ্তি না হয়, ততকাল মানুষের জীবন নিষ্ফল কেন বলা হয়? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এ বিষয় বিদ্বান্ পুরুষগণ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। পুরাকালে মার্কণ্ডেয় জিজ্ঞাসা করিলে পর দেবর্ষি নারদ যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাই এই ইতিহাসে উল্লিখিত আছে ॥ ২

পুরাকালের বৃত্তান্ত, গঙ্গা-যমুনার মধ্যভাগে তোয়বতীর সমাগম হইয়াছে, সেই স্থানে পর্ব্বত, নারদ, দেবল, আরুণেয় ও রৈভ্য—এই সব ঋষি একত্রে সমবেত হন। ইহাদিগকে সেখানে পূর্ব্ব হইতেই বিরাজমান দেখিয়া মার্কণ্ডেয়ও গমন করিলেন ॥ ৩-৪

ঋষিগণ যখন মার্কণ্ডেয় মুনিকে আসিতে দেখিলেন, তখন তাঁহারা সকলেই উত্থিত হইয়া তাঁহার দিকে মুখ করত দণ্ডায়মান হইলেন এবং সেই ঋষিগণ তাঁহার যোগ্য পূজা করিয়া সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমরা আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিব? ৫

মার্কণ্ডেয় মুনি বলিলেন,—আমি অতিশয় যত্নের দ্বারা সৎ-পুরুষগণের এই সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার আশা, এখানে ধর্ম্ম ও আচারের নির্ণয় (সিদ্ধান্ত) প্রাপ্ত হইব ॥ ৬

সত্যযুগে ধর্ম্মের অল্পস্থান সরল। সেই যুগের অবসান হইলে পর ধর্ম্মের স্বরূপ মহর্ষিগণের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। অতএব প্রত্যেক যুগের ধর্ম্মের স্বরূপ কি? আমি ইহা মহর্ষিগণ আপনাদের নিকট হইতে জানিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ৭

ভীষ্ম উবাচ ।

ঋষিভির্নারদঃ প্রোক্তো ব্রূহি যত্রাস্য সংশয়ঃ
ধর্মাধর্মেষু তত্ত্বজ্ঞ ত্বং বিচক্ষণতমো মতঃ ॥ ৮
ঋষিভ্যোঽনুমতো বাক্যং নিয়োগাদ্ব্রহ্মণোঽব্রবীৎ
সর্বধর্মার্থতত্ত্বজ্ঞং মার্কণ্ডেয়ং ততোঽব্রবীৎ ॥ ৯

নারদ উবাচ

দীর্ঘায়ো তপসা দীপ্ত বেদবেদাঙ্গতত্ত্ববিৎ
যত্র তে সংশয়ো ব্রহ্মন্ সমুৎপন্নঃ স উচ্যতাম্ ॥ ১০
ধর্মং লোকোপকারং বা যচ্চাপ্যন্যৎ ত্বমিচ্ছসি ।
তদহং কথয়িষ্যামি ব্রূহি ত্বং সুমহাতপাঃ ॥ ১১

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

যুগে যুগে যতীতেঽস্মিন্ ধর্মসেতুঃ প্রণশ্যতি
কথং ধর্মস্খলনাদ্ধঃ প্রাদুর্ভাবমিতি মে মতিঃ ॥ ১২

নারদ উবাচ ।

আসীদ্ ধর্মঃ পুরা বিপ্র চতুষ্পাদঃ কৃতে যুগে ।
ততো ধর্মঃ কালেন প্রবৃত্তঃ কিঞ্চিদূনতঃ ॥ ১৩
ত্রেতাযুগং নাম প্রবৃত্তা ধর্মদূষণম্ ।
তস্মিন্ ব্যতীতে সম্প্রাপ্তে দ্বাপরং যুগম্ ॥ ১৪
তদা ধর্মস্য বৌ পাদাবধর্মো দ্বাদশস্থিতি
দ্বাপরে তু পরিক্ষীণে নস্মিকে সমুপস্থিতে ॥ ১৫
লোকস্বভাব ধর্মজ্ঞ উচ্যমানং নিবোধ মে ।
চতুর্থঃ নস্মিকং নাম ধর্মঃ পাদাবশেষিতঃ ॥ ১৬
ততঃ প্রভৃতি তারভ্য ক্ষীণপ্রজ্ঞাযুষো নরাঃ
ক্ষীণপ্রাণধনা লোকে ধর্মাচারবিবর্জিতাঃ ॥ ১৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এবং বিলুলিতে ধর্মে লোকে চাধর্মসংযুতে ।
কিং চতুর্বর্ণনিয়তং ভবতি কথং ন নশ্যতি ॥ ১৮

নারদ উবাচ

মন্ত্রপূতং সদা হব্যং কব্যং চৈব ন নশ্যতি
প্রতিগৃহ্ণন্তি তদ্ দেবা দাতুর্ন্যায়াৎ প্রদক্ষতঃ ॥ ১৯

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! তখন ঋষিগণ সকলে নারদকে বলিলেন, —তত্ত্বজ্ঞ দেবর্ষে ! মার্কণ্ডেয়ের যে বিষয়ে সন্দেহ আছে, তাহা আপনি নিরূপণ করুন, কারণ, ধর্ম ও অধর্মের বিষয়ে সন্দেহরহিত সমস্ত সন্দেহ আপনি নিরসন করিতে সমর্থ । ৮

ঋষিগণের এই অনুমতি এবং প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়া নারদ সমস্ত ধর্ম ও অর্থ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ৯

নারদ বলিলেন,—তপস্যায় প্রবীণ, দীর্ঘায়ু লাভকারী মার্কণ্ডেয় ! আপনি তো স্বয়ংই বেদ ও বেদাঙ্গসকলের তত্ত্ব অবগত আছেন । ব্রহ্মন্ ! যেখানি যে স্থলে আপনার সংশয় হইয়াছে, তাহা উপস্থাপন করুন । ১০

মহাতপস্বী মহর্ষে ! ধর্ম, লোকোপকার অথবা অন্য যে কোন বিষয়ে আপনি জানিতে বাসনা করিয়াছেন, তাহা বলুন । আমি উহা নিরূপণ করিব । ১১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, —প্রত্যেক যুগ অতিক্রান্ত হইয়া যাইলে পর ধর্মের মর্যাদা নষ্ট হইয়া যায় । তথাপি ধর্মের ক্ষয়নাশ অবশ্য করিলে পর আমি সেই ধর্মের কল কিরূপে প্রাপ্ত হইব ? আমার মনে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে । ১২

নারদ বলিলেন,—বিপ্রবর ! পুরাকালে সত্যযুগে ধর্ম তাঁহার চারি চরণযুক্ত হইয়া সকলের দ্বারা পালিত হন তদনন্তর ত্রেতাযুগ নামে প্রবৃত্তা ধর্মদূষণা । তস্মিন্ ব্যতীতে সম্প্রাপ্তে দ্বাপরং যুগম্ ॥ ১৪ তদা ধর্মস্য দ্বৌ পাদাবধর্মো দ্বাদশস্থিতি দ্বাপরে তু পরিক্ষীণে নস্মিকে সমুপস্থিতে ॥ ১৫ লোকস্বভাব ধর্মজ্ঞ উচ্যমানং নিবোধ মে । চতুর্থঃ নস্মিকং নাম ধর্মঃ পাদাবশেষিতঃ ॥ ১৬ ততঃ প্রভৃতি তারভ্য ক্ষীণপ্রজ্ঞাযুষো নরাঃ ক্ষীণপ্রাণধনা লোকে ধর্মাচারবিবর্জিতাঃ ॥ ১৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এবং বিলুলিতে ধর্মে লোকে চাধর্মসংযুতে । কিং চতুর্বর্ণনিয়তং ভবতি কথং ন নশ্যতি ॥ ১৮

নারদ উবাচ

মন্ত্রপূতং সদা হব্যং কব্যং চৈব ন নশ্যতি প্রতিগৃহ্ণন্তি তদ্ দেবা দাতুর্ন্যায়াৎ প্রদক্ষতঃ ॥ ১৯

সত্যযুগারম্ভে অধর্মের প্রবৃত্তি হয় এবং সে কিছু উন্নতি লাভও করে । ১৩

তদনন্তর ধর্মের একাংশ দূষিতকারী ত্রেতানামক দ্বিতীয় যুগের প্রবৃত্তি হয় । যখন সেই যুগও অতিক্রান্ত হইয়া যাইল, তখন তৃতীয় যুগ (ধর্মের দ্বিপাদ দূষিতকারী) দ্বাপর যুগ আসে । এই সময় ধর্মের দুই পদ অধর্ম নষ্ট করিয়া দেয় । ১৪½

দ্বাপর যুগের অবসান হইলে পর যখন নস্মিক (কলিযুগ) উপস্থিত হয়, সেই সময়ে লোকাচার এবং ধর্মের স্বরূপ যেরূপ হইয়া যায়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন । ১৫½

চতুর্থ যুগের নাম নস্মিক সেই সময় ধর্মের একটিই পাদ (অংশ) অবশিষ্ট থাকে । সেই সময় হইতেই মন্দবুদ্ধি ও অল্পায়ু মনুষ্যগণ উৎপন্ন হইতে থাকে । এই জগতে তাহাদের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া (কমিয়া) যায় । তাহারা নির্ধন হয় এবং সকল সদাচার হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যায় । ১৬-১৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—যখন এইভাবে ধর্ম লুপ্ত হইয়া যাইলে পর জগৎ অধর্মে পূর্ণ হইয়া উঠে, তখন চারি বর্ণের পক্ষেই নিয়ত হওয়া ও কর্তব্যের নাশ কেন হয় না ? ১৮

নারদ বলিলেন,—বেদমন্ত্রের দ্বারা সদা পবিত্র থাকায় হব্য ও কব্য নষ্ট হয় না । যদি দাতা ন্যায়ানুসারে দান করে, তবে দেবতা ও পিতৃগণ উহা সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন । ১৯

সন্তুষ্টশ্চ দাতা চ সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ
অবাপ্তকামঃ স্বর্গে চ মহীয়েত যথেপ্সিতম্ ॥ ২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ

চত্বারো হ্যত্র যে বর্ণা হন্যাঃ কন্যাঃ প্রদাস্যতে
মন্ত্রহীনমযজ্ঞাতং কেষাং দত্তং ক গচ্ছতি ॥ ২১

নারদ উবাচ

অনুরান্ গচ্ছতে দত্তং বিপ্রে রক্ষাংসি ক্ষত্রিয়ে।
বৈশ্যে প্রেতানি বৈ দত্তং শূদ্রৈর্ভূতানি গচ্ছতি ॥ ২২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথ বর্ণাবরে জাতাস্তাড়বর্ণোপসেবিনঃ।
দাস্যন্তি হন্য-কন্যানি কেষাং দত্তং ক গচ্ছতি ॥ ২৩

নারদ উবাচ

বর্ণাবরাণাং ভূতানাং হন্য-কন্যাপ্রদাতৃণাম্
নৈব দেবা ন পিতরঃ প্রতিগৃহ্ণন্তি তৎ স্বয়ম্ ॥ ২৪

যাতুধানাঃ পিশাচাশ্চ কৃত্যা যে চাপি নৈর্ঋতাঃ
তেষাং সা বিহিতা বৃত্তিঃ পিতৃদৈবতনির্মিতা ॥ ২৫
তেষাং সর্বপ্রদাতৄণাং হন্য-কন্যাসমাহিতাঃ।
যৎ প্রযচ্ছন্তি বিধিবৎ তদ্ বৈ ভুঞ্জন্তি দেবতাঃ ॥ ২৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ

শ্রুতা বর্ণাবরৈর্দত্তা হন্যা কন্যাশ্চ নারদ
সম্প্রয়োগে চ পুত্রাণাং কন্যানাঞ্চ ব্রবীহি মে ॥ ২৭

নারদ উবাচ

কন্যাপ্রদানং পুত্রাণাং স্ত্রীণাং সংযোগমেব চ
আনুপূর্ব্যান্নয়া সম্যগ্ উচ্যমানং নিবোধ মে ॥ ২৮

জাতমাত্রো তু দাতব্যা কন্যকা সদৃশে বরে।
কালে দত্তাসু কন্যাসু পিতা ধর্মেণ যুজ্যতে ॥ ২৯

যস্তু পুষ্পবতীং কন্যাং বান্ধবো ন প্রযচ্ছতি
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্ ॥ ৩০
তস্য কন্যাং গৃহে তস্যাদ্ প্রাপ্তযৌবনগোচরাম্।
অবহন্যাত্তু সা কন্যা ভ্রূণহত্যাং প্রযচ্ছতি ॥ ৩১

যে ভ্রাতা শাস্ত্রিকত্বসে যুক্ত থাকেন, তিনি ইহলোকে সমস্ত মনোবাঞ্ছিত কামনাসমূহ লাভ করেন। এ জগতে আদরণীয় হইয়া তিনি স্বর্গলোকেও নিজের ইচ্ছানুসারে সম্মানিত হন। ২০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এ সংসারে যে চারিবর্ণের মানুষ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি মন্ত্রহীন ও অযজ্ঞোপবীতযুক্ত হন্য-কন্যাপ্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে সেই দান কোথায় যায়? ২১

নারদ বলিলেন,—যদি ব্রাহ্মণ এরূপ দান করেন, তবে উহা অসুরগণ প্রাপ্ত হয়, ক্ষত্রিয়ের এইভাবে দান করিলে রাক্ষসগণ গ্রহণ করে, বৈশ্যগণকর্তৃক এইরূপে প্রদত্ত দান প্রেতসকল লাভ করে এবং শূদ্রদের দ্বারা এইভাবে প্রদত্ত অবজ্ঞাপূর্বক দান ভূতগণ প্রাপ্ত হয়। ২২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, যে সব ব্যক্তি নীচবর্ণে উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে উপসেবন করেন এবং হন্য-কন্যা দান করেন, তাঁহাদের সেই প্রদত্ত দান কোথায় যায়? ২৩

নারদ বলিলেন,—যখন নীচবর্ণের মনুষ্যগণ হন্য-কন্যা দান করেন, তখন তাঁহাদের প্রদত্ত সেই দান না দেবতা ও না পিতৃগণ স্বয়ং গ্রহণ করেন। ২৪

যে সব যাতুধান, পিশাচ, কৃত্য এবং পিশাচ আছে, তাহাদের জন্যই এই বৃত্তির বিধান হইয়াছে। পিতৃগণ এবং দেবতাগণ এরূপ বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছেন। ২৫

যাঁহারা সব কিছু প্রদান করেন এবং সেই কর্মে যাঁহারা অধিকারী, তাঁহারা একাগ্রচিত্ত হইয়া বিধিপূর্বক যে হন্য-কন্যা সমর্পণ করেন, তাহাই দেবতা ও পিতৃগণ গ্রহণ করেন। ২৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,— হে নারদ! নীচবর্ণের মনুষ্যগণের দ্বারা প্রদত্ত হন্য ও কব্যের যে দশা হয়, তাহা আমি শ্রবণ করিলাম। এখন পুত্র ও কন্যাদিগের বিষয়ে এবং ইঁহাদের সংযোগ বিষয়ে আমাকে কিছু বলুন। ২৭

নারদ বলিলেন,—এখন আমি কন্যাদান ও পুত্রগণের বিষয়ে এবং স্ত্রীলোকের সংযোগ বিষয়ে ক্রমশঃ বলিতেছি, উহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ২৮

কন্যা উৎপন্ন হইলেই বিবাহযোগ্য বয়সে উহাকে যোগ্য বরে দান করা উচিত। যদি যথাকালে কন্যাগণকে দান করা হয়, তবে পিতা ধর্মফলভাগী হইয়া থাকেন। ২৯

যে ভ্রাতাদি বন্ধু রজস্বলা অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্বেই কন্যাকে যোগ্য বরের সহিত বিবাহ না দিয়া থাকে, তবে সেই কন্যার এক এক মাস অতি বাহিত হইলে পর সেই বন্ধু ভ্রূণহত্যা পাপভাগী হয়। ৩০

যে ভ্রাতাদি বন্ধু কন্যাকে বিবাহযোগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সে সেই কন্যার দ্বারা অধিই চিতা করিতে থাকায় ভ্রূণহত্যা পাপভাগী হইয়া থাকে। ৩১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কেন মঙ্গলমুখ্যেষু বিনিযুজ্যন্তি কন্যকাঃ
এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং তত্ত্বেনেহ ব্রবীমি মে ॥ ৩২

নারদ উবাচ

নিত্যং নিবসতে লক্ষ্মীঃ কন্যকাসু প্রতিষ্ঠিতা।
শোভনা শুভযোগ্যা চ পূজ্যা মঙ্গলকর্মসু ॥ ৩৩
আকরঃ সর্বরত্নানাং সর্বমঙ্গলোপগম্।
তথা কন্যা মহালক্ষ্মীঃ সর্বলোকস্য মঙ্গলম্ ॥ ৩৪
এবং কন্যা পরা লক্ষ্মী র্বৃত্তিস্তোষস্তথৈব চ।
মলাকুলানাং চরিত্রং বৃত্তেন বিকযোপলম্ ॥ ৩৫
আনয়িত্বা স্বকাদ্ বর্ণাৎ কন্যকাং যো ভজেন্নরঃ।
ভার্যাং হব্য-কব্যানাং পুত্রঞ্চ যা প্রসূযতে ॥ ৩৬
সাক্ষী কুলা বর্ধয়তি সাক্ষী সৃষ্টির্গৃহে পরা
সাক্ষী লক্ষ্মী রতিঃ সাক্ষাৎ প্রতিষ্ঠা সন্ততিস্তথা ৩৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কানি তীর্থানি ভগবন্ নৃণাং দেহাশ্রিতানি বৈ
তানি বৈ শংস ভগবন্ সাধারণযোন পূজতঃ ॥ ৩৮

নারদ উবাচ

দেবর্ষিপিতৃতীর্থানি ব্রাহ্মং যদ্যোঽথ বৈষ্ণবম্।
নৃণাং তীর্থানি পঞ্চাহুঃ পাণৌ সন্নিহিতানি বৈ ॥৩৯
আদ্যতীর্থং তু তীর্থানাং বৈষ্ণবো ভাগ উচ্যতে।
যত্রোপস্পৃশ্য বর্ণানাং চতুর্ণাং বর্ধতে কুলম্ ॥ ৪০
পিতৃ-দৈবতকার্যাণি বর্ধন্তে প্রেত্য চেহ চ

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ধর্মেষ্বধিকৃতানাং তু নরাণাং মুহ্যতে মনঃ
কথং ন বিদ্যুঃ ভবতি এতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৪১

নারদ উবাচ

অর্থাশ্চ নার্যাশ্চ সমানমেতৎ—
ক্ষেত্রাণি পুংসামিব যোষয়ন্তি।
রতিপ্রমোদাৎ প্রমদা হরন্তি
ভোগৈর্ধনং চাপ্যুপহন্তি ধর্মান্ ॥ ৪২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভগবন্! মনুষ্যগণের দেহে কোন্ কোন্ তীর্থ বিদ্যমান আছে? আমি ইহা জানিতে বাসনা করি। অতএব আপনি উহা যথাযথভাবে আমাকে বলুন ॥ ৩৮

নারদ বলিলেন,—মনীষী পুরুষগণ বলেন যে, মনুষ্যদেহের হস্তে পঞ্চতীর্থ বিদ্যমান আছে। তাহাদের নাম হইল—দেবতীর্থ, ঋষিতীর্থ, পিতৃতীর্থ, ব্রাহ্মতীর্থ ও বৈষ্ণবতীর্থ। (অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগে দেবতীর্থ। কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলভাগে ঋষিতীর্থ। ইহাকে কায়তীর্থ ও প্রজাপত্যতীর্থও বলে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যভাগে পিতৃতীর্থ। অঙ্গুষ্ঠের মূলভাগে ব্রাহ্মতীর্থ এবং হস্ততলের মধ্যভাগে বৈষ্ণবতীর্থ।) ॥ ৩৯

হস্তে যে বৈষ্ণব তীর্থের ভাগ, তাহাকে সমস্ত তীর্থসমূহের মধ্যে প্রধান বলা হয়। সেখানে জল রাখিয়া আচমন করিলে চারি বর্ণের কুলের বৃদ্ধি হয় এবং দেবতা ও পিতৃগণের কার্যেরও ইহলোক ও পরলোকে বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪০½

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—যাঁহারা ধর্মের অধিকারী, এরূপ মনুষ্যগণের মনও কখনও কখনও ধর্ম-বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪১

নারদ বলিলেন,—ধন ও নারী—এই উভয়েরই অবস্থা সমান। এই উভয়ই সকল মানুষকে কল্যাণের পথে যাইতে বাধা দিয়া থাকে, তাহাদিগকে মোহিত করে। রাজসিক আমোদ-

হব্যং কব্যঞ্চ যন্মাত্রা সর্বা তদ্ভোজয়িতোর্হতি।
দত্তং হি ভোজিতে সাধৌ অক্ষিতাপ্যাহিতার্হতি॥ ৪৩

ভীষ্ম উবাচ

ইতি সত্রাস্থ ঋষিভির্মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ
নারদং চাপি সংকৃত্য তেন চৈবাভিসংকৃতঃ ৪৪
আমন্ত্রয়িত্বা ঋষিভিঃ প্রযযাবাত্মনঃ মুনিঃ।
অথরন্তাপি তীর্থানাং পরিচর্যাঃ প্রচক্রমুঃ॥৪৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ

কিমাহুর্ভরতশ্রেষ্ঠ পাত্রং বিপ্রাঃ সনাতনাঃ।
ব্রাহ্মণা নিত্যিনঃ কৈশ ব্রাহ্মণা বাপ্যনিত্যিনঃ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অনুত্তিমভিপন্নাস্তু নিত্যিনো হেতবাদ চ
হেতবাদমর্যাদাস্তু উভাবেতৌ অনর্থিনৌ॥ ২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রদ্ধতা পরমা পূতো যঃ প্রযচ্ছেদ দ্বিজাতয়ে।
হব্যং কব্যং তথা দানং কো দোষঃ স্যাৎ পিতামহ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ

শ্রদ্ধাপূতো নরস্তাত তর্পাত্তোহপি ন সংশয়ঃ
পূতো ভবতি সর্বত্র কিমুত যঃ মহাত্মাসু॥ ৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন ব্রাহ্মণঃ পরীক্ষেত দৈবেষু সততং নরঃ
কব্যাদানেষু তু মুখ্যং পরীক্ষ্যো ব্রাহ্মণো বিদুঃ॥ ৫

ভীষ্ম উবাচ।

ন ব্রাহ্মণঃ সাধয়তে হব্যং দৈবাৎ প্রসিধ্যতি
দেবপ্রসাদাদিচ্ছন্তি যজমানৈর্ন সংশয়ঃ॥ ৬

ব্রাহ্মণান্ ভরতশ্রেষ্ঠ সততং ব্রহ্মবাদিনঃ।
মার্কণ্ডেয়ঃ পুরা প্রাহ ইতি লোকেষু বুদ্ধিমান্॥ ৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অপূর্বোঽলাভবদ্বা বিদ্বান্ সমধ্বরী বা যদা ভবেৎ।
তৎকালী যদি বিপ্রো বা কথং পাত্রং ভবেৎ তু সঃ॥ ৮

প্রয়োজন বা পূর্ণ যজ্ঞফলের মনকে স্থির করে এবং মন ভোজ্যের দ্বারা দেব-কর্মপুরুষ দ্বারা পুষ্টি করে।৪৩

কর্মাত্মা ভোজিতে ব্রাহ্মণ সকল হব্য ও কব্য দানের ভোগ অধিকারী। তেমন ভোজিতে প্রেত হব্য-কব্য প্রভৃতি অক্ষিত ও আহুতির ন্যায় সফল হয়।৪৩

ভীষ্ম বলিলেন,— এইভাবে ঋষিগণের সহিত ধর্মের আলোচনা করে মহাতপস্বী মার্কণ্ডেয় সকলের সম্মান করিলেন এবং স্বয়ংও তাঁহার দ্বারা সম্মানিত হইলেন।৪৪

তারপর মার্কণ্ডেয় ঋষিগণের নিকট হইতে গমনের অনুমতি লইয়া নিজ আশ্রমে চলিয়া যাইলেন এবং ঋষিগণও তীর্থভ্রমণ করিতে লাগিলেন।৪৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন, ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ কোন্ ব্যক্তিকে দানের শ্রেষ্ঠ পাত্র বলিয়া অভিহিত করেন? যজ্ঞকর্তৃগণ প্রভৃতি চির ধারণকারী ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে অথবা চিরস্থায়ি গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে?১

ভীষ্ম বলিলেন,— মহারাজ! জীবন রক্ষার জন্য যাঁর যথাযথোচিত বৃত্তি অবলম্বনকারী ব্রাহ্মণ চিরস্থায়ী হউন বা চিরস্থায়িত হউন, তাঁহাকেই দানযোগ্য বস্তু দান করা উচিত বলিয়া মহাপুরুষগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, যথাযথবৃত্তি

উভয়ই উত্তমেই তপস্বী ও জ্ঞানবান।২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,— পিতামহ! যে কেবল শ্রদ্ধার দ্বারা পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণকে হব্য-কব্য ও অন্যান্য বস্তু দান করেন, তাঁহার আর অন্য প্রকার পবিত্রতা না থাকায় কিরূপ দোষ হইয়া থাকে?৩

ভীষ্ম বলিলেন,—তাত! যাহার ত্রিবেদজ্ঞান না হইলেও কেবল শ্রদ্ধাদ্বারা দ্বারা পবিত্র হইয়া যায়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। মহাতেজস্বী ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধাপূত যাহাকে সর্বত্র পবিত্র বলেন, সুতরাং ভোজার ন্যায় দাতাও যে পবিত্র, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,— পিতামহ! বিদ্বান্‌গণ বলেন যে, দেবকার্যে কখনও ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা করিবেন না, কিন্তু শ্রাদ্ধকার্যে অবশ্যই তাঁহাকে পরীক্ষা করিবে, ইহার কারণ কি?৫

ভীষ্ম বলিলেন,—পুত্র! যজ্ঞ ভোজাদি দেবকার্যের সিদ্ধি ব্রাহ্মণের অধীন নয়, উহা দৈবেরই দ্বারা সিদ্ধ হয়। দেবতাগণের কৃপাতেই সকল যজমান যজ্ঞ করেন—ইহাতে কোনও সংশয় নাই।৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! বুদ্ধিমান্ মার্কণ্ডেয় বহু পূর্বেই এই কথা বলিয়াছেন যে, শ্রাদ্ধে সহস্র দেবক ব্রাহ্মণগণকেই নিমন্ত্রিত করিবে (কারণ, এই কার্যের সিদ্ধি মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণের অধীন)।৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,— যিনি অনভিজ্ঞ, বিদ্বান্ সমধ্বরী, তপস্বী

ভীষ্ম উবাচ

কুলীনঃ কর্মকৃদ্ বৈদ্যস্তথৈবাপ্যনুশংসবান্।
হ্রীমানৃজুঃ সত্যবাদী পাত্রং পূর্বে ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯

তত্রেমং শৃণু মে পার্থ চতুর্ণাং তেজসাং মতম্
পৃথিব্যাং কাশ্যপস্যাগ্নের্মার্কণ্ডেয়স্য চৈব হি ॥ ১০

পৃথিব্যুবাচ

যথা মহার্ণবে ক্ষিপ্তঃ ক্ষিপ্রং লোষ্টো বিনশ্যতি
তথা দুশ্চরিতং সর্বং ত্রিধন্বন্যাঙ্ক নিমজ্জতি ॥ ১১

কাশ্যপ উবাচ

সর্বে চ বেদাঃ সহ যজ্ঞবিদ্যৈঃ
সাংখ্যং পুরাণঞ্চ কুলে চ জন্ম।
নৈতানি সর্বাণি গতির্ভবন্তি
শীলব্যপেক্ষা নৃপ দ্বিজস্য ॥ ১২

অগ্নিরুবাচ

অধীয়ানঃ পণ্ডিতং মন্যমানো
যো বিদ্বয়া হন্তি পরং পরেষাম্।
প্রভ্রষ্টচেষ্টোঽসৌ চরতে ন সত্যং
লোকাস্তস্য ভ্রষ্টবৃত্তস্য তপ্তাঃ ॥ ১৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্
নাতিজানামি যদ্ভূয়ঃ সত্যস্যার্পয়থাদ্ গুরুম্ ॥ ১৪

ভীষ্ম উবাচ

ইত্যুক্ত্বা তে ভগ্নমানাস্ত্বরান্বোঽমিততেজসঃ
পৃথিবী কাশ্যপোঽগ্নিশ্চ প্রকৃষ্টাদ্ভুক্ত ভার্গবঃ ॥ ১৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যদি তে ব্রাহ্মণা লোকে ব্রতিনো ভুঞ্জতে হবিঃ
দত্তং ব্রাহ্মণকামায় কথং তৎ সুকৃতং ভবেৎ ॥ ১৬

ভীষ্ম উবাচ

আদিষ্টিনো যে রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ
ভুঞ্জতে ব্রহ্মকামায় ব্রতলুপ্তা ভবন্তি তে ॥ ১৭

অথবা যজ্ঞশীল, ইঁহাদের কোন ব্যক্তি কিরূপ গুণসম্পন্ন হইলে পর শ্রাদ্ধে এবং দানের উত্তম পাত্র হইতে পারেন ? ৮

ভীষ্ম বলিলেন, —কুলীন, কর্মী, বেদজ্ঞ, দয়ালু, লজ্জাশীল, সরল ও সত্যবাদী —এই পাত্র প্রকার গুণবিশিষ্ট যে পূর্বোক্ত তিন ব্রাহ্মণ (অপরিচিত বিদ্বান্, দয়ালু ও তপস্বী), ইহারা উত্তম পাত্র বলিয়া কথিত হন। ৯

কুন্তীনন্দন ! তুমি আমার নিকট হইতে পৃথ্বী, কাশ্যপ, অগ্নি ও মার্কণ্ডেয় —এই চার তেজস্বী ব্যক্তির মত শ্রবণ কর।

পৃথিবী বলিলেন,—যেরূপ মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত মৃত্তিকার ঢিলা সত্বর গলিয়া গিয়া নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ —এই তিন বৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী ব্রাহ্মণের সমস্ত দুষ্কর্ম লয় হইয়া যায়। ১১

কাশ্যপ বলিলেন, নৃপ ! যে ব্রাহ্মণ শীলহীন, তাহাকে বেদ অঙ্গ সহ বেদ, সাংখ্য ও পুরাণের জ্ঞান এবং উত্তমকুলে জন্ম—এই সব বিদ্যমান হইলেও উত্তমগতি প্রদান করিতে পারেন না। ১২

অগ্নি বলিলেন, —যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করত নিজেকে অতিশয় পণ্ডিত বলিয়া মনে করে এবং নিজের বিদ্যাবত্তার উপর গর্ব করিতে থাকে এবং নিজের বিদ্যার বলে অন্য ব্যক্তিগণের ধর্ম নাশ করে, সে ধর্মভ্রষ্ট হয় এবং সত্য পালন করিতে পারে না; অতএব তাহার নাশবান্ লোকসমূহ লাভ হয়। ১৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, যদি তুলাদণ্ডের একদিকে একহাজার অশ্বমেধ-যজ্ঞ এবং অন্যদিকে সত্যকে রাখিয়া ওজন করা হয়, তবে সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং সত্যের অর্দ্ধেকের সমান হইবে কি না ? তাহা আমি জানি না। ১৪

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির ! এইভাবে নিজ নিজ মত প্রকাশ করিয়া সেই সব অমিততেজস্বী ব্যক্তি—পৃথিবী, কাশ্যপ, অগ্নি ও মার্কণ্ডেয় চলিয়া যাইলেন। ১৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ ! যদি ব্রহ্মচর্য্যপালনকারী ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে হবিষ্যান্ন ভোজন করেন, তবে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কামনায় তাঁহাকে প্রদত্ত দান কিরূপে সফল হইবে ? ১৬

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজেন্দ্র ! যাঁহাদিগকে গুরুদের নিয়ত বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিবার আদেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আদিষ্টী বলা হয়। বেদপারগামী যে সব আদিষ্টী ব্রাহ্মণ যজমানের ব্রাহ্মণকে দান গ্রহণের ইচ্ছা পূর্তির জন্য শ্রাদ্ধে ভোজন করেন, তাঁহাদের নিজেদের ব্রত নষ্ট হইয়া যায় (ইহাতে দাতার দান দূষিত হয় না। ১৭

---

* শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবার যোগ্য ব্রাহ্মণদের বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রে এইরূপ বলেন আছে—"কর্মনিষ্ঠাস্তপোনিষ্ঠাঃ শঙ্খাদি-ব্রহ্মচারিণঃ। পিতৃ মাতৃপরাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ শ্রাদ্ধসম্পদাঃ।" তথা—"ব্রতস্থমপি মৌহিত্রং শ্রাদ্ধে যত্নেন ভোজয়েৎ"।

যুধিষ্ঠির উবাচ

অনেকান্তং বহুদ্বারং ধর্ম্মমাহুর্মনীষিণঃ
কিংনিমিত্তং ভবেদত্র তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১৮

ভীষ্ম উবাচ।

অহিংসা সত্যমক্রোধ আনৃশংস্যং দমস্তথা।
আর্জবং চৈব রাজেন্দ্র নিশ্চিতং ধর্মলক্ষণম্ ॥ ১৯

যে তু ধর্মং প্রশংসন্তশ্চরন্তি পৃথিবীমিমাম্
অনাচরন্তস্তদ্ ধর্মং সন্দেহস্তিরস্তাঃ প্রভো ॥ ২০

স্তেতো হিংস্যাৎ রক্ষুঃ বা গ্রামন্বা যদ্যতি যঃ।
দশ বর্ষাণি বিষ্ঠাং স ভুঙ্‌ক্তে নিরয়মাশ্রিতঃ ॥ ২১

যেষাঞ্চ পুরুষাণাঞ্চ তথৈবাস্তেঽবসায়িনাম্।
কৃতং কর্মাকৃতং বাপি রাগমোহেন জন্তুভাম্ ॥ ২২

বৈশ্বদেবঞ্চ যে মূঢ়া বিপ্রায় ব্রহ্মচারিণে।
দদতে নেহ রাজেন্দ্র তে লোকান্ ভুঞ্জতেঽশুভান্ ॥২৩

যুধিষ্ঠির উবাচ

কিং পরং ব্রহ্মচর্য্যাৎ কিং পরং ধর্মলক্ষণম্
কিঞ্চ শ্রেষ্ঠতমং শৌচং তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ২৪

ভীষ্ম উবাচ।

ব্রহ্মচর্য্যাৎ পরং তাত নরনারীসমাগমে।
মর্য্যাদায়াং স্থিতো ধর্মঃ শমস্তৈবাস্য লক্ষণম্ ॥ ২৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কস্মিন্ কালে চরেদ্ ধর্মং কস্মিন্ কালেঽর্থমাচরেৎ।
কস্মিন্ কালে সুখী চ স্যাৎ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ২৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! মনীষী পুরুষগণ বলেন যে, ধর্ম্মের ফল ও সাধন অনেক প্রকার। শাস্ত্রের কিরূপ গুণ তাঁহাকে ধর্ম্মশাস্ত্রতার কারণ হয়? তাহা আমাকে বলুন ॥ ১৮

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজেন্দ্র! অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, কোমলতা, ইন্দ্রিয়সংযম ও শমতা—এই সমস্ত ধর্ম্মের নিশ্চিত লক্ষণ ॥ ১৯

ক্রিয়াবিহীন, তপস্বী, পক্ষান্বিত সেবাকারী, ব্রহ্মচারী ও পিতামাতার ভক্ত—এই পাঁচ প্রকারের ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের সম্পত্তি। ইহাদিগকে ভোজন করাইলে শ্রাদ্ধকার্য্য পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয়। এবং নিজের কন্যার পুত্র যদি ব্রহ্মচারী হয়, তবে তাঁহাকেও শ্রাদ্ধে যত্নসহকারে ভোজন করাইতে হয়। এরূপ করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা পুণ্যভাগী হন। কেবল শ্রাদ্ধেই ইহাদের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। শ্রাদ্ধের অতিরিক্ত অন্য কোন কর্ম্মে ব্রহ্মচারীকে ভোজ খেলাইয়া যে ব্যক্তি তাঁহার ব্রত ভঙ্গ করে, তাহাকে দোষভাগী হইতে হয় এবং নিজের কৃত কর্ম্মের ফল পূর্ণরূপে সেই ব্যক্তি লাভ করিতে পারে না। সেইজন্য শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—"মনসা পাত্রবুদ্ধিস্থ ফলমধ্যে জলং ক্ষিপেৎ। দাতা তৎফলমাপ্নোতি প্রতিগ্রাহী ন দোষভাক্।" যদি কোন সুপাত্রকে (ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে) দান করিবার ইচ্ছা হয়, তবে মনে মনে তাঁহাকে ধ্যান করিবে এবং তাঁহাকে দানের উদ্দেশে সঙ্কল্পের জল হস্তে লইয়া উহা জলেই নিক্ষেপ করিয়া দিবে। ইহাতে দাতার দান-ফল লাভ হয় এবং দান-গ্রহণকারী দোষভাগী হন না। এই কথা সৎপাত্রের সমাদর করিবার জন্য বলা হইয়াছে। (মহাভারতের তাৎপর্য্য মহামতি নীলকণ্ঠ।)

প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির! যে সব ব্যক্তি এ জগতে ধর্ম্মের প্রশংসা করিতে করিতে বিচরণ করে, কিন্তু স্বয়ং সেই ধর্ম্মের আচরণ করে না, তাহারা ধর্ম্মধ্বজী ও ধর্ম্মতস্করতা বিস্তার করে ॥ ২০

এরূপ ব্যক্তিগণকে যে মানুষ সুবর্ণ, রত্ন, গো কিংবা অন্যান্য বস্তুসকল দান করে, সেই মানুষ নরকে পতিত হইয়া দশ বৎসরকাল বিষ্ঠাভোজী হইয়া থাকে ॥ ২১

যে সব উচ্চ বর্ণের মানুষ রাগ ও মোহের বশীভূত হইয়া নিষেধের কৃত অথবা অকৃত শুভ কর্ম্ম অনায়াসে বর্ণনা করে, তাহারা বেদ, পুরুষ ও অন্যান্যগণের তুল্য বলিয়া গণিত হয় ॥ ২২

রাজেন্দ্র! যে মূঢ় মানুষগণ ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে বলিবৈশ্বদেবী অন্ন (অতিথিদিগকে প্রদান করিবার যোগ্য অন্ন) প্রদান করে না, তাহারা অশুভ লোকসকল ভোগ করে ॥ ২৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! ব্রহ্মচর্য্য কি? ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লক্ষণ কি? এবং সর্ব্বোত্তম পবিত্রতাই কি? তাহা আমাকে বলুন ॥ ২৪

ভীষ্ম বলিলেন, তাত! স্ত্রীসঙ্গ ও মদ্য পরিত্যাগ করাই ব্রহ্মচর্য্য হইতেও শ্রেষ্ঠ—ইহাই উত্তম ব্রহ্মচর্য্য। বেদোক্ত মর্য্যাদায় অবস্থান করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখাই সর্ব্বোত্তম পবিত্রতা ॥ ২৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! মানুষ কোন্ সময়ে ধর্ম্মের আচরণ করিবে? কখন অর্থোপার্জ্জনে নিরত থাকিবে এবং কোন্ সময়ে সুখ-ভোগে প্রবৃত্ত হইবে? এই সব আমাকে বলুন ॥ ২৬

ভীষ্ম উবাচ

কল্যমর্থং নিষেবেত ততো ধর্মমনন্তরম্
পশ্চাৎ কামং নিষেবেত ন চ গচ্ছেৎ প্রসঙ্গিতাম্ ॥২৭
ব্রাহ্মণাংশ্চৈব যজেত গুরূংশ্চাপ্যভিপূজয়েৎ।
সর্বভূতানুলোমশ্চ মৃদুশীলঃ প্রিয়ংবদঃ ॥ ২৮
অবিকায়ে বদন্বাক্যং যচ্চ রাজন্ পৈশুনম্
গুরোশ্চাপ্রিয়কৃৎসূতা মা ভূদ্ ব্রহ্মহত্যা ॥ ২৯
প্রত্যেয়ং নরেন্দ্রেষু ন হন্যাদ্ গাং তথৈব চ।
ভ্রূণহত্যাসমং চৈব উভয়ং যো নিষেবতে ॥ ৩০
নাগ্নিং পরিত্যজেদ্ভাস্তু ন চ বেদান্ পরিত্যজেৎ।
ন চ ব্রাহ্মণমাক্রোশেৎ সমং তদ্ ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৩১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কীদৃশাঃ সাধবো বিপ্রাঃ কেভ্যো দত্তং মহাফলম্
কীদৃশানাঞ্চ ভোক্তব্যা ভক্ষে ব্রূহি পিতামহ ॥ ৩২

ভীষ্ম উবাচ।

অক্রোধনা ধর্মপরাঃ সত্যনিত্যা দমে রতাঃ
তাদৃশাঃ সাধবো বিপ্রাস্তেভ্যো দত্তং মহাফলম্ ॥৩৩
অমানিনঃ সর্বসহা গূঢ়ার্থা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ।
সর্বভূতাহিতা মৈত্রাস্তেভ্যো দত্তং মহাফলম্ ॥ ৩৪
অলুব্ধাঃ শুচয়ো দৈন্তা হ্রীমন্তঃ সত্যবাদিনঃ।
স্বকর্মনিরতা যে চ তেভ্যো দত্তং মহাফলম্ ॥ ৩৫
সাঙ্গাংশ্চ চতুরো বেদানধীতে যো দ্বিজর্ষভঃ।
ষড়ঙ্গে প্রযুক্তঃ কর্মান্তে পাত্রমুত্তমমো বিদুঃ ॥৩৬
যে ত্রৈবিদ্যগুণজ্যেষ্ঠাস্তেভ্যো দত্তং মহাফলম্।
সর্বপ্রশুনমাক্রোশি গুণাঢ্যায় প্রদায়কঃ ॥ ৩৭
প্রজ্ঞা-ক্রুতাভ্যাং বৃত্তেন শীলেন চ সমন্বিতঃ
তারয়েত কুলং সর্বমেকোঽপীহ দ্বিজর্ষভঃ ॥ ৩৮

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! পূর্বাহ্নে ধনোপার্জন করিবে, তদনন্তর ধর্ম পালন করিবে এবং ইহার পর কামের সেবা করিবে, কিন্তু কোনরূপে উহাতে আসক্ত হইবে না। ২৭

ব্রাহ্মণগণের সম্মান করিবে, গুরুজনগণের সেবা-পূজা করিবে, সকল প্রাণীর প্রতিই অনুকূল আচরণ করিবে, বিনয়পূর্ণ ব্যবহার-পরায়ণ হইবে এবং সকলকে মধুর কথা বলিবে। ২৮

কাহার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া মিথ্যাচারী হওয়া অথবা ন্যায়াসনে যাইয়া মিথ্যা কথা বলা, রাজার নিকটে কাহারও উদ্দেশে প্রতিবিদ্বেষপূর্ণ কথা বলা এবং গুরুর সহিত কপটতা-পূর্ণ ব্যবহার করা—এই তিনটিই ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ। ২৯

রাজাদের উপর প্রহার করিবে না এবং গো-সকলকে আঘাত করিবে না। যে ব্যক্তি রাজা ও গোর উপর প্রহাররূপ বিবিধ দুষ্কর্মের সেবা করে, তাহার ভ্রূণহত্যাসমান পাপ হয়। ৩০

অগ্নিহোত্র কখনও ত্যাগ করিবে না, বেদের স্বাধ্যায় পরিত্যাগ করিবে না এবং ব্রাহ্মণের নিন্দা করিবে না; কারণ, এই তিনটি দোষই ব্রহ্মহত্যা-সদৃশ। ৩১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! কিরূপ ব্রাহ্মণগণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে হইবে? কাহাকে প্রদত্ত দান মহাফলদায়ক হয়? এবং কিরূপ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান উচিত? ইহা আমাকে বলুন। ৩২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! যাহারা ক্রোধহীন, ধর্মপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ ও ইন্দ্রিয়সংযমে তৎপর, এরূপ ব্রাহ্মণগণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে এবং তাঁহাদিগকে দান করিলে পর মহাফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। (অতএব তাঁহাদিগকেই শ্রাদ্ধে ভোজন করান উচিত)। ৩৩

যাঁহাদের মধ্যে অভিমান নাই, যাঁহারা সব কিছু সহ্য করিতে পারেন, যাঁহাদের বিচার গূঢ়, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, যাঁহারা সমস্ত প্রাণিগণেরই হিতকারী এবং সকলের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন, তাঁহাদিগকে প্রদত্ত দান মহাফলদায়ক হয়। ৩৪

যাঁহারা নির্লোভ, পবিত্র, বিদ্বান্, লজ্জাশীল, সত্যবাদী ও নিজেদের কর্তব্য পালনকারী, তাঁহাদিগকে প্রদত্ত দানই মহাফল প্রদান করে। ৩৫

যে ব্রাহ্মণ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ছয় অঙ্গযুক্ত ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এই চারি বেদ অধ্যয়ন করেন এবং ব্রাহ্মণোচিত অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, যজন-যাজন এবং দান-প্রতিগ্রহ এই ছয় কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহাকে ঋষিগণ দানের উত্তম পাত্র বলিয়া বর্ণনা করেন। ৩৬

যে সব ব্রাহ্মণগণ পূর্বোক্ত গুণসমূহে যুক্ত, তাঁহাদিগকে প্রদত্ত দান মহাফলদায়ক হয়। গুণবান্ ও সুযোগ্য পাত্রকে দানকারী ব্যক্তি সহস্র গুণ ফল লাভ করেন। ৩৭

যদি উত্তম বুদ্ধি, শাস্ত্রের জ্ঞান, সদাচার ও সুশীলতাদি উত্তম গুণসমূহে সম্পন্ন এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ দান গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার দ্বারা দাতার সম্পূর্ণ কুল উদ্ধার হইয়া যায়। ৩৮

গাথাঃ বিত্তময়ীঃ বা তত্রিবে প্রতিগাদয়েৎ
ত্রয়াণি চাত্রানি তথা প্রেম্যাভাবে ন মোচয়েৎ ॥ ৩৯
তারয়েত্ত কুলং সর্বমেকোঽপীহ দ্বিজোত্তমঃ
কিমঙ্গ পুনরেতেষু তস্মাৎ পাত্রং পরীক্ষয়েৎ ॥ ৪০
(ভুক্তে ভুক্তাঃ সর্বদেবাঃ পিতরো মুনয়োঽপি চ ॥)

নিশম্য চ গুণোপেতাঃ ব্রাহ্মণাঃ সাধুসম্মতম্।
যুধিষ্ঠিরায় সংকৃত্য সর্বস্তস্থাপি পূজয়েৎ ॥ ৪১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বহুপ্রাক্ষিকে
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

অতএব এরূপ গুণবান্ পুরুষকেই গো, অশ্ব, অন্ন, ধন ও অন্যান্য পদার্থ দেওয়া উচিত। এরূপ করিলে পর লোকে মৃত্যুর পরে আর অনুতাপ করিতে হয় না। ৩৯

একজন উত্তম ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধকর্তার সমস্ত কুলকে উদ্ধার করিতে পারেন; সুতরাং পূর্বোক্ত বহু ব্রাহ্মণ যে তাহাকে পরিত্রাণ করিবেন, ইহাতে আর বলিবার কি আছে? অতএব

সৎপাত্র অন্বেষণ করিবে। কারণ, দান করিবার যোগ্য সৎপাত্র ব্রাহ্মণগণ তৃপ্ত হইলে সমস্ত দেবতা, পিতৃগণ ও ঋষিগণ তৃপ্ত হইয়া থাকেন। ৪০

সৎপুরুষগণের দ্বারা সম্মানিত গুণবান্ ব্রাহ্মণ যদি দূরে থাকেন বলিয়াও শুনা যায়, তবে তাঁহাকে সেই স্থান হইতে আনাইয়া নানাভাবে সম্মান করিয়া সর্বতোভাবে তাঁহার পূজা করিবে ॥৪১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে বহুসংখ্যক প্রশ্নের নির্ণয়-বিষয়ক দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[দৈব-পৈত্র্য-কার্য্যেষু নিমন্ত্রণযোগ্য-পাত্রাণাং তথা স্বর্গগামি-নরকগামি-মনুষ্যাণাঞ্চ লক্ষণবর্ণনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ

শ্রাদ্ধকালে চ দৈবে চ পিত্র্যেঽপি চ পিতামহ
ইচ্ছামীহ ত্বয়াঽঽখ্যাতং বিধিবৎ যৎ সুরর্ষিভিঃ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

দৈবং পূর্বাহ্ণিকং কৃত্যমপরাহ্ণে তু পৈতৃকম্
মঙ্গলাচারসম্পন্নঃ কৃতশৌচঃ প্রযত্নবান্ ॥ ২
মনুষ্যাণাং তু মধ্যাহ্নে প্রেতভাবৈরুপস্থিতিঃ

কালহীনং তু যদ্ দানং তৎ তাগ্নঃ রক্ষসাং বিদুঃ ॥ ৩
লক্ষ্বিতং চাবধীতং চ কলিপূর্বং যৎকৃতম্
রজস্বলাভিদৃষ্টং চ তৎ তাগ্নং রক্ষসাং বিদুঃ ॥ ৪
অবধূতং যদ্ ভুক্তমন্যত্রেণ চ ভারত।
পরাঙ্মুখং শুনা চৈব তৎ তাগ্নং রক্ষসাং বিদুঃ ॥ ৫
কেশ-কীটাবপতিতং ক্রূরং যদ্ভিরবেক্ষিতম্
ক্রুদ্ধিতং চাবধূতং চ তৎ তাগ্নং রক্ষসাং বিদুঃ ॥ ৬

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

[দেবতা ও পিতৃগণের কার্যে নিমন্ত্রণ করিবার যোগ্য পাত্র এবং নরকগামী ও স্বর্গগামী মনুষ্যগণের লক্ষণ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! দেবতা ও ঋষিগণ শ্রাদ্ধের সময় দেবকার্য ও পিতৃকার্যে যে যে কর্মের বিধান করিয়াছেন, সেই সমের বর্ণনা আমি আপনার মুখ হইতে শুনিতে বাসনা করি ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! মানবের কর্তব্য হইল—তিনি স্নানাদির দ্বারা শুদ্ধ হইয়া এবং মাঙ্গলিক কৃত্যসমূহ সম্পন্ন করিবার জন্য প্রযত্নশীল হইয়া পূর্বাহ্ণে দেবসম্বন্ধী দান, অপরাহ্ণে পিতৃসম্বন্ধী দান এবং মধ্যাহ্নে মনুষ্যসম্বন্ধী দান সমাদরের সহিত করিবেন। অসময়ে প্রদত্ত দান রাক্ষসগণের ভাগ বলিয়া, কথিত হইয়াছে ॥২-৩

যে ভোজ্য পদার্থ কেহ লঙ্ঘন করে, কেহ লেহন করে (চাটিয়া খাকে), যাহা বিবাহসহকারে প্রদত্ত হইয়াছে এবং যাহাতে রজস্বলা স্ত্রীর দৃষ্টি পতিত হয়, এই সব ভোজ্যও রাক্ষসদের ভাগ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৪

হে ভারত! যাহার অন্য লোকসকলের মধ্যে ঘোষণা করা হইয়াছে, যাহাকে অন্যত্রের ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়াছে অথবা যাহা কুকুরের দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে, সেই অন্নও রাক্ষসগণের ভাগ বলিয়া মহাত্মাগণ জানেন ॥ ৫

যাহার মধ্যে কেশ (চুল) বা কীট (পোকা) পড়িয়াছে, যাহা ক্রূরের (হাঁচির) দ্বারা দূষিত হইয়াছে, যাহার উপর কুকুরের দৃষ্টি পড়িয়াছে, যাহা ভোজন করিয়া ও ভিরস্কার করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে, এই সব অন্নও রাক্ষসগণের ভাগ বলিয়া মহাপুরুষগণ বলেন ॥ ৬

নিরোঙ্কারেণ যদ্ ভুক্তং শস্ত্রেণ চ ভারত।
দুরাত্মনা চ যদ্ ভুক্তং তা ভাগাং রক্ষসাং বিদুঃ ॥ ৭
পরোচ্ছিষ্টঞ্চ যদ্ ভুক্তং পরিভুক্তঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
দৈবে পিত্র্যে চ সততং তা ভাগাং রক্ষসাং বিদুঃ ॥ ৮
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং যজ্ঞাঙ্গং পরিবিষ্যতে
ত্রিভির্বর্ষৈর্নিরুচ্ছ্বাসং তা ভাগাং রক্ষসাং বিদুঃ ॥ ৯
আজ্যাহুতিং বিনা চৈব যৎকিঞ্চিৎ পরিবিষ্যতে
দুরাচারৈশ্চ যদ্ ভুক্তং তা ভাগাং রক্ষসাং বিদুঃ ॥ ১০
যে ভাগা রক্ষসাং প্রোক্তাস্তে উক্তা ভরতর্ষভ।
অত ঊর্ধ্বং বিসর্গস্য পরীক্ষাং ব্রাহ্মণে শৃণু ॥ ১১
যাবন্তঃ পতিতা বিপ্রা জাত্যোত্তাস্তাবতৈব চ
দৈবে বাপার্ষ পিত্র্যে বা রাজন্ নার্হন্তি কেতনম্ ॥ ১২
ষিত্রী ক্লীবশ্চ কুষ্ঠী চ তথা যস্যাঙ্গমঙ্গ বঃ

ভরতনন্দন! যে অন্নের মধ্যে প্রথমে এমন ব্যক্তি ভোজন করিয়াছে, যাহাকে ভোজন করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই অথবা যে সব অন্নের মধ্যে প্রথমেই কেশযুক্ত কোন-কিছুতে অনধিকারী শূদ্রাদি ভোজন করিয়াছে, কোন কোন অন্ত্যজাতি বা দুরাচারী পুরুষ যাহা উপভোগ করিয়াছে, সেই সব অন্নও রাক্ষসগণের ভাগ বলিয়াই বিদ্বান্‌গণ বলেন ॥ ৭

যাহাকে অন্য ব্যক্তি উচ্ছিষ্ট করিয়া দিয়াছে, যে সব অন্নের মধ্যে কেহ প্রথমে ভোজন করিয়াছে এবং যাহা দেবতা ও পিতৃগণ এবং অতিথি ও বালকদিগকে না দিয়াই নিজের দ্বারা উপভুক্ত হইয়াছে, এই সব অন্নও দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যে রাক্ষসদিগের ভাগ বলিয়া পণ্ডিতগণ অভিহিত করেন ॥

নরশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের যাজন নৈষ্ঠিক যজ্ঞ ও তাহার বিধি বিধান রহিত হইয়া যে শ্রাদ্ধের অন্ন পরিবেশিত করে, উহাকেও রাক্ষসগণের ভাগ বলিয়াই বিদ্বান্‌গণ জানেন ॥

ঘৃতের আহুতি না দিয়াই যাহা কিছু পরিবেশন করা হয় এবং যাহার সব হইতে প্রথমে কিছু অংশ অন্য কোন দুরাচারী পুরুষগণের দ্বারা ভুক্ত হইয়া থাকে, উহাকেও রাক্ষসগণের ভাগ বলিয়া জানিতে হইবে। ভরতশ্রেষ্ঠ! অন্নের যে ভাগ রাক্ষসগণ ভোগ করিয়া থাকে, এখানে আমি তাহারই বর্ণনা করিলাম ॥ ১০½

এখন দান ও ভোজনের জন্য ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিবার বিষয়ে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। রাজন্! যে ব্রাহ্মণ পতিত, অঙ্গ বা উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ দেবকার্য্য বা পিতৃকার্য্যে নিমন্ত্রণ করিবার যোগ্য নহে ॥ ১১-১২

অপস্মারী চ যশ্চান্ধো রাজন্ নার্হন্তি কেতনম্ ॥ ১৩
চিকিৎসকো দেবলকো বৃথা নিয়মধারিণঃ।
সোমবিক্রয়িণশ্চৈব রাজন্ নার্হন্তি কেতনম্ ॥ ১৪
গায়নো বর্তকাশ্চৈব প্রেষকো বাদকস্তথা
কথকো বোপকাশ্চৈব রাজন্ নার্হন্তি কেতনম্ ॥ ১৫
চৌরাবরো বৃষলীপাশ্চ বৃষলীধ্যাপকস্তথা।
তথা বৃষলশিষ্যশ্চ রাজন্ নার্হন্তি কেতনম্ ॥ ১৬
অনুযোক্তা চ যো বিপ্রো অনুযুক্তশ্চ ভারত।
নার্হন্তাবপি শ্রাদ্ধং ব্রহ্মবিক্রয়িণৌ হি তৌ ॥ ১৭
অগ্রণীর্যঃ কৃতঃ পূর্বং বর্ণাবরপরিগ্রহঃ
ব্রাহ্মণঃ সর্ববিদ্যোঽপি রাজন্ নার্হতি কেতনম্ ॥ ১৮
অনগ্নয়শ্চ যে বিপ্রা যুক্তনিষ্যাশ্চকাশ্চ যে।
স্তেনাশ্চ পতিতাশ্চৈব রাজন্ নার্হন্তি কেতনম্ ॥ ১৯

রাজন্! যাহার দেহে শ্বেতরোগ চিহ্ন হইয়াছে, যে ক্লীব, যে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, রাজযক্ষ্মায় যে পীড়িত, দৃষ্টিরোগে আক্রান্ত, অন্ধ, এমন ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ পাইবার অধিকারী নহে ॥ ১৩

হে রাজন্! চিকিৎসক বা বৈদ্য, দেবালয়ের পূজারী, পাষণ্ড ও মদ বিক্রয়কারী ব্রাহ্মণ, শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে নিমন্ত্রণলাভের যোগ্য নহে ॥ ১৪

রাজন্! যে গায়ক বা বাদক, যে নর্তক, যে সন্ধ্যাদির দ্বারা ক্রীড়া দেখাইয়া থাকে, কথকতা করে এবং যুদ্ধের আস্ফালন দেখায় বা যুদ্ধ করে, সেই ব্রাহ্মণও দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে নিমন্ত্রণ পাইবার অধিকারী নহে ॥ ১৫

হে রাজন্! যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে যজ্ঞ করায়, তাহাকে বেদাদি শাস্ত্র পড়ায় কিংবা স্বয়ং তাহার শিষ্য হইয়া তাহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে বা তাহার যাজন করে, সেই ব্যক্তিও নিমন্ত্রণ পাইবার যোগ্য নহে ॥

ভরতনন্দন! যে ব্রাহ্মণ বেতন লইয়া বেদ পড়ায় এবং বেতন দিয়া বেদ পড়ে, তাহারা উভয়েই বেদবিক্রয়ী; অতএব ইহারাও শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণের যোগ্য নহে ॥ ১৭

রাজন্! যে ব্রাহ্মণ প্রথমে সমাজের অগ্রগামী নেতা ছিল এবং পরে কোন শূদ্র-স্ত্রীর সহিত বিবাহ করে, সেই ব্রাহ্মণ সকল বিদ্যায় পণ্ডিত হইলেও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণের অধিকারী নয় ॥ ১৮

যে রাজন্! যে ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র করে না, যে অগ্নিহোত্র

অপরিজ্ঞাতপূর্বাংশ্চ গণপূর্বাংশ্চ ভারত
পুত্রিকাপূর্বপুত্রাংশ্চ শ্রাদ্ধে নার্হন্তি কেতনম্ । ২০
জলকর্তা চ যো রাজন্ যশ্চ সার্ধুষিকো নরঃ
প্রাণিবিক্রয়বৃত্তিশ্চ রাজন্ নার্হন্তি কেতনম্ । ২১
স্তেনপূর্বাঃ কাণপূর্বাংশ্চ যাবন্তো ভরতর্ষভ
অন্ধপা ব্রাহ্মণাশ্চৈব শ্রাদ্ধে নার্হন্তি কেতনম্ ॥২২
শ্রাদ্ধে দৈবে চ নির্দিষ্টো ব্রাহ্মণো ভরতর্ষভ
দাম্ভঃ পতিতপ্রতীচ্ছশ্চ শূদ্রযাজনএব চ ॥ ২৩
চীর্ণব্রতা গুরোর্মুক্তা অবেক্ষুর্বেদমপি কর্হিচিৎ ।
সাবিত্রীক্ষাঃ ক্রিয়াবন্তস্তে রাজন্ কেতনক্ষমাঃ ॥ ২৪
ব্রাহ্মণব্রিবন্ধ্যাস্তো কেতয়েৎ কুলজং দ্বিজম্ ।

ন ত্বেব বণিজং তাত শ্রাদ্ধে চ পরিকল্পয়েৎ ॥ ২৫
অগ্নিহোত্রী চ যো বিপ্রো গ্রামবাসী চ যো ভবেৎ ।
অক্ষেনশ্চাতিবিজ্ঞশ্চ স রাজন্ কেতনক্ষমঃ ॥ ২৬
সাবিত্রীং জপতে যশ্চ ত্রিকালং ভরতর্ষভ ।
ভিক্ষাবৃত্তিঃ ক্রিয়াধ্যশ্চ স রাজন্ কেতনক্ষমঃ ॥ ২৭
উদিতাস্তমিতৌ যশ্চ তথৈবাস্তমিতোদিতঃ ।
অহিংস্রশ্চাদ্রুদোহশ্চ স রাজন্ কেতনক্ষমঃ ॥ ২৮
অকল্কুষো হ্রস্বকর্মা ব্রাহ্মণো ভরতর্ষভ
সংসর্গে ভৈক্ষ্যবৃত্তিশ্চ স রাজন্ কেতনক্ষমঃ ॥২৯
অব্রতী ক্ষিতবঃ স্তেনঃ প্রাণিবিক্রয়িকো বণিক্ ।
পশ্চাচ্চ পীতবান্ সোমঃ স রাজন্ কেতনক্ষমঃ ॥ ৩০

বহন করে, চুরি করে এবং যে পাপের জন্য পতিত হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণের অধিকারী নহে। ১৯

ভারত! যাহাদের বিষয়ে পূর্বে কিছু জানা যায় নাই, যাহারা জনসমাজে অপ্রসাধী নেতা, পুত্রিকা-ধর্মানুসারে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন মাতামহের গৃহে নিবাস করে, এরূপ ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ পাইবার অধিকারী নহে। ২০

রাজন্! যে ব্রাহ্মণ অর্থবৃদ্ধির জন্য অন্য মানুষকে জল দেয় কিংবা অল্প মূল্যে বহু ক্রয় করিয়া উহা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া অধিক লাভ করে অথবা প্রাণিগণের ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে, এরূপ ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবার যোগ্য নহে। ২১

স্ত্রীর উপার্জনে যাহারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, যাহারা বেদজ্ঞ পত্নি এবং গায়ত্রীজপহীন ও সন্ধ্যা-বন্দনাদি করে না, এরূপ ব্রাহ্মণগণও শ্রাদ্ধে পরিতৃপ্ত হইবার যোগ্য নহে। ২২

ভরতশ্রেষ্ঠ! দেবকর্ম ও শ্রাদ্ধকর্মে যাঁহাদের নিষেধ করা হইয়াছে। এখন দাতা ও প্রতিগ্রহীতা (দানগ্রহণকারী) পুরুষের বর্ণনা করিব, যাহা শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হইলে পরম কোন এক বিশেষ ফলপ্রদ অক্ষয়ফলপূর্ণ শ্রাদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হয়, উহা শ্রবণ কর। ২৩

---

* যখন কেহ নিজের কন্যাকে এই সর্তে সমর্পণ করাইয়া বিবাহ দেয় যে, ইহার প্রথম পুত্রকে আমি লইব এবং নিজের পুত্র বলিয়া তাহাকে মানিয়া লইব। এরূপ বিবাহ দেওয়াকে বলে—পুত্রিকাধর্মানুসারে বিবাহ। এই নিয়মে প্রাপ্ত পুত্রও শ্রাদ্ধের অধিকারী হয় না।

রাজন্! যাঁহারা ব্রাহ্মণোচিত ব্রতপালনকারী, সৎকর্মসম্পন্ন, ক্রিয়ানিষ্ঠ এবং গায়ত্রী মন্ত্র জানেন, তাঁহারা দরিদ্রকারী হইলেও তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে। ২৪

তাত! যে মূর্খ ব্রাহ্মণ মুখে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করেন, তাঁহাকেও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে; কিন্তু যিনি বাণিজ্য করেন, তাঁহাকে কোনরূপেই শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে না। ২৫

রাজন্! যে ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্রী, যিনি নিজেরই গ্রামে বাস করেন, যিনি চুরি করেন না এবং অক্ষবিদ্যাবিষয়ে কার্যে অভিজ্ঞ, তিনিও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ পাইবার যোগ্য। ২৬

ভরতকুলশ্রেষ্ঠ নরেশ! ভিক্ষান্ন গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন, যিনি ভিক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন এবং যিনি ক্রিয়ানিষ্ঠ, তিনিও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ পাইবার অধিকারী। ২৭

রাজন্! যে ব্রাহ্মণ উদিত হইবার অব্যবহিত পূর্বকালেই অবনত হইয়াছেন ও অবনত থাকিবার উদিত হইয়াছেন এবং কোনও জীবের হিংসা করেন না, তিনি যদি অন্নদোষের দোষী থাকেন, তবে তাঁহাকেও নিমন্ত্রণ করা উচিত। ২৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! যিনি নিষ্কলঙ্কচিত্ত, বৃথা তর্ক বিতর্ক করেন না এবং সম্পর্ক স্থাপিত করিবার যোগ্য গৃহ হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া জীবননির্বাহ করেন, এই ব্রাহ্মণও নিমন্ত্রণ পাইবার অধিকারী। ২৯

রাজন্! যে ব্রাহ্মণ ব্রতহীন, ধূর্ত, চোর, প্রাণিগণের ক্রয়-বিক্রয়কারী এবং বণিক্ বৃত্তির দ্বারা জীবিকা অর্জনকারী হইয়াও পরে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া উহাতে সোমরস পান করিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণও নিমন্ত্রণ পাইবার যোগ্য। ৩০

অর্জয়িত্বা ধনং পূর্বং কর্মলব্ধৈরনিন্দিতৈঃ।
ততঃ সর্বাণি মিত্রাণি পশ্চাৎ ন রাজন্ কেতনক্ষমঃ ॥ ৩১
ব্রহ্মবিক্রয়নির্দিষ্টং স্ত্রিয়া যচ্চাপ্যতিক্রমম্।
অদেয়ং পিতৃ-বিপ্রেভ্যো যচ্চ বৈশ্যাদুপার্জিতম্ ॥ ৩২
ক্রিয়মাণেঽপবর্গে চ যো দ্বিজো ভরতর্ষভ
ন ব্যাহরতি যদ্যুক্তং তস্যাধর্মো যথানৃতম্ ॥ ৩৩
ব্রাহ্মস্য ব্রাহ্মণঃ কালঃ প্রাপ্তং দধি ঘৃতং তথা।
সোমক্রয়স্য যাগস্য যথারণ্যং যুধিষ্ঠির ॥ ৩৪
(মুহূর্তানাং ত্রয়ং পূর্বমহ্নঃ প্রাতরিতি স্মৃতম্।
জপ-ধ্যানাদিভিস্তস্মিন্ দ্বিজৈঃ কার্যং শুভব্রতম্।
সঙ্গবাখ্যং দ্বিতীয়ং তু মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্তকঃ।
লৌকিকং সঙ্গবেঽর্থাংশ্চ স্নানাদি চাপি মধ্যমে।
চতুর্থমপরাহ্ণং তু ত্রিমুহূর্তং তু পিত্র্যকম্।

যে রাজন্! যিনি প্রথমে সর্বপ্রকার কঠোর কর্মের দ্বারা ধন উপার্জন করিয়া পরে সজ্জনোচিতভাবে অতিথিসেবক হইয়া যান, তিনিও শ্রাদ্ধে আহ্বান করিবার অধিকারী হন। ৩১

যে ধন বেদবিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং স্ত্রীর দ্বারা যে ধন উপার্জিত হইয়াছে অথবা মানুষের সম্মুখে দীনতা দেখাইয়া ভিক্ষা করিয়া আনা হইয়াছে, এই ধন শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণগণকে দানের যোগ্য নয়। ৩২

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ সমাপ্তি হইলে পর 'অন্ন যথা' আদি তৎকালোচিত বাক্য প্রয়োগ করেন না, তিনি ঘোর মিথ্যা শপথ লইবার পাপ ভাগী হন। ৩৩

যুধিষ্ঠির! যে কোনও দিনে সুপাত্র ব্রাহ্মণ, দধি, ঘৃত, সমাহৃতা তিথি, মাংস এবং বনজাত ফল, মূল ও ফলসমূহের প্রাপ্তি হইবে, তাহাই শ্রাদ্ধের উত্তম কাল। ৩৪

(দিনের প্রথম তিন মুহূর্তকে (এক মুহূর্ত — ৪০ মিনিট) প্রাতঃকাল বলে। ইহাতে ব্রাহ্মণগণেরও জপ ও ধ্যানাদির দ্বারা নিজেদের পক্ষে কল্যাণকারী ব্রত প্রভৃতি পালন করা উচিত। তাহার পর তিন মুহূর্তকে 'সঙ্গব' বলে এবং সঙ্গবের পর তিন মুহূর্তকে 'মধ্যাহ্ন' বলে। সঙ্গবকালে লৌকিককার্য করা উচিত ও মধ্যাহ্নকালে স্নান-সন্ধ্যাবন্দনাদি করা উচিত। মধ্যাহ্নের পর তিন মুহূর্তকে 'অপরাহ্ণ' বলে। দিনের এই চতুর্থ ভাগ পিতৃকার্যের পক্ষে উপযোগী। ইহার পর তিন মুহূর্তকে 'সায়াহ্ন' বলা হইয়াছে। ইহাকে বিদ্বান্‌গণ দিন ও রাত্রির মধ্যসময় বলিয়া উল্লেখ করেন।)

সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্তঃ স মধ্যমঃ কবিভিঃ স্মৃতম্ ॥
ব্রাহ্মণপবর্গে বিপ্রস্য যথা বৈ মুদিতা ভবেৎ।
ক্ষত্রিয়স্যাপি যো ব্রূয়াৎ প্রীয়ন্তাং পিতরস্ত্বিতি ॥ ৩৫
অপবর্গে তু বৈশ্যস্য শ্রাদ্ধকর্মণি ভারত।
অক্ষয়ামভিরাদ্যন্তাং ব্রূয়াৎ সূত্রস্য চ ভারত ॥ ৩৬
পুণ্যাহবাচনং দৈবং ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে
এবমেব নিরোঙ্কারং ক্ষত্রিয়স্য বিধীয়তে ॥ ৩৭
বৈশ্যস্য দৈবে বক্তব্যাঃ প্রীয়ন্তাং দেবতা ইতি।
কর্মণাদ্যানুপূর্ব্যেণ বিধিপূর্বং কৃতং শৃণু ॥ ৩৮
জাতকর্মাদিকাঃ সর্বাস্ত্রিষু বর্ণেষু ভারত।
ব্রহ্মক্ষত্রে হি মন্ত্রোক্তা বৈশ্যস্য চ যুধিষ্ঠির ॥ ৩৯
বিপ্রস্য রশনা মৌঞ্জী মৌর্বী রাজন্যগামিনী।
বাষ্ক্যী চৈব বৈশ্যস্য ধর্ম এষ যুধিষ্ঠির ॥ ৪০

ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইলে পর ব্রাহ্মণের দ্বারা 'অন্ন যথা সম্পন্নতাম্' এই বাক্য উচ্চারিত হইলে পিতৃগণের প্রসন্নতা হয়। ক্ষত্রিয়ের গৃহে শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইলে পর 'পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্' এই বাক্য উচ্চারণ করা উচিত। ৩৫

ভারত! বৈশ্যের গৃহে শ্রাদ্ধ-কর্ম সমাপ্তির পর 'অক্ষয়ামভি' এই বাক্য উচ্চারণ করিতে হয় এবং সূত্রের শ্রাদ্ধ সমাপ্তির পর 'অক্ষি' এই বাক্য উচ্চারণ করা কর্তব্য। ৩৬

এইরূপ যখন ব্রাহ্মণের গৃহে দেবকার্য হয়, তখন সেখানে ওঙ্কারযুক্ত পুণ্য দ্বিবাচনের বিধান আছে অর্থাৎ 'ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু' আপনারা পুণ্যাহবাচন করুন, এই কথা যজমান বলিলে পর ব্রাহ্মণগণ 'ওঁ পুণ্যাহং' এই কথা বলিবেন এই বাক্য ক্ষত্রিয়ের স্থলে বিনা ওঙ্কারে উচ্চারণ করিতে হয়। ৩৭

বৈশ্যের গৃহে দেবকার্যে 'প্রীয়ন্তাং দেবতাঃ' এই বাক্য উচ্চারণ করণীয়। এখন তিন বর্ণের ক্রমশঃ কর্মানুষ্ঠানের বিধান শ্রবণ কর। ৩৮

ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! তিন বর্ণের মধ্যে জাতকর্মাদি সমস্ত সংস্কারের বিধান আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের সমস্ত সংস্কার বেদমন্ত্রসমূহের উচ্চারণ সহকারে সম্পন্ন করা উচিত। ৩৯

যুধিষ্ঠির! উপনয়নের সময় ব্রাহ্মণের মুঞ্জতৃণনির্মিত, ক্ষত্রিয়ের প্রত্যঞ্চা (ধনুর গুণ)-নির্মিত এবং বৈশ্যের শণনির্মিত মেখলা ধারণ করিতে হয়। ইহাই ধর্ম। ৪০

---

* যথানৃতম্—অনৃতমোষণপথক পাপম্—ইতি নীলকণ্ঠঃ।
অন্যত্র চ—যথানৃতম্—যথা যাতা অনৃতং মিথ্যাভাষণমিব অথর্বঃ পাপম্।

(পলাশো দ্বিজদণ্ডঃ স্যাদ্বদরঃ ক্ষত্রিয়স্য তু
ঔদুম্বরশ্চ বৈশ্যস্য ধর্ম এষ যুধিষ্ঠির ।)
দাতুঃ প্রতিগ্রহীতুশ্চ ধর্মাধর্মবিধৌ শৃণু ।
ব্রাহ্মণস্যানৃতেধর্মঃ প্রোক্তঃ পাতকসংজ্ঞিতঃ ।
চতুর্গুণঃ ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যস্যাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ ॥ ৪১
নাভুক্ত ব্রাহ্মণোঽশ্নীয়াৎ পূর্বং বিপ্রেণ কেতিতঃ ।
ঘবীয়ান্ পশুহিংসায়াং ফলভাগী ভবেৎ স হি ॥ ৪২
তথা রাজন্য-বৈশ্যাভ্যাং যজ্ঞশীয়াত্ত্ব কেতিতঃ ।
ঘবীয়ান্ পশুহিংসায়া ভাগার্ধং সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৩
দৈবং বাপ্যথবা পিত্র্যং যোঽশ্নীয়াদ্ ব্রাহ্মণাদিষু ।
অস্নাতো ব্রাহ্মণো রাজংস্তস্যাধর্মো ঘবানৃতম্ ॥ ৪৪
আশৌচো ব্রাহ্মণো রাজন্ যোঽশ্নীয়াদ্ ব্রাহ্মণাদিষু ।
জ্ঞানপূর্বমথো লোভাৎ তস্যাধর্মো ঘবানৃতম্ ॥ ৪৫

অর্থেঽজ্ঞানেন বো লিপ্তেৎ কর্মার্থং চৈব ভারত ।
আচম্যেতি রাজেন্দ্র তস্যাধর্মোঽনৃতঃ স্মৃতম্ ॥ ৪৬
অবেদব্রতচারিত্রাস্ত্রিভির্বর্ণৈর্যুধিষ্ঠির
মন্ত্রবৎ পরিবিক্তেষু তস্যাধর্মো ঘবানৃতম্ ॥৪৭

যুধিষ্ঠির উবাচ

পিত্র্যং বাপ্যথবা দৈবং দীয়তে যৎ পিতামহ
এতদিচ্ছাম্যহং জ্ঞাতুং দত্তং কেষু মহাফলম্ ॥ ৪৮

ভীষ্ম উবাচ ।

যেষাং দ্বারাঃ প্রতীক্ষন্তে সুবৃষ্টিমিব কর্ষকাঃ ।
উচ্ছেষপরিশেষং হি তান্ ভোজয় যুধিষ্ঠির ॥ ৪৯
চারিত্রনিরতা রাজন্ যে কৃশাঃ কৃশবৃত্তয়ঃ ।
অধিনস্তোপসঙ্কান্তি তেষু দত্তং মহাফলম্ ॥ ৫০
তদ্ভক্তাস্তদ্গৃহা রাজংস্তদন্নাস্তদপাশ্রয়াঃ ।
অধিনন্ত ভবন্ত্যর্থে তেষু দত্তং মহাফলম্ ॥ ৫১

(ব্রাহ্মণের দণ্ড পলাশ, ক্ষত্রিয়ের দণ্ড বদরথ এবং বৈশ্যের দণ্ড ঔদুম্বরকাষ্ঠ হইবে । যুধিষ্ঠির ! ইহাই ধর্ম ।)

এখন দাতা ও প্রতিগ্রহীতার ধর্মাধর্ম শ্রবণ কর। মিথ্যা কথা বলিলে ব্রাহ্মণের যে অধর্ম ও পাপ হয়, তাহার চতুর্গুণ ক্ষত্রিয়ের এবং অষ্টগুণ বৈশ্যের হয় ॥ ৪১

যদি কোন ব্রাহ্মণ পূর্বেই শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন, তবে সেই নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের আর অন্য স্থানে যাইয়া ভোজন করা উচিত নয়। যদি তিনি তাহা করেন, তবে 'হীন' বলিয়া কথিত হন এবং পশুহিংসার পাপভাগী হইয়া থাকেন ॥ ৪২-৪৩

হে রাজন্! যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের গৃহে দেবকর্ম অথবা শ্রাদ্ধে স্নান না করিয়াই ভোজন করেন, তাঁহার মোহ বিদ্যা বলপূর্বক করার ন্যায় পাপ হয় ॥ ৪৪

রাজন্ ! যে ব্রাহ্মণ নিজের অশৌচ অবস্থায় থাকিয়াও লোভবশতঃ জানিয়া শুনিয়াই অন্য ব্রাহ্মণাদির গৃহে শ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারও মোহ বিদ্যা বলপূর্বক করার পাপ হয় । ৪৫

ভরতসত্তম ! রাজেন্দ্র ! যে ব্যক্তি তীর্থযাত্রাদি অন্য প্রয়োজন দেখাইয়া ধন ভিক্ষা করে অথবা 'আমাকে অমুক যজ্ঞ করিবার জন্য ধন দিন' এই কথা বলিয়া যে দাতাকে ধন দিবার জন্য প্রেরিত করে, তাহারও মিথ্যা বলপূর্বক পাপ হইয়া থাকে । ৪৬

যুধিষ্ঠির ! যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বেদ ও ব্রত অপালনকারী ব্রাহ্মণগণকে আনিয়া যজ্ঞোচ্ছাসনপূর্বক অন্ন পরিবেশন করেন, তাঁহাদেরও মোহ বিদ্যা বলপূর্বক পাপ হয় ॥ ৪৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! দেবযজ্ঞ অথবা শ্রাদ্ধ-কর্মে যে দান দেওয়া হয়, উহা কিরূপ ব্যক্তিকে দান করিলে মহৎফলের প্রাপ্তিকারক হইয়া থাকে ? আমি উহা জানিতে অভিলাষী হইয়াছি । ৪৮

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! যেরূপ কৃষকগণ সুবৃষ্টির প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ যাহাদের গৃহে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীর ভোজনের পর অবশিষ্ট অন্নের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন অর্থাৎ প্রভুত অন্ন ব্যতীত যাহাদের গৃহে আর অন্য কোন অন্ন সংগৃহীত থাকে না, সেই নির্ধন ব্রাহ্মণগণকে তুমি অবশ্যই ভোজন করাইবে । ৪৯

রাজন্ ! যাঁহারা সদাচারপরায়ণ, যাহাদের জীবিকার উপায় চলিয়া গিয়াছে এবং সেই কারণে ভোজন না পাওয়ায় যাহারা অত্যন্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তিগণ যদি যাচক হইয়া দাতার নিকটে আসেন, তবে তাঁহাদের উদ্দেশে প্রদত্ত দাতার দান মহাফলদায়ক হয় । ৫০

হে রাজন্ ! যাঁহারা সদাচারেরই ভক্ত, যাঁহাদের গৃহে সদাচার পালিত হইয়া থাকে, যাঁহাদের সদাচারই বল এবং যাঁহারা সদাচারই অবলম্বন করিয়া আছেন, তাঁহারা যদি প্রয়োজনবোধে যাচ্ঞা করেন, তবে তাঁহাদিগকে প্রদত্ত দানও মহাফলদায়ক হয় । ৫১

তস্করেভ্যঃ পরেভ্যো বা যে ভয়ার্তা যুধিষ্ঠির।
অশিনো ভোক্তুমিচ্ছন্তি তেষু দত্তং মহাফলম্ ॥ ৫২
অকল্পকস্য বিপ্রস্য রোগার্তস্য কৃতাত্মনঃ।
ঘটতো যস্য ভিক্ষন্তি তেভ্যো দত্তং মহাফলম্ ॥ ৫৩
হৃতস্বা হৃতদারাশ্চ যে বিপ্রা দেশসংপ্লবে।
অর্থার্থমভিগচ্ছন্তি তেভ্যো দত্তং মহাফলম্ ॥ ৫৪
ব্রতিনো নিয়মস্থাশ্চ যে বিপ্রাঃ শ্রুতসম্মতাঃ।
তৎসমাপ্ত্যর্থমিচ্ছন্তি তেভ্যো দত্তং মহাফলম্ ॥ ৫৫
অভ্যুৎক্রান্তাশ্চ ধর্মেষু পাবনসময়েষু চ।
কৃশপ্রাণাঃ কৃশধনাস্তেভ্যো দত্তং মহাফলম্ ॥ ৫৬
(ব্রতানাং পারণার্থায় পুত্রদারার্থমেব বা।
মহাব্যাধিবিমোক্ষায় তেষু দত্তং মহাফলম্ ॥
বালাঃ স্ত্রিয়শ্চ বাঞ্ছন্তি সুভক্তং চাপ্যসাধনাঃ।
স্বর্গদ্বারাণ্যপি দদৈষাং নিরয়ান্ নোপধাস্তি তে ॥)
কৃতসর্বস্বহরণা নির্দোষাঃ প্রভবিষ্ণবঃ।
স্পৃহয়ন্তি চ ভুক্তেষু তেষু দত্তং মহাফলম্ ॥ ৫৭
তপস্বিনস্তপোনিষ্ঠাস্তেষাং ভৈক্ষচরাশ্চ যে।
অশিনঃ কিঞ্চিদিচ্ছন্তি তেষু দত্তং মহাফলম্ ॥ ৫৮
মহাফলবিধির্দানে শ্রুতস্তে ভরতর্ষভ
নিরয়ং যেন গচ্ছন্তি স্বর্গং চৈব হি তচ্ছৃণু ॥ ৫৯
স্বর্গার্থমন্তরার্থং বা বর্জয়িত্বা যুধিষ্ঠির।
যেঽনৃতং কথয়ন্তি স্ম তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৬০
পরদারাভিহর্তারঃ পরদারাভিমর্শিনঃ।
পরদারপ্রযোক্তারস্তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৬১
যে পরস্বাপহর্তারঃ পরস্বানাঞ্চ নাশকাঃ
সূচকাশ্চ পরেষাং যে তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৬২

যুধিষ্ঠির! চোর ও শত্রুগণের ভয়ে পীড়িত হইয়া উপস্থিত যে যাচকগণ কেবল ভোজন কামনা করে, তাহাদিগকে প্রদত্ত দানও মহাফলপ্রাপ্তিকারক হয়।। ৫২

যাহার মনে কোনরূপ কপটতা নাই, অত্যন্ত দারিদ্র্যের জন্য গৃহে অন্ন পাইলেই যাহার শিশুপুত্রগণ 'আমাকে দাও' 'আমাকে দাও' এই কথা বলিয়া অন্ন ভিক্ষা করিতে থাকে, এরূপ নির্ধন ব্রাহ্মণ ও তাঁহার সেই শিশুপুত্রগণকে প্রদত্ত দানও মহাফল প্রদান করে। ৫৩

দেশমধ্যে বিপ্লবের সময় যাহাদের ধন ও স্ত্রী অপহৃত হইয়াছে, সেই সব ব্রাহ্মণ যদি ধন যাচ্ঞা করিবার জন্য আসেন, তবে তাঁহাদিগকে দত্ত দানও মহাফলদায়ক হইয়া থাকে। ৫৪

যাহারা ব্রত ও নিয়ম অবলম্বন করিয়া অবস্থিত আছেন, সেই ব্রাহ্মণগণ যদি বেদবাক্যের সম্মতি অনুসারে চলেন এবং নিজেদের ব্রত সমাপ্তির জন্য ধনভিক্ষা করেন, তবে তাঁহাদিগকে দান করিলে মহাফল লাভ হইয়া থাকে। ৫৫

যাহারা পাবকগণের কর্ম হইতে দূরে থাকেন, যাহাদের নিকট ধনের অভাব আছে এবং যাহারা অন্ন না পাওয়ায় অন্নভোজন না করায় জন্য দুর্বল হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রদত্ত দানও মহাফলদায়ক হয়। ৫৬

(যে সব বিদ্বান্ পুরুষ ব্রতসকলের পারণ, গুরুদক্ষিণা, যজ্ঞদক্ষিণা ও বিবাহের জন্য ধন ভিক্ষা করেন, তাঁহাদিগকেও ধন দান করিলে মহাফল লাভ হইয়া থাকে। যাহারা মাতা-পিতাকে রক্ষার জন্য, স্ত্রী-পুত্রগণের পালনের জন্য এবং মহারোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ধন প্রার্থনা করেন, তাঁহাদিগকেও প্রদত্ত দানও মহাফল প্রদান করে।

বালক ও স্ত্রীগণ যদি সর্বথায় সাধন (উপায়)-হীন হইয়া কেবল ভোজন কামনা করে, তবে তাহাদিগকে ভোজন দিয়া দাতা স্বর্গে গমন করেন, নরকে তিনি পতিত হন্ না।)

প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যে সব নির্দোষ মানুষের সর্বস্ব অপহরণ করিয়া থাকে, অতএব তাঁহারা যদি ভোজনের জন্য অন্ন ভিক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে প্রদত্ত দানও মহাফলদায়ক হয়। ৫৭

যাহারা তপস্বী ও তপোনিষ্ঠ এবং তপস্বিগণের জন্য ভিক্ষা করেন, এরূপ যাচকগণ যদি কিছু প্রার্থনা করেন, তবে তাঁহাদিগকে দান করিলে মহাফল লাভ হইয়া থাকে। ৫৮

ভরতর্ষভ! তাঁহাদিগকে দান করিলে মহাফল লাভ হয়; আমি সেই বিষয় তোমাকে শুনাইলাম। এখন যে সব কর্মের দ্বারা মানুষেরা নরক ও স্বর্গে গমন করে, তাহা শ্রবণ কর। ৫৯

যুধিষ্ঠির! স্বকার্য জন্য এবং অন্য ব্যক্তিকে ভয় হইতে মুক্ত করিবার জন্য—এই দুইটি কর্ম বর্জন করিয়া অন্যান্য যাহারা মিথ্যা কথা বলে, সেই সব মানুষ নরকগামী হয়। ৬০

যাহারা অপরের স্ত্রী হরণ করে, যাহারা অপরের স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করে এবং দূত হইয়া পরস্ত্রীকে অন্যের সহিত সম্মিলিত করে; তাহারা নরকে গমন করে। ৬১

যাহারা অপরের ধন অপহরণ করে, যাহারা অপরের ধন নষ্ট

প্রপাণাঞ্চ দত্তানাঞ্চ সংক্রমাণাঞ্চ ভারত
অপহারাণাঞ্চ তেষ্টারো নরা নিরয়গামিনঃ ॥ ৬৩
অনাথাং প্রমদাং বালাং বৃদ্ধাং ভীতাং তপস্বিনীম্।
যেঽবস্থন্তি নরা যে চ তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৬৪
বৃত্তিচ্ছেদং গৃহচ্ছেদং দারচ্ছেদঞ্চ ভারত।
মিত্রচ্ছেদং তথাঽঽশারাস্তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৬৫
সূচকাঃ সেতুভেত্তারঃ পরবৃত্ত্যুপজীবকাঃ।
অকৃতজ্ঞাশ্চ মিত্রাণাং তে বৈ নিরয়গামিনঃ
পাষণ্ডা দূষকাশ্চৈব দম্ভনানাঞ্চ দূষকাঃ
যে প্রত্যবসিতাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৬৭
বিষমব্যবহারাশ্চ বিষমাশ্চৈব বৃদ্ধিষু।
লাভেষু বিষমাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৬৮
দূতসংব্যবহারাশ্চ নিষ্পরীক্ষাশ্চ মানবাঃ।
প্রাণিহিংসাপ্রবৃত্তাশ্চ তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৬৯

কৃতাশং কৃতনির্দ্দেশং কৃতজ্ঞং কৃতসঙ্গরম্।
ভেদৈর্যে ব্যপকর্ষন্তি তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৭০
পর্ব্বাস্বস্তি চ যে দারানগ্নি-কৃত্যাতিথীংস্তথা
উৎসন্নপিতৃ-দেবেজ্যাস্তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৭১
বেদবিক্রয়িণশ্চৈব বেদানাং চৈব দূষকাঃ।
বেদানাং লেখকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৭২
চাতুরাশ্রম্যবাহ্যাশ্চ শ্রুতিবাহ্যাশ্চ যে নরাঃ।
বিকর্মস্থাশ্চ জীবন্তি তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৭৩
ক্ষেমবিক্রয়িকা রাজন্ বিষবিক্রয়িকাশ্চ যে
ক্ষীরবিক্রয়িকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৭৪
ব্রাহ্মণানাং গবাং চৈব কন্যানাঞ্চ যুধিষ্ঠির।
যেঽন্তরং যান্তি কার্য্যেষু তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৭৫
শস্ত্রবিক্রয়িকাশ্চৈব কর্ত্তারশ্চ যুধিষ্ঠির।
শল্যানাং যন্ত্রযাং চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৭৬

করিয়া যেন এবং যাহারা অন্য ব্যক্তিগণের নিন্দা করে, তাহারাও নরকগামী হয়। ৬২

ভরতসত্তম! যাহারা পানীয়শালা, সভা, সেতু ও অন্যের গৃহসকল নষ্ট করে, সেই সব মানুষও নরকে গমন করিয়া থাকে। ৬৩

যাহারা অনাথা, দুঃখী, তরুণী, বালিকা, ভয়ভীতা ও তপস্বিনী স্ত্রীকে প্রতারণা করে; সেইসব মানুষও নরকগামী হয়॥ ৬৪

ভরতসত্তম! যাহারা অপরের জীবিকা নষ্ট করে, গৃহ উচ্ছেদ করে, পতি-পত্নীদের মধ্যে বিচ্ছেদ উৎপন্ন করে, মিত্রগণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে এবং কাহারও আশা ভঙ্গ করে, তাহারা নিশ্চয়ই নরকগামী হয়। ৬৫

যাহারা খল, ক্ষুদ্রস্বভাবযুক্ত নষ্টচারী, অপরের বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং মিত্রগণের দ্বারা কৃত উপকার বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহারা নরকে গমন করে। ৬৬

যাহারা পাষণ্ড, নিন্দুক, ধর্ম্মীয় নিয়মসমূহের বিরোধী এবং যাহারা একবার সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুনরায় গৃহস্থ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহারাও নরকগামী হয়। ৬৭

যাহাদের ব্যবহার সকলের প্রতি সমান নয় এবং যাহারা লাভ ও বৃদ্ধিতে বিষমদৃষ্টি হইয়া যায়, তাহারা নরকে গমন করে। ৬৮

যাহারা কোন মানুষকে পরীক্ষা করিতে পারে না, যাহারা দূতের কার্য্য করে এবং যাহাদের সর্ব্বদা জীবহিংসায় প্রবৃত্তি হয়, তাহারাও নরকে গমন করে। ৬৯

যাহারা বেতন দ্বারা নিযুক্ত পরিশ্রমী কৃতাকে কিছু দিবার আশা দিয়া এবং উহা প্রদানের সময় নিষেধ করিয়া দিয়া তাহাকে পূর্ব্বেই বেতনাদির সাহায্যে প্রভূর গৃহাদি হইতে অন্যত্র লইয়া যায়, তাহারা নরকগামী হইয়া থাকে। ৭০

যাহারা পিতৃগণ এবং দেবতাগণের যজ্ঞ-পূজা আগ্নি অগ্নিতে আহুতি না দিয়াই এবং অতিথি, পোষ্যবর্গ ও স্ত্রী-পুত্রাদিকে অন্ন প্রদান না করিয়াই নিজেরা ভোজন করে, তাহারা নরকগামী হয়। ৭১

যাহারা বেদবিক্রয়ী, সকল বেদের নিন্দা করে এবং বিক্রয় করিবার জন্যই বেদসমূহ লিখিয়া থাকে, তাহারাও নরকে গমন করে। ৭২

যে সব মানুষ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস – এই চারি আশ্রম ও বেদ-মর্য্যাদা হইতে বাহিরে অবস্থিত থাকে এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহারাও নরকগামী হয়। ৭৩

রাজন্! যে ব্রাহ্মণগণ ক্ষেম, বিষ ও দুগ্ধ বিক্রয় করে, তাহারাও নরকে গমন করিয়া থাকে। ৭৪

যুধিষ্ঠির! যাহারা ব্রাহ্মণ, গো ও কন্যাগণের হিতকর কার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তাহারাও নরকগামী হয়। ৭৫

যুধিষ্ঠির! যে সব ব্রাহ্মণ অস্ত্র বিক্রয় করে, যন্ত্র ও যান প্রভৃতি অস্ত্রসকল নির্ম্মাণ করে, সেই ব্রাহ্মণগণও নরকগামী হয়। ৭৬

শিলাভিঃ শস্ত্রভির্বাপি যন্ত্রৈর্বা ভরতর্ষভ
যে মার্গমনুরুন্ধন্তি তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৭৭
উপাধ্যায়াংশ্চ ভৃত্যাংশ্চ ভক্তাংশ্চ ভরতর্ষভ
যে ত্যজন্ত্যবিকারাংস্ত্রীংস্তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৭৮
অপ্রাপ্তদমকাংশ্চৈব বালানাং বেদকাংশ্চ যে
বন্ধকাংশ্চ পশূনাং যে তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৭৯
অগোপ্তারংশ্চ রাজানো বলিষড়্ভাগভক্ষরাঃ
সমর্থাংশ্চাপ্রদাতারস্তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৮০
(সাক্রোশা চাপ্রদাতারো দরিদ্রাণাং বিনিন্দকাঃ ।
শ্রোত্রিয়াণাং বিনীতানাং দরিদ্রাণাং বিশেষতঃ ॥
ক্ষমিণাং নিন্দকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥)
ক্ষান্তান্ দান্তাংস্তথা প্রাজ্ঞান্ দীর্ঘকালং সহোষিতান্ ।
ত্যজন্তি কৃতকৃত্যা যে তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৮১
বালানামথ বৃদ্ধানাং দাসানাং চৈব যে নরাঃ ।
অদত্ত্বা ভক্ষয়ন্ত্যগ্রে তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৮২
এতে পূর্বং বিনির্দিষ্টাঃ প্রোক্তা নিরয়গামিনঃ
তানহং স্বর্গলোকস্থা বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ৮৩
সর্বেষ্বেব তু কার্যেষু দৈবপূর্বেষু ভারত
হন্তি পুত্রান্ পশূন্ হৃৎস্থান্ ব্রাহ্মণাভিক্রমঃ কৃতঃ ॥ ৮৪
দানেন তপসা চৈব সত্যেন চ যুধিষ্ঠির
যে ধর্মমনুবর্তন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৮৫
গুরুপ্রসাদিতশ্চোক্তিস্তং সিদ্ধামাদায় ভারত ।
যে প্রতিগ্রহনিঃস্নেহাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৮৬
তথাং পাপাত্তথা ব্যাধাদ্ দরিদ্র্যাদ্ ব্যাধিবর্ধণাৎ
যৎকৃতে প্রতিমুচ্যন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৮৭
ক্ষমাবন্তশ্চ ধীরাশ্চ ধর্মকার্যেষু চোত্থিতাঃ
মঙ্গলাচারসম্পন্নাঃ পুরুষাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৮৮
নিবৃত্তা মদ্যমাংসেভ্যঃ পরদারেভ্য এব চ
নিবৃত্তাশ্চৈব মন্তেভ্যস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৮৯
আশ্রমাণাঞ্চ কর্তারঃ কুলানাং চৈব ভারত
দেশানাং নগরাণাঞ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৯০

ভরতশ্রেষ্ঠ ! যাহারা প্রস্তর দ্বারিয়া, কণ্টক পাতিয়া এবং গর্ত খনন করিয়া পথ অবরোধ করে, তাহারাও নরকগামী হয় ॥ ৭৭

ভরতবংশধরপ্রধান ! যাহারা অধ্যাপক, সেবক ও নিজের ভৃত্যগণ—এই তিন ব্যক্তিদিগকে বিনা অপরাধেই পরিত্যাগ করে, তাহারাও নরকে গমন করিয়া থাকে ॥ ৭৮

যাহারা অবশীভূত পশুগণকে দমন করে, নাসিকা বিদ্ধ করে এবং গৃহের মধ্যে তাহাদের বদ্ধ করিয়া রাখে, তাহারা নরকগামী হয় ॥ ৭৯

যাহারা রাজা হইয়াও প্রজাগণকে রক্ষা করে না, তাহাদের উপার্জনের ষষ্ঠভাগ গ্রহণের স্থলে উহা অপহরণ করে এবং যাহারা সমর্থ হইয়াও দান করে না, তাহারাও নরকগামী হয় ॥ ৮০

(যাহারা বিদ্যার প্রতিগ্রহীতা বিদ্যাও দেয় না, দরিদ্র ও বিনয়শীল নির্ধন শ্রোত্রিয়গণের এবং ক্ষমাশীলগণের নিন্দা করে, উহারাও নরকে গমন করিয়া থাকে ।)

যাহারা ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও দীর্ঘকাল ধরিয়া সহবাসী বিদ্বান্‌গণকে নিজেদের কার্য সিদ্ধ হইয়া যাইলে পর পরিত্যাগ করে, তাহারা নরকগামী হয় ॥ ৮১

যাহারা বালক, বৃদ্ধ ও সেবকগণকে না দিয়াই প্রথমে নিজেরা ভোজন করে, তাহারা নরকগামী হয় ॥ ৮২

ভরতশ্রেষ্ঠ ! পূর্বোক্ত কথানুসারে এস্থলে নরকগামী মনুষ্যগণের আমি এই বর্ণনা করিলাম । এখন স্বর্গলোকভাগী মনুষ্যদিগের কথা বলিব ॥ ৮৩

ভরতনন্দন ! যে সব কার্যে পূর্বে দেবতাগণের পূজা করা হয়, এরূপ সময় কার্যে যদি ব্রাহ্মণের অপমান করা হইয়া থাকে, তবে তাহা অপমানকারীর সকল পুত্র ও পশুগণকে নাশ করিয়া দেয় ॥ ৮৪

যাহারা দান, তপস্যা ও সত্যের দ্বারা ধর্মানুষ্ঠান করেন, সেই সব মানুষ স্বর্গগামী হন ॥ ৮৫

ভারত ! যাহারা গুরুসেবা ও তপস্যা পূর্বক বেদাধ্যয়ন করত প্রতিগ্রহে আসক্ত হন না, সেই সব মানুষও স্বর্গ গমন করেন ॥ ৮৬

যাহাদের প্রসাদে মানুষ ভয়, পাপ, ব্যাধা, দরিদ্রতা ও ব্যাধি জনিত পীড়া হইতে মুক্তি লাভ করে, সেই সব মনুষ্যগণ স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৮৭

যাহারা ক্ষমাবান্, বীর, ধর্মকার্যে উদ্যোগী এবং মাঙ্গলিক আচারসম্পন্ন, সেই সব পুরুষগণও স্বর্গগামী হন ॥ ৮৮

যাহারা মদ, মাংস, মদ্য ও পরস্ত্রী হইতে দূরে থাকেন, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গলোকে গমন করেন ॥ ৮৯

ভারত ! যাহারা আশ্রম, কুল, দেশ ও নগরের নির্মাতা, এবং সংরক্ষক, সেই মানুষগণও স্বর্গগামী হন ॥ ৯০

যন্ত্রাভরণদাতারো ভক্তপানান্নদাস্তথা
কুটুম্বানাঞ্চ দাতারঃ পুরুষাঃ স্বর্গগামিনঃ । ৯১
সর্ববিত্তোপনিষ্ক্রান্তা নরাঃ সর্বসহাশ্চ যে ।
সর্বস্যান্নকৃতাশ্চ তে নরা স্বর্গগামিনঃ । ৯২
মাতরং পিতরং চৈব শুশ্রূষন্তি জিতেন্দ্রিয়াঃ
ভ্রাতৄণাং চৈব সম্প্রেষ্যে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ । ৯৩
আঢ্যাশ্চ বলবন্তশ্চ যৌবনস্থাশ্চ ভারত
যে বৈ জিতেন্দ্রিয়া ধীরাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ
অপরাধিষু সম্প্রেষু মৃদবো মৃদুবৎসলাঃ
আরাধনসুখাশ্চাপি পুরুষাঃ স্বর্গগামিনঃ । ৯৪
সহস্রপরিবেষ্টারস্তথৈব চ সহস্রদাঃ
ত্রাতারশ্চ সহস্রাণাং তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ । ৯৬
সুবর্ণস্য চ দাতারো গবাঞ্চ ভরতর্ষভ
ধানেনোপ বাসনানাঞ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ । ৯৭
বৈবাহিকানাং ভৃত্যানাং প্রেষ্যাণাঞ্চ যুধিষ্ঠির
দাতারো বাসসাং চৈব তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ । ৯৮
বিহারাবসথোদ্যানভূপারামসভাপ্রপাঃ
বপ্রাণাং চৈব কর্তারস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ । ৯৯
নিবেশনানাং ক্ষেত্রাণাং বসতীনাঞ্চ ভারত
দাতারঃ প্রার্থিতানাঞ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ । ১০০
বসানাং চাপি যানানাং যাজানাঞ্চ যুধিষ্ঠির
অযমুৎপাদ্য দাতারঃ পুরুষাঃ স্বর্গগামিনঃ । ১০১
যাস্মিংস্তস্মিন্ কুলে জাতা বহুপুত্রা শতায়ুষঃ
সাধুক্রোশা জিতক্রোধাঃ পুরুষাঃ স্বর্গগামিনঃ । ১০২
এতদুক্তমমুত্রার্থং দৈবং পিত্র্যঞ্চ ভারত
দানধর্মঞ্চ দানস্য যৎ পূর্বমৃষিভিঃ কৃতম্ ।

ইতি শ্রীমহাভারতে সতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি স্বর্গনরকগামিবর্ণনে
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ । ১৩

যাঁহারা বস্ত্র, অলঙ্কার, ভোজন, পানীয় জল ও অন্ন দান করেন এবং অন্য ব্যক্তিদিগের কুটুম্ববৃদ্ধির সহায়ক হন, সেই পুরুষগণও স্বর্গলোকে গমন করেন । ৯১

যাঁহারা সর্বপ্রকার হিংসা হইতে বিরত হইয়াছেন, সব কিছুই যাঁহারা সহ্য করেন এবং সকলকে যাঁহারা আশ্রয় দান করেন, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গগামী হন । ৯২

যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া মাতা-পিতার সেবা করেন ও ভ্রাতৃগণকে স্নেহ করেন, সেই মনুষ্যগণও স্বর্গলোকগামী হন । ৯৩

ভারত ! যাঁহারা ধনী, বলবান্ ও নব যুবক হইয়াও নিজেদের ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযত রাখেন, সেই ধীর মানুষগণও স্বর্গভাগী হন । ৯৪

যাঁহারা অপরাধী ব্যক্তিদিগকেও ক্ষমা করেন, যাঁহাদের স্বভাব কোমল, যাঁহারা কোমলস্বভাব ব্যক্তিগণের প্রতি প্রীতিমান্ এবং যাঁহাদের অপরের আরাধনা (সেবা) করিয়াই সুখলাভ করেন, সেই সব পুরুষও স্বর্গভাগী হন । ৯৫

যাঁহারা সহস্র মানুষকে ভোজন পরিবেশন করেন, সহস্র মানুষকে দান করেন অথবা সহস্র-দান করেন, এবং সহস্র মানুষকে রক্ষা করেন, সেই মনুষ্যগণও স্বর্গগামী হন । ৯৬

যাঁহারা সুবর্ণ, গো, ধান ও বাহন দান করেন, সেই সব মানুষও স্বর্গভাগী হন । ৯৭

যুধিষ্ঠির ! যাঁহারা বৈবাহিক ভৃত্য, দাস-দাসী ও বস্ত্রসকল দান করেন, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন । ৯৮

যাঁহারা অপরের জন্য আবাস, গৃহ, উদ্যান, কূপ, উপবন, ধর্মশালা, পানীয়শালা এবং খাল প্রভৃতি পার হইবার জন্য সাঁকো নির্মাণ করেন, সেই সব মানুষও স্বর্গলোকে গমন করেন । ৯৯

ভরতসত্তম ! যাচকগণের আশা অনুসারে গৃহ, ক্ষেত্র ও গ্রাম প্রদান করেন, সেই মানুষেরাও স্বর্গলোকভাগী হন । ১০০

যুধিষ্ঠির ! যাঁহারা স্বয়ংই উৎপাদন করিয়া বস্ত্র, বীজ ও অন্নদান করেন, সেই পুরুষগণও স্বর্গলোক গমন করিয়া থাকেন । ১০১

যাহারা যে কোন বংশে উৎপন্ন হইয়া বহুসংখ্যক পুত্র লাভ করেন এবং শতবর্ষ আয়ু প্রাপ্ত হন, অপর ব্যক্তিগণকে ক্ষমা করেন সেই সব মানুষ স্বর্গভাগী হন । ১০২

ভারত ! আমি তোমার নিকট পরলোকে কল্যাণকর দেব-কার্য ও পিতৃকার্য বর্ণনা করিলাম এবং পূর্বকালে ঋষিগণ কর্তৃক কথিত দানধর্ম ও দানের মহিমা বিবৃত করিলাম । ১০৩

শ্রীবেদব্যাস-প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে স্বর্গ এবং নরকগামীর বর্ণন-বিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

॥ চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(ব্রহ্মহত্যাসদৃশ-পাপানাং বর্ণনম্ ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ইদং মে তত্ত্বতো রাজন্ বক্তুমর্হসি ভারত
অহিংসয়িত্বাপি কথং ব্রহ্মহত্যা বিধীয়তে । ১

ভীষ্ম উবাচ

ব্যাসমামন্ত্র্য রাজেন্দ্র পুরা বং পৃষ্টবানহম্ ।
তত্তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি তদিহৈকমনাঃ শৃণু । ২
চতুর্থস্ত্বং বসিষ্ঠস্য তত্ত্বমাখ্যাহি মে মুনে ।
অহিংসয়িত্বা কেনেহ ব্রহ্মহত্যা বিধীয়তে ॥৩
ইতি পৃষ্টো ময়া রাজন্ পরাশরশরীরজঃ
অব্রবীন্নিপুণো ধর্মে নিঃসংশয়মনুত্তমম্ । ৪
ব্রাহ্মণং স্বয়মাহূয় ভিক্ষার্থে কৃশবৃত্তিনম্ ।
ত্রায়ান্নাস্তীতি যঃ পশ্চাত্তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতিনম্ । ৫
অধ্যাত্মজ্ঞেহ বিপ্রস্য বোঽনুযোনস্য ভারত ।
বৃত্তিং হরতি দুর্বুদ্ধিস্তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতিনম্ । ৬
গোকুলস্য তৃষার্তস্য জলার্থে বসুধাধিপ ।
উৎপাদয়তি যো বিঘ্নং তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতিনম্ । ৭
যঃ প্রশ্নুতাং শ্রুতিং সম্যক্ শাস্ত্রং বা মুনিভিঃ কৃতম্
দূষয়ত্যনভিজ্ঞায় তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতিনম্ । ৮
আত্মজাং রূপসম্পন্নাং মহতীং সদৃশে বরে
ন প্রযচ্ছতি যঃ কন্যাং তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতিনম্ । ৯
অধর্মনিরতো মূঢ়ো মিথ্যা বো বৈ দ্বিজাতিষু
দণ্ডাজ্যমাতিগং শোকং তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতিনম্ ॥১০
চক্ষুষা বিপ্রহীনস্য পঙ্গুলস্য জড়স্য বা ।
হরেত্ত যো বৈ দর্পাৎ তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতিনম্ । ১১
আশ্রমে বা বনে বাপি গ্রামে বা যদি বা পুরে
অগ্নিং সমুৎসৃজেদ্যোঽন্যস্তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতিনম্ ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ব্রহ্মঘ্নকথনে
চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪

চতুর্বিংশ অধ্যায়

(ব্রহ্মহত্যাসদৃশ পাপসমূহের বর্ণন)

যুধিষ্ঠির বলিলেন—ভারত ! রাজন্ ! এখন আপনি আমাকে ইহা যথাযথভাবে বলুন যে, ব্রাহ্মণের হিংসা না করিলেও মানুষের ব্রহ্মহত্যা-পাপ কিভাবে হয় ?

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজেন্দ্র ! আমি পূর্বে একবার ব্যাসদেবকে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম (এবং তিনি আমাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন), আমি তোমাকে তাহাই বিশেষভাবে বলিব । তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর ॥ ২

আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—মুনি ! আপনি বসিষ্ঠের বংশে চতুর্থ (প্রথম বসিষ্ঠ, দ্বিতীয় বসিষ্ঠের পুত্র শক্তি, তৃতীয় শক্তির পুত্র পরাশর এবং চতুর্থ পরাশরনন্দন শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব) পুরুষ । আপনি যথাযথভাবে ইহা বলুন যে, ব্রাহ্মণের হিংসা না করিলেও কোন্ কোন্ কর্ম করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হয় ? ৩

রাজন্ ! আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর পরাশরপুত্র ধর্মনিপুণ ব্যাসদেব এই সংশয়হীন উত্তর আমাকে বলিলেন । ৪

ভীষ্ম ! যাঁহার জীবিকাবৃত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এরূপ ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া পরে 'নাই' এই কথা বলে, তাহাকে ব্রহ্মহত্যাকারী বলিয়াই জানিবে । ৫

ভরতনন্দন ! যে দুর্বুদ্ধি পুরুষ যথাযথ ও নিরপেক্ষ বেদবিদ্যা ব্রাহ্মণের জীবিকা অপহরণ করে, তাহাকে ব্রহ্মহত্যাকারী বলিয়াই জানিবে । ৬

তৃষ্ণার্ত যে ব্যক্তি পিপাসায় পীড়িত গো-সকলের জলপানকার্যে বিঘ্নসৃষ্টি করে, সেই ব্যক্তিকেও তুমি ব্রহ্মঘাতী বলিয়া জানিবে । ৭

যে মানুষ উত্তম কল্পের বিধানকর্তা বা সমাক্তন বেদ এবং ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রসকলের উপর না বুঝিয়া দোষারোপ করে, সেই ব্যক্তিকেও তুমি ব্রহ্মঘাতী বলিয়া জানিবে । ৮

যে ব্যক্তি নিজের রূপবতী কন্যাকে বিবাহযোগ্য হইলেও যোগ্য বরের সহিত বিবাহ না দেয়, তাহাকেও ব্রহ্মহত্যাকারী বলিয়া জানিবে । ৯

যে পাপপরায়ণ মূঢ় মানুষ ব্রাহ্মণগণকে অকারণ ধর্মত্যাগী শোকপ্রদান করে, তাহাকেও তুমি ব্রহ্মঘাতী বলিয়া জানিবে ॥১০

যে ব্যক্তি অন্ধ পঙ্গু, ও জড় মানুষের সর্বস্ব অপহরণ করে, তাহাকেও তুমি ব্রহ্মঘাতী বলিয়া জানিবে । ১১

যে মানুষ মোহবশতঃ আশ্রম, বন কিংবা গ্রামে অগ্নি সংযোগ করে, তাহাকেও তুমি ব্রহ্মহত্যাকারী বলিয়া জানিবে । ১২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ব্রহ্মহত্যাকারীর কথন-বিষয়ক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

॥ পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[বিভিন্নতীর্থানাং মাহাত্ম্যবর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

তীর্থানাং দর্শনং শ্রৌতং স্নানঞ্চ ভরতর্ষভ
ঋষয়শ্চ মহাপ্রাজ্ঞ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ । ১
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যানি ভরতর্ষভ ।
যত্র যত্রাভিষেকে যে তানি শ্রোতাস্মি নিয়তঃ প্রভো । ২

ভীষ্ম উবাচ

ইমমঙ্গিরসা প্রোক্তং তীর্থবংশং মহাত্মনে
শ্রোতুমর্হসি ভদ্রং তে প্রাক্ষ্যামি ধর্মমুত্তমম । ৩
তপোবনগতং বিপ্রমঙ্গিরা মহামুনিম্ ।
পপ্রচ্ছাঙ্গিরসং ধীরং গৌতমং সংশিতব্রতঃ । ৪
অস্তি মে ভগবন্ কশ্চিত্তীর্থেভ্যো ধর্মসংশয়ঃ ।
তৎ সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি তন্মে শংস মহামুনে । ৫
উপস্পৃশ্য কলাং কিং স্যাত্তেষু তীর্থেষু বৈ মুনে
প্রেত্যভাবে মহাপ্রাজ্ঞ তদ্ যথাস্তি তথা বদ । ৬

অঙ্গিরা উবাচ ।

সপ্তাবরং চন্দ্রভাগাং বৈ বিতস্তাঞ্চমিমালিনীম্
বিগাহ্য বৈ নিরাহারো নির্ধূতো মুনিবদ্ ভবেৎ । ৭
কাশ্মীরমণ্ডলে নদ্যো যাঃ পতন্তি মহানদম্ ।
তা নদীঃ সিন্ধুমাসাদ্য দীপ্তবান্ স্বর্গমাপ্নুয়াৎ । ৮
পুষ্করঞ্চ প্রভাসঞ্চ নৈমিষং সাগরোদকম্ ।
দেবিকামিন্দ্রমার্গঞ্চ স্বর্গবিন্দুং বিগাহ্য চ । ৯
বিরোধায়াং বিধানজ্ঞঃ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ
হিরণ্যবিন্দুং বিক্ষোভ্য প্রবতন্তাভিষাদ্য চ । ১০
কুরুক্ষেত্রঞ্চ দেবা বৈ যুগান্তে তস্য কিঞ্চিদম্ ।
ইন্দ্রমার্গাং সমাসাদ্য গন্ধমাদনমাবিশেৎ । ১১
করতোয়াং কুরুক্ষেত্রে চ ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি বিগাহ্য প্রবতঃ শুচিঃ । ১২

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

[বিভিন্ন তীর্থসমূহের মাহাত্ম্যবর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন, মহাজ্ঞানী ভরতশ্রেষ্ঠ তীর্থসমূহের দর্শন, তীর্থে স্নান এবং তাঁহাদের বহিয়া শ্রবণ শ্রেয়স্কর বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব যথাযথভাবে তীর্থসমূহের বহিয়া শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১

ভরতশ্রেষ্ঠ ! এই পৃথিবীতে যে যে পবিত্র তীর্থ আছে, সেই সব আমি নিয়মসহকারে শুনিতে বাসনা করি। আপনি সমস্তই কৃপা করিয়া আমাকে বলুন। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—মহাতেজস্বী নরেশ ! পুরাকালে অঙ্গিরামুনি তীর্থসমূহের বর্ণনা করিয়াছিলেন তোমার কল্যাণ হউক তুমি উহা শ্রবণ কর। ইহাতে তুমি উত্তম ধর্ম প্রাপ্ত হইবে। ৩

পুরাকালে কোন এক সময়ের কথা, মহামুনি বিপ্রবর ধৈর্যশালী অঙ্গিরা বীর তপোবনে বিরাজমান ছিলেন। সেই সময় কঠোর ব্রতপালনকারী ঋষি গৌতম তাঁহার নিকট গমন করত জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪

ভগবন্ মহামুনে ! আমার তীর্থসমূহের সম্বন্ধে কিছু ধর্ম-বিষয়ক সন্দেহ আছে, সেই সব আমি শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনি কৃপা করিয়া তৎসমস্ত আমাকে বলুন। ৫

মহাজ্ঞানী মুনীশ্বর ! সেই সব তীর্থে স্নান করিলে মৃত্যুর পর কিরূপ ফললাভ হয় ? সেই বিষয়ে যাহা প্রকৃত তথ্য আছে, তাহা আমাকে বলুন। ৬

অঙ্গিরা বলিলেন, মুনে ! মানুষ উপবাস করিয়া চন্দ্রভাগা (চেনাব) এবং তরঙ্গমালিনী বিতস্তা (ঝেলম) নদীতীর্থে স্নান তিন পর্যন্ত যদি স্নান করে, তবে সে মুনির ন্যায় নির্ধূত হইয়া যায়। ৭

কাশ্মীরপ্রদেশে যে যে নদী মহানদ সিন্ধুতে মিলিত হইয়াছে, সেই সবে এবং সিন্ধুনদে স্নান করিয়া সংযতস্বভাববিশিষ্ট মানুষ মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গমন করেন। ৮

পুষ্কর, প্রভাস, নৈমিষারণ্য, সাগরোদক (সমুদ্রজল), দেবিকা, ইন্দ্রমার্গ ও স্বর্গবিন্দু—এই সব তীর্থে স্নান করিলে মানুষ বিমানে আরোহণ করত স্বর্গে গমন করেন এবং অপ্সরাগণ তাঁহার স্তুতি করিতে করিতে তাঁহাকে তীর্থমহিমা জানাইয়া থাকেন। ৯

যে মানুষ মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া হিরণ্যবিন্দু-তীর্থে স্নান করত সেখানের প্রধান দেবতা ভগবান্ কুমেশ্বরকে প্রণাম করে, তাহার সমস্ত পাপ ক্ষালিত হইয়া যায়। ১০

গন্ধমাদন পর্বতের নিকটে স্থিত ইন্দ্রস্রোতা নদীতে এবং কুরুক্ষেত্রের মধ্যে করতোয়া নদীতে সংযতচিত্ত ও শুদ্ধভাবে স্নান করিয়া তিনরাত্রি উপবাসকারী মানুষ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। ১১-১২

গঙ্গাদ্বারে কুশাবর্তে বিল্বকে নীলপর্বতে।
তথা কনখলে স্নাত্বা ধূতপাপ্মা দিবং ব্রজেৎ ॥১৩
অপাং হ্রদ উপস্পৃশ্য বাজিমেধফলং লভেৎ।
ব্রহ্মচারী জিতক্রোধঃ সত্যসন্ধস্ত্বহিংসকঃ ॥ ১৪
যত্র ভাগীরথী গঙ্গা পততে দিগ্ভ্যুত্তরাম্।
মহেশ্বরস্য ত্রিস্থানে যো নরস্ত্বভিষিচ্যতে ॥ ১৫
একমাসং নিরাহারঃ স পশ্যতি হি দেবতাঃ
সপ্তগঙ্গে ত্রিগঙ্গে চ ইন্দ্রমার্গে চ তর্পয়ন্ ॥ ১৬
সুখং বৈ লভতে ভোক্তুং যো নরো জায়তে পুনঃ।
মহাহ্রদ উপস্পৃশ্য যোঽগ্নিহোত্রপরঃ শুচিঃ ॥ ১৭
একমাসং নিরাহারঃ সিদ্ধিং মাসেন স ব্রজেৎ
মহাহ্রদ উপস্পৃশ্য বলাকায়াং কৃতোদকঃ ॥ ১৮
ত্রিরাত্রোপোষিতো ভূত্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া।

কন্যাকূপ উপস্পৃশ্য বলাকায়াং কৃতোদকঃ ॥ ১৯
দেবেষু লভতে কীর্তিং যশসা চ বিরাজতে ॥ ২০
দেবিকায়ামুপস্পৃশ্য তথা সুন্দরিকাহ্রদে
অশ্বিন্যাং স্নানমর্চঞ্চ প্রেত্য বৈ লভতে নরঃ ॥ ২১
মহাগঙ্গামুপস্পৃশ্য কৃত্তিকাজারকে তথা।
পক্ষমেকং নিরাহারঃ স্বর্গমাপ্নোতি নির্মলঃ ॥ ২২
বৈমানিক উপস্পৃশ্য কিঙ্কিনীকাশ্রমে তথা
নিবাসেঽপ্সরসাং নিত্যং কামচারী মহীয়তে ॥ ২৩
কালিকাশ্রমমাসাদ্য বিপাশায়াং কৃতোদকঃ
ব্রহ্মচারী জিতক্রোধস্ত্রিরাত্রং মুচ্যতে ভবাৎ ॥ ২৪
আশ্রমে কৃত্তিকানাং তু স্নাত্বা তর্পয়তে পিতৃন্
তোষয়িত্বা মহাদেবং নির্মলঃ স্বর্গমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৫
মহাপুরং উপস্পৃশ্য ত্রিরাত্রোপোষিতঃ শুচিঃ
ত্রসানাং স্থাবরাণাঞ্চ বিপদানাং ভয়াৎ ত্রাতেৎ ॥ ২৬

মানুষ গঙ্গাদ্বার, কুশাবর্ত, বিল্বকতীর্থ, নীলপর্বত এবং কনখলে স্নান করত পাপহীন হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন। ১৩

যদি কেহ ক্রোধহীন, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও অহিংসক হইয়া ব্রহ্মচর্য্যপালন পূর্ব্বক সলিলহ্রদ নামক তীর্থে (যাহার নামান্তর মহেশ্বরের) স্নান করেন, তবে তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। ১৪

যেখানে উত্তর দিকে ভাগীরথী গঙ্গা পতিত হইতেছেন এবং তাঁহার স্রোত তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, উহা ভগবান্ মহেশ্বরের ত্রিস্থাননামক তীর্থ। যে মানুষ এক মাস পর্য্যন্ত নিরাহার থাকিয়া সেখানে স্নান করেন, তাঁহার দেবতাগণের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ হয়। ১৫½

সপ্তগঙ্গ, ত্রিগঙ্গ ও ইন্দ্রমার্গে পিতৃগণের তর্পণকারী মানুষ যদি পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন, তবে তিনি অমৃতভোজী হন অর্থাৎ তিনি দেবতা হইয়া যান। ১৬।

মহাহ্রদতীর্থে (কন্যাহ্রদতীর্থে) স্নান করত প্রতিদিন পবিত্রভাবে যিনি অগ্নিহোত্র করিতে করিতে এক মাস উপবাস করেন, তিনি সেই সময়ের মধ্যেই সিদ্ধ হইয়া যান। ১৭½

যিনি লোভ ত্যাগ করিয়া কৃতকুলক্ষেত্রে মহাহ্রদ নামক তীর্থে স্নান করেন এবং তিন রাত্রি উপবাস করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান। ১৮½

কন্যাকূপে স্নান করত বলাকাতীর্থে তর্পণকারী পুরুষ দেবতাগণের মধ্যে কীর্ত্তি লাভ করেন এবং স্বীয় যশে দেদীপ্যমান হন। ১৯-২০

দেবিকাতীর্থে স্নান করিয়া সুন্দরিকা হ্রদে ও অশ্বিনীতীর্থে স্নান করিলে মৃত্যুর পর অল্প কষ্টে মানুষ যশ ও তেজ লাভ করেন। ২১

মহাগঙ্গা এবং কৃত্তিকাজারকতীর্থে (অথবা কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত দিবসদ্বারে) মহাগঙ্গায় স্নান করত এক পক্ষকাল নিরাহার হইয়া অবস্থিত মানুষ নির্ম্মল—নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন। ২২

যিনি বৈমানিক ও কিঙ্কিনীকাশ্রম তীর্থে স্নান করেন, তিনি অপ্সরাগণের নিত্যলোকে গমন করত সম্মানিত হন এবং ইচ্ছানুসারে বিচরণ করেন। ২৩

যিনি কালিকাশ্রমতীর্থে স্নান করত বিপাশা (ব্যাস) নদীতে পিতৃগণের তর্পণ করেন এবং ক্রোধকে জয় করত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে করিতে তিন রাত্রি সেখানে বাস করেন, তিনি জন্ম-মরণরূপ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান। ২৪

যে ব্যক্তি কৃত্তিকাশ্রমে স্নান করত পিতৃগণের তর্পণ করেন এবং মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেন, সেই ব্যক্তি পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলোক লাভ করেন। ২৫

মহাপুরতীর্থে স্নান করত যিনি পবিত্রভাবে তিন রাত্রি উপবাস করেন, তিনি চরাচর প্রাণিগণ এবং মহাভয়গণ হইতে প্রাণ ত্যাগ করিতে সমর্থ হন। ২৬

দেবদারুবনে স্নাত্বা ধূতপাপ্মা কুলোদ্বহ।
দেবলোকমবাপ্নোতি সপ্তরাত্রোষিতঃ শুচিঃ ॥ ২৭
অরুন্তুদে কুশস্তম্বে স্রোণশর্মপদে তথা।
অপ্সাং প্রপতনাদেবী সেবতে সোমহল্লরোগবৈঃ ॥ ২৮
চিত্রকূটে জনস্থানে তথা মন্দাকিনীজলে
বিপাপা বৈ নিরাহারো রাজলক্ষ্মী নিষেবতে ॥ ২৯
স্থানমারাধ্যাশ্রমং গত্বা উষিত্বা চাভিষিচ্য চ।
একপক্ষং নিরাহারস্ত্বর্দীনফলং লভেৎ ॥ ৩০
কৌশিকীং তু সমাসাদ্য বাহুভ্যাং কৃতলোলুপঃ
একবিংশতিরাত্রেণ স্বর্গমারোহতে নরঃ ॥ ৩১
মতঙ্গবাপ্যাং যঃ স্নায়াদেকরাত্রেণ সিধ্যতি।
বিগাহ্যহ্রদমালম্ব্যমন্ধকং বৈ সনাতনম্ ॥ ৩২
নৈমিষে স্বর্গতীর্থে চ উপস্পৃশ্য জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ফলং পুরুষমেধস্য লভেন্মাসং কুলোদ্বহ ॥ ৩৩
গঙ্গাহ্রদে উপস্পৃশ্য তথা চৈবোৎপলাবনে
অশ্বমেধমবাপ্নোতি তত্র মাসং কুলোদ্বহঃ ॥ ৩৪
গঙ্গা-যমুনয়োস্তীর্থে তথা কালঞ্জরে গিরৌ
দশাশ্বমেধমাপ্নোতি তত্র মাসং কুলোদ্বহঃ ॥ ৩৫
যষ্টিহ্রদে উপস্পৃশ্য চান্ধকানাং বিমিশ্রুতে।
দশতীর্থসহস্রাণি ত্রিঃ কোটীস্তথা পরাঃ ॥ ৩৬
সমাগচ্ছন্তি বাধ্যাং তু প্রয়াগে ভরতর্ষভ।
মাঘমাসং প্রয়াগে তু নিয়তঃ সংশিতব্রতঃ ॥ ৩৭
স্নাত্বা তু ভরতশ্রেষ্ঠ নির্মলঃ স্বর্গমাপ্নুয়াৎ।
মরুদ্গণে উপস্পৃশ্য পিতৃণামাশ্রমে শুচিঃ ॥ ৩৮
বৈবস্বতস্য তীর্থে চ তীর্থভূতো ভবেন্নরঃ
তথা ব্রহ্মসরো গত্বা ভাগীরথ্যাং কুলোদ্বহঃ ॥ ৩৯
একমাসং নিরাহারঃ সোমলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪০
উৎপাতকে নরঃ স্নাত্বা অষ্টাবক্রে কুলোদ্বহঃ।
দ্বাদশাহং নিরাহারো নরমেধফলং লভেৎ ॥ ৪১

যিনি দেবদারুবনে স্নান করিয়া তর্পণ করেন, তাঁহার সকল পাপ নষ্ট হইয়া যায় এবং যিনি সেখানে সাত রাত্রি পর্যন্ত নিবাস করেন, তিনি পাপমুক্ত হইয়া মৃত্যুর পর দেবলোক প্রাপ্ত হন। ২৭

যিনি শরস্তম্ব, কুশস্তম্ব ও দ্রোণশর্মপদতীর্থের প্রস্রবণে (ঝরনায়) স্নান করেন, তিনি স্বর্গে অপ্সরাগণের দ্বারা সেবিত হন। ২৮

যিনি চিত্রকূটপর্বতে মন্দাকিনীর জলে ও জনস্থানে গোদাবরীর জলে স্নান করত উপবাস করেন, তিনি রাজলক্ষ্মীর দ্বারা সেবা প্রাপ্ত হন। ২৯

আশ্রমপদে গমন করত সেখানে স্নান, নিবাস ও এক পক্ষ কাল পর্যন্ত উপবাসকারী মানুষ অশ্বমেধের ফললাভ করেন। ৩০

যে ব্যক্তি কৌশিকনদীতে স্নান করত লোলুপতা ত্যাগ করিয়া একুশ রাত্রি কেবল বাহু পান পূর্বক অবস্থান করেন, সেই ব্যক্তি স্বর্গে আরোহণ করেন। ৩১

যে ব্যক্তি মতঙ্গবাপী তীর্থে স্নান করেন, তিনি এক রাত্রিতে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। যিনি অনালম্ব, অন্ধক ও সনাতন তীর্থে অবগাহন করেন এবং নৈমিষারণ্যের স্বর্গতীর্থে স্নান করত ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্বক একমাস পিতৃগণের তর্পণ করেন, তিনি পুরুষমেধ-যজ্ঞের ফললাভে সমর্থ হন। ৩২-৩৩

যে ব্যক্তি গঙ্গাহ্রদ ও উৎপলাবন তীর্থে স্নান করত একমাস পর্যন্ত সেখানে পিতৃগণের তর্পণ করেন, তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকেন। ৩৪

গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম তীর্থে ও কালঞ্জরতীর্থে একমাস পর্যন্ত স্নান এবং তর্পণ করিলে পর দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! যষ্টিহ্রদনামক তীর্থে স্নান করিলে পর অন্ধকগণ হইতেও অধিক ফল লাভ হয়। মাঘ মাসের অমাবস্যায় প্রয়াগ-রাজে তিনকোটি দশ হাজার অন্য তীর্থের সমাবেশ হয় ॥ ৩৬½

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি নিয়মসহকারে উত্তম ব্রত পালন করিতে করিতে মাঘমাসে প্রয়াগে স্নান করেন, তিনি সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। ৩৭

যিনি পবিত্রভাবে মরুদ্গণতীর্থ, পিতৃগণের আশ্রম ও বৈবস্বত তীর্থে স্নান করেন, সেই মানুষ স্বয়ংই তীর্থস্বরূপ হইয়া যান ॥ ৩৮½

যিনি ব্রহ্মসরোবর (পুষ্কর তীর্থ) ও ভাগীরথী গঙ্গায় স্নান করত পিতৃগণের তর্পণ করেন এবং সেখানে একমাস কাল নিরাহার হইয়া অবস্থান করেন, তিনি চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত হন ॥ ৩৯-৪০

উৎপাতকতীর্থে স্নান ও অষ্টাবক্রতীর্থে তর্পণ করত বার দিন নিরাহার হইয়া অবস্থান করিলে পর নরমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥ ৪১

অশ্বপৃষ্ঠে গয়াদ্বারং নিরবিন্দে চ পর্বতে।
তৃতীয়াং ক্রৌঞ্চপদ্যাং চ ব্রহ্মহত্যাং বিমুচ্যতে ॥ ৪২
কলবিঙ্কে উপস্পৃশ্য বিপাশায়াং বসেৎ জলম্।
অগ্নেঃ পুরে নরঃ স্নাত্বা অগ্নিকন্যাপুরে বসেৎ ॥ ৪৩
করবীরপুরে স্নাত্বা বিশালায়াং কৃতোদকঃ।
দেবহ্রদে উপস্পৃশ্য ব্রহ্মভূতো বিরাজতে ॥ ৪৪
পুনরাবর্তনন্দাং চ মহানন্দাং সেবা বৈ।
নন্দনে সেব্যতে যাস্তত্বপ্সরোভিরহিংসকঃ ॥ ৪৫
ঊর্বশীং কৃত্তিকাযোগে গত্বা চৈব সমাহিতঃ।
লৌহিত্যে বিধিবৎ স্নাত্বা পুণ্ডরীকফলং লভেৎ ॥ ৪৬
রামহ্রদে উপস্পৃশ্য বিপাশায়াং কৃতোদকঃ
ব্রাহ্মণাহ্বে নিরাহারঃ কলুষাদ্ বিপ্রমুচ্যতে ॥ ৪৭
মহাহ্রদে উপস্পৃশ্য শুচিনা মনসা নরঃ।
একমাসং নিরাহারো জমদগ্নিগতিং লভেৎ ॥ ৪৮

বিদ্বো মন্ত্রাপ্য চাত্মানং সত্যসন্ধস্ত্বধি সকঃ
বিনয়াতপ আস্থায় মাসেনৈকেন সিধ্যতি ॥ ৪৯
নর্মদায়ামুপস্পৃশ্য তথা সূর্পারকোদকে
একপক্ষং নিরাহারো রাজপুত্রো বিমুচ্যতে ॥ ৫০
জম্বুমার্গে ত্রিভিরাহৈঃ সংগতঃ সুসমাহিতঃ।
অহোরাত্রেণ চৈকেন সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৫১
কোকামুখে বিগাহ্যাথ গত্বা চাঞ্জলিকাশ্রমম্
শাকভক্ষস্তীরবাসাঃ কুমারীমধিগচ্ছতি ॥ ৫২
বৈবস্বতস্য সদনং ন স গচ্ছেৎ কদাচন
যস্য কন্যাহ্রদে বাসো দেবলোকং স গচ্ছতি ॥ ৫৩
প্রভাসে ত্বেকরাত্রেণ অমাবাস্যাং সমাহিতঃ
সিধ্যতে তু মহাবাহো যো নরো জাহ্নবেয়মরঃ ॥ ৫৪
উজ্জানক উপস্পৃশ্য আর্ষ্টিষেণস্য চাশ্রমে।
পিঙ্গারাস্ত্বাশ্রমে স্নাত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫৫

গয়ায় প্রথম দিনে অশ্বপৃষ্ঠের (প্রেতশিলায়) উপর পিতৃগণের পিণ্ডদানে, নিরবিন্দ পর্বতে দ্বিতীয় দিন পিণ্ডদানে এবং ক্রৌঞ্চপদীনামক তীর্থে তৃতীয় দিনে পিণ্ডদানে করিলে পর ব্রহ্মহত্যা পাপ নষ্ট হওত মানুষ সর্বথা শুদ্ধ হইয়া যায় ॥৪১

কলবিঙ্ক তীর্থে স্নান করিলে পর অনেক তীর্থ স্নানের ফললাভ হইয়া থাকে। অগ্নিপুরতীর্থে স্নান করিলে পর অগ্নিকন্যাপুরের বাসপ্রাপ্তি হয় ॥ ৪৩

করবীরপুরে স্নান, বিশালায় স্নান ও তর্পণ এবং দেবহ্রদে মজ্জন করিলে পর মানুষ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া শোভাপ্রাপ্ত হন ॥ ৪৪

যিনি সর্বপ্রকার হিংসা ত্যাগ করিয়া জিতেন্দ্রিয়ভাবে আবর্তনন্দা ও মহানন্দা তীর্থের সেবা করেন, তাঁহাকে নন্দনবনে অপ্সরাগণ সেবা করিয়া থাকেন ॥ ৪৫

কার্তিকমাসের পূর্ণিমায় কৃত্তিকার যোগ হইলে পর যিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া ঊর্বশী তীর্থ ও লৌহিত্য তীর্থে বিধিপূর্বকমাত্রে স্নান করেন, তাঁহার পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফললাভ হয় ॥ ৪৬

রামহ্রদে (পরশুরাম হ্রদে) স্নান এবং বিপাশা নদীতে তর্পণ করিয়া যায় দিন উপবাস করিলে পর মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান ॥ ৪৭

মহাহ্রদে স্নান করিয়া যদি মানুষ শুদ্ধচিত্তে সেখানে এক মাস পর্যন্ত নিরাহার হইয়া অবস্থান করেন, তবে তিনি জমদগ্নিসদৃশ সদ্গতি প্রাপ্ত হন ॥ ৪৮

যে ব্যক্তি হিংসা ত্যাগ করত সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া বিদ্যাচলে নিজের শরীরকে কষ্ট দান করিতে করিতে বিনীতভাবে তপশ্চর্যা অবলম্বন পূর্বক অবস্থান করেন, তিনি এক মাসের মধ্যে সিদ্ধ হইয়া যান ॥ ৪৯

নর্মদা নদী ও সূর্পারক ক্ষেত্রের জলে স্নান করত এক পক্ষ পর্যন্ত নিরাহার হইয়া অবস্থিত মানুষ পরলোকে রাজকুমার হইয়া থাকেন ॥ ৫০

সাধারণভাবে তিন মাস পর্যন্ত জম্বুমার্গে স্নান করিলে এবং ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক একাগ্রচিত্ত হইয়া সেখানে একদিন স্নান করিলেও মানুষ সিদ্ধ হইয়া যান ॥ ৫১

যে ব্যক্তি কোকামুখ তীর্থে স্নান করত শাকভক্ষিকাশ্রমতীর্থে গমন করিয়া শাক ভোজন করিতে করিতে চীরবস্ত্র (কৌপীন) ধারণ-পূর্বক কিছুকাল বাস করেন, তাঁহার সমস্ত কন্যাকুমারী-তীর্থ সেবার ফললাভ হয় এবং তিনি কখনও যমরাজপুরে গমন করেন না। যিনি কন্যাকুমারীতীর্থে স্নান করেন, তিনি মৃত্যুর পর দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৫২-৫৩

মহাবাহো! যিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া অমাবস্যায় প্রভাসতীর্থের সেবা করেন, তিনি একরাত্রির মধ্যেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন এবং মৃত্যুর পর দেবতা হইয়া যান ॥ ৫৪

উজ্জানকতীর্থে স্নান করিয়া এবং আর্ষ্টিষেণের আশ্রম ও পিঙ্গার আশ্রমে স্নান করিয়া মানুষ সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান ॥ ৫৫

তুল্যায়াং সমুপস্পৃশ্য তত্র বৈ বাজপেয়ফলম্।
অশ্বমেধফলঞ্চাপ্নোতি ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ। ৫৬

পিণ্ডারকে উপস্পৃশ্য একরাত্রোষিতো নরঃ
অগ্নিষ্টোমফলঞ্চাপ্নোতি প্রভাতায়াং শর্বরীং শুচিঃ। ৫৭

তথা ব্রহ্মসরো গত্বা ধর্মারণ্যেষু শোভিতম্,
পুণ্ডরীকফলঞ্চাপ্নোতি উপস্পৃশ্য নরঃ শুচিঃ। ৫৮

মৈনাকে পর্বতে স্নাত্বা তথা সন্ধ্যামুপাস্য চ
কামং জিত্বা চ বৈ মাসং সর্বযজ্ঞফলং লভেৎ। ৫৯

কালোদকং নন্দিকুণ্ডং তথা চোত্তরমানসম্
অত্যেতি যোজনশতাদ্ ভ্রূণহা বিপ্রমুচ্যতে। ৬০

নন্দীশ্বরস্য মূর্তিং তু দৃষ্ট্বা মুচ্যেত কিল্বিষৈঃ
স্বর্গদ্বারে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি। ৬১

বিখ্যাতো হিমবান্ পুণ্যঃ সর্বরত্নাকরো গিরিঃ।
আকরঃ সর্বরত্নানাং সিদ্ধ-চারণসেবিতঃ। ৬২

শরীরমুৎসৃজেৎ তত্র বিধিপূর্বমনাশকে
অক্ষয়ং লোকমাপ্নোতি যো বৈ বেদান্তগো দ্বিজঃ। ৬৩

অর্চ্যা দেবাস্তত্র নমস্কৃত্য মুনীংস্তথা।
ততঃ সিদ্ধো দিবং গচ্ছেদ্ ব্রহ্মলোকং সনাতনম্। ৬৪

কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ যো জিত্বা তীর্থমাবসেৎ
ন তেন কিঞ্চিদ্ অপ্রাপ্তং তীর্থাভিগমনাদ্ ভবেৎ। ৬৫

দুষ্কৃতানীহ তীর্থানি দুর্গাণি বিষমাণি চ
মনসা তানি গম্যানি সর্বতীর্থমযীক্ষয়া। ৬৬

ইদং মেধ্যমিদং পুণ্যমিদং স্বর্গ্যমনুত্তমম্
ইদং রহস্যং বেদানামাপ্লাব্যং পাবনং তথা। ৬৭

ইদং দদ্যাদ্ দ্বিজাতীনাং সাধোরার্যব্রতস্য চ।
সুহৃদশ্চ জপেৎ তর্কে শিষ্যস্যানুগতস্য চ। ৬৮

দত্তবান্ সৌভমস্যৈতদঙ্গিরা বৈ মহাতপাঃ।
অঙ্গিরাঃ সমুজ্জাতঃ কাশ্যপেন চ ধীমতা। ৬৯

যে মানুষ তুল্যায় স্নান করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ তুল্য ফল লাভ করেন এবং তিনরাত্রি সেখানে উপবাসপূর্বক অবস্থান করেন, তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। ৫৬

যে মানুষ পিণ্ডারক তীর্থে স্নান করত সেখানে একরাত্রি বাস করেন, তিনি প্রাতঃকাল হইলেও পবিত্র হইয়া অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হন। ৫৭

ধর্মারণ্যে সুশোভিত ব্রহ্মসরতীর্থে গমন করত সেখানে স্নান করিয়া পবিত্র মানুষ পুণ্ডরীক-যজ্ঞের ফললাভ করেন। ৫৮

মৈনাকপর্বতে একমাস পর্যন্ত স্নান এবং সন্ধ্যোপাসনা করিলে পর মানুষ কামকে জয় করিয়া সমস্ত যজ্ঞের ফললাভ করিতে সমর্থ হন। ৫৯

শতযোজন দূর হইতে আসিয়া কালোদক, নন্দিকুণ্ড ও উত্তর মানসতীর্থে স্নানকারী মানুষ যদি ভ্রূণহত্যাকারীও হয়, তবে সে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৬০

সেখানে নন্দীশ্বরমূর্তি দর্শন করত মানুষ সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান। স্বর্গদ্বারে স্নান করিয়া মানুষ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ৬১

ভগবান্ শঙ্করের শ্বশুর হিমালয়পর্বত পরম পবিত্র ও সংসারে বিখ্যাত। তিনি সমস্ত রত্নের আকর (খনি) এবং সিদ্ধ ও চারণগণ সর্বদা তাঁহার সেবা করেন। ৬২

বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী যে দ্বিজ এই যৌবনকে নশ্বর জানিয়া সেই পর্বতে বাস করেন এবং দেবতাগণের পূজা ও মুনিদিগকে প্রণাম করত বিধিপূর্বক অনশনের দ্বারা নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি সিদ্ধ হইয়া সনাতন ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। ৬৩-৬৪

যিনি কাম, ক্রোধ ও লোভকে জয় করিয়া তীর্থে বাস করেন ও স্নান করেন, তাঁহার তীর্থযাত্রার পুণ্যে কোনও বস্তুই দুর্লভ হয় না। ৬৫

যিনি সমস্ত তীর্থদর্শনের ইচ্ছা পোষণ করেন, তিনি দুর্গম ও বিষম বলিয়া যে সকল তীর্থে যাইতে সমর্থ হইবেন না, সেই সব তীর্থে তিনি মনে মনে গমন করিবেন। ৬৬

এই তীর্থ-সেবন কার্য্য পরম পবিত্র, পুণ্যপ্রদ, স্বর্গপ্রাপ্তির সর্বোত্তম সাধন ও বেদসকলের গুহ্য রহস্য। প্রত্যেক তীর্থ পাবন এবং স্নানের যোগ্য। ৬৭

তীর্থসমূহের এই মাহাত্ম্য দ্বিজাতিগণের, নিজের বিশ্বাসী পুরুষের, সুহৃদ্‌গণের এবং অনুগত শিষ্যের কর্ণেই বলিতে হইবে। ৬৮

সর্বপ্রথম মহাতপস্বী অঙ্গিরা সৌভমকে ইহার উপদেশ করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমান্ কশ্যপের নিকট হইতে অঙ্গিরা এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৬৯

মহর্ষীণামিদং জপ্যং পাবনানাং যথোত্তমম্।
জপংশ্চাত্মান্বিতঃ সম্যঙ্নিয়মঃ স্বর্গমাপ্নুয়াৎ ॥ ১০
ইদং যশ্চাপি শৃণুয়াদ্ ব্রহ্মণঃ ওঙ্কিয়োমতম্।
উত্তমে চ কুলে জন্ম লভেজ্জাতৌচ্চ সংস্মরেৎ ॥ ১১

এই কথা মহর্ষিগণের পাঠ করিবার যোগ্য ও পাবন মন্ত্র-সমূহের মধ্যে পরম পবিত্র। যে ব্যক্তি সাবধান ও উৎসাহযুক্ত হইয়া সদা পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন।১০

ইতি শ্রীমহাভারতে সহস্রাবত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি আঙ্গিরসতীর্থযাত্রায়াং পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

যে ব্যক্তি অঙ্গিরামুনির এই স্তবত্রয় সতত স্মরণ করেন, তিনি উত্তম কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা তাঁহার স্মরণ হইতে থাকে ॥ ১১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে আঙ্গিরসতীর্থ-যাত্রাবিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

॥ ষড় বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীগঙ্গাদেব্যা মাহাত্ম্যবর্ণনম্ ;]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বৃহস্পতিসমং বুদ্ধ্যা ক্ষময়া ব্রহ্মণঃ সমম্।
পরাক্রমে শক্রসমমাদিত্যসমতেজসম্ ॥ ১
গাঙ্গেয়মর্জ্জুনেনাজৌ নিহতং পুরিতেজসম্।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽভ্যেত্য পর্য্যপৃচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥২
শয়ানং বীরশয়নে কালাকাঙ্ক্ষিণমচ্যুতম্।
আজগ্মুর্ঋষয়স্তত্রেষ্টুকামা মহর্ষয়ঃ ॥ ৩
অত্রির্বশিষ্ঠোঽথ ভৃগুঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ
আঙ্গিরা গৌতমোঽগস্ত্যঃ সুমতিঃ সুব্রতাত্মবান্ ॥ ৪
বিশ্বামিত্রঃ স্থূলশিরাঃ সংবর্ত্তঃ প্রমতির্দমঃ।
বৃহস্পত্যুশনো-ব্যাসাশ্চ্যবনঃ কাশ্যপো ধ্রুবঃ ॥ ৫
দুর্ব্বাসা জমদগ্নিশ্চ মার্কণ্ডেয়োঽথ গালবঃ।
ভরদ্বাজোঽথ রৈভ্যশ্চ যবক্রীতস্ত্রিতস্তথা ॥ ৬
স্থূলাক্ষঃ সবলাক্ষশ্চ কণ্বো মেধাতিথিঃ কৃশঃ।
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব সুধন্বাথৈকতো দ্বিজঃ ॥ ৭
নিকত্নুর্ভুবনো যৌম্যঃ শতানন্দোঽকৃতব্রণঃ
জামদগ্ন্যস্তথা রামঃ কচশ্চোত্থ্যবরাদজঃ ॥ ৮
সমাগতা মহাত্মানো ভীষ্মং দ্রষ্টুং মহর্ষয়ঃ
তেষাং মহাত্মনাং পূজামাগতানাং যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৯
ভ্রাতৃভিঃ সহিতশ্চক্রে যথাবদনুপূর্ব্বশঃ
তে পূজিতাঃ সুখাসীনাঃ কথাশ্চক্রুর্মহর্ষয়ঃ ॥ ১০

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

[শ্রীগঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা]

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয়! যিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি-তুল্য, ক্ষমায় ব্রহ্মার সদৃশ, পরাক্রমে ইন্দ্রের সমান ও তেজে সূর্য্য-তুল্য, যিনি বীর্য্য মর্য্যাদা হইতে কখনও চ্যুত হন নাই, সেই গঙ্গা-নন্দন মহাতেজস্বী ভীষ্ম যখন অর্জ্জুনের হস্তে যুদ্ধে নিহতপ্রায় হইয়া বীরশয্যায় শয়ন করিয়া কালের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এবং ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য পরিজনবৃন্দের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির যখন তাঁহাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতেছিলেন, সেই সময় বহুসংখ্যক দিব্য মহর্ষিগণ ভীষ্মকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১-৩

সেই সব মহর্ষিগণের নাম এই—অত্রি, বশিষ্ঠ, ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, গৌতম, অগস্ত্য, সংবর্ত্ত, সুমতি, বিশ্বামিত্র, স্থূলশিরা, সংবর্ত্ত, প্রমতি, দম, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, ব্যাস, চ্যবন, কাশ্যপ, ধ্রুব, দুর্ব্বাসা, জমদগ্নি, মার্কণ্ডেয়, গালব, ভরদ্বাজ, রৈভ্য, যবক্রীত, ত্রিত, স্থূলাক্ষ, সবলাক্ষ, কণ্ব, মেধাতিথি, কৃশ, নারদ, পর্ব্বত, সুধন্বা, একত, নিকত্নু, ভুবন, যৌম্য, শতানন্দ, অকৃতব্রণ, জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম ও কচ ॥ ৪-৮

এই সব মহাত্মা মহর্ষিগণ ভীষ্মকে দর্শন করিবার জন্য যখন উপস্থিত হইলেন, তখন ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির ক্রমশঃ তাঁহাদের বিধি অনুসারে পূজা করিলেন। ৯

পূজার পর এই মহর্ষিগণ সুখের সহিত উপবেশন করত ভীষ্মের সম্বন্ধে নানাবিধ মধুর ও মনোহর কথা বলিতে লাগিলেন।

ভীষ্মাশ্রিতাঃ সুমধুরাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়মনোহরাঃ
ভীষ্মস্যেমাঃ কথাঃ শ্রুত্বা ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ১১
মেনে দিবিষ্ঠমাত্মানং দৃষ্ট্বা পরময়া মুদা
ততস্তে ভীষ্মমামন্ত্র্য পাণ্ডবাংশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥ ১২
অন্তর্ধানা গতাঃ সর্ব্বে সর্ব্বেষামেব পশ্যতাম্।
তানৃষীন্ সুমহাভাগানন্তর্ধানগতানপি ॥ ১৩
পাণ্ডবাস্তুষ্টুবুঃ সর্ব্বে প্রণেমুশ্চ মুহুর্মুহুঃ
প্রসন্নমনসঃ সর্ব্বে যাজ্ঞেয়ং কুরুসত্তমম্ ॥ ১৪
উপতস্থুস্তথোদাস্তমাদিত্যাঃ যজ্ঞযোনিবৎ
প্রভাবাৎ তপসস্তেষামৃষীণাং বীক্ষ্য পাণ্ডবাঃ ॥ ১৫
প্রকাশন্তো দিশঃ সর্ব্বা বিস্ময়ঃ পরমং যযুঃ
মহাভাগ্যং পরং তেষামৃষীণামনুচিন্ত্য তে ॥
পাণ্ডবাঃ সহ ভীষ্মেণ কথান্তমকৃতদ্রুহঃ ॥ ১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

কথান্তে শিরসা পাদৌ স্পৃষ্ট্বা ভীষ্মস্য পাণ্ডবঃ।
ধর্ম্মঃ ধর্ম্মসুতঃ প্রশ্নং পর্য্যপৃচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৭

যুধিষ্ঠির উবাচ

কে দেশাঃ কে জনপদা আশ্রমাঃ কে চ পর্ব্বতাঃ
প্রকৃষ্টাঃ পুণ্যতমাঃ কাশ্চ জ্ঞেয়া নদ্যঃ পিতামহ ॥ ১৮

ভীষ্ম উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
শিলোঞ্ছবৃত্তেঃ সংবাদং সিদ্ধস্য চ যুধিষ্ঠির ॥ ১৯
ইয়াং কিল পরিক্রম্য পৃথিবীং শৈলভূষণাম্।
অনড়ুদ্ দ্বিপদাঃ শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ গৃহমেধিনঃ ॥ ২০
শিলবৃত্তের্গৃহং প্রাপ্তঃ স তেন বিধিনার্চ্চিতঃ।
উবাস রজনীং তত্র সুমুখঃ সুখতাপ্তয়ে ॥ ২১
শিলবৃত্তিস্তু যৎ কৃত্যং প্রাতস্তৎ কৃতবাঞ্ছুচিঃ
কৃতকৃত্যমুপাতিষ্ঠৎ সিদ্ধং তমতিথিং তদা ॥ ২২

তাঁহাদের সেই সব কথা সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনের মোহকর ছিল। ১৭-১

শুভকর্ম্মফলবিশিষ্ট সেই ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং নিজেকে স্বর্গেই স্থিত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ১১-২

তদনন্তর সেই মহর্ষিগণ ভীষ্ম ও পাণ্ডবদিগের অনুমতি লইয়া সকলের সাক্ষাতেই সেই স্থানে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ১২-১

সেই মহাভাগ মুনিগণ অদৃশ্য হইয়া যাইলে পরও সমস্ত পাণ্ডবগণ বারংবার তাঁহাদের স্তব করিতে ও প্রণাম করিতে লাগিলেন। ১৩-২

যেরূপ যেদবেত্তা ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণ উদিয়মান সূর্য্যের উপস্থান করিয়া থাকেন, সেইরূপ পাণ্ডবেরা প্রসন্নচিত্ত হইয়া কুরুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা ভীষ্মকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ১৪-১

সেই ঋষিগণের তপস্যার প্রভাবে সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে প্রকাশিত হইতে দেখিয়া পাণ্ডবগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ১৫-২

সেই ঋষিগণের পরম সৌভাগ্য চিন্তা করিয়া পাণ্ডবেরা ভীষ্মের সহিত তাঁহাদের বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। ১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কথাবার্ত্তার শেষে ভীষ্মের পদদ্বয়ে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করত ধর্ম্মপুত্র পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির এই ধর্ম্মানুকূল প্রশ্ন করিলেন। ১৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! কোন্ দেশসমূহ, কোন্ জনপদসকল, কোন্ আশ্রমসমূহ, কোন্ কোন্ পর্ব্বত, কোন্ কোন্ নদীসকল পুণ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবার যোগ্য। ১৮

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে শিলোঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী এক পুরুষের কোন এক সিদ্ধ মহাপুরুষের সহিত যে বৃত্তান্ত হইয়াছিল, জ্ঞানী পুরুষগণ সেই প্রাচীন ইতিহাস এস্থলে উদাহরণ দিয়া থাকেন। ১৯

মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন এক সিদ্ধ পুরুষ পর্ব্বতমালা-পরিশোভিত এই পৃথিবীতে বহুবার প্রদক্ষিণ করিবার পর শিলোঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী কোন এক শ্রেষ্ঠ গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই গৃহস্থ তাঁহাকে বিধি অনুসারে পূজা করিলেন। সেই মহাগত ঋষি সেখানে প্রসন্নমনে এক রাত্রি বাস করিলেন। ২০-২১

প্রাতঃকাল হইলে পর সেই শিলবৃত্তি গৃহস্থ স্নানাদিতে পবিত্র হইয়া প্রাতঃকালীন নিত্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। নিত্য কর্ম্ম পূর্ণ করত তিনি সেই সিদ্ধ অতিথির সেবায় উপস্থিত হইলেন। ইহার মধ্যে সেই অতিথি প্রাতঃকালের স্নান-পূজাদি আবশ্যক কৃত্য-সমূহ পূর্ণ করিয়া লইয়াছিলেন। ২২

তৌ সমেত্য মহাত্মানৌ সুখাসীনৌ কথাঃ শুভাঃ
চক্রতুর্বেদসম্বদ্ধাস্তচ্ছেষকৃতলক্ষণাঃ ॥ ১৩
শিলবৃত্তিঃ কথান্তে তু সিদ্ধমামন্ত্র্য সত্বরঃ
প্রশ্নং পপ্রচ্ছ মেধাবী যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ১৪

শিলবৃত্তিরুবাচ

কে দেশাঃ কে জনপদাঃ কেঽঽশ্রমাঃ কে চ পর্বতাঃ।
প্রকৃষ্টাঃ পুণ্যতঃ কাস্ত জ্ঞেয়া নস্তদ্ব্রুচাত্তম্ ॥ ১৫

সিদ্ধ উবাচ

যে দেশাস্তে জনপদাস্তেঽঽশ্রমাস্তে চ পর্বতাঃ
যেষাং ভাগীরথী গঙ্গা মধ্যেনৈতি সরিদ্বরা ॥ ১৬
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ যজ্ঞৈস্ত্যাগেন বা পুনঃ।
গতিং তাং ন লভেজ্জন্তুর্গঙ্গাং সাদেব্য যাং লভেৎ ॥ ১৭
স্পৃষ্টানি যেষাং গাঙ্গেয়ৈস্তোয়ৈর্গাত্রাণি দেহিনাম্।
হুতানি ন পুনস্তেষাং ত্যাগঃ স্বর্গাদ্ বিধীয়তে ॥ ১৮

সেই দুই মহাত্মা পরস্পর মিলিত হইয়া সুখে উপবিষ্ট হইলেন এবং বেদের ও বেদাঙ্গের বিষয়ে মধুময় বহু কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। ১৩

কথাবার্তা পূর্ণ হইলে পর শিলোঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী বুদ্ধিমান্ পুরুষ ব্রাহ্মণ সেই সিদ্ধ পুরুষকে সম্বোধন করিয়া বড় সহকারে সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ। ১৪

শিলবৃত্তি ব্রাহ্মণ বলিলেন,—ভগবন্! কোন্ দেশসমূহ, কোন্ জনপদসকল, কোন্ আশ্রমসমূহ, কোন্ কোন্ পর্ব্বত ও কোন্ কোন্ নদীসকল পুণ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবার যোগ্য, তাহা বলুন। ১৫

সিদ্ধ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! সেই সব দেশ, জনপদ, আশ্রম ও পর্ব্বত পুণ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যাহাদের মধ্য দিয়া নদীসকলের মধ্যে প্রধানা ভাগীরথী গঙ্গা প্রবাহিতা হইয়া গিয়াছেন। ১৬

গঙ্গাদেবীকে সর্ব্বতোভাবে সেবা করিলে পর জীব যে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়, উহা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ অথবা ত্যাগের দ্বারাও লাভ করা যায় না। ১৭

যে দেহধারী জীবগণের দেহ গঙ্গার জলে স্পৃষ্ট হয় অথবা মৃত্যুর পর যাহাদের অস্থি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করা হয়, তাহারা কখনও স্বর্গ হইতে পতিত হয় না। ১৮

স্বর্গাণি যেষাং গাঙ্গেয়ৈস্তোয়ৈঃ কার্য্যাণি দেহিনাম্।
গাং ত্যক্ত্বা মানবা বিপ্র দিবি তিষ্ঠন্তি তে জনাঃ ॥ ১৯
পূর্ব্বে বয়সি কর্ম্মাণি কৃত্বা পাপানি যে নরাঃ।
পশ্চাদ্ গঙ্গাং নিষেবন্তে তেঽপি যান্ত্যুত্তমাং গতিম্ ॥ ২০
স্নাতানাং শুচিভিস্তোয়ৈর্গাঙ্গেয়ৈঃ প্রযতাত্মনাম্।
ব্যুষ্টির্ভবতি যা পুংসাং ন সা ক্রতুশতৈরপি ॥ ২১
যাবদস্থি মনুষ্যস্য গঙ্গাতোয়েষু তিষ্ঠতি।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২২
অপহৃত্য তপস্তীব্রং যথা ভাত্যুদয়ে রবিঃ
তথাপহৃত্য পাপ্মানং ভাতি গঙ্গাজলোক্ষিতঃ ॥ ২৩
বিশোষা ইব সর্ব্বর্ধৌ বিপুষ্পাস্তরবো যথা
তদ্বদ্ দেহা বিশস্যন্তে হীনা গঙ্গাজলৈঃ শিবৈঃ ॥ ২৪
বর্ণাশ্রমা যথা সর্বে ধর্মজ্ঞানবিবর্জিতাঃ
ক্রতবশ্চ যথাসোমাস্তথা গঙ্গাং বিনা জগৎ ॥ ২৫

যাহাদের অস্থি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করা হয়, তাহারা স্বর্গে অবস্থান করেন। ১৯

যে মনুষ্যগণ জীবনের প্রথম ভাগে পাপকার্য্য করিয়াও পরে গঙ্গার সেবা করে, তাহারাও উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। ২০

গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করিয়া যাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই পুরুষগণের পুণ্যের যেরূপ বৃদ্ধি হয়, শত শত যজ্ঞ করিলেও সেরূপ হয় না। ২১

মানুষের অস্থি যতকাল গঙ্গার জলে পতিত থাকে, ততো হাজার বৎসর কাল তিনি স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ২২

যেরূপ সূর্য্যদেব উদয়কালীন ঘন অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া প্রকাশিত হন, সেইরূপ গঙ্গাজলে স্নানকারী মানুষ নিজের সমস্ত পাপকে নষ্ট করিয়া শোভাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৩

যেরূপ চন্দ্রহীন রাত্রি ও পুষ্পহীন বৃক্ষসকল শোভা পায় না, সেইরূপ গঙ্গার কল্যাণময় জলহীন দেশ ও বিষয়সমূহও শোভা এবং সৌভাগ্যবর্জিত। ২৪

যেরূপ ধর্ম ও জ্ঞানশূন্য হইলে পর সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রম সকল শোভা পায় না ও সোমরস ব্যতীত যজ্ঞ সুশোভিত হয় না, সেইরূপ গঙ্গা ব্যতীতও জগতের শোভা হয় না। ২৫

যথা হীনং নভোঽর্কেণ ভূঃ শৈলৈঃ বজ্র বায়ুনা।
তথা দেশা দিশশ্চৈব গঙ্গাহীনা ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬
ত্রিষু লোকেষু যে কেচিৎ প্রাণিনঃ সর্ব এব তে
তর্পযিতব্যাঃ পয়াং তৃপ্তিং যান্তি গঙ্গাজলৈঃ শুভৈঃ ॥ ৩৭
যস্ত সূর্যোদয়ে নিত্যং গাঙ্গেয়ং পিবতে জলম্।
সর্বাং নিহারনির্মুক্তঃ যাবকাদ্ ভয় বিমিশ্যতে ॥ ৩৮
ইক্ষুব্রতসমস্তস্ত তু যচ্ছরেৎ ক্ষীরশোধনম্।
পিবেদ্ যচ্চাপি গঙ্গায়াঃ সমৌ স্যাতাং ন বা সমৌ ॥৩৯
ভিন্দ্যাদ্ যুগসহস্রং তু পদেনৈকেন যঃ পুমান্
মাসমেকং তু গঙ্গায়াং সমৌ স্যাতাং ন বা সমৌ ॥ ৪০
লম্বতেঽবাক্‌শিরা যস্তু যুগানামযুতং পুমান্।
ভিন্দ্যাদ্ যথেষ্টং যচ্চাপি গঙ্গায়াং স বিশিষ্যতে ॥ ৪১
অন্যো প্রাতঃ প্রযুঞ্জেত যথা তুল্যং দ্বিজোত্তম
তথা গঙ্গাবগাঢ়স্য সর্বপাপং প্রযুজ্যতে ॥ ৪২

যেরূপ সূর্য বিনা আকাশ, পর্জন্যসমূহ বিনা পৃথিবী এবং বায়ু বিনা অন্তরিক্ষ শোভা প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ যে সব দেশ ও দিক্ গঙ্গারহিত, তাহারাও শোভিত হয় না—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩৬

ত্রিন লোকে যে কিছু প্রাণিগণ আছে, তাহাদের সকলকে যদি গঙ্গাজলে তর্পণ করা হয়, তবে তাহারা পরম তৃপ্তি লাভ করে ॥ ৩৭

যে মানুষ সূর্যের কিরণে তাপিত গঙ্গাজল পান করে, তাহার সেই জলপান গরম ঘোড়ানের পর গোবর হইতে নির্গত যবের পালো-উষ্ণ হইতেও অধিক পবিত্রকারক হয় ॥ ৩৮

যে ব্যক্তি কেবল ত্রয়োদশ এক সপ্ত চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করেন এবং যে কেবল গঙ্গাজল পান করেন, ইঁহারা উভয়েই সমান অথবা উভয়ে সমান নহে—গঙ্গাজলপানকারী অধিক পুণ্যভাগী হন ॥ ৩৯

যে মানুষ এক হাজার যুগ পর্যন্ত এক পদে দণ্ডায়মান রহিয়া তপস্যা করেন এবং যে ব্যক্তি একমাস গঙ্গাতীরে বাস করেন, ইঁহারা উভয়েই সমান হইতে পারেন অথবা উভয়েই সমান না হইতে পারেন—ইহাতে গঙ্গাতীরবাসী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ হইবে ॥ ৪০

যে মানুষ দশ হাজার যুগ পর্যন্ত নিম্নে মস্তক করিয়া তপস্যার জন্য বৃক্ষে ঝুলিয়া থাকেন এবং যিনি ইচ্ছানুসারে গঙ্গার তীরে বাস করেন, ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে গঙ্গাতীরবাসীই শ্রেষ্ঠ ॥ ৪১

তুল্যানামিহ সর্বেষাং দুষ্কৃতোপহতচেতসাম্।
গতিমন্বেষমাণানাং ন গঙ্গাসদৃশী গতিঃ ॥ ৪৩
তরন্তি নিরিষাঃ পর্ণা যথা তার্ক্ষ্যস্য দর্শনাৎ
গঙ্গায়া দর্শনাৎ তদ্বৎ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৪
অপ্রতিষ্ঠাস্তু যে কেচিদ্বর্মশরণাস্তু যে
তেষাং প্রতিষ্ঠা গাঙ্গেয় শরণং শম্ম চ ॥ ৪৫
প্রকৃষ্টৈস্তুতৈঃ স্তানেকৈঃ পুরুষাদমান্
পততো নরকে গঙ্গা সংত্রাণায় প্রেষ্যা তারয়েৎ ॥ ৪৬
তে সংবিতরা মুনিভির্নৃভিঃ দেবৈঃ সবাসবৈঃ
যেঽভিগচ্ছন্তি সততং গঙ্গাং প্রতিমতাং বর ॥ ৪৭
বিনতাচারহীনাশ্চ অশিবাশ্চ নরাধমাঃ
তে তরন্তি শিবা বিপ্র যে বৈ গঙ্গামুপাশ্রিতাঃ ॥ ৪৮
যথা সুরাণামমৃতং পিতৃণাঞ্চ যথা স্বধা।
সুধা যথা চ নাগানাং তথা গঙ্গাজলং নৃণাম্ ॥ ৪৯

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যেরূপ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত তূলা সমূহ ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ গঙ্গাস্নানকারী মনুষ্যের সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৪৩

এ সংসারে দুঃখে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া নিজের জন্য কোন আশ্রয়ের অন্বেষণকারী সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই গঙ্গার সদৃশ কোনও পথ নাই ॥ ৪৪

যেরূপ পক্ষীকে দেখিয়াই সর্পগণ নির্বিষ হইয়া যায়, সেইরূপ গঙ্গার দর্শনমাত্রেই মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে ॥ ৪৫

জগতে যাহাদের কোনও আধার নাই এবং যাহারা ধর্মের শরণাপন্ন হয় নাই, তাহাদের আধার ও শরণদাত্রী হইলেন শ্রীগঙ্গাদেবী। তিনিই তাহাদের কল্যাণ করেন এবং স্বর্গের ন্যায় তাহাদের রক্ষা করেন ॥ ৪৬

যে সব পাপী মানুষ অবশ্যম্ভাবী বহুবিধ পাপফলে প্রস্ত হইয়া নরকে পতিত হয়, তাহাদেরও যদি গঙ্গাদেবীর শরণ গ্রহণ করে, তবে মৃত্যুর পর তিনি তাহাদের উদ্ধার করিয়া দেন ॥ ৪৭

বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ! যাঁহারা সর্বদা গঙ্গা-দর্শনের জন্য গমন করেন, তাঁহাদের প্রতি ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ ও মুনিগণ পৃথক্ পৃথক্ রূপ করিবার নিমিত্ত আসিয়া থাকেন ॥ ৪৮

বিপ্রবর! বিনয় ও সদাচারহীন অবশ্যম্ভাবী নীচ নরকগণও গঙ্গার শরণ গ্রহণ করিলে পর কল্যাণস্বরূপ হইয়া যায় ॥ ৪৯

যেরূপ দেবতাগণকে অমৃত, পিতৃগণকে স্বধা ও নাগগণকে

উপাসতে যথা বালা মাতরং ক্ষুধয়ার্দিতাঃ।
স্রোতস্তথাস্তথা গঙ্গামুপাসন্তীহ দেহিনঃ ॥ ৪০
স্বায়ম্ভুবং যথা স্থানং সর্বেষাং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।
স্নাতানাং সরিতাং শ্রেষ্ঠা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥ ৪১
যথোপজীবিনাং দেবুর্দেবাদীনাং যথা সুতা।
তথোপজীবিনাং গঙ্গা সর্বপ্রাণভৃতামিহ ॥ ৪২
দেবাঃ সোমার্কসংস্থানি যথা সত্রাদিভির্মখৈঃ
অমৃতায়োপজীবন্তি তথা গঙ্গাজলং নরাঃ ॥ ৪৩
জাহ্নবীপুলিনোত্থাভিঃ সিকতাভিঃ সমুক্ষিতম্।
আত্মানং মন্যতে লোকো দিবিষ্ঠমিব শোভিতম্ ॥ ৪৪
জাহ্নবীতীরসম্ভূতা যূয়ং মূর্ধ্না বিভর্তি যঃ।
বিভর্তি রূপং সোঽর্কস্য তমোনাশায় নির্মলম্ ॥ ৪৫
গঙ্গাভিষিক্তরথো দ্বিঃ পুরুষং পঞ্চমো যথা
স্পৃশতে সোঽপি পাপ্মানং সদ্য এবাপকর্ষতি ॥ ৪৬

ব্যসনৈরভিভূতস্তু নরস্য বিনশিষ্যতঃ
গঙ্গাদর্শনজা প্রীতির্ব্যসনান্যপকর্ষতি ॥ ৪৭
হংসারাবৈঃ ক্রৌঞ্চরবৈঃ সারসৈশ্চক্রবাকৈশ্চ পক্ষিণাম্
পস্পর্শ গঙ্গা গন্ধর্বান্ পুলিনৈশ্চ শিলোচ্চয়ান্ ॥ ৪৮
ভৃঙ্গারিভিঃ সুরভিভির্বিবিধৈঃ পক্ষিভির্যুতাম্।
গঙ্গাং সোঽতুলসম্প্রাপ্তো দৃষ্ট্বা স্বর্গোঽপি বিস্মৃতঃ ॥ ৪৯
ন সা প্রীতির্দিবিষ্ঠস্য সর্বকামানুপাশ্নুতঃ
সম্ভবেদ্ যা পুনঃ প্রীতির্গঙ্গায়াঃ পুলিনে নৃণাম্ ॥ ৫০
বান্ধবৈঃ কর্মভির্যুক্তঃ পাপৈরপি পুমানিহ।
যস্যাং গঙ্গায়াং তরেৎ পূতে অত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৫১
সপ্তাবরান্ সপ্ত পরান্ পিতৃংস্তেভ্যশ্চ যে পরে।
পুনাংস্তারয়তে গঙ্গাং বীক্ষ্য স্পৃষ্ট্বাবগাহ্য চ ॥ ৫২
শ্রুত্বাভিলষিতা দীক্ষা স্পৃষ্টা দৃষ্টাবগাহিতা
গঙ্গা তারয়তে নৃণামুভৌ সংশ্রৌ নিষেবতঃ ॥ ৫৩

সুধা তৃপ্তিদান করে, সেইরূপ গঙ্গাজলই মনুষ্যগণের পক্ষে তৃপ্তির সাধন। ৪১

যেরূপ ক্ষুধার্তগণ ধাইয়া পিতামাতার উপাসনা করে সেইরূপ নিজেদের কল্যাণকামী প্রাণীরাও এ জগতে গঙ্গার উপাসনা করিয়া থাকে। ৪০

যেরূপ ব্রহ্মলোক সর্বলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ এ জগতে স্নানকারী পুরুষগণের নিকট গঙ্গানদীই সকল নদী হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয়॥ ৪১

যেরূপ দেবজননী পৃথিবী উপজীবী দেবাদিগণের আশ্রয়ণীয়া, সেইরূপ এজগতে গঙ্গা সমস্ত উপজীবী প্রাণিগণের আশ্রয়ণীয়া॥ ৪২

যেরূপ দেবগণ সত্রাদি যজ্ঞসমূহের দ্বারা চন্দ্র ও সূর্যে স্থিত অমৃতের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, সেইরূপ জগতের সকল মনুষ্য গঙ্গাজলের আশ্রয় গ্রহণ করে। ৪৩

গঙ্গার তীর হইতে উত্থিত বালুকাকণাসমূহে অভিষিক্ত হইয়া নিজের দেহকে জ্ঞানী পুরুষ স্বর্গলোকেই স্থিত সোজা-সম্পূর্ণ বলিয়াই মনে করেন। ৪৪

যে মানুষ গঙ্গাতীরস্থ মৃত্তিকা নিজের মস্তকে ধারণ করেন, তিনি অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিবার জন্য সূর্যের ন্যায় নির্মল স্বরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। ৪৫

গঙ্গার তরঙ্গসংসিক্ত হইয়া প্রবাহিত বায়ু যখন মনুষ্যের শরীরে স্পর্শ করে, সেই সময় এই বায়ু তাহার সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিয়া থাকে। ৪৬

দুর্ব্যসনসমূহে দুঃখসমূহে সমস্ত হইয়া মরণাপন্ন মানুষও যদি গঙ্গাকে দর্শন করে, তবে তাহার সেই সময় এরূপ প্রসন্নতা হয় যে, যেন তাহার সমস্ত পীড়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৪৭

হংসের মধুর বাণী, চক্রবাকসমূহের সুমধুর রব ও অন্যান্য পক্ষিগণের কলরবের দ্বারা গঙ্গা গানকারী গন্ধর্বগণকে স্পর্ধা দেখাইয়া থাকেন এবং উচ্চ উচ্চ তীরভূমির দ্বারা পর্বতসমূহকে স্পর্ধা করেন। ৪৮

ঝারাদি বহুসংখ্যক ও বিবিধ পক্ষিগণে পরিবৃত এবং গো-সমূহদ্বারে ব্যাপ্ত গঙ্গাকে দর্শন করিয়া মানব স্বর্গকেও বিস্মৃত হইয়া যায়। ৪৯

গঙ্গার তীরে যান করিয়া মনুষ্যগণের যে পরম প্রীতি—অনুপম আনন্দলাভ হয়, তাহা স্বর্গে অবস্থান করিয়া সম্পূর্ণ ভোগ-সমূহের অনুভবকারী মানুষেরও লাভ হইতে পারে না। ৫০

মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভূত পাপসমূহে লিপ্ত মানুষও গঙ্গাকে দর্শন করিবামাত্রই পবিত্র হইয়া যায়—ইহাতে আমার কোনও সংশয় নাই। ৫১

গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাজল স্পর্শ ও গঙ্গাজলে স্নান করিয়া মানুষ পূর্বজাত সপ্তম উত্তমন পুরুষ ও পরজাত সপ্তম অবরতন পুরুষ এবং ইহাদেরও উপরিতন পিতৃগণ ও অবরতন সন্তানসন্ততিকে উদ্ধার করিয়া থাকে। ৫২

যে মানুষ গঙ্গার যাত্রারম্ভ শ্রবণ করেন, তাঁহার তীরে যাইবার অভিলাষ করেন, তাঁহাকে দর্শন করেন, তাঁহার জল পান করেন

দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ পানাৎ তথা গঙ্গেতি কীর্তনাৎ।
পুনাত্যপুণ্যান্ পুরুষানুভয়োশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৬৫
য ইচ্ছেৎ সকলং জন্ম জীবিতং ফলমেব চ
স পিতৃংস্তর্পয়েদ্ গঙ্গামভিগম্য সুরাংস্তথা ॥ ৬৪
ন সুতৈর্ন চ বিত্তেন কর্মণা ন চ যৎফলম্।
প্রাপ্নুয়াৎ পুরুষোঽত্যন্তং গঙ্গাং প্রাপ্য যদাপ্নুয়াৎ ॥৬৬
জাত্যাস্তৈরিব তুল্যান্তে মুনৈঃ পঙ্ক্তিরেব চ।
সমর্থা যে ন পঙ্ক্তিস্থি গঙ্গায়াঃ পুণ্যজলাঃ শিবাম্ ॥ ৬৭
ভূত-ভব্য-ভবিষ্যদ্ভির্মহদ্ভিরুপসেবিতাম্।
দেবৈঃ সেন্দ্রৈশ্চ কো গঙ্গাং নোপসেবেত মানবঃ ॥ ৬৮
বানপ্রস্থৈর্গৃহস্থৈশ্চ যতিভির্ব্রহ্মচারিভিঃ
বিস্তীর্ণাবাদ্ভিঃ স্তিতাং গঙ্গাং পুমান্ কো নাম নাশ্রয়েৎ ॥৬৯
উৎক্রামন্তিশ্চ যঃ প্রাণঃ প্রযতঃ শিষ্টসম্মতঃ।
চিন্তয়েন্মনসা গঙ্গাং স গতিং পরমাং লভেৎ ॥ ৭০

ন তস্যেতো ভয়ং তস্য ন পাপেভ্যো ন রাজতঃ।
যো দেহপতনাদ্ গঙ্গামুপাস্তে হ পুমানিহ ॥ ৭১
মহাপুণ্যাং গঙ্গাং পতত্রীং বৈ মহেশ্বরঃ।
দধার শিরসা গঙ্গাং তাভ্যশ্চ দিবি সেবতে ॥ ৭২
অলঙ্কৃতাস্ত্রয়ো লোকাঃ পথিভির্বিমলৈস্ত্রিভিঃ।
যস্তু তস্যাং জলং সেবেৎ কৃতকৃত্যঃ পুমান্ ভবেৎ ॥৭৩
দিবি জ্যোতিষথাঽঽখ্যাতাঃ পিতৃণাং চৈব চন্দ্রমাঃ
দেবেশাশ্চ তথা নৃণাং গঙ্গা চ সরিতাং তথা ॥৭৪
মাত্রা পিত্রা সুতৈর্বাপি বিযুক্তস্য বনেন বা।
ন তথেচ্ছতি তথা দুঃখং যথা গঙ্গাবিয়োগজম্ ॥ ৭৫
নারণ্যৈর্নেষ্টবিষয়ৈর্ন সুতৈর্ন ধনাগমৈঃ
তথা প্রসাদো ভবতি গঙ্গায়াং বীক্ষয়া যথা ভবেৎ ॥ ৭৬
পূর্ণেন্দুং যথা দৃষ্ট্বা নৃণাং দৃষ্টিঃ প্রসীদতি।
তথা ত্রিপথগাং দৃষ্ট্বা নৃণাং দৃষ্টিঃ প্রসীদতি ॥ ৭৭

ও স্পর্শ করেন এবং গঙ্গাজলে স্নান করেন, তাঁহার উভয় কুল (পিতৃবংশ ও মাতৃবংশ) ভগবতী গঙ্গা বিশেষরূপে উদ্ধার করিয়া থাকেন। ৬৩

গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাজল স্পর্শ, তাঁহার জল পান এবং 'গঙ্গা' এই নামকীর্তন করিলে পর গঙ্গাদেবী শত শত ও সহস্র সহস্র পুরুষকে পবিত্র করিয়া থাকেন। ৬৪

যে ব্যক্তি নিজের জন্ম, জীবন এবং যেলাধারণকে সফল করিতে অভিলাষী হয়, তিনি গঙ্গায় গমন করিয়া তাঁহার জলে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিবেন। ৬৫

মানুষ গঙ্গাস্নান করিয়া যে অক্ষয় ফল লাভ করেন, তাহা পুত্রগণের দ্বারা, ধনের দ্বারা এবং কোনও কর্মের দ্বারা লাভ করিতে সমর্থ হন না। ৬৬

যে ব্যক্তিগণ সমর্থ হইয়াও পুণ্যজলা কল্যাণকারী গঙ্গাদেবীতে দর্শন করে না, তাহারা জন্মান্ধ, পশু ও মৃতদেহতুল্য। ৬৭

ভূত, ভবিষ্য ও বর্তমানের জ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষিগণ এবং ইন্দ্রাদি দেবতারাও যাঁহার উপাসনা করেন, সেই গঙ্গাদেবীর সেবা কোন্ মানুষ না করিবে? ৬৮

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী ও বিদ্বান্ পুরুষগণও যাঁহার শরণ গ্রহণ করেন, এরূপ গঙ্গাদেবীর আশ্রয়গ্রহণ কোন্ মানুষ না করিবে? ৬৯

সৎপুরুষগণের দ্বারা সম্মানিত ও সংযতচিত্ত যে মানুষ প্রাণবিয়োগের সময় মনে মনেই গঙ্গাদেবীর স্মরণ করেন, তিনি পরম (উত্তম) গতি প্রাপ্ত হন। ৭০

যে মানুষ এ জগতে জীবনসর্বস্ব গঙ্গাদেবীর উপাসনা করেন, তাঁহার ভাবীজন্ম বন্ধনসমূহ হইতে, পাপসমূহ হইতে এবং রাজা হইতে কোন ভয় থাকে না। ৭১

ভগবান্ মহেশ্বর আকাশ হইতে পতিতা পরমপবিত্রা গঙ্গাদেবীকে স্বীয় মস্তকের দ্বারা ধারণ করিয়াছেন এবং তিনি স্বর্গলোকে ইঁহারই সেবা করেন। ৭২

যিনি তিনটি নির্মল পথের দ্বারা আকাশ, পাতাল ও ভূতল—এই তিন লোককে অলঙ্কৃতা করিয়াছেন, সেই গঙ্গাদেবীর জল যে মানুষ সেবা করেন, তিনি কৃতকৃত্য হইয়া যান। ৭৩

স্বর্গবাসী দেবগণের মধ্যে যেরূপ সূর্যের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ, যেরূপ পিতৃগণের মধ্যে চন্দ্র ও মনুষ্যগণের মধ্যে রাজাধিরাজ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সমস্ত নদীসকলের মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ। ৭৪

(গঙ্গার প্রতি ভক্তিমান্ মানুষের) মাতা, পিতা, পুত্র, স্ত্রী ও ধনবিয়োগ হইলেও তাদৃশ দুঃখ হয় না, যেরূপ গঙ্গার বিচ্ছেদে তাঁহার দুঃখলাভ হইয়া থাকে। ৭৫

এইভাবে তাঁহার গঙ্গাদর্শনে যেরূপ প্রসন্নতা লাভ হয়, সেরূপ মনোরম বনদর্শনে, অভীষ্ট বিষয়সমূহে, পুত্রগণের দ্বারা এবং ধনপ্রাপ্তিতেও সে প্রসন্নতা হয় না। ৭৬

যেরূপ পূর্ণচন্দ্রের দর্শনে মনুষ্যগণের দৃষ্টি প্রসন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ ত্রিপথগামিনী গঙ্গার দর্শনে মনুষ্যদিগের নেত্র আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠে। ৭৭

তদ্ভাবভাবনাযুক্তাস্তদ্ভক্তাস্তৎপরায়ণাঃ।
গঙ্গাং যোঽনুগতো ভক্ত্যা স তস্যাঃ প্রিয়তাং ব্রজেৎ ॥৭৮
ভূতৈঃ স্বাঃ স্বৈর্দিবিষ্টৈশ্চ কৃতৈরুচ্চাবচৈরপি।
গঙ্গা বিগাহ্যা সততমেতৎ কার্য্যতমং সতাম্ ॥ ৭৯
বিশ্বলোকেষু পুণ্যত্বাদ্ গঙ্গায়াঃ প্রথিতং যশঃ।
যৎপুত্রান্ সগরস্যেহো ভস্মাখ্যানন্নয়দ্ দিবম্ ॥ ৮০
বাগ্ভীরিতাভিঃ সুমনোহরাভি-
র্ঋগ্ভাভিরত্যর্থসমুত্থিতাভিঃ।
গঙ্গোদ্দিভির্ভাসুমতীভিরিদ্ধাঃ
সহস্রশস্তিপ্রতিমা ভবন্তি ॥ ৮১
পয়স্বিনীং দুন্দুভিনাদ্যদারাং
নমুদ্ধিনীং বেগিনীং দুর্বিগাহ্যাম্।
গঙ্গাং গত্বা যৈঃ শরীরং বিসৃষ্টং
গতা বীরাস্তে বিবুধৈঃ সমত্বম্ ॥ ৮২
অন্ধান্ জড়ান্ ক্রব্যহীনাংশ্চ গঙ্গা
যশস্বিনী বৃহতী বিশ্বরূপা
দেবৈঃ সেন্দ্রৈর্মুনিভির্মানবৈশ্চ
নিষেবিতা সর্বকামৈর্দুনক্তি ॥ ৮৩
ঊর্জাবতীং মহাপুণ্যাং মধুমতীং ত্রিবর্ত্মগাম্।
ত্রিলোকগোপ্ত্রীং যে গঙ্গাং সংশ্রিতাস্তে দিবং গতাঃ ॥ ৮৪
যো বৎস্যতি ত্রক্ষ্যতি বাপি মর্ত্য-
স্তস্মৈ প্রযচ্ছন্তি সুখানি দেবাঃ।
তদ্ভাবিতাঃ স্পর্শন-দর্শনেন
ইষ্টাং গতিং তস্য সুখা দিশন্তি ॥ ৮৫
দক্ষাং পুণ্যাং বৃহতীং বিপ্রকৃষ্টাং
শিবামৃদ্ধাং ভাগিনীং সুপ্রসন্নাম্
বিস্তাবরীং সর্বভূতপ্রতিষ্ঠাং
গঙ্গাং গত্বা যে ত্রিদিবং গতাস্তে ॥ ৮৬
খ্যাতির্বদ্যাঃ খং দিবং গাঞ্চ নিত্যং
পূতা দিশো বিশ্রুতশ্চাবতস্থে
তস্যা জলং দেব্য সন্নিষ্ঠরায়া
মর্ত্যাঃ সর্বে কৃতকৃত্যা ভবন্তি ॥ ৮৭

যিনি গঙ্গাদেবীকে শ্রদ্ধা করেন, তাঁহাতে মনোনিবেশ করেন, তাঁহার নিকটে বাস করেন, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ভক্তিভাবে তাঁহারই অনুসরণ করেন, তিনি ভগবতী গঙ্গাদেবীর স্নেহভাজন হন ॥ ৭৮

পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গে স্থিত ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রাণীরই কর্তব্য হইল—তাঁহারা নিয়ত গঙ্গায় স্নান করিবেন। ইহাই সৎপুরুষগণের সর্বাপেক্ষা উত্তম কার্য ॥ ৭৯

সমস্ত লোকসমূহে পবিত্রা বলিয়া গঙ্গার যশ বিখ্যাত। কারণ, তিনি ভস্মীভূত হইয়া পতিত সগরপুত্রগণকে ইহলোক হইতে স্বর্গলোকে লইয়া গিয়াছিলেন ॥ ৮০

বাহুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া তীব্রবেগে অত্যন্ত উপরে উত্থিত গঙ্গাদেবীর পরম মনোরম ও কান্তিমতী তরঙ্গমালায় স্নান করিয়া প্রকাশিত মানুষ পরলোকে সূর্যতুল্য তেজস্বী হইয়া যান ॥ ৮১

দুন্দুভির ন্যায় উচ্চ ও ঘৃততুল্য স্নিগ্ধ জলে পরিপূর্ণা, অতিশয় উদারা, নমুদ্ধিশালিনী, বেগবতী এবং অগাধ জলরাশিদ্বারা শোভিতা গঙ্গার নিকটে যাইয়া যাঁহারা নিজেদের দেহ ত্যাগ করেন, সেই বীর পুরুষগণ দেবতুল্য হইয়া যান ॥ ৮২

ইন্দ্রাদি দেবগণ, মুনিবৃন্দ ও সকল মানুষ যাঁহার সর্বদা সেবা করেন, সেই যশস্বী, বিশালদেহা, বিশ্বরূপা গঙ্গাদেবী নিজের শরণাগত অন্ধ, জড় ও ধনহীনদিগকেও সমস্ত মনোবাঞ্ছিত কামনাসমূহে পূর্ণ করিয়া দেন ॥ ৮৩

গঙ্গা ঊর্জস্বিনী, পরম পুণ্যময়ী, মধুমতলরাশিতে পরিপূর্ণা এবং ত্রিতল, আকাশ ও পাতাল—এই তিন পথে বিচরণকারিণী। যাঁহারা গঙ্গাদেবীর শরণাপন্ন হন, তাঁহারা স্বর্গলোকেই চলিয়া গিয়াছেন ॥ ৮৪

যে মানুষ গঙ্গাতীরে বাস করেন ও তাঁহার দর্শন করেন, তাঁহাকে দেবগণ সুখপ্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা গঙ্গাদেবীকে স্পর্শ ও দর্শন করিয়া পবিত্র হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে দেবতারা মনোবাঞ্ছিত গতি প্রদান করেন ॥ ৮৫

গঙ্গা জগৎকে উদ্ধার করিতে সমর্থা। ভগবান্ পৃশ্নিগর্ভের (বিষ্ণুর) জননী অদিতিতুল্যা লোকধারিণী, বিশালা, সর্বোৎকৃষ্টা, মঙ্গলকারিণী, পুণ্যরাশিতে সমৃদ্ধা, বিশ্বরূপত্ব লাভ করিয়া দৃঢ়া হওয়ায় সকলের ভাগ্যরূপিণী এবং ভক্তগণের প্রতি সদয়া অত্যন্ত প্রসন্না। কেবল ইহাই নহে, তিনি পাপসমূহ বিনাশ করিতে কালরাত্রিতুল্যা ও সমস্ত প্রাণিগণের আশ্রয়ভূতা। যাঁহারা এই গঙ্গাদেবীর শরণাগত হন, তাঁহারা স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন ॥ ৮৬

আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী, দিক্‌সমূহ এবং বিদিক্ (কোণ)-সমূহেও

ইয়ং গঙ্গেতি নিয়তা প্রতিষ্ঠা
গুহস্য রুদ্রস্য চ সর্ববোধা।
প্রাক্তিত্রিবর্গা সুকৃতস্য বিদ্যাদ্ভূ
গঙ্গাবতীর্ণা বিয়তো বিষ্ণুতোয়া ॥৮৮
নারায়ণদিক্ষয়াং পূর্বজাতা
বিষ্ণোঃ পাদাদ্ধিতুষারাদ্ প্রবাহ
সোমাং সূর্যাংশেরুরূপাচ্চ বিষ্ণোঃ
সমাগতা শিবমূর্ধো হিমাদ্রিম্ ॥
সুরাবনীস্থস্য হরস্য জায়া
দিবো ভুবশ্চাপি সুরাসুরস্য।
তথা পৃথিব্যাং ভাগিনী চাপি রাজন্
গঙ্গা লোকানাং পুণ্যদা বৈ ত্রয়াণাম্ ॥ ৮৯
বসুপ্রসূ সুরবারা সুরার্চি-
র্মহোর্মিভিঃ শোভিতা ব্রাহ্মণৈশ্চ।

দিবস্পৃতা শিবদাহস্থা শিবেন
গঙ্গাবনীস্থাং ত্রিদিবস্য মাতা ॥ ৯০
যোনির্বিরিঞ্চ্যা বিমলা বিভর্তী
শুভ্রাচিরা বারিবহা যশোদা।
বিশ্বাবতী চারুতিরিষ্টসিদ্ধা
গঙ্গোক্ষিতানাং ভুবনস্য পন্থাঃ ॥ ৯১
ক্ষান্ত্যা যজ্ঞা গোপনে বারণে চ
ধাত্র্যা তুল্যা লোকপবিত্রতায়াং চৈব
তুল্যা গঙ্গা সম্মতা ব্রাহ্মণানাং
শুশ্রূষা ব্রহ্মণ্যতয়া চ নিত্যম্ ॥ ৯২
অবিচ্ছিন্না বিষ্ণুপদীং পুরাণাং
সুপুণ্যতোয়াং বহুশালি লোকে।
সর্বাত্মনা জাহ্নবীং যে প্রপন্না-
স্তে ব্রহ্মণ সদ্মনং সম্প্রয়ান্তাঃ ॥ ৯৩

যাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত, নরলোকের ভোগ সেই ভগবতী ভাগীরথীর জল সেবা করিয়া সকল মানুষই কৃতার্থ হইয়া যায়। ৮৭

(এই গঙ্গা)—এই কথা বলিয়া যে মানুষ অন্ত ব্যক্তিকে গঙ্গা-দর্শন করায়, তাঁহার জন্ম ভগবতী গঙ্গা মুক্তিপ্রদ প্রতিষ্ঠা (অক্ষয় পরলোকদায়িনী)। ইনি কার্তিকেয় ও ভগবানকে নিজ গর্ভে ধারণ করিয়া ছিলেন, পাবন জলধারা প্রবাহিতকারিণী ও পাপ-নাশিনী। ইনি আকাশ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। ইহার জল স্পর্শ বিশেষ পক্ষেই শুভযোগ। ইহার মধ্যে প্রাতঃকালে স্নান করিলে ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ সিদ্ধ হইয়া যায়। ৮৮

(ভগবতী গঙ্গা পূর্বকালে অবিনাশী ভগবান্ নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইনি ভগবান্ বিষ্ণুর চরণ, শিবজায়-চক্র, ধ্রুব, সোম, সূর্য ও মেরুরূপ বিষ্ণু হইতে অবতরণ করিয়া ভগবান্ শিবের মস্তকে আসিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে হিমালয়-পর্বতে পতিত হন।)

গঙ্গাদেবী গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা, ভগবান্ শঙ্করের পত্নী এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর শোভা। রাজন্! ইনি ভূমণ্ডলে নিবাসকারী প্রাণিগণের কল্যাণকারিণী, পরম সৌভাগ্যবতী ও ত্রিলোকের পুণ্যপ্রদা। ৮৯

গঙ্গাদেবীর মধুর স্রোত ও পবিত্র জলের ধারা বহন করেন। ইনি প্রজলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দ্বারা উত্থিত অগ্নিশিখারূপ উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্টা। ইনি নিজ উত্তাল তরঙ্গমালায় ও জলে স্নানসন্ধ্যাকারী ব্রাহ্মণগণে প্রশোভিতা থাকেন। যখন ইনি স্বর্গ হইতে নিম্নদিকে পতন করিতেছিলেন, তখন ভগবান্ শিব তাঁহাকে নিজ মস্তকে ধারণ করেন। তারপর হিমালয় পর্বতে আসিয়া সেখান হইতে এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। গঙ্গাদেবী স্বর্গলোকের জননী। ৯০

সকলের কাম্য, সর্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠা, রজঃপরিহিতা, অত্যন্ত শুভ্র, মৃত প্রাণিগণের পক্ষে সুখদ শয্যা, তীব্রবেগে প্রবাহিতা, পবিত্র জলের স্রোতঃপরিহিতা, যশোধারিণী, জগতের রক্ষাকারিণী সংস্কৃতা ও অভীষ্টসিদ্ধিপ্রদায়িনী ভগবতী গঙ্গা নিজের মধ্যে স্নানকারীদিগের পক্ষে স্বর্গের মার্গস্বরূপা। ৯১

ক্ষমা, যজ্ঞ ও ধারণ করিতে পৃথিবীর তুল্যা এবং ভেদে অগ্নি ও সূর্যসদৃশ শোভাসম্পন্না গঙ্গাদেবী ব্রাহ্মণজাতির উপর দয়া অনুগ্রহ করার কারিকের এবং ব্রাহ্মণগণের প্রিয় ও সম্মানিত। ৯২

কবিগণ কর্তৃক স্তুতা, শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর চরণ হইতে উৎপন্না অত্যন্ত পুরাতনী এবং পরম পাবন জলে পরিপূর্ণা গঙ্গাদেবীর যাঁহারা মনের দ্বারাও সর্বপ্রকারে শরণগ্রহণ করেন, তাঁহারা দেহত্যাগের পর ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। ৯৩

লোকাভিরেকা জননীব পুত্রান্
সর্বাত্মনা সর্বগুণোপপন্নান্
তৎস্থানকং ব্রাহ্মমতীত্য স্থানং-
গঙ্গা সদৈবাঋষিভিঃ স্তুয়মানা ॥ ৯৪

উগ্রাং পুরীং দিব্যতীং বিশ্বভোজ্যা-
মিরাবতীং বারিণীং ভূরিবারাম্
শিষ্টাংশ্চতামমৃতাং ব্রহ্মকান্তাং
গঙ্গাং ত্রয়েদাত্মবান্ সিদ্ধিকামঃ ॥ ৯৫

প্রসাদ্য দেবান্ সবিতৃন্ সনন্তান্
ভগীরথস্তপসোগ্রেণ গঙ্গাম্
গামানয়ৎ তামভিগম্য সর্বৎ
পুংসাং ত্বয়ং মেহ চামুত্র বিদ্বান্ ॥ ৯৬

উদাহৃতঃ সর্বথা তে গুণানাং
মহৈকদেশঃ প্রসমীক্ষ্য বুদ্ধ্যা
শক্তির্ন মে কাচিদিহাস্তি বক্তুং
গুণান্ সর্বান্ পরিমাতুং তথৈব ॥ ৯৭

মেরোঃ সমুদ্রস্য চ সর্বযত্নৈঃ
সংখ্যোপলাভায়ুষতস্য বাপি।
শক্যাঃ বক্তুং মেহ গঙ্গাগুণানাং
গুণাখ্যানং পরিমাতুং তথৈব ॥ ৯৮

তস্মাদেতান্ পরমা ব্রহ্মরোক্তান্
গুণান্ সর্বান্ জাহ্নবীয়ান্ সদৈব
তবেদ্ বাচা মনসা কর্মণা চ
ভক্ত্যা যুক্তঃ শ্রদ্ধয়া শ্রদ্ধধানঃ ॥ ৯৯

লোকানিমাংস্ত্রীন্ যশসা বিতত্য
সিদ্ধিং প্রাপ্য মহতীং তাং দুরাপাম্।
গঙ্গাকৃতানচিরেণৈব লোকান্
যথেষ্টমিষ্টান্ বিবরিষ্যসি ত্বম্ ॥১০০

তব ত্বম চ শুচৈর্মহাদ্ভুতার্থা
ভূয়স্তু ভক্তিঃ সততং স্বধর্মযুক্তেঃ
অতিমানুষকর্মসংশ্রয়া হি গঙ্গা
জনয়তি মুনিসত্তমেষ্ট ভক্তিমন্তম্ ॥১০১

ভীষ্ম উবাচ

ইতি পরমমতির্গুণাবশেষান্-
নিলয়তরে ত্রিপথানুযোগযুক্তান্
বহুবিধমনুশাস্য তথ্যযুক্তান্
গগনতলং দ্যুতিমান্ বিবেশ সিদ্ধিঃ ॥১০২

যেরূপ মাতা নিজের পুত্রগণকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করেন ও তাহাদের রক্ষা করেন, সেইরূপ গঙ্গাদেবীও সর্বাত্মভাবে নিজের আশ্রিত সর্বগুণসম্পন্ন লোকসকলকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখিয়া তাঁহাদের রক্ষা করিয়া থাকেন; অতএব যাঁহারা ব্রহ্মলোক লাভ করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা নিজেদের মনকে সংযত করিয়া সদা যত্নভাবে গঙ্গাদেবীর উপাসনা করিবেন। ৯৫

যিনি অমৃতময় দুগ্ধ দান করেন, লোক তাঁর সকলকে পুষ্ট করেন, সব কিছুই প্রদান করেন, সম্পূর্ণ জগতের উপযোগের যোগ্যা, অন্নদাত্রী, যিনি সর্বজনসমূহ ধারণ করেন, শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, ব্রহ্মাও যাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করেন এবং যিনি অমৃতময়ী, সেই ভগবতী গঙ্গাদেবীকে সিদ্ধিকামী জিতাত্মা পুরুষগণ অবশ্যই আশ্রয় করিবেন। ৯৮

রাজা ভগীরথ নিজের উগ্র তপস্যার প্রভাবে ভগবান্ শঙ্কর সহ সমস্ত দেবগণকে প্রসন্ন করিয়া গঙ্গাদেবীকে এই পৃথিবীতে আনিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র জল গ্রহণ করিলে পর মনুষ্যগণের ইহলোক ও পরলোকে কোনও ভয় থাকে না। ৯৯

ব্রহ্মন্! আমি নিজের বুদ্ধি অনুসারে সর্বথা বিচার করত এস্থলে গঙ্গাদেবীর গুণসমূহের এক অংশ মাত্র বর্ণনা করিলাম। আমার মধ্যে এরূপ কোন শক্তি নাই যে, আমি এখন তাঁহার সম্পূর্ণ গুণসমূহ বর্ণনা করিতে পারি। ৯৭

কদাচিৎ সমুদ্রপ্রমাণ যত্ন করিলে পর মেরুগিরির প্রস্তরকণা-সমূহ ও সমুদ্রের জলবিন্দুসমূহ গণনা করা যাইতে পারে, কিন্তু এস্থানে গঙ্গাজলের গুণসকলের বর্ণনা এবং গণনা করা কদাপি সম্ভব নহে। ৯৮

অতএব আমি অতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে এই যে গঙ্গাদেবীর গুণ বর্ণনা করিলাম, সেই সবের উপর বিশ্বাস করিয়া মন, বাক্য, ক্রিয়া, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত আপনি সর্বদা তাঁহার আরাধনা করুন। ৯৯

ইহাতে আপনি পরম দুর্লভ উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এই তিন-লোকে নিজের যশ বিস্তার করিতে করিতে শীঘ্রই গঙ্গাদেবীর সেবার জন্য অভীষ্টলোকসমূহে বিচরণ করিবেন। ১০০

মহাপ্রভাবশালিনী ভগবতী ভাগীরথী আপনার ও আমার বুদ্ধিকে সর্বদা স্বধর্মানুকূল গুণসমূহে যুক্ত করুন। শ্রীগঙ্গাদেবী অতিশয় ভক্তবৎসলা, তিনি জগতে নিজের ভক্তগণকে তুষ্ট করিয়া থাকেন। ১০১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই উত্তমবুদ্ধিসম্পন্ন পরম তেজস্বী

শিলবৃত্তিস্তু সিদ্ধার্থা ধাত্রেয়ীঃ সম্বোধিতস্তদা
গঙ্গামুপাস্য বিধিবৎ সিদ্ধিঃ প্রাপ সুদুর্লভাম্ ॥১০৩
তথা ত্বমপি কৌন্তেয় ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ
গঙ্গামভ্যেহি সততং প্রাপ্স্যসে সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ১০৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বেতিহাসং ভীষ্মোক্তং গঙ্গায়াঃ স্তবসংযুতম্।
যুধিষ্ঠিরঃ পরাং প্রীতিমগচ্ছদ্ ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥১০৫
ইতিহাসমিমং পুণ্যং শৃণুয়াদ্ যঃ পঠেত বা।
গঙ্গায়াঃ স্তবসংযুক্তং স মুচ্যেৎ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥ ১০৬

ইতি শ্রীমহাভারতে অষ্টসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্মপর্ব্বণি গঙ্গামাহাত্ম্যকথনে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সিদ্ধ পুরুষ শিলোঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী সেই ব্রাহ্মণকে ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবীর পূর্ব্বোক্ত সমস্ত যথার্থ গুণসমূহ নানাভাবে বর্ণনা করিয়া আকাশে প্রবিষ্ট হইয়া যাইলেন। ১০২

সেই শিলোঞ্ছবৃত্তিকারী ব্রাহ্মণ সিদ্ধপুরুষের উপদেশে গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য জানিয়া তাঁহার বিধি অনুসারে উপাসনা করতঃ পরম দুর্লভ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। ১০৩

যুধিষ্ঠির! এইরূপ তুমিও পরম ভক্তির সহিত সর্ব্বদা গঙ্গাদেবীর উপাসনা কর ইহাতে তুমিও উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ১০৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয়! ভীষ্মের দ্বারা কথিত শ্রীগঙ্গাদেবীর স্তুতিযুক্ত এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। ১০৫

যে ব্যক্তি গঙ্গাদেবীর স্তবযুক্ত এই পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ অথবা পাঠ করিবেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবেন। ১০৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্যবর্ণনবিষয়ক ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(ব্রাহ্মণত্বোপলব্ধয়ে তপস্যাকাঙ্ক্ষিণো মতঙ্গস্যেন্দ্রেণ সহ কথোপকথনম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ

প্রজাসৃষ্টাভ্যাং বৃত্তেন শীলেন চ যথা ভবান্
গুণৈশ্চ বিবিধৈঃ সর্ব্বৈর্বয়সা চ সমন্বিতঃ ॥ ১
ভবান্ বিশিষ্টো বুদ্ধ্যা চ প্রজয়া তপসা তথা
তস্মাদ্ ভবন্তং পৃচ্ছামি ধর্ম্মং ধর্ম্মভৃতাং বর ॥
নাস্ত্যন্যো লোকেষু প্রষ্টব্যোঽস্তি নরাধিপ ॥ ২
ক্ষত্রিয়ো যদি বা বৈশ্যঃ শূদ্রো বা রাজসত্তম
ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্নুয়াদ্ যেন তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥৩

তপসা বা সুমহতা কর্ম্মণা বা শ্রুতেন বা
ব্রাহ্মণ্যমথ চেদিচ্ছেৎ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ।

ব্রাহ্মণ্যং তাত দুষ্প্রাপ্যং বর্ণৈঃ ক্ষত্রাদিভিস্ত্রিভিঃ।
শৃণু হি সর্ব্বভূতানাং স্থানমেতদ্ যুধিষ্ঠির ॥ ৫
বহূনীহ সহস্রাণি যোনীর্জীবঃ ক্রমান্ পুনঃ।
পর্য্যায়ে তাত কস্মিংশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো নাম জায়তে ॥ ৬

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণত্বের উপলব্ধির জন্য তপস্যাকাঙ্ক্ষী মতঙ্গের সহিত ইন্দ্রের কথোপকথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধর্ম্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরেশ্বর! আপনি বুদ্ধি, বিদ্যা, সদাচার, শীল ও বিভিন্ন প্রকারের সমস্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন। আপনি বয়সেও বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ। আপনি বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও তপস্যাবিশিষ্ট। জগতে আপনি ব্যতীত অন্য আর এরূপ কেহই নাই, যাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ১-২

নৃপশ্রেষ্ঠ! যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে অভিলাষী হন, তবে কোন্ উপায়ে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা আমাকে বলুন। ৩

পিতামহ! যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণত্ব পাইবার বাসনা করেন, তবে তিনি তপস্যা, অতিশয় বহুৎকর্ম্ম অথবা বেদসমূহের আধ্যায়াদি কোন্ উপায় অবলম্বন করিবেন? ৪

ভীষ্ম বলিলেন,—তাত যুধিষ্ঠির! ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের পক্ষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা অত্যন্ত কঠিন; কারণ, ইহাই সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই সর্ব্বোত্তম স্থান। ৫

তাত! বহুসংখ্যক যোনিতে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে করিতে কখনও কোন সময়ে সংসারী জীব ব্রাহ্মণের যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৬

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
মতঙ্গস্য চ সংবাদং গর্দভ্যাশ্চ যুধিষ্ঠির ॥ ৭
বিপ্রাত্তেঃ কস্যচিৎ তাত তুল্যবর্ণঃ সুতস্বভূৎ
মতঙ্গো নাম নাম্না বৈ সর্বৈঃ সমুদিতো গুণৈঃ ॥ ৮
স যজ্ঞকার্যঃ কৌন্তেয় পিত্রোৎসৃষ্টঃ পরন্তপ
প্রায়াদ্ গর্দভযুক্তেন রথেনাশ্যাশুগামিনা ॥ ৯
স বালঃ গর্দভং রাজন্ বহন্তং মাতুরন্তিকে।
নিরবিধ্যৎ প্রতোদেন নাসিকায়াং পুনঃ পুনঃ ॥১০
তত্র তীব্রং রুদং দৃষ্ট্বা গর্দভী পুত্রগৃদ্ধিনী।
উবাচ মা শুচঃ পুত্র চাণ্ডালস্ত্বমিতি ধ্রুবম্ ॥১১

মতঙ্গ উবাচ

ব্রাহ্মণে দারুণং নাস্তি মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে
আচার্যঃ সর্বভূতানাং মাতা কিং প্রহরিষ্যতি ॥ ১২
অয়ং তু পাপপ্রকৃতির্বালো ন কুরুতে দয়াম্।
অযোনিং মানুষত্বেন ভাবো ভাবং নিষেবতি ॥ ১৩
এতচ্ছ্রুত্বা মতঙ্গস্য দারুণং রাসভীবচঃ।
অবতীর্য রথাৎ তূর্ণং রাসভীং প্রত্যভাষত ॥ ১৪
ব্রূহি রাসভি কল্যাণি মাতা মে যেন দূষিতা।
কথং মাং বেৎসি চণ্ডালং ক্ষিপ্রং রাসভি শংস মে ॥১৫
কথং মাং বেৎসি চণ্ডালং ব্রাহ্মণং যেন মন্যসে।
তত্ত্বমেতন্মহাপ্রাজ্ঞে ব্রূহি সর্বমশেষতঃ ॥ ১৬

গর্দভ্যুবাচ

ব্রাহ্মণ্যাং বৃষলেনাহং মাতায়াং নাপিতেন হ
জাতস্ত্বমসি চাণ্ডালো ব্রাহ্মণ্যাং তেন বেদ্মি তৎ ॥ ১৭
এবমুক্তো মতঙ্গস্তু প্রতিপ্রায়াদ্ গৃহং প্রতি।
তমায়ন্তমভিপ্রেক্ষ্য পিতা বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ১৮
ময়া ত্বং যজনসিদ্ধৌ নিযুক্তো গুরুকর্মণি
কস্মাৎ প্রতিনিবৃত্তোঽসি কচ্চিন্ন কুশলং তব ॥ ১৯

যুধিষ্ঠির! এ-বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ মতঙ্গ ও গর্দভের সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। ৭

তাত! পুরাকালে কোন এক ব্রাহ্মণের মতঙ্গ নামে এক পুত্র হয়, যিনি (অন্য বর্ণের পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারের প্রভাবে) তাঁহার তুল্য বর্ণ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন এবং সমস্ত সদ্গুণসমূহে সম্পন্ন ছিলেন। ৮

শত্রুতাপন যুধিষ্ঠির! একদিন নিজের পিতা কর্তৃক প্রেরিত হইলে পর মতঙ্গ কোন যজমানকে যজ্ঞ করাইবার জন্য গর্দভযুক্ত যোজিত শীঘ্রগামী রথে আরোহণ করিয়া গমন করিলেন।

রাজন্! রথের ভারবহন করিতে করিতে অল্পবয়স্ক গাধাকে তাহার মাতার নিকটেই মতঙ্গ বারংবার প্রতোদের (চাবুকের) দ্বারা আঘাত করিয়া নাসিকায় ক্ষত সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন।

পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী গর্দভী সেই পুত্র গর্দভের ক্ষত দেখিয়া তাহাকে বুঝাইতে বুঝাইতে বলিল—পুত্র! শোক করিও না। তোমার উপর ব্রাহ্মণ নহে, চণ্ডাল আরোহী হইয়া আছে। ১১

ব্রাহ্মণের মধ্যে এরূপ ক্রূরতা থাকে না। ব্রাহ্মণ সকলের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন বলিয়া কথিত হন। যিনি সমস্ত প্রাণিগণকে উপদেশকারী আচার্য, তিনি কি কাহারও উপর প্রহার করিতে পারেন? ১২

এই ব্যক্তি অত্যন্তই পাপাত্মা; সেইজন্য অন্যের নিজপুত্রের উপর দয়া করিতেছে না। এই ব্যক্তি নিজের এই দুষ্কৃতের দ্বারা নিজের চণ্ডাল যোনির সম্বন্ধবর্ধন করিতেছে। জাতিগত স্বভাবই মনোযোগ নিষ্ফল করিয়া থাকে। ১৩

গর্দভীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মতঙ্গ অতিমাত্র রথ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং গর্দভীকে এই কথা বলিলেন। ১৪

কল্যাণময়ী গর্দভী! বল, আমার মাতা কাহার দ্বারা কলঙ্কিতা হইয়াছেন? তুমি আমাকে চণ্ডাল বলিয়া কিভাবে জানিতে পারিলে? ভদ্রে আমাকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বল। ১৫

গর্দভী। তুমি কিভাবে জানিতে পারিলে যে, আমি চণ্ডাল? কোন্ কর্মের দ্বারা আমার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে? তুমি দেখিতেছি অতিমাত্র বুদ্ধিমতী, অতএব যেরূপ কথাই যথাযথ ভাবে আমাকে বল। ১৬

গর্দভী বলিল—মতঙ্গ! তুমি যৌবনে পদার্পণ করিয়া এক ব্রাহ্মণীর উদর হইতে শূদ্রজাতীয় কোন এক নাপিতের দ্বারা জন্মলাভ করিয়াছ; সেই জন্য তুমি চণ্ডাল; আর তোমার মাতার এই ব্যভিচার কর্মের দ্বারা তোমার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ১৭

গর্দভী এই কথা বলিলে পর মতঙ্গ নিজের গৃহের দিকে গমন করিলেন। তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহার পিতা এই কথা বলিলেন। ১৮

পুত্র! আমি তোমাকে যজ্ঞ করিবার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তবে তুমি ফিরিয়া আসিলে কেন? তুমি কুশলে আছ ত? ১৯

মতঙ্গ উবাচ।

অন্ত্যযোনিরযোনির্বা কথং স কুশলী ভবেৎ।
কুশলং তু কৃতস্তস্য যস্যেয়ং জননী শিতঃ। ২০
ব্রাহ্মণ্যাং বৃষলাজ্জাতঃ পিতর্বেদয়তীব মাম্।
অমানুষী গতির্ঘোরা তস্মাৎ তপ্যে তপো মহৎ। ২১
এবমুক্ত্বা স পিতরং প্রস্থিতঃ কৃতনিশ্চয়ঃ
ততো গত্বা মহারণ্যমতপৎ সুমহৎ তপঃ। ২২
ততঃ স তাপয়ামাস বিবুধাংস্তপসান্বিতঃ।
মতঙ্গঃ সুমহাংস্তেজাঃ স্থানং সুচরিতাদপি। ২৩
তং তথা তপসা যুক্তমুবাচ হরিবাহনঃ
মতঙ্গ তপ্যসে কিং ত্বং ভোগানুৎসৃজ্য মানুষান্। ২৪
বরং বৃণীষ্ব তে হ্যদ্য দদ্মি যং যমিহেচ্ছসি।
যস্যাপ্যনাপ্যা দুষ্প্রাপা তাং তাং স্ত্রীহি যাচিতম্। ২৫

মতঙ্গ উবাচ।

ব্রাহ্মণ্যং কাময়ানোঽহমিদমারব্ধবাংস্তপঃ।
গন্ধেষ্বহং তদবাপ্যেয় বর এষ বৃতো ময়া। ২৬

ভীষ্ম উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং তমুবাচ পুরন্দরঃ
মতঙ্গ দুর্লভমিদং বিপ্রত্বং প্রার্থ্যতে ত্বয়া। ২৭
ব্রাহ্মণ্যং প্রার্থয়ানস্ত্বমপ্রাপ্যমকৃতাত্মভিঃ।
বিনশিষ্যসি দুর্বুদ্ধে তদুপায়ং মাচিরম্। ২৮
শ্রেষ্ঠত্বাং সর্বভূতেষু তপোঽর্থং নাতিবর্ততে।
তদব্রাহ্মণ্যং প্রার্থয়ানস্ত্বরচিরাদ্ বিনশিষ্যসি। ২৯
দেবতাসুরমর্ত্যেষু যৎ পবিত্রং পরং স্মৃতম্।
চণ্ডালযোনৌ জাতেন ন তৎ প্রাপ্যং কথঞ্চন। ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ইন্দ্র-মতঙ্গসংবাদে
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ। ২৭

বধ। ২৪

মতঙ্গ বলিলেন,—আমি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার বাসনায় এই তপস্যা আরম্ভ করিয়াছি। তাহা প্রাপ্ত হইবামাত্র আমি এস্থান হইতে যাইব আমি এই বর প্রার্থনা করিতেছি। ২৬

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! মতঙ্গের এই কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র উঁহাকে বলিলেন,—মতঙ্গ! তুমি যে ব্রাহ্মণত্ব প্রার্থনা করিতেছ, তাহা তোমার পক্ষে দুর্লভ। ২৭

যাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ নয় অথবা যাহারা পুণ্যাত্মা নহে, তাহাদের পক্ষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ অসম্ভব। দুর্বুদ্ধে! তুমি ব্রাহ্মণত্ব প্রার্থনা করিতে করিতে মরিয়া যাইবে, তথাপি তাহা লাভ করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব এই দুরাগ্রহ হইতে যত শীঘ্র সম্ভব নিবৃত্ত হইয়া যাও। ২৮

সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ব্রাহ্মণত্ব এবং তাহাই তোমার অভীষ্ট প্রয়োজন; কিন্তু এই তপস্যা সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারিবে না, অতএব এই শ্রেষ্ঠ পদলাভের বাসনা গোপন করিতেই তুমি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাইবে। ২৯

দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণের মধ্যেও যাঁহাকে পরম পবিত্র বলিয়া মনে করা যায়, সেই ব্রাহ্মণত্বকে চণ্ডালযোনিতে উৎপন্ন ব্যক্তি কিরূপে লাভ করিতে সমর্থ হইবে? ৩০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ইন্দ্র ও মতঙ্গের সংবাদবিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(ব্রাহ্মণত্বলাভবাসনাং বিহায় বরান্তরপ্রার্থনায় মতঙ্গং বোধয়িতুমিন্দ্রস্য চেষ্টা

ভীষ্ম উবাচ ।

এবমুক্তো মতঙ্গস্তু সংশিতাত্মা দৃঢ়ব্রতঃ ।
অতিষ্ঠদেকপাদেন বর্ষাণাং শতমুচ্যতে ॥ ১

তমুবাচ ততঃ শক্রঃ পুনরেব মহাযশাঃ ।
ব্রাহ্মণ্যং দুর্লভং তাত প্রার্থয়ানো ন লপ্স্যসে ॥ ২

মতঙ্গ পরমং স্থানং প্রার্থয়ন্ বিনশিষ্যসি ।
মা কৃথাঃ সাহসং পুত্র নৈষ ধর্মপথস্তব ॥ ৩

ন হি শক্যং ত্বয়া প্রাপ্তুং ব্রাহ্মণ্যমিহ দুর্লভম্ ।
অপ্রাপ্যং প্রার্থয়ানো হি নচিরাদ্ বিনশিষ্যসি ॥ ৪

মতঙ্গ পরমং স্থানং বার্যমাণোঽসকৃন্ময়া ।
চিকীর্ষসেব তপসা সর্বথা ন ভবিষ্যসি ॥ ৫

তির্যগ্‌যোনিগতঃ সর্বো মানুষ্যং যদি গচ্ছতি ।
স জায়তে পুক্কসো বা চণ্ডালো বাপ্যসংশয়ঃ ॥ ৬

পুক্কসঃ পাপযোনির্বা যঃ কশ্চিদিহ লভ্যতে ।
স তত্রাপ্যেব সুচিরং মতঙ্গ পরিবর্ততে ॥ ৭

ততো দশশতে কালে লভতে শূদ্রতামপি ।
শূদ্রযোনাবপি ততো বহুশঃ পরিবর্ততে ॥ ৮

ততস্ত্রিংশদ্গুণে কালে লভতে বৈশ্যতামপি
বৈশ্যতায়াং চিরং কালং তত্রৈব পরিবর্ততে ॥ ৯

ততঃ ষষ্টিগুণে কালে রাজন্যো নাম জায়তে
ততঃ ষষ্টিগুণে কালে লভতে ব্রহ্মভূয়তাম্ ॥ ১০

ব্রহ্মযস্তু চিরং কালং ততস্তু পরিবর্ততে
ততস্তু ত্রিশতে কালে লভতে কাণ্ডপৃষ্ঠতাম্ ॥ ১১

কাণ্ডপৃষ্ঠিশ্চিরং কালং তত্রৈব পরিবর্ততে
ততস্তু ত্রিশতে কালে লভতে জপ্যতামপি ॥ ১২

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার বাসনা ত্যাগ করিয়া অন্য বর প্রার্থনা করিতে মতঙ্গকে ইন্দ্রের বুঝাইবার চেষ্টা।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! ইন্দ্র এই কথা বলিলে পর মতঙ্গের মন আরও দৃঢ় হইয়া যাইল। তিনি সংযতসহকারে উত্তম ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। নিজ ধৈর্য্য হইতে অবিচ্যুত মতঙ্গ শত বর্ষকাল এক পদে দণ্ডায়মান রহিলেন। ১

তখন মহাযশস্বী ইন্দ্র পুনরায় আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—বৎস! ব্রাহ্মণত্ব দুর্লভ। তাহা প্রার্থনা করিলেও তুমি লাভ করিতে পারিবে না। ২

মতঙ্গ! তুমি এই উত্তম স্থান প্রার্থনা করিতে করিতে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। পুত্র! এই দুঃসাহস করিও না। তোমার পক্ষে এই ধর্মপথ নয়। ৩

মতঙ্গ! তুমি এই জীবনে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিবে না। এই অপ্রাপ্য বস্তুর জন্য প্রার্থনা করিতে করিতে তুমি অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ৪

মতঙ্গ! আমি তোমাকে বার বার নিষেধ করিতেছি, তথাপি তুমি সেই উৎকৃষ্ট স্থানকে তপস্যার দ্বারা লাভ করিবার অভিলাষ করিয়াই যাইতেছ। এরূপ করিলে সর্বতোভাবে তোমার নিজত্ব রক্ষাই থাকিবে না। ৫

সমস্ত পক্ষীর যোনিতে সকল প্রাণী যদি অবশেষে মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তবে তাহারা প্রথমে পুক্কস বা চণ্ডাল হইয়াই থাকে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৬

মতঙ্গ! পুক্কস বা অন্য কোন পাপযোনিজাত যে পুরুষকে এ জগতে দেখা যায়, সে দীর্ঘকাল ধরিয়াই নিজের সেই যোনিতে ঘুরিতে থাকে। ৭

তদনন্তর এক হাজার বৎসর অতিরাহিত হইলে পর সেই চণ্ডাল বা পুক্কস শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং তাহাতেও সে বহু জন্ম পর্য্যন্ত ঘুরিতে থাকে। ৮

তাহার পর ত্রিশ গুণ সময় অতিক্রান্ত হইলে সে বৈশ্যযোনিতে আসে এবং সেখানেও বহুকাল পরিবর্তিত হইতে থাকে। ৯

ইহার পর ষাট্‌গুণ কাল অতিবাহিত হইলে সে ক্ষত্রিয়-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর আরও ষাট্ গুণ কাল অতিক্রান্ত হইলে সে পণ্ডিত ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মলাভ করে। ১০

দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণাধম হইয়া থাকিবার পর যখন তাহার সেই অবস্থা পরিবর্তিত হয়, তখন সে অন্নের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করে।

সেখানে সে দীর্ঘকাল ধরিয়া ঘুরিতে থাকে। তদনন্তর তিন শত বৎসর অতিবাহিত হইলে পর সে গায়ত্রী-মন্ত্র জপকারী ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মলাভ করে॥ ১২

তত্র প্রাপ্য চিরং কালং তত্রৈব পরিবর্ত্ততে
ততশ্চতুঃশতে কালে শ্রোত্রিয়ো নাম জায়তে।
শ্রোত্রিয়ত্বে চিরং কালং তত্রৈব পরিবর্ত্ততে ॥ ১৩
তদেবং শোক-হর্ষৌ তু কাম দ্বেষৌ চ পুত্রক
অতিমানাতিবাদৌ চ প্রবিশেতে দ্বিজাধমম্ ॥ ১৪
তান্ সংজ্ঞয়ন্তি শত্রূন্ স তদা প্রাপ্তে দি সদ্গতিম্

অথ তে বৈ জয়ন্ত্যেনং তালাগ্রাদিব পাত্যতে ॥ ১৫
মতঙ্গ মন্ত্রপ্রাধৈর্য্যৈঃ বরয় স্বামচূদম্।
বৃণীষ কামমন্তং ত্বং ব্রাহ্মণ্যং হি সুদুর্লভম্ ॥১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ইন্দ্র-মতঙ্গসংবাদে
অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

সেই জন্মলাভ করিয়াও সেখানে সে বারংবার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হয়। তারপর চারি শত বৎসর ব্যতীত হইলে সে শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ) ব্রাহ্মণের কুলে জন্মগ্রহণ করে এবং সেখানেও তাহার বারংবার জন্মান্তর হইতে থাকে ॥ ১৩

পুত্র! এইভাবে শোক, হর্ষ, রাগ-দ্বেষ, অতিমান ও অতিবাদাদি দোষসমূহ অন্যের দ্বিজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥ ১৪

যদি তিনি এই সব শত্রুকে জয় করিতে পারেন, তবে তিনি সদ্গতি প্রাপ্ত হন এবং যদি এই সব শত্রুরা তাঁহাকে জয় করে, তাহা হইলে তালবৃক্ষের উপর হইতে পতিত তালফলের ন্যায় তিনি অধঃপতিত হন ॥ ১৫

মতঙ্গ! ইহা চিন্তা করিয়া আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, তুমি অন্য কোন অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর; কারণ, ব্রাহ্মণত্ব অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ১৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ইন্দ্র ও মতঙ্গের সংবাদবিষয়ক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(মতঙ্গের তপস্যা, তাঁহার বরদানক।)

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্তো মতঙ্গস্তু সংশিতাত্মা যতব্রতঃ
সহস্রমেকপাদেন ততো ধ্যানে ব্যতিষ্ঠত ॥
তং সহস্রান্তরে কালে শক্রো দৃষ্ট্বমুপাগমৎ
তদেব চ পুনর্বাক্যমুবাচ বলসূদনঃ ॥ ২

মতঙ্গ উবাচ।

ইদং বর্ষসহস্রং বৈ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ
অতিষ্ঠমেকপাদেন ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তুয়াং কথম্ ॥ ৩

শক্র উবাচ।

চণ্ডালযোনৌ জাতেন নাধ্যাপ্যং বৈ কথঞ্চন।
অন্যং কামং বৃণীষ ত্বং মা বৃথা ক্লেশয়ন্ত্রং আত্মনঃ ॥৪
এবমুক্তো মতঙ্গস্তু তূষ্ণীং শোকপরায়ণঃ
অধাতিষ্ঠদ্ গয়াং গত্বা সোঽঙ্গুষ্ঠেন সমং সমাঃ ॥ ৫
মুহূর্তমেকং বদনং যোগং কৃত্বো যমনিসন্নিভঃ
ত্বমস্থিভূতো বর্ষাত্মা স পপাতোর্দ্ধ মুঃ ক্ষিতৌ ॥ ৬

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[মতঙ্গের তপস্যা এবং তাঁহাকে বরদান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! ইন্দ্র এই কথা বলিলে পর মতঙ্গ নিজের মনকে আরও দৃঢ় ও সংযমশীল করিয়া এক হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিলেন ॥ ১

যখন এক হাজার বৎসর পূর্ণ হইবার আর কিছু অবশিষ্ট আছে, সেই সময় বলাসুর-সূদন ইন্দ্র পুনরায় মতঙ্গকে দেখিবার জন্য আসিলেন এবং তাঁহাকে তিনি পূর্বোক্ত কথা বলিলেন ॥ ২

মতঙ্গ বলিলেন,—দেবরাজ! আমি এক হাজার বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্বক একাগ্রচিত্ত হইয়া একপদে দাঁড়াইয়া তপস্যা করিয়াছি। তবে আমি কেন ব্রাহ্মণত্ব পাইব না? ৩

ইন্দ্র বলিলেন,—মতঙ্গ! চণ্ডাল-যোনিতে জন্মগ্রহণকারী কোনরূপেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে না; সেইজন্য তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর, যাহাতে তোমার এই পরিশ্রম বৃথা না হয় ॥ ৪

তিনি এই কথা বলিলে পর মতঙ্গ অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হইয়া গয়ায় গমন করতঃ পায়ের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা একশত বৎসর কাল দণ্ডায়মান থাকিয়া তপস্যা করিলেন ॥ ৫

তিনি অত্যন্ত দুর্জয় যোগ অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ

তং পতন্তমভিক্রম্য পরিজগ্রাহ বাসবঃ
বরাবরাণীশ্বরো দাতা সর্বভূতহিতে রতঃ ॥ ৭

শক্র উবাচ

মতঙ্গ ব্রাহ্মণত্বং তে বিরুদ্ধমিহ দৃশ্যতে।
ব্রাহ্মণ্যং দুর্লভতরং সংমূঢ়ঃ পরিপৃচ্ছসি ॥ ৮
পূজয়ন্ সুখমাপ্নোতি দুঃখমাপ্নোত্যপূজয়ন্।
ব্রাহ্মণঃ সর্বভূতানাং যোগক্ষেমসমর্পিতা ॥ ৯
ব্রাহ্মণেভ্যোঽনুতৃপ্তেভ্যে পিতরো দেবতাস্তথা
ব্রাহ্মণঃ সর্বভূতানাং মতঙ্গ পর উচ্যতে ॥ ১০
ব্রাহ্মণঃ কুরুতে তদ্ধি যথা যদ্ যচ্চ বাঞ্ছতি।
যস্মৈতান্ সংবিদন্ যোনীর্জায়মানঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১১
পর্যায়ে তাত কস্মিংশ্চিদ্ ব্রাহ্মণ্যমিহ বিন্দতি।
তদুৎসৃজ্যেহ দুষ্প্রাপং ব্রাহ্মণ্যমকৃতাত্মভিঃ ॥ ১২

অতিশয় দুর্বল হইয়া যাইল। তিনি কেবল সমিধার হইয়া যাইলেন। অশ্বারূঢ় মতঙ্গের শরীর চক্ষে আবৃত অবিষয় হইয়া গেল। এই অবস্থায় তিনি নিজেকে রক্ষা করিতে না পারিয়া পতিত হইয়া যাইলেন ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥ ৬

তাঁহাকে পতিত হইতে দেখিয়া সমস্ত ভূতগণের হিতে নিরত বরদান করিতে সমর্থ ইন্দ্র ধাবিত হইয়া আসিয়া ধারণ করিলেন ॥ ৭

ইন্দ্র বলিলেন, মতঙ্গ! এই জন্মে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্তি অসম্ভব দেখা যাইতেছে। ব্রাহ্মণ্য অত্যন্ত দুর্লভ; এবং উহা কাম-ক্রোধাদি রিপুগণে সর্বদা পরিপ্লুত ॥ ৮

যে ব্রাহ্মণকে আদর করে, সে সুখলাভ করিয়া থাকে এবং যে অনাদর করে, সে দুঃখ পায়। ব্রাহ্মণ সমস্ত প্রাণিগণের যোগ-ক্ষেমপ্রাপ্তিকারক ॥ ৯

মতঙ্গ! ব্রাহ্মণগণ তৃপ্ত হইলে পর দেবতা ও পিতৃগণ তৃপ্ত হন। ব্রাহ্মণকে সমস্ত প্রাণীদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয় ॥ ১০

ব্রাহ্মণ যাহা যাহা করিতে যাহা করেন, নিজের তপের দ্বারা তাহা সেইরূপেই করিতে পারেন। তাত! জীব এই জগতের মধ্যে বহু যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে কখনও কোন সময়ে সে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ১১

অতএব যাহাদের মন বশীভূত নয়, এরূপ মনুষ্যগণের পক্ষে সর্বথা দুষ্প্রাপ্য ব্রাহ্মণত্ব পাইবার আশা ত্যাগ করিয়া তুমি অন্য কোন এক বর প্রার্থনা কর। এই বর তোমার দুর্লভই ॥ ১২

অন্যং বরং বৃণীষ ত্বং দুর্লভোঽয়ং হি তে বরঃ

মতঙ্গ উবাচ

কিং মাং ভূয়সি দুঃখোত্তে মৃতং মারয়সে চ মাম্ ॥ ১৩
যাং তু শোচামি যো লব্ধ্বা ব্রাহ্মণ্যং ন বুভূষসে।
ব্রাহ্মণ্যং যদি দুষ্প্রাপং ত্রিভির্বর্ণৈঃ সনাতনম্ ॥ ১৪
দুর্লভা সদাবাপ্যা মানুষিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
যঃ পাপেভ্যঃ পাপতমস্তেষামধম এব সঃ ॥ ১৫
ব্রাহ্মণ্যং যো ন জানীতে ধনং লব্ধ্বেব দুর্লভম্।
দুষ্প্রাপং খলু বিপ্রত্বং প্রাহুঃ দুরনুপালনম্ ॥ ১৬
দুরাবাপমবাপ্যৈতন্মানুষিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
একারামো ভবং শক্র নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ ॥ ১৭
অহিংসা-দমমাস্থায় কথং নাহীমি বিপ্রতাম্।
দৈবং তু কথমেতদ্ বৈ যদহং মাতৃদোষতঃ ॥ ১৮

মতঙ্গ বলিলেন,—দেবরাজ! আমি এখন দুঃখপীড়িত, তথাপি তুমি আমাকে কেন পীড়িত করিতেছ? মৃত আমাকে কেন পুনরায় মৃত্যুযাতনা আঘাত করিতেছ? আমি ত' এখন তোমার জন্যই শোক করিতেছি, যে জন্য হইতেই ব্রাহ্মণত্ব পাইলেও তুমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতেছ না ॥ ১৩॥

শতক্রতো! যদি ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের পক্ষে ব্রাহ্মণত্ব দুর্লভই হয়, তবে সেই পরম দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াও মানুষ ব্রাহ্মণোচিত শম-দমের অনুষ্ঠান কেন করে না—ইহা কিরূপ দুঃখের বিষয়! ১৪॥

সেই ব্যক্তি পাপিগণ হইতেও অত্যন্ত পাপী এবং তাহা হইতেও অধম, যে পাইয়া দুর্লভ ধনের ন্যায় ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াও উহার মহত্ত্বকে বুঝে না ॥ ১৫॥

প্রথমে ত' ব্রাহ্মণত্ব লাভ করাই কঠিন। যদি বা উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে উহার পালন করা আরও কঠিন হইয়া যায়; কিন্তু বহু মানুষ এই দুর্লভ বস্তু প্রাপ্ত হইয়াও তদনুকূল আচরণ করে না ॥ ১৬॥

শক্র! আমি একাকী আত্মসন্তোষে বাস করিতেছি এবং দ্বন্দ্ব ও পরিগ্রহমুক্ত হইয়াছি। অহিংসা ও দম পালন করিয়া যাইতেছি। এরূপ অবস্থায় আমি ব্রাহ্মণত্ব লাভের যোগ্য হইব না কেন? ১৭॥

পুরন্দর! আমি ব্রাহ্মণ হইয়াও কেবল মাতার দোষে এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। ইহা আমার কিরূপ দুর্ভাগ্য? ১৮॥

এতাবদবস্থাং সম্প্রাপ্তো ব্রহ্মজঃ সন্ পুরন্দর।
নূনং দৈবং ন শক্যং হি পৌরুষেণাতিবর্ত্তিতুম্ ॥ ১৯
যদহং যত্নবানেব ন লভে বিপ্রভাং বিভো।
এবংগতে তু ধর্ম্মজ্ঞ দাতুমর্হসি মে বরম্ ॥ ২০
যদি তেঽহমনুগ্রাহ্যঃ কিঞ্চিদ্ বা সুকৃতং ময়
বৈশম্পায়ন উবাচ।
মৃদ্বীত্যুক্ত্বা তদা প্রাহ ততস্তং বলসূদনঃ ॥ ২১
চোদিতস্তু মহেন্দ্রেণ মতঙ্গঃ প্রাহ্লবীদিদম্।
যথা কামবিহারী স্যাং কামরূপী বিহঙ্গমঃ ॥ ২২
ব্রহ্মক্ষত্রবিরোধেন পূজ্যশ্চ প্রাপ্নুয়ামহম্।
যথা মমাক্ষয়া কীর্ত্তির্ভবেচ্চাপি পুরন্দর ॥ ২৩

কর্ত্তুমর্হসি তদ্ দেব শিরসা ত্বাং প্রসাদয়ে
শক্র উবাচ।
ছন্দোদেব ইতি খ্যাতঃ স্ত্রীণাং পূজ্যো ভবিষ্যসি ॥ ২৪
কীর্ত্তিশ্চ তেঽতুলা বৎস ত্রিষু লোকেষু যাস্যতি।
এবং উক্ত্বৈ বরং দত্ত্বা বাসবোঽন্তরধীয়ত ॥ ২৫
প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা মতঙ্গোঽপি সম্প্রাপ্তঃ স্থানমুত্তমম্।
এবমেতৎ পরং স্থানং ব্রাহ্মণ্যং নাম ভারত।
তচ্চ দুষ্প্রাপমিহ বৈ মহেন্দ্রবচনং যথা ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ইন্দ্র-মতঙ্গসংবাদে
একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

প্রভো! নিশ্চয়ই পুরুষার্থের দ্বারা দৈবকে উল্লঙ্ঘন করা যায় না; কারণ, আমি যত্নের দ্বারা এরূপ প্রয়ত্ন করিতেছি, সেই ব্রাহ্মণ্য আমি লাভ করিতে পারিলাম না। ১৯½

ধর্ম্মজ্ঞ দেবরাজ! যদি এরূপ অবস্থায় আমি আপনার কৃপাপাত্র হই, অথবা যদি আমার কিছু পুণ্য অবশিষ্ট থাকে, তবে আপনি আমাকে বরদান করুন। ২০½

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয়! তখন বল ও বৃত্রাসুর-হন্তা ইন্দ্র মতঙ্গকে বলিলেন তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। মহেন্দ্রকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মতঙ্গ এই কথা বলিলেন ॥২১॥

দেব পুরন্দর! আপনি এরূপ কৃপা করুন, যাহাতে আমি ইচ্ছানুসারে বিচরণকারী এবং নিজের ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী আকাশচারী দেবতা হইতে পারি। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধ-রহিত হইয়া আমি যেন সর্ব্বত্র পূজা এবং সংকার প্রাপ্ত হই ও আমার অক্ষয়কীর্ত্তির বিস্তার হয়। আমি আপনার চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করত আপনার প্রসন্নতা কামনা করিতেছি। আপনি আমার প্রার্থনা সফল করুন। ২২-২৩½

ইন্দ্র বলিলেন,—বৎস! তুমি স্ত্রীগণের পূজনীয় হইবে। 'ছন্দোদেব' নামে তোমার খ্যাতি হইবে এবং ত্রিলোকে তোমার অতুলনীয় কীর্ত্তির বিস্তার হইবে। ২৪½

এইভাবে তাঁহাকে বরদান করিয়া ইন্দ্র সেই স্থানে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। মতঙ্গও নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া উত্তম স্থান (ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হইলেন। ২৫½

ভারত! এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ্য পরম উত্তম স্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যেরূপ ইন্দ্রের বাক্য, তদনুসারে তাহা এ জীবনে অন্য বর্ণের মনুষ্যগণের পক্ষে দুর্লভ। ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ইন্দ্র ও মতঙ্গের সংবাদবিষয়ক একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(বীতহব্যপুত্রৈঃ সহ কাশিরাজস্য ভয়ঙ্কর: যুদ্ধম্, প্রতর্দ্দনেন স্বেষাং বধঃ, ভৃগুবাক্যেন রাজ্ঞো বীতহব্যস্য ব্রাহ্মণত্ব-লাভসংবাদবর্ণনঞ্চ ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

শ্রুতং মে মহদাখ্যানমেতৎ কুরুকুলোদ্বহ ।
দুষ্প্রাপং যদ্ ব্রবীষি ব্রাহ্মণ্যং বলবত্তরং নর ॥ ১
বিশ্বামিত্রেণ চ পুরা ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তমিত্যুত
শ্রূয়তে বদসে চৈতচ্চ দুষ্প্রাপমিতি সত্তম ॥ ২
বীতহব্যশ্চ নৃপতিঃ শ্রুতো মে বিপ্রতাং গতঃ
অদ্যেব তাবদ্ গাঙ্গেয় শ্রোতুমিচ্ছামহং বিভো ॥ ৩
স কেন কর্ম্মণা প্রাপ্তো ব্রাহ্মণ্যং রাজসত্তমঃ
বরেণ তপসা বাপি তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ ।

শৃণু রাজন্ যথা রাজা বীতহব্যো মহাবলঃ
রাজর্ষিত্বং পরিত্যজ্য প্রাপ্তো ব্রাহ্মণ্যং লোকসৎকৃতম্ ॥ ৫

মনোর্মহাত্মনস্তস্য প্রজা ধর্ম্মেণ পালতঃ
বভূব পুত্রো ধর্ম্মাত্মা শর্য্যাতিরিতি বিশ্রুতঃ ॥ ৬
তস্যাশ্ববারে দ্বৌ রাজন্ রাজানৌ সমবর্দ্ধতুঃ
হৈহয়স্তালজঙ্ঘশ্চ বৎসস্য তনয়াবুভৌ নর ॥ ৭
হৈহয়স্য তু রাজেন্দ্র দশস্বপি শতেষু বৈ
শতং বভূব পুত্রাণাং শূরাণামনিবর্ত্তিনাম্ ॥ ৮
তুলাস্বরূপপ্রতিমাবর্ণানাং যুদ্ধশালিনাম্ ।
ঋগ্বেদে চ যজুর্বেদে চ সর্ব্বেষ্বেব কৃতশ্রমাঃ ॥ ৯
কাশিষ্বপি নৃপো রাজন্ দিবোদাসপিতামহঃ ।
হর্য্যশ্ব ইতি বিখ্যাতো বভূব ভরতর্ষভ নর: ॥১০
স বীতহব্যদায়াদৈরাগত্য পুরুষর্ষভ ।
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে সাম্প্রতে বিনিপাতিতঃ ॥ ১১

ত্রিংশ অধ্যায়।

[বীতহব্যের পুত্রগণের সহিত কাশীরাজের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রতর্দ্দনকর্ত্তৃক তাহাদের বধ এবং ভৃগুর কথায় রাজা বীতহব্যের ব্রাহ্মণত্বলাভের সংবাদ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—কুরুবংশধর, ধর্ম্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ! আমি আপনার নিকট হইতে এই মহৎ উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম। আপনি বলিলেন যে, এই দেহে ক্ষত্র ধর্ম্মে মনুষ্যগণের পক্ষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। ১

সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ! কিন্তু শুনা যায়, পুরাকালে বিশ্বামিত্র এই দেহেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অথচ আপনি ইহাকে দুর্লভ বলিয়া বর্ণনা করিলেন। (এই উভয় বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।) ২

আমি আরও শুনিয়াছি যে, রাজা বীতহব্য ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছিলেন। গঙ্গানন্দন! প্রভো! এখন আমি প্রথমে সেই প্রসঙ্গই শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। ৩

সেই রাজশ্রেষ্ঠ বীতহব্য কোন্ কর্ম্ম, কোন্ বর অথবা কোন্ তপস্যায় ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ইহা আপনি পরিশুদ্ধরূপে আমার নিকট বর্ণনা করুন। ৪

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! মহাবলশালী রাজর্ষি রাজা বীতহব্য যেভাবে লোকসম্মানিত দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ৫

ভাত! পূর্ব্বকালে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনকারী মহাত্মা রাজা মনুর এক ধর্ম্মাত্মা পুত্র হয়। তিনি শর্য্যাতি নামে বিখ্যাত ছিলেন। ৬

বিক্রমী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরেন্দ্র রাজা শর্য্যাতির বংশে দুই জন রাজা অতিশয় প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম হইল হৈহয় ও তালজঙ্ঘ। ইঁহারা উভয়েই রাজা বৎসের পুত্র ছিলেন। ৭

ভরতবংশধর রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির! ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে হৈহয়ের (তাঁহার অপর নাম ছিল বীতহব্য) দশ জন স্ত্রী ছিল। এই সব স্ত্রীর গর্ভ হইতে শত শৌর্য্যশালী বীর পুত্র উৎপন্ন হয়। ইঁহারা কখনও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেন না। ৮

ইঁহাদের সকলেরই তপ ও প্রশম প্রধান ছিল। ইঁহারা প্রত্যেকেই বলবান্ এবং যুদ্ধে শোভাসম্পন্ন ছিলেন। ইঁহারা ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদের সকল বিষয়েই বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ৯

সেই সময় কাশীরাজ্যে হর্য্যশ্ব নামে বিখ্যাত এক রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। ইনি দিবোদাসের পিতামহ ছিলেন এবং বিক্রমশীল বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ১০

পুরুষপ্রবর! বীতহব্যের পুত্রগণ হর্য্যশ্বের রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং গঙ্গা-যমুনার মধ্যে যুদ্ধে তাঁহাকে ধূপাতিত করিলেন। ১১

তং তু বৃত্বা নরপতিং হৈহয়ানাং মহারথঃ
প্রতিজজ্ঞে পুরীং রম্যাং বৎসানামনৃতোদয়াঃ ॥ ১২
ঋর্ষ্যস্য চ দায়াদঃ কাশিরাজোঽভ্যবিচ্যত।
সুদেবো দেবসঙ্কাশঃ সাক্ষাদ্ধর্ম ইবাপরঃ ॥ ১৩
স পালয়ামাস মহীং ঋর্ষাত্মা কাশিনন্দনঃ
হৈহয়ৌরভ্রবৈর্য্যেরাগতা ভুবি সর্বৈর্বিনির্জিতঃ ॥ ১৪
তমযাজো বিনির্জিত্য প্রতিজজ্ঞে ঋষাগতম্
সৌদেবত্বঞ্চ কাশীনো দিবোদাসোঽভ্যবিচ্যত ॥ ১৫
দিবোদাসস্তু বিক্রান্ত ঋর্ষ্যাং জেষ্যং যতাত্মনাম্
বারাণসীং মহাতেজা নির্ম্মমে শক্রশাসনাৎ ॥ ১৬
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-সম্বাধাং বৈশ্য-শূদ্রসমাকুলাম্।
নৈকযজ্ঞোচ্ছ্রয়বতীং সমৃদ্ধবিপণাপণাম্ ॥ ১৭
গঙ্গায়া উত্তরে কূলে যত্রান্তে রাজসত্তম
গোমত্যা দক্ষিণে কূলে শক্রস্যেবামরাবতীম্ ॥ ১৮

রাজা ঋর্ষ্যাশ্বকে বধ করিয়া সেই মহারথী হৈহয়-রাজকুমারগণ নির্ভয় হইয়া বৎসদেশীয় রাজাদের মৃত্তিকা-দুর্গে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ১২

ঋর্ষ্যের পুত্র ছিলেন সুদেব। তিনি দেবতুল্য তেজস্বী ও দ্বিতীয় ঋর্ষ্যাশ্বের ন্যায় ধার্ম্মিক ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি কাশিরাজের পদে অভিষিক্ত হইলেন ॥ ১৩

ঋর্ষ্যাত্মা কাশিনন্দন সুদেব ঋষ্যাশ্রমে পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। ইহাতে যতো যাদবদিগের পুত্রগণ সকলে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে তাঁহাকেও পরাজিত করিলেন ॥ ১৪

নরশ্রেষ্ঠ সুদেবকে পরাজিত করিয়া সেই হৈহয়রাজকুমারগণ যেমনভাবে আসিয়াছিলেন, সেই ভাবেই চলিয়া যাইলেন। তারপর সুদেবের পুত্র দিবোদাসকে কাশিরাজের পদে অভিষিক্ত করা হয় ॥ ১৫

দিবোদাস অতিশয় তেজস্বী রাজা ছিলেন। তিনি যখন সংযতমনা হৈহয়রাজকুমারগণের পরাক্রমের বিষয় বিচার করিয়া জানিতে পারিলেন, তখন ইন্দ্রের আজ্ঞায় বারাণসীনাম্নী এক নগরী স্থাপনা করিলেন ॥ ১৬

এই নগরী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণে পরিপূর্ণ ছিল এবং নানাবিধ দ্রব্য-সামগ্রীতে পূর্ণ ছিল বহু ক্রয়-বিক্রয় স্থান (বাজার হাট দোকান) উহার সমৃদ্ধিবর্দ্ধন করিতেছিল ॥ ১৭

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই নগরীর একপ্রান্ত গঙ্গানদীর উত্তর তীর পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয় প্রান্ত গোমতী নদীর দক্ষিণ [illegible] বিচার হইবে না ॥ ১৮-১৯

তত্র তং রাজশার্দূলং নিবসন্তং মহীপতিম্
আগতা হৈহয়া ভূয়ঃ পর্য্যধাবন্ত ভারত ॥ ১৯
স নিরুদ্ধ্য পুরীং যুদ্ধে তেভ্যো রাজা মহাবলঃ।
দেবাসুরসমং ঘোরং দিবোদাসো মহাহবম্ ॥ ২০
স তু যুদ্ধে মহারাজ দিবানাং দশতীর্ণম
হৃতবাহনভূয়িষ্ঠস্ততো দৈন্যমুপাগমৎ ॥ ২১
হতযোধস্ততো রাজন্ ক্ষীণকোশশ্চ ভূমিপঃ।
দিবোদাসঃ পুরীং ত্যক্ত্বা পলায়নপরোঽভবৎ ॥ ২২
গঙ্গায়াঽভ্যাশপদগঃ রম্যাং ভরদ্বাজস্য ধীমতঃ
জগাম শরণং রাজা কৃতাঞ্জলিররিন্দম ॥ ২৩
ভরদ্বাজো ভরদ্বাজো জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো বৃহস্পতেঃ।
পুরোধাঃ শীলসম্পন্নো দিবোদাসং মহীপতিম্ ॥ ২৪
কিমাগমনকৃত্যং তে সর্বং প্রব্রূহি যে নৃপ।
যৎ তে প্রিয়ং তৎ করিষ্যে ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা ॥ ২৫

পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই নগরী ইন্দ্রের অমরাবতীপুরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে ছিল ॥ ১৮

তারত! এই নগরীতে বাসকারী রাজশ্রেষ্ঠ কৃপাল দিবোদাসের উপর পুনরায় হৈহয়রাজকুমারগণ আক্রমণ করিলেন ॥ ১৯

মহাতেজস্বী মহাবল রাজা দিবোদাস পুরীর বাহিরে নির্গত হইয়া সেই রাজকুমারগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন তাঁহার এই যুদ্ধ দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় ভয়ঙ্কর ছিল ॥ ২০

মহারাজ! কাশিরাজ একহাজার দিন (দুইবৎসর নয় মাস দশ দিন) পর্য্যন্ত শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধে দিবোদাসের বহু সৈন্য, হস্তী ও অশ্বারোহণ নিহত হইল। তাঁহার কোষাগার শূন্য হইয়া যাইল এবং তিনি হীন হইয়া পড়িলেন। শেষে নিজের রাজধানী ত্যাগ করিয়া তিনি পলাইয়া যাইলেন ॥ ২১-২২

শত্রুদমন নরেশ! বুদ্ধিমান্ ভরদ্বাজের রমণীয় আশ্রমে গমন করিয়া রাজা দিবোদাস কৃতাঞ্জলি হইয়া সেখানে মুনির শরণাপন্ন করিলেন ॥ ২৩

বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরদ্বাজ শীলবান্ ও দিবোদাসের পুরোহিত ছিলেন। তিনি রাজাকে উপস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—নৃপ! তোমার এই স্থানে আসিবার কি প্রয়োজন হইয়াছে? আমাকে তোমার সকল বৃত্তান্ত বল। তোমার যে কোনও প্রিয়কার্য্য আমি করিব। ইহার জন্য আমার মনে অন্য

রাজোবাচ

ভগবন্ বৈতত্যবৈর্যে যুদ্ধে বংশঃ প্রণাশিতঃ
অহমেকঃ পরিম্লানো ভবন্তং শরণং গতঃ ॥ ১

শিষ্যস্নেহেন ভগবংস্ত্রাহি রক্ষিতুমর্হসি
একশেষঃ কৃতো বংশো মম বৈঃ পাপকর্মভিঃ ॥ ২৭

তমুবাচ মহাভাগো ভরদ্বাজঃ প্রতাপবান্
ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং সৌদেব ব্যেতু তে ভয়ম্ ॥ ২৮

অহমিষ্টিং করিষ্যামি পুত্রার্থং তে দিবাম্পতে
বীতহব্যসহস্রাণি যেন ত্বং প্রহরিষ্যসি ॥ ২৯

তত ইষ্টিং চকারর্ষিস্তস্য বৈ পুত্রকাম্যয়া ।
অথাস্য তনয়ো জজ্ঞে প্রতর্দন ইতি শ্রুতঃ ॥ ৩০

স জাতমাত্রো বলবান্ সমাঃ সন্নস্ত্রবেদবিৎ ।
বেদাং চাপি জগৌ কৃৎস্না ঋগ্বেদৈক ভারত ॥ ৩১

যোগেন চ সমাবিষ্টো ভরদ্বাজেন ধীমতা ।
তেজো লোক্যাং স সংগৃহ্য তস্মিন্ দেশে সমাবিশৎ ॥ ৩২

ততঃ স কবচী ধন্বী কুরমাণঃ সুবর্ষিতিঃ
বন্দিস্তির্বন্দ্যমানশ্চ যতো সূর্য ইবোদিতঃ ॥ ৩৩

স রথী বদ্ধনিস্ত্রিংশো বতো দীপ্ত ইবানলঃ ।
প্রযযৌ স ধনুর্ধন্বন্ খড়্গী চর্মী শরাসনী ॥ ৩৪

তং দৃষ্ট্বা পরমং হর্ষং সুদেবতনয়ো যযৌ
যেন চ মনসা যত্তান্ বৈতত্যবাম স পার্থিবঃ ॥ ৩৫

ততোঽসৌ যৌবরাজ্যে চ স্থাপয়িত্বা প্রতর্দনম্
কৃতকৃত্যো তদাঽঽত্মানং স রাজা অভ্যমন্যত ॥ ৩৬

ততস্তু বৈতত্যব্যানাং যযৌ স মহীপতিঃ ।
পুত্রং প্রস্থাপয়ামাস প্রতর্দনমরিন্দমম্ ॥ ৩৭

সরথঃ স তু সন্তীর্য গঙ্গাম শু পরাক্রমী
প্রযযৌ বীতহব্যানাং পুরীং পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ৩৮

রাজা বলিলেন, ভগবন্! যুদ্ধে বীতহব্যের পুত্রগণ আমার বংশ প্রায় ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। আমি একাকীই অত্যন্ত নিরস্ত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। ২৬

ভগবন্! আমি আপনার শিষ্য এবং আপনি আমার গুরু। শিষ্যের প্রতি গুরুর যে সহজ স্নেহ আছে, উহার দ্বারাই আপনি আমাকে রক্ষা করুন। সেই পাপকর্মকারী শত্রুগণ আমার বংশে কেবল একাকী আমাকেই অবশিষ্ট রাখিয়াছে। ২৭

ইহা শ্রবণ করত প্রতাপশালী মহর্ষি মহাভাগ ভরদ্বাজ বলিলেন,—সুদেবনন্দন! তুমি ভীত হইও না, ভীত হইও না। তোমার ভয় অপগত হউক। ২৮

প্রজানাথ! আমি তোমার পুত্রপ্রাপ্তির জন্য এক যজ্ঞ করিব; যাহার সহায়তায় তুমি তাহার বীতহব্য-পুত্রগণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। ২৯

তখন ঋষি রাজাকে দিয়া এক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করাইলেন। ইহাতে তাঁহার প্রতর্দন নামে এক বিখ্যাত পুত্র হইল। ৩০

ভারত! তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াই তৎক্ষণাৎ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন, যেন তাঁহার তের বৎসর বয়স হইয়াছে। সেই সময় তিনি নিজ মুখ দিয়া সম্পূর্ণ বেদ ও ঋগ্বেদ গান করিয়াছিলেন। ৩১

বুদ্ধিমান্ ভরদ্বাজমুনি তাঁহাকে যোগশক্তিসম্পন্ন করিয়া দিলেন এবং তাঁহার তেজে সম্পূর্ণ ক্ষত্রতেজ তেজস্বী করিলেন। ৩২

তদনন্তর রাজকুমার প্রতর্দন নিজ তেজে তত্রত্য বায়ুকে আবৃত করিলেন এবং মুখে বহু গান করিলেন। সেই সময় দেবর্ষিগণ তাঁহার যশ গান করিতে লাগিলেন। বন্দীজনগণকর্তৃক স্তুত হইয়া তিনি নবোদিত সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। ৩৩

তিনি রথে উপবিষ্ট হইলেন এবং কোমরে তরবারি বন্ধন করত প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় উদ্ভাসিত হইতে থাকিলেন। ঢাল, তরবারি ও ধনু ধারণ করিয়া রাজকুমার প্রতর্দন বহুল টঙ্কারধ্বনি করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। ৩৪

তাঁহাকে দেখিয়া সুদেবনন্দন রাজা দিবোদাস অত্যন্ত হর্ষলাভ করিলেন। তিনি মনে মনেই বীতহব্যের পুত্রগণকে নিজের পুত্রের তেজে হত বলিয়াই ভাবিতে লাগিলেন। ৩৫

তাহার পর রাজা দিবোদাস প্রতর্দনকে যুবরাজের পদে স্থাপিত করিয়া নিজেকে নিজে কৃতকৃত্য মনে করিলেন এবং অত্যন্ত আরাম অনুভব করিতে লাগিলেন। ৩৬

ইহার পর রাজা দিবোদাস নিজের পুত্র শত্রুদমন প্রতর্দনকে বীতহব্যের পুত্রদিগকে বধ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। ৩৭

পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া শত্রুনগরবিজয়ী পরাক্রমশালী বীর প্রতর্দন অতি সত্বর গঙ্গাপার হইয়া বীতহব্যের পুত্রগণের রাজধানীর দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ৩৮

বৈতসব্যাস্ত সংক্রুদ্ধা রথযোধং সমুদ্যতম্
নির্ধমূর্নগরাকারৈ রথৈঃ পরমবাজবৈঃ ॥ ৩৯
নিষ্ক্রম্য তে নরব্যাঘ্রা দংশিতাস্তিগ্মযোধিনঃ।
প্রত্যুদ্যযুঃ সমাজহ্নুঃ শরবর্ষৈরুদাযুধাঃ ॥ ৪০
শস্ত্রৈশ্চ বিবিধাকারৈ রথৌঘৈশ্চ যুধিষ্ঠির
অভ্যবর্ষন্ত রাজানং হিমবন্তমিবাম্বুদাঃ ॥ ৪১
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সাযার্থী ছেদযং রাজা প্রতর্দনঃ
জঘান তান মহাতেজা বজ্রানিলসমৈঃ শরৈঃ ॥ ৪২
হতোত্তমাঙ্গাস্তে রাজন্ ভল্লৈঃ শতসহস্রশঃ।
অপতন্ রুধিরার্দ্রাঙ্গা নিকৃত্তা ইব কিংশুকাঃ ॥ ৪৩
হতেষু তেষু সর্বেষু বীতহব্যঃ সুতেষথ
প্রাদ্রবন্নরসঃ ত্রস্তো ভৃগোরাশ্রমমপ্যুত ॥ ৪৪
যযৌ ভৃগুঞ্চ শরণং বীতহব্যো নরাধিপঃ।

তাঁহার রথের ভীষণ ঘর ঘর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধকারী পুরুষশ্রেষ্ঠ বৈদেহরাজকুমারগণ সকলে ধনুর্জ্যা হইতে শত্রুদিগের মর্ম বিদীর্ণকারী নগরাকার বিশাল রথে উপবেশন করত পুরী হইতে নির্গত হইলেন এবং বহু উদ্যোলিত করিয়া বাণবর্ষণ করিতে করিতে প্রতর্দনের উপর আক্রমণ করিলেন। ৩৯-৪০

যুধিষ্ঠির! যেরূপ মেঘ হিমালয়ের উপর জল বর্ষণ করে, সেইরূপ বৈদেহরাজকুমারগণ রথসমূহের দ্বারা আগমন করত রাজা প্রতর্দনের উপর নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ৪১

তখন মহাতেজস্বী রাজা প্রতর্দন নিজের অস্ত্রসমূহের দ্বারা শত্রুগণের অস্ত্রসকল নিবারণ করত বজ্র ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী বাণসমূহে তাঁহাদের সকলকে বধ করিলেন। ৪২

রাজন্! তখনসমূহের আঘাতে তাঁহাদের মস্তকসকল শত শত ও সহস্র সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া গেল। তাঁহাদের সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা ছিন্ন পলাশবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৪৩

এই সব পুত্রগণ নিহত হইলে পর রাজা বীতহব্য নিজের নগর ত্যাগ করিয়া মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমের দিকে পলায়ন করিলেন। ৪৪

রাজন্! সেই স্থানে নরপতি বীতহব্য মহর্ষি ভৃগুর শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভৃগু সেই রাজাকে অভয়দান করিলেন। ৪৫

অভয়ং হ্যথো তস্মৈ রাজ্ঞে রাজন্ ভৃগুস্তদা ॥ ৪৫
অথানুপদমেবাস্য তত্রাগচ্ছৎ প্রতর্দনঃ।
স প্রাপ্য চাশ্রমপদং দিবোদাসাত্মজোঽব্রবীৎ ॥ ৪৬
ভো ভোঃ কেনাশ্রমে সন্তি ভৃগবঃ শিক্ষা মহাত্মনঃ
দ্রষ্টুমিচ্ছে মুনিমহং তস্যাচক্ষত তাপসাঃ ॥ ৪৭
স তু বিদিত্বা ভৃগুনিষ্ক্রম্য মাশ্রমাৎ তদা
পূজয়ামাস চ তদা বিধিনা নৃপসত্তমম্ ॥ ৪৮
উবাচ চৈনং রাজেন্দ্র কিং কার্যং ব্রূহি পার্থিব
স চোবাচ নৃপস্তস্মৈ যদাগমনকারণম্ ॥ ৪৯

রাজোবাচ।

অয়ং ব্রহ্মর্ষিতো রাজা বীতহব্যো বিসর্জ্যতাম্
তস্য পুত্রৈর্হি মে বংশো ব্রহ্মন্ স খ: প্রদাশিতঃ ॥ ৫০
উৎসাদিতশ্চ বিষয়ঃ কাশীনাং রত্নসঞ্চয়ঃ
এতস্য বীর্যাদুদ্ভূত্য হতাঃ পুত্রশতা ময়া ॥ ৫১

এই সময়েই তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনকারী দিবোদাসকুমার প্রতর্দনও অতিসত্বর সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্রমে উপস্থিত হইয়াই তিনি এই কথা বলিলেন। ৪৬

মহাত্মাগণ! এই আশ্রমে মহাত্মা ভৃগুর কোন্ কোন্ শিষ্য উপস্থিত আছেন? আমি মহর্ষিকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনারা তাঁহাকে আমার আগমনের সংবাদ প্রদান করুন। ৪৭

প্রতর্দন আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া ভৃগু আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি নৃপশ্রেষ্ঠ প্রতর্দনের বিধি অনুসারে আগত-সৎকার করিলেন। ৪৮

এবং এই কথা বলিলেন,—রাজেন্দ্র! কৃপাল! আমার নিকটে তোমার কোন্ কার্য আছে, বল। তখন রাজা তাঁহাকে নিজের আগমনের যাহা কারণ ছিল, তাহা এইভাবে বলিলেন। ৪৯

রাজা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! রাজা বীতহব্যকে আপনি এখান হইতে বাহির করিয়া দিন। দ্বিজবর! তাঁহার পুত্রগণ আমার সম্পূর্ণ কুলকে বিনাশ করিয়াছে। ৫০

কেবল ইহাই নহে, তাঁহার পুত্রেরা কাশীপ্রদেশের সমগ্র রাজাকে উৎসাদিত করিয়া দিয়াছে এবং সঞ্চিত রত্নসকল অপহরণ করিয়াছে। বলগর্বিত এই রাজার শত পুত্রকে ত' আমি বিনাশ করিয়াছি; এখন কেবল এই রাজাই অবশিষ্ট আছেন। এই সময় আমি ইঁহাকেও বধ করিয়া পিতার ঋণ হইতে মুক্ত হইব। ৫১½

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিতম্

মহাভারতম্।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত আর্য্যশাস্ত্রে

মহাভারতে শান্তিপর্ব্ব

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদ-সহিতম্।

সূচীপত্র

শ্রীমহাভারত

শান্তিপর্ব

(রাজধর্মানুশাসনপর্ব)

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
	যুধিষ্ঠিরের নিকট নারদাদি ঋষিগণের শুভাগমন এবং তাঁহার সহিত নিজের সম্বন্ধের কথা বলিতে বলিতে যুধিষ্ঠির কর্তৃক কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা।	৫৮০৭
	নারদ কর্তৃক কর্ণের জন্মপ্রাপ্তি বিষয়ের বর্ণনা।	৫৮১০
৩	কর্ণের অস্ত্রাস্ত্র প্রাপ্তি এবং কর্ণকে পরশুরামের অভিশাপ দান	৫৮১৫
৪	কর্ণের সহায়তায় দুর্যোধন কর্তৃক ব্রাহ্মণছদ্মবেশে পরাজিত করিয়া ধনঞ্জয়ের নিকট হইতে দুর্যোধনকর্তৃক অপহৃত-রাজের উদ্ধারকে অপমান।	৫৮১৬
৫	কর্ণের বল ও পরাক্রম বর্ণন। তাহার দ্বারা জরাসন্ধের পরাজয় এবং জরাসন্ধ কর্তৃক কর্ণকে অঙ্গদেশস্থ মালিনী নগরীর রাজা প্রদান।	
৬	যুধিষ্ঠিরের চিন্তা, কুন্তীদেবীর ইহাকে প্রবোধদান এবং দ্রৌপদীর প্রতি যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা	
	অর্জুনের নিকট যুধিষ্ঠিরের ঘোর প্রকাশ এবং রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন	৫৮২১
৮	অর্জুন কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের মত খণ্ডন পূর্বক বনের মহত্ত্ব বর্ণন এবং রাজ্যরক্ষা পালন করিতে উৎসাহ-দান পূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য প্রেরণা দান	
৯	যুধিষ্ঠিরের বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় জীবন-যাপন করিবার সিদ্ধান্ত	৫৮২৮
	ভীমসেন কর্তৃক রাজার সন্ন্যাস অবলম্বনের বিরোধিতা করিতে করিতে স্বীয় কর্তব্য পালন বিষয়ের দৃঢ়সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন।	৫৮৩১
	অর্জুন কর্তৃক পক্ষিশ্রেষ্ঠী ইন্দ্র ও ঋষি বালখিল্যদের সংবাদ উল্লেখ করত গৃহস্থ ধর্মপালন করিতে আদেশ প্রদান।	৫৮৩৪
১১	গৃহস্থ ধর্মের প্রশংসা করিতে করিতে নকুল কর্তৃক রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ দান।	
১৩	সহদেব কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে ধনত্ব ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া রাজ্য শাসন করিতে পরামর্শ দান।	৫৮৪০
১৪	দ্রৌপদী কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম ধারণপূর্বক রাজ্যশাসন করিতে প্রেরণা দান	৫৮৪১
১৫	অর্জুন কর্তৃক রাজদণ্ডের মহত্ত্ব বর্ণন	৫৮৪৪
১৬	ভীমসেন কর্তৃক প্রাণ ত্যাগকরণের কথা স্মরণ করাইয়া ঘোর ত্যাগ হতে মনকে বশীভূত করিয়া রাজ্য শাসন এবং যজ্ঞ করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে প্রেরণা দান	
	ভীমসেনের বাক্যের বিরোধিতা করিয়া যুধিষ্ঠির কর্তৃক মুনিবৃত্তি ও জ্ঞানী মহাত্মাগণের প্রশংসা।	
১৮	অর্জুন কর্তৃক রাজ্য ভরত ও রাজীব ত্যাগ দিয়া যুধিষ্ঠিরকে সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে নিবৃত্তিকরণ....	
১৯	যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিজ মতের যথার্থতা প্রতিপাদন।	
২০	মুনিবর দেবস্থানের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য প্রেরণা দান	৫৮৬১
২১	দেবস্থান মুনিকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে উত্তম ধর্ম ও যজ্ঞাদি করিবার উপদেশ দান	
২২	ক্ষত্রিয় ধর্মের প্রশংসা করিতে করিতে অর্জুন কর্তৃক পুনরায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দান	৫৮৬৩
২৩	মন্ত্র ও নিমিত্তের উপাখ্যান শুনাইতে শুনাইতে ব্যাসদেব কর্তৃক রাজা শুদ্ধাত্মের পক্ষ অবলম্বনের মহত্ত্ব বর্ণন এবং রাজধর্মেই দৃঢ়ভাবে অবস্থান করিবার জন্য আদেশ দান	৫৮৬৬
২৪	রাজা ইক্ষ্বাকুর কথা শুনাইয়া ব্যাসদেব কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে রাজোচিত কর্তব্য পালন করিতে উপদেশ দান।	৫৮৭০
২৫	দেবস্থিতের উপদেশযুক্ত রাজা উশনস উল্লেখ করিয়া ব্যাসদেবের যুধিষ্ঠিরকে বুঝাইবার চেষ্টা।	
২৬	যুধিষ্ঠির কর্তৃক ধনদানের মহত্ত্বের প্রতিপাদন। শোকসন্তপ্ত যুধিষ্ঠিরকে স্নেহত্যাগ করিতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ করত ব্যাসদেব কর্তৃক প্রবোধ দান।	৫৮৭১
২৮	অম্বরীষ ও নহুষের সংবাদের কথা উল্লেখ করিয়া প্রারব্ধের প্রবলতার কথা বলিতে বলিতে ব্যাসদেব কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দান।	৫৮৮৩

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
২৯	শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নারদ-সমক্ষে সংবাদপ্রসঙ্গে ষোড়শ সংখ্যক রাজার উপাখ্যান শুনাইয়া যুধিষ্ঠিরের শোক নিবারণের উদ্যোগ।	৫৮৮৪
৩০	ব্যাসদেব নারদ ও পর্বতের উপাখ্যান।	৫৯০৩
৩১	সুবর্ণষ্ঠীবীর জন্ম-মৃত্যু ও পুনর্জীবন বৃত্তান্ত কথন।	৫৯০৬
৩২	ব্যাসদেবকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দান।	৫৯০৯
৩৩	যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দান করিতে করিতে ব্যাসদেব কর্তৃক কালের প্রাবল্য বর্ণন এবং মেধাবীর-সংবাদের উদাহরণ দিয়া যুধিষ্ঠিরের স্বজনের ঔচিত্য প্রতিপাদন পূর্বক প্রায়শ্চিত্ত করিতে উপদেশ দান।	
৩৪	কর্তব্য ও অকর্তব্যরূপে কর্মসকলের বিভাগ পূর্বক "কর্মের দ্বারা প্রায়শ্চিত্তভাগী এবং কোন্ কর্মের দ্বারা প্রায়শ্চিত্তভাগী হইতে হয় না" ইহার বিবেচনা।	
৩৫	পাপকর্মসমূহের প্রায়শ্চিত্ত বর্ণন	
৩৬	বহুকথিত ধর্মশাস্ত্রসমূহের তুল্যতুল্য ও পাত্রাপাত্র বিচার।	৫৯১১
৩৭	মহারাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তিনাপুরে প্রবেশ।	৫৯১৫
৩৮	নগরে প্রবেশ করিবার সময়ে নগরবাসী ও ব্রাহ্মণগণের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরের সৎকার ও তাঁহার নিন্দাকারী চার্বাককিঙ্করকে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বিনাশ।	৫৯১৮
৩৯	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক চার্বাকের সত্য বরদানের বর্ণন।	৫৯৩১
৪০	যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক।	৫৯৩৮
৪১	ধৃতরাষ্ট্রের অধীনে থাকিয়া রাজ্য পরিচালনা করিবার জন্য রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে বিভিন্ন কার্যে নিযুক্তি।	
৪২	রাজা যুধিষ্ঠির ও ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক যুদ্ধে নিহত জ্ঞাতি-বন্ধুগণ এবং অন্যান্য রাজাদের জন্য শ্রাদ্ধ করণকরণ।	৫৯৪৪
৪৩	যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি	৫৯৫৭
৪৪	মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ভবনে ভীম-সেনাদি ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ ও বিশ্রাম।	৫৯৬৪
৪৫	যুধিষ্ঠির কর্তৃক ব্রাহ্মণগণ ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগের সৎকার, তাঁহাদিগকে বিবিধ বস্তু দান এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন পূর্বক তাঁহার স্তুতি করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।	
৪৬	যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভীষ্মের প্রশংসা ও তাঁহার নিকট যাইবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে আদেশ দান।	৫৯৭২
৪৭	ভীষ্ম কর্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি শ্রবণকরণ।	
৪৮	পরশুরাম কর্তৃক ক্ষত্রিয়-সংহার বিষয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন।	
৪৯	পরশুরামের উপাখ্যানে ক্ষত্রিয়দিগের পুনরায় উৎপত্তি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভীষ্মের কুল ও প্রভাবসমূহের বিস্তার সহকারে বর্ণন ভীষ্ম কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং ভীষ্ম প্রশংসা করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যুধিষ্ঠিরকে ধর্মোপদেশ দান করিতে তাঁহার প্রতি নির্দেশ দান। ভীষ্ম কর্তৃক নিজের অসামর্থ্য প্রকাশ, তাঁহাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বরদান এবং অন্ত সময়ে আসিবার জন্য পাণ্ডব ও ঋষিদিগকে বিজ্ঞাপিত করিয়া সকলের নিজ নিজ স্থানে গমন।	
৫০	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রাতঃকৃত্য এবং সাত্যকির দ্বারা সংবাদ পাইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠিরের শ্রীকৃষ্ণসহ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন।	
৫১	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মের কথোপকথন	
৫২	যুধিষ্ঠিরের ভগবর্ণন পূর্বক তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে ভীষ্মের আদেশ দান, তাঁহার ভীতি ও লজ্জার কারণ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উল্লেখ এবং ভীষ্মের আশ্বাস পাইয়া তাঁহার নিকট যুধিষ্ঠিরের গমন	
৫৩	যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনায় ভীষ্মকর্তৃক রাজধর্মের বর্ণন, রাজাদের পুরুষার্থ ও সত্যের আবশ্যকতা, ব্রাহ্মণগণের অবধ্যতা, রাজগণের পরিবাদ ও মৃত্যু হইতে উদ্ধৃত হোম বর্ণন। রাজার যথোচিত নীতিপূর্ণ ব্যবহার বর্ণন	
৫৪	ভীষ্ম কর্তৃক সংক্ষেপে রাজধর্ম বর্ণন।	৫৯৮৬
৫৫	প্রজার নীতিপাশ এবং রাজা পৃথুর চরিত্র বর্ণন।	৫৯৮৯
৫৬	বর্ণ ধর্মবর্ণন।	৬০০০
৫৭	আশ্রম ধর্ম বর্ণন।	৬০০৪
৫৮	ব্রাহ্মণ ধর্ম ও কর্তব্যাপালনের মহত্ত্ব বর্ণন।	৬০০৬
৫৯	বর্ণাশ্রমধর্মের বর্ণন ও রাজধর্ম শ্রেষ্ঠতার প্রতিপাদন।	৬০০৮

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
৭১	রাজধর্মের শ্রেষ্ঠতা বর্ণন, এই বিষয়ে ইন্দ্রকশ্যপসংবাদী বিষ্ণু ও বাহ্বাতার সংবাদ কথন	
৭২	ইন্দ্রকশ্যপসংবাদী বিষ্ণু ও বাহ্বাতার বৃত্তান্তকথন।	
৭৩	রাজধর্ম পালনের দ্বারা রাষ্ট্রটি আশ্রমের ফললাভ কথন। রাজ্যের রক্ষা ও সার্বিক উন্নতির জন্য যা প্রয়োজন কথন	
৭৪	বসুধনা ও আত্মিরসের বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া রাজার অবস্থানে প্রজাগণের ক্ষতি এবং রাজার বিদ্যমানে তাহাদের লাভ বর্ণন রাজার প্রধান কর্তব্যসকল ও রক্ষনীতির দ্বারা দুর্গ-নির্মাণের বর্ণন। রাজার ইহলোক ও পরলোকে বর্ণাশ্রমানুযায়ক চরিত্র প্রজার গুণসকলের বর্ণন বর্ণানুসারে প্রজাগণকে পালন করাই রাজার ধর্ম ইহাই প্রতিপাদ্য। রাজার সদাচারী ও জ্ঞানী পুরোহিতের আবশ্যকতা এবং প্রজাপালন ধর্মের বর্ণন	
৭৫	বিদ্বান্ সদাচারী পুরোহিতের প্রয়োজনীয়তা, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধ থাকায় লাভবিষয়ে রাজা পুরন্দরের উপাখ্যান।	৬০৪৪
	ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মৈত্রীতে লাভের প্রতিপাদনকারী মুচুকুন্দের উপাখ্যান	৬০৪৯
৭৫	রাজার কর্তব্য বর্ণন, রাজ্য হইতে বৃষ্টিবৈষম্য এবং ভীষ কর্তৃক পুনরায় রাজ্যের মহিমা বর্ণন।	
৭৬	উত্তম অধম ব্রাহ্মণগণের সহিত রাজার ব্যবহার। ক্ষেমদর্শী ও রাক্ষসের উপাখ্যান এবং ক্ষেম রাজ্যের শ্রেষ্ঠত্ব কথন।	৬০৫৭
৭৮	আপৎকালে ব্রাহ্মণ বৈশ্যবৃত্তি দ্বারাও জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন ইহা নির্দেশ, ব্রহ্মধনের নিকট হইতে নিজেকে ও অন্য সকলকে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্রগ্রহণে সকলেরই অধিকার আছে—ইহা কথন এবং ব্রাহ্মণের সমান যোগ্যতা বর্ণন।	৬০৬০
৭৯	পুরোহিতের লক্ষণ, যজ্ঞ ও দক্ষিণার মহত্ত্ব এবং তপস্যার শ্রেষ্ঠতার বর্ণন।	৬০৬৪

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
৮০	রাজার বিত্ত ও অমিত্রগণের বর্ণন এবং তাঁহাদের সহিত রাজার নীতিযুক্ত ব্যবহার ও অন্যান্য লক্ষণ-সমূহের কথন এক্ষণে বনবাসকারী বহু জাতিজনের মধ্যে সঙ্ঘভেদ উপস্থিত হইলে পর মুখ্যপ্রধান সঙ্ঘপতির কি করা উচিত—ইহাই বলিবার জন্য ঐতিহ্য ও নারদের সংবাদ বর্ণন।	৬০৭০
	মন্ত্রীদের পরীক্ষা বিষয়ে রাজা ও রাজপুরুষগণের নিকট হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য সতর্কতা অবলম্বন-সম্বন্ধে কালকবৃক্ষীয় মুনির উপাখ্যান।	৬০৭৩
৮১	সভাসৎ-প্রভৃতিগণের লক্ষণকথন, গুপ্ত মন্ত্রণা স্থানে অধিকারী ও অনধিকারীদিগের নিরূপণ এবং মন্ত্র বিস্রংসনের যন্ত্রণার স্থান বর্ণন।	
৮২	মধুর বাক্যের মহিমা কথন।	
৮৩	রাজার ব্যবহারিক নীতি, মন্ত্রীমণ্ডলী সংগঠন, দণ্ডের ঔচিত্য ও মৃদু রাজপাল হিংসোদ্যত মন্ত্রি-সেনাপতিগণের গুণসকল—ইহাই বর্ণন।	
৮৬	রাজার নিবাসযোগ্য নগর বর্ণন, দুর্গনিরূপণ এবং রাজার প্রজাপালন সম্বন্ধীয় ব্যবহার কথন ও তপস্বিগণকে সম্মান করিতে নির্দেশ	
৮৭	রাজ্যের সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের উপায় কথন।	
৮৮	প্রজাগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ ও ধনসংগ্রহের উপায় কথন।	৬০৯৪
	রাজার কর্তব্য বর্ণন।	৬০৯৭
	রাষ্ট্রভাতকে উত্তঙ্কের উপদেশ—রাজার পক্ষে ধর্ম-পালনের আবশ্যকতা।	৬০৯৯
	উত্তঙ্কের উপদেশে ধর্মাচরণের মহত্ত্ব এবং রাজত্বের বর্ণন।	৬১০৩
	ধর্মানুসারে রাজার আচার বিষয়ে রাজা বসুমনাকে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ দান।	
৯০	ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক রাজোচিত ব্যবহারসকলের বর্ণন।	৬১১০
৯১	যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশে রাজা ও রাজ্যের পক্ষে কল্যাণকর মার্গের বর্ণন।	৬১১৩
৯২	বিশ্বাসঘাতী রাজার ধর্মানুকূল ব্যবহার ও যুদ্ধ-নীতির বর্ণন।	৬১১৬

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
৯৬	রাজার ছলনাহীন ধর্মযুক্ত ব্যবহারের প্রশংসা।	৬১১৭
৯৭	বীরদের কর্ত্তিগণের কর্ত্তব্য, তাঁহাদের আত্মস্তুতি এবং সদ্‌গতি বর্ণন।	
৯৮	ইন্দ্র ও অষ্টকীদের সংবাদে নদী এবং যজ্ঞের রূপ-সকলের বর্ণন এবং সমরাঙ্গণে যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যুবরণকারী যোদ্ধাগণের উত্তম লোকসকল প্রাপ্তি কথন।	৬১২৩
৯৯	বীরগণের স্বর্গপ্রাপ্তি ও কাপুরুষগণের নরকপ্রাপ্তি বিষয়ে বিদিশেদের জনকের ইতিহাস বর্ণন। সৈন্য সঞ্চালনের রীতি-নীতি বর্ণন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের যোদ্ধাগণের স্বভাব, রূপ, বল, আচরণ ও লক্ষণসমূহ বর্ণন বিজয়সূচক শুভাশুভ লক্ষণসমূহ নিরূপণ, উৎসাহী বলবান্ সৈন্যদের বর্ণন এবং রাজার যুদ্ধসম্বন্ধীয় নীতি কথন।	৬১৩৮
১০০	শত্রুকে বশীভূত করিবার জন্য রাজার কোন্ নীতিতে কার্য্য করা উচিত এবং যুদ্ধগণকে কিভাবে জানিতে পারা যাইবে—এ বিষয়ে ইন্দ্র ও বৃহস্পতির সংবাদ বর্ণন।	৬১৪২
১০১	রাজা, ধন ও সৈন্যপ্রভৃতি হইতে বঞ্চিত অসহায় রাজা ক্ষেমদর্শীর প্রতি কালকবৃক্ষীয় মুনির বৈরাগ্য-পূর্ণ উপদেশ।	
১০২	কালকবৃক্ষীয় মুনিকর্ত্তৃক কথিত রাজ্যপ্রাপ্তির বিভিন্ন উপায় বর্ণন।	
১০৩	কালকবৃক্ষীয় মুনিকর্ত্তৃক বিদেহরাজ ও কোশল-রাজকুমারের মধ্যে মিলন এবং কোশলরাজকে বিদেহরাজের নিজের আখ্যাতাপে গ্রহণ।	৬১৫৩
	গণতন্ত্র রাজ্যের বর্ণন এবং তাহার নীতি	৬১৫৭
১০৮	রাজা-শিক্ষা ও গুরুসেবার মহত্ত্ব কথন	৬১৬০
১০৯	সত্য-অসত্যের বিচার, ধর্ম্মের লক্ষণ এবং ব্যবহারিক নীতির বর্ণনা	৬১৬৩
	সদাচার ও ঈশ্বরভক্তি প্রভৃতিকে দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার উপায়রূপে নির্দ্ধারণ।	৬১৬৬
	মানুষের স্বভাবের পরিচয় প্রদানকারী ব্যাধ ও শৃগালের কথা বর্ণন।	
১১২	কোন এক জলচর উটের আলস্যের দুঃখপ্রদান ও রাজার কর্ত্তব্য বর্ণন।	৬১৭৬

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
১১৩	শক্তিশালী শত্রুর নিকটে বেতসের ন্যায় নতি স্বীকার দ্বারা প্রাণে উপদেশ দানের জন্য নদীসকলের সহিত সাগরের উপাখ্যান বর্ণনা।	৬১৭৮
১১৪	দুই বন্ধুগণের দ্বারা কৃত নিন্দা সহ্য করিলে লাভ কথন রাজা এবং রাজসেবকগণের আবশ্যক গুণাবলি নিরূপণ	৬১৮০
১১৬	সজ্জনগণের চরিত্রবিষয়ে দৃষ্টান্তরূপে এক মহর্ষি ও কুকুরের বৃত্তান্ত বর্ণন	৬১৮৪
১১৭	কুকুর হইতে শরভযোনিতে গমন করত পুনরায় কৃষিধাপে কুকুর-যোনিতে প্রত্যাবর্ত্তন।	৬১৮৬
১১৮	রাজা, তাঁহার সেবক, সচিব ও সেনাপতি প্রভৃতি এবং উহার গুণসকলের বর্ণন এবং উহা হইতে লাভের বিষয় নিরূপণ।	৬১৮৯
১১৯	রাজা পরিচালনা বিষয়ে রাজার কর্ত্তব্য বর্ণন।	৬১৯১
১২০	রাজধর্ম্মের সারবর্ণন।	৬১৯৪
	মন্ত্রের লক্ষণ, নাম, লক্ষণ, প্রভাব এবং প্রয়োগের বর্ণন।	৬১৯৫
	মন্ত্রের উৎপত্তি এবং ঋষিদের উপর উহার ন্যস্ত হইবার পূর্ব্ব পরম্পরা বর্ণন	৬১৯৪
১২৩	জিহ্বর্গৌর বিচার এবং পাপের জন্য পদচ্যুত রাজার পুনরুত্থান-বিষয়ে আবর্ত্তিন ও কামন্দকের বৃত্তান্ত বর্ণন।	৬২০৯
	ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের বৃত্তান্ত-প্রসঙ্গে দৈবের প্রভাব, দৈবের অভাবে ধর্ম, সত্য, সদাচার, বল এবং লক্ষ্মীরও অভাবের বিষয় বর্ণন	৬২১২
১২৫	মুদ্গিলের আশাবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে রাজা হৃষিজ ও ঋষভ নামক ঋষির ইতিহাস আরম্ভ, এই প্রসঙ্গে মৃগের পশ্চাতে রাজা হৃষিজের ধাবন।	
১২৬	মৃগের অন্বেষণ করিতে করিতে রাজা হৃষিজের তপস্বী মুনিগণের আশ্রমে গমন ও তাঁহাদের নিকট আশাবিষয়ক প্রশ্ন।	
১২৭	ঋষভ কর্ত্তৃক রাজা হৃষিজের নিকটে বীরদ্যুম্ন ও তণ্ডমুনির বৃত্তান্ত কথন	৬২২৯
১২৮	রাজা বীরদ্যুম্নের নিকট তণ্ডমুনি কর্ত্তৃক আশার স্বরূপ কথন এবং ঋষভের উপদেশে রাজা হৃষিজের আশা পরিত্যাগ।	৬২২৪

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
১২৯	ধন ও সৌভাগ্যের দুরাশা বর্ণন	৬১২৭
১৩০	আপদ্‌কালীন রাজার ধর্ম বর্ণন	৬১২৮
	(আপদ্ধর্মপর্ব ।)	
	বিপদাপন্ন রাজার কর্তব্য বর্ণন ।	
	ব্রাহ্মণ ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের ধর্মকথন এবং ধর্মের সূক্ষ্মগতি নিরূপণ	৬১৩৫
১৩৩	রাজার পক্ষে বেদাধ্যয়নের আবশ্যকতা, বর্ণাশ্রম স্থাপন ও অধর্মাচারপূর্ব দস্যুবৃত্তির নিন্দা	
১৩৪	ধর্মের মহত্ত্ব ও পাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত কথন	৬১৩৯
	মর্মাঘাতোপজীবী সম্বন্ধে বর্ণন	
১৩৫	রাজা কাহার ধন গ্রহণ করিবেন এবং কাহার ধন গ্রহণ করিবেন না ও কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন—তাহার বিচার ।	
	তাবী সঙ্কট হইতে সাবধানে থাকিবার জন্য দূরদর্শী, তৎকালজ্ঞ এবং লোলুপজ্ঞী—এই তিন মৎস্যের দৃষ্টান্ত উপন্যাসে।	
১৩৬	শত্রু-পরিবেষ্টিত রাজার কর্তব্য বিষয়ে বিড়াল ও ইঁদুরের উপাখ্যান	৬১৫৬
১৩৭	শত্রুর নিকট হইতে সর্বদা সাবধানতা অবলম্বন বিষয়ে রাজা ব্রহ্মদত্ত ও পূজনীয় সংবাদ বর্ণন ।	৬১৬৪
	জাবালি ঋষি কর্তৃক সৌরাষ্ট্র দেশের রাজা শত্রুঞ্জয়কে কূটনীতির উপদেশ দান ।	৬১৭৩
১৩৯	ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ সঙ্কটকালে কিভাবে জীবন ধারণ করিবেন - এবিষয়ে বিশাখিল মুনি এবং চাণ্ডালের সংবাদ বর্ণন	৬১৮০
	আপৎকালে রাজার ধর্ম নিশ্চয় এবং ব্রাহ্মণগণের সেবা করিবার উপদেশ ।	৬১৯০
১৪০	শরণাগতকে রক্ষা করিবার বিষয়ে এক ব্যাধ ও কপোত-কপোতীর সংবাদে আরম্ভ এবং এই প্রসঙ্গে শ্রীমে পীড়িত হইয়া এক ব্যাধের কোন এক বৃক্ষের তলায় যাইয়া শয়ন ।	৬১৯৪
১৪১	পাখীরা কর্তৃক নিজের ভাষায় তাদের এবং পতিব্রতা স্ত্রীর প্রশংসা ।	৬২০৭
১৪২	কপোতী কর্তৃক কপোতের নিকট শরণাগত ব্যাধের সেবার জন্য প্রার্থনা ।	৬২১১
১৪৩	কপোতকর্তৃক অতিথি সৎকার এবং নিজের দেহকে ব্যাধের জন্য পরিত্যাগে	৬২১৫
১৪৪	ব্যাধের বৈরাগ্য ।	৬২৩২
১৪৫	কপোতীর বিলাপ ও অগ্নিতে প্রবেশ এবং তাহাদের উভয়ের স্বর্গলোক প্রাপ্তি ।	৬২৩৩
১৪৬	ব্যাধের স্বর্গলোক প্রাপ্তি	৬২৩৫
১৪৭	ঔশ্রোত মুনি কর্তৃক জনমেজয়কে তিরস্কার	৬২৩৭
	ভ্রাতৃহত্যার অপরাধে অপরাধী জনমেজয় কর্তৃক ঔশ্রোত মুনির যজ্ঞ গ্রহণ এবং ব্রাহ্মণ-দ্রোহ না করিতে প্রতিজ্ঞা করাইয়া ঔশ্রোত মুনি কর্তৃক তাহাকে শরণদান ।	৬২৩৯
	ঔশ্রোত মুনির ধর্মোপদেশে জনমেজয়ের অশ্বমেধের যজ্ঞানুষ্ঠান এবং নিষ্পাপ রাজা জনমেজয়ের পুনরায় স্বীয় রাজ্যে প্রবেশ	৬২৫১
১৪৮	মৃত্যুর পুনর্জীবন প্রাপ্তিবিষয়ে এক ব্রাহ্মণ বালকের জীবন লাভের কথা . সে বিষয়ে গৃধ্র ও শৃগালের বুদ্ধিমত্তা ।	৬২৬৫
১৪৯	নারদ কর্তৃক শাল্মলি বৃক্ষের নিকটে তাহার প্রশংসা পূর্বক প্রশ্ন .	
১৫০	শাল্মলিবৃক্ষের অবজ্ঞায় ক্রুদ্ধা তাহাকে নারদের তিরস্কার ।	
১৫৬	নারদের বাক্য শ্রবণ করত বায়ু কর্তৃক শাল্মলির তিরস্কার এবং বায়ুকে তিরস্কারকারী শাল্মলির চিন্তা ।	৬২৭৯
	শাল্মলির পরাজয় স্বীকার এবং বলবানের সহিত শত্রুতা না করিবার উপদেশ দান ।	৬২৮০
১৫৮	সমস্ত অনর্থের কারণ লোভ—ইহা বলিয়া তাহার দ্বারা উৎপন্ন বিভিন্ন পাপসমূহের বর্ণন এবং শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণের লক্ষণ নিরূপণ ।	৬২৮৫
১৫৯	অজ্ঞান ও লোভ এই উভয়ের সমতাপ্রতিপাদন এবং এই উভয়কেই সমস্ত দোষের কারণ নিরূপণ ।	৬৩০৫
১৬০	ধন ও ঐশ্বিকগণের সংবরণ ধর্মের মাহাত্ম্যবর্ণন	৬৩৩৬
১৬১	অসূয়ার মহিমা বর্ণন ।	৬৩৩৯
১৬২	সত্যের লক্ষণ, স্বরূপ ও মহিমাবর্ণন ।	৬৩৪১

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
১৬৩	কাম-ক্রোধাদি রিপুদমন প্রকার লোকসমূহের নিরূপণ এবং উহাদের নাশের উপায় বর্ণন।	৬৩৪৩
১৬৪	নৃসংস অর্থাৎ অত্যন্ত নীচ পুরুষের লক্ষণ বর্ণন।	৬৩৪৫
১৬৫	নারায়ণীয় পাপ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত বর্ণন।	৬৩৪৬
১৬৬	যজ্ঞের উৎপত্তি এবং প্রাপ্তিবিধি বর্ণন।	৬৩৫৩
১৬৭	ধর্ম, অর্থ ও কামের বিষয়ে বিদুর এবং পাণ্ডবগণের পৃথক্ পৃথক্ অভিমত বর্ণন এবং শেষে যুধিষ্ঠিরের তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন।	
১৬৮	শক্তি কহিয়াই যোগ্য ও অযোগ্য পুরুষের লক্ষণ বর্ণন এবং কৃতঘ্ন সৌভদ্রের কথা আরম্ভ	
১৬৯	সমুদ্রের দিকে সৌভদ্রের প্রস্থান এবং সন্ধ্যার সময় এক দিবা যক্ষপত্নীর গৃহে আতিথ্যগ্রহণ ব্রাহ্মণধর্মকর্তৃক সৌভদ্রের অতিথি সৎকার এবং ব্রাহ্মণরাজ বিরূপাক্ষের ভবনে তাঁহার প্রবেশ। ব্রাহ্মণরাজের নিকট হইতে সুবর্ণরাশি লইয়া সৌভদ্রের প্রত্যাবর্তন এবং নিজের মিত্র বলিয়া যে কতিপয় ব্যক্তির মৃদু অভিপ্রায় মনে লোকন করা কৃতঘ্ন সৌভদ্রকর্তৃক মিত্র ব্রাহ্মণধর্মের বধ, ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সৌভদ্রের বিনাশ এবং কৃতঘ্নের দারুণ অবস্থা বলিয়া নিরূপণ।	৬৪১৮
১৭০	ব্রাহ্মণধর্মা ও সৌভদ্রের পুনরায় জীবনলাভ।	৬৪৭৯
	(মোক্ষধর্মপর্ব।)	
১৭১	শোকাকুলচিত্ত ব্যক্তির শান্তির জন্য ব্রাহ্মা দেবর্ষি ও ব্রাহ্মণের সংবাদ-বর্ণন।	৬৫৮১
১৭২	আত্মকল্যাণকামী ব্যক্তির কর্তব্য সম্পর্কে পিতা-পুত্রের কথোপকথন দ্বারা জ্ঞানোপদেশ।	
১৭৩	ত্যাগের মহিমা সম্পর্কে সম্পাকনামক ব্রাহ্মণের উপদেশ।	৬৬৮৯
১৭৪	রাজর্ষীতা ধনকৃষ্ণার দুঃখ এবং ধনকামনা ত্যাগে সুখ।	৬৭২১
১৭৫	জনকের উক্তি এবং রাজা যযাতির প্রশ্নের উত্তরে যোগ্যগীতা।	৬৭২৪
১৭৬	প্রহ্লাদ ও অবধূতের কথা -আত্মপ্রবৃত্তির প্রশংসা।	৬৭৩৬
১৭৭	সদ্বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া আত্মহত্যাদি পাপকর্ম হইতে নিবৃত্তি করা বিষয়ে কাশ্যপ-ব্রাহ্মণের প্রতি পুরন্দরূপী ইন্দ্রের উপদেশ।	৬৭৫৭
১৭৮	শুভাশুভ কর্মসমূহের ফল কর্তাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে—ইহা নিরূপণ।	৬৭৫৪

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
১৭৯	কৃত ও ত্রেতাযুগের সংযোগে জগতের উৎপত্তি এবং বিভিন্ন তত্ত্বসমূহের বর্ণন। আকাশ হইতে অন্য চারিপ্রকার ভূত প্রাণীর উৎপত্তি-বর্ণন।	৬৫০৯
১৮০	পঞ্চ মহাভূতগণের গুণসমূহের বিস্তার পূর্বক বর্ণন।	৬৫১১
১৮১	শরীরের মধ্যে ঊষ্মবায়ু এবং প্রাণ-অপানাদি বায়ুর অবস্থিতি প্রভৃতি বর্ণন	৬৫১৪
১৮২	জীবের সত্তার উপর নানাপ্রকার যুক্তির দ্বারা সত্তা উপস্থাপন।	৬৫১৬
	জীবের সত্তা ও নিত্যতা যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন।	৬৫১৮
১৮৩	বর্ণবিভাগপূর্বক মনুষ্যগণের ও সমস্ত প্রাণীদিগের উৎপত্তিবর্ণন	
১৮৪	চারিবর্ণের পৃথক্ পৃথক্ কর্মসমূহ ও সদাচার বর্ণন এবং বৈরাগ্যের দ্বারা পরম ব্রহ্মের প্রাপ্তিকথন।	৬৫২৩
	সত্যের মহিমা বর্ণন, অসত্যের দোষ-কথন এবং ইহলোকে ও পরলোকে সুখ দুঃখের বিচার।	৬৫২৫
	ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য আশ্রম বর্ণনবর্ণন।	৬৫২৭
	বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসধর্ম বর্ণন, হিমালয়ের উত্তরপার্শ্বে স্থিত উৎকৃষ্ট লোকের বিলক্ষণতা ও মহত্ত্ব প্রতিপাদন এবং কৃত-ত্রেতাযুগ-সংযোগের উপসংহার।	৬৫৩০
১৮৫	ফলসহ মিষ্টান্নের বর্ণন, পাপ গোপন করিলে হানি এবং ধর্মের প্রশংসা।	৬৫৩৩
১৮৬	অধ্যাত্মজ্ঞানের নিরূপণ।	৬৫৩৬
১৮৭	ধ্যানযোগ বর্ণন।	৬৫৩৯
১৮৮	জপ-যজ্ঞবিষয়ে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন, তাহার উত্তরে জপ ও ধ্যানের মহিমাকথন এবং তাহার ফলবর্ণন।	৬৫৪৪
	ঐ পাপের মধ্যে ঘোর আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহার নরকপ্রাপ্তি বর্ণন।	৬৫৪৬
১৮৯	পরমাত্মসাক্ষাৎকারের অধিকারী ব্রাহ্মণের পক্ষে দেবলোকও নরকতুল্য বলিয়া প্রতিপাদন।	৬৫৪৭
১৯০	জাপক ব্রাহ্মণকে সাবিত্রীদেবীর বরদান, তাঁহার নিকট মৃত্যু ও কালপ্রকৃতির আগমন, রাজা ইক্ষ্বাকু ও জাপক ব্রাহ্মণের সংবাদ, সত্যের মহিমা-কথন এবং জাপকের পরমগতি বর্ণন।	
	জাপক ব্রাহ্মণ ও রাজা ইক্ষ্বাকুর উত্তরগতি বর্ণন এবং জাপকের সত্য ফলের উৎকৃষ্টতা কথন।	৬৫৬১

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
২০১	বৃহস্পতির প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য কামনা ত্যাগ ও জ্ঞানের প্রশংসা এবং পরমাত্মাতত্ত্ব নিরূপণ	
২০৩	শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি হইতে অতিরিক্ত আত্মার নিত্য সত্তা প্রতিপাদন।	
২০৪	জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের উপায় ও মহত্ত্বকথন	৬১৭১
২০৫	পরব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় কথন	৬১৭৬
২০৬	পরমাত্মতত্ত্ব নিরূপণ যাজ্ঞ-বৃহস্পতিসংবাদ-সমাপ্তি	৬১৭৮
	ঐতরেয় হইতে সম্পূর্ণ জগতের উৎপত্তি এবং তাঁহার মহিমা বর্ণন।	
২০৮	ব্রহ্মার পুত্র মরীচিপ্রভৃতি প্রজাপতিগণের বাস এবং প্রত্যেক দিকে নিবাসকারী মহর্ষিগণের কথা বর্ণন	৬১৮৭
২০৯	যজ্ঞারম্ভে আবির্ভূত ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকর্তৃক দেবগণের রক্ষা, দানবগণের বিনাশ, মাংসকে অভক্ষ্যবস্তু ঘোষের উপদেশ এবং মাংসকর্তৃক ভগবানের স্তুতি।	
	শুকনিষ্ঠা-সংবাদ উপলক্ষে ঐতরেয়বিষয়ক অধ্যাত্মতত্ত্বের বর্ণন।	৬২০০
২১১	সংসারচক্র ও জীবাত্মার স্থিতি বর্ণন	৬২০৪
২১২	বিবিধ আচরণ ত্যাগ, সত্ত্ব, রজ ও তমের কার্য্য এবং পরিণাম কথন, সদ্গুরু আশ্রয়ের উপদেশ দান।	৬২০৬
২১৩	জীবোৎপত্তির বর্ণনাপ্রসঙ্গে দোষ ও বন্ধনসমূহ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বিষয়াসক্তি ত্যাগের উপদেশ।	৬২০৯
২১৪	অজ্ঞতা ও বৈরাগ্য হইতে মুক্তিলাভ।	৬২১১
২১৫	আসক্তি ত্যাগ করত সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য প্রযত্ন করিবার উপদেশ দান।	৬২১৪
২১৬	স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার মনের স্থিতি এবং তাপত্রয়ের ক্ষয়ের প্রাপ্তির উপায় বর্ণন।	৬২১৬
	সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা, সূত্রবর্ণ, প্রকৃতি ও পুরুষ (জীবাত্মা)—এই চারি প্রকার জ্ঞানে বুদ্ধিকথন এবং পরমাত্মা প্রাপ্তির অন্যবিধ উপায় বর্ণন।	৬২১৯
২১৮	রাজা জনকের রাজসভায় পঞ্চশিখের আগমন এবং তাঁহার দ্বারা নাস্তিক-মত নিরাকরণ পূর্ব্বক শরীর হইতে ভিন্ন আত্মার নিত্য সত্তা প্রতিপাদন	৬২২১
	পঞ্চশিখের দ্বারা মোক্ষতত্ত্বের আলোচনা, ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক হিরণ্যগর্ভ জনকরূপী জনকের পরীক্ষা এবং তাঁহাকে বরদান।	৬২২৮
	শ্রেয়স্কেতু ও সুধন্বার বিবাদ, এই দুই পতি-পত্নীর অধ্যাত্মবিষয়ক সংবাদ, সাধ্বী দ্বয় প্রতিপালন করিতে করিতে তাঁহাদের উভয়েরই পরমাত্মা লাভ প্রাপ্তি এবং দ্বয়ের মহিমাবর্ণন।	
	ব্রত, তপ, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্য এবং অতিথি সেবা প্রভৃতির বিচার ও যজ্ঞাদিই অমৃতভোজনকারীদিগের উত্তম গতি প্রাপ্তি কথন।	৬২৪৫
	সনৎকুমার কর্তৃক ঋষিগণকে ভগবৎস্বরূপের উপদেশ প্রদান।	৬২৪৭
২১৯	ইন্দ্র-বলির সংবাদ ইন্দ্রের আক্ষেপযুক্ত বাক্যের উত্তরে বলির কঠোর তাড়নাদান।	৬২৫৪
	বলি ও ইন্দ্রের সংবাদ, বলিকর্তৃক ব্রাহ্মণের প্রভাবতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক ইন্দ্রকে তিরস্কার	৬২৫৭
	ইন্দ্র ও লক্ষ্মীর সংবাদ এবং বলিকে ত্যাগ করিয়া আগত লক্ষ্মীকে ইন্দ্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠা।	৬২৬১
২২৬	ইন্দ্র ও নমুচির সংবাদ বর্ণন	৬২৬৬
	ইন্দ্র ও বলির সংবাদ কাল ও প্রারব্ধের মহিমা-কথন।	৬২৬৮
২২৮	দৈত্যকুলকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের নিকট লক্ষ্মীদেবীর আগমন এবং কোন্ পথ সদ্গুণের দ্বারা লক্ষ্মীর আগমন হয় ও কোন্ পথ দুর্গুণের দ্বারা তিনি চলিয়া যান, এই কথা সবিস্তারে বর্ণন।	৬২৭৮
২২৯	মৈত্রীবন্ধ মুনি কর্তৃক অনিত্য-দেহকে সদ্বস্তুবুদ্ধির উপদেশ।	৬২৮৬
২৩০	ঐতরেয় ও ঐরাবতের সংবাদ -নারদের মোক্ষপ্রিয়তার হেতুভূত গুণসমূহের বর্ণন।	৬২৮৮
	ভগদেবের প্রশ্ন এবং তাহার উত্তরে ব্যাসদেবকর্তৃক কালের স্বরূপকথন।	৬২৯০
	ব্যাসদেবকর্তৃক ভগদেবকে পরীর উৎপত্তিক্রম এবং যুগধর্ম্মসকলের উপদেশ।	৬২৯৩

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
২৩১	ব্রাহ্মপ্রলয় এবং মহাপ্রলয় বর্ণন।	৬৫২৭
২৩২	ব্রাহ্মণগণের কর্তব্য ও তাঁহাদিগকে প্রদত্ত দানের মহিমা বর্ণন।	৬৫৩৩
২৩৩	ব্রাহ্মণের কর্তব্য প্রতিপালন করত ব্যাসদেব কর্তৃক কালরূপ নদ উত্তীর্ণ হইবার উপায় কথন।	
২৩৪	জ্ঞানের সহায়ক যোগ, তাহার ফল ও সাত প্রকার ধারণা বর্ণন এবং সাংখ্য ও যোগানুসারে জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি কথন সৃষ্টির সমস্ত কার্যে বুদ্ধির প্রধানতা এবং প্রাণিগণের শ্রেষ্ঠতার তারতম্য বর্ণন।	
২৩৬	নানাবিধ ভূতগণের সমীক্ষা পূর্বক কর্মতত্ত্বের বিচার, যুগধর্ম বর্ণন এবং কালের মহত্ত্ব কথন।	
২৩৭	জ্ঞানের সাধন ও তাহার মহিমা কথন	
২৩৮	যোগের দ্বারা পরমাত্মার প্রাপ্তি বর্ণন।	
২৩৯	কর্ম ও জ্ঞানের পার্থক্য কথন এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বর্ণন।	৬৬১০
২৪০	আশ্রম-ধর্মের বর্ণ-বিশেষে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বর্ণন।	৬৬১৭
২৪১	ব্রাহ্মণগণকে উপলক্ষ্য করিয়া গার্হস্থ্য ধর্মের বর্ণন	৬৬১৫
২৪২	বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-আশ্রমের ধর্ম এবং মহিমা বর্ণন।	৬৬১৮
২৪৩	সন্ন্যাসীর আচরণ বর্ণন ও জ্ঞানী সন্ন্যাসীর প্রশংসা।	৬৬৩১
২৪৬	পরমাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন, তাঁহার দর্শনের উপায় কথন এবং উপদেশের পাত্র নির্ণয়	
২৪৭	মহাভূতাদি তত্ত্বসমূহের বিচার।	
২৪৮	বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা ও প্রকৃতি-পুরুষের বিচার।	
২৪৯	জ্ঞানের সাধন কথন ও জ্ঞানীর লক্ষণ ও মহিমা বর্ণন। পরমাত্মার প্রাপ্তির সাধন কথন, সংসার-নদী বর্ণন এবং জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথন।	৬৬৪১
২৫১	ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের লক্ষণ এবং পরব্রহ্ম প্রাপ্তি উপায় বর্ণন।	৬৬৫৫
২৫২	শরীরে পঞ্চ ভূতসকলের কার্য্য ও গুণসমূহের পরিচয়।	৬৬৫৮
২৫৩	স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর হইতে ভিন্ন জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে যোগের দ্বারা সাক্ষাৎকার করিবার প্রকার বর্ণন।	৬৬৬৯
২৫৪	কামরূপী অদ্ভুত বৃক্ষের বর্ণন, উহা ছেদন করত বুদ্ধিনাশের উপায় কথন এবং নরীরূপী নদের বর্ণন।	৬৬৭১

	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
	পঞ্চকৃত এবং মন ও বুদ্ধির গুণসকলের বর্ণন	৬৬৭২
২৫৬	যুধিষ্ঠিরের মৃত্যুবিষয়ক প্রশ্ন এবং নারদ কর্তৃক রাজা অকম্পনের বৃত্তান্ত কথন। মহাদেবের প্রার্থনায় ব্রহ্মা কর্তৃক নিজের রোষাগ্নির উপসংহার এবং মৃত্যুর উৎপত্তি কথন।	
২৫৮	মৃত্যুর তত্ত্বের আলোচনা এবং প্রজাপতির আজ্ঞায় প্রাণিগণকে সংহার করিবার কার্যে তাঁহার নীলাভ ধারণ।	
২৫৯	কর্মাবন্ধের কারণ নির্ণয় ধর্মের প্রাধান্যপ্রতিপাদনের উপর যুধিষ্ঠিরের সন্দেহ প্রকাশ কালজিৎ ঘোর তপস্বী, মৃত্যুকে জয়ান্তরে পক্ষিগণের রাজা নির্ণয়ে নিজের অভিমান ও অহঙ্কারনাশের নিমিত্ত তুলাধার বৈশ্যের নিকট গমন করা কালজিৎ ও তুলাধারের ধর্মবিষয়ে সংবাদ	
২৬৩	কালজিৎকে তুলাধারের আত্মযজ্ঞবিষয়ক ধর্মের উপদেশ দান।	৬৬৮৬
২৬৪	কালজিতে পক্ষিগণের উপদেশ।	৬৬৯০
২৬৫	রাজা বিচক্ষু কর্তৃক অহিংসা ধর্মের প্রশংসা।	৬৬৯৯
২৬৬	মহর্ষি গৌতম ও চিরকারীর উপাখ্যান দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়া কার্য করিবার প্রশংসা ব্রাহ্মণের ও সত্যবাদীর সংবাদ অহিংসা পুরুষের ব্রাহ্মণাদিরও শ্রেষ্ঠতা কথন।	
২৬৮	স্থাবরশ্মি ও কপিলের সংবাদ, স্থাবরশ্মি কর্তৃক যজ্ঞের অবশ্য কর্তব্যতা নিরূপণ।	
২৬৯	প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গ-বিষয়ে স্থাবরশ্মি এবং কপিলের সংবাদ বর্ণন। স্থাবরশ্মি ও কপিল সংবাদে চারি আশ্রমে উক্ত সাধনসমূহের দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি কথন।	৬৭১৪
	ধন ও কামভোগ অপেক্ষা ধর্ম এবং তপস্যার উৎকর্ষ কথন ও ব্রাহ্মণ তথা গুরুদারা যেরূপে কথা বর্ণন।	৬৭১৮
২৭২	যজ্ঞে হিংসার নিন্দা এবং অহিংসার প্রশংসা।	৬৭২৩
২৭৩	ধর্ম, অধর্ম, বৈরাগ্য ও মোক্ষবিষয়ে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন এবং ভীষ্ম কর্তৃক সেই সমের উত্তর দান।	৬৭২৫
২৭৪	মোক্ষের সাধন বর্ণন।	৬৭২৭

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
২৭৫	জীবাত্মার দেহাভিমান হইতে মুক্তিলাভ বিষয়ে নারদ এবং ঋষিগণ-দেবলের সংবাদ বর্ণন।	৬৭১৯
২৭৬	তৃষ্ণা পরিত্যাগ বিষয়ে মাণ্ডব্য মুনি ও জনকের সংবাদ কথন।	৬৭৩১
২৭৭	মহীর ও সংসারের অনিত্যতা কথন এবং আত্ম-কল্যাণাভিলাষী পুরুষের কর্তব্য নির্দেশ প্রসঙ্গে—পিতা-পুত্র সংবাদ।	
২৭৮	হারীতভূমি কর্তৃক প্রতিপাদিত সন্ন্যাসীর স্বভাব, আচার ও ধর্মফলের বর্ণনা।	
২৭৯	ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বর্ণন এবং এই বিষয়ে বৃদ্ধ-শুক-সংবাদ আরম্ভ।	৬৭৩৯
	সনৎকুমার কর্তৃক বৃদ্ধাসুরকে অধ্যাত্ম জ্ঞানের উপদেশ দান, তাঁহার পরম গতি লাভ এবং তাঁহার দ্বারা বৃত্রিষ্টের শঙ্কা নিরাকরণ।	৬৭৪১
	ইন্দ্র এবং বৃদ্ধাসুরের যুদ্ধ বর্ণন।	৬৭৪১
	বৃদ্ধাসুর বধ বর্ণন এবং উহা হইতে উদ্ভূত ব্রহ্ম-হত্যাকে ব্রহ্মাকর্তৃক চারিভাগে বিভাজন।	
২৮০	শিব কর্তৃক দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস, তাঁহার ক্রোধ হইতে জ্বরের উৎপত্তি এবং তাহার বিবিধ রূপ বর্ণন।	
২৮৪	পার্বতীদেবীর রোষ ও খেদ নিরাকরণ করিবার জন্য ভগবান্ শঙ্কর কর্তৃক শতরুদ্রনাম, শতকৃত্ব শিবসহস্র নামে স্তুতি হইয়া মহাদেব কর্তৃক তাঁহাকে বর দান এবং সেই স্তোত্রের মহিমা বর্ণন।	
২৮৫	অধ্যাত্মজ্ঞান ও তাহার ফল বর্ণন।	
২৮৬	নন্দন কর্তৃক নারদের নিকট নিজের লোকহীন অবস্থার কথা বর্ণন।	৬৭৮৬
	নারদ কর্তৃক শালঙ্কায়নকে শ্রেয়োলাভের উপদেশ।	৬৭৮৮
২৮৮	অত্রিপুত্রেয়ি কর্তৃক রাজা সগরকে বৈরাগ্যোৎপাদক মোক্ষবিষয়ক উপদেশ দান।	
২৮৯	ভৃগুপুত্র উশনার চরিত্র বর্ণন এবং তাঁহার শুক্র-নাম প্রাপ্তি কথন।	৬৭৯৭
	পরাশর গীতারম্ভ—পরাশর মুনি কর্তৃক রাজা জনককে কল্যাণ প্রাপ্তির সাধনের উপদেশ দান।	৬৮০০
২৯১	পরাশরগীতায় কর্মফলের অনিবার্যতা এবং পুণ্যকর্মের দ্বারা লাভ বর্ণন।	৬৮০৫

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
২৯২	পরাশর গীতায়—বর্ণাশ্রমাচারে উপার্জিত ধনের শ্রেষ্ঠতা, অতিথি সৎকারের মহত্ত্ব, পঞ্চবিধ ঋণ হইতে মুক্তিলাভের উপায় এবং ভগবৎ-স্তুতির দ্বারাত্মা কথন, সদাচার পালন ও গুরুজনগণের সেবায় মহা-সৌভাগ্য লাভ বর্ণন।	৬৮০৫
২৯৩	পরাশর গীতায় শূদ্রের পক্ষে সেবাবৃত্তির প্রাধান্য। সৎসঙ্গের মহিমা ও চাতুর্বর্ণের ধর্ম পালনের ফল কথন	
২৯৪	পরাশর গীতায়—ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের তুলনা, নিন্দনীয় কর্মসকল ত্যাগ করিতে আদেশ দান, মনুষ্যগণের মধ্যে অসুরভাবের উৎপত্তি, ভগবান্ শিবের দ্বারা উহার নিবারণ এবং বর্ণাশ্রমাচারে কর্তব্য পালনের আদেশ।	
	পরাশর গীতায়—বিদ্যাসম্পন্ন মানুষের পতন, তপোবলের শ্রেষ্ঠতা ও নিষ্কামভাবে স্বধর্মপালনের জন্য আদেশ দান।	৬৮১২
২৯৬	পরাশর গীতায় বর্ণ বিশেষের উৎপত্তির কারণ তপোবলের দ্বারা উৎকৃষ্ট বর্ণপ্রাপ্তি, বিভিন্ন বর্ণ-সমূহের বিশেষ ও সাধারণ ধর্ম, সৎকর্মের শ্রেষ্ঠতা এবং হিংসারহিত ধর্মকর্মের বর্ণন।	
২৯৭	পরাশর গীতা নানাপ্রকার ধর্ম ও কর্তব্যের উপদেশ।	৬৮১৮
২৯৮	পরাশর গীতায় উপসংহার—রাজা জনকের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দান।	৬৮২৫
২৯৯	হংসগীতা—হংসরূপধারী ব্রহ্মা কর্তৃক সাধ্যগণকে উপদেশ দান।	৬৮২৯
	সাংখ্য ও যোগের পার্থক্য বলিতে বলিতে জীব-কর্তৃক যোগমার্গের গ্রহণ, সাধন, ফল এবং প্রভাব বর্ণন।	৬৮৩৫
৩০১	সাংখ্য যোগানুসারের সাধন ও তাহার ফল বর্ণন।	৬৮৩৭
৩০১	বসিষ্ঠ ও করালজনকের সংবাদ—ক্ষর ও অক্ষর তত্ত্বের নিরূপণ এবং উহার জ্ঞানে মুক্তি লাভ বর্ণন।	৬৮৪৬
৩০৩	প্রকৃতির সংসর্গবশতঃ জীবের নিজেকে নানা প্রকার কর্মফলের কর্তা ও ভোক্তারূপে বোধ এবং নানা যোনিতে বারংবার জন্মলাভ।	৬৮৫১
৩০৪	প্রকৃতির সংসর্গ-দোষে জীবের পতন।	৬৮৫৫

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
৫৫	ক্ষর অক্ষর ও প্রকৃতি-পুরুষের নিগমে রাজা জনকের সভা প্রকাশ এবং যতিই কর্তৃক উহার নিরাকরণ।	৬৮৫৬
৫৬	যোগ ও সাংখ্যের স্বরূপ কথন এবং আত্মজ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ বর্ণন।	৬৮৬১
	বিদ্যা-অবিদ্যা, অক্ষর-ক্ষর এবং প্রকৃতি-পুরুষের স্বরূপ বর্ণন ও বিবেকী ব্যক্তির উক্তি কথন	৬৮৬৪
৫৭	জনকবাদী বরুণানুকে এক মুনির ধর্মনিগমক উপদেশ দান।	৬৮৭৩
	রাজসভায়কর্তৃক রাজা জনককে উপদেশ দান—সাংখ্য মতানুসারে চতুর্বিংশ ও তত্ত্ব এবং নবপ্রকার সর্গের নিরূপণ।	৬৮৭৬
	অব্যক্ত, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মন ও বিষয়সমূহের কাল সংখ্যা নিরূপণ, সৃষ্টি বর্ণন এবং ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মনের প্রাধান্য প্রতিপাদন।	৬৮৮৮
৫৯	সংহারক্রমের বর্ণন	৬৮৯১
৫৯	অধ্যাত্ম, অধিকৃত ও অধিদৈব বর্ণন এবং সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভাবসমূহের লক্ষণ নিরূপণ।	
৫৯	সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস প্রকৃতির মনুষ্যগণের গতি বর্ণন এবং রাজা জনকের প্রশ্ন	৬৮৯৩
৫৯	প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক ও উহার ফল বর্ণন।	৬৮৯৫
৫৯	যোগের বর্ণন এবং উহার সাধনে পরব্রহ্ম পরমাত্মার প্রাপ্তি কথন।	৬৮৯৭
৫৯	বিভিন্ন অঙ্গসমূহ হইতে প্রাণোৎক্রমণের ফল নিরূপণ, মৃত্যুসূচক লক্ষণসমূহ বর্ণন এবং মৃত্যুকে জয় করিবার উপায় কথন।	৬৮৯৯
৫৯	যাজ্ঞবল্ক্যকর্তৃক সূর্যদেবের নিকট হইতে নিজের বেদজ্ঞান লাভের প্রসঙ্গ বর্ণন, বিশ্বাবসুকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য জ্ঞানের উপদেশ দান করত তাহার ফল মুক্তি নিরূপণ এবং জনককে উপদেশ দানের পর অন্যত্র গমন।	৬৯০১
৫৯	জন্ম-মৃত্যুর উন্নয়ন-বিষয়ে পঞ্চশিখ এবং জনকের সংবাদ।	৬৯০১
	রাজা জনককে পরীক্ষা করিবার জন্য উপস্থিত মৃত্যুতা কর্তৃক তাঁহার দেহে প্রবেশ, তাঁহার উপর রাজা জনকের দোষারোপ এবং মৃত্যুতা কর্তৃক যুক্তিসমূহের দ্বারা নিরাকরণ করিতে করিতে রাজা জনককে 'অজ্ঞান' বলিয়া নিরূপণ।	৬৯০৩
৬০	ব্যাসদেব কর্তৃক নিজ পুত্র শুকদেবকে বৈরাগ্য ও ধর্মপূর্ণ উপদেশ দিয়া চৈতন্য সম্পাদন।	৬৯১৯

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
	শুভাশুভ কর্মফলের পরিণাম কর্তাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হয় ইহা প্রতিপাদন।	
৬১	পুত্রপ্রাপ্তির জন্য ব্যাসদেবের তপস্যা এবং তপস্যান্ত সময় হইতে বরপ্রাপ্তি।	৬৯১৯
৬২	শুকদেবের জন্মগ্রহণ, তাঁহার যজ্ঞোপবীত, বেদাধ্যয়ন এবং সমাবর্তন সংস্কারের বৃত্তান্ত।	
৬২	পিতার আজ্ঞায় শুকদেবের মিথিলায় গমন এবং সেখানে দ্বারপাল, মন্ত্রী ও যুবতী-স্ত্রীগণের দ্বারা সংকৃত হওয়ার পর তাঁহার ধ্যানে অবস্থান।	৬৯৩৪
৬২	রাজা জনক কর্তৃক শুকদেবের পূজা, তাঁহার প্রশ্নের সমাধান করিতে করিতে জনককর্তৃক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পরমাত্মাকে লাভ করিবার পর অন্য তিন আশ্রমের অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন এবং মুক্ত পুরুষের লক্ষণ-লক্ষণ বর্ণন।	
	পিতার নিকটে শুকদেবের প্রত্যাবর্তন এবং ব্যাসদেব কর্তৃক শিষ্যগণকে আখ্যানের বিধি কথন।	৬৯৪৭
৬২	শিষ্যগণ চলিয়া যাইলে পর ব্যাসদেবের নিকট নারদের আগমন ও ব্যাসদেবকে বেদপাঠের জন্য প্রেরণদান এবং শুকদেবকে অনধ্যায়ের কারণ বলিতে বলিতে ব্যাসদেব কর্তৃক প্রবহাদি সপ্ত বায়ুর পরিচয় দান।	
৬২	শুকদেবকে নারদের বৈরাগ্য এবং জ্ঞানের উপদেশ দান।	৬৯৫১
৬৩	শুকদেবকে নারদের সদাচার ও অধ্যাত্ম-বিষয়ক উপদেশ দান।	
	নারদ কর্তৃক শুকদেবকে কয়েকজন প্রাপ্তি-বিষয়ে পরতন্ত্রতার উপদেশদান এবং শুকদেবের সূর্যলোকে গমন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	৬৯৫৮
৬৩	শুকদেবের উর্ধ্বগতি বর্ণন।	৬৯৬৪
৬৪	শুকদেবের পরমপদ প্রাপ্তি এবং পুত্রশোকে ব্যাকুল ব্যাসদেবকে মহাদেবের আশ্বাস দান।	
৬৪	বদরিকাশ্রমে জিজ্ঞাসাকারী দেবর্ষি নারদের নিকট নারায়ণ কর্তৃক পরমদেব পরমাত্মাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ পূজনীয় বলিয়া প্রতিপাদন।	৬৯৭০
৬৪	নারদের শ্বেতদ্বীপ বর্ণন, সেখানকার নিবাসীদিগের স্বরূপবর্ণন, রাজা উপরিচরবসুর চরিত্র কথন এবং পাঞ্চরাত্রের উৎপত্তি-প্রসঙ্গ।	৬৯৭৬

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
৩৭৬	দ্বারকা উপস্থিত হইয়া বসুদেব কর্তৃক ভগবানের উপর বৃহস্পতির ক্রোধ এবং দেবতাদি কর্তৃক বৃহস্পতির নিকট দেবতাগণ ও ভগবানের মহিমা বর্ণনা করিয়া তাঁহার শান্তিবিধান।	
৩৭৭	যজ্ঞে আহুতির জন্য অগ্নির অগ্নি অর্থ, তাপন অর্থ— এই রূপ ব্যাখ্যান পরিত্যাগ করার জন্য রাজা উপরিচরের অধঃপতন এবং ভগবানের কৃপায় পুনরুদ্ধারের বৃত্তান্ত বর্ণন।	
৩৭৮	নারদ কর্তৃক দুর্ধর্ষত্ব লাভের দ্বারা ভগবানের স্তুতি	
৩৭৯	দেবতাগণে নারদের ভগবদ্বর্শন, ভগবান্ কর্তৃক নারদকে বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি নিজের বৃহদ্রূপের পরিচয় দান, ভবিষ্যতের অবতারগণের নাম বর্ণন এবং এই কথার শ্রবণ-পঠনের ফল।	
	বাদরায়ণ কর্তৃক নিজ শিষ্যগণকে ভগবানের দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবতাগণের নিকট কথিত স্তুতি ও নিবৃত্তিরূপ বেদের উপদেশ দান।	
	ভগবান্ ঋষভ কর্তৃক অর্জুনের নিকট নিজের প্রভাব বর্ণনা করিতে করিতে নিজের অবতারগণের নাম-পরিচয় ও মাহাত্ম্য বর্ণন।	
	পরীক্ষিৎ প্রায়োপবিষ্ট অবস্থা বর্ণন, ব্রাহ্মণগণের মহিমা প্রকাশক বহু প্রকারের বৃত্তান্তের উল্লেখ, ভগবান্ সঙ্কর্ষণের হেতু কথন এবং ব্রহ্মের সহিত যুদ্ধে নারায়ণের বিজয়।	
৩৮০	জনমেজয়ের প্রশ্ন, দেবতাগণ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেবর্ষি নারদের নর-নারায়ণের নিকট গমন এবং তাঁহাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া নারদ কর্তৃক দেবতাগণের মহত্ত্বপূর্ণ বৃত্তের বর্ণনা।	
৩৮১	নারদের প্রশংসা করিতে করিতে নর নারায়ণ কর্তৃক তাঁহার নিকট ভগবান্ বাসুদেবের মাহাত্ম্য কথন।	১০৩৪
	ভগবান্ বরাহকর্তৃক সিন্ধুগর্ভে পৃথ্বীস্থাপনা প্রবর্তন।	১০৩৭
৩৮৩	নারায়ণের মহিমাযুক্ত উপাখ্যানের উপসংহার।	১০৪৯
৩৮৭	মন্বন্তর-অবতারের বর্ণনা, বেদসমূহের উদ্ধার, মধুকৈটভবধ এবং নারায়ণের মহিমাকথন।	
৩৮৮	নারদ কর্তৃক বেদের উপদেশ পরম্পরা এবং ভগবানের প্রতি ঐকান্তিকভাবের মহিমা কথন।	
৩৮৯	পরীক্ষিৎ প্রায়োপবেশে ভগবান্ নারায়ণের স্মরণ হইতে নারদতীর্থের অপামরতত্ত্বারণে ব্যাসদেবের জন্ম হইবার এবং তাঁহার প্রভাবের বৃত্তান্ত বর্ণন।	
	বৈকুণ্ঠ পর্বতে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মের মিলন এবং ব্রহ্মা-কর্তৃক পরমপুরুষ নারায়ণের মহিমা বর্ণন।	
	ব্রহ্ম-রুদ্র সংবাদে নারায়ণের মহিমা বিশেষরূপে বর্ণন।	
	নারদকর্তৃক ইন্দ্রকে উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণের কথা শুনাইবার উপক্রম।	
	মহাশঙ্খপুরে এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সদাচার বর্ণন এবং তাঁহার গৃহে অতিথির আগমন কথন।	
৩৯৪	অতিথি কর্তৃক স্বর্গের বিভিন্ন মার্গনিষ্ঠের বর্ণন।	
৩৯৫	অতিথি কর্তৃক নারায়ণ পরায়ণের সদাচার ও সব গুণসমূহের বর্ণন এবং তাঁহার নিকট যাইবার জন্য ব্রাহ্মণকে প্রেরণদান।	
৩৯৬	অতিথির কথায় শ্রদ্ধা হইয়া ব্রাহ্মণের নারায়ণের গৃহ অভিমুখে প্রস্থান।	১০৭১
	নারদীয় দ্বারা ব্রাহ্মণের সংকার এবং বার্তালাপের পর ব্রাহ্মণ কর্তৃক নারায়ণের আশ্রমের প্রতীক্ষা।	
	নারায়ণকে দর্শন করিবার জন্য ব্রাহ্মণের উৎসুক্য এবং তাঁহাকে তোষণ করাইবার জন্য নারায়ণের পরিবারের আগ্রহ প্রকাশ।	
৩৯৮	নারায়ণের গৃহে প্রত্যাবর্তন, পত্নীর সহিত তাঁহার ধর্মবিষয়ে আলোচনা এবং ব্রাহ্মণকে দর্শনদান করিবার জন্য নারায়ণকে পত্নীর অনুরোধ।	
	পত্নীর ধর্মযুক্ত বাক্যে নারায়ণের অতিমান এবং রোষনাশ ও ব্রাহ্মণকে দর্শন দান করিবার জন্য তাঁহার উদ্যোগ।	১০৭৭
	নারায়ণ ও ব্রাহ্মণের পরস্পর মিলন এবং বার্তালাপ।	১০৭৯
	ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলে পর নারায়ণকর্তৃক পৃথ্বীমণ্ডলের আশ্চর্যজনক ঘটনাসমূহ বর্ণন।	
৩৯৯	ঊর্ধ্বশিখবৃত্তির দ্বারা সিদ্ধপুরুষের দিব্য গতি বর্ণন।	
৪০০	নারায়ণের সহিত ব্রাহ্মণের আলাপ, উঞ্ছবৃত্তি পালন করিবার নিশ্চয় এবং অন্যত্র যাইবার অনুমতি প্রার্থনা।	১০৮৩
৪০১	নারায়ণের নিকট হইতে গমনানুমতি গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের চারমুনির নিকট হইতে উঞ্ছবৃত্তির শিক্ষা গ্রহণ করত সাধন আরম্ভ এবং তথায় পরম্পরা-বর্ণন।	